মাসিক পত্র।

(ভূতপূর্ব্ব সোমপ্রকাশ সম্পাদক)

১২৮৬ - ৮৭

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

সম্পাদিত।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে।

শ্রীহারাণচন্দ্র সার্ব্বভৌম দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮৬ সাল শ্রাবণ মাস।

াতা মৃজাপুর ১০ নং বুদ্ধুওস্তাগরের লেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ টাকা।

মাসিক পত্র

———:০:———

(ভূতপূর্ব্ব সোমপ্রকাশ সম্পাদক)

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

সম্পাদিত।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে।

শ্রীহারাণচন্দ্র সার্ব্বভৌম দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮৬ সাল শ্রাবণ মাস।

কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃদ্ধুওস্তাগরের লেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ টাকা।

কল্পদ্রুম।

স্বস্তিবাচন।

"স্বস্তি ভবন্তোব্রুবন্তু।"

যে কোন কার্য্য হউক, তাহার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সংকল্প চাই। জগদীশ্বর জগতের সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে "জগতের কিরূপ আকার হইবে এবং কি প্রণালীতে ও কি উপাদানে উহা নির্ম্মিত হইবে" এ সংকল্প করিয়াছিলেন। "মনসা সংকল্পয়তি বাচা অভিলপতি কর্ম্মণাচোপপাদয়তি।" মনে সংকল্প করিতে বাক্যে ব্যক্ত করিতে ও কর্ম্মে উপপন্ন করিতে হয়। আমরা অনেক দিন অবধি সঙ্কল্প করিয়াছি, কল্পদ্রুম নামে একখানি মাসিকপত্র প্রণয়ন করিব। এই ১২৮৫ সালের ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে আমরা তাহার প্রতিষ্ঠা করিলাম। কিন্তু আমাদিগের বড় একটী চিন্তা হইতেছে, কতকগুলি নরভূত আছে, পাছে তাহারা কল্পদ্রুমের বিঘ্ন উৎপাদন করে। অতএব পাঠকগণ আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, আপনারা স্বস্তি স্বস্তি বলুন, নির্ব্বিঘ্নে আমাদিগের সেই সঙ্কল্পিত বিষয়টী সুসিদ্ধ হউক।

—:০:—

ভূতাপসারণ।

"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" মঙ্গলকার্য্যের বিঘ্ন অনেক। এই কারণে পূর্ব্বাচার্য্যেরা কোন মঙ্গল কার্য্যের আরম্ভকালে ভূতাপসারণ করিতেন। আমরাও দেখিতেছি, সংকল্পিত কল্পদ্রুমের বিঘ্নকারক অনেকগুলি ভূত আছে, সেগুলির অপসারণ একান্ত আবশ্যক। পাঠক এস্থলে জিজ্ঞাসা করিবেন, সে ভূতগুলি কে? পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রথমে সেই ভূতগুলির গণনা করা যাইতেছে। এরূপ কতকগুলি মূর্ত্তিমান গর্ব্ব-ভূত মহামহোপাধ্যায় আছেন, যে কোন গ্রন্থ হউক বা সাময়িকপত্র হউক, তাহার উদ্দেশ্য কি তাঁহারা তাহা বুঝেন না, গ্রন্থ বা পত্রের গুণ দোষ পরীক্ষা করা

দূরে থাকুক, তাহার ভিতরে কি আছে পাত উল্টাইয়াও দেখেন না, অথচ সিদ্ধান্ত করিয়া লন, উক্ত গ্রন্থ বা পত্র কোন কাজেরই হয় নাই। কেবল এই সিদ্ধান্ত করা নয়, দ্বারে দ্বারে এই কথা রটনা করিয়াও বেড়ান হয়। যাঁহারা এইরূপ করেন, তাঁহারা প্রথম ভূত। দ্বিতীয় ভূতগুলি বড় ঈর্ষ্যান্বিত। পাছে আপনাদিগের মহিমার হানি হয় এই শঙ্কায় নূতন গ্রন্থ হউক, আর সাময়িক পত্র হউক, তাঁহারা তাহার কেবল দোষেরই অনুসন্ধান করেন। তৃতীয় ভূতগুলি বড় ভয়ঙ্কর। তাঁহাদিগের কোন প্রকার স্বার্থ লাভ নাই, অথচ গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র দেখিলে তাহার ধ্বংস করিবার নিমিত্ত বিষম ব্যগ্র হন। মহাবীর অর্জ্জুন বৈরনির্যাতনার্থী হইয়া ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে যখন তপস্যা করিতে গেলেন, সেই সময়ে মূক নামে এক দানব তাঁহার প্রাণ সংহারার্থ শূকর বেশ ধারণ করিয়া দ্রুতবেগে আগমন করে। অর্জ্জুন তাহাকে দেখিয়া নানাপ্রকার তর্ক আরম্ভ করিলেন, তাহার মধ্যে একটী তর্ক এই ঃ—

"মুনিরস্মি নিরাগসঃ কুতোমে ভয়মিত্যেষ ন ভূতয়েহভিমানঃ।
পরবৃদ্ধিষু বদ্ধমৎসরাণাং কিমিব হ্যস্তি দুরাত্মনামলঙ্ঘ্যং ॥"

আমি মুনি, কাহার কোন অপকার করি নাই, আমার ভয় কি? এ জ্ঞান মঙ্গলের নয়। যাহারা পরের উন্নতি দেখিয়া তাহার শুভদ্বেষী হয়, তাদৃশ দুরাত্মাদিগের অসাধ্য কিছুই নাই।

অর্জ্জুন যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা কহিয়াছিলেন, আমাদিগের বর্ণিত ভূতগুলি সেই দল প্রবিষ্ট। চতুর্থ ভূতগুলি বড় আত্মাভিমানী। তাঁহারা পরের তিল প্রমাণ দোষ দেখিলে তাহা তাল প্রমাণ করিয়া মহা আমোদ করিয়া থাকেন। সেই সময়ে তাঁহাদিগের মনে অভিমান স্ফীত হইয়া উঠে এবং মনোমধ্যে এই ভাবের উদয় হয় "আমাদের মত বড় লোক আর নাই।" পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম প্রভৃতি আরো কতকগুলি ভূত আছেন, রাজদণ্ড তাঁহাদিগের হস্তগত, তাঁহারা সাময়িক পত্রগুলিকে কণ্টক স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন। কণ্টক জ্ঞান করিবার কারণ এই, তাঁহারা নিজে দোষী। কেহ ঘুস খাইয়া ধরা পড়িয়াছেন; কেবল উৎকোচগ্রাহী নন, বিষম মাতাল ও লম্পট, তিনি কর্ত্তা হইয়াছেন, সাময়িকপত্রগুলি পাছে তাঁহার পূর্ব্ব কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া দেয় এই শঙ্কা। এ প্রকার গুণধর পুরুষকে যিনি কর্ত্তা করিয়াছেন, তিনি এক ভূত, আর সেই গুণধর পুরুষ নিলজ্জ

হইয়া কর্ত্তা হইতে গিয়াছেন, অতএব তিনিও এক ভূত। ষষ্ঠ, বড় চমৎকার স্বভাবের ভূত। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ রাত্রিকালে পঞ্চ মকার জাগাইয়া থাকেন। কাহার বা হস্তে প্রতিবেশি কুলবধূদিগের মানমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি হয়। দিবসে বিচারাসনে বসিয়া তাঁহাদিগের প্রতাপের সীমা থাকে না। তাঁহাদিগের দণ্ডের এমনি তীক্ষ্ণধার যে ছুতে মাছি কাটিয়া যায়। ন্যায়পর বলিয়া পরিচয় দিবার তখন ঘটা দেখে কে? কিন্তু রাত্রিকালে সেই সেই মহাপুরুষের বাসগৃহে ন্যায়পরতা ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতির সপিণ্ডীকরণ হইয়া থাকে। সপ্তম ভূতগুলিকে গো-ভূত বলিলে হয়। তাঁহাদিগের অন্য বিদ্যা যত থাকুক না থাকুক, উপরিপদস্থ কর্ত্তৃপক্ষের চিত্তারাধনা বিদ্যাটী বিলক্ষণ আছে। তাঁহারা যেদিকে জল পড়ে, সেই দিকে ছাতি ধরেন। উপরের কর্ত্তা যদি দয়ালু হইলেন, সে ভূতগুলির মুখে দয়াস্রোত বহিতে আরম্ভ হইল, কিছু দিন পরে যদি সেই দয়ালু কর্ত্তা পদান্তরে গেলেন, তৎপদে যদি কোন নিষ্ঠুর কর্ত্তা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি ভূতগুলির দয়া নিষ্ঠুরতার বেশ ধারণ করিল। নবম ভূত, বড় বাহাদুর, অথবা বড় বেহায়া বলিলেও হয়। তাঁহারা অবলীলাক্রমে লোকের উপর অত্যাচার করেন, আবার সেই অত্যাচারকে অত্যাচার নয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রাণপণ চেষ্টা পান। তজ্জন্য কিছুমাত্র লজ্জার উদয় হয় না। প্রত্যুত আপনাদিগকে শ্লাঘনীয় জ্ঞান করেন। কল্পদ্রুমের বিঘ্নকারক এইরূপ অনেক ভূত আছেন। পাঠকগণ আমাদিগের সহিত———

"বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে যে ভূতাবিঘ্নকারকাঃ॥
বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রাঃ যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশ্চ।
সিদ্ধার্থকৈর্ব্বজ্রসমানকল্পৈঃ ময়া নিরস্তাবিদিশঃ প্রয়ান্তু॥"

এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া ভূতগুলির অপসারণ করুন, অন্যথা কল্পদ্রুমের মঙ্গল নাই। উপসংহারে পাঠকগণকে আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ এই, ইংরাজী পড়িয়া যে কতকগুলি ভূত হইয়াছেন, শ্বেত সর্ষপ ছড়াইয়া বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাদিগকে অগ্রে গঙ্গা পার করিয়া দিন, তাহা না করিলে আপনারাও নির্ব্বিঘ্নে কল্পদ্রুম পাঠ করিতে পারিবেন না, আমরাও সুচারুরূপে ইহার কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব না।

মঙ্গলাচরণ

আর্য্যদিগের মঙ্গলাচরণের যে প্রকার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, এরূপ আস্তিক জাতি পৃথিবীর মধ্যে আর নাই। সঙ্কটাবহ ও দুরূহ কার্য্যের কথা দূরে থাকুক, কেহ গ্রামান্তরে কোন বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গেলেও যাত্রাকালে গণেশকে প্রণাম ও হরিস্মরণ না করিয়া পাদক্ষেপ করেন না। যে কোন কার্য্য হউক, তাহার প্রারম্ভে কোন হিন্দুই আপন অভীষ্ট দেবতার পূজা প্রণাম স্মরণ বা নামোচ্চারণ না করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না। কার্য্যের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা এদেশের শিষ্টাচার। কেবল শিষ্টাচার নয়, এদেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলেন, মঙ্গলাচরণে গ্রন্থ সমাপ্তির প্রতিবন্ধক যে বিঘ্ন থাকে, তাহার নাশ হয়। আমরা সেই পূর্ব্বাচার্য্যদিগের চিরাচরিত আচার পরম্পরার অনুবর্ত্তী হইয়া কল্পদ্রুমের বিঘ্ননাশ কামনা করিয়া কেবল যে মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছি এরূপ নয়, যিনি আমাদের পুরুষপরম্পরাকে অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছেন, যাঁহার কৃপায় আমরা শরীর ধারণে সমর্থ হইয়া স্বয়ং নানা মঙ্গল ভোগ করিতেছি এবং জগতকেও কল্যাণপরম্পরা ভোগ করিতে দেখিতেছি, এবং যাঁহার প্রসাদে আজ আমরা অপরিসীম আনন্দসহকারে এই মঙ্গলময় কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইয়াছি; যাঁহার মহিমা ক্ষুদ্র বনলতা হইতে উত্তুঙ্গশৃঙ্গ হিমালয় এবং সামান্য খদ্যোতিকা হইতে প্রদীপ্ত জ্যোতির্ম্মণ্ডল সূর্য্যমণ্ডলে সুন্দররূপ ব্যক্ত রহিয়াছে; যিনি আশ্চর্য্য কৌশলে অখণ্ড বিধি ও শৃঙ্খলাবদ্ধ এই ভূমণ্ডলকে পালন করিতেছেন, শুভকার্য্যের প্রারম্ভে কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে স্মরণ ও প্রণাম করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি এই আশ্চর্য্য বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। যে বিশ্বের কীট পতঙ্গ মনুষ্য পশ্বাদি সকলই অদ্ভুত। যে বিষয় চিন্তা করা যায়, তাহাতেই মোহ উপস্থিত হয়। এই আকাশে মেঘ নাই, জলের নিমিত্ত লোকে হাহাকার করিতেছে, দুদিন পরেই আবার জগৎ ভাসিয়া গেল। মোহজালে আচ্ছন্ন হইয়া মানুষ যাঁহাকে জানিতে না পারিয়া কেহ শাক্ত কেহ শৈব কেহ বৈষ্ণব কেহ খ্রীষ্টান কেহ বৌদ্ধ হইতেছেন, শুভ কার্য্যের প্রারম্ভে কৃতজ্ঞচিত্তে সেই সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ-

রকে স্মরণ ও প্রণাম করিয়া আমরা কল্পদ্রুমের কার্য্য আরম্ভ করিলাম। তাঁহার নিকট প্রার্থনা এই, তিনি যেন আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করেন।

প্রয়োজন, প্রতিজ্ঞা, প্রতিপাদ্য।

প্রয়োজন—এই কয় বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে অনেকগুলি মাসিক পত্রিকা জন্ম গ্রহণ করিল, এবং কিছু দিন লীলা খেলা করিয়া কালের লীলাচলে লীন হইল। যে কয়খানি জীবিত আছে, তদ্দ্বারা কোন উন্নতি সাধন হইতেছে না এমত নহে, অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ও তাহাতে প্রকটিত হইয়া থাকে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সেগুলিও এক্ষণে অর্ণবের তুমুল তরঙ্গে কদলী ভেলা স্বরূপ হইয়াছে। তাহা না হইলেও কল্পদ্রুম প্রচারের প্রয়োজন আছে, ইহার উদ্দেশ্য নূতন ও মহৎ। পতিত মনুষ্যকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরকেও মর্ত্ত্যভূমে আসিতে হইয়াছিল, এক্ষণে আবার সেই মনুষ্যের উপকারার্থ কল্পতরুকে স্বর্গ পরিত্যাগ করিতে হইতেছে।

১। এদেশে এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা এদেশের কোন বিষয় জানেন না, তাঁহারা ইংরাজী শিখিয়া তাহার এমনি গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছেন যে আর কিছু তাঁহাদিগের ভাল লাগে না; সুতরাং আমাদিগের কিছু আছে কি না তাহার অনুসন্ধান করেন না; কাজে কাজেই আমাদিগের কিছুই নাই, তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্ত হইয়া আছে। তাঁহাদিগের ভ্রমভঞ্জনই কল্পদ্রুম প্রণয়নের মুখ্য প্রয়োজন। সে ভ্রমভঞ্জন করিতে গেলে আমাদিগের যে সকল বিষয় আছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার পর্য্যালোচনা এবং আমাদিগের শাস্ত্রে যে যে বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহার সার সঙ্কলন এবং যে উদ্দেশ্যে যে বিষয় লিখিত হইয়াছে, যত দূর সম্ভব তাহার বিচার করা ও তাহার উপকারিতা উপযোগিতা ও সারবত্তা প্রদর্শন আবশ্যক হইয়াছে।

২। দিন দিন আমাদের মনোবৃত্তি সকল নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, শিরাতে শোণিত স্রোত জমিয়া যাইতেছে, দেহে চেতনা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে; বিশেষতঃ বিবিধ দৈব দুর্ব্বিপাক, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, রোগ, শোক প্রভৃতি আমাদিগের শরীরের গ্রন্থি সকলের সূত্রানুসূত্র ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে; অচিরেই যে এই পুণ্যভূমি ভারতভূমি ভীষণ শ্মশানভূমি হইয়া উঠিবে,

সে বিষয়ে বড় সংশয় হইতেছে না। আমরা ভাবিয়া থাকি আমাদের বেশ উন্নতি হইতেছে; সেটী আমাদের ভ্রম। দিন দিন আমাদের কিরূপ অধোগতি হইতেছে, নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে হৃদয় চমকিয়া উঠে। আর আমরা যে কখন মনুষ্য সমাজে মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইব এ আশা থাকে না। ইহার কোনরূপ প্রতিবিধান করা এই পত্রিকা প্রকাশের অন্যতর প্রয়োজন। যাহাতে হৃদয়ে তেজের সঞ্চার হয়, আমরা নবজীবনে সঞ্জীবিত হই, শিরায় শিরায় অত্যুষ্ণ শোণিত ধারা শতগুণ তেজে প্রবাহিত হয়, তাহার ঔষধ উদ্ভাবন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কল্পবৃক্ষ ভিন্ন সকল প্রকার মনোরথ পূর্ণ করা আর কাহার সাধ্য নয়, এই জন্য কল্পদ্রুমের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

৩। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন। দিন দিন বাঙ্গলা ভাষা এরূপ বিকৃত আকৃতি ধারণ করিতেছে, যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখনকার বাঙ্গালা না বাঙ্গালা না ইংরাজী না হিন্দি। যাঁহার যেরূপে লিখিবার ইচ্ছা হইতেছে, তিনি সেইরূপেই লিখিতেছেন। ভাষার উন্নতি না হইলে কোন জাতির উন্নতির সম্ভাবনা নাই। অতএব বাঙ্গালা ভাষাকে একটি বিশুদ্ধ সম্পূর্ণ ভাষারূপে পরিণত করিবার চেষ্টা করাও কল্পদ্রুম প্রণয়নের অন্যতর প্রয়োজন। অন্য ভাষা নিরপেক্ষ হইয়া কেবল বাঙ্গালাভাষা অধ্যয়ন করিয়া লোকে বিদ্বান ও জ্ঞানী হইতে পারেন না। ইহার কারণ বাঙ্গালা ভাষা আজিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। সংস্কৃত ও ইংরাজী প্রভৃতি পড়িয়া যেরূপ জ্ঞান ব্যুৎপত্তি ও অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে, কেবল বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া সেরূপ হয়না। যাহাতে কেবল বাঙ্গালা পড়িয়া সেইরূপ জ্ঞান, ব্যুৎপত্তি ও অভিজ্ঞতা জন্মে, ইহারও চেষ্টা পাওয়া কল্পদ্রুম প্রণয়নের তৃতীয় প্রয়োজন।

৪। বিশুদ্ধরূপে বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, এরূপ লেখকের সংখ্যা বাঙ্গালা দেশে অতি অল্প। কতকগুলি প্রকৃত লেখক প্রস্তুত করাও কল্পদ্রুমের অপর উদ্দেশ্য। ফল কথা ভারতের মঙ্গলের জন্যই কল্পদ্রুমের সৃষ্টি।

প্রতিজ্ঞা।—কল্পদ্রুম আটপেজী ফর্ম্মার আকারে প্রতি মাসে প্রকাশ হইবে। ইহাতে কাহারও গ্লানিকর কোনরূপ প্রবন্ধ বা প্রস্তাব সন্নিবেশিত হইবে না। গ্রন্থ সমালোচনা করা যাইবে, কিন্তু কাহারও কোন দোষ ধরিয়া পরিহাস বা বিদ্রূপ করিয়া গ্রন্থকারকে অপদস্থ ও অপমানিত করা হইবে না।

আমরা এক এক খানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তাহার তাৎপর্য্য পাঠকগণের গোচর করিতে যত্নবান হইব।

প্রতিপাদ্য। যে সকল বিষয়ে স্বদেশের, স্বজাতির ও পৃথিবীর মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে, তত্তৎবিষয়ক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রস্তাব ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, জ্যোতিষ প্রভৃতি কোন বিষয়ই পরিত্যক্ত হইবে না। তবে পাণ্ডিত্য বা বিদ্যা প্রদর্শন করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় বাক্যাড়ম্বর জড়িত পরিহাসপূর্ণ সুদীর্ঘ প্রস্তাব ও প্রবন্ধে পত্রিকাখানিকে পূর্ণ করাও আমাদের অভিপ্রেত নহে। যাহাতে আমাদের মনোবৃত্তি সকল বিকাশ প্রাপ্ত হয়, ওজস্বিতা তেজস্বিতা অধ্যবসায়শীলতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি গুণ এবং সাহস উৎসাহ হৃদয়ে পুনরুদ্দীপ্ত হয়, পরস্পরে সদ্ভাব ও একতা জন্মে, এরূপ প্রবন্ধ লিখিবার জন্যই সবিশেষ যত্ন থাকিবে। তবে যাঁহারা বৃক্ষ অঙ্কুরিত না হইতে দুরাকাঙ্ক্ষাবশতঃ ফল প্রত্যাশা করিবেন, তাঁহারা মনোমত ফল লাভে অধিকারী না হইতে পারেন। কিন্তু কালে যে এই কল্পবৃক্ষ স্বর্গের কল্পবৃক্ষের ন্যায় বাঞ্ছানুরূপ ফল প্রদান করিবে, সে আশা আছে। এক্ষণে মহোদয় পাঠকগণ কৃপাদৃষ্টি দানে ইহাকে বর্দ্ধিত করেন, এই আমাদের অভিলাষ।

———০ঃ০—

আর্য্যগণের কৃতি ও কীর্ত্তি।

অনেকে সন্তান সন্ততির মঙ্গল কামনা করিয়া বিষয় বিভব তালুক মুলুক জমীদারী প্রভৃতি রাখিয়া যান। সন্তানাদির অযোগ্যতাদি দোষে সেই বিষয় বিভব অনেকের হয় ত অনেক পুরুষ ভোগ হয় না; কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্যগণ আমাদের ভোগের নিমিত্ত এমনি অদ্ভুত অমূল্য সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন যে আমরা প্রতি পদে অযোগ্যতা প্রদর্শন করিতেছি, তথাপি তাহা যায় যায় করিয়াও যাইতেছে না। সে সম্পত্তি নশ্বর ভূসম্পত্তি বা অর্থসম্পত্তি নয়—আর্য্যগণের জ্ঞানসম্পত্তি। দুঃখের বিষয় এই, আর্য্যগণের কতকগুলি কুলধর গুণপুত্র সে সম্পত্তির কোন সন্ধানই রাখেন না। অনেকে বিশেষতঃ ইংরাজী ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে যাহাঁদিগের আদর নাই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন "পূর্ব্বকার আর্য্যগণ কিছুই জানিতেন না, কেবল দ্বিপদ পশু ছিলেন, তাঁহাদিগের ঔরসে জন্মিয়া কেবল ইংরাজী অধ্যয়নের

বলে আমরা মানুষ হইয়াছি।” পূর্ব্বকার আর্য্যেরা যে কৃতি ও কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা ক্রমে ক্রমে সেগুলি ঐ কুলধরদিগের গোচর করিব সঙ্কল্প করিয়াছি। সামান্যতঃ আজ আমরা কেবল কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম।

কবি শ্রীহর্ষ নলরাজার বর্ণনাবসরে এক স্থলে লিখিয়াছেন——

“অধীতিবোধাচরণপ্রচারণৈর্দশাশ্চতস্রঃ প্রণয়ন্নুপাধিভিঃ।
চতুর্দ্দশত্বং কৃতবান্ কুতঃ স্বয়ং ন বেদ্মি বিদ্যাসু চতুর্দ্দশস্বয়ং॥”

নল রাজা চতুর্দ্দশ বিদ্যা জানিতেন।

আর এক স্থলে লিখিত হইয়াছে ঃ——

“অমুষ্য বিদ্যা রসনাগ্রনর্ত্তকী ত্রয়ীব নীতাঙ্গগুণেন বিস্তরং।
অগাহতাষ্টাদশতাং জিগীষয়া নবদ্বয়দ্বীপপৃথগ্জয়শ্রিয়াম্।”

নল রাজা অষ্টাদশ বিদ্যা জানিতেন।

তখনকার রাজারাও এইরূপ নানা বিদ্যা জানিতেন, আর যাহাঁদিগের কেবল বিদ্যাই ব্যবসায় ছিল, তাঁহারা যে কত জানিতেন, আর পৃথিবীর উপকারার্থ যে কত কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। চতুর্দ্দশ ও অষ্টাদশ বিদ্যা কি, এস্থলে সামান্যতঃ তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক হইল।

“অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥”

শিক্ষা কল্পাদি ছয় অঙ্গ, ঋক, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব চারি বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা।

শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চিতিঃ।
জ্যোতিষাং নিচয়শ্চৈব ষড়ঙ্গো বেদইষ্যতে।

শিক্ষাগ্রন্থ, কল্পগ্রন্থ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ গ্রন্থ এই ছয়টি বেদের অঙ্গ। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববিদ্যা, অর্থশাস্ত্র এই চারিটী লইয়া অষ্টাদশ বিদ্যার গণনা করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আরও অনেক আছে।

আর্য্যগণের কতকগুলি কুলধর পুত্র এগুলিতে অবজ্ঞা করেন বটে কিন্তু ইউরোপ খণ্ডের পণ্ডিতেরা ইহা লইয়া কত আন্দোলন করিতেছেন এবং হিন্দুজাতির কত গৌরব করিতেছেন।

বেদই হিন্দুজাতির প্রধান কীর্ত্তি। বেদ বেদান্তাদি পাঠ করিলে আর্য্যগণ যে কতদূর সভ্যপদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভূরি ভূরি গ্রন্থ রচনাই যে তাঁহাদিগের সভ্যতার প্রমাণ, এরূপ নয়, তাঁহারা যেরূপ তর্কশক্তি প্রয়োগ করিয়া ঈশ্বর নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারাও তাহার সবিশেষ পরিচয় হইতেছে। এরূপ তর্কশক্তি প্রয়োগ ও এক ঈশ্বরজ্ঞান অসভ্যের হইবার সম্ভাবনা নাই। বেদ যে কত কাল রচিত হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। এই কারণে বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদের যে কাল নিরূপণ ও সময় বিভাগ করিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি ঋষিগণের রচিত সংহিতা, রামায়ণ মহাভারত ন্যায়াদিদর্শন, কাব্য অলঙ্কার প্রভৃতি যে সংস্কৃতে রচিত হইয়াছে, তাহার সহিত বেদের ভাষা ও রচনার তারতম্য করিলে বেদের ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া বোধ হয়। যে মনুকে আমরা আদি ব্যবস্থাপক বলিয়া স্থির করিতেছি, তিনি কত কালের লোক, তাঁহার রচিত সংহিতাই বা কত দিনের, তাহাই যখন স্থির হইতেছে না, তখন তাঁহার বহু পূর্ব্বকার রচিতবেদ যে কত কালের তাহা যে স্থির হইবে তাহা সম্ভাবিত নহে। বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বেদের ভাষাও যে ভারতবর্ষে এক কালে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত হইয়া ভাষান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। এ পরিবর্ত্ত এক দিনে বা দশ দিনে হইবার নহে। বেদ যে কত কালের ইহাতেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। অদ্য আমরা বেদের আলোচনায় বিরত হইয়া মনু ও মনুসংহিতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

মনু ও মনুসংহিতা।

মনু যে কত কালের লোক তাহাও আমাদিগের নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তিনি আমাদিগের আদি পুরুষ; তাঁহার নাম হইতেই আমরা মানব নাম প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি যে বহুকাল পূর্ব্বের লোক সে বিষয়ে সংশয় নাই। সকল শাস্ত্রেই তাঁহার নামোল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। সার উইলিয়ম জোন্স বলেন মনুসংহিতা খ্রীষ্টের ৮৮০ বৎসর পূর্ব্বের এবং বেদ তাহার ৩০০ বৎসর পূর্ব্বের রচিত। এ বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগেরও পরস্পর মত স্থির নয়। কেহ কেহ বলেন, ইহার আরও পূর্ব্বে মনুসংহিতা ও বেদসংহিতা রচিত হইয়াছে।

তাঁহাদিগের যখন মতদ্বৈর্ধ্য নাই, তখন তাঁহাদিগের বাক্য যে প্রামাণিক নয় তদ্দ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। সার উইলিয়ম জোন্স বলেন মনুসংহিতার ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ বিরচিত হয়, কিন্তু ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে মনুর নাম শ্রুত হইতেছে। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে আছে "মনুর্বৈ যৎ কিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজং ভেষজতায়াঃ।" মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা ঔষধের ঔষধ। যে মনুর ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ রচিত হইল, সেই মনুর নাম বেদে কিরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। বৃহস্পতি কহিয়াছেন:——

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং।
মন্বর্থবিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে॥
তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চ।
ধর্ম্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে॥"

মনু বেদের অনুবাদ করিয়াছেন; অতএব তাঁহারই প্রাধান্য। যে স্মৃতি মনুস্মৃতির বিপরীত তাহা প্রশস্ত নয়। তর্ক ব্যাকরণাদি শাস্ত্র সেই পর্য্যন্ত শোভা পায়, যে পর্য্যন্ত ধর্ম্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনু দৃষ্টিপথে পতিত না হন। মহাভারতকার লিখিয়াছেন:——

পুরাণং মানবোধর্ম্মঃ সাঙ্গোবেদশ্চিকিৎসিতং।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্তারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥

পুরাণ, মনূক্তধর্ম্ম, সাঙ্গবেদ, চিকিৎসাশাস্ত্র এই চারিটী আজ্ঞাসিদ্ধ, অর্থাৎ এই চারি শাস্ত্র যা বলিবেন, লোককে তাহাই করিতে হইবে। বিরোধী তর্ক দ্বারা তাহার অন্যথা করা হইবে না।

মনু যে সকলের প্রাচীন, এই সকল শাস্ত্রের দ্বারা তাহা সুস্পষ্টরূপ সপ্রমাণ হইতেছে।

"মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ"

ইত্যাদি বচনের দ্বারাও জানা যাইতেছে মনু সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী। অনেকে বলেন, পূর্ব্বাচার্য্যেরা কাহার জীবনচরিত লিখেন নাই, কালনির্ণায়ক কোন গ্রন্থও লিখিয়া যান নাই, এটী তাঁহাদিগের বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার কাজ হয় নাই। এটী যে কিরূপ কাজ ও ইহাতে জগতের যে কি মহোপকার লাভ হয়, তাঁহাদিগের সে ভাবগ্রহও ছিল না। বুদ্ধির অধিক মার্জ্জনা ও জ্ঞানের অধিক উদয় না হইলে এ সকল বিষয় মানুষের বুদ্ধিপথে উদিত

হয় না। এতাবতা তাঁহাদিগের এই কথা বলা অভিপ্রেত যে প্রাচীন আর্য্যেরা তাদৃশ জ্ঞানসম্পত্তি ও সুসভ্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। প্রাচীন আর্য্যেরা কালনির্ণায়ক গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই বলিয়া যাঁহারা এইরূপ নিন্দাবাদ করেন, তাঁহারা নিজেরই বুদ্ধির অল্পতা হেতু আচার্য্যদিগের শৈলী বুঝিতে পারেন না। তাহাতেই এই প্রলাপ বাক্য কহিয়া থাকেন। পূর্ব্বাচার্য্যদিগের একটী মহৎ অভিসন্ধি ছিল। যাঁহারা আমাদিগের ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সামান্য মানুষ যদি আমাদিগের এ সংস্কার জন্মে, তাহা [illegible] নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহাদিগের আজ্ঞাপালনে আমাদিগের ইচ্ছা ও যত্ন [illegible]বার সম্ভাবনা থাকে না। আর তাঁহারা ঈশ্বরসন্তান, তাঁহাদিগের উপদিষ্ট শাস্ত্রে আর ঈশ্বরোপদিষ্ট বাক্যে ভেদ নাই, যদি এ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের বাক্যে সম্পূর্ণ আস্থা করিয়া তদনুসারী আচরণ করিব, সে বিষয়ে সংশয় নাই, কিন্তু সেই শাস্ত্রোপদেষ্টাদিগের প্রাদুর্ভাব কাল যদি নির্ণীত থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা অল্প। মনু ব্রহ্মার পুত্র, তিনি যা বলিয়াছেন, আমাদিগের হিতার্থই বলিয়াছেন; অতএব তাঁহার বাক্যে বিচিকিৎসা করা উচিত নয়, লোকে এই বিবেচনা করে বলিয়াই তাঁহার প্রণীত শাস্ত্রে ভক্তি করিয়া তিনি যা বলিয়াছেন নির্ব্বিকার চিত্তে তদ্রূপ আচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু যদি কেহ এরূপ লিখিতেন, মনু রাম[illegible]রণের পৌত্র, রামচরণের পুত্র, মুখুটি গাঁই ১২৩০ সালে ভদ্রেশ্বরে জন্মিয়াছেন, [illegible] হইলে লোকের মনুর প্রতি যে শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, তাহা কখনই হইত না এবং তিনি আমাদিগের মাননীয় ভগবান মহর্ষি মনু না হইয়া রামমনু হইয়া উঠিতেন সন্দেহ নাই। ধর্ম্মসংস্থাপকদিগের মহামহিমশালী অবিজ্ঞেয় পদার্থ হওয়া চাই। তাহা না হইলে তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া উঠিত। খ্রীষ্ট একজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, তাঁহার জীবন কাল নির্দ্দিষ্ট আছে বটে কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন। আমাদিগের ধর্ম্মসংস্থাপকেরা ইহাঁদিগের অপেক্ষা দ্বিগুণ মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। প্রথম, তাঁহারা ঈশ্বরের পুত্র, দ্বিতীয়, তাঁহাদিগের উৎপত্তি কাল স্থির নাই। যাহা হউক, মনু কোন্ কালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার নির্ণয় করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। অতএব [illegible] চেষ্টায়

বির[illegible] হইয়া প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহার প্রণীত সংহিতার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি ক্রমে পাঠকগণের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মনুর প্রথম শ্লোক এইঃ—

মনুমেকাগ্রমাসীনমভিগম্য মহর্ষয়ঃ।
প্রতিপূজ্য যথান্যায়মিদং বচনমব্রুবন্॥

ভগবান মনু বিষয়ান্তর চিন্তাশূন্য হইয়া সুখে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে মহর্ষিগণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি অভ্যাগত ঋষিগণকে পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিলেন। মহর্ষিগণ তাঁহার প্রতিপূজা করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন।

এই শ্লোকটী পাঠ করিবামাত্র মনোমধ্যে একটী মহৎ ভাবের উদয় হ[illegible]। আমরা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি দীর্ঘশ্মশ্রুশোভিতমুখমণ্ডল লম্বকূর্চ্চ সৌম্যমূর্ত্তি তেজঃপুঞ্জ মহর্ষিগণ নৈমিষারণ্যে ফলপুষ্পোপশোভিত আশ্রম বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া নিঃস্বার্থভাবে জগতের হিতচিন্তা করিতেছেন ; বেদ বিভাগ ও তাহার সদর্থ চিন্তা করিতেছেন ; বেদ অনন্তর ভাবী মানবগণের দুর্ব্বোধ হইতেছে দেখিয়া তাহার অর্থ লইয়া সংহিতা রচনা করিতেছেন। পুস্তক মুদ্রিত করিয়া অর্থ লাভ হইবে, লোকে বাহবা দিবে বা কেহ পুরস্কার দিবে, তাঁহাদিগের সে আশা নাই। কিসে জগতের মঙ্গল হইবে এই চিন্তাই যেন আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে সেই অরণ্য মধ্যে লইয়া গিয়াছে। মন স্থির না হইলে উচ্চ ভাব মনে আইসে না, এই ভাবিয়া তাঁহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়া বাস করিয়াছেন। বোধ হয় ত্যাগ স্বীকার করিয়া নিঃস্বার্থভাবে জগতের এরূপ হিতচিন্তা কোন জাতির কোন ব্যক্তি কখন করেন নাই। এরূপ মহাত্মাদিগের নাম শ্রবণমাত্র যাহার হৃদয়কন্দরের নিভৃত প্রদেশ হইতে ভক্তিভাব স্বয়ং উচ্ছলিত হইয়া না উঠে, সে মূঢ় সন্দেহ নাই। মনুসংহিতা বিষয়ে যে একটী গল্প আছে এস্থলে তাহা সন্নিবেশিত হইলঃ—

ব্রহ্মা আপনি তাঁহার ব্যবস্থা বিষয়ে মনুকে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করেন। প্রথমে এই গ্রন্থে এক লক্ষ শ্লোক ছিল। মনু এই গ্রন্থ রচনা ও পরিচ্ছেদ অধ্যায় প্রভৃতিতে বিভক্ত করিয়া নারদকে দেখিতে দেন। নারদ মনুষ্যের মঙ্গলার্থ গ্রন্থখানি সংক্ষেপ করিয়া দ্বাদশসহস্র শ্লোকে শেষ করিয়া ভৃগুনন্দন সুমতির হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু সুমতি পরিশেষে চারি সহস্র শ্লোকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তাহাই এক্ষণে প্রচলিত আছে।

১৮৭৮ রের ৯ আইন।

প্রাচীন কালেও গ্রন্থ ও পত্রিকাদি প্রচার বিষয়ে বিধি নিষেধ ছিল কি-না ?

ব্রিটিশ ভারতবর্ষে প্রাচ্য ভাষায় যে সমস্ত সংবাদপত্র পুস্তক এবং পত্রিকাদি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে বা হইবে, তাহার সুনিয়মার্থ বা দমনার্থ সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ৯ আইন নামে যে ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা লইয়া যে তুমুল আন্দোলন হইয়া গেল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাহার উদ্দেশ্য, স্বরূপ ও ঔচিত্যানৌচিত্য লইয়া আন্দোলন করা আমাদিগের এ প্রস্তাবের অভিপ্রেত নয়, প্রাচীন কালেও এ প্রকার বিধি নিষেধ ছিল কি না, তাহার প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদিগের অভিপ্রেত। অতএব আমরা আজ তদ্বৃত্তান্ত পাঠকবর্গের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অতি প্রাচীন কালে ব্যবস্থাপকগণ সমাজরক্ষার্থ যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই নিতান্ত কঠোর ও পক্ষপাত-দূষিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন ভারত গ্রীস ও রোম প্রভৃতিতে ইহার উদাহরণ বিরল নয়। লাইকরগস প্রভৃতি ব্যবস্থাপকগণের মতে সামান্য চৌর্য্যাদি অপরাধেও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন বা প্রাণদণ্ডাদি অবিহিত ছিল না। অধিকাংশ বিষয়েই সমদর্শিতা উদারতা বা অপক্ষপাতিতা প্রদর্শিত হয় নাই। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বর্ণকে অত্যুচ্চ পদে আরোহিত করা ও শূদ্রকে একবারে অতল সাগরে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল। শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সকলকে তুল্যরূপে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিয়া যে উদারতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, মনু সে ঔদার্য্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তৎকালের ব্যবস্থাপকদিগের বুদ্ধি তাদৃশ মার্জ্জিত ছিল না বলিয়া হউক অথবা তদানীন্তন সমাজ মার্জ্জিত-বুদ্ধি-বিজৃম্ভিত বিধির যোগ্য হয় নাই এই ভ্রান্তি প্রভাবেই হউক, অনেক নিষ্ঠুর বিধি প্রণীত ও অনেক নিষ্ঠুর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সক্রেতিস্ এই নিষ্ঠুরতা ও অনুদারতার মহিমায় হেমলক পানে মানবজীবনের লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন এবং গালিলিও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া নীরবে গম্ভীরভাবে জগতের কার্য্য কারণ চিন্তায় নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে পুস্তক পত্রিকা প্রভৃতির প্রচার সম্বন্ধেও এইরূপ কঠোর নিয়ম ব্যব-

স্থাপিত হইত। গ্রীস ও রোমাদি নগরের ইতিহাস পাঠ করিলে ইহা সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতীয় আর্য্যগণের সমধিক ঔদার্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এরূপ কঠোর নিয়মের কোন আভাস পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই গ্রন্থ প্রণয়ন ও নিয়মব্যবস্থাপনের ভার ছিল। এ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের প্রভুত্বের পরিসীমা ছিল না। এ সম্বন্ধে কেহই তাঁহাদিগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহারা যে গ্রন্থ রচনা করিতেন, তাহার বিরুদ্ধে কাহারই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা ছিল না। রাজাকেও তাঁহাদিগের শাসন অনুসারে চলিতে হইত। ফলতঃ তাঁহারা সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থাদিই ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার ভিত্তিস্বরূপ ছিল। এই অবিসম্বাদিত আধিপত্য অপরের হস্তে সমর্পণ করিতে তাঁহারা একান্ত অনিচ্ছু ছিলেন। লব্ধশক্তি গর্ব্বিত ব্যক্তি মাত্রেরই এ অনিচ্ছা স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। এই অনিচ্ছা নিবন্ধনই তাঁহারা স্বমতবিরোধী গ্রন্থলেখকদিগের রাজদ্বারে দণ্ডবিধান করিতেন না। তাঁহারা এ পথে না গিয়া স্বয়ং বিরুদ্ধবাদী চার্ব্বাক বৌদ্ধাদির মত খণ্ডন করিয়া তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ সাধারণের অনাদৃত করিয়া অপ্রচলিত করিবার চেষ্টাকেই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিতেন। এই চেষ্টা হইতেই বোধ হয় দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দেশের প্রাচীন সমাজের ইতিহাস পাঠে ইহার বহু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীসের মধ্যে এথেন্স নগরই বিদ্যা বুদ্ধি মনস্বিতা ও তেজস্বিতাদি গুণ দ্বারা অন্যান্য নগরের অপেক্ষা অধিকতর উন্নত হইয়াছিল। আমরা এই এথেন্সে দেখিতে পাই, দুই প্রকারের লেখা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নিকটে দণ্ডার্হ বলিয়া বিবেচিত হইত। এক, প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনের বিরোধী; অপর, ব্যক্তি বিশেষের গ্লানিকর। সুপ্রসিদ্ধ প্রোতাগোরাসের গ্রন্থ প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রোতাগোরাস কোন একটী বিষয় লিখিতে গিয়া প্রথমেই কহিয়াছিলেন, তিনি দেবতাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন। ঐশ্বরিক তত্ত্বে এইরূপ অনভিজ্ঞতার অপরাধে খ্রীঃ পূঃ ৪১১ অব্দে তাঁহার বিচার হয়। বিচারে তিনি নির্ব্বাসিত হন এবং তাঁহার গ্রন্থ অগ্নিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভস্মীকৃত হয়। ২য় শ্রেণীর গ্রন্থ—কতকগুলি সংযোগান্ত নাটক

এই সকল গ্রন্থে (১)। জীবিত ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র অতি জঘন্য ভাবে অভিনীত হইত। এজন্য আইন অনুসারে ইহার অভিনয় নিষিদ্ধ হয়। অভিনয় নিষিদ্ধ হইলেও গ্রন্থগুলি পূর্ব্ববৎ অবস্থাতেই ছিল। উহা বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয় নাই। লোকে এই সকল নাটক অভিনয় করিতে পারিত না বটে, কিন্তু অবলীলাক্রমে পাঠ করিতে পাইত। প্লেতো অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহার একজন প্রধান শিষ্যকে এই জঘন্য শ্রেণীর এক খানি জঘন্যতম নাটক পাঠ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন এবং এণ্টিয়কের প্রসিদ্ধ বাগ্মী, গ্রন্থকার ও ধর্ম্মপ্রচারক ক্রাইসস্তোম্ অকুণ্ঠিতভাবে প্লেতোর অনুমোদিত ঐ নাটকের অধ্যয়নার্থ বহু রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

এথেন্সবাসিরা এইরূপে স্বরাজ্য প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনের বিরুদ্ধবাদী ও ব্যক্তিবিশেষের গ্লানিকর গ্রন্থাদি প্রচারের আংশিক নিষেধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সম্প্রদায় বিশেষের দুর্নীতিবিধায়ক গ্রন্থাদির প্রতি তাহারা তাদৃশ কঠোর ভাব প্রদর্শন করে নাই। এপিকিউরিয়দিগের (২) ভোগতৃষ্ণা, সাইরি-

(১) বিয়োগান্ত নাটকের বহু পরে এথেন্সে সংযোগান্ত নাটকের গৌরব হয়। খ্রীঃ পূঃ ৪৬০ অব্দ পর্য্যন্ত এথেন্সে একজনও এই বিষয়ের প্রধান কবি বর্ত্তমান ছিলেন না। মাগমেস, ক্রেতেম, ক্রাতিনস্ প্রভৃতি কাব্যের কবি খ্রীঃ পূঃ ৪৬০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। আরিস্তোফেনেসের কাব্য খ্রীঃ পূঃ ৪২৭ অব্দে লিখিত হয়। এই সকল কবির প্রণীত সংযোগান্ত নাটক গ্রীসে অভিনীত হইত।

(২) এপিকিউরস্ খ্রীঃ পূঃ ৩৪২ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া খ্রীঃ পূঃ ২৭০ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি মনে করিতেন, অন্যান্য পদার্থের ন্যায় দেবদেবীগণও পরমাণুর সমষ্টি। তাঁহারা সর্ব্বদা সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করেন। এই সুখ স্বচ্ছন্দের হানি হয় বলিয়া তাঁহারা পৃথিবীর বিষয়ে কিছু মাত্র হস্তক্ষেপ করেন না। মিল্টন উল্লেখ করিয়াছেন, শারীরিক সুখ ও অযত্ন সম্ভূত স্বচ্ছন্দই এপিকিউরসের সার ধর্ম্ম। এপিকিউরসের মতাবলম্বীদিগকে "এপিকিউরিয়স" কহে।

সাইরীনবাসী আরিস্তিপাস্ "সাইরিনেয়িক" সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার মতে শারীরিক সুখ সম্ভোগ লজ্জাকর নহে। কিন্তু যখন তখন উহা পরিত্যাগ করিতে না পারাই অত্যন্ত লজ্জাকর। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য উভয়ই

নেয়িকদিগের দৈহিক সুখেচ্ছা ও সাইনিকদিগের অসামাজিক দুরাচার দমনে এথেনীয়দিগের কঠোর বিধি প্রয়োজিত হইত কি না, ইতিহাস তদ্বিষয়ে মৌনাবলম্বী হইয়া আছে। পুরাবৃত্তের এই তূষ্ণীম্ভাব দর্শনে বোধ হয়, পূর্ব্বে এথেন্স নগরেও এই সকল সম্প্রদায়ের অপসিদ্ধান্ত ও অশ্রদ্ধেয় মতের সমর্থক গ্রন্থ সকল প্রচলিত ছিল।

স্পার্টা শাস্ত্রানুশীলন বিষয়ে এথেন্সের ন্যায় উন্নত ছিল না। স্পার্টাবাসিরা কেবল সামরিক কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিত। অসামান্য বীরত্ব অলৌকিক সাহস অতুল রণশিক্ষায় স্পার্টা আজ পর্য্যন্ত বীর সমাজের বরণীয় হইয়া আছে। এই সমর ব্যবসায়ই স্পার্টাবাসিদিগকে শাস্ত্রানুশীলনে একরূপ বিমুখ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপক লাইকর্গসের শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রানুশীলন চেষ্টাও ইহাদের হৃদয়কে উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে শোভিত করিতে সমর্থ হয় নাই। লাইকর্গাস নিজে বিদ্বান বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্যার মর্য্যাদা-রক্ষক ছিলেন। তিনিই প্রথমে হোমরের মহাকাব্য আয়োনিয়া হইতে গ্রীসে আনিয়া প্রণালীবদ্ধ করেন ; এবং তিনিই প্রথমে স্পার্টাবাসিদিগের যুদ্ধোন্মত্ত কঠোর হৃদয়কে সুমধুর সঙ্গীতের আলোচনায় মৃদুল ও সভ্যতার নিয়মে সুশিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে থেলস নামে একজন কবিকে ক্রীট দ্বীপ হইতে স্পার্টায় পাঠাইয়া দেন। লাইকর্গসের ঈদৃশী ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলেও স্পার্টাবাসিরা আপনাদের চিরাচরিত কয়েকটী বিষয় ভিন্ন আর কিছুতেই তাদৃশ আসক্ত ছিল না। সুতরাং স্পার্টায় গ্রন্থাদি প্রচার সম্বন্ধে কোনরূপ নিয়ম ব্যবস্থাপনের আবশ্যকতা হয় নাই। স্পার্টার লোকেরা একবার

সমভাবে মানবজাতির সুখোৎপাদনে সমর্থ। আরিস্তিপাস খ্রীঃ পূঃ ৩৭০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

এথেন্সবাসী আন্দিস্থিনিস নামে সক্রেতিসের একজন শিষ্য " সাইনিক " সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এথেন্স নগরে " সাইনোসারগস " নামে একটী বিদ্যা-লয় ছিল। আন্দিস্থিনিস এই বিদ্যালয়ে বিদেশিনীর গর্ভজাত সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতেন। " সাইনোসার্গস " বিদ্যালয় হইতে এই সম্প্রদায়ের নাম " সাইনিক " হয়। কেহ কেহ বলেন কুক্কুরের আচারের ন্যায় ইহাদের রীতি পদ্ধতি ছিল ; এই জন্য ইহাদিগকে " সাইনিক " বলিত। " সাইনিক " দিগের মত ও ষ্টৈয়িকদিগের মত প্রায় এক প্রকার।

আর্কিয়োলোকাস নামে একজন কবিকে আপনাদের দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করে। আর্কিয়োলোকাস যে সমস্ত কবিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা স্পার্টাবাসিদিগের সামরিক সঙ্গীত অপেক্ষা উচ্চভাবের উদ্দীপক হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই কারণে নির্ব্বাসন দণ্ড বিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, কবিতার অশ্লীলতা দোষই তাঁহার নির্ব্বাসন কারণ। এই নির্দ্দেশ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, স্পার্টা সমাজে ধর্ম্মনীতির বন্ধন তাদৃশ দৃঢ়তর ছিল না। ইউরিপাইদিস নামে একজন কবি স্পার্টার সমস্ত স্ত্রীকে অসতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই (৩)। যে সমাজের ধর্ম্মনীতি এমন শিথিল, সে সমাজে কোন কবির রচিত কবিতার কোন স্থলে দূষিত ভাব ছিল বলিয়া যে তাঁহার নির্ব্বাসনরূপ গুরুতর দণ্ড হইবে, এরূপ বিশ্বাস হয় না।

যাহা হউক, গ্রীস দেশে যে প্রকারের লেখা আইনে নিষিদ্ধ ও দণ্ডার্হ ছিল, তাহা উল্লিখিত হইল। রোমে এ বিষয়ে কিরূপ বিধি নিষেধ ছিল, তাহা এক্ষণে উল্লিখিত হইতেছে। কয়েক শতাব্দী কাল রোমেও বিদ্যা-চর্চ্চার তাদৃশ প্রাদুর্ভাব ছিল না। বীররস প্রথম প্রথম স্পার্টাবাসিদিগের ন্যায় রোমকদিগকেও উন্মাদিত করিয়াছিল। স্পার্টা ও রোমের আভ্যন্তরীণ সমাজ প্রথমে এক উপাদানেই নির্ম্মিত হয়। এক দিকেই

---

(৩) ইউরিপাইদিস স্বপ্রণীত কাব্যে এই ভাবে স্পার্টার স্ত্রীলোকদিগের বর্ণনা করিয়াছেন ঃ——

> " দেখাতে সাহস বীর্য্য যুবকের দলে,
> আলয় ছাড়িয়া তারা মিলিত সকলে,
> বায়ুবেগে তনুবাস উড়িয়া যাইত
> ক্রীড়া কালে চারু অঙ্গ উলঙ্গ হইত। "

এই লজ্জাহীনতার বিবরণে প্রতিপন্ন হইতেছে, স্পার্টার মহিলাগণের মধ্যে তাদৃশ সতীত্ব গৌরব ছিল না।

গ্রোট সাহেব লিখিয়াছেন, স্পার্টানিবাসিনীগণ পুরুষদিগের ন্যায় মল্ল যুদ্ধে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত। তাহারা একটী আলগা " টিউনিক " (গাত্রা-বরণ বিশেষ) মাত্র পরিধান করিত। তজ্জন্য তাহাদের হস্ত পদাদি দেখা যাইত। Vide grote's History of Greece, II 509.

উভয়ের গতি হয়, উভয়েই অসীম সাহস অসামান্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়সহকারে প্রতিবেশবাসীদিগের সহিত সমরপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া রণকণ্ডূর বিনোদন করে। ক্রমে জ্ঞানের ক্ষীণালোক ধীরে ধীরে রোমে প্রবিষ্ট হয়, ক্রমে নিবিড় তেজ সংগ্রহ করে এবং এথেন্সের অনুকূলতায় সম্প্রসারিত হইয়া পরিশেষে অপ্রতিহত বেগে সমস্ত রোমরাজ্য আলোকিত করিয়া তুলে। রোমকেরা প্রথমে আপনাদের প্রসিদ্ধ "দ্বাদশ ধারা" নামক (৪) আইন ও যাজক সমাজ হইতে ব্যবহারশাস্ত্র ও রীতিপদ্ধতির শিক্ষালাভ করে। এই দ্বাদশ ধারা ও যাজক সমাজ ভিন্ন আর কেহই রোমের শিক্ষাগুরু ছিল না। পরে খ্রীঃ পূঃ ১৫৫ অব্দে এথেন্স হইতে দুই জন রাজদূত রাজকার্য্য উপলক্ষে রোমে উপনীত হন। বিদ্যা ও নানা বিষয়ে ইহাঁদের বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। রোমীয় যুবকগণ এত দিন সঙ্কুচিত জ্ঞানের যে সঙ্কুচিত সীমায় আবদ্ধ ছিল তাহা অতিক্রম করিয়া প্রসারিত জ্ঞানের প্রসারিত ক্ষেত্রে উপনীত হইবার অভিলাষী হইয়া ইহাঁদের নিকটে গমন করিল এবং অভূতপূর্ব্ব আনন্দসহকারে ইহাঁদের নিকটে বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। এই দূত দ্বয়ের অন্যতরের নাম কারনিদিস। কারনিদিস বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপদেশ দিয়া রোমে অদৃষ্টচর বৈজ্ঞানিক বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। তাঁহার উর্জ্জস্বল বাগ্মিতা রোমীয় যুবকদিগের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ সঞ্চারিত করিল এবং উহারা একাগ্রচিত্তে বিজ্ঞান ও অন্য অন্য শাস্ত্রের চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইল। এই কাণ্ড দর্শন করিয়া কেটোর হৃদয়ে গভীর আশঙ্কার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, কারনিদিস বিজ্ঞানের উপদেশ দিয়া রোমীয়দিগের হৃদয়ে যেরূপ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে, তাহাতে রোমকদিগের সমরানুরাগ শীঘ্র

---

(৪) খ্রীঃ পূঃ ৪৫৪ অব্দে গ্রীসীয় আইন শিক্ষার জন্য তিন ব্যক্তি রোম হইতে গ্রীস দেশে প্রেরিত হন। খ্রীঃ পূঃ ৪৫২ অব্দে তাঁহারা রোমে প্রত্যাগত হইলে দশ ব্যক্তিকে লইয়া একটী সভা করা হয়। এই সভার সভ্যদিগকে "দিসেম্বির" বলা হইত) ইহারাই আইন প্রণয়নে নিয়োজিত হন। ইহাদিগের বিধিবদ্ধ আইন দ্বাদশ ধারা নামে প্রসিদ্ধ। এই আইন প্রণয়ন খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ অব্দে সম্পন্ন হয়।

রোম নগরে যাজকদিগের একটী সমাজ ছিল। এই সমাজ সমস্ত ধর্ম্ম কার্য্যের উপর আধিপত্য করিতেন।

কমিয়া আসিবে সন্দেহ নাই। উল্লিখিত দূতের খ্যাতি প্রতিপত্তি যেমন দিন দিন বাড়িতে লাগিল, তাঁহার হৃদয়ও তেমনি আতঙ্কে আকুল হইয়া উঠিল। দূতের প্রথম বক্তৃতা যখন লাটিন ভাষায় অনুবাদিত হইল, তখন আর কেটো স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে সেনেট সভায় উপস্থিত হইয়া দূতকে রোম হইতে দূরীভূত করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সিপিও প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান সভ্য এ বিষয়ে আপত্তি করিয়া বিদ্যার সম্মানরক্ষা করিলেন। শেষে কেটো স্বয়ংই বৃদ্ধাবস্থায় গ্রীক সাহিত্যের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে নেবিয়স এবং প্লতাম বহুবিধ নাটক রচনা করিয়া উহার তরঙ্গে রোমকে প্লাবিত করিয়া তুলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ইতালীতে সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ হইল। পরে নেবিয়স যখন তীব্র শ্লেষ পরিপূর্ণ কবিতা রচনা ও তাহার প্রচার আরম্ভ করিলেন, সেই সময়ে গ্লানির নিষেধক আইন করিবার প্রয়োজন হইল। নেবিয়স স্বপ্রণীত কবিতায় অভিজাত সম্প্রদায়ের কোন কোন ব্যক্তির নিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। রোমীয় সম্রাট অগস্তসের সময়েও নিন্দাপূর্ণ গ্রন্থ সকল দগ্ধ করা হইয়াছিল এবং তৎপ্রণেতা গ্রন্থকারেরা রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ এথেন্সের ন্যায় রোমেও দেবদ্বেষী ও নরনিন্দক গ্রন্থকারদিগকে বিলক্ষণ রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই দুই শ্রেণীর গ্রন্থ ভিন্ন মাজিষ্ট্রেট অন্য কোন গ্রন্থের দোষের বিচার করিতেন না। সুতরাং এথেন্সের ন্যায় রোমেও দুর্নীতির পরিপোষক ও উৎসাহদায়ক গ্রন্থ সকল স্বচ্ছন্দে প্রণীত ও প্রচারিত হইত। রাজনীতিবিষয়ক গ্রন্থাদির প্রচার সম্বন্ধে রোমের সাধারণতন্ত্র কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। লিবির ইতিহাস যদিও রোমের রাজসংসারের এক দলের বিরুদ্ধবাদী ছিল, তথাপি সেই দলের অধিনেতা অক্তেবিয়স্ সীজর উক্ত গ্রন্থের প্রচার রহিত করেন নাই। ইহার পর অক্তেবিয়স সীজর রাজপদে সমাসীন হইয়া ওবিদ নামক একজন কবিকে রোম হইতে নির্ব্বাসিত করেন। লোকে তখন মনে করিয়াছিল, ওবিদ একখানি অশ্লীল কাব্য প্রণয়ন করাতে তাঁহার এই নির্ব্বাসন দণ্ড হয়। কিন্তু অন্যে অন্যে এই নির্ব্বাসনের অন্য অন্য কারণের নির্দ্দেশ করেন। তন্মধ্যে একটি এই, অগস্তসের কন্যার সহিত ওবিদের প্রণয় জন্মিয়াছিল, তাহাতেই সম্রাট কুপিত হইয়া তাঁহাকে দেশান্তর

করিয়া দেন। ওবিদ স্বয়ং কহিয়া গিয়াছেন, তিনি ঘটনাক্রমে একখানি গোপনীয় সরকারী কাগজ দেখিয়াছিলেন বলিয়া সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। রোমে সাধারণতন্ত্র বিলুপ্ত হইয়া এক নায়ক তন্ত্রের সৃষ্টি হইলে পর গ্রন্থকারদিগের উপরে অনেক অত্যাচার হইতে আরম্ভ হয়। তাহাতে অসৎ গ্রন্থের যত দমন হউক না হউক, সৎ গ্রন্থের বিলক্ষণ অনিষ্ট, তন্মূলক রোমের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল।

ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলেও প্রথম প্রথম গ্রন্থকারদিগের উপরে অনেক প্রকার অত্যাচার হয়। প্রথমাবস্থায় ধর্ম্মান্ধতা অতিশয় বলবতী ছিল। তদানীন্তন খ্রীষ্টমতাবলম্বিদিগের হৃদয় কুসংস্কারে এমনি আচ্ছন্ন হইয়াছিল, গ্রন্থের প্রচারণ বিষয়ে বাধা দেওয়া যে কেমন অনৌদার্য্যের কাজ তাহারা তাহা বুঝিতে পারে নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়সময়ে প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনের বিরোধী গ্রন্থসকল একটী নির্দ্দিষ্ট সভায় পরীক্ষিত হইয়া দণ্ডার্হ হইত। যাবৎ এই সভা পুস্তকপরীক্ষা না করিতেন, তাবৎ কোন সম্রাট কোন পুস্তক দগ্ধ অথবা তাহার প্রচার বন্ধ করিতে পারিতেন না। কেবল খ্রীষ্টীয় মতের বিরোধী গ্রন্থের বিষয়েই এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ সময়ে ধর্ম্মান্ধতা এত প্রবল হইয়াছিল যে, ৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কার্থেজে যখন সভা হয়, তখন ধর্ম্মজাযকগণকে প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় গ্রন্থ পাঠ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ পাদ্রি পল কহিয়া গিয়াছেন, অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত ধর্ম্মযাজকগণ ও মন্ত্রিসভা কোন্ কোন্ গ্রন্থ অসৎ কেবল তাহারই নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন; তাহার পর সেই সকল গ্রন্থের অনুশীলন পাঠকের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিত। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর পর রোমের পোপেরা যখন রাজনীতিসংক্রান্ত বিষয়েও প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন, তখন যে সকল সন্দর্ভ বা প্রবন্ধের প্রতি তাঁহারা কোন প্রকার আপত্তি করিতেন, তৎসমুদয়ই অগ্নিমুখে নিক্ষিপ্ত হইত। পঞ্চম মার্টিনের শাসন কাল পর্য্যন্ত এই কঠোর নিয়ম প্রবল থাকিয়া উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল নিঃশেষিত প্রায় করিয়া তুলে। পঞ্চম মার্টিন যে ঘোষণাপত্র প্রচারিত করেন, তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, কেবল যে খ্রীষ্টীয় মতবিরোধী গ্রন্থের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছিল এরূপ নয়, যে সকল ব্যক্তি ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিতেন, তাহাদিগকেও ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করা হইত। স্পেনের গ্রন্থশাসনী সভার সহিত ট্রেণ্ট নগরের বিখ্যাত সভার যাবৎ

সংস্রব না হইয়াছিল, তাবৎ দশম লিও ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ পঞ্চম মার্টিনের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ট্রেণ্টে গ্রন্থ শাসনী সভার অধিবেশন হয়। চতুর্থ পায়স এই সময়ে রোমে পোপের পদে সমাসীন ছিলেন। এই সভা পুস্তকাদির সম্বন্ধে দশটী নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। এই দশ নিয়মই পোপ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সভায় স্থিরীকৃত হয় নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষকগণ সমুদয় পুস্তকেরই পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যে সকল পুস্তক পরীক্ষকদিগের অনুমোদিত হইবে, তৎসমুদায় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে দেওয়া যাইবে। পরীক্ষক সমাজ যে সকল গ্রন্থের অনুমোদন না করিবেন তাহা প্রকাশ হইতে দেওয়া হইবে না। নিষিদ্ধ গ্রন্থ সকলের একটী তালিকা প্রস্তুত করা হইত। এই তালিকা দুই অংশে বিভক্ত ছিল। এক অংশে সর্ব্বাংশে দূষিত গ্রন্থাবলীর নাম, অপর অংশে সংশোধনোপযোগী গ্রন্থের নাম লিখিত হইত। এই সমস্ত নিষিদ্ধ গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপন ও প্রচারণের সম্বন্ধে গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। ট্রেণ্টের গ্রন্থশাসনী সভার একটী তালিকা ছিল এবং ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ পল একটী তালিকা প্রস্তুত করেন। ৬১ জন মুদ্রাকর এই তালিকার লিখিত নিষিদ্ধ পুস্তকের মুদ্রণ অপরাধে রাজদ্বারে দণ্ডিত হন এবং তাঁহাদের মুদ্রাযন্ত্রস্থ সমুদয় পুস্তকের প্রচার প্রতিষিদ্ধ হয়। পঞ্চম পায়সের শাসন সময়েও এই কঠোর নিয়ম প্রবল থাকে। পঞ্চম পায়স নিতান্ত নিষ্ঠুরস্বভাব ও ধর্ম্মান্ধ ছিলেন। সুতরাং তিনি পুস্তক প্রচারাদি সম্বন্ধে তীব্রতর নিয়ম ব্যবস্থাপনে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। পঞ্চম পায়সের মৃত্যুর পর এই ব্যবস্থার তীব্রতা ও কঠোরতা কিয়দংশে তিরোহিত হইয়া আইসে (৫)।

এইরূপে রোমের ধর্ম্মান্ধ পোপেরা সাহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তাঁহাদের অপরিসীম ক্ষমতা, অবিচলিত তীব্রতা ও প্রগাঢ় ধর্ম্মান্ধতা তাঁহাদের হৃদয়কে কঠোরতর করিয়া তুলে, বিচার শক্তিকে কলুষিত করিয়া রাখে, বিবেক বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলে এবং উদারতাকে দুরপনেয় কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন করিয়া ফেলে। তাঁহারা ধর্ম্ম জগতের অদ্বিতীয় বিধাতা হইয়াও অধর্ম্মের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং সারস্বতী শক্তির অপ্রতিহত প্রতিপোষক হইয়াও তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র চালন করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ

(৫) Hallam's Literature of Europe Vol; II, 264,

শতাব্দীতে দ্বিতীয় অসরিয়স নবম গ্রেগরী এবং চতুর্থ ইনোসেণ্ট প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনের বিরুদ্ধবাদী গ্রন্থ সমূহের বিচারার্থ যে সভা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ট্রেণ্টের সভা যে নিয়মাবলী করেন,তাহা পোপের শাসিত সমস্ত রাজ্যে ভাষার উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। পোপেরা প্রতিষিদ্ধ পুস্তক সমূহের যে তালিকার ব্যবস্থা করেন, তাহাতে অনেক অসুবিধা ঘটিয়া উঠে। তালিকাগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রস্তুত হয়; সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশের শব্দার্থ ও ভাবগত সৌসাদৃশ্য না থাকাতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের তালিকাগুলি পরস্পর বিপরীত মতের পরিপোষক হইয়া উঠে। নিদারলাণ্ডের গ্রন্থশাসন সভার প্রধান অধ্যক্ষ নিজের গ্রন্থ সমূহের নাম রোমের প্রতিষিদ্ধ পুস্তকাবলীর তালিকায় দর্শন করিয়া এবং নেপল্সের গ্রন্থ পরীক্ষক স্পেনের তালিকা দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন। শেষোক্ত ব্যক্তি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই তালিকা কখন মাদ্রিদে মুদ্রিত হয় নাই। এইরূপে পরীক্ষক সমাজের অব্যবস্থিততায় বিজ্ঞান ও সাহিত্যাদি গ্রন্থের নিতান্ত শোচনীয় দশা সংঘটিত হয়। রোমের এই কঠোর শাসনের মধ্যেও দুই একটী প্রদেশে পুস্তকাদি প্রচার সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত উদারভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা ইহার উদাহরণ স্থলে বিনিসের নামোল্লেখ করিতেছি। বিনিসে সকলেই অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ভাবে পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইত। রোমের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা এ স্বাধীনতার বিলোপে সক্ষম হয় নাই।

প্রস্তাবটী দীর্ঘ বলিয়া বারান্তরে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা রহিল।

কে তুমি ?

" গভীরা যামিনী কে তুমি কামিনী
বসে একাকিনী এ ভীম শ্মশানে ?
আরক্ত বদন আরক্ত নয়ন
এক মনে কিবা দেখিছ বিমানে ?
শরীর কমলে হুতাশন জ্বলে
লুঠিছে ভূতলে অঞ্চল চঞ্চল !
করে খরশান শাণিত কৃপাণ
ভুজঙ্গ ভীষণ জড়িত কমল!

ললাট ফলকে ঝলকে ঝলকে
উঠিছে পাবক—উর্দ্ধশির কেশ!
দংশিছ দশন সঘনে সঘন
দেখিনি কখন হেন ভীম বেশ!"

"আমারে. কে তুমি, কিছুই বল না।"
সুগম্ভীর স্বরে বলিল ললনা।
বাসনা যদ্যপি বাঁচিয়া থাকিতে
মম পাশ হতে পলাও ত্বরিতে।
অসিতে হৃদয় করিয়া বিদার
রক্ত ধারা পান করিব তোমার।"
বলি উচ্চ হাসি বিদ্যুৎ বিনাশি
লাগিলা নাচিতে আনন্দে কামিনী।
করি টল টল গগন ভূতল
কাঁপিয়া সঘনে উঠিল অমনি।
ছুটিল তখন অপূর্ব্ব কিরণ
জ্বলিতে লাগিল সকলি পাবকে।
সাগর অম্বরে কানন ভূধরে
খেলিল দামিনী স্তবকে স্তবকে।

চারি দিক হতে আপনা আপনি
ঘোর রবে করি বিদীর্ণ অমনি
শূন্য ধরাতল, নিনাদ উঠিল;—
তুরী ভেরী শঙ্খ দামামা বাজিল।
নাচিল অচল নাচিল সচল,
উঠিল কল্লোলি জলধির জল।
মত্তমেঘমালা গগন ঢাকিল;
ধ্রুবপদে নাচি দামিনী হাঁকিল।
পাহাড় পর্ব্বতে ঘন সংঘর্ষণ;
অনন্ত আবর্ত্তে ঘূরে গ্রহগণ!

গাইল কিন্নরী দুন্দুভি বাজায়ে
অদ্ভুত ভাবেতে ভুবন মাতায়ে !—

"কেঁদনা কেঁদনা কমললোচনা ;
নয়নের জল মাটিতে ফেল না ।
গিরির ভিতরে অনল যেমন
মনে রাখ যত মনের বেদন ।
সময় হইলে পাষাণ ফাটিয়া
ভীম ভাবে যাবে আপনি ছুটিয়া ।
বসিয়া শ্মশানে শবের আসনে
পাষাণে বাঁধিয়া হৃদয় জীবনে
স্বহস্তে কাটিয়া আপন মস্তক
ভুবনে, ভাবিনি ! লাগাও চমক !
ভুজঙ্গ দশনে হৃদয় চিরিয়া
শোণিতের স্রোত বাহির করিয়া
বিন্দু বিন্দু ফেল মাটির উপরে
সুধাবৃষ্টি হবে বিদগ্ধ অন্তরে !
জ্বলন্ত অনল শিখায় ভীষণ—
পরি কর, সতি ! সমাধি সাধন ।"

অমনি কামিনী উন্মাদিনী প্রায়
কাটিলা মস্তক কৃপাণের ঘায় ।
বাম করে মুণ্ড করিয়া ধারণ
কপালে সে রক্ত করিয়া গ্রহণ
ঢালিতে লাগিলা করাল বদনে !
পাগলিনীসম মরণ জীবনে !
আবার রাখিয়া স্কন্ধের উপর
অট্টহাসে আলো করিলা অম্বর !
চমক লাগিল ত্রিলোকের লোকে ।
কে কোথা এমন দেখেছে ভুলোকে ?

করিলেন পুনঃ হৃদয় বিদার
ছুটিল সবেগে শোণিতের ধার !
পাষাণ ভেদিয়া শোণিত ছুটিল—
রূপে সৌদামনী মলিন হইল !
জলধির জল ফুটিতে লাগিল !
নিয়তি যেখানে পাষাণ ভবনে
বসে আছে একা আপনার মনে
তীর হেন তার হৃদয়ে বিঁধিল ;
ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িল
সতীপদতলে ! মেলিয়া নয়ন
কোথ হেন শোভা দেখ বিশ্বজন।

আর এক বিন্দু মাটিতে তখনি
হইল পতিত, জনমি অমনি
ভীম কায় এক ভীম অবতার
করে কাল অসি, হুঙ্কার ঝঙ্কার
করে, মহাদর্পে কহিলা বামায়,—
" পুত্র আমি তব, কি আজ্ঞা আমায় ?
কি কার্য্য জননি ! হইবে সাধিতে ?
গিরি উপাড়িতে ? সাগর শুষিতে ?
সমূলে ব্রহ্মাণ্ড করি উৎপাটন
অথবা, জননি ! করিব রোপণ
নূতন জগৎ ?—" ভীষণ হাসিয়া
উত্তরিলা বামা এতেক শুনিয়া :—
" পতিহীনা আমি—অভাগী রমণী
মম পুত্র যদি তুমি বীরমণি—
আনি দেহ মম পতিরে এখনি।
কান্তারে কান্তারে নগরে নগরে
জলে স্থলে বৃক্ষে অর্ণব ভূধরে

পাতালে গহ্বরে বৈকুণ্ঠ কৈলাসে
তন্ন তন্ন করে অনন্ত আকাশে
দেখ দেখ কোথা আছেন সে জন,
আন এই স্থানে করিয়া যতন।

" চিনিবে কি করে ?—শুন তবে বলি
একে একে তুমি দেখহ সকলি ;
যথায় তাঁহারে দেখিতে পাইবে
দেখিলে অমনি চিনিতে পারিবে !
শুন বলি তবু কিঞ্চিৎ লক্ষণ,—
অনলের তেজ রবির কিরণ
বায়ুর প্রতাপ ফণীর গরল
পাষাণ প্রতিমা রেখেছে ঢাকিয়া ;
লহরে লহরে শিহরে শিহরে
খেলিতেছে গায় তড়িৎ নাচিয়া !
করেতে কুলিশ ভীম খাঁড়া ঢাল,
মস্তকে মুকুট কিরণ ভয়াল !
পশু পক্ষী নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর
পদতলে তাঁর নত চরাচর।
বীর রস মাখি বীর রসে ভাসি
হাসিছেন পতি সুমধুর হাসি !
ভ্রূকুটি ভঙ্গীতে ফিরালে নয়ন
প্রলয় সলিলে মগন ভুবন।
যাও বীরবর করি পর্য্যটন
পৃথিবী পাতাল জলধি গগন
সত্বর তাঁহারে আন মম পাশ
শোণিতের তেজ করিয়া প্রকাশ।
যদি বাধা সাধে দেয় কোন জন
ব্রহ্মা বিষ্ণু হর বাসব শমন

ছিঁড়ি মুণ্ড তার ফেলিবে তখনি,—
যাও বাছাধন—যাও বীরমণি।

"খাও কিছু, বৎস! শুন রে আবাগ;
কি দিব খাইতে? কি আছে আমার?
উদর পূরিয়া কর তবে পান
শোণিতের ধারা।" বলিয়া কৃপাণ
আঘাতিলা পুনঃ হৃদয়ে আপন
ছুটিল শোণিত করিয়া গর্জ্জন।
গিরি হতে যথা অগ্নি উদ্গীরণ!
নারিলা সে বেগ করিতে ধারণ
ভীম কায় সেই ভীম অবতার।
চলিলা ভাসিয়া—একি চমৎকার!
রক্তধারা যত ভূতলে পড়িল
কোটি কোটি তায় বীর জনমিল
হুঙ্কার ঝঙ্কার করি ভয়ঙ্কর;
বর্ম্ম চর্ম্মে আঁটা সর্ব্ব কলেবর।
কিরণে কিরণে মিশিয়া মিশিয়া
ছুটিল চৌদিকে হাসিয়া হাসিয়া;—
অনল আসারে ভাসিল সংসার;
উঠিল ব্রহ্মাণ্ডে ঘোর হাহাকার!
তার মাঝে বামা চল সৌদামনী
নাচিতে নাচিতে ছুটিল অমনি!
জলদের কোলে ভারত নন্দন
ভারতরমণী নাচিছে কেমন?

যোগিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম অধ্যায়।

ভাগীরথীতটে।

Alas! it is a delusion all:
  The future cheats us from afar,
Nor can we be what we recall,
  Nor dare we think on what we are. Byron.

সুবর্ণপুর একটী প্রাচীন নগর। সুরতরঙ্গিণী ইহার পাদদেশ ধৌত করিয়া নিরন্তর মধুর কুল কুল স্বরে সাগরোদ্দেশে গমন করিতেছেন। কূলের উপরেই শ্রেণীবদ্ধ অপূর্ব্ব কারুকার্য্য বিভূষিত সুরম্য অট্টালিকারাজি। অপর কূলে নিম, বকুল, অশ্বথ, কদম্ব, আম্র, তাল ইত্যাদি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ শ্রেণী। মধ্যে মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাট। সেই বৃক্ষ শ্রেণীর কি অপূর্ব্ব শোভা! একবার তাহার উপর দৃষ্টি পড়িলে নয়ন যুগলকে আর ফিরাইতে পারা যাইত না। পথিকেরা পথশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া সেই সুশীতল ছায়ায় বসিয়া স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিত। গঙ্গাশীকরবাহী সুস্নিগ্ধ সমীরণ, নবমুকুলিত কিসলয়রাজির মৃদুল হিল্লোল, পত্রের তর তর মধুর নিনাদ, বিবিধ বিহঙ্গমের ললিত কাকলী, ভাগীরথীর কুলু কুলু সুধাময় স্বর এবং জলতরঙ্গের সুখের নৃত্য তাহাদের হৃদয়, মন, শরীর, নেত্র ও কর্ণকে অপূর্ব্ব সুখ সলিলে সমভাবে অভিষিক্ত করিত। কেনই না করিবে? প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় এই স্থানের কি রমণীয় ভাব! গঙ্গা সাগরসঙ্গমার্থ ব্যগ্র হইয়া যেন তদভিমুখে ছুটিতেছেন; তরঙ্গমালা রঙ্গে তাহার বক্ষের উপর ক্রীড়া করিতেছে, বিকসিত বিবিধ পদ্ম কোকনদ প্রভৃতি জলকুসুমসকল সমীরণহিল্লোলে যেন নৃত্য করিতেছে; তাহার উপরে প্রভাতকালীন সূর্য্য-দেবের মধুর রশ্মি পতিত হইয়াছে, কি বিচিত্র রমণীয়তা! ব্রাহ্মণগণ অবগা-

হন করিতেছেন, উচ্চতর বেদধ্বনিতে গগনমণ্ডল পর্য্যন্ত আনন্দিত হইতেছে। সহরটি যার পর নাই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। সুপ্রশস্ত রাস্তা সকলের দুই পার্শ্বে নিম ও শিরীষ বৃক্ষ শ্রেণী, মধ্যে মধ্যে ফোয়ারা। উভয় পার্শ্বেই সর্ব্বোচ্চ অট্টালিকারাজি। অধিক কি পূর্ব্বকালে ইহার সুখ সমৃদ্ধি দর্শন করিলে হৈমকিরীটিনী সৌধরাজিবিভূষিত লঙ্কাপুরীর হৃদয়েও ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হইত। কিন্তু যে কাল, পূর্ণিমার পূর্ণশশধরকে দুরন্ত রাহুর গ্রাসে নিক্ষেপ করে, যাহার প্রভাবে বসন্তের ললিত মালতী ও মকরন্দময় অরবিন্দ-রাজি শুষ্ক ও মলিন হইয়া যায়, যাহার প্রভাবে ইন্দ্রালয় দৈত্যালয় হয় এবং বাসর গৃহে বধূর বৈধব্য হয়; সেই সর্ব্ব সংহারক কাল সেই সমস্ত সৌন্দর্য্য কবলিত করিয়াছে। এক্ষণে সেই স্বর্গ তুল্য সুখস্থান শ্মশানভূমি! অনাথের আর্ত্তনাদ, বিধবার অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস এবং মাতৃহীন অবোধ শিশুর ক্রন্দনধ্বনি দিক্‌মণ্ডল আকুল করিতেছে!

গঙ্গার উপরেই একটী বৃহৎ অট্টালিকা। ইহার অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দর্শন করিলে হৃদয় অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় ভাবে পুলকিত হইয়া উঠে এবং ভারতের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল একে একে স্মৃতিপথে উদিত হয়। তখন আত্মগরিমা এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে আর স্থান প্রাপ্ত না হইয়া উছলিয়া উঠে। ইউরোপীয়দিগের এই অদ্ভুত কার্য্যকলাপ আর তখন অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয় না। সেই অট্টালিকার চারিদিকে চারিটি তোরণ, চতুষ্পার্শ্বে অত্যোচ্চ ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর, মধ্যে একটী রমণীয় কুসুম উদ্যান, একটী বৃহৎ সরোবর। সেই কুসুম উদ্যানের মধুরতা, সুস্নিগ্ধতা, রমণীয়তা ও সৌন্দর্য্য আনন্দময় নন্দনকাননকে গঞ্জনা প্রদান করে। সেই সরোবরের শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, হরিত বিবিধ বিচিত্র বর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত চারিটি ঘাট; স্বচ্ছ সলিলে নানা জাতি জলজন্তু ও বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছে। শতদল আদি জলপুষ্প সর্ব্বদা বিকশিত, ভ্রমর ভ্রমরী গুন্‌ গুন্‌ স্বরে গান করিতে করিতে মধু পান করিতেছে। এই উদ্যানটি অন্তঃপুরনিবাসিনী প্রমদাদিগের প্রমোদ উদ্যান। ভাগীরথী-নীর-বাহী বিবিধ জলযন্ত্র এই উদ্যানের উর্ব্বরতা ও সৌন্দর্য্যের সংবর্দ্ধন করে। পূর্ব্ব দিকে একটী ঘাট, ঘাটের উপরেই দুটি বৃহৎ বকুল বৃক্ষ। শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানরাজি নিজের সৌন্দর্য্য দর্শনে উন্মত্ত হইয়া অহঙ্কার ভরে যেন ভাগীরথীর পবিত্র

সলিল পদে দলিত করিতেছে। পতিতপাবনী সুরধুনী তাহাতেও আপনাকে অপমানিত বোধ করিতেছেন না। মহতের এইরূপ প্রকৃতিই বটে, তিনি চঞ্চল মারুতহিল্লোলে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া মৃদু হাসিয়া আপনার মহিমার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্যই যেন সেই গর্ব্বিত সোপানমালার চরণ চুম্বন করিতেছেন, এবং মৃদুস্বরে বলিতেছেন "ইহাতে আমার অপমান নাই।" বাস্তবিক সুবর্ণ যে অবস্থাতেই থাকুক, তাহার মানের লাঘব হইবার সম্ভাবনা নাই। দেবতাদিগের যদি এরূপ স্বভাব না হইবে, তবে কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে পূজা করিবেন, ভক্তি করিবেন? ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, অসুরেই শোভা পায়।

চৈত্রমাস। দিবা অবসান প্রায়। আদিত্য ইতি পূর্ব্বে ঘোর অহঙ্কারে মত্ত হইয়া প্রজ্বলিত পাবকশিখা সদৃশ কিরণরাশি বর্ষণ করিয়া বসুমতীকে দগ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু হায়! এক্ষণে তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যে অন্ধকারকে তিনি স্ববীর্য্যে দূরীকৃত করিয়া মহীরাজ্যে আপনার একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারা ক্রমে ক্রমে দলবদ্ধ হইয়া প্রমত্ত পবনতাড়িত নিবিড় নীরদপুঞ্জের ন্যায় তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে! সূর্য্যদেব ভীত হইয়া পশ্চিম সাগরের শরণাগত হইতেছেন। এক্ষণে তাঁহার আর সে তেজ নাই, সে প্রতাপ নাই। সন্ধ্যাকালীন নির্ম্মল আকাশে দুই একটী ভাঙা ভাঙা মেঘ, তাহাতে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়াছে, কি অপূর্ব্ব শোভা! বিহঙ্গগণ কলরব ভরে গগনমণ্ডল আনন্দিত করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিতেছে, রাখাল সকল গরুর পাল লইয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে অংশুমালী অদৃশ্য হইলেন। কিন্তু যাহারা মহানুভব তাঁহারা কখন মহত্ত্বহীন হন না। এই অন্তিম দশাতেও ভাস্করের সহাস্য প্রসন্ন মূর্ত্তি দর্শন করিলে কাহার হৃদয় না আনন্দরসে পরিপ্লুত হয় এবং কোন্ ব্যক্তিই বা মৃত্যুকে নিগ্রহ মনে করেন? সত্যই কি সূর্য্যদেব চিরকালের জন্য কালকবলে কবলিত হইলেন? আর কি সর্ব্বরী প্রভাত হইবে না? আর কি সেই প্রভাকরের প্রসন্ন পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া নয়নযুগল পুলকিত হইবে না? তাহা নহে। কেবল অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বিশ্বরচয়িতা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের আদেশে তিনি প্রত্যহ এইরূপ অনন্ত গগনমার্গে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু হায়! তাহাতেও

মনুষ্যের চৈতন্য হয় না। দিবাকর মনুষ্যকে বলিয়া দিতেছেন " তোমা· দিগের চির দিন সমান যাইবে না ; অতএব ধন গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া স্বকর্ত্তব্য বিস্মৃত হইও না। আমি অদৃশ্য হইলাম ; কিন্তু একেবারে আমার ধ্বংস হইল না। আমি সর্ব্বকালই এক ভাবে এক স্থানে অবস্থিত আছি। অতএব আমার মত মরিতে প্রয়াস পাও।" বাস্তবিক মনুষ্য নশ্বর জীব নহে ; মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতিকৃতি ও তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব বিরাজমান। ঈশ্বরের পরই মনুষ্য পূজনীয়। আত্মার কখন ধ্বংস নাই। যে যে উপকরণে দেহের নির্ম্মাণ, সেই সেই উপকরণে আত্মার সৃষ্টি হয় নাই।

আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ, এবং অবিনশ্বর। সূর্য্য অদৃশ্য হইল কিন্তু তাহার ধ্বংস হইল না। শরীরের পতন হইল, আত্মার ধ্বংস হইল না। বিভাবরী অবসান হইলে যেরূপ সূর্য্যদেব উদয় হন, মৃত্যুর পর আত্মাও সেইরূপ এই মৃন্ময় আবরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উর্দ্ধগামী হন। মহামহাপণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন মৃত্যুর পর আত্মা অধোগামী বা উর্দ্ধগামী হইয়া নিজ কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করেন এবং অনেকেও ভয়ঙ্কর যমপুরীর সৃজন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য বলিতে পারি-না। এ সিদ্ধান্ত যেরূপ হউক, যদি কেহ ইহার প্রতিবাদী হন, তিনি উপহাসাস্পদ হইবেন সন্দেহ নাই। আত্মা যে অধোগামী হয়, ইহা দেখিলেও বিশ্বাস হয় না। এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্ত। আত্মা কি ? আত্মা সামান্য উপকরণে নির্ম্মিত নহে। আত্মায় ঈশ্বরত্ব বর্ত্তমান ; সুতরাং আত্মা পবিত্র, নির্ম্মল, নিরাকার, জ্যোতিঃস্বরূপ। অমৃত বিষ হইতে পারে, তুষার অগ্নি হইতে পারে, কিন্তু আত্মা অপবিত্র হইতে পারে না। আত্মার অধোগতি হইলে একপ্রকার ঈশ্বরেরই অধোগতি হইল ; এবং আত্মার অধোগতি হইলে উর্দ্ধগতি কাহার হইবে। অতএব মনুষ্য পৃথিবীতে আসিয়া যেমন কেন কার্য্য করুন না, মৃত্যুর পর আত্মার যে উর্দ্ধগতিই হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। আত্মা ঈশ্বরের জ্যোতিঃ ; মৃত্যুর পর সেই জ্যোতি ঈশ্বরেই মিশিয়া যায়।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সুশীতল মলয় বায়ু সৌরভ ছড়াইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া তুলিল। সুনীল আকাশে একটী দুটী করিয়া নক্ষত্র দেখা দিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে সেই নীল চন্দ্রাতপখানি উজ্জ্বল

মণিমালায় খচিত হইয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে ক্রমে সুধাকরও দর্শন দিলেন। তাঁহার সেই হাসিমাখা মুখ দেখিয়া কুমুদিনী চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; ঘোম্‌টা খুলিয়া যেন মৃদু মধুর হাস্যে তাঁহার সম্ভাষণ করিল এবং হর্ষোৎফুল্ল হইয়া গঙ্গার তরঙ্গহিল্লোলে যেন নৃত্য করিতে লাগিল। প্রকৃতির মুখে আর হাসি ধরে না। উপরে অনন্ত গগনে অনন্ত নক্ষত্রমালা হাস্য করিতেছে, স্থলে তরু লতা প্রফুল্ল কুসুমদামে বিভূষিত হইয়া হাসিতেছে, জলে কুমুদিনীর হাসি; সমস্ত জগতই হাসি মাখা। আবার এদিকে রসিক মলয় পবনের রসিকতা দেখে কে? তিনি আদরে মাতিয়া হাসিয়া হাসিয়া একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া বেড়াইতেছেন; একবার এ ফুলটীর মুখ একবার ও ফুলটীর মুখচুম্বন করিতেছেন। কখন মালতীকে কখন বা মাধবীকে আলিঙ্গন করিতেছেন; আবার বকুলের নবীন মুকুলে মধুপান করিতেছেন; পরিমল ছড়াইয়া ভূমণ্ডল আমোদিত করিতেছেন, কখন মধুর স্বরে গান করিতেছেন। মলয় সমীরণের আনন্দ দেখিয়া কেহই স্থির নহে। সকলেই যেন আনন্দে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বিষ্ণুপাদপদ্মনিঃসৃতা ভাগীরথী তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। নির্ম্মল চন্দ্রিকাজাল সেই নৈশ লহরীমালায় সুস্নিগ্ধভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিল।

এই সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যাসময়ে অচেতন সচেতন পৃথিবীর সকলেই আনন্দ সাগরে সন্তরণ করিতেছে। একটী চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক বালিকা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব হইতে একাকিনী সেই তটিনীকূলে উপবিষ্টা, যেন কত চিন্তানিমগ্না। বালিকাটী যার পর নাই সুন্দরী; কিন্তু সেই সুধাংশু গঞ্জিত মুখমণ্ডলকে এক্ষণে নিবিড় কুজ্‌ঝটিকাজাল আচ্ছন্ন করিয়াছে। শরীরের প্রতি তাদৃশ যত্ন নাই; দুই হস্তে দুই গাছি বালা ভিন্ন সমস্ত অঙ্গে আর আভরণ নাই। পরিধান একখানি অর্দ্ধমলিন বস্ত্র। নবজলধরনিভ সুদীর্ঘ কেশকলাপ আলুলায়িত হইয়া পৃষ্ঠে ঝুলিতেছে, নিবিড় কৃষ্ণ অলকাগুলি অঙ্গে ও গণ্ডে পতিত রহিয়াছে, বায়ুভরে কখন বা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। কি সুন্দর চিত্র! প্রফুল্লকমলে যেন ভ্রমরগণ বসিয়া মধুপান করিতেছে, সুধাকরের কররাশি তাহাতে পতিত হইয়া সেই সৌন্দর্য্যকে অধিকতর রমণীয় করিয়াছে। মনের সুখই সুখ, এবং সেই সুখেই জগৎ সুখময় বোধ হয়। যাহার হৃদয়-সাগরে

ভীষণ বাড়বানল জ্বলিতেছে, জগতের কোন সামগ্রীই তাঁহার নয়নে সুন্দর বোধ হয় না। সুতরাং প্রকৃতির এই বিচিত্র শোভা তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যাসমীরণ আনন্দে জগৎ উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিতেছে না। তিনি সুকোমল করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া নীরবে উপবিষ্টা হইয়া আছেন। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন জীবাত্মা দেহ বাস পরিত্যাগ করিয়াছে। আহা কি বিচিত্র শোভা! অভিনব রূপ, রস, গুণ গন্ধময় কোন অপূর্ব্ব পদার্থে বিধি যেন ভক্তির প্রতিমাটিকে নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাখিয়া গিয়াছেন। সেই অর্দ্ধবিষাদিত অর্দ্ধমলিন অর্দ্ধপ্রসন্ন বদনমণ্ডলের কি অপূর্ব্ব শোভা! কোন্ পাষাণ-হৃদয় সেই মুখকমলের মধুর পবিত্র ভাব দর্শনে বিগলিত না হয়?

বালিকা গাঢ় চিন্তামগ্ন। এই নবীন বয়সে এই নবীন হৃদয়ে এত কিসের ভাবনা! তাঁহার চিন্তার সীমা নাই। তিনি বড় অভাগিনী। এই পৃথিবীতে তাঁহার আর সুখের কিছুই নাই। অস্ফুট অভিনব পদ্ম অকালেই দলিত হইয়াছে। তাঁহার চিরবর্দ্ধিত আশালতা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এক গাছি তৃণের ন্যায় তিনি অপার সাগর-সলিলে ভাসিতেছেন—ডুবু ডুবু হইতেছেন অথচ একেবারে ডুবিয়া যাইতেছেন না। তাঁহার আশা নাই, ভরসা নাই—জগৎ তিমিরার্ণবে নিমগ্ন। তিনি চিন্তাই করিতেছেন; কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই; সন্ধ্যা হইয়াছে জ্ঞান নাই। নয়নযুগল অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত, দৃষ্টি ভূতলে নিবদ্ধ। শরীর এককা.ল নিস্পন্দ, কেবল মধ্যে মধ্যে এক একটী অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস দেহে প্রাণ আছে বলিয়া দিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "হা ভগবন! দুঃখিনীর অদৃষ্টে কি এত দুঃখ লিখিয়াছিলে?" আর কথা নাই—নিস্তব্ধ ও নীরব। "পিতা মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন অবশ্যই মহাপাপ তাহাতে আর সন্দেহ কি?" অতি মৃদুস্বরে তিনি আবার বলিলেন। "তবে একজনকে মন, প্রাণ, দেহ—এই দেহে যা কিছু পবিত্র আছে সকলই সমর্পণ করিয়াছি, মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি; বিশ্বাসঘাতিনী হইয়া সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়া অন্য একজনকে আবার পতিরূপে বরণ ও গ্রহণ করিলে কি পাপ নাই? প্রাণ পরিত্যাগ করিব, বিশ্বাসঘাতিনী হইতে পারিব না। ইহা হইতে আর পাপ কি? সকল মনুষ্যের সমান মন নয়; সকল বৃক্ষের

সমান ফল নয়, সকল সাগরের জল লবণাক্ত নয়; তবে সকল কার্য্যের পাপও কখন সমান নয়। কোন্ পাপটী গুরুতর? পিতামাতার কি ভুল হইতে পারে না? বিশেষতঃ "সকল কার্য্যই যে পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া করিতে হইবে, তাহাই বা কি? কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখন তাঁহাদের অবাধ্য হই নাই। কখন হইব বোধ হয় না। তবে একটী কার্য্যে তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিতে হইলে ধর্ম্মলোপ কর্ম্মলোপ ও জন্ম বৃথা হইতেছে। একটীবার অবাধ্য হইতে হইল। বিবাহ মনুষ্য জীবনের সর্ব্ব প্রধান ঘটনা। এই ঘটনার গভীর গর্ভে নবদম্পতীর সমস্ত জীবনের সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম নিহিত। ভালবাসা ও প্রণয় লোকের কথায় হয় না। অনুরোধে কেহ কখন কাহাকে ভাল বাসিতে পারে না। ভালবাসার সহিত বাহ্য জগতের কোন সম্বন্ধ নাই। অল্প লোকেই ভালবাসিতে জানে ও জানিয়া ভাল বাসিতে পারে। বিষম বিষময় ইন্দ্রিয় সুখের জন্য ভাল বাসা বা প্রণয় নহে। লম্পট কি ভাল বাসিতে জানে। রামচন্দ্র সীতাকে ভাল বাসিতেন এবং সীতাও রামকে ভাল বাসিতেন। এই ভালবাসাই ভালবাসা। আমি প্রিয়কুমারকে ভাল বাসি, প্রিয়কুমারও আমাকে ভাল বাসেন। কই তিনি ত তাহা আমাকে একদিনও বলেন নাই? ভালবাসা ফুটিয়া বলিতে হয় না। ভালবাসা কি পাপ? যাহা হউক, বিবাহ কার্য্য স্বাধীনভাবে সম্পন্ন হওয়াই উচিত। আমি যাহাকে জন্মে দেখি নাই—সে কাল কি সুন্দর অবগত নহি—তাহার সহিত সহবাসে সুখের সম্ভাবনা কোথায়? যদি আমাদের মনোমিলন না ঘটিল, তখন কি আমাদিগকে চিরজীবন অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে হইবে না? মা আমায় বলিলেন বাছা তুমি প্রিয়কুমারকে ভাল বাসিও না, ভালবাসা কি পদার্থ তা মা জানেন না; জানিলে কি তাঁহার দুঃখিনী তনয়াকে অকূল পাথারে ভাসাইতে চাহিতেন? তিনি দেখা দিতে মানা করিলেন, আমি দেখা দিলাম না; কিন্তু অন্তরে যে সেই সুন্দর মূর্ত্তি সর্ব্বদা জাগিতেছে, তা মুদ্রিত করে কে? সে মোহন মূর্ত্তি যে হৃদয়ের সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে, ইহারেই বা না দেখি কেমন করিয়া? আমিও যে সেও সেই! তবে কি দর্পণে স্বীয় মুখ দেখিব না? প্রাণের সহিত প্রিয়কুমার মিশিয়া গিয়াছে প্রাণত্যাগ করিলেও নিস্তার কই? বিধাতা আমার কপালে অনেক দুঃখ লিখিয়াছেন।" এই বলিয়া বালিকা নীরব হইলেন।

আর একটী বালিকা তথায় আসিল। " সখি! তুমি কি ভাবিয়া ভাবিয়া শরীরটাকে মাটি করিতেছ? ধীরে ধীরে মধুর স্বরে সেই বালিকা এইকটী কথা বলিল। প্রথম বালিকার চৈতন্য হইল, চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন " কে সুশীলা?—রাত্রি হইয়াছে দেখিতেছি। "

তখন সুশীলা আবার কহিল " সখি! ভেবে ভেবে তুমি কি শরীরটাকে মাটি করিবে? মা তোমাকে না দেখিয়া কত কাতর হইয়াছেন; আর তোমার কি একটু ভয় নাই, একলা এখানে বসিয়া রহিয়াছ? "

" সুশীলা! তুমি বালিকা তাই এ কথা বলিতেছ। " একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বালিকা উত্তর করিল। " মা কি আমাকে না দেখিয়া কাতর হইয়াছেন? সুশীলা, এ তোমার মিথ্যা কথা। মা আমাকে না দেখিলে ভাল থাকেন। " " তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি? " সুশীলা বলিল। " চল আর এখানে থাকিও না। "

বালিকা উঠিলেন। চতুর্দ্দিকে একবার চকিতের ন্যায় চাহিলেন। স্বভাবের প্রসন্ন মুর্ত্তি দেখিয়া হৃদয় একটু শীতল হইল। মাতঃ গঙ্গে! প্রণাম করি, দুঃখিনীকে দয়া করিও। " এই কথা বলিয়া সুশীলার সঙ্গে চলিয়া গেলেন।

যোগিনী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বালক বালিকা।

" Oh Love! No inhabitant of earth thero ait
An unseen seraph
The mind hath made theo, " Childe Harald.

পাঠক! বালিকাটী কে, জানিবার জন্য একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আপনার কৌতূহল এখনই পরিতৃপ্ত হইবে। ইনি রঘুনাথের একমাত্র কন্যা—অন্ধের যষ্টি। রঘুনাথ এক জন সম্ভ্রান্ত লোক, বিস্তৃত জমিদারী ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। ইনিই সেই স্বর্ণকিরীটিনী অট্টালিকার অধিকারী। বৃদ্ধ বয়সের কন্যা, বড় আদরের ধন। তাই কন্যার নাম প্রিয়-

জন্ম রাখিয়াছিলেন। প্রিয়তমার মাতার নাম সুমতি। পিতামাতা প্রিয়তমাকে প্রাণের অপেক্ষা ভাল বাসিতেন। রঘুনাথকে সংসারের যে প্রধান অসুখ তাহা ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহার দুই তিনটী পুত্র উপযুক্ত হইয়া কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে এই কন্যারত্ন লাভ করিয়া উহার বিমল মুখ কমল দর্শনে সেই দুর্নিবার পুত্রশোক কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইয়াছেন।

একদা প্রাতঃকালে রঘুনাথ বাটীর বাহির হইতেছেন, দেখিলেন একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশু দ্বারে বসিয়া রোদন করিতেছে। শিশুর সুশোভন চন্দ্রানন দর্শন করিয়া সহসা তাঁহার হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। তিনি সেই শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার নাম কি এবং কেমন করিয়াই বা সে সেখানে আসিল। শিশু কিছুই বলিতে পারিল না। অতঃপর তিনি তাহাকে সুমতির নিকট লইয়া গেলেন এবং আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন "আমাদের পুত্র নাই, বোধ হয় ভগবান সুপ্রসন্ন হইয়া সেই দুস্তর শোকসাগর হইতে আজ উদ্ধার করিলেন, ইহাকে গৃহে রাখিয়া লালন পালন করিলে হয় না?" মা বিনা পুত্রের যত্ন এ জগতে আর কে জানিতে পারে? সুমতি সেই অনাথ শিশুকে অঙ্কে লইয়া বারম্বার তাহার মুখ চুম্বন করিলেন, কত আদর করিলেন, কত কথা কহিলেন, কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই শিশু তাঁহার গৃহে সেই অবধি প্রতিপালিত হইতে লাগিল। সুমতি ও রঘুনাথ তাহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমা তখন এক বৎসরের। সুতরাং সেই শিশু প্রিয়তমার অপেক্ষা চারি বৎসরের বড়। শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় ক্রমে ক্রমে উভয়ে বাড়িতে লাগিল। তাহাদের বয়োবৃদ্ধির সহিত সুমতি ও রঘুনাথের আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহারা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত বিস্মৃত হইলেন। বালক বালিকা সর্ব্বদা একত্র থাকে, একত্র বেড়ায়, একত্র খেলা করে। এইরূপে সুখে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। সুমতি আদর করিয়া শিশুর নাম প্রিয়কুমার রাখিলেন।

প্রিয়কুমারকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। তিনি বিদ্যালয়ে অতি মনোনিবেশপূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং বাটীতে প্রিয়-তমাকে পড়াইতে লাগিলেন, অসামান্য অধ্যবসায় ও অসামান্য যত্ন থাকাতে তিনি স্বল্পকাল মধ্যে সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

শৈশব হইতে একত্র শয়ন, একত্র ভোজন, একত্র ভ্রমণ, একত্র পাঠ, এইরূপ সর্ব্বদা একত্র থাকাতে উভয়ের প্রতি উভয়ের আন্তরিক ভালবাসা জন্মিল। এমন কি এক দণ্ড কেহ কাহাকে না দেখিলে অতিশয় কাতর হইয়া উঠিত।

শিশু দুটী অবসর পাইলেই ভাগীরথী তীরে সেই উদ্যানস্থিত সোপানে বসিয়া নানাপ্রকার গল্প করিত, গঙ্গার ঢেউ গণিত; কখন নাচিত, কখন বা গান করিত। এই পবিত্র কোমল শৈশব হইতেই তাহারা পরস্পরকে ভাল বাসিতে শিখিল। এই পবিত্র কোমল শৈশবই যেন পরস্পরের মনকে পরস্পরের মনে মিশাইতে শিখাইল। বাস্তবিক কোমল বস্তুতে কোমল বস্তুই মিশিয়া যায়। এই সরল শৈশব সময়ে তাহারা কেবল যে ভাল বাসিতে শিখিল এরূপ নয়, বিচ্ছেদের যাতনাও জানিতে পারিল। বয়োবৃদ্ধিসহকারে শৈশবের সেই পবিত্র ভালবাসা গাঢ়তর হইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে উভয়ে যৌবনপদবীতে পদার্পণ করিল। তখন তাহাদের সেই ভালবাসা আর ভালবাসা রহিল না, তখন তাহা প্রণয়ের ভালবাসা হইল। শৈশব হইতেই উভয়ের মন, উভয়ের প্রাণ, উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছিল, এক্ষণে একবারে এক হইয়া গেল।

তাহারা প্রত্যহ দিনান্তে সেই সুরম্য কুসুম উদ্যানে আসিয়া করে করে বন্ধনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিত, কখন গান করিত, কখন নৃত্য করিত। প্রফুল্ল কুসুমে মালা গাঁথিয়া পরিত। প্রণয়ে যে আবার কখন দুঃখ হয়, ভাল বাসিলে পাপ হয় এ ভাব কখন তাহাদের হৃদয়ে উদয় হয় নাই। তাহারা জানিত এবং সর্ব্বদা ভাবিত প্রণয়ে দুঃখ নাই, ভালবাসায় পাপ নাই এবং সুখে কখন বিচ্ছেদ নাই। তাহারা সেই সুরম্য সুবাসিত কুসুম উদ্যানে—সেই নির্জ্জন স্থানে দুই জনে দুটি অভিনব অপরিস্ফুট কুসুমের ন্যায় নবমুকুলিত বকুলতলায় বসিয়া থাকিত, এবং সতৃষ্ণভাবে উভয়ে উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিত। তাহাদের সুখ উভয়ের নয়নে উভয়ের বদনে এবং উভয়ের কথায়। এক জন হাসিলে অন্য জন অমনি হাসিত। এইরূপে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

তাহারা শৈশব হইতেই উভয়ে উভয়কে নাম ধরিয়া ডাকিত। যদিও তাহারা ভাই ভগিনীর মত প্রতিপালিত হইয়াছিল এবং ভাই ভগিনীর ন্যায়

উভয়ে উভয়কে ভাল বাসিত ; কিন্তু কালক্রমে সেই ভালবাসা আরও গভীর-তর হইয়া পবিত্র প্রণয়ের আকার ধারণ করিল। তাহাদের এই ভালবাসা অতি বিশুদ্ধ——তাহারা জানিত এই রূপে ভালবাসিতে হয়। তাহাদের এই ভালবাসায় শঠতা ছিল না, ছলনা ছিল না——তাহা সরলতায় পরিপূর্ণ। তাহারা এইরূপ ভালবাসিয়া চির সুখী হইবে, ইহাই জানিত, ভালবাসায় যে দুঃখ আছে, প্রণয়ে যে বিচ্ছেদ আছে, তাহারা স্বপ্নেও কখন এমন ভাবে নাই।

কিন্তু কুটিল বিধির বিধি এরূপ নয়, ভাল বাসিয়া সুখী হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। পতিপ্রাণা সীতাদেবীকে ও সীতাগত প্রাণ মহারাজ রামচ-ন্দ্রকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহাদের ভাগ্যেও বিধাতা সুখ লিখেন নাই। উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগ দর্শনে রঘুনাথের বিষম ভাবনা উপস্থিত হইল। তিনি অসীম ধন সম্পত্তির অধিকারী এবং তাঁহার মান সম্ভ্রম ভুবনব্যাপী। বিশেষতঃ কোন সুপ্রসিদ্ধ বংশে তাঁহার উৎপত্তি, সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও প্রিয়তমার পরিণয় কার্য্য কখন তিনি এক জন অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের সহিত সম্পন্ন করিতে পারেন না। স্মরণ থাকিলেও প্রিয়কুমার কখন আপনার কোনরূপ পরিচয় দেন নাই, কিম্বা তিনি কে তাহার কিছুই জানিতেন না। যাহা হউক, অনেক সময়ে অনেক বার জিজ্ঞাসা করিয়াও রঘুনাথ কখন ইচ্ছানুরূপ কোন উত্তর প্রাপ্ত হন নাই, প্রিয়তমাকে প্রিয়কুমারের হস্তে অর্পণ করা উচিত কি না ? এ কথা তিনি অনেকবার মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন, এবং আত্মীয়দিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কেহই এ কার্য্যে সম্মতি প্রদান করেন নাই। আবার অকলঙ্ক কুল পাছে কলঙ্কিত হয়, এই আশঙ্কা দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। যাহাতে সত্বর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়, সেই বিষয়ে যত্নশীল হইলেন।

যোগিনী।

তৃতীয় অধ্যায়

বাসরে বিধবা।

" Canst thou forgot what tears that momemt fell, "
When, warm in youth, I bade the world farewell.

Pope,

সুমতির স্নেহ, প্রিয়কুমারের প্রতি আরও গাঢ়তর। বিশেষতঃ প্রিয়কুমারের স্বভাব এরূপ ধীর, পবিত্র, ব্যবহার অমায়িক এবং মুখমণ্ডলের এরূপ একটী মোহিনী শক্তি ছিল যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে দেখুক, ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। চুম্বক পাথর যেরূপ লৌহ আকর্ষণ করে, তাঁহার সেই বদনকমলের মধুর ভাব সেইরূপ লোকহৃদয়কে আকর্ষণ করিত। সেই মুখে সর্ব্বদাই যেন হাসি লাগিয়া ছিল। সুতরাং তিনি সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। সুমতির একান্ত বাসনা ছিল, তিনি প্রিয়কুমারের হস্তে প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে অর্পণ করেন। রঘুনাথ তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করা সুসাধ্য মনে করেন নাই। এক দিবস সুমতি অনেক করিয়া রঘুনাথকে কহিলেন, অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তাহাতে ফলোদয় হইল না। "সুমতি তুমি বৃথা অনুরোধ করিতেছ" রঘুনাথ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, আমি জানি প্রিয়কুমারের মত সুবোধ সুশীল ও বিদ্যানুরাগী বালক জগতে দুর্লভ। আমার কি সাধ নয় এরূপ সৎ পাত্রে কন্যা দান করি? কিন্তু আমি তেমন তপস্যা করি নাই। আর তুমিও বিবেচনা করিয়া দেখ এক জন অজ্ঞাতকুলশীল বালককে কন্যাদান করিয়া কিরূপে কুল দূষিত করিব।"

সুমতি প্রিয়কুমারকে প্রাণাধিক পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন; সেই প্রিয়কুমার তাঁহার জামাতা হইবে, ইহার অপেক্ষা তাঁহার আর সুখের বিষয় কি? কিন্তু যখন লোকাপবাদ ভয়ে ইচ্ছা থাকিতেও রঘুনাথ এ কার্য্যে সম্মতি প্রদান করিলেন না, তখন তাঁহার ক্ষোভের সীমা রহিল না। বাস্ত-

বিক এক জন অজ্ঞাতকুলশীল বালকের হস্তে কন্যা সমর্পণ করা বিজ্ঞের কার্য্য নহে। রঘুনাথ মূর্খ নন, তিনি কিরূপে এ কাজ করিতে পারেন, সুমতি শেষে তাহা বুঝিলেন।

ভালবাসা একটী পবিত্র পদার্থ। ভালবাসা পৃথিবীতে অতি দুর্লভ। যাহাঁরা ভালবাসিতে জানি বলিয়া অহঙ্কার করেন, তাঁহারা ভালবাসার কিছুই জানেন না। প্রণয় সেই ভালবাসার সারভাগ। প্রণয় কখন বিকৃত হইবার নহে। প্রণয় হৃদয়নিহিত পরমাত্মার পদনিঃসৃত একবিন্দু অমৃত। সেই এক বিন্দু ক্রমে ক্রমে গভীর আকার ধারণ করিতে থাকে। সমুদ্র শোষণ করা যাইতে পারে, ভূধররাজ হিমালয়কে উৎপাটন করা যাইতে পারে এবং স্বভাবের গতিরোধ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রণয়ের গতিরোধ করা যায় না; বাসবকরচ্যুত বজ্রের লক্ষ্য ব্যর্থ করা বরং সম্ভব, প্রণয়ের লক্ষ্য ব্যর্থ করা সম্ভব নয়। সকল সামগ্রীতেই অরুচি জন্মে, কিন্তু ভালবাসিয়া অরুচি জন্মে না, ভালবাসা অসীম, অতল, অনন্ত ও অদ্ভুত পদার্থ। যতই ভাল বাসি, ততই ভাল বাসিতে শিখি। সকল প্রকার সাধই মিটিতে পারে, ভাল বাসার সাধ মিটিবার নহে। যত ভাল বাসি, ততই ভাল বাসিতে সাধ হয়, ততই ভাল বাসি। ভাল বাসার শেষ নাই। বস্তু যত কেন সুন্দর হউক না, যত কেন মাধুর্য্য থাকুক না, উপর্য্যুপরি দুই তিন বার দেখিলে আর তাহা দেখিতে সাধ হয় না; আর তাহা নয়নের আনন্দ সম্পাদন করিতে পারে না, হৃদয়ের সহিত মিলিত হইয়া আর তাহা অন্তরাত্মাকে উন্মাদিত করিতে পারে না। কিন্তু যাহাকে ভাল বাসি তাহাকে দেখিয়া পরিতৃপ্তি জন্মে না; বার বার দেখিয়াও দেখিতে সাধ হয়। নয়ন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। যত বার দেখি তত বারই নূতন বোধ হয়; তত বারই নয়ন বিমল আনন্দ উপভোগ করে, আবার দেখিতে চায়; শত বার দেখিয়াও দেখিবার তৃষ্ণা নির্ব্বাণ হয় না।

প্রিয়তমার ভাল বাসা প্রিয় কুমারের দিকে ধাবমান, কে ইহার গতি রোধ করিবে? ইহাদিগের ভাল বাসা শৈশবের সেই এক বিন্দু ভাল বাসা হইতে এক্ষণে গভীর অতল সিন্ধু প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। আগ্নেয় গিরির গভীরতম গহ্বর মধ্যে অগ্নিময় ধাতুস্রব যেরূপ ঘূর্ণিত হয়, প্রণয় তাহাদের হৃদয়ে সেইরূপ ঘূর্ণিত হইতেছে। সমুদ্রের যেরূপ ভীষণ আবর্ত্ত

এবং সেই আবর্ত্তে পড়িয়া যেমন তুঙ্গশৃঙ্গ গিরিবরও চূর্ণ হইয়া যায়, তাহাদের হৃদয়েও সেইরূপ ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত; এ আবর্ত্তে কোন কথা স্থির থাকিতে পারিতেছে না। এক এক বার তরঙ্গিত হইয়া উচ্ছলিত হইবার উপক্রম করিতেছে, কিন্তু উচ্ছলিত হইতেছে না। প্রণয়সূচক কোন কথাই এ পর্য্যন্ত কেহ মুখ হইতে নির্গত করে নাই; আকার ইঙ্গিতেই উভয়ের মনোভাব ব্যক্ত হইতেছিল। তাহারা মনে করিত একবার ফুটিয়া বলি 'আমি তোমায় বড় ভাল বাসি' কিন্তু বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিত না। কেন পারিত না, পাঠক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন।

যখন সুমতি বুঝিলেন এ বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ নয়, কিসে কুলগৌরব উজ্জ্বল থাকিবে এবং আরো উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি ধারণ করিবে, তখন তাঁহার চিন্তা অন্য দিকে ধাবমান হইল। রমণীহৃদয় রমণীই উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন। তিনি দেখিলেন প্রিয়তমা আর বালিকা নহে; তিনি এক্ষণে মহাসন্ধিস্থলে। নবযৌবনের সমাগমে অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় তাঁহার সৌন্দর্য্য রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রিয়তমা প্রিয়কুমারের প্রতি অনুরাগিণী এবং এই অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ইহাও বেশ বুঝিলেন। তখন আর নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন না। যাহাতে তনয়ার পরিণয়-ব্যাপার সত্বর সম্পন্ন হয়, রঘুনাথকে তিনি সে বিষয়ে তৎপর হইতে কহিলেন এবং সুকুমারী কুমারীকে গোপনে ডাকিয়া কহিলেন, প্রিয়তমে! দেখ তোমাকে কোন বিষয়ে এ পর্য্যন্ত আমরা কোন কথা বলি নাই, আজ আমি তোমাকে একটী কথা বলিব। দেখ তুমি এক্ষণে নিতান্ত বালিকা নহ এবং প্রিয়কুমারও নিতান্ত বালক নহে, অতএব আর তোমাদের এক সঙ্গে বেড়ান বা এক সঙ্গে থাকা ভাল দেখায় না। ইহাতে লোকে নিন্দা করিতে পারে। এখন অবধি তুমি সুশীলার সঙ্গে বেড়াইবে।" সুশীলা প্রিয়তমার সখী।

জননীর এই কথাগুলি প্রিয়তমার বজ্রপাত সদৃশ বোধ হইল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া—একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া "তবে তাই করিব" বলিয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

এ দিকে রঘুনাথ প্রিয়তমার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। চম্পক নগরের প্রসিদ্ধ জমিদার মহাতাপসিংহের পুত্র দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে

বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল। প্রিয়তমার বিবাহ হইবে এই সংবাদ রাষ্ট্র হইল, সকলেরই বদনমণ্ডলে আনন্দ হাস্য করিতে লাগিল।

শৈশবসহচর ও শৈশবসহচরী প্রিয়কুমার ও প্রিয়তমার মনের ভাব সহৃদয় পাঠক! এই সময়ে একবার ভাবিয়া দেখুন। প্রিয়কুমার স্বপ্নেও ভাবেন নাই প্রিয়তমা তাঁহার হইবে না। যখন দুই তিন দিন সেই প্রাণাধিকা প্রিয়তমা তাঁহাকে দেখা দিলেন না, যখন তিনি তাঁহার বিবাহের কথা শুনিলেন, আবার যখন রঘুনাথ তাঁহাকে স্পষ্টাক্ষরে প্রিয়তমার আশা পরিত্যাগ করিতে কহিলেন; তখন তাঁহার হৃদয় আর দুর্ব্বিষহ শোকবেগ ধারণ করিতে পারিল না। এই বিশ্বসংসার তিনি শূন্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে প্রিয়তমাকে অন্যে লইয়া যাইবে, এই চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহা তিনি কখন দেখিতে পারিবেন না, এই ভাবিয়া এক দিবস রজনীতে তিনি সেই বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন। এই তাঁহাদের দুঃখের সূত্রপাত। প্রিয়তমা এই সকল বিষয় একাকিনী সেই ভাগীরথী-তীরে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। যাঁহাকে তিনি অতি যত্নে ও অতি আদরে শৈশব হইতে হৃদয়পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ সেই প্রাণের পাখী শিকল কাটিয়া হৃদয় ভগ্ন করিয়া উড়িয়া গিয়াছে! যে প্রভাকরের প্রসন্ন বদন দর্শন করিয়া হৃদয়কমল বিকসিত হইত, আজ তাহা অস্তগত হইয়াছে! প্রিয়তমার কোমল হৃদয়ে আজ আঘাত লাগিয়াছে।

প্রাতঃকালে যখন শুনিলেন প্রিয়কুমার কোথা গিয়াছে—পলাইয়া গিয়াছে; তিনি তাহা বিশ্বাস করিলেন না; ভাবিলেন প্রিয়কুমার কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না। কিন্তু যত বেলা বাড়িতে লাগিল, প্রিয়কুমার আসিলেন না, তাঁহার হৃদয় তত আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। একাকিনী আপনার গৃহে বসিয়া কত কাঁদিলেন; সুমতি অনেক বুঝাইলেন—তিনি বুঝিলেন না। জগৎ শূন্য দেখিতে লাগিলেন। গৃহে থাকিতে পারিলেন না। "বাসরেই বিধবা হইলাম" ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গার কূলে গিয়া বসিলেন।

———:০:———

বঙ্গসমাজবিপ্লব ও ইহার পরিণাম।

বিপ্লবের ফল বড় ভয়ঙ্কর। ফল ভয়ঙ্কর বলিয়া শব্দটীও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং শব্দটী শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হইলে হৃদয় উদ্বেজিত হইয়া উঠে। প্রজারা বিপক্ষ হইয়া বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর উন্মূলনার্থ অভ্যুত্থিত হইয়াছে, এ সংবাদ শুনিলে রণমদমত্ত কতকগুলি লোকের হৃদয় আনন্দে উল্লাসিত হয় বটে কিন্তু শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিদিগের হৃদয় আতঙ্কে একান্ত আকুল হয়। জগতে শান্তিপ্রিয় লোকই অধিক। তাহারা শান্তিসুখে বঞ্চিত হইবে কেবল এই মাত্র শঙ্কা নয়; স্বার্থহানিরও বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হয়। সেই স্বার্থহানি এক প্রকারে হয় না। ধন প্রাণ ও স্ত্রীলোকের মান সম্ভ্রম পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি পড়িয়া যায়। রোম গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য সকলে যে যে সময়ে বিপ্লব ঘটিয়াছে, সেই সেই সময়েই এই বীভৎস কাণ্ড হইয়াছে। প্রাচীন রোমে যখন গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়, কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড না ঘটিয়াছিল? মেরিয়স ও সল্লার অধিকার সময়ের কথা স্মরণ হইলে হৃদয় চমকিয়া উঠে। ফ্রান্সে যে কয়েকবার বিপ্লব ঘটিল, তাহারও ফল অতি শোচনীয়। রবস্পিয়র প্রভৃতি কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড না করিয়াছিল? ভারতবর্ষে সে দিন যে সিপাহিবিদ্রোহ হয়, তাহাতে ভারতবর্ষের যে অনিষ্ট করিয়াছে, আজও তাহার প্রতীকার হইল না। রাজপুরুষগণের ভারতবাসিদিগের প্রতি যে অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, আজও তাহা দূরগত হইল না। আর সমুদায় অনিষ্ট অপেক্ষা এটী গুরুতর। ইহাতে ভারতের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে।

এই রাষ্ট্রবিপ্লবের ন্যায় ধর্ম্ম ধর্ম্মনীতি ও সমাজবিপ্লবও জগতের মহা অপকারক। ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়া কতস্থানে যে কত শোণিতনদী প্রবাহিত করিয়াছে এবং নিরপরাধ বালক বালিকা বৃদ্ধ ও বনিতার প্রাণ হরণ ও কত সতীর সতীত্বরত্ন হরণ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ইউরোপের রাষ্ট্র ও ধর্ম্মাদিবিপ্লবের সহিত ভারতের রাষ্ট্রধর্ম্মাদিবিপ্লবের বহু ইতর বিশেষ আছে। ইউরোপের রাষ্ট্রাদিবিপ্লবে যেমন মহৎ অনিষ্ট হইয়াছে, তেমন এক একটী এমন ইষ্ট হইয়াছে যে সে ক্ষতিপূরণ করিয়া মহোপকার করিয়া দিয়াছে। পেট্রিসিয় ও প্লিবিয়দলের পরস্পর বিরোধে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহাতে রোমের মহা অভ্যুদয় লাভ হইয়াছিল। উহাই রোমকে দিগ্বিজয়ী করে। উহাই

রোমকে জগতের অধীশ্বরী করিয়া তুলে। উহার প্রভাবেই কেবল প্রতিবেশ-বাসিরা নয়, দূরস্থ রাজগণও কিঙ্করবেশে রোমের পদসেবা করিয়াছিল। ক্রমওয়েল হইতে যে মহাবিপ্লব ঘটনা হয়, তাহা ইংলণ্ডের অভূতপূর্ব্ব অভ্যুদয়ের কারণ হইয়াছিল। লুথার ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বিপ্লব ঘটান, তাহা কেবল ইউরোপ খণ্ডের নয়, জগতের মঙ্গলের কারণ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে বিপ্লব ঘটনার ফল এরূপ হয় না; বিপরীত ফলই হইয়া থাকে। ভারতে অনেক প্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে, কিন্তু বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, এরূপ সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না। ইতিহাস পাঠ করিলে অন্য অন্য দেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যেমন রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিবর্ত্ত সংবাদ পাওয়া যায়, ভারতে সে প্রকার সংবাদ শ্রুতিগোচর হয় না। টারকুইনস সুপর্ব্বস অত্যাচরী হইলেন, রোমকেরা তাঁহাকে রাজ্য হইতে দুর করিয়া দিল, এবং একনায়কতন্ত্র বিলুপ্ত করিয়া সাধারণতন্ত্রের সৃষ্টি করিল। ইংলণ্ডের রাজারা যে প্রকার যথেচ্ছ প্রভুত্ব করিবার প্রয়াস পাইতেন, ক্রমওয়েল হইতে তাহা রহিত হইয়া গেল। অতঃপর রাজারা পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার নিতান্ত পরাধীন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে কখন এরূপ ঘটনা হয় নাই। এখানে অনেক প্রকার বিপ্লব ঘটিয়াছে বটে কিন্তু যে একনায়কতন্ত্র, সেই একনায়কতন্ত্র চিরবিরাজমান আছে। ঐ একনায়কতন্ত্র একের হস্ত হইতে অপরের হস্তগত হইয়াছে এই মাত্র। রাজ্যে সাধারণের স্বামিত্বলাভ দূরে থাকুক, বরং এরূপ ঘটনা হইয়াছে, এক দয়ালু রাজার রাজ্য অপর নিষ্ঠুর রাজার হস্তগত হইয়া প্রজাগণকে যার পর নাই জ্বালায়তন করিয়াছে। ধর্ম্মময় রঘু দিলীপ যুধিষ্ঠির রামচন্দ্রাদির রাজ্য তৈমুর জেঙ্গিস সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতির হস্তগত হইয়া কি অসুখ উৎপাদন না করিয়াছিল।

আমরা যে সকল মুসলমান রাজার নাম করিলাম, তাঁহাদিগকে অর্দ্ধসভ্য বল আর অসভ্য বল, তাঁহাদিগের কথা দূরে থাকুক, আমাদিগের সভ্যতম ইংরাজ রাজারাও একনায়কতন্ত্রের লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগের ইংলণ্ডে যথেচ্ছাচারিতা করিবার সুবিধা নাই, এইখানে সেই সাধ মিটাইয়া লইতেছেন। তাঁহারা যদি বর্ত্তমান ভারতীয় শাসনপ্রণালীকে ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালীর অঙ্গ বলিয়া গণনা করিয়া উহার তদনুরূপ পরিবর্ত্ত করেন, এবং ভারতীয় প্রজাগণকে উহার অন্তর্নিবেশিত করিয়া লন, ইংলণ্ড

ও ভারত উভয়েরই মহোপকার লাভ হয় সন্দেহ নাই। তাহা হইলে আমরা ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন জাতীয় রাজার রাজ্যে বাস করিতেছি, আমাদিগের এ সংস্কার থাকে না, ইংলণ্ডও আমাদিগকে পর ভাবিতে পারেন না। দুঃখের বিষয় এই, ভারতের অদৃষ্টদোষে তাহা ঘটিতেছে না।

ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লব সম্বন্ধেও ইউরোপে যে প্রকার শুভ ফলের উদয় হইয়াছে, ভারতে সেরূপ হয় নাই। লুথারের প্রযত্নে ইউরোপে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা হইতে অনেকগুলি অতি উপাদেয় মহাফললাভ হইয়াছে। রোমান ক্যাথলিকধর্ম্ম পূর্ব্বে ভ্রমপ্রমাদ ও উপধর্ম্ম ও কুসংস্কারাদি দোষে আচ্ছন্ন হইয়া মলিন ও কলুষিত হইয়াছিল, লুথারের প্রতিপাদিত বিপ্লব তাহাকে অনেক মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত করিয়া তুলিল। প্রটেষ্টাণ্টধর্ম্ম অতি উন্নত ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইল। কিন্তু ভারতবর্ষে ইহার বিপরীত ঘটনা। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব বৌদ্ধ ব্রাহ্ম প্রভৃতি অনেক প্রকার ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়াছে বটে কিন্তু কোনটী প্রকৃত উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। শৈব শাক্ত গাণপত্য বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি তুল্যাবস্থ, সকল গুলিই উপধর্ম্মদূষিত, এগুলির উন্নতির দিকে গতি না হইয়া উন্নত পথকে একপ্রকার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃতি স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু তাহার মূল নাই। যে ধর্ম্ম ঈশ্বরে অনুস্যূত নয়, ঈশ্বর যে ধর্ম্মের মূল নন, তাহা কখন জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয় না। রাজা রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার উত্তরাধিকারিরা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছেন, সুতরাং তাহাও ফলোপধায়ী হইল না। অনুমান হয়, তিনি বেদোক্ত ধর্ম্মকেই মার্জ্জিত করিয়া বঙ্গদেশে ক্রমে ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত করিবার মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারিরা সে অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া উহাকে যুক্তির ধর্ম্ম করিয়া তুলিলেন, সুতরাং কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এক সম্প্রদায় নূতন কর্ম্মপদ্ধতি ও নূতন মন্ত্র রচনা করিলেন, তাঁহারা মনে ভাবিলেন প্রচলিত ধর্ম্মকে মার্জ্জিত ও উন্নত করিয়া তুলিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের বুদ্ধিভ্রমে সে মনোরথ পূর্ণ হইল না। উপধর্ম্মের মূল যে কর্ম্মকাণ্ড, তাহা অবিকল রহিল, কেবল উহা রূপান্তর ধারণ করিল এই মাত্র। কিন্তু রামমোহন রায়ের এ উদ্দেশ্য ছিল, কোন ক্রমেই এরূপ বোধ হয় না। আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তিনি বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে অবলম্বন

করিয়া সংকলিত ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; বেদ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড দুইভাগে বিভক্ত। মীমাংসকেরা জ্ঞানকাণ্ডকেই প্রধান পদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।" গীতা-কারও লিখিয়াছেন জ্ঞানাগ্নি সকল কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে। জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্য অবিসম্বাদিতরূপে সকল গ্রন্থকারই স্বীকার করিয়াছেন। রামমোহন রায় সেই বেদমূলক জ্ঞানকাণ্ডকেই ভারতের ধর্ম্ম করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু ভারতের বিষম দুর্ভাগ্য, ব্রাহ্মদিগের যে দুটী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কোন সম্প্রদায়ই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের উদ্দেশ্যপথের পথিক হইতে পারেন নাই। আমরা প্রধান ও প্রথম সম্প্রদায়ের কথা পূর্ব্বেই লিখি-য়াছি, দ্বিতীয় সম্প্রদায় নাস্তিক না হউন, উহার কাছাকাছি গিয়া থাকেন।

আমরা উপরে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতি-পন্ন হইতেছে, ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে অনেক প্রকার ধর্ম্ম বিপ্লব ঘটিয়াছিল এবং অনেকে নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কেহই মার্জ্জিত উন্নত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া সমাজকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। আমাদিগের ধর্ম্মের সহিত সমাজ এরূপ গাঢ়বদ্ধ যে একের বিপ্লবে অপরের বিপ্লব ঘটিয়া থাকে। কেহ উন্নত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া সমাজকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারেন নাই বলিয়া সম্প্রতি বঙ্গসমাজে যে বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহা নিতান্ত শোচনীয়। সমাজ এ অবস্থায় থাকিলে উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। ইংরাজীশিক্ষার প্রভাবে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে লোকের অনাস্থা জন্মিতেছে, ওদিকে অবলম্বনের ভাল সামগ্রী নাই, সুতরাং ক্রমে যথেচ্ছাচা-রিতারই বৃদ্ধি হইতেছে। যে সমাজে স্বৈরাচার প্রবল হয়, তাহা কখন বদ্ধমূল থাকে না।

পরিবর্ত্ত করা কালের কর্ম্ম। কাল দিন দিন আমাদিগের সমাজের বিষম পরিবর্ত্ত করিতেছে। পরিবর্ত্তের অবস্থা অতি সঙ্কট ও সংশয়াবহ। পরিবর্ত্তের সময়ে প্রায়ই অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ঋতুসন্ধি ও বয়ঃসন্ধি তাহার প্রধান প্রমাণ। মানুষ এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থায় উপনীত হইয়া যে পর্য্যন্ত আপনার ধাতুকে সেই অবস্থার ভাবের সহিত সুসমন্বিত করিয়া তুলিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত অনিষ্টের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না। আমাদিগের বঙ্গসমাজের সে অবস্থা ঘটিতেছে না। ইহা পূর্ব্ব অবস্থাকে পরি-

ত্যাগ করিতেছে, কিন্তু একটী উৎকৃষ্ট পর অবস্থায় উপনীত হইতে পারিতেছে না। সুতরাং কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় সাগরতরঙ্গে পড়িয়া ঘূর্ণমান হইতেছে। ভাল আশ্রয় পাইতেছে না; কেবল উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছাচারিতার বৃদ্ধি হইতেছে। এদিকে দিন দিন সুশিক্ষিতদলের অনেকের স্বদেশের প্রতি ও স্বদেশীয় পদার্থের প্রতি মমতা জন্মিতেছে, সুতরাং তাঁহাদিগের আর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বনে রুচি হইতেছে না। ওদিকে বর্ত্তমান ধর্ম্মও তাঁহাদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না। যে এক ব্রাহ্মধর্ম্ম আছে, তাহার দুর্দ্দশার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখন এমন একটী ধর্ম্ম চাই যে বর্ত্তমান রুচির অনুগত হয়, কিন্তু সেটী বিদেশী বা নূতন হইলে চলিবে না। বিদেশী ধর্ম্মে লোকের আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না, নূতন ধর্ম্মেও কাহার আস্থা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান রুচির অনুগত বেদমূলক একটী বিশুদ্ধ ধর্ম্ম আবশ্যক। এরূপ একটী আমাদিগের চিরন্তন ধর্ম্ম আছে। লোকের উপেক্ষা দোষে কেবল সেটী অনাদৃত হইয়া রহিয়াছে। সে ধর্ম্ম আমাদিগের বেদোক্ত জ্ঞানকাণ্ড। উহারই কেবল বহুলভাবে প্রচার ও আলোচনা প্রবর্ত্তন আবশ্যক। যদি বল, তাহা করিতে গেলে অনেক বিষয়ের অনেক প্রকার পরিবর্ত্ত করা আবশ্যক হইয়া উঠিবে। যে পরিবর্ত্ত করা আবশ্যক হয়, হউক, তাহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে ইষ্ট বিনা অনিষ্ট ঘটিবে না।

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে যে এরূপ পরিবর্ত্তন চেষ্টা কখন হয় নাই এরূপ নয়। পূর্ব্বে হিন্দুরা সমুদ্রপোতে আরোহণ করিয়া দেশ দেশান্তরে গমনাগমনাদি করিতেন। কতকগুলি পণ্ডিত একত্র হইয়া ইহার নিষেধ করেন। সমুদ্রপথে দেশদেশান্তরে গমন করিলে এবং নানা দেশের আচার ব্যবহারাদি দর্শন করিলে পাছে বুদ্ধির বিপরীত ভাব হইয়া স্বধর্ম্মে অনাদর জন্মে, এই শঙ্কা করিয়া বোধ হয় তাঁহারা ঐরূপ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যে যুক্তি ভাবিয়া তাঁহারা নিষেধ করুন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরিবর্ত্ত করা যে পণ্ডিতদিগের রীতি ছিল, এতদ্দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। ইহা যদি সপ্রমাণ হইল, যাঁহারা দেশের রুচি ও ভাব পরিবর্ত্ত বুঝিতে পারিতেছেন, যাঁহাদিগের হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস আছে, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের উন্নতিতে আত্মোন্নতি ও দেশের উন্নতি জ্ঞান করেন, উহার অবনতিতে আপনার অবনতি ও দেশের অবনতি

বিবেচনা করেন, তাদৃশ বিজ্ঞ ও পণ্ডিতগণ একত্র হইয়া কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেদবিহিত জ্ঞানকাণ্ডেরই কেবল আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া দিন। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিবন্ধক। মন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কাণ্ডে নিত্য লিপ্ত থাকিলে ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য যে ঈশ্বরচিন্তা, তাহা করিতে অবসর পায় না। সুতরাং যিনি আমাদিগের একমাত্র চিন্তনীয়, তিনি দূরে পড়িয়া থাকেন, আর যে সকল বিষয় চিন্তনীয় নয়, তাহা লইয়াই বৃথা জীবন ক্ষেপণ করা হয়। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি, হিন্দুসমাজ ধর্ম্মের সহিত এরূপ দৃঢ় সম্বন্ধ যে একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি ও একের অবনতিতে অপরের অবনতি হয়। যদি আমাদিগের ধর্ম্ম উন্নত হইয়া উঠে, সমাজও যে উন্নত হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। এখন যে প্রকার কালপরিবর্ত্ত হইয়াছে, এখন আর ধর্ম্মের সহিত বৈষয়িক কার্য্যের সম্বন্ধ রাখা উচিত নয়। বৈষয়িক কার্য্য যুক্তি ও ব্যবহারানুসারেই সম্পাদিত হইবে। আনাদিগের ঈশ্বরোপাসনার এই পদ্ধতি হওয়া উচিত, জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাদক শ্রুতিগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়া নিত্য অধীত হইবে, আত্মার দর্শন মনন ও নিদিধ্যাসন করা হইবে এবং বেদমাতা গায়ত্রীর পাঠ ও তাহার অর্থের অনুধ্যান করা হইবে। গায়ত্রীর উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা। আমরা ব্রাহ্মদিগকেও অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এই পথ অবলম্বন করুন। একটী মৌলিক ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে তাঁহারা কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। যুক্তির ধর্ম্ম, হয় উপধর্ম্মে না হয় নাস্তিকতাতে পর্য্যবসিত হয়। উন্নতিশীল ব্রাহ্মসম্প্রদায়ে স্বল্পকাল মধ্যে এ উভয়েরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যাহাঁরা যথার্থ ধার্ম্মিক, আধুনিক ধর্ম্মে তাঁহাদিগের আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা হইবার সম্ভাবনা নাই।

চিকিৎসাশাস্ত্র।

(আর্য্য—ইউরোপীয়)

অনন্ত রত্নপ্রসূ ভারত ভূমিতে যাহা নাই, অন্যত্র তাহা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতভূমি পৃথিবীর প্রতিকৃতি। সুতরাং পৃথিবীর সমুদায় পদার্থই এখানে আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের সমুদায় বস্তুর একত্র

সমাবেশ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সময়ে গ্রীস ও রোমের বাল্যাবস্থা, নবোন্নত ইংলণ্ড, জর্ম্মণি, ফ্রান্স প্রভৃতি মনুষ্যাকৃতি পাশবাত্মার বাসস্থান এবং অন্যান্য স্থান যখন গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন, সেই সময় অবধি ভারত পৃথিবীর ভাবী মঙ্গল সাধনে ব্যস্ত ছিল। ভারতের বিজ্ঞান, ভারতের শিল্প, ভারতের নীতি যে বর্ত্তমান সময়ের সমস্ত সুসভ্য জাতির সভ্যতার আদর্শ, আর্য্যগণ স্পর্দ্ধা সহকারে এখনও বারম্বার এ কথা বলিতে পারেন। একজন খ্যাতনামা কবি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এইঃ—

“সভ্যতার রঙ্গভূমে কল্পনা উদ্যানে,
বিদ্যার বিনোদ বনে সর্ব্ব অগ্রসর,—
ছিল যেই জাতিশ্রেষ্ঠ, সঙ্গীতে বিজ্ঞানে
অনুপম অদ্বিতীয় সংগ্রাম ভিতর,
শাস্ত্রে শস্ত্রে শৌর্য্যে যার ছিল না সোসর।
শিশু গ্রীস, শিশু রোম, যার তুলনায়।
সে দিনের ইংলণ্ডের কি ছার বড়াই!
ভারতে দর্শন শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত;
কুরুরক্তে কুরুক্ষেত্র করে কলুষিত।
সিজারের নেত্রপথে হয়নি পতিত।
অসভ্য ইংলণ্ড, এবে অদৃষ্ট এমন,
সে ভারত রসাতলে হয়েছে পতিত।” (নবীনচন্দ্র সেন)

এক সময়ে যাঁহারা পৃথিবীর পূজ্যতম ছিলেন, এক সময়ে সমস্ত পৃথিবী অবনত মস্তকে যাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে; এক সময়ে সমস্ত জগতের উপর যাঁহাদের শাণিত অসি বিদ্যুৎ বেগে ক্রীড়া করিয়া আসিয়াছে, সে জাতি আজ কোথায়। এক জন প্রসিদ্ধ কবি বলেনঃ—

“সৌভাগ্য কিরণ জালে, উহারাই কোন কালে;
করেছিল মহাতেজে পৃথিবী শাসন,
* * * * *
সে দিনের কথা এবে হয়েছে স্বপন,
আরবের উপন্যাস অদ্ভুত যেমন। (হেমচন্দ্র)

কালচক্রের ভয়ঙ্কর আবর্ত্তনে সেই অত্যুন্নত হিন্দু জাতি আজ পৃথিবীর সমস্ত জাতির হীন হইয়াছে। সেই জাতিই এখন হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বজ্রাহত শাখাপল্লবহীন বৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া অকাতরে চতুর্দ্দিকের ব্যঙ্গ বাক্য শ্রবণ করিতেছে। ভাবী অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার আশয়ে অত্যাচারীর পদ সেবায় প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতেছে। কি দুঃখের কথা!! যে ভারতে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর সৃষ্টি, তথায় কলস্বনে পাপস্রোত প্রবাহিত হইতেছে! বরুণদেব যে দেশের জলদাতা, তথাকার লোক পিপাসায় আকুল! অন্নপূর্ণা যে দেশের অধিষ্ঠাত্রী, তথায় অন্নাভাব! ভীম, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতি যে দেশের যোদ্ধা, তথাকার লোক রণভীরু! রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি যে দেশের রাজা, তথাকার প্রজার হাহাকার ধ্বনি! দময়ন্তী সীতা সাবিত্রী যে দেশের সাধ্বী রমণী, সে দেশে আজ বেশ্যার পূজা। কর্ণ দধীচি প্রভৃতি যে দেশের দাতা, সে দেশের মনুষ্য আজ কেবল আত্মসুখে নির্ব্বৃত! বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস প্রভৃতি যে দেশের কবি, সে দেশের কবি আজ উপহাসের উপমা স্থল!

পূর্ব্বে যাহা ছিল কাল চক্রের আবর্ত্তনে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদিও দর্শন বিজ্ঞান গণিতের লুপ্তপ্রায় রেখা স্থানে স্থানে বিরাজমান রহিয়াছে, যত্নের অভাবে সেগুলিও প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখন আর গত শোচনা বিফল। গত শোচনা না করিয়া যদি স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, ক্রমে মনোমধ্যে তিনটী প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে।

১। আমাদের অনন্ত রত্নপূর্ণ ভাণ্ডার কিরূপে শূন্য হইল?

২। আমাদের হৃতসম্পত্তির পুনরুদ্ধারের উপায় কি নাই?

৩। ইহার জন্য পরকীয় সাহায্যের আবশ্যকতা আছে কি না? যদি আবশ্যকতা থাকে, সে সাহায্য কিরূপ?

এ প্রশ্নগুলির উত্তর দান করিতে গেলে অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা হইবার সম্ভাবনা। অতএব ইহাতে বিরত হইয়া একৈকক্রমে এক একটী বিষয়ের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। অদ্য আয়ুর্ব্বেদ আমাদিগের লক্ষ্য। আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কারণ কি? ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের সহিত আয়ুর্ব্বেদের কোন্ কোন্ অংশে সাদৃশ্য আছে, আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির উপায় কি? কি কারণে দেশীয় চিকিৎসার অবস্থা পরিবর্ত্ত হইল? ইত্যাদি বর্ণন করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও তৎপ্রচার।

ঋক, সাম, যজু, অথর্ব্ব, এই চারি বেদ। আয়ুর্ব্বেদ, অথর্ব্ব বেদের উপাঙ্গ। মনুষ্য সমাজে বেদ প্রচার হইবার পর যে আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নয়। বেদ বিভাগ হইবার পূর্ব্বেই আয়ুর্ব্বেদের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ প্রচার সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ আছে বটে; কিন্তু মূলের বিষয়ে মতবৈষম্য দৃষ্ট হয় না। পৃথিবীতে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারসম্বন্ধে দুইখানি প্রসিদ্ধ সংহিতাতে দুটী প্রসিদ্ধ মত আছে। একখানি সুশ্রুত নামক প্রসিদ্ধ ঋষি, প্রণীত, সুশ্রুত সংহিতা। অপর চরক মুনি সংগৃহীত চরকসংহিতা। উভয় গ্রন্থই অতি প্রাচীন এবং পণ্ডিতগণের নিকটে বহুসমাদৃত। উভয়গ্রন্থই প্রায় সমকালবর্ত্তী। সুশ্রুত ও তাঁহার মতাবলম্বী আর পাঁচ জনের প্রত্যে-কের প্রণীতই এক এক খানি সংহিতা ছিল। আবার এদিকে চরক ও তাঁহার মতাবলম্বী দশ জনের প্রত্যেকেই এক এক খানি সংহিতারচয়িতা বলিয়া বিখ্যাত। ইহার লিখিত প্রমাণ আছে; কিন্তু ভারতের অদৃষ্টবৈগুণ্যে ঐ সপ্তদশ খানি সংহিতার মধ্যে পনর খানি কালের অনন্তশয্যায় শয়ন করি-য়াছে। এক্ষণে সুশ্রুত ও চরক ভিন্ন অন্য কোন মূল গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বকালে যোগনিরত ঋষিগণের অসুস্থতানিবন্ধন তপোবিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাঁহাদের মুখ হইতে নিম্নলিখিত মহামন্ত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। যথা—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সোজীবিতস্য চ।
চরক সংহিতা। দীর্ঘজীবিতীয়াধ্যায়"
১৩। ১৪ শ্লোকাংশ। (১)

আরোগ্য, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের প্রধান মূল। রোগ তাহার, মঙ্গ-লের ও জীবনের নাশকর্ত্তা।

এই মহামন্ত্র সাধনই আয়ুর্ব্বেদপ্রচারের মূল। চরকসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে—

"দীর্ঘজীবিতমন্বিচ্ছন্ ভরদ্বাজউপাগমৎ।
ইন্দ্রমুগ্রতপাবুদ্ধা শরণ্যমমরেশ্বরং॥

---

(১) সুশ্রুতেও এইরূপ ভাবার্থবোধক শ্লোকের অভাব নাই।

ব্রহ্মণাহি যথা প্রোক্তমায়ুর্ব্বেদং প্রজাপতিঃ।
জগ্রাহ নিখিলেনাদাবশ্বিনৌ তু পুনস্ততঃ॥
অশ্বিভ্যাং ভগবান্ শক্রঃ প্রতিপেদেহ কেবলং।
ঋষিপ্রোক্তোভরদ্বাজস্তস্মাচ্চক্রমুপাগমৎ॥"

ইন্দ্রকে সকলের রক্ষাকর্ত্তা জানিয়া উগ্রতপা ভরদ্বাজ মুনি দীর্ঘায়ু লাভার্থ তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। প্রথম দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক যথাকথিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন ক্রমে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার নিকটে অশ্বিনীকুমারদ্বয় শিক্ষা করেন। অশ্বিনীকুমার হইতে দেবরাজ ইন্দ্র প্রাপ্ত হন। এই জন্য ইন্দ্রের নিকট ভরদ্বাজ মুনি প্রেরিত হইয়াছিলেন।

সুশ্রুতের মতেও ঐরূপে ইন্দ্রের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার পর তাঁহার নিকট হইতে ধন্বন্তরি শিক্ষা করেন। ধন্বন্তরির নিকট সুশ্রুত অধ্যয়ন করিয়া জগতে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিয়াছেন।

ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়া সংজ্ঞার্থ। এই বিশেষ বিষের পক্ষে এই সংজ্ঞার উপযোগিতা। অন্যান্য স্বয়ংজাত জ্বরের বিষ হইতে ইহার বিভিন্নতা। মূল পদার্থ। ম্যালেরিয়ার স্থান ও উৎপত্তি। ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানের বায়ু। ম্যালেরিয়ার উপর উচ্চতার প্রভাব। ইহার সংক্রামকতা। মনুষ্যদেহে ইহার ক্রিয়া। নীচ জন্তুর উপর ইহার প্রভাব। এতজ্জনিত পীড়াসমূহ। ম্যালেরিয়া ধ্বংস।

ম্যালেরিয়া শব্দটী আজ কাল আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কেবল শব্দ শুনা নয়, ম্যালেরিয়া জনিত পীড়া ভোগ করে নাই এরূপ লোক বঙ্গদেশে অতি বিরল। ইহা বঙ্গদেশকে একপ্রকার খাক করিয়া তুলিয়াছে। যাহা হইতে এত অনিষ্ট, সেই পাপ ম্যালেরিয়া পদার্থ কি? তাহার নিদানই বা কি? তাহার প্রতিকারের উপায় আছে কি না? এ সময়ে এ সকলের আলোচনা অসাময়িক হইতেছে না। আমাদিগের প্রণীত এই প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া যথোচিত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক যদি এক ব্যক্তিও এই পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তাহা হইলেও মনে হইবে কিছু কাজ হইল। এই ভাবিয়া আমরা অন্য অন্য প্রস্তাব পরি-

ত্যাগ করিয়াও কল্পদ্রুমের প্রথম খণ্ডেই এই প্রস্তাবটীর আরম্ভ করিলাম। অনূপ নিম্নভূমির জলা মৃত্তিকা হইতে একরূপ বাষ্প উদ্গত হয়। বিগলিত ঔদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থে ঐ বাষ্পের জন্ম। রাসায়নিক বিন্যাস দ্বারা (chemical analysis) উহাতে কার্বনিক্ এসিড্, নাইট্রোজেন্ এবং কার্বিউরেটেড্ হাইড্রোজেন্ উপলব্ধি হইয়াছে। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে লানসিসাই নামক একজন ইটালীয় পণ্ডিত ঐ বাষ্পকে মার্শ মায়স্ম নামে নির্দ্দেশ করেন। জলামৃত্তিকায় এই রোগোৎপাদক বিষের অধিক প্রাদুর্ভাব, এজন্য উক্ত সুধীবর উহাকে এ প্রকার নাম দিয়াছেন। ম্যালেরিয়া শব্দের প্রকৃত অর্থ দোষান্বিত বায়ু। (ম্যালা মন্দ, এরিয়া বায়ু)।

আমরা কিন্তু এই বিষের যথার্থ প্রকৃতি সম্যক্‌রূপ অবগত নহি; সুতরাং ইহার উপযুক্ত নামকরণে সম্পূর্ণ অসমর্থ। জলা মৃত্তিকা ভিন্ন পরিষ্কার শুষ্ক স্থানেও আমরা ম্যালেরিয়ার বিলক্ষণ প্রভাব দেখিতে পাই। বর্দ্ধমান এবং বীরভূম প্রদেশে সংক্রামক ম্যালেরিয়া জ্বর প্রাদুর্ভূত হইলে আমরা দেখিয়াছি কি শুষ্ক সুবিস্তীর্ণ পরিষ্কার উচ্চ ভূমি, কি ঋজু তরুরাজি সমাকীর্ণ আর্দ্র নিম্ন স্থল, ম্যালেরিয়া তুল্য ভাবে সর্ব্বত্র প্রবল হইয়াছিল। বাস্তবিক আমাদিগের নিম্ন বঙ্গভূমির মৃত্তিকা চিরকাল আর্দ্র এবং অধিকাংশ পল্লীই নিবিড় বনে পরিবৃত। বর্ষাকালের জল বহির্গত হইবার উত্তম নরদামা পল্লীগ্রামে নাই। সুতরাং প্রতি বৎসর রাশি রাশি পত্রাদি গলিত হইয়া থাকে। এ প্রকার আর্দ্রতা ও গলিত দ্রব্য বর্ত্তমান থাকিলেও, যে ম্যালেরিয়া এক্ষণে আমাদিগের জীবনতন্তুর সূত্রানুসূত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আমাদিগকে হীনবীর্য্য ও অল্পায়ুঃ করিতেছে, বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে সেই ম্যালেরিয়া নামের বিন্দু বিসর্গও আমরা অবগত ছিলাম না। ইহাতে বিবেচনা হয় আর্দ্রতা ও গলিতপদার্থ ভিন্ন আরও কিছু বিষোৎপাদক বস্তু আছে।

যেমন পুত্রের সম্বন্ধে জন্মদাতার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ কতকগুলি পীড়ার সম্বন্ধে ম্যালেরিয়ার অস্তিত্ব আছে। অতএব কোন্ ব্যাধিগুলি ম্যালেরিয়া সম্ভূত এবং কোন্ সময়ে দেশ ম্যালেরিয়ায় পরিপূর্ণ হয়, ইহা কার্য্যতঃ আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইলেও বাক্যে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা সহজ নহে। ডাক্তার পার্কস্ কহেন যে, কোন স্থানের জল বায়ু

অস্বাস্থ্যকর হইলে সামান্যতঃ তাহাকে ম্যালেরিয়াপ্রধান কহিতে পারা যায়। যখন কোন স্থান অস্বাস্থ্যকর হয়, এককালে বহুসংখ্যক লোক পীড়িত হইতে থাকে এবং ব্যাধিসমস্ত পর্য্যায়ক্রমে মনুষ্য দেহকে বারম্বার আক্রমণ করে, তৎকালে সেই দেশকে ম্যালেরিয়াপূর্ণ এবং সেই সকল পীড়াকে ম্যালেরিয়াজনিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ম্যালেরিয়া-জনিত সমস্ত ব্যাধিই সপর্য্যায়নিয়মাধীন।

সকল প্রকার জ্বরেরই কারণ এক একটী বিশেষ বিষ। বর্ত্তমান প্রস্তাবে যে জ্বরের বিষয় বিবৃত হইবে, ম্যালেরিয়া তাহার মূলীভূত কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ম্যালেরিয়া বিষ অন্য স্বয়ংজাত জ্বরের বিষ হইতে কি প্রকার বিভিন্ন ইহা হৃদ্গত হওয়া সুকঠিন। রোগোৎপাদক বাহ্যবিষয়ক কারণগুলি কিরূপ পদার্থ, তাহাদিগের প্রকৃতিই বা কিরূপ এবং শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কি প্রকার ক্রিয়া করিয়া ব্যাধি উৎপাদন করে, তদ্বিষয়ে আমরা সর্ব্বতোভাবে অনভিজ্ঞ। একমাত্র ম্যালেরিয়া হইতে কত প্রকার পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। কুত্রাপি প্রচণ্ড বা ঈষৎ মস্তক বেদনা, কোথাও উদরাময়, কোন স্থলে প্রবল জ্বর এই বিষের ফল স্বরূপ দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত ডাক্তার গুডিব্ প্রফেসর্ মেক্লিন্কে বলেন যে কলিকাতা রাজ-ধানীতে তিনি যে সমস্ত রোগের চিকিৎসা করিতেছেন, তন্মধ্যে রক্তাতিসার (Dysentery) এবং স্বল্পবিরামজ্বর (Remittent Fever) সর্ব্বদা এ প্রকার তুল্য লক্ষণাক্রান্ত দৃষ্ট হয় যে রোগনির্ণয়কালে তিনি কি পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া থাকেন, তাহা বলিবার নহে। কি জন্য যে ম্যালেরিয়া এক ব্যক্তির দেহে উদরাময় এবং অপরের দেহে জ্বর উৎপাদন করে, এতদনুধাবনে আমরা সমর্থ নহি। যাহা হউক, ম্যালেরিয়ার এই একটী বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যায় যেসমস্ত রোগ এই বিষে উদ্ভূত হয়, তাহা সপর্য্যায় নিয়মাবদ্ধ। পরন্তু টাইফএড্, টাইফস্, সবিরাম এবং স্বল্পবিরাম জ্বরের কারণ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ভিন্ন ভিন্ন জ্বরোৎপাদক বিষের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন।

পুষ্টিজনক আহারীয় দ্রব্যের অভাব এবং নির্ম্মল বায়ু সঞ্চালন শূন্য অপ্রশস্ত গৃহমধ্যে বহুজনের একত্র বাসনিবন্ধন নিশ্বাস প্রশ্বাসে যে বায়ু দূষিত হয়, সেই দূষিত বায়ু টাইফস্ জ্বরের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে

আলু উৎপন্ন হয় নাই, সেই হেতু পুষ্টিকর আহারীয় দ্রব্য না পাইয়া বহুসংখ্যক লোক এই জ্বরে পীড়িত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষের পরেও এই জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শীতপ্রধান এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে ইহার প্রভাব অতিশয় প্রবল। ইউরোপের প্রায় সমস্ত খণ্ডে এবং উত্তর আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে এই জ্বর সর্ব্বদা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। দরিদ্রদিগের স্বচ্ছন্দবাসোপযোগী প্রশস্ত গৃহ নাই এবং খাদ্য সামগ্রীও মিলে না এইহেতু এই ব্যাধি সর্ব্বদা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

১৭৫৬ খ্রীষ্ট অব্দে ২১ এ জুন মাসে কলিকাতায় অন্ধকূপে যে সমস্ত লোক আবদ্ধ থাকে, তন্মধ্যে কেবল ২৩ জন পর দিবস জীবিত ছিল। অতঃপর ইহাদিগের অনেকেও টাইফস্ জ্বরে প্রাণত্যাগ করে। কারখানাবাটী এবং তাহ মধ্যে বিস্তর লোক একত্র সমবেত হয় বলিয়া এই পীড়ার তথায় সবিশেষ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। লিবরপুল্ এবং গ্লাস্‌গোর গৃহগুলি পরস্পর সংলগ্নরূপে নির্ম্মিত হইত, এজন্য টাইফস্ জ্বরের সর্ব্বদা প্রাদুর্ভাব হইত। ১৮৫১ খ্রীষ্ট অব্দে পার্লেমেণ্ট সভা তাহার প্রতিবিধান করেন, এইহেতু পীড়ার অনেক লাঘব হইয়াছে।

এই জ্বর অত্যন্ত সংক্রামক। ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে ইহা পিউট্রিড্ পেষ্টিলেন্‌সিয়াল, জেল, জাহাজ ও হাঁসপাতাল জ্বর নামে নির্দ্দেশিত হয়। অনন্তর ডাক্তার সাবেজ্ ইহার টাইফস্ জ্বর নাম দেন। প্রাচীনকালে হিপ্পোক্রেটিস্ একরূপ চৈতন্যহারক ব্যাধির এই নাম করণ করিয়াছিলেন।

টাইফএড্ জ্বর, সকল অবস্থার লোককেই আক্রমণ করিয়া থাকে। কি হতভাগ্য দীন হীন দরিদ্র ব্যক্তি কি অতুল সম্পত্তিশালী ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এ পাপ জ্বরের হস্ত হইতে কাহারও কোনক্রমে অব্যাহতি নাই। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে যুবরাজ আল্‌বার্ট এই পীড়ায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। ১৮৪১ ও ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে ফ্রান্স রাজ্যে টাইফএড জ্বরে মহামারী উপস্থিত হওয়াতে তদ্দেশীয় বিখ্যাত চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে, বিকৃত পানীয় জল, অপরিষ্কৃত পল্বলের বাষ্প, দূষিত পুরীষের দুর্গন্ধ এ জ্বরের প্রধান কারণ। ডাক্তার উইলিয়ম বাড্ কহেন, টাইফএড জ্বরাক্রান্ত রোগীর বিষ্ঠার সংস্রবে উহার বিষ অন্য ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। ডাক্তার মার্চিসন বলেন দুর্গন্ধ নৰ্দ্দামার বিগলিত পদার্থ হইতে এই বিষ

উদ্ভুত হয়। যে প্রণালীতে ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে যে ম্যালেরিয়া এবং টাইফএড জ্বরের বিষ একই পদার্থ। সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বর ও টাইফএড জ্বর বোধ হয় একজাতীয় ব্যাধি। ইহাদিগের উৎপত্তির কারণ এবং প্রাদুর্ভাবের সময় সর্ব্বত্র একরূপ। চার্লস মেয়ো বিস্তর অনুসন্ধানের পর বলিয়াছেন, পাটোমাকের সেনাগণের সবিরাম জ্বরে টাইফএড জ্বরের সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়। গাত্রে আরক্তিম কণ্ডু, উদরাময়, সমবেত এবং অসমবেত গ্রন্থিসকলের প্রদাহ তিনি বিশেষরূপে দেখিয়াছেন। ফ্রান্সে টাইফএড জ্বরের প্রাক্কালে অনেক স্থলে সবিরাম জ্বরের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ট্রোসো বলেন, ম্যালেরিয়াপ্রধান দেশে টাইফএড জ্বর প্রথমাবস্থায় সবিরাম জ্বরের ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। ডাক্তার ডেবিস কতকগুলি সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের চরমকালে সমস্ত টাইফএড লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। ইটালির প্রসিদ্ধ চিকিৎসক কেসোরেটি বলেন, তিনি সবিরাম জ্বরাক্রান্ত রোগীর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বদা পাকস্থলীর বিকৃতভাব দর্শন করিয়াছিলেন। ডাক্তার ফ্লিণ্ট্ কহেন আমেরিকার কোন কোন খণ্ডে ম্যালেরিয়ার প্রভাবজনিত প্রকৃত টাইফএড জ্বর প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিত, এমন কি সবিরাম ও স্বল্প বিরাম জ্বর হইতে উহাকে ভিন্ন বলিয়া নির্ব্বাচন করা যাইত না। বফেলো ও লুবিলি নগরে তিনি স্বয়ং এপ্রকার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন। সবিরাম জ্বর ও টাইফএড জ্বরের পরস্পর যে নিকট সম্বন্ধ আছে, ডাক্তার হার্লি তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কহেন সবিরাম জ্বরের সঙ্গে টাইফএড জ্বরের যে সম্বন্ধ আছে, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। এই উভয় জ্বরের একতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়টী প্রত্যক্ষ কারণ প্রদর্শিত হইতে পারে।

১। বিগলিত পদার্থোদ্ভুত দূষিত বায়ু উভয় জ্বরের কারণ।

২। উভয় জ্বরই শরৎ ও গ্রীষ্মকালে কিয়ৎপরিমাণে প্রবল হয়।

৩। উভয় জ্বরেই প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং উহাদের গুণেরও একরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। সবিরাম ও স্বল্প বিরাম জ্বরের সঙ্কটাবস্থায় টাইফএড লক্ষণ এবং টাইফএড জ্বরের সহজ অবস্থায় সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বরের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৫। পীড়া যদি কঠিন হয়, উভয়েরই স্থায়িত্বকাল একরূপ।

৬। উভয় প্রকার জ্বরেরই পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

বিগলিত পদার্থপূর্ণ দুর্গন্ধময় হ্রদ হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাই টাইফএড জ্বরের কারণ। পরিষ্কৃত শুষ্ক স্থানেও যদি ঐ সমস্ত দূষিত পদার্থ সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে টাইফএড জ্বর উৎপন্ন হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরু লতাদি সমাকীর্ণ নিম্ন জলামৃত্তিকায় ঐ সকল গলিত দ্রব্য বর্ত্তমান থাকিলে সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বর প্রাদুর্ভূত হয়। ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানের জঙ্গলাদি কর্ত্তন ও পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ দ্বারা দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত করিয়া দিলেও দুর্গন্ধ নরদামা থাকিলে সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বরের স্থলে টাইফএড জ্বর আবির্ভূত হইয়া থাকে। বোধ হয় যদি গুল্মাদি উৎপাটন ও পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে নরদমা, পানীয় জল ও আবাস গৃহ সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, তাহা হইলে টাইফএড জ্বর এককালে নির্ব্বাসিত হইতে পারে।

ম্যালেরিয়া পদার্থ কি, তদ্বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ের বিস্তর অনুশীলন করিয়াছেন ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির হয় নাই। কেহ কেহ বিবেচনা করেন জান্তব ও ঔদ্ভিজ্জ পদার্থ বিগলিত হইয়া এক প্রকার বিষময় বাষ্প উৎপাদন করে। কিন্তু এই বিষের উৎপাদন বিষয়ে মৃত্তিকারও উপযোগিতা আছে। যে কোন মৃত্তিকা হউক, ঐ সকল গলিত দ্রব্য সঞ্চিত থাকিলেই যে ম্যালেরিয়া বিষ উৎপন্ন হয় এরূপ নহে, যে মৃত্তিকায় যে গুণ থাকিলে অধিক পরিমাণে রস আকৃষ্ট হয়, সেই স্থানই ম্যালেরিয়ার উৎপাদক।

ডাক্তার সালিসবারি অনেক পরীক্ষার পর সপ্রমাণ করিয়াছেন যে পাল্‌মেলি নামক উদ্ভিজ্জের কণা অথবা বীজাণু শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বর উদ্ভূত হয়। মেলেরিয়া জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির লালা ও মূত্রে অনুবীক্ষণ দ্বারা ঐ পদার্থ দৃষ্ট হইয়াছে। মেলেরিয়া পরিশূন্য সুস্থ স্থানে লাল ও প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া ওরূপ পদার্থ উপলব্ধ হয় নাই। পাল্‌মেলি মণ্ডিত ভূমির উপরিভাগের কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা সুস্থদেশে আনয়ন করিয়া একটী গবাক্ষদ্বারে সংস্থাপন পূর্ব্বক দুইজন যুবাপুরুষকে সেই গৃহ মধ্যে শয়ন করিতে দেওয়া হইয়াছিল। একজন দ্বাদশ দিবসে এবং অপর ব্যক্তি

চতুর্দ্দশ দিবসে জ্বরাক্রান্ত হয়। তৎকালে সেই পরিবারের অন্যান্য সকলে সুস্থকায় ছিল। এই ফলপুষ্পবিহীন অসামান্য উদ্ভিজ্জ অন্ননালী হইতে শোণিতপ্রবাহে মিশ্রিত্ হইতে পারে। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের আমেরিকান জর্ণাল অব মেডিকাল্ সাএন্সেস নামক পত্রিকায় এই বিষয় প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপরে ডাক্তার মিচেল এবং ডাক্তার রিচার্ডসন বহু অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া মুক্তসংশয় হইয়া সালিসবারির মতের পোষকতা করিয়াছেন। জলামৃত্তিকায় বর্ষা ও শরৎকালে ম্যালেরিয়ার প্রাচুর্ভাব এবং শুষ্ক স্থানে গ্রীষ্মকালে উহার অসদ্ভাব দেখিয়া উক্ত মত সত্য বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রফেসর সালিসবারি স্থির করিয়াছেন কষ্টিক লাইম দ্বারা ঐ উদ্ভিদ বিনষ্ট হইতে পারে।

ডাক্তার মেটকাফ বলেন, নিম্ন জলাভূমিতেই মেলেরিয়ার প্রভাব অধিক। ৬০ ডিগ্রীর ন্যূন সন্তাপে উহার বিক্রম বৃদ্ধি পায় না এবং ৩২ ডিগ্রী সন্তাপে ইহার তেজ হ্রাস হয়। পৃথিবীর মধ্যভাগে ও সমুদ্রকূলে ইহা অতিশয় প্রবল। বৃহদ্বৃক্ষ ও উচ্চ তরুরাজি সমাকীর্ণ গহন এই বিষের বেগ প্রতিরোধ করিয়া থাকে। বায়ুর স্রোতে ইহা দুই তিন ক্রোশ নীত হইয়া থাকে। যদি কোন সুস্থ স্থানের মৃত্তিকা খনন করা যায়, সেখান হইতেও ইহা উদ্ভূত হয়। ইহা বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত ও নীত হইয়া সুস্থস্থানের জলে মিশ্রিত হয় দেখা গিয়াছে।

যে স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুলতায় সমাচ্ছন্ন, যেখানে ভগ্নশাখা, পতিত পত্র, কীট ও পতঙ্গাদি জমিয়া থাকে, যেখানকার মৃত্তিকা সরস এবং বর্ষার জল উত্তমরূপ নির্গত হয় না, সেই স্থানে ঐ সমস্ত দ্রব্য পচিয়া ম্যালেরিয়া উৎপাদন করে। আমাদিগের দেশের তত্ত্বদর্শী প্রাচীন ঋষিগণও পীড়ার এইরূপ কারণ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। অত্রিপুত্র ভগবান পুনর্ব্বসু প্রিয় শিষ্য অগ্নিবেশকে কহিতেছেন, হে সৌম্য! যে স্থান তৃণ, উলু ও নিবিড় লতাসমূহে সমাকীর্ণ, নষ্ট শস্যের আলয়, যে স্থান বিকৃত গন্ধ ও অধিক ক্লেদাশ্রয় এবং মশক মক্ষিকাদিতে পরিপূর্ণ ও যে স্থান কুজ্ঝটিকাযুক্ত বায়ুতে পূর্ণ, সেই স্থান অস্বাস্থ্যকর।

পচা উদ্ভিজ্জাদি যে ম্যালেরিয়ার প্রধান আকর, তাহা আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাই। ভারতবর্ষে গঙ্গানদীর এবং পুষ্করিণী ও পল্বলাদির জলে,

চীনদেশে নীল ও পীত নদ, আফ্রিকায় যায়স ও অরেঞ্জ নদ এবং আমেরিকায় আমেজন ও ওরিনোকো নদের জলে প্রতিবৎসর বৃক্ষাদি পচিয়া এই বিষ উৎপাদন করিয়া থাকে। চীনরাজ্যে হংকং দ্বীপ কেবল গ্রেনাইট প্রস্তরময়। প্রস্তরের খনি খনন করিবার পূর্ব্বে তথায় ম্যালেরিয়ার কোন কথাই ছিল না। গৃহ নির্ম্মাণ জন্য প্রস্তর খনন আরম্ভ করিবার পর অবধি তথায় প্রবল সাংঘাতিক স্বল্পবিরাম জ্বর প্রাদুর্ভূত হয়। সেখানকার মৃত্তিকায় ১০০ ভাগের মধ্যে ২ ভাগেরও ন্যূন জান্তব পদার্থ আছে। ডাক্তার ফ্রিডেল বলেন, গ্রেনাইট অতিশয় জলশোষক পদার্থ উহা সর্ব্বদা অধিক আর্দ্র থাকে বলিয়া উহাতে একরূপ ফাঙ্গাস জন্মিয়া থাকে। ঐ ফাঙ্গাস পচিয়া ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয়। রেনল্‌ড মার্টিন বিবেচনা করেন মৃত্তিকায় লৌহমল মিশ্রিত থাকাতে হংকং-দ্বীপ, আরাকান ও আফ্রিকার পশ্চিমকূল অতি অস্বাস্থ্যকর। আফ্রিকার পশ্চিমকূলস্থ সমুদ্র জলের অতি আশ্চর্য্য অপকারিতা শক্তি আছে। জাহাজের তলায় যে তামামোড়া আছে, তাহা অতি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন তত্রত্য আগ্নেয় পদার্থই এই ঘটনার কারণ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল চিরকালই সুস্থ স্থান। কৃষিকর্ম্মের সৌকর্য্যার্থ খাল খনন করাতে এক্ষণে অনেক স্থলে ম্যালেরিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। পর্ব্বতের তরাই সব্বত্র অতিশয় অস্বাস্থ্য-কর। জলামৃত্তিকাই হউক অথবা তৃণশূন্য বালুকাময় মরুভূমি হউক, নিম্নে দৈহিক পদার্থ সঞ্চিত থাকিলে উহা পচিয়া মেলেরিয়া বিস্তার করে। কিন্তু এস্থলে বিশেষ বক্তব্য এই, যে কোন স্থানে হউক কেবল দৈহিক ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ সঞ্চিত থাকিলেই যে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়, তাহা নহে। ঐ সকল দ্রব্য পচিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হওয়া চাই। আর্দ্রতা ও সন্তাপ ব্যতি-রেকে ঐ সকল পদার্থ পচে না। এই কারণে আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, বর্ষার জলে ও সূর্য্যের উত্তাপে ঐ সকল পদার্থ পচিয়া শরৎকালে ম্যালেরিয়া বিস্তার করিয়া থাকে। ডাক্তার পেন মেথেও ইলিয়ট ও কর্ণাল হেগ প্রভৃতি হুগলী মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান অঞ্চলের জ্বরের নিদান নির্ণয় সম্বন্ধে যেরূপ লিখিয়াছেন (১) রাজা দিগম্বর মিত্র মেলেরিয়ার যে কারণ অনুমান করেন এবং প্রসিদ্ধ তত্বদর্শী ডাক্তার ওল্‌ডহাম ইহার যে হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২)

(১) Dr Hunter's Gazetteer. Vols. 3 & 4.

(২) C, w, Oldham's what is malaria ?

সেগুলি একত্র করিয়া যদি বিবেচনা করিয়া দেখা যায় স্পষ্ট দৃষ্ট হয় যিনি যে ভাবে মত প্রকাশ করুন, সকলের মতেই ম্যালেরিয়ার একই কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে যে স্থানে ম্যালেরিয়া প্রবল ছিল ও অদ্যাপি যে যে স্থানে উহা বিদ্যমান আছে, সেই সেই স্থানের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে মেলেরিয়ার বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারা যায়। ৩০০ বৎসর গত হইল মালদহে অতিশয় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। উক্ত নগর বাঁধ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, সন্নিহিত জনপদের জল বহির্গত হইতে পারিত না, তাহাতেই ঐ জ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল (৩)। মিরট প্রদেশে ১৮৬৫ অব্দের পর অবধি উক্ত জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ডাক্তার ময়ার কহেন সুন্দররূপে জলনির্গম না হওয়াতেই এই ঘটনা ঘটিয়াছে (৪)। মজঃফরপুরে ১৮৬৮ হইতে ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়ার বাড়াবাড়ি হয়। খাল খনন ইহার প্রধান হেতু বলিয়া এক্ষণে স্থির করা হইয়াছে; কিন্তু ঐ খাল খননের পূর্ব্বেও ঐ অঞ্চলে ঐ জ্বরে মহামারী হয়। ১৮১৭ ও ও ১৮৪৩ খ্রীঃঅব্দের ম্যালেরিয়া তদ্দেশবাসীদিগকে যার'পর নাই কষ্ট দিয়াছে। হুগলী, বৰ্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের জ্বরের কারণানুসন্ধানকারী মহোদয়েরা স্থির করিয়াছেন যে, দূষিত পানীয় জল পান ও প্রাচীন ভরাট নদীর জল নির্গমের অভাবই এই জ্বরের হেতু।

রাসায়নিকেরা ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানের বায়ু পরীক্ষা করিয়া উহাতে জলীয় বাষ্প, কার্বনিক এসিড্, এবং কোন কোন স্থলে সাল্‌ফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন্ দর্শন করিয়াছেন। ডাক্তার পার্কস্ কার্বিউরেটেড্ হাউড্রোজেন, কদাচিৎ কেবল হাইড্রোজেন্ ও এমোনিয়া এবং ফাস্‌ফোরেটেড্ হাইড্রোজেন্ বর্ত্তমান থাকিতে দেখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার ঔদ্ভিদ পরমাণু, কীটাণু, জলকীট এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্কটানুরূপ কীট দৃষ্ট হইয়াছে।

সর্ব্বত্র নিম্নভূমিতেই ম্যালেরিয়ার অধিক প্রভাব এবং মৃত্তিকার সঙ্গে সঙ্গে ইহা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ডাক্তার মেকলে বলেন ইটালিতে কারখানা মধ্যে যে সকল লোক দাঁড়াইয়া কৰ্ম্ম করে, তাহারা প্রায় ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়; কিন্তু যাহারা ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া কার্য্য করে,

(৩) Digambar Mitter's Epedemic Fever of Bengal.

(৪) Atkinson's Gazetteer Vol,.3.

তাহারা বারম্বার ম্যালেরিয়া জনিত পীড়ায় কষ্ট পাইয়া থাকে। লারোষ কহেন ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিবন্ধন ইহা মৃত্তিকা সন্নিধানে থাকে; এবং শৈত্যদ্বারা ঘনীভূত হইয়া রাত্রিকালের বায়ুতে অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হয়। এই জন্য উচ্চ স্থানে বাস, উচ্চাসনে শয়ন ও উপবেশন করিলে এবং রাত্রিকালের, সন্ধ্যার ও প্রত্যূষের বায়ুসেবন পরিত্যাগ করিলে, দেহে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। ডাক্তার পার্কস্ অনুমান করেন, নাতি-শীতোষ্ণ প্রদেশে ৫০০ ফিট্ এবং উষ্ণপ্রধান দেশে ১০০০ হইতে ১৫,০০ ফিট্ উর্দ্ধে এ বিষ উঠিতে পারে। কিন্তু ৫০০০ ফিটের উর্দ্ধেও অনেকে ইহার প্রভাব দেখিয়াছেন।

ম্যালেরিয়া জনিত বিষ যে সংক্রামক, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সুস্থ ব্যক্তি যদি সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বরগ্রস্ত ব্যক্তির শয্যায় শয়ন করে স্বল্পদিবসের মধ্যেই জ্বররোগে আক্রান্ত হয়। গৃহমধ্যে দুর্গন্ধ লালার আঘ্রাণে সবল ও সুস্থ ব্যক্তির জ্বর হইতে দেখা গিয়াছে। কেহ কেহ এ কথা বলিতে পারেন তত্তৎ স্থলের দূষিত বায়ুই ঐ জ্বরের কারণ, তদুত্তরে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, দূষিত বায়ুই যদি কারণ হইল, সবিরাম ও স্বল্প-বিরাম জ্বর ভিন্ন অন্য কোন প্রকার পীড়া হইল না কেন? দূষিত বাষ্প যে নানাবিধ ব্যাধির কারণ, তাহা দেহতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব যখন ঐ সকলস্থলে জ্বরদূষিত বায়ু সেবন করিয়া জ্বর রোগ উৎপন্ন হইল, তখন উক্ত জ্বরের সংক্রামকতাই যে তাহার কারণ তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

ম্যালেরিয়াবিষ মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইলে নানাপ্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কাহারও ক্ষুধামান্দ্য, বমনেচ্ছা, মস্তকঘূর্ণন, হস্ত পদ ও পৃষ্ঠদেশের পেশি-মণ্ডলের অসুখানুভব, হস্ত পদের গ্রন্থিতে অল্প বা অধিক পরিমাণে বেদনা-নুভব, পরিশ্রমে অনুৎসাহ, ভোজনে অনিচ্ছা, সমুদায় অঙ্গের শৈথিল্যভাব, মধ্যে মধ্যে ললাটদেশে বেদনাবোধ, রাত্রিকালে সুচারু নিদ্রার অভাব, কোষ্ঠের অশুদ্ধি, ঘর্ম্ম ও প্রস্রাবের স্বল্পতা প্রভৃতি নানরূপ উপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন শরীর মধ্যে এককালে অধিক বিষ প্রবেশ করিলে জলবৎ বিরেচন এবং আহারীয় দ্রব্যের পিত্তসহ বমন হইয়া রোগী বিষভো-জীর ন্যায় বিবশভাবে শয্যাশায়ী হয়।

কখন কখন ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানে ছাগ, মেষ, মহিষ, গো, গর্দ্দভ, অশ্ব, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগকেও ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে দেখা যায় না। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া পশুদিগের শরীর মধ্যে মধ্যে কম্পিত হয়, আহারে এককালে অনিচ্ছা জন্মে এবং প্লীহা বাড়িয়া উঠে, তাহাতে তাহাদিগকে পঞ্চত্ব পাইতে দেখা যায়। আন্দামান দ্বীপে ম্যালেরিয়ার অতিশয় প্রাদুর্ভাব। অনেকবার সেখানকার বন্য পশুগণ এককালে বিনষ্ট হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া বিবিধ দুঃসাধ্য রোগের প্রসূতিস্বরূপ। সবিরাম ও স্বল্প-বিরামজ্বর, ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ, উদরাময়, স্নায়ু ও শিরঃশূল, বাতবেদনা, রক্তাতিসার প্রভৃতি পীড়া সমূহও এই বিষ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার আর এক মহৎ দোষ এই ইহা একবার শরীরে প্রবেশ করিলে শরীরের স্বাভাবিক সন্তাপোৎপাদিকা শক্তি এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্য বায়ুর সামান্যরূপ পরিবর্ত্তনেই দেহ রোগগ্রস্ত হয়। ফলতঃ শরীর একবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইলে "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং" এই প্রবাদ বাক্যটীকে অন্বর্থ করিয়া তুলে। যাবৎ প্রকৃত ম্যালেরিয়া পদার্থের নিদান নিরূপিত না হইতেছে, তাবৎ এই পাপ বিষ বিনাশের প্রকৃত উপায় কি, তাহাও নির্ণীত হইতেছে না। তবে যে যে কারণ গুলিকে আপাততঃ ম্যালেরিয়ার উৎপাদক বলিয়া স্থির করা হইয়াছে সেগুলির নিরাকরণ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া বিধেয়। বাসগ্রামগুলিকে সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত আবশ্যক। যে যে গুল্ম বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরু মৃত্তিকা আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, তন্নিম্নে প্রায়ই রসসঞ্চার হয় তাহাতে বায়ুকে দূষিত করিয়া তুলে, সেই দূষিত বায়ু সঞ্চারিত হইয়া পীড়ার উৎপাদন করে, এজন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরু লতা গুল্মাদির অঙ্কুরণ কালে তাহার উন্মূলন করা কর্ত্তব্য। লোকালয় মধ্যে বৃষ্টির জল যেন জমিয়া না থাকে এবং পচা দ্রব্য, পঙ্কিল ও দুর্গন্ধময় পল্বল যেন কিছুতেই না থাকিতে পায়। আবাস গৃহ গুলি যত্নপূর্ব্বক পরিষ্কার রাখিতে হইবে। শয়ন ও উপবেশন স্থানগুলি মৃত্তিকা ছাড়িয়া যত উচ্চ হইবে ততই মঙ্গল। গৃহমধ্যে ও গ্রামের স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করা উচিত। উপসংহারে বক্তব্য এই, স্বাস্থ্যরক্ষার এইরূপ যে সমস্ত উপায় ও নিয়ম আছে, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী

হইলে অনেক অংশে ম্যালেরিয়া জনিত ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা আছে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া ও তাহার ইতিবৃত্ত।

বিজ্ঞানপ্রভাবে জগতের যে কত অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্তনীয় মহোপকার লাভ হইয়াছে, গণনা করিয়া তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমরা রেল, তার, অর্ণবযান, কামান, বারুদ প্রভৃতি অদ্ভুত পদার্থ সকল অনুক্ষণ অবলোকন করিতেছি, সে সমুদয়ই বিজ্ঞান চর্চ্চার ফল। সেই বিজ্ঞান কল্পদ্রুমের একটী প্রধান আলোচনীয় বিষয়। কল্পদ্রুম পাঠকেরা বিজ্ঞান বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়া কোন কোন নূতন বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়ায় সমর্থ হন, এই আমাদিগের মনের বাঞ্ছা। অদ্য দুই একটী বিষয়ের উল্লেখে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

১। বারুদ। বারুদ অথবা বারুদের ন্যায় কোন পদার্থ বহুকালাবধি জনসমাজে পরিজ্ঞাত আছে। ১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দে জেণ্টুর নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়। তাহাতে উক্ত আছে হিন্দুস্থানবাসিরা বহুকাল পূর্ব্বে বারুদের বিষয় জানিতেন। নবম শতাব্দীতে মার্কস গ্রিক্স দুই প্রকার বারুদের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার উভয়েরই উপাদানঃ—এক সের অঙ্গার, অর্দ্ধসের গন্ধক, এবং ৩ সের সোরা, এই কয় দ্রব্য মিশ্রিত করিলেই তাহা প্রস্তুত হইত।

ইহার তিন শতাব্দী পরে ফ্রায়ার বেকন বারুদ প্রস্তুত করেন এবং তাহা প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া ও কার্য্যপ্রণালী জনসমাজে প্রচার করিয়া দেন। ১৩৮০ খ্রীঃঅব্দে ভিনিসবাসীরা বারুদ লইয়া জিনোইজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সার্ভাণ্টিসের ডনকুইকসোটের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, মিল্টনের প্যারাডাইজ্-লষ্ট, ডিনস্থইফটের গলিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও মার্চ্চিষ্টনের নেপিয়রে বারুদের বিষয় দৃষ্ট হয়। সার আইজাক নিউটন প্রভৃতি পূর্ব্বকালের বিখ্যাত পণ্ডিতগণও বারুদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বারুদ বহুকাল অবধি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

২। কামান। কামানের প্রথম সৃষ্টি কবে হয়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়। ১২১৯ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে কেহ কামানের বিষয় জানিতেন ইতিহাসে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঐ অব্দে জঙ্গিস খাঁ যখন ভারত আক্রমণ করেন,

তিনি কামানের ন্যায় কার্য্যকারী এক প্রকার লৌহনির্ম্মিত নলে বারুদ পুরিয়া কতকগুলি মনুষ্য হত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে তাতার বা চীনবাসীরা কামানের বিষয় জানিত না। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্পেনদেশীয় মুর বা আরবীয়েরা বারুদ ও কামান লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। আবু আবদালা প্রণীত ক্রণিকা ডি এস্পানা নামক গ্রন্থে কামানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

১৩৩১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাণাডাধিপ যখন এলিফাণ্ট অবরোধ করেন, তৎকালে কামানের ন্যায় এক পদার্থ মধ্যে বারুদ ও গুলি পুরিয়া দুর্গের প্রাচীর ভগ্ন করিয়াছিলেন। ১৩৪২-৪৩খ্রীঃ অব্দে ক্যাণ্টাইলের রাজা একাদশ এলেঞ্জো আল্‌জিরিয়া আক্রমণকালে রণস্থলে বন্দুক ও বারুদ লইয়া গিয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা হিউম, ক্রেসির ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বর্ণনাবসরে উল্লেখ করিয়াছেন ৩য় এড্‌ওয়ার্ড কামানের যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষেই কেবল কামান ছিল, ফরাসি পক্ষে ছিল না।” কিন্তু এই যুদ্ধের সমকালীন গ্রন্থকর্ত্তা ফ্রাইসার্ট এই কাণ্ড স্বচক্ষে দর্শন করিয়া যে ইতিহাস লিখিয়া যান এবং উভয় পক্ষের অস্ত্রশস্ত্রের যে তালিকা দেন, তাহাতে কামানের কথার উল্লেখ নাই। হিউমের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে টমাস নামে এক ব্যক্তি ঐ যুদ্ধের বর্ণন সময়ে অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রের নাম করিয়াছেন কিন্তু কামানের প্রসঙ্গ করেন নাই।

১৪০০ খ্রীঃ অব্দে এক প্রকার কামান প্রস্তুত হইয়াছিল, উহা অদ্যাপি লিসবন নগরের ৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী জুইলিয়াডা ব্যারার দুর্গে আছে। ইহা ২০ ফুট ৭ ইঞ্চ দীর্ঘ, ইহা হইতে ১৷০ এক মণ দশ সের ওজনের গোলা নিক্ষেপ করা যায়। ইহার ডলফিন, রিং বা তলা কিছুই নাই। ইহা এক অদ্ভুত প্রকারের কামান এবং এক নূতন ধাতুনির্ম্মিত। ইহার উপরে ভারতবর্ষীয় অক্ষরে কিছু লেখা আছে। কি লেখা আছে ও কোন্ ভাষায় আছে, তাহা পড়া যায় না।

পূর্ব্বকার লৌহনির্ম্মিত একটী কামান লণ্ডন টাউয়ারে, ২ টী উলউইচে, এবং একটী লিসবন নগরের ভাণ্ডারে অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়। রাণী এলিজাবেথের পকেট পিস্তল ছিল। ডেভিল নামে একটী কামান ফরাসি দেশের বইলিডক নামক স্থানে আছে। মাউণ্টসমেগ নামক একটী ৮০ পাউণ্ডের কামান এডিনবরা নগরে ছিল। অলিভার ক্রমওয়েল এক প্রকার ৪০ পাউণ্ডের কামান লইয়া যুদ্ধ করেন, তাহা স্রপসায়ারের অন্তর্গত টং দুর্গে ছিল। ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে কামান নিতান্ত আধুনিক নয়।

১৮৭৮ রের ৯ আইন।

প্রাচীন কালে গ্রন্থ ও পত্রিকাদি প্রচার বিষয়ে বিধি নিষেধ ছিল কি না ?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইংলণ্ডেও পুস্তকাদি প্রচার সম্বন্ধে নিতান্ত কঠোর ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন এথেন্স ও রোমের ন্যায় ইংলণ্ডও গ্রন্থ-সংহার-বিষয়ে কিছু মাত্র সঙ্কোচ করেন নাই। অষ্টম হেনরীর রাজত্ব সময়ে সকল প্রকার গ্রন্থই অগ্নিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এডওয়ার্ডের রাজত্ব কালে ক্যাথলিক গ্রন্থ সমূহ, মেরীর শাসন সময়ে প্রোটেষ্টাণ্ট গ্রন্থাবলী, এলিজাবেথের আধিপত্য সময়ে রাজনীতিসংক্রান্ত গ্রন্থ এবং প্রথম জেম্‌স ও তাঁহার পুত্রদিগের প্রভুত্বকালে ব্যক্তিবিশেষের গ্লানিকর গ্রন্থসকল দগ্ধ করা হয়। এলিজাবেথ কেবল গ্রন্থ দগ্ধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। গ্রন্থকার ও গ্রন্থ প্রকাশকের প্রতি অত্যাচারের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল। তিনি একজন গ্রন্থকার ও গ্রন্থপ্রকাশকের দক্ষিণ হস্ত ছেদন করেন! (কারণ গ্রন্থকার ঐ হাত দিয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন) এবং অন্য একজন গ্রন্থকর্ত্তার প্রাণদণ্ডের অনুমতি দেন। *

প্রথম চার্লসের সময় ইংলণ্ডে পুস্তক মুদ্রণের অনুমোদন বিধি প্রবর্ত্তিত হয়। এই বিধি অনুসারে পরীক্ষকগণ যে সকল পুস্তক দূষণীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সে সমুদায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হইত না। এই সময়ে ইংলণ্ডে ঘোরতর অন্তর্বিপ্লবের প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত আরম্ভ হয়, ঘাতকের কঠোর কুঠারাঘাতে প্রথম চার্লস মানবলীলা সম্বরণ করেন, এবং ষ্টুয়ার্ট বংশীয়ের রাজত্বের উচ্ছেদ হইয়া সাধারণতন্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। সাধারণতন্ত্রের প্রাদুর্ভাব সময়ে পুস্তকাদির প্রচার ও মুদ্রণকার্য্যে লোকের স্বাধীনতা হয়। কবিকেশরী মিল্টন তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হন। তাঁহার উত্তেজনা, তাঁহার যুক্তি ধারা, তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, তাঁহার লিপি চাতুরী ইংলণ্ডীয়দিগের হৃদয়কে অতিশয় আন্দোলিত করিয়া তুলিল। তদানীন্তন পুস্তক পরীক্ষক মাবটের হৃদয়ে

---

* D' Israeli's "curiousities of literature."

এমন উদার ভাব সঞ্চারিত হইল যে মাবট স্বকার্য্য পরিত্যাগার্থী হইয়া সাধারণতন্ত্র সমাজের অধিনায়ক ক্রমওয়েলের নিকট আবেদন করিলেন। এই জন্য কিছু কাল পুস্তকাদি পরীক্ষার সম্বন্ধে কঠোরতা কিয়ৎ পরিমাণে অন্তর্হিত হয়। কালক্রমে সাধারণতন্ত্রের বিলয় হইল, কালক্রমে ষ্টুয়ার্ট বংশ ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইল। দ্বিতীয় চার্লস ইংলণ্ডের রাজ্যপদে সমাসীন হইলে এই পরীক্ষার সম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম ব্যবস্থাপিত হয়। এই নিয়ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত পুস্তকের পরীক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ২০ জনকে প্রধান মুদ্রাকর করা হয়। ইহারা যথানিয়মে জামিন দিয়া মুদ্রণকার্য্য সম্পাদন করিত। লণ্ডন, ইয়র্ক, এবং অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন আর কোন স্থানে পুস্তক মুদ্রণের অধিকার দেওয়া হয় নাই। অননুমোদিত পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইলে মুদ্রাকর প্রভৃতির উপর কঠোর দণ্ড প্রযোজিত হইত। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত এই আইন তিন বৎসর কাল অপরিবর্ত্তিত থাকে। ইহার পর আবার দুইবার এই আইন অনুসারে কার্য্য হয়। আইন প্রচলিত হইলে পর সার রজার ষ্ট্রেঞ্জ নামে এক জন বিখ্যাত পুস্তকলেখক পুস্তক পরীক্ষকের পদে নিযোজিত হন। ইহাঁর সূক্ষ্ম পরীক্ষার সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে ইনি মিল্টনের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গভ্রষ্ট কাব্যের দুই এক পংক্তিরও দোষোল্লেখ করিয়াছিলেন। †

এই পরীক্ষা-প্রণালী তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এই তৃতীয় উইলিয়মের শাসন কালেই ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩ রা মে ইংলণ্ডের উদার শাসনপ্রণালীর গুণে ও উদার মতের প্রতিপোষক সম্প্রদায়ের চেষ্টায় উক্ত বিধি বিলুপ্ত হয় এবং মুদ্রাযন্ত্র প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হইয়া উঠে। মুদ্রাযন্ত্রের এই স্বাধীনতা ইংলণ্ডের উদার রাজনীতির একটী প্রধান ফল। এই স্বাধীনতার গুণে সকল প্রকার পুস্তক, সকল প্রকার সংবাদপত্র ও সকল প্রকার সাময়িকপত্র মুদ্রিত এবং প্রচারিত হইয়া ভাষাকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া আসিতেছে। ইংলণ্ড এই স্বাধীনতার বলে অনেক বিষয়ে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পদবী লাভ করিয়া মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তীব্র তেজে নিজ গৌরব প্রকাশ করিতেছে এবং সুসভ্য জাতির সমক্ষে আপনার

† Hallam's constitutional History of England, vol. II 167-169.

সর্ব্বোচ্চ সভ্যতার পরিচয় দিতেছে। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা না থাকিলে ইংলণ্ডের সংবাদপত্র এত অল্প সময়ে এত উন্নত হইয়া সমাজের বাকযন্ত্র রূপে পরিণত হইতে পারিত না। চীনদেশের প্রাচীন ইতিহাসে আমরা একখানি সংবাদপত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহা রোম নগর নির্ম্মাণের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। এই পত্রখানিকেই পৃথিবীর সমস্ত সংবাদ পত্রের আদি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অসঙ্গত হয় না। খ্রীষ্টের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে রোমে "একটাডায়ারনা" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রচারিত হয় (১)। এই সংবাদপত্রে রোমের সাধারণ ঘটনা বর্ণিত হইত (২)। কিন্তু মুদ্রা-যন্ত্রের অভাবে খ্রীষ্টের পূর্ব্ব সাময়িকপত্রের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। খ্রীষ্টের পরে ইতালীতে যে সংবাদপত্র প্রথম প্রচারিত হয়, তাহার নাম "নোটি জি স্ক্রিটি," ইহা প্রতিমাসে বেনিস নগর হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার পর বেনিসে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে "গেজেট" (৩) নামে আর একখানি সংবাদপত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে গেজেটের বহুলপ্রচার হইবে এই শঙ্কা করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উহার মুদ্রণকার্য্য স্থগিত রাখেন। সুতরাং "গেজেট" "নোটি জি স্ক্রিটির" ন্যায় হস্তলিখিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। এ সকল সংবাদপত্রের অবস্থা তাদৃশ উন্নত ছিল না। ইংলণ্ডে

---

(১) Grant's Newspaper Press. Its origin—Progress—and present position, I. 2—6.

(২) এই সংবাদপত্রস্থিত সংবাদের একটী নমুনা দেওয়া যাইতেছে। রোম নির্ম্মাণের ৫৮৫ বৎসর পরে এপ্রেল মাসে একটাডায়ার্ণায় এই সংবাদটী লিখিত হয়:—"সন্ধ্যার প্রাক্কালে বোলাটাইন পর্ব্বতের এক অংশে বজ্রপাত হইয়া একটী ওক বৃক্ষ বিনষ্ট হইয়াছে। ব্যাঙ্গার ষ্ট্রীটের দক্ষিণ সীমায় দাঙ্গা হয়, তাহাতে একজন বিশ্রামগৃহরক্ষক সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে। মাংস-বিক্রয়িগণ ওবারসিয়ারের অপরীক্ষিত মাংস বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়া মাজি-ষ্ট্রেট তার্ডিনিয়স তাহাদের জরিমানা করিয়াছেন। এই জরিমানার টাকা তেলাস দেবীর মন্দির সংলগ্ন উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণে প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩) একরূপ মুদ্রার নাম "গেজেটা" একটী "গেজেটা" দিলেই লোকে সংবাদপত্র পড়িতে পাইত। এজন্য "গেজেটা" মুদ্রার নামানুসারে সংবাদপত্রের নাম "গেজেট" হয়।

মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার আধিপত্য সময়ে "লণ্ডন গেজেট" "অবজারবেটর" প্রভৃতি নামে যে সমস্ত সংবাদপত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তৎসমুদয়ও বিনিসীয় গেজেটের অনুরূপ ছিল। ফলতঃ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার অভাবে কোন সাময়িক পত্রই উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। পরে কালের পরিবর্ত্তনশীল লহরীলীলার প্রভাবে সভ্যতা ও উদারতা যখন মানব সমাজে পরিপুষ্ট হইয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্থাপন করিল, সেই সময় অবধি সংবাদ পত্রের উন্নতি ও তন্নিবন্ধন সামাজিক মঙ্গলের সূত্রপাত হইল। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সভ্যতার ইতিহাসের একটী প্রধান অঙ্গ।

কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতেও মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটী ঘটনা হয়। যে ইংলণ্ডের অপ্রতিহত প্রতাপ বিশাল বারিধি লঙ্ঘন করিয়া, সমুন্নত পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, ভয়াবহ অরণ্য অতিবাহন করিয়া সকল স্থানে আপনার স্বাধীনতার বিজয়পতাকা উডডীয়মান করিয়াছে, সেই ইংলণ্ডের প্রতাপ প্রথমে ধীরে ধীরে ভারতের একদেশে প্রবেশ করিয়া নীরবে গতি প্রসারিত করে এবং বাধা প্রভাবে প্রবৃদ্ধতেজ হইয়া শেষে ভারতের সমস্ত অবয়ব ব্যাপ্ত করিয়া আপনার অসীম ক্ষমতা বিকাশিত করিয়াছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষকে নবীন উপাদানে নবীনতর করিয়া তুলিয়াছে। আজ যে উন্নতির তরঙ্গ ভারতের চারি দিকে নৃত্য করিতেছে, সেই উন্নতির মূল সূত্র ধরিয়া বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, উচ্চশিক্ষা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান ভারতবর্ষে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। অন্য কোন সভ্যদেশের সভ্য গবর্ণমেণ্টের সদাশয়তা সপ্রমাণ করিবার এমন আর দুটী দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যায় না। যে ইংরেজ এক সময়ে সামান্য বণিক বেশে আসিয়া কয়েকটী সম্মোহন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নির্জ্জীব ভারতের দুর্ব্বল পদে পরাধীনতার দুর্ব্বহ লৌহ নিগড় পরাইয়া দিয়াছেন, সেই ইংরেজই অন্য সময়ে সংবাদপত্রে উৎসাহ দান ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিয়া ভারতের অক্ষয় ও অনন্ত আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন এবং আমাদিগকে কৃতজ্ঞতার দুশ্ছেদ্য পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা ইংরেজের কৃত এই মহোপকার কখন ভুলিতে পারিব না এবং কখন তাঁহাদের এই উপকারের অসম্মাননা বা অগৌরব করিয়া আপনাদিগকে কলঙ্কিত করিব না। আবার এই ১৮৭৮ অব্দে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র লইয়া লার্ড লিটনের

অধিকারে যে এক অযশস্কর কাণ্ড করা হইয়া গেল, তাহাও আমরা কখন বিস্মৃত হইব না।

মনুসংহিতা।

সৃষ্টিপ্রকরণ।

জগতের সৃষ্টিপ্রকরণ লইয়া চিরকাল নানা মতামত ও বহু বাদ বিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে। নাস্তিকেরা বলে জগৎ সৃষ্ট নয়, কেহ ইহার কর্ত্তা নাই, অনাদি অনন্ত কাল জগৎ এইরূপই আছে। আস্তিকদিগের সম্প্রদায় অনেক। জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। অগ্রে তাঁহাদিগের কয়েকটী মতের উল্লেখ করিয়া আমাদিগের প্রধান অবলম্বনীয় মনুর মত শেষে বর্ণিত হইতেছে।

বৈদান্তিকেরা বলেন, পরমাত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তি। তাহার পর পঞ্চীকরণ দ্বারা স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়। পঞ্চীকরণ কাহাকে বলে, তাহা পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে। ক্ষিত্যপ্তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতের প্রত্যেককে প্রথমে অর্দ্ধাঅর্দ্ধি ভাগ করিয়া, তাহার পর প্রত্যেকের প্রথম অর্দ্ধভাগকে দুই আনা করিয়া চারি চারি ভাগ করা হয়, তাহার পর প্রত্যেকের দ্বিতীয় অর্দ্ধে অপর চারি ভূতের প্রত্যেকের দুই দুই আনা অংশ যোগ করিয়া পঞ্চীকরণ হইয়াছে। পৃথিবীকেই উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করা হউক। সূক্ষ্ম পৃথিবীকে প্রথমে দুই ভাগ করিয়া, এক ভাগ (আট আনা) স্বতন্ত্র রাখিয়া আর এক ভাগকে দুই আনা করিয়া চারি ভাগ করিয়া, অগ্নি বায়ু জল আকাশেরও এইরূপ ভাগ করিয়া শেষে অগ্নির দুই আনা বায়ুর দুই আনা, জলের দুই আনা ও আকাশের দুই আনা এই আট আনা লইয়া পৃথিবীর যে অখণ্ড অর্দ্ধ অংশ আট আনা আছে, তাহাতে যোগ করিয়া স্থূল পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। স্থূল জলাদির উৎপত্তি বিষয়েও এইরূপ নিয়ম। (১) পৃথিবীর প্রথম অর্দ্ধকে

(১) তস্মাদেতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। শ্রুতিঃ, পঞ্চীকরণন্তু। আকাশাদিপঞ্চস্বেকৈকং দ্বিধা

দুই আনা করিয়া যে চারি ভাগ করা আছে, সেই চারি ভাগ অপর চারি ভূতের প্রত্যেক অর্দ্ধে সংযোজিত করিয়া প্রত্যেক স্থূল ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রত্যেক ভূতে অপর চারি ভূতের এক এক অংশ যোগ করিয়া যাঁহারা জগৎ সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন, বোধ হয়, তাঁহাদিগের মনে এই যুক্তির উদয় হইয়াছিল, ঈশ্বর যদি এরূপে সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে একের গুণ অপরে কখন সংক্রামিত হইত না। যথা একমাত্র শব্দ আকাশের গুণ। কিন্তু বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ দুটী গুণ হইল। তাহার দুটী গুণ হইবার কারণ এই, সে আকাশ হইতে জন্মিয়াছে, অতএব জনকের গুণ যে শব্দ তাহা পাইল, আর স্পর্শ তাহার স্বাভাবিক গুণ হইল। এইরূপ অগ্নির গুণ শব্দ স্পর্শরূপ, জলের গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস; পৃথিবীর গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ হইয়াছে। ফলতঃ প্রত্যেক ভূতে প্রত্যেক ভূতের অংশ আছে বলিয়াই সৃষ্টি প্রক্রিয়া অনুসারে প্রত্যেকে প্রত্যেকের গুণ পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

নৈয়ায়িকেরা পরমাণুবাদী। তাঁহাদিগের মতে পরমাণু নিত্য পদার্থ, প্রলয় কালে পৃথিবীর ধ্বংস হইল, ইহার অর্থ এই, পার্থিব পরমাণুগুলির বিশ্লেষ হইয়া গেল, কিন্তু পরমাণুগুলির ধ্বংস হইল না, সেগুলি আকাশে লীন হইয়া রহিল। আবার যখন ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়, সেই পরমাণু গুলির সংযোগ হইয়া স্থূল পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। ঐরূপ প্রলয়কালে বায়বীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু, জলীয় পরমাণু সকল পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে থাকে, জগদীশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে সেগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়। তাহাতেই স্থূল বায়ু, স্থূল অগ্নি ও স্থূল জলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকেরা যাহাকে পরমাণু বলেন, তাহা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাদিগের মতে পরমাণু দ্ব্যণুক ত্রসরেণু ক্রমে সৃষ্টি হইয়াছে। গবাক্ষ দিয়া গৃহ মধ্যে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে তাহার মধ্যে যে সূক্ষ্ম রেণু নয়নগোচর হয়, তাহার নাম ত্রসরেণু। ইহাদিগের মতটী যে কেমন যুক্তিসিদ্ধ, তাহা সপ্রমাণ করিবার

সমং বিভজ্য তেষু দশসু ভাগেষু মধ্যে প্রাথমিকান্ পঞ্চ ভাগান্ প্রত্যেকং চতুর্দ্ধা সমং বিভজ্য তেষাং চতুর্ণাং ভাগানাং স্বস্বদ্বিতীয়ার্দ্ধভাগং পরিত্যজ্য ভাগান্তরেষু সংযোজনং। তদুক্তং দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চতে। ইতি বেদান্তসারঃ।

নিমিত্ত প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন হইতেছে না। কোন একটী দ্রব্য ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণগুলি একত্র করিলেই ইহাদিগের সৃষ্টির যুক্তি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। গ্রীসের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্লেতোর মতের সহিত নৈয়ায়িক মতের কতক সাদৃশ্য আছে। তিনি বলেন, ঈশ্বর এরূপ এক পদার্থ হইতে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, যে তাহার আকৃতি গুণ বা জাতি নাই, কিন্তু তাহাতে যে বস্তু উৎপন্ন করিবার ইচ্ছা করা যায়, তাহাই উৎপন্ন হইতে পারে। ঐ পদার্থ নিত্য, তাহার উৎপত্তি বা ধ্বংস নাই। এপিকিউরসের মতেও পরমাণু জগতের কারণ। তিনি বলেন পরমাণু নিত্য পদার্থ, তাহার ধ্বংস নাই।

কোরাণে ও বাইবলে যে প্রকার সৃষ্টি প্রকরণ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে উভয়ের অনেক অংশে সৌসাদৃশ্য আছে। বাইবলের মতে ছয় দিনে সৃষ্টি কার্য্য সমাপ্ত হয়; কোরাণের মতেও সৃষ্টি সমাপ্ত করিতে ছয় দিন লাগে। কোরাণে আছে, ঈশ্বর প্রথম দুই দিনে পৃথিবীর সৃষ্টি, মনুষ্যের উপকারার্থ তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসে পর্ব্বত বৃক্ষ নদী ও গো মেষ মহিষাদির সৃষ্টি, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসে সপ্ত সর্গ সৃষ্টি করেন। পৃথিবীও সাতটী। হিন্দুশাস্ত্রেও চতুর্দ্দশ ভুবন বর্ণিত হইয়াছে। সর্গ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল অন্ধকার ছিল। ষষ্ঠ দিবসের শেষ ভাগে আদমের সৃষ্টি হয়। সাতটী সর্গ ও সাতটী পৃথিবী উপরে উপরে আছে। পৃথিবী গোলাকার। উহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতে পাঁচ শত বৎসর লাগে। পৃথিবী ও সর্গগুলির পরস্পর দূরতারও এই পরিমাণ। মানুষ যে পৃথিবীতে বাস করিতেছে, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ।

বাইবলের মত এই, ঈশ্বর প্রথমে স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর তখন আকার ছিল না, উহা অন্ধকারময় শূন্যগর্ভ ছিল। তাহার পর ঈশ্বর আলোর সৃষ্টি করিয়া চন্দ্র সূর্য্যের সৃষ্টি ও দিবারাত্রির বিভাগ করিয়া দিলেন এবং জল একত্র করিয়া সাগর মহাসাগরাদি করিলেন।

জীব জন্তু তরু গুল্মাদি পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থের ক্রমে উৎপত্তি স্থিতি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহা নিয়ত প্রত্যক্ষ হইতেছে, অতএব জগৎ যে এ নিয়মের বহির্ভূত ইহা সম্ভাবিত নয়। এই যুক্তি ধরিয়া বোধ হয় আস্তিক সম্প্রদায় মাত্রে জগতের ক্রমভাবিত সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঈশ্বর বলিলেন পৃথিবী হউক, অমনি গোল পূর্ণাবয়ব নিরেট পৃথিবী উৎপন্ন হইল। এরূপে

জগৎ সৃষ্টি হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব অংশে যেন সঙ্কোচ সঙ্কোচ বোধ হয়। বোধ হয় যেন কতক নাস্তিক মতের পোষকতা হইল। নাস্তিকেরা পৃথিবীর ঐরূপ নিত্য বিদ্যমান আকারের কথাই বলিয়া থাকে। এ অংশে হিন্দু দর্শনকারেরা সমধিক কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন। বৈদান্তিক ও পৌরাণি-কেরা যেরূপে পৃথিব্যাদির সৃষ্টিক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বরের তাহার কর্ত্তৃত্ব অংশে কিছুমাত্র দ্বৈধ থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না। মহর্ষি মনু আবার যে প্রকারে জগৎ সৃষ্টি বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতেও পৃথি-ব্যাদির উৎপত্তিক্রমটী বিলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে মনুর লিখিত সৃষ্টিক্রম বর্ণনার অবসর উপস্থিত। পাঠক একবার স্মরণ করিয়া দেখুন, মহর্ষিগণ ভগবান মনুর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন কল্পদ্রু-মের প্রথম সংখ্যায় এই মাত্র লিখিত হইয়াছে। যে কথা বলিলেন, তাহা এই:——

"ভগবন্ সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নো বক্তুমর্হসি। ২॥"

আপনি জ্ঞানাদি ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন, অতএব আপনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই সমুদায় মূল বর্ণের এবং অম্বষ্ঠ ক্ষত্তৃ করণাদি অনুলোম ও বিলোমজাত সঙ্কর জাতি সকলের যাহার যে ধর্ম্ম, তাহা জাতকর্ম্ম নামধেয়াদি ক্রমে বলি-বার যোগ্য, ঐ সকল ধর্ম্ম আমাদিগকে বলুন।

মুনিগণ ভগবান মনুকে মূল বর্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির ও সঙ্কর জাতি অম্বষ্ঠ করণাদির যাবতীয় ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, মনু যদি এ কথা বলেন আমি সে সকল জানি না, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রশ্ন করাই বিফল হয়। এই আশঙ্কায় তাঁহারা কহিতেছেন:——

"ত্বমেকোহ্যস্য সর্ব্বস্য বিধানস্য স্বয়ম্ভুবঃ।
অচিন্ত্যস্যাপ্রমেয়স্য কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎ প্রভো। ৩॥"

অসংখ্য শাখা প্রশাখা থাকাতে যে বেদের সীমা হয় না, মীমাংসা ন্যায়া-দির আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে যে বেদের প্রতিপাদ্য অর্থ জানিতে পারা যায় না, সেই প্রত্যক্ষ শ্রুত স্মৃত্যাদ্যনুমেয় অপৌরুষেয় বেদের অনুষ্ঠেয় অগ্নি-ষ্টোমাদি যজ্ঞ ও তত্ত্ব ব্রহ্মরূপ প্রতিপাদ্য অর্থ আপনি জানেন।

যাবতীয় ধর্ম্ম যে বেদমূলক, ইহাও প্রতিপন্ন হইল।

"সতৈঃ পৃষ্টস্তথা সম্যগমিতৌজামহাত্মভিঃ।
প্রত্যুবাচার্চ্চ্য তান্ সর্ব্বান্ মহর্ষীন্ শ্রূয়তামিতি। ৪ ॥"

মহাত্মা মহর্ষিগণ ভক্তি শ্রদ্ধাতি সহকারে প্রণাম করিয়া বর্ণধর্ম্ম বলিবার অনুরোধ করিলে পর তত্ত্বদর্শী মহর্ষি মনু তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া বলিলেন, আপনারা শুনুন।

"আসিদীদং তমোভূত্তমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ। ৫ ॥"

এই জগৎ তমোভূত ছিল। প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শাব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ আছে, ইহার অন্যতর কোন প্রমাণ দ্বারা জানিবার উপায় ছিল না, প্রসুপ্তের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে নিষ্ক্রিয় ছিল।

ঋষিরা ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু মনু জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল, তাহার বর্ণন আরম্ভ করিলেন। উত্তরটী আপাততঃ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, অসঙ্গত হয় নাই। যত আস্তিক সম্প্রদায় আছেন, মনুকে সকলের গুরু বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঈশ্বরপ্রতিপাদন সমুদায় আস্তিক সম্প্রদায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। জগৎকর্তৃত্ব দ্বারাই ঈশ্বর সিদ্ধি হয়। এই জগৎ ও এই জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সমুদায়ই ঈশ্বর সৃষ্ট, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া সুন্দররূপে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা মনুর অভিপ্রেত। অগ্রে মনুষ্য সৃষ্টি না হইলে তাহার ধর্ম্ম বলা সঙ্গত হয় না; এই কারণে যেরূপে মনুষ্য সৃষ্টি হইল, মনু তাহার আদি হইতে আরম্ভ করিলেন।

মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ প্রধান টীকাকার কুল্লুকভট্ট উল্লিখিত সংশয়ের যেরূপে অপনোদন করিয়াছেন, তাহা এই—তিনি বলেন ব্রহ্মপ্রতিপাদন পরমধর্ম্ম, মনু ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নে সেই পরম ধর্ম্মের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন। অতএব তাঁহার প্রদত্ত উত্তর অসঙ্গত হয় নাই। ব্রহ্মজ্ঞান যে পরম ধর্ম্ম, কুল্লুক ভট্ট যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যাসাদির বাক্য দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

"ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তোব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ। ৬ ॥"

তাহার পর স্বয়ং অব্যক্ত সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর অন্ধকার নাশ করিয়া সূক্ষ্মভূত অব্যক্ত ক্ষিত্যপ্‌তেজ মরুদাদি মহাভূত প্রভৃতিকে ব্যক্ত করিয়া

প্রকাশিত হইলেন। কুল্লূক ভট্ট বলেন পরমাত্মা প্রকৃতিকে সৃষ্টি কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। ভগবদ্গীতায় আছে—

" ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং ॥ "

আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

কুল্লূক ভট্ট তমঃ শব্দে প্রকৃতি অর্থ করিয়াছেন।

———:০:———

কালের কুটিল গতি।

" Snatch from the ashes of your sires
The embers of their former fires ;
And he who in the battle expires.
Will add to theirs a name of fear."

Byron.

অস্ত গেল দিনমণি যামিনী আইল ;
তিমির অর্ণবে এই জগত ডুবিল।
ভবের এ ভাব দেখে চিত্ত মাঝে একে একে
উদিত কত যে চিন্তা ! আপনা ভুলিয়া
এ কথা কহিব কায় আমিও নিমেষে হায়
চিন্তার সাগর মাঝে গেলাম ডুবিয়া !
কেন এই ত্রিভুবন রবি শশী গ্রহগণ ?
নিরমিল কোন্ জন ? কিম্বা কতকাল ?
পূর্ব্বের সে কত ভাব মনমাঝে আবির্ভাব
প্রকাণ্ড এ মানচিত্র উজ্জ্বল ভয়াল !

হা কাল ! তোমার খেলা কে বুঝিতে পারে ?
কার ভাগ্যে কি বা ঘটে কে জানে সংসারে।
বাসরে বিধবা বধূ গ্রাসে রাহু পূর্ণ বিধু
দলিত পঙ্কজ বন দ্বিরদ চরণে !
হায় রে তুষারভাব দীপ্ত হুতাশনে !

ত্রিদিবে দানব বাস কমলার উপবাস
ধর্ম্মের লাঞ্ছনা নিত্য অধর্ম্মের জয়!
ভেকে হেরে ফণিরাজ বিকলহৃদয়!

এই দিবাকর কর করি বিতরণ
হাসাতে ছিলেন হাসি অখিল ভুবন।
সে তপন ডুবে গেল! আঁধার রজনী এল
পরিল প্রকৃতি সতী মলিন বসন!
সকলি চঞ্চল ভবে হে ভাই তোমরা তবে
জড় প্রায় কেন আজ নিদ্রায় বিহ্বল?
উঠহ বসন পর প্রতিজ্ঞা পালন কর
ছিঁড়ে ফেল হুহুঙ্কারে চরণ শৃঙ্খল।
যে জন সতত কয় কভু ফিরাবার নয়
কুটিল কালের গতি, দেখাও তাহারে
কালের মুখেতে কালী প্রতিজ্ঞার বলে ঢালি
ফিরায়ে কালের গতি কৃপাণ প্রহারে।
সবে বীর অবতার বীর বংশ অলঙ্কার
এ ভাবে অভাব করি বীরত্বের ভাবে
অবশ অলস প্রায় নিদ্রায় সময় যায়
এখনো নিশ্চিন্ত কেন? প্রচণ্ড প্রভাবে
হুঙ্কার ঝঙ্কার করে কাঁপাইয়া চরাচরে
ইন্দ্রকরচ্যুত মত্ত দম্ভোলির প্রায়
অট্টহাস হাসি রঙ্গে হর্ষবিস্ফারিত অঙ্গে
রুদ্রতালে ধ্রুবপদে নাচি মহাকায়
প্রচণ্ড প্রভার ঘটা শত সৌদামিনী ছটা
প্রকাশি চমকি বিশ্ব সাহসের ভরে
প্রতিজ্ঞা ভূষণ পরে সাহস সহায় করে
কালের সহিত কর সম্ভাষ সাদরে!
বীর হয়ে যেই জনে অদৃষ্ট ভাবিয়া মনে
জড় প্রায় নিদ্রা যায় সে অতি অধম!

বীর হয়ে বাহুবলে নাগিয়া কালের জলে
ফিরাতে অদৃষ্ট গতি যদ্যপি অক্ষম
বৃথাই বীরত্ব তার বৃথাই বিক্রম!
কঠিন কুলিশ ঘায় ঘর্ষিয়া ললাট হায়
উঠাও বিধির লেখা রেখা সমুদায়!—
দেখাও জগতে সব হয় প্রতিজ্ঞায়।

কুটিল কালের গতি! অদৃষ্ট কঠিন অতি
কিভাবে কখন থাকে বুঝা নাহি যায়।
মনুষ্য ভাবেন আমি হলেম ব্রহ্মাণ্ড স্বামী
অদৃষ্ট টানিয়া তায় অতলে ফেলায়!
হা অদৃষ্ট হায় হায়! মনুষ্য পতঙ্গ প্রায়
দীপ শিখা দেখি ধায়—শেষে কি উৎপাত!
কুটিল কালের স্রোতে অকালে নিপাত!
এই সেই রোম ভীম পদ দম্ভে যার
কাঁপিত মেদিনী ব্যোম অম্বুধি কান্তার!
যার বীর পুঞ্জচয় ত্রিভুবন কৈল জয়
সাহস উৎসাহে ভাসি ধরিয়া কৃপাণ।
একছত্র ধরাতলে কৈল যেই ভুজবলে
সুদৃঢ় সংকল্প চিত্ত পাষাণ সমান
অটল অচল ছিল শতসিন্ধু উত্তরিল
সর্ব্বত্র বিজয় ধ্বজা কৌতুকে উড়ায়।
অর্ণব কি মরুস্থল সব কৈল পদতল
উজ্জ্বল রোমের নাম অচল চূড়ায়।
এই সেই পুরী রোম কাঁপিত মেদিনী ব্যোম
প্রচণ্ড প্রতাপে যার—এই সেই রোম!
ক্ষীণ দীন মৃত প্রায় বলা শয্যাগত হায়!
প্রহারে চরণ শিরে করিয়া বিক্রম
বনের বানর আর শৃগাল অধম!
নাহি তেজ নাহি দর্প হীনপ্রাণ কালসর্প

পতিত—ভেকের পদে হতেছে দলিত !
এই সেই পুরী রোম যার দর্পে সিন্ধু ব্যোম
মেদনী অটবী গিরি সতত কাঁপিত ;—
প্রভাহীন প্রভাকর ধূলায় লুণ্ঠিত !

সাগর-মেখলা কটি মণ্ডিত যাহার
এই সে গিরিস জ্ঞান-রত্নের ভাণ্ডার !
বৃহস্পতি সপ্ত জন এই স্থানে জন্ম লন,—
যশের ধ্বনিতে কত ধ্বনিত ধরণী !
সাহিত্য বিজ্ঞান আর ব্যাকরণ অলঙ্কার
নিহিত ভূগর্ভে ছিল, কবি চূড়ামণি
হোমর গম্ভীর স্বরে সপ্তমেতে তান পূরে
গাইলা বাজায়ে ভেরী এই খানে বসি—
এই সে গিরিস জ্ঞান-রত্নের আরসী !
এই সে গিরিস যার নাম শুনে ত্রিসংসার
কাঁপিত ভূকম্পে যেন ! প্রবীণ নেষ্টর
উলিসিস সক্রেতিস মেনেলস আকিলিস
জনমিল এই স্থানে যত বীরবর ;
সুদৃঢ় সংকল্প করি এক পণ ধ্যানে ধরি
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি করিয়া প্রচার
অসামান্য সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য বীর্য্য তেজস্বিতা
স্বজাতি-প্রিয়তা সহ-অনুভূতি আর
সংগ্রাম সাগরে ভাসি অসংখ্য অরাতি নাশি
স্থাপিলা অক্ষয় কীর্ত্তি সুধাংশুমণ্ডলে ;—
এই সে গিরিস আজ লুণ্ঠিত ভূতলে !
রুক্ষকেশ ক্ষীণ দীন মুখচন্দ্র বিমলিন
বৈশ্বানর তেজোহীন ভস্মমাখা কায় ;
অধম যবন দলে মহাদম্ভে পদে দলে
ধরিছে জীবন হায় পর প্রতীক্ষায়,—
এই সে গিরিস আজ লুণ্ঠিত ধূলায় !

এই সে মদিনা-মক্কা-মুসল্মান দেশ—
মহম্মদ-মদ যথা বিদিত বিশেষ!
এক পথ লক্ষ্য করি অসি ধনু শর ধরি
উন্মত্ত সংহার বেশে ভ্রমিয়া ভুবনে
প্রচারিয়া ভুজবল কাঁপাইয়া ধরাতল
স্বমতে আনিলা এই বিশ্ববাসী জনে।
হায় সেই মুসল্মান আজি হীন মন প্রাণ
বিষহীন ফণিপ্রায় কাঁদিয়া আকুল—
তুরস্ক সুল্‌তান আজ রুষের পুতুল!

এই সেই আর্য্য ভূমি পবিত্র ভবন
বিকাশিত বেদ বিধি সাহিত্য দর্শন
হায় রে যথায় কালে!— মণ্ডিত ময়ূখজালে
শোভিতেন জিনি সূর্য্য রূপে নিরন্তর;
বিবিধ রত্নের খনি— জ্ঞানী গুণী শূরমণি
জন্মিল যাঁহার গর্ভে তেজে প্রভাকর।
পবনে তাড়িত হায় পাবক প্লাবন প্রায়
রুদ্ররূপে ভাসি যাঁরা সংগ্রাম সাগরে
উদ্দীপনা সুধাপানে উৎসাহিত করি প্রাণে
কৃপাণ প্রহারে ধ্বংসি অরাতি নিকরে
রাজেশ্বরী সাজে হায় সাজায়ে আনন্দে মায়
বসাইলা রত্নাসনে দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত;
মস্তকে মুকুট কিবা রবি শশী জিনি বিভা
কর্ণেতে কুণ্ডল চারু সুধাংশু লাঞ্ছিত;
ভ্রূকুটী ভঙ্গীতে যাঁর কাঁপিত এ ত্রিসংসার
অংশুহীন অশুমালী লুকাত তামসে;
ধ্বনিত ধরণী যাঁর সুবিমল যশে;—

বীর রসে পূরে তান গাইল গভীর গান
বাজায়ে দুন্দুভি ভেরী গম্ভীর নিস্বনে

এখানে বাল্মীকি ঋষি একান্তে কান্তারে বসি,
রচিলা শোকেতে শ্লোক ক্রৌঞ্চের নিধনে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল অতল কি তলাতল
হেথায় বসিয়া ব্যাস করিলা মন্থন;
সুরাসুরে ঘোর রণ এই স্থানে সংঘটন,—
পরাস্ত মানিয়া সবে অর্চ্চিলা চরণ।
মহোল্লাসে ছাড়ি হয় এখানে পাণ্ডবচয়
ভুবন করিলা জয় ভীম ভুজবলে।
ভীম ভীম অবতার অর্জ্জুন দোসর তার
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ দুর্য্যোধন এই স্থলে।
এই খানে কালিদাস বাল্মীকি মিহির ব্যাস
কবি কাব্য অলঙ্কার সব এই স্থানে।
ভারত ভুবনে শ্রেষ্ঠ ভারতী বাখানে।
এই সেই আর্য্য ভূমি পবিত্র ভবন—
আমরা সকলে সেই আর্য্যের নন্দন!
হায় রে পূর্ব্বের কথা স্মরি হৃদে পাই ব্যথা
অকূল সাগরে হয় মানস মগন!
চেতনা বিলুপ্ত হয় দেখি বিশ্ব তমোময়
অন্তর-অন্তর পুড়ে কাল হুতাশনে।
অন্তর অনলে হায় যদ্যপি জ্বলিয়া যায়
নহে কিন্তু ভস্মসাৎ! হায় রে কেমনে
দিব আজ পরিচয় আর্য্য ভূমি স্বর্ণময়
এই সেই—এই সব আর্য্যের নন্দন?
এই সেই হিমালয় বিন্ধ্য ঘাট গিরিচয়
হস্তিনা অযোধ্যাপুরী—মগধ ভুবন?
কালিন্দী কাবেরী গঙ্গা পতিত পাবনী রঙ্গা
ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু কৃষ্ণা আদি গোদাবরী!
এই সে নৈমিষারণ্য হায় রে ভুবনে ধন্য;
এই সে কানন যথা বীরেন্দ্র কেশরী

গাণ্ডিবী গাণ্ডিব ধরে যুঝিলা বিক্রম ভরে
ভূবন-ভাবন ভব মহেশ্বর সনে!
হায় রে কেমনে কব এই সব সেই সব
এই সে ভারত ভূমি বিদিত ভুবনে!—
লুকাত ইহাঁর তেজে ভাস্কর গগনে।

বিচিত্র কালের লীলা—নিয়তির খেলা!
মনুষ্য অর্ণব কোলে কদলীর ভেলা!
সুধাংশু ভাস্কর ভাতি নিবেছে সুখের বাতি
করাল বদনে কাল গ্রাসিয়াছে সব!
উত্তাল তরঙ্গে মেলি প্রলয় পবনে খেলি
গিলেছে ভূধর রাজে গভীর অর্ণব!
প্রবল কালের জলে একে একে গেছে চলে
অমূল্য রতন যত ফিরিবে না আর!
ভিখারিণী রাজরাণী রাজধানী অরণ্যানী
ধূলায় লুণ্ঠিত মণিমুকুট তাঁহার।
বীর বংশ অবতংস চন্দ্রসূর্য্য সুর অংশ
শৌর্য্য বীর্য্যশালী সব আর্য্যের সন্তান
ফকির শরীর ধরে উদর পোষণ তরে
মুষ্টি ভিক্ষা তরে ফিরে দীন ম্রিয়মাণ!
সুধুমাত্র আছে নাম এই সেই আর্য্য ধাম
কালের প্রভাব কত করিতে প্রচার!—
তেজোহীন অগ্নি আজ আর্য্যের কুমার!

যোগিনী।

চতুর্থ অধ্যায়।

পাগ্‌লী।

" But I am pestilence ; hither and thither
I flit about that I may slay and smother ;
All lips that I have kissed surely wither."

Shelly.

বেলা প্রায় দশটা। সুবর্ণপুরে রঘুনাথের বাটীর সম্মুখে কিয়দ্দূরে কতকগুলি লোক সমবেত হইয়া গোল করিতেছে, এবং ক্রমাগত চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া তথায় জড় হইতেছে। দুটি যুবক সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। উভয়েরই বয়ঃক্রম বিশ বৎসরের মধ্যে। এক জন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; অপর জন গৌরবর্ণ। লোকের গোল দেখিয়া তাহারা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল " ওখানে কি ? " " পাগ্‌লী এসেছে " এই কথা বলিতে বলিতে সে ব্যক্তিও সেই দলে মিশিয়া গেল। এই কথা শুনিয়া শ্যামবর্ণ যুবা কহিল " চল আমরাও গিয়া দেখি। " তাহারাও সেই স্থানে উপস্থিত হইল। দেখিল একটী বৃদ্ধা নাচিতেছে ও গান করিতেছে। ইহা-কেই লোকে পাগ্‌লী বলে। পাগলী দিব্য গৌরাঙ্গী। মস্তকে লম্বা লম্বা জটা, অবশিষ্ট কেশকলাপ পৃষ্ঠের উপর ঝুলিতেছে। হস্তে এক গাছি দীর্ঘ যষ্টি। কণ্ঠদেশে এক ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা, অঙ্গে ভস্ম মাখা। কটিতে এক খানি অর্দ্ধমলিন জীর্ণ বস্ত্র। পাগ্‌লীকে সকলেই ভাল বাসে। বস্তুতঃ পাগ্‌লীর মুখমণ্ডলের এরূপ মোহন ভাব যে তাহা অনায়াসে সকলকেই আকৃষ্ট করিয়া থাকে এবং তাহাকে দেখিলে সামান্য রমণী বলিয়া বোধ হয় না। পাগ্‌লী পাগলের ন্যায় নৃত্য করে, গান করে; কিন্তু সুস্থির চিত্তে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে পাগ্‌লী পাগল নহে। পাগ্‌লী আপনার গুণে লোকের মনের উপর এরূপ আধিপত্য স্থাপন করি-য়াছে যে পাগ্‌লীকে দেখিলেই তাহারা স্ব স্ব কার্য্য ভুলিয়া যায় এবং তাহাকে লইয়া কৌতুক করিতে থাকে।

পাগ্‌লী কখন হা হা করিয়া হাসিতেছে, কখন কটিতে হস্ত দিয়া নাচিতেছে, গুন্‌ গুন্‌ স্বরে গান করিতেছে এবং সমস্ত লোকে এক ভাবে তাহার সেই রঙ্গ দেখিতেছে।

দেখলাম আমি গোকুল ধামে
বসে রাধা শ্যামের বামে।
এই হল মা ভবে এসে—
হা হা হা—
এই বেলা মন নাও রে হেসে
ধর্‌বে কালে যখন চুলে ছাড়্‌বে নাকো বাবার নামে।

পাগলী নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে এই গীতটী গাইতে গাইতে ছুটিল। কিছু দূরে যাইয়া আবার ফিরিল।

রাজার রাণী ভিখারিণী
দেখ্‌বি যদি আয়।
পাগল বেশে দেশে দেশে
ভ্রমে পেটের দায়।—

তুড়ি দিতে দিতে নাচিতে নাচিতে পাগ্‌লী আবার গান আরম্ভ করিল।

কালের গতি বৃন্দে দূতী
বোলব কি তোমারে।
রবির অস্ত! জগৎ ন্যস্ত
জলের উপরে।
সদাই চঞ্চল ঘুর্‌চে কেবল
যেমন চাকা খানা।
পরাণ কাঁদে দারুণ খেদে
মন মানে না মানা।
তাক্‌ তুড় তুড় তাক্‌ তুড় তুড়
ডাকে গুড় গুড় ডাকে গুড় গুড়
নবীন মেঘের মালা
রাজ কুমারী বনচারী
কালের এমনি খেলা।
যায় না মায়ের জ্বালা।

পাগ্‌লীর গান শেষ হইল। ঝুলি হইতে এক ছড়া মালা বাহির করিয়া জপ করিতে লাগিল এবং বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র বলিতে লাগিল। কোন কোন লোক দুই একটী করিয়া পয়সা দিতে গেল; কিন্তু পাগ্‌লী পয়সা লইল না।

তাঁবার পাতে কাজ কি আছে বল?
আমার ধন আমায় দিবি সে ধনে কি ফল?
যে তপনে, দেখে গগনে, বলগো আমায় চন্দ্রাননে
মেলে পত্র নবীন নেত্র ফুটবে হৃদ্‌ কমল
মায়ের সুত গুণ যুত হোস্‌ যদিগো তোরা যত
আন্‌গো তারে বিনয় করি মকর গঙ্গাজল।

এই গানটি গাইতে গাইতে পাগ্‌লী আবার ছুটিল। "ক্ষেপি, শোন্‌ বলি" বীণাবিনিন্দিত অতি মধুর স্বরে তাহার মধ্য হইতে একটী বালিকা ডাকিল। সেই শ্যামবর্ণ যুবার শ্রবণ বিবরে এই কথা কয়টী যেন অমৃত ধারা ঢালিয়া দিল। সুধা মনোবেদনা নিবারণ করে, তাপিত হৃদয় শীতল করে; কিন্তু এই সুধাস্পর্শে তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। দুরন্ত কন্দর্প যেন সদর্পে একেবারেই সুশাণিত পাঁচটী পুষ্পবাণ দ্বারা তাহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিল। এই ভূমণ্ডল কি বিচিত্র স্থান! এই মনুষ্য কি বিচিত্র জন্তু এবং সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের কি বিচিত্র মহিমা! কামিনীকণ্ঠবিনিঃসৃত সেই সুমধুর বাক্য শ্রবণে কাহার হৃদয় হয় ত বিমল আনন্দ সলিলে অভিষিক্ত হইল; এবং কাহার বা হুতাশনে দগ্ধ হইল। শরদিন্দুর হাস্যপূর্ণ মুখমণ্ডল দর্শনে কেহ বা আনন্দে বিহ্বল হইল; কাহার বা অন্তঃকরণের নির্ব্বাণ-প্রায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কোন্‌ মনুষ্য কিসে সুখী হয়, ইহা কে জানিতে পারে? আমি যাঁহাকে সাধু বলিয়া সম্মান করি, অন্যে হয় ত তাঁহাকে পাপিষ্ঠ পামর বলিয়া ঘৃণা করে। পৃথিবীতে দুটি মনুষ্য এক প্রকৃতির নাই। শাস্ত্রে মনুষ্যকে ঈশ্বরের প্রতিকৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে; ঈশ্বরের পরই মনুষ্য পূজনীয়। মনুষ্য এই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পদার্থ। ঈশ্বর এই মনুষ্যকেই কেবল জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা প্রভৃতি দেবোচিত গুণ সমূহে ভূষিত করিয়াছেন। মনুষ্য এই সকল গুণের অনুরূপ কিরূপ কাজ করেন, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তিনি তাঁহাকে কার্য্যের স্বাধীনতা দিয়াছেন। যাহা

ইচ্ছা মনুষ্য করিতে পারিবে—তাহা দুষ্কর্ম্মই হউক বা সৎকর্ম্মই হউক তিনি তাহাতে বাধা দেন না। জানিয়া শুনিয়া যখন মনুষ্য পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে তাঁহার প্রতিবন্ধক ঘটাইবার প্রয়োজন কি? যদ্যপি মনুষ্য জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেচনার মস্তকে পদাঘাত করিয়া স্বার্থসিদ্ধি ও কুপ্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিবার জন্য অন্ধ হইয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয়, দিউক, পরে ইহার বিচার হইবে, ইহাই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য। তিনি মানুষকে পদ দিয়াছেন চলিবার জন্য, হস্ত দিয়াছেন কার্য্য করিবার জন্য, শ্রবণ দিয়াছেন শুনিবার জন্য, মুখ দিয়াছেন আহার করিবার জন্য; যদ্যপি মনুষ্য পা থাকিতে উঠিল না, হস্ত থাকিতে কার্য্য করিল না, কর্ণ থাকিতে শ্রবণ করিল না এবং মুখ থাকিতে আহার করিল না, কেবল "জীব দিয়াছেন যিনি খাইতে দিবেন তিনি" এই কথা ভাবিয়া এক স্থানে বসিয়া থাকিল, পরমেশ্বরের কখন সেই পাপিষ্ঠ পামরের প্রতি দয়া হয় না। এইরূপ তিনি ধন দিয়া মান দিয়া, সম্পদ দিয়া মনুষ্যকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহারা জন্মান্তরে সুখরাজ্যে বাস করিবার উপযুক্ত কি না।

মানুষ আপনার দোষে আপনাকে অসুখী করিয়া থাকে। যত দিন মনুষ্য ঈশ্বর দত্ত এই সকল সদ্‌গুণের উত্তমরূপ পরিচয় দিতে না শিখিবে, ততদিন পৃথিবী রক্তস্রোতে ও পাপস্রোতে প্লাবিত হইবে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুটি পথ। প্রথমটির কয়টি সোপান কিছু ক্লেশকর, কিন্তু চরমে অনন্ত সুখ শান্তি; দ্বিতীয়টির প্রথম কয়টি সোপান মসৃণ ও মোহকর; কিন্তু শেষে অনন্ত নরক যন্ত্রণা। আমাদের শ্যামবর্ণ যুবা যুবতীর মধুর স্বরে একেবারে বাতুল হইয়া উঠিল।

সেই যুবতী আবার বলিল "ওক্ষেপি চল্‌না আমাদের বাড়ী চল্‌, তোরে ভাত খেতে দিব।" কিন্তু পাগ্‌লী সে কথায় কর্ণপাত করিল না, এই গানটি গাইতে গাইতে ছুটিল,—

কেউ এস না আমার পাশে।
কাল হলাহল আমার শ্বাসে॥
অনল জ্বলে আমার গায়
জগৎ তায় পুড়ে যায়—
সর্ব্বনাশ তার বাতাসে॥
কেউ এস না আমার পাশে।

পাগ্‌লী অদৃশ্য হইল। দর্শকেরা স্ব স্ব কর্ম্ম করিতে গেল। কেবল সেই দুটি যুবা রহিল। সকলে চলিয়া গেলে শ্যামবর্ণ যুবা তাহার সহচরকে কহিল্‌ "বিজয়! দেখেছ?"

বিজয় একটু হাসিয়া কহিল "যাহার চক্ষু আছে, সেই দেখিয়াছে।"

প্রথম যুবা। "তবে এখন কর্ত্তব্য কি?"

বিজয়। "কর্ত্তব্য শিকার করা। কিন্তু এই হরিণী কোন্‌ বনে বাস করে জান?"

প্রথম যুবা। তা জানি না; চল দেখি কোন্‌ বনে প্রবেশ করে।

এই বলিয়া সেই যুবাদ্বয় কিঞ্চিৎ দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল এবং অনন্যমনে যাইতে যাইতে দেখিল, সেই যুবতী রঘুনাথের বাটীতে প্রবেশ করিল।

বিজয় একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। "এত বড় দীর্ঘনিশ্বাস যে?" প্রথম যুবা একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"এটা কি আশ্চর্য্য দেখ্‌লে নাকি? বিজয় উত্তর করিল। "আশ্চর্য্য বই কি।"

"কেন? তুমি কি এ মৃগশাবকটী শিকার করা সহজ ভাবিয়াছ?"

"তা বই কি?"

"সে তোমার ভ্রম। এটী সিংহ শাবক। এ কাজ এক প্রকার অসাধ্য সাধন।"

"আমি তাহা মানি না। যে ব্যক্তি মায়ের কোল হইতে শিশু সন্তানকে চুরী করিয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহার পক্ষে একটা বালিকাকে চুরী করা কিছু কঠিন কার্য্য নহে। তবে শীঘ্র আর বিলম্ব; কষ্টে আর সহজে। অনেক কষ্ট না করিলে সুখ লাভ হয় না, তাহা তুমি জান? কোন বিষয়েই ভগ্নোদ্যম হওয়া উচিত নহে। চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই; চেষ্টা করে দেখ সফল হও ভাল, না হও ক্ষতি কি?"

বিজয়। তা বেশ; কিন্তু এখন চল, বেলাও অধিক হইয়াছে; আহারান্তে মনোরথ সিদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে।

প্রথম যুবা। অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেলে আবার তারে পুনঃ প্রজ্বলিত করিতে

হইলে অনেক কাঠ খড় আবশ্যক করে। তুমি কি এই অগ্নিকে নিবাইয়া দিতে চাও?

বিজয়। সুরেন! তুমি সকল কাজেই ভারি ব্যস্ত। এ সকল কার্য্য কি সহজেই সম্পন্ন হয়? বিশেষতঃ রঘুনাথ একজন ভয়ানক ধূর্ত্ত ও চতুর লোক। তাঁহার চক্ষে ধূলা দিয়া এই কামিনীকে হরণ করা বড় কঠিন কার্য্য। আবার দুরন্ত কৃতান্ত দূত সদৃশ চারিদিকে প্রহরী। তা এখন চল। উতলা হইলে কার্য্য সিদ্ধ হয় না।" কৃষ্ণবর্ণ যুবার নাম সুরেন্দ্র। এই কথা শুনিয়া সুরেন্দ্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "তবে চল।" এই বলিয়া উভয়ে চলিয়া গেল। পাঠক বুঝিয়াছেন ঐ যুবতী প্রিয়তমা।

যোগিনী

পঞ্চম অধ্যায়।

দুই বন্ধু।

" Day chases night, and night the day
But no relief to me convey. " Duncombe.

একটী প্রকাণ্ড প্রান্তর। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর মরুমাঝে একটী বটবৃক্ষ ও একটী মন্দির আছে। সেই মন্দিরে একটী সন্ন্যাসী বাস করে। বটবৃক্ষতলে একটী ফোয়ারা, পথিকগণ পথশ্রামে ক্লান্ত হইয়া এই স্থানে বিশ্রাম করে।

বেলা দুই প্রহর। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড মস্তকের উপর হইতে প্রদীপ্ত পাবকরাশি সদৃশ কিরণরাশি বিকীরণ করিয়া বসুমতীকে দগ্ধ করিতেছেন। সমীরণ ভীত হইয়া গিরিগহ্বরে লুক্কায়িত হইয়াছেন—কদাচিৎ সেই বটতরুর দুই একটী পত্র ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। এক একবার পাপীয়া কখন বা বউ কথা কও পাখী সেই নিবিড় বট শাখার সুশীতল ছায়ায় বসিয়া ঝঙ্কার করিয়া উঠিতেছে। মায়াবিনী মরীচিকা, তটিনী, তড়াগ, সরোবর প্রভৃতি বিবিধ নয়নমনোমোহকর সামগ্রীর সৃষ্টি করিয়া মধুর হাস্য হাসিতেছে। তৃষ্ণাতুর পথিকগণ এই মায়াবিনীর মায়ায় পড়িয়া অনেক সময়ে বিষম ক্লেশ পাইয়া থাকে।

সেই প্রান্তরে—সেই সুশীতল বটচ্ছায়ায় এই মধ্যাহ্ন সময়ে একটী যুবা-পুরুষ বসিয়া আছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ১৮। ১৯ বৎসর হইবে। গঠন দোহারা গৌরবর্ণ. মুখমণ্ডলের ভাব অতি রমণীয়, প্রসন্ন ও ঈষদ্ হাসি হাসি অথচ অল্প বিষণ্ণ বিষণ্ণ। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় তিনি কোন প্রসিদ্ধ কুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন। যে যে গুণ থাকিলে পুরুষ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তাঁহার সে সমস্ত গুণের কোনটীরও অভাব ছিল না। এই মাত্রই তিনি .যেন রৌদ্র হইতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন ; ললাট ঘর্ম্মাক্ত ও ঈষদ্ লোহিত এবং ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে।

অতঃপর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া তিনি আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন "যখন হৃদয় গুমে গুমে পুড়িতে থাকে, সুশীতল সলিল তাহা নির্ব্বাণ করিতে পারে না ; তবে জলপানে ফল কি ? শরীরে চন্দন লেপন করিলে মর্ম্মপীড়া নিবারণ হয় না ; যখন ভুজঙ্গ হৃদয়ের অভ্যন্তরে বসিয়া তীব্র বিষদন্ত দ্বারা অন্তরাত্মাকে দংশন করিতে থাকে, বাহিরে ঔষধ প্রয়োগ করিলে সে জ্বালা জুড়ায় না।—নয়ন বৃথা বার বার সতৃষ্ণভাবে ঐ জলাধারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ ! এ তৃষ্ণা জলতৃষ্ণা নহে ; এ দুঃখ শারীরিক দুঃখ নহে। এ বেদনা মর্ম্মবেদনা। জলে এ তৃষ্ণার শান্তি হয় না, ঔষধে এ বেদনা দূর হয় না।—হৃদয় ! বিদীর্ণ হও না, ভয় করিতেছ কেন ? প্রাণ ! বহির্গত হও না, মায়া করিতেছ কেন ? এই হৃদয়পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিতে না পারিলে তোমার নিস্তার নাই।"

এইরূপ অনেকক্ষণ বিলাপ করিয়া তিনি নীরব রহিলেন, পরে সেই ফোয়ারা হইতে সুশীতল জল পান করিয়া সেই স্থানে শয়ন করিলেন। পথশ্রান্তে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং অবিলম্বে নিদ্রাদেবী তাঁহার আকর্ণবিশ্রান্ত বিশাল নয়নযুগল অধিকার করিলেন, তিনি স্বল্পকাল মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইল, তথাপি যুবার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। এই জন্যই নিদ্রার নাম ভবতাপনিবারিণী। নিদ্রা যদি দরিদ্রদিগের প্রতি একপ অনুকম্পা না করিতেন, তাহা হইলে এই পৃথিবী কি ভয়ঙ্কর স্থান হইত ! কেবল অর্থহীন মনুষ্য দরিদ্র নহে। দরিদ্র শব্দের গভীর অর্থ। দূরদর্শী পণ্ডিত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণই এই শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্যকরূপ বোধগম্য করিতে সক্ষম।

কি ধনী কি নির্ধন কি রাজা কি প্রজা সামান্যতঃ সকলেই দরিদ্র। যিনি জ্ঞান ধনে ধনী না হন, তিনিই দরিদ্র। কৃপণের ধন আছে, কিন্তু সে ধন ব্যয় করিতে পারে না, সুতরাং লক্ষপতি কৃপণও দরিদ্র। যাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের নিগূঢ় তত্ত্বের নিরূপণে অসমর্থ, তাঁহারাই দরিদ্র। রবির উদয় অস্ত যাঁহার চক্ষে উদয় অস্ত মাত্র, ঋতুর পরিবর্ত্তন পরিবর্ত্তন মাত্র, এবং স্বভাবের সমস্ত কার্য্যই যাঁহার চক্ষে কার্য্য মাত্র, তিনিই দরিদ্র। বিপুল ঐশ্বর্য্য ও সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের অধিপতি ধনী নহেন। সুখে, শোকে, বিপদে ও সম্পদে, যাঁহার কখন চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে, তিনিই ধনী ও তিনিই সুখী। ভীষণ মশান, ভীষণ শ্মশান, ভয়ঙ্কর মরুভূমি, রমণীয় কুসুম উদ্যান, উন্নত শৈলশিখর, গভীর পাতাল, বিজন অটবী, সুরম্য জনস্থান, এবং কি সুন্দর কি কুৎসিত জগতের সমস্ত বস্তুই যাঁহার হৃদয়ে সমভাবে সমান আনন্দ উৎপাদন ও লোচনদ্বয়কে পুলকিত করে, তিনিই ধনী ও তিনিই সুখী। নিদাঘের প্রচণ্ড প্রতাপ, প্রাবৃটের অজস্র বর্ষণ, শরদের প্রসন্ন ভাব, শিশিরের হিমানী; শীতের করাল বেশ এবং মধুমাসের মধুমাখা হাসি যিনি সমভাবে উপভোগ করিতে সমর্থ, তিনিই ধনী। যাঁহার প্রকৃতি জগতের প্রকৃতির সঙ্গে মিশিতে পারে, তিনিই ধনী। কি জাগরণে কি নিদ্রিতাবস্থায় তিনি সকল সময়েই বিমল আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁহার নিদ্রার প্রয়োজন কেবল শরীর রক্ষার জন্য। যাহারা নিরন্তর অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হইতেছে, তাহাদের নিদ্রা সেই নিদারুণ মর্ম্মবেদনার শান্তির জন্য। জন্ম হইলেই মৃত্যু অপরিহার্য্য, এ কথা সকলেই জানেন; জগতে মৃত্যুর যেমন স্থিরতা আছে, কোন বস্তুরই তেমন স্থিরতা নাই। মরিব, এটী নিশ্চিত। কিন্তু ইহার গূঢ় অর্থ কেহ বুঝেন না, অথবা বুঝিতে চেষ্টা করেন না। যিনি বিশ্বসংসারের মোহমায়ায় মুগ্ধ নহেন, বিষয় সুখের বশীভূত নহেন, আশার সেবক নহেন, ইন্দ্রিয়ের উপাসক নহেন, তিনি সকল অবস্থাতেই সমান সুখী, এবং তিনিই ধনী। লোকের ঘোর কুসংস্কার ধনীর পদে পদে বিপদ; কিন্তু সুস্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যিনি অকিঞ্চিৎকর নশ্বর ধনে ধনী, তাঁহারই পদে পদে বিপদ, কিন্তু যিনি জ্ঞানধনে ধনী, তাঁহার আদৌ কোন বিপদ নাই। তিনি সর্ব্বদা নিরাপদ। তাঁহার শত্রু নাই। তাঁহার কোন দুরাকাঙ্ক্ষা থাকে না। যাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহার কোন প্রকার চিন্তাও নাই;

যেমন ইন্ধন মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়া অল্পকালেই তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলে, চিন্তাও অজ্ঞাতভাবে সেইরূপ হৃদয়কে ভগ্ন করিতে থাকে চিন্তা যাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না, তিনিই যথার্থ সুখী। যিনি জ্ঞান ধনে ধনী, তাঁহার একমাত্র চিন্তা আছে। সে চিন্তা পবিত্র, বিশুদ্ধ ও গম্ভীর। সে চিন্তা ঈশ্বর চিন্তা। এই চিন্তা নিবিড়তিমিরাচ্ছন্ন মনুষ্যহৃদয়কে সুপ্রখর রবি-কিরণে আলোকিত করে এবং এই চিন্তা মনুষ্যকে সকল প্রকার সদ্‌গুণে ভূষিত করে।। কিসে রাজত্ব রক্ষা হইবে— প্রভুত্ব অখণ্ড থাকিবে, রাজার এই দারুণ চিন্তা যিনি জ্ঞান ধনে ধনী তাঁহার হৃদয়কে আকুল করে না; কিসে মান সম্ভ্রম অক্ষত থাকিবে, মানীর এই চিন্তা তাঁহাকে অধর্ম্ম পথে লইয়া যায় না; এই অতুল ধনসম্পত্তি এই বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার কোথায় রাখিব, সম্পত্তিশালীর এই দুশ্চিন্তা তাঁহার নিকট গমন করিতে পায় না; কি করিয়া সংসার যাত্রা সচ্ছন্দরূপে নির্ব্বাহ করিব, কি করিয়া এই অপোগণ্ড সন্তানদিগকে প্রতিপালন করিব, দরিদ্রের এই সাংসারিক চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করে না এবং তিনি উপযুক্ত পুত্রবিয়োগেও অভিভূত হন না। তিনি জানেন সংসারের এইরূপ নিয়ম। সুতরাং তাঁহার নিদ্রার তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যাহারা জ্ঞানধনে বঞ্চিত, তাদৃশ দরিদ্র ব্যক্তি দিগের উপরেই নিদ্রাদেবীর সবিশেষ অনুগ্রহ থাকা আবশ্যক। যদি সেই সকল দরিদ্রের প্রতি নিদ্রার তাদৃশ দয়া না থাকিত, তাহা হইলে কি সংসার অকালে উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত না? সংসারে অসুখী কে? ঐ সকল ব্যক্তিই বাস্তবিক অসুখী। উহারা সহস্র সহস্র সুখসাধন উপায় অন্বেষণ করিয়াও সুখী হইতে পারে না। সুখ আপনার মনে। সুখের অনুসন্ধানে দেশ বিদেশে পর্য্যটন করিলে সুখের দর্শন পাওয়া যায় না। সুখ ধর্ম্মানু-ষ্ঠানে। যাঁহারা ন্যায় পথে থাকিয়া ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হইতে সমর্থ, তাঁহারাই সুখী এবং জ্ঞানবান ব্যক্তিই ধনী।

বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, তথাপি যুবকের নিদ্রা ভাঙ্গিল না। দেখুন, এই ব্যক্তি এইমাত্র আপনাকে কত ধিক্কার দিতেছিল, বিশ্বসংসার বিষপূর্ণ দেখিতেছিল, এখন কি তাহার সেই সকলের কণামাত্রও স্মরণ আছে?

ঐ সময়ে এক যুবক অশ্বারোহণে দ্রুতগমনে সহসা সেই স্থানে আসিয়া উপ

স্থিত হইল। সেই শব্দে পথিকের নিদ্রা ভাঙ্গিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন, সমস্ত দিন কিছুই আহার করেন নাই, ক্ষুধার অত্যন্ত উদ্রেক হইল। হঠাৎ নবাগত যুবকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল; তিনি অমনি মস্তক অবনত করিলেন। কিন্তু অশ্বারোহী তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং "কে প্রিয়কুমার!" এই কথা বলিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ ও অশ্বকে বটবৃক্ষে বন্ধন করিয়া প্রিয়কুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন প্রিয়! তোমার এ দুরবস্থা কেন?" প্রিয়কুমার উত্তর দিলেন না। অশ্রুধারা নয়নযুগল হইতে নির্গত হয় হয়, কিন্তু একটী উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস তাহা নয়নেই শুকাইয়া দিল। সহসা কে যেন তাঁহাকে কহিল "প্রিয়কুমার সাবধান হও; ধৈর্য্যাবলম্বন কর চিত্তবেগ সংবরণ কর।" প্রিয়কুমারের চৈতন্য হইল। তিনি বহুযত্নে মনের বেগ সংবরণ করিলেন। মস্তক অবনত হইয়া রহিল।

নবাগত যুবা তাঁহার চিবুক ধরিয়া মস্তক উত্তোলন করিলেন। কিন্তু আনন্দ আজ নিরানন্দে ভাসিতেছে,—সেই হাসিমাখা মুখে হাসি নাই, সেই নীলোজ্জল বিশাল নয়ন যুগলের সে অপূর্ব্ব শোভা নাই। যুবা অতিশয় অধীর হইয়া উঠিল এবং কাতরভাবে মধুরস্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিল "ভাই! একেবারেই কি স্বভাবের এত পরিবর্ত্ত হইল? কি জন্য তোমার এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে, শীঘ্র বল, আমার হৃদয় অতিশয় আকুল হইয়া উঠিতেছে।

প্রিয়কুমার সমাগত যুবকের আগ্রহে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত প্রিয়তমাকে ভুলিলেন এবং মনোবেদনাকে বিদায় দিলেন। বিবেচক লোকের কোন বিষয়ে একান্ত অভিভূত হওয়া বিধেয় হয় না। যখন নিশ্চয়ই জানিতেছি এ রোগের প্রতিকার নাই, যখন জানিতেছি এ জ্বালা জুড়াইবার অন্যের শক্তি নাই, তখন একান্ত অধীর হওয়া নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য্য। পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া সেই জ্বালার নিবারণের চেষ্টা পাওয়া বিজ্ঞের উচিত। প্রকাশ করিয়া কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু এমন অবস্থায় চিত্তবেগ সংবরণ করা সহজ কাজ নয়। বর্ষাকালে হিমাদ্রিশিখর হইতে যখন প্রচণ্ডবেগে সলিলরাশি পতিত হয় এবং প্রবল প্রতাপে ভূধর অঙ্গ চূর্ণ করিয়া সদর্পে দ্রুত পদে ধাবমান হয়, সম্মুখে যদি বৃহদাকার প্রস্তর খণ্ড তাহার

গতিরোধ করে, তখন যেমন সেই সলিলরাশি সেই প্রস্তর খণ্ডকে অপসারিত করিতে অসমর্থ হইয়া সেই গভীর গহ্বরে ঘূর্ণিত ও তরঙ্গিত হইতে থাকে এবং কর্কশ নির্ঘোষে ভূতল অবধি কম্পিত করিয়া তুলে; মনোবেদনা মনোমধ্যে নিবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইলে দারুণ বেগ সেইরূপ হৃদয় মধ্যে ঘূর্ণিত, ও তরঙ্গিত হইতে থাকে। তবে দুঃখের কথা অন্যের নিকটে প্রকাশ করিয়া বলিলে দুঃখের লাঘব হয় বটে; কিন্তু এ বিধি পুরুষের পক্ষে নয়। শোকবেগ ধারণে অসমর্থ সঙ্কীর্ণ হৃদয় রমণীগণের পক্ষে এই বিধি, আর যে সকল পুরুষের অন্তরাত্মা নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ও হৃদয় ক্ষুদ্র তাহারাও একপ্রকার রমণী; অতএব তাহাদের পক্ষে এই বিধি।

প্রিয়কুমার আপনার মহত্ব ও ধৈর্য্য শক্তির পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন; অনায়াসে ভয়ঙ্কর মনোবেদনার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন; রবি যেন নিবিড় নীরদপুঞ্জ হইতে বহির্গত হইল। তখন তাঁহার বদনমণ্ডলের সুপ্রখর জ্যোতি ও নয়নযুগলের নীলোজ্জ্বল আভা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তিনি একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন " ভাই সুরেন! আমি তোমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছি, ক্ষমা করিও।"

সুরেন্দ্র পাঠকের পরিচিত। এই যুবা সেই সুরেন। সুরেন ব্যস্ত হইয়া কহিল " আমি তোমায় ক্ষমা করিব? কই তুমিত আমার কোন অনিষ্ট কর নাই। তোমার এই দারুণ শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? বল; আমার মন অতিশয় কাতর হইতেছে।

প্রিয়কুমার কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া কহিলেন " বলিব, কিন্তু এখন বলিতে পারি না। ভাই সুরেন! সত্য সত্যই আমি ভারী বিপদে পড়িয়াছি।"

সুরেন কহিল " তোমার কোন চিন্তা নাই; আমি বুঝিয়াছি রঘুনাথের সহিত তোমার কোন প্রকার বিবাদ ঘটিয়াছে। যাহা হউক, তুমি দুঃখ করিও না, আমার বাটীতে চল।"

প্রিয়কুমার সুবর্ণপুর হইতে পলায়ন করিয়া প্রায় এক সপ্তাহ কাল পথে পথে ভ্রমণ করেন। প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাই মনে করেন কিন্তু যাইতে চরণ অগ্রসর হয় না, মন সম্মত হয় না। পবিত্র প্রণয়ের ভাবই এইরূপ। এ বন্ধন বড় শক্ত বন্ধন, ইহা ছিন্ন করা প্রেমিকের কাজ নয়। ভালবাসা তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া প্রিয়তমার নিকটেই লইয়া যাইতে

চায়। রজনী প্রভাত হইলে তিনি একবার ভাবিলেন সুবর্ণপুরে ফিরিয়া যাই, কিন্তু লজ্জা ও অভিমান নিষেধ করিল। সুবর্ণপুর বেষ্টন করিয়া তিনি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক সপ্তাহ গত হইল। অদ্য তিনি ইন্দ্রপুরে যাইবার জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন। সুবর্ণপুর আর ইন্দ্রপুর দশ ক্রোশ অন্তর। মধ্যে এই প্রান্তর। সুরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার অকৃত্রিম প্রণয়। দেবে ও দানবে যত ভেদ সুরেনের স্বভাবে ও তাঁহার স্বভাবে তত প্রভেদ। তবে সৌহৃদ্য জন্মিবার কারণ কি, যথা সময়ে যথা স্থানে বর্ণিত হইবে। অনন্তর দুই জনে পদব্রজে ইন্দ্রপুরে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিপ্রদাস।

"Canst thou not minister to a mind diseased;
Pluck from the memory a rooted sorrow;
Raze out the written troubles of the brain;
And, with some sweet oblivious antidote,
Cleanse the stuffed bosom of that perilous stuff
Which weighs upon the heart?"

Shakspeare.

সুরেন্দ্রনাথ নানাপ্রকারে প্রিয়কুমারকে সান্ত্বনা করিলেন; কিন্তু তাঁহার মন প্রবোধ মানিল না। বেলা অনুমান চারিটা। নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রিয়কুমার উপবিষ্ট আছেন। নানা চিন্তা তাঁহার অন্তঃকরণকে আলোড়িত করিতেছে। তিনি একাকী; লোক লজ্জা নাই, ভয় নাই; অবিরল অশ্রুধারা নয়ন যুগল হইতে বিগলিত হইতেছে। চিত্তবেগকে দমন করিবার নিমিত্ত এখন তেমন যত্ন করিতেছেন না। শোকের সাগরে শরীর ঢালিয়া দিয়াছেন। সহসা এক বৃদ্ধ সেই গৃহে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধকে দেখিয়া প্রিয়কুমার মনোভাব গোপন করিলেন; কিন্তু এককালে বৃদ্ধের অভিজ্ঞতাকে প্রবঞ্চনা করিতে পারিলেন না।

"প্রিয়কুমার! আজ তোমাকে বিষণ্ন দেখিতেছি যে, কারণ কি" বৃদ্ধ এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

"বিপ্রদাস! নানাপ্রকার চিন্তা আমার হৃদয়কে জ্বালায়তন করিতেছে। আমি এক্ষণে একটী ভয়ঙ্কর রণভূমির মধ্যস্থলে; দুই পার্শ্বে প্রবল প্রতাপশালী দুই দল সৈন্য ঘোর সমরোন্মত্ত।" প্রিয়কুমার এই উত্তর দিলেন।

বিপ্রদাস রঘুনাথের বাটীতে থাকিত। সে প্রিয়কুমারকে প্রাণাধিক ভাল বাসিত। প্রিয়কুমার সুবর্ণপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিলে তাহার মন অতিশয় আকুল হয়। সে জানিত সুরেন্দ্রনাথের সহিত প্রিয়কুমারের পরিচয় আছে। অনেক অনুসন্ধান করিয়া ইন্দ্রপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। আর সুবর্ণ পুরে গমন করিল না। প্রিয়কুমারও তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন, সুতরাং আপনার নিকট রাখিয়া দিলেন। বিপ্রদাসের বয়ঃক্রম ৬০। ৬২ বৎসর। কিন্তু এখনও শরীরটী বেশ সবল আছে, এবং ৬০ বৎসর বয়স বলিয়া বোধ হয় না। বর্ণটী বেশ টুকটুকে। মুখের ভাব গম্ভীর। বিপ্রদাস কিছু পাগল পাগল; কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে তাহার কার্য্যকলাপ দেখিলে ও কথা বার্ত্তা শুনিলে তাহাকে একজন জ্ঞানী বলিয়া বোধ হয়।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল এখন তোমার কিসের ভাবনা? ওরূপ বয়সে ভাবনা কাহাকে বলে আমি জানিতাম না।

"এখন তোমার বয়ঃক্রম কত হবে?"

"৬০ বৎসরের অধিক।"

"৬০ বৎসরের অধিক! তা কখনই হইতে পারে না। এখনো তোমার চুল ভাল হয়ে পাকে নাই, একটীও দাঁত পড়ে নাই। তুমি জান না, ৬০ বৎসর তোমার বয়স নয়।"

"৬০ বৎসরের বেশী। ৬০ বার দুরন্ত শীত এই মস্তকের উপর দিয়া গিয়াছে।"

"তবে ত তোমার ঢের বয়স হইয়াছে। এই পৃথিবীর তুমি অনেক দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ?"

"যতদিন বাঁচা উচিত ছিল আমি তাহার অধিক বাঁচিয়াছি। অধিক পরমায়ু ভাল নয়। পৃথিবীতে অধিক দিন থাকিতে হইলে নানা ক্লেশ পাইতে হয়। অধিক কাল বাঁচিয়া থাকিলে পৃথিবীর উপরে কেমন একটা মায়া

জন্মে ; পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে তখন আর মন হয় না। মৃত্যুর নামে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। নতুবা মৃত্যুতে ভয়ের কারণ কিছুই নাই। মৃত্যু জীবের পরম বন্ধু—মৃত্যুর তুল্য বন্ধু আর নাই। অন্তরাত্মা যখন নিদারুণ জ্বালায় দগ্ধ হইতে থাকে, সকল প্রকার ঔষধই বিফল হইয়া যায় ; যখন কেহ আর তাহার প্রতি ফিরিয়া চায় না ; মৃত্যুই তখন তাহাকে আদরে কোলে করিয়া হৃদয়ের সেই অনিবার্য্য জ্বালার শান্তি সম্পাদন করে। মৃত্যুর অর্থ লোকে বুঝে না, সেই জন্য মৃত্যুর এই দুর্নাম। মৃত্যুর মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর নয়। মৃত্যু আমাদিগের পরম হিতৈষী। কেন যে মৃত্যুকে হিতৈষী বলিতেছি, অগ্রে দুটী প্রদেশের বর্ণন করি, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে। একটীতে শোক, দুঃখ রাগ দ্বেষ হিংসা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য্যাদি সুখদ্বেষী বিকটাকার রাক্ষস রাক্ষসী সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিতেছে। অপরটীতে সত্য, ধর্ম্ম, সুখ ও শান্তি, নিরন্তর হাস্য করিতেছে। তথায় প্রণয় আছে বিচ্ছেদ নাই, সুখ আছে দুঃখ নাই ; রাগ নাই, দ্বেষ নাই, নিদাঘের প্রচণ্ড তাপ, প্রাবৃটের অজস্র বর্ষণ—এ সকল কিছুই নাই। শরৎ ও বসন্তের সারভাগ মিলিত হইয়া সর্ব্বদা সেখানে বিরাজমান আছে। এই দুটী প্রদেশের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড প্রাচীর ব্যবধান। পৃথিবী সেই প্রথমোক্ত প্রদেশ; দ্বিতীয়টী স্বর্গ; স্বর্গ শান্তিধাম; মৃত্যু সেই শান্তিধামে প্রবেশ করিবার দ্বার। অতএব মৃত্যু ভয়ঙ্কর কিসে?

প্রিয়কুমার সেই পাগল বিপ্রদাসের এই জ্ঞানগর্ভ যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন। বুঝিলেন বিপ্রদাস পাগল নহে, বিপ্রদাস সামান্য লোকও নহে। সুবর্ণপুরে থাকিতে বিপ্রদাস একান্তে বসিয়া প্রিয়কুমারকে কতপ্রকার নীতি শিক্ষা—রাজনীতি, সমাজ নীতি, ধর্ম্ম নীতি, যুদ্ধ নীতি, প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। প্রিয়কুমারও অভিনিবিষ্ট চিত্তে উপদেশ শ্রবণ ও গ্রহণ করিতেন। তাহার চিত্তকে অধিকতর আকর্ষণ করিবার জন্য বিপ্রদাস মধ্যে মধ্যে হাস্যরসোদ্দীপক নীতিপূর্ণ গল্পও করিতেন। প্রিয়কুমার তখন বিপ্রদাসকে চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি বরাবর তাহাকে ভক্তি করিতেন। আজ সেই ভক্তি গাঢ়তর হইয়া উঠিল। একটু নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন " যে সকল কার্য্যের নিগূঢ় কারণ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তুমি তাহার রহস্যোদ্ভেদ কোথায় শিক্ষা করিলে? বাস্তবিক বিপ্রদাস! আমি তোমার বাক্যে অতি-

শয় বিস্মিত হইয়াছি। অথবা বিস্ময়ের বিষয় কি? কোন্ স্থানে কোন্ রত্ন নিহিত আছে এবং কোন্ বস্তু কি গুণ ধারণ করে, তাহা কে বলিতে পারে? যাহাহউক তোমার গুরু কে?”

বিপ্রদাস একটু হাসিয়া কহিল “বৎস! জ্ঞান শিক্ষার জন্য শিক্ষক আবশ্যক করে না। প্রথমতঃ ধর্ম্ম কি আর অধর্ম্ম কি, কোন্ কার্য্য করা উচিত আর কোন কার্য্য করা উচিত নয়, এ সকল হৃদয়মন্দিরাষ্ঠিত আত্মাই মনুষ্যকে বলিয়া দেন। মনুষ্য আপনিই বুঝিতে পারে, অন্যের দ্রব্যে তাহার কোন অধিকার নাই; তাহা অপহরণ করা উচিত নয়, যে কার্য্য উচিত নয়, তাহা করিলেই পাপ। যে ঘটনা ঘটে নাই তাহা বলা উচিত নয়, বলিলেই মিথ্যা বলা হইল; মিথ্যা বলা বড় পাপ, অন্যকে প্রহার করা উচিত নয়, কারণ আমাকে যদি কেহ প্রহার করে তাহা আমি ভাল বাসি না। আমি যাহা ভাল বাসি না, অন্যে তাহা ভাল বাসিবে কেন? যে সামগ্রী জ্ঞানকে নষ্ট করে, বুদ্ধিকে বিকৃত করে, সহজ মনুষ্যকে পাগল করিয়া তুলে, তাহা পান বা ভোজন করা অনুচিত, এ কথা কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হয়? এই জন্য সুরাপান নিষিদ্ধ। তবে কি না মনুষ্য ভ্রমপ্রমাদ শূন্য নহে, সুতরাং তাহার কোন কার্য্যই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। অদ্য কোন পণ্ডিত একটী দুরূহ বিষয়ের যেরূপ মীমাংসা করিলেন, তাহাই সর্ব্ববাদি-সম্মত বলিয়া আদৃত ও পরিগৃহীত হইল; কিন্তু কল্য আর একজন আবার সেই বিষয়ের আর এক প্রকার মীমাংসা করিলেন, তাহার উজ্জ্বল সদ্‌যুক্তি-শালিতা সকলকে মোহিত করিয়া তুলিল। পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে উপেক্ষা করিয়া লোকে একে একে এই নবাবিষ্কৃত পথের পথিক হইতে লাগিল। পরিশেষে পূর্ব্ব পণ্ডিতের মান সম্ভ্রম লয় পাইল। মনুষ্যের নিকট আজ যাহা মিথ্যা, কাল্ তাহা সত্য হইতেছে, আজ যাহা ধর্ম্ম, কাল্ তাহা অধর্ম্ম হইতেছে এবং আজ যাহা অধর্ম্ম, কাল তাহা ধর্ম্ম হইতেছে। অতএব মানুষ কিরূপে জ্ঞান শিক্ষা দিবার অধিকারী? যিনি শিখিবেন, তাঁহারই বা লাভ কি? অন্ধ অন্ধের পথপ্রদর্শক হইলে দুর্ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। দুই জনেই পথি মধ্যস্থিত কূপ মধ্যে পতিত হয়। তবে কি কেহ মানুষের উপদেশ শুনিবে না এবং মানুষের নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিবে না? প্রথমতঃ শিক্ষাগুরুর নিকটে কিছু না শিখিলে স্বভাব হইতে জ্ঞানোপার্জ্জন করা

সকলের পক্ষে সহজ হয় না। পৃথিবী অনন্ত জ্ঞানরত্নের ভাণ্ডার; যাঁহারা জ্ঞান ধর্ম্ম ও সত্যানুসন্ধানে তৎপর হন, সেই চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই প্রকৃতি হইতে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। রবি, শশী, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, তটিনী, তড়াগ, অর্ণব, অচল, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী কিছুই তাঁহাদের সতর্ক নয়নযুগলকে প্রবঞ্চনা করিতে পারে না। ফলতঃ পৃথিবীস্থ সমস্থ বস্তু কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ তাঁহাদের নয়নযুগলকে সমভাবে আকর্ষণ করে। একটী সামান্য বনকুসুম হইতে অশেষ জ্ঞানলাভ করা যায়। ফুলটীর কুঁড়ী হইল, কুঁড়ীটী ফুটিল, শুকাইল; দেখিয়া কি শেখা গেল? এই শিক্ষা হইল, মানুষের কি যৌবন কি রূপলাবণ্য কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তবে মনুষ্য জীবনের সার কি? সার পরোপকার ও ধর্ম্ম। ধর্ম্মপথে থাকিয়া মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করাই কর্ত্তব্য।"

এখন প্রিয়কুমার স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন, বিপ্রদাস একজন যথার্থ জ্ঞানী-লোক। এরূপ লোকের সঙ্গে বাক্যালাপে পরমানন্দলাভ কেন না হইবে? তিনি তখন সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। হৃদয় জলভারাক্রান্ত জলধরের ন্যায় ফলভারাক্রান্ত তরুবরের ন্যায় ক্রমে ক্রমে নিতান্ত অবনত হইয়া পড়িতেছিল, এক্ষণে তাহা অল্পে অল্পে উন্নত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দিবাকর এক একবার দেখা দিতে লাগিলেন। তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল যত দীর্ঘকাল জীবিত থাকা যায়, ততই ত জ্ঞানের উন্নতিসাধন হইতে পারে? অপরিপক্ক বয়সে ঈশ্বরের এই বিচিত্র কার্য্যের নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপণ করা সাধ্যায়ত্ত নয়, তবে তুমি দীর্ঘ জীবনকে নিন্দা করিতেছ কেন? দীর্ঘজীবন মনুষ্যকে অভিজ্ঞতা প্রদান করে, দীর্ঘ-জীবনে বহুদর্শিতা জন্মে। যদি জন্মিলাম ও মরিলাম তবে জন্মিয়া ফল হইল কি? কেবল জন্ম ও মৃত্যুর জন্য মনুষ্যের সৃষ্টি নয়, ঈশ্বরের কোন গূঢ় অভি-প্রায় সাধনের নিমিত্ত মনুষ্যের সৃষ্টি।"

"এ কথা সত্য।" বিপ্রদাস উত্তর করিল। দীর্ঘজীবনে বিদ্যা লাভ ও জ্ঞান সঞ্চয় হয় এবং অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা জন্মে, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু দীর্ঘ জীবন শোক দুঃখের অপার সাগর স্বরূপ। জ্ঞান ও বিদ্যা দুটী স্বতন্ত্র পদার্থ। বিদ্বান হইলেই লোক জ্ঞানী হয় না, অভিজ্ঞ বা বহুদর্শী হইলেই লোক জ্ঞানী

হয় না। অনেকে বিদ্বান হইয়া অহঙ্কারে মত্ত হয় এবং অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী বলিয়া গর্ব্বে ফাটিয়া যায়। তাহাদিগের সে বিদ্যা বিদ্যা নয়, তাহাদিগের সে অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা নয়। বিদ্বান হইয়া যে ব্যক্তি জ্ঞানী হয়, তাহার বিদ্যাই বিদ্যা, আর বহুদর্শী হইয়া যে জ্ঞানী হয়, তাহার বহুদর্শিতাই বহুদর্শিতা।

বৃদ্ধ নীরব হইল। অতিশয় সুখী হইয়া প্রিয়কুমার কহিলেন, বিপ্রদাস! তুমিই প্রকৃত জ্ঞানী। তোমার সঙ্গে কথোপকথন করিয়া আমি কি পর্য্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম বলিতে পারি না। তুমিই যথার্থ সুখী। কিন্তু একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, হৃদয়ের সহিত মিলিত হইয়া যে জ্বালা নিরন্তর অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিতেছে, সেই জ্বালা জুড়াইবার কোন মহৌষধ আছে কি না?

বৃদ্ধ কহিল পৃথিবীতে প্রকৃত সুখী কেহই নাই। সময়ে সময়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকেও অসুখী হইতে হয়। আমি কত শত সাম্রাজ্যের সৃষ্টি ও পতন দেখিলাম; কত শত সুরম্য নগরীর নির্ম্মাণ ও ধ্বংস দেখিলাম; আমার সম্মুখে কত ভয়ঙ্কর মরুভূমি জনকোলাহলপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগর হইল, আবার কত নগর মরুভূমি হইয়া গেল! কত জাতির অভ্যুদয় ও পতন আমার নয়নগোচর হইল; কত শত সুচতুর লোক জন্মগ্রহণ করিলেন, আবার বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইলেন। আমি ভিক্ষুককে সাম্রাজ্যশাসন করিতে এবং মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তীকে এক মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইতে দেখিলাম। তুমি বড় অসুখী, আমি জানি; তোমার অন্তর্জ্বালার প্রতিকারের জন্যই আজ আমি এত কথা বলিলাম। আমি তাহার একটী মহৌষধ জানি, এখনি বলিব।"

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ প্রিয়কুমারের মুখপানে চাহিয়া নীরব হইল।

"প্রিয়কুমার কহিলেন তুমি একখানি জীবন্ত ইতিহাস।" কি জন্য তুমি যে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া আপনাকে অসুখী করিতেছ বুঝিতে পারি না।"

বৃদ্ধ কহিল "ইহার উত্তর এই, সকলের মন সমান নয়। আজ আমি এত কথা বলিতাম না, কিন্তু একটী বিশেষ কারণে বলিতে হইল। তোমাকে আমি পুত্রের ন্যায় ভাল বাসি। তোমার মঙ্গল কামনাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। এই জন্যই উপদেশচ্ছলে এই কয়টী কথা বলিলাম, তুমি সর্ব্বদা এ কথাগুলি স্মরণ রাখিবে। আর একটী কথা বলিয়া অদ্য ক্ষান্ত হইব। তুমি যে এত লেখাপড়া শিখিয়াছ, আমি দেখিতেছি সে সকল বৃথা হইয়াছে।

তুমি নিতান্ত অবোধ বালকের ন্যায় কার্য্য করিতেছ। তুমি জানিতে পারিতেছ না ইহাতে কেবল উপহাসাস্পদ হইতেছ? অনুৎসাহসাগরে শরীর ঢালিয়া দিলে কোন্ কালে মনোরথ সিদ্ধি হয়? তুমি পুরুষত্বে, মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া জ্ঞান-গৌরব কলঙ্কিত করিতে বসিয়াছ! তোমার কি কিছুই স্মরণ নাই? আমি কি স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়াছি? আজ অষ্টাদশ বৎসর তবে আমি তোমাকে কি শিখাইলাম? একটী সামান্য রমণীর জন্য এরূপ জ্ঞানশূন্য হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য? রমণী চিন্তাই কি তোমার প্রধান চিন্তা হইল? এ জগতে কে কোন্ ভাবে আছে তুমি কি বলিতে পার? ভবিতব্যে কি আছে কোন্ ব্যক্তি অবগত? আর একটী কথা এই, তুমি যাহাকে চন্দনতরু মনে করিতেছ, সে দুর্বিপাকবিষবৃক্ষ। অতএব সর্ব্বদা সতর্ক থাকিও। এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল।

প্রিয়কুমার এককালে স্পন্দহীন বাক্‌শক্তি রহিত। সিন্ধু প্রবল পবনবেগে আলোড়িত হইলে যেরূপ উত্তাল তরঙ্গমালা উত্থিত হয়, তাহার মনে তেমনি চিন্তার তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। বিপ্রদাস আমাকে এ সকল কথা কেন বলিল? ভাবিতে ভাবিতে শৈশবের সেই সুন্দর ভাব অতি অস্পষ্টভাবে তাঁহার হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইল। কপোলে কর বিন্যাস করিয়া প্রিয়কুমার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অজ্ঞাতসারে নয়নযুগল হইতে বিন্দু বিন্দু বারি বিগলিত হইতে লাগিল।

মেলেরিয়া জ্বর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের ৬৩ পৃষ্ঠার পর)

সাধারণ জ্বরের নিদান তত্ত্ব।

স্বাভাবিক অবস্থার অপেক্ষা দেহের সন্তাপ বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার আধিক্য সকল জ্বরের প্রধান লক্ষণ। এই সন্তাপ বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ নির্ণয় বিষয়ে নিদানতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পরস্পর বিরোধি মত সমর্থন করিয়া থাকেন। অন্যূন তিন সহস্র বর্ষ অতীত হইল প্রসিদ্ধনামা হিপ্পোক্রেতিস এইরূপ স্থির করিয়া গিয়াছেন যে, বহির্বিষয় হইতে কোনরূপ বিষময় পদার্থ দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অথবা শরীর মধ্যেই কোনরূপ অনিষ্টকর পদার্থ সংজাত হইয়া জ্বরোৎপাদন করে। দাহ পিপাসাদি নানাবিধ ক্লেশকর

উপদ্রবের পর প্রভূত মূত্র ও স্বেদ নির্গত হইয়া জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে। এই হেতু উল্লিখিত পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে ঐ বিষাক্ত দ্রব্য শরীর মধ্যে পাচিত, সিদ্ধ ও অন্তরুৎসিক্ত হইয়া বহির্গত হয়। সিড়েন্‌হাম এবং চিকিৎসা শাস্ত্র বিশারদ গ্যালেন এই মতের পোষকতা করিয়া থাকেন। অধুনাতন রসায়নতত্বজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের মত ও প্রায় এইরূপ।

ডাক্তার হুপার ও তন্মতাবলম্বী ডাক্তার গ্রাণ্ট এ মতের অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন শৈত্য, ভয় ও অন্যান্য মানসিক উদ্বেগ নিবন্ধন যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাতে দেহ মধ্যে কোন অপকারক পদার্থের প্রবেশ বা জন্ম-গ্রহণ সম্ভাবিত নয়। তাঁহাদিগের প্রদর্শিত যুক্তি এই, জ্বরান্তে ঘর্ম্ম ও মূত্র সহযোগে রোগোৎপাদক কণিকা সমূহ নির্গত হইলেও জ্বরের পুনরাক্রমণ হয় কেন ? কোন কোন স্থলে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, নাসারন্ধ্র হইতে যৎসামান্য শোণিত নিঃসৃত হইয়াই জ্বরের উপশম হয়। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, ঐ নিঃসৃত শোণিত মধ্যে কোন অনিষ্টকর পদার্থ দৃষ্ট হয় নাই।

লুএল হুক বহু আয়াস ও অধ্যবসায়সহকারে অণুবীক্ষণ দ্বারা স্বচ্ছ ত্বগাবৃত জীবের দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, রক্তের বিধানোপাদান গোলাকার কণিকায় পরিপূর্ণ। ঐ সকল রক্তকণা উপাদানানুযায়ী অবনত অবস্থায় যথাক্রমে সুপ্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে গ্রথিত এবং এক একটী পৃথক নির্ম্মাণোপাদানের স্বীয় আকারের অনুরূপ এক একটী পৃথক রক্তপ্রকোষ্ঠ আছে, তন্নিবন্ধন বৃহদাকার রক্তকণিকা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার কণিকাপ্রকোষ্ঠে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রায় দুইশত বৎসর অতীত হইল বুর্হাব উক্ত পণ্ডিতের প্রদর্শিত সূত্র অবলম্বন করিয়া এই স্থির করেন যে, রক্তকণার স্থানভ্রংশই সকল জ্বরের মূল কারণ। কোন কোন কণিকার নির্ম্মাণোপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াতে বিপর্য্যয় ঘটে, পরে কণার আকার চূর্ণ ও বিনষ্ট হইয়া উহা তরল অথবা মলিন নির্যাস তুল্য হয়। এই নির্যাসবৎ পদার্থকে বুর্হাব জ্বরের মূলকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৈশিক রন্ধ্রের অন্তর্ভাগে ঐ গলিত দ্রব্য সংযত হইয়া জ্বরের শৈত্যাবস্থা ও উষ্ণাবস্থাদি উৎপাদন করে। প্রাদাহিক জ্বরে এই যুক্তি প্রামাণিক, কিন্তু অন্যান্য জ্বরে ইহা বিচার সংগত নহে।

বুর্হাবের সমসাময়িক সুপণ্ডিত ষ্টাল্ বিবেচনা করেন, স্নায়বীয় আক্ষেপই জ্বরের যথার্থ কারণ। আর্ফমানও সর্ব্বতোভাবে ঐ মতের অনুমোদন করিয়া কেবল উহার একটী স্বতন্ত্র নাম করণ করিয়াছেন। ডাক্তার কালেন্ বলেন শারীর-ক্রিয়ার একটী বিশেষ শক্তি আছে। উহার অবস্থিতি স্থান মস্তিষ্ক। চিত্তোদ্বেগ ও শৈত্যাদি প্রভাবে ঐ শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে নিস্তেজ হইলেই স্নায়বিক আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ঐ আক্ষেপই জ্বরের প্রধান কারণ।

ডাক্তার ব্রাউন বলেন মনুষ্য একরূপ চেতনাযুক্ত যন্ত্রস্বরূপ। জীবন দীপ স্বরূপ। বাহ্য ও আভ্যন্তর নানাবিধ তেজের দ্বারা ঐ দীপ প্রদীপিত হয়। দৈহিক তেজের অধিকতর সঞ্চয় বা ক্ষয় জ্বররোগের প্রধান কারণ। অত্যন্ত তেজ সঞ্চয় হইলে প্রাদাহিক জ্বর এবং অত্যন্ত তেজ ক্ষয় হইলে মৌহিক জ্বর উৎপন্ন হয়। ডারউইন প্রায় ব্রাউনের মতাবলম্বী হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

আজ কাল চিকিৎসাশাস্ত্রের বিলক্ষণ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে সকল চিকিৎসকের মীমাংসা একরূপ নহে। ডাক্তার ক্লটারবক্ বলেন, মস্তিষ্ক প্রদাহই সকল জ্বরের কারণ। ক্রুসাইর মতে মস্তিষ্ক প্রদাহে মৌহিক জ্বর, ফুসফুস প্রদাহে পূয়জ জ্বর, গর্ভাবরণ ঝিল্লি প্রদাহে সূতিকাজ্বর এবং শ্বাসনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিপ্রদাহে শৈত্যজ্বর জন্মিয়া থাকে।

এইরূপে মহোপাধ্যায় চিকিৎসকগণ নিজ নিজ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় হিপ্পোক্রেতিসের মতটাই সমধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের আবিষ্কৃত তত্ত্বের সহিত প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদিগের মতের বড় বৈলক্ষণ্য নাই। ঋষিগণ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, অসঙ্গত আহার অসঙ্গত বিহার প্রভৃতি কারণে জঠরস্থ বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মাদি স্থানভ্রষ্ট হইয়া যখন উর্দ্ধগত হয়, সেই সময়ে ত্বকের সন্তাপ বৃদ্ধি হয়। এখনই যে কেবল দূষিত জল বায়ু নানা ব্যাধির নিদান বলিয়া পরিগণিত হইতেছে এরূপ নয়, প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন।

সুস্থাবস্থা বা পীড়িতাবস্থা কাহাকে বলে, এক্ষণে তদ্বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। যখন সমস্ত দৈহিক ক্রিয়া সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়,

স্বাভাবিক প্রস্রবণ ও নিস্রবণাদি কার্য্যের ব্যাঘাত না জন্মে, আহারীয় দ্রব্য সহজে পরিপাক হয় ও তদ্দ্বারা দেহ বলিষ্ঠ হইতে থাকে এবং শ্রম বিষয়ে চিত্ত উৎসাহ সম্পন্ন ও নিদ্রা অনায়াসলভ্য হয়, তখনই শরীরকে সুস্থ বলা যায়, আর ইহার বিপরীত অবস্থাকে পীড়িত অবস্থা বলে। এই পীড়ার কারণ একরূপ নয়। ব্যক্তিভেদে কাল ও অবস্থা ভেদে কারণ ভেদ হইয়া থাকে। সচরাচর দেখা যায়, রাত্রিকালের বায়ু সেবন করিলে সর্দ্দি হয়, কিন্তু সকল ব্যক্তির হয় না। অতএব স্থির হইতেছে, কেবল রাত্রিকালের বায়ুসেবন সর্দ্দির একমাত্র কারণ নয়। দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিলে উদরে বেদনা, ক্ষুধামান্দ্য, বমন ও উদরাময় হইয়া থাকে, কিন্তু সকল সময়ে সকলের হয় না। অতএব এই সিদ্ধান্ত হইতেছে, কেবল কারণসদ্ভাবেই কার্য্য হয় না, উপযুক্ত পাত্র সদ্ভাব চাই। কারণের অনুরূপ কার্য্য হইবার অনেক বাধাও আছে। সে প্রতিবন্ধকগুলি থাকিতেও কার্য্য হয় না। বোধ কর অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে কিন্তু জলসংযোগ হইলে সে শক্তির হ্রাস হইয়া যায়। বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি আছে, কিন্তু উপলখণ্ডের উপরে সে শক্তি কার্য্যকারিণী হয় না। সেইরূপ যাহার যথার্থ রোগোৎপাদিকা শক্তি আছে, সে কারণ সংঘটন হইলেও যদি দেহ ও ইন্দ্রিয় সমুদায় সবল ও সুপ্রসন্ন থাকে, তাহা হইলে রোগ উৎপন্ন হয় না।

দেহ রক্ষা বিষয়ে শোধন, পোষণ, নিঃস্রবণ ও প্রস্রবণ এই চারিটী ক্রিয়ার উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্বাস যন্ত্র দ্বারা নিয়ত যে বায়ু গ্রহণ করা যাইতেছে, তদ্দ্বারা রক্ত শোধিত হইতেছে; ভুক্তদ্রব্য সুচারুরূপে পরিপাক হইয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট করিতেছে পিত্তাদি রস নিঃসৃত হইয়া পরিপাক প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে এবং মল, মূত্র, ঘর্ম্মাদি নির্গত হইয়া দেহকে নির্ম্মল করিতেছে। কোন কারণে এই সকল ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিলেই পীড়া উপস্থিত হয় ব্যতিক্রম না ঘটিলে তত্তৎ কারণ সত্ত্বেও পীড়া হয় না। অতএব স্থির হইতেছে কারণের অস্তিত্ব পীড়া নয়, দৈহিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রমই পীড়া।

উপরে পীড়ার এই লক্ষণ করা হইল বটে কিন্তু যদি ভালরূপে অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, স্পষ্ট দৃষ্ট হয় সংসারে বাস্তবিক ব্যাধি বলিয়া একটি স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। দেহের যে স্বাভাবিক সংস্কৃত অবস্থা আছে, কোন কারণে যদি

তাহার অসংস্কৃত অবস্থা হয়, সেই অবস্থার সংস্করণের যে যে স্বাভাবিক উপায় আছে, তাহার নামই ব্যাধি। ইহার একটী উদাহরণ এই, চক্ষু মধ্যে এক কণা বালুকা প্রবিষ্ট হইল, স্বভাব প্রথমতঃ অশ্রুজল দ্বারা তাহাকে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তাহার পর প্রদাহ উপস্থিত হইল ; কারণ প্রদাহ দ্বারাও ঐ পদার্থ নির্গত হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহাতেও যদি ফলোদয় না হয়, পূয় সঞ্চিত হয়। স্বভাবের উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দ্বারা বালুকাবিদ্ধ স্থান কোমল ও শিথিল হইলে উহা অনায়াসে নির্গত হইবে। এইরূপ সকল ব্যাধিতেই আহত স্থান সংস্করণ ও পরিশোধনের এক একটী উপায় আছে। অতএব এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে কোন কারণ বশতঃ অঙ্গ বিশেষের বা সর্ব্বাঙ্গের কোন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিলে স্বভাব স্বয়ং তাহার সংস্কার করিবার নিমিত্ত যত্নবান হয়। সেই সংস্করণ কার্য্যে যে সমস্ত বিপ্লব উপস্থিত হয় তাহাকেই আমরা ব্যাধি বলিয়া থাকি।

আমরা প্রায় সকল স্থলেই দেখিতে পাই যে, প্রদাহই সকল অনিষ্ট সংশোধনের একমাত্র স্বাভাবিক উপায়। চক্ষুর মধ্যে কোন দ্রব্য পতিত হইলে চক্ষুতে প্রদাহ হয় ; কোন স্থানে কণ্টক বিদ্ধ হইলে সেই স্থানে প্রদাহ হয় ; উগ্র পদার্থ ভোজন করিলে পাকস্থলীতে প্রদাহ হয় ; অধিক মাত্রায় তার্পিনতৈল, সোরা বা মক্ষিকা উদরস্থ হইলে উদর প্রদাহ হয়। সন্তাপ, স্ফীততা ও বেদনা বোধ প্রদাহের বাহ্য লক্ষণ। জ্বরকালে যে দেহের সন্তাপ বৃদ্ধি হয়, অঙ্গবিশেষের বা সর্ব্বাঙ্গের প্রদাহই তাহার এক মাত্র কারণ। যদি কোন কারণে নিয়মিতরূপে পিত্তাদি রস নিঃসৃত না হয়, কিম্বা মল, মূত্র, ঘর্ম্মাদি যথোচিতরূপে নির্গত না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল পদার্থ শোণিত সহ মিলিত হইয়া অনিষ্ট সাধন করে। সেই অনিষ্ট প্রভাবে ও ভয় শোকাদি কারণে দৈহিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিলে জ্বর হইয়া থাকে। একবার জ্বর জন্মিলে মূলকারণ অপগত হইলেই যে তৎক্ষণাৎ জ্বরের শান্তি হয়, তাহা হয় না। যথা—যদি কোন স্থানে কণ্টক বিদ্ধ হয়, সে কণ্টক বাহির করিয়া ফেলিলেও বেধযন্ত্রণা সত্বর নির্ব্বাণ হয় না, সেইরূপ ঘর্ম্মাদি নির্গত হইয়া জ্বরের মূল কারণ দূরীভূত হইলেও দেহ অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছিল বলিয়া তৎপরে জ্বর থাকা অসম্ভাবিত নয়। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় পদতলের একদেশে

কিছু বিদ্ধ হইলে চলিবার শক্তি থাকে না, পেশিমণ্ডল অবশ হইয়া পড়ে। এইরূপ পীড়ার অবস্থায় দেহের কোন বিশেষ স্থান বিকৃত হইলে দেহের অন্যান্য সুস্থ স্থানও অসুখিত হইয়া উঠে।

জ্বরের নিদানতত্ত্ব এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে বটে কিন্তু ইহার প্রকৃতি সম্যক্ নির্ণীত হয় নাই। কোন স্থলে স্নায়ুমণ্ডলে কোন স্থলে বা রক্তসঞ্চালন যন্ত্রসমূহে ইহার ক্রিয়া প্রধানরূপে দৃষ্ট হয়।

মুসলমান জাতির উন্নতি ও অবনতির কারণ।

আরব ও আরবদিগের আদিম অবস্থা।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, এক একটী বিপ্লব এক এক জাতির অভ্যুত্থানের কারণ হয়। মুসলমান জাতির আদিম অবস্থা অতিশয় মন্দ ছিল; মহম্মদের সময়ে যে ধর্ম্মবিপ্লব হয়, তাহাই তাহাদিগকে প্রবল পরাক্রান্ত করিয়া তুলে। আজ আমরা ইহাদিগকে ঘৃণা করিতেছি, এককালে ইহাদিগের শৌর্য্যবীর্য্যে ও পদদম্ভে মেদিনী কম্পিত হইয়াছিল। যে ইউরোপ বিধর্ম্মী বলিয়া আজ যে মুসলমান জাতির উচ্ছেদসাধন করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, সেই ইউরোপে এই মুসলমান জাতি এক সময়ে বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া সকলকে চমকিত করিয়াছিল। কালের কি বিচিত্র প্রভাব! আজ সেই মুসলমান জাতি ইউরোপের খেলানা হইয়া উঠিয়াছে! কি কি কারণে মুসলমান জাতির অভ্যুদয় হয়, আবার কি কি কারণেই বা তাহাদের পতন হইল এ বৃত্তান্ত জানা একান্ত আবশ্যক। ইহা অনেকের চরিত্র শিক্ষায় আচার্য্যের কার্য্য করিবে সন্দেহ নাই। চরিত্র শিক্ষার এমন উপদেষ্টা দ্বিতীয় আর নাই। এই কারণে আমরা আদি হইতে আরবের ইতিবৃত্ত আরম্ভ করিলাম। আরবই মুসলমান জাতির উন্নতির প্রধান স্থান।

আরবদেশ প্রথমে নিম্নলিখিত পাঁচ অংশে বিভক্ত হয়। যথা—এল ইমেন, এল হেজাজ, টিহামা, এন্ নেজেদ এবং এল ইয়ামামে। কিন্তু কেহ কেহ এল বাহরেন্ নামক আর একটী প্রদেশ ইহাতে যোগ করিয়া আরবদেশকে ছয় অংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন।

ইমেন প্রদেশ মক্কার দক্ষিণ। এটী ভারত সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই প্রদেশের ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বরা। এই প্রদেশটী আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। যথা—হাদ্রামত, এসসহর, ওমান, নেজরান ইত্যাদি। তন্মধ্যে এসসহরেই কেবল গন্ধদ্রব্য সকল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইমেনের রাজধানীর নাম সানা। সানা একটী অতি পুরাতন নগর। পূর্ব্বকালে ইহাকে আজল বলিত।

এই প্রদেশটী অতি প্রাচীন কাল অবধি স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, ভূমির অসামান্য উর্ব্বরতা এবং ধনসমৃদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ। ইহার গুণগান শ্রবণে বিমোহিত হইয়া আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ হইতে প্রতিগমন করিয়া এই দেশ অধিকার ও তথায় রাজধানী সংস্থাপন করিবেন সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু কাল তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিতে দিল না। যে সমস্ত সামগ্রী তৎকালে আরবদেশজাত বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল, তাহার অধিকাংশই প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষ ও আফরিকার উপকূল হইতে আনীত হইত। সেই সময়ে মিশরবাসীরা বাণিজ্যকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহারা বাণিজ্যবিষয়ে আপনাদিগের একাধিপত্য অক্ষত রাখিবার উদ্দেশে ঐ সকল দ্রব্যের প্রকৃত উৎপত্তি স্থান গোপন করিতেন। এক দিকে মিশর বণিকদিগের এই প্রবঞ্চনা, অপর দিকে দুর্গম মরুভূমি; সুতরাং পূর্ব্ব গ্রীক ও রোমকেরা আরবের বিশেষ বিবরণ অবগত ছিলেন না। লোহিতসাগরের উপকূলস্থিত প্রদেশ সকলই অনুর্ব্বর ও বালুকা রাশিপূর্ণ ভীষণ মরুভূমি। কিন্তু তাহার চতুর্দ্দিকে যে শৈলশ্রেণী আছে, তাহার উপত্যকায় নিয়মিতরূপে বৃষ্টি হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন ঐ উপত্যকাভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। তথায় আরবের বিখ্যাত কাফি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন আঙ্গুর প্রভৃতি বিবিধ সুস্বাদু ফল, ও অন্যান্য শস্যও বিস্তর উৎপন্ন হয়। এই শৈলশ্রেণীই ইমেন প্রদেশের রমণীয়তা সম্পাদন করিয়াছে। এ প্রদেশে বৃহৎ কোন নদ নদী নাই। বর্ষাকালে যে সমস্ত নির্ঝরিণী পর্ব্বতের নির্ঝর হইতে জন্মগ্রহণ করে, সমুদ্রের সহিত প্রায় তাহাদের সমাগম হয় না; তৃষ্ণার্ত্ত মরুভূমি পথি মধ্যেই তাহাদিগকে পান করিয়া ফেলে।

অন্যান্য প্রদেশের ভূমি এরূপ উর্ব্বরা নয়। সে সকল স্থানের অধিকাংশ বালুকা বা পর্ব্বত শ্রেণীতে পূর্ণ। মধ্যে মধ্যে তাল বৃক্ষ পরিশোভিত এক

একটী শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র ও দুই একটী প্রস্রবণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

হেজাজ প্রদেশের দক্ষিণে ইমেন ও টিহামা প্রদেশ, পশ্চিমে লোহিত সাগর; উত্তরে সিরিয়ার মরুভূমি এবং পূর্ব্বে নেজেদ প্রদেশ। মক্কা ও মদিনা দুটী সুপ্রসিদ্ধ নগর এই প্রদেশের মধ্যগত। মহম্মদ মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন, এবং মদিনায় পলায়ন করিয়া জীবনের শেষ দশ বৎসর কাল যাপন করেন। এই স্থানে তাঁহার সমাধি হয়, সেই সমাধিস্তম্ভ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। নানাদেশের অসংখ্য যাত্রী বৎসর বৎসর এই স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই সময়ে এখানে একটী বৃহৎ মেলা হয়।

মক্কা (ইহাকে কখন কখন বক্কাও বলিয়া থাকে) যে অতি পুরাতন নগর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তকে মেসা নামক যে একটী নগরের উল্লেখ আছে ; অনেকে অনুমান করেন মক্কাই সেই নগর। কেহ কেহ বলেন ইস্মেলের কোন পুত্রের নামানুসারে ঐ নগরের নামকরণ হইয়াছে। মক্কা নগর পর্ব্বতবেষ্টিত। এ স্থানের ভূমি অনুর্ব্বর ও বালুকাময়। নগরটী প্রস্তরনির্ম্মিত। ইহা দীর্ঘে প্রায় এক ক্রোশ হইবে। পূর্ব্বে এখানে অতিশয় জলকষ্ট ছিল। সুস্বাদু পানীয় জল মিলিত না। এখানে যে সকল প্রস্রবণ আছে, তাহার জল কটু ও কষায়। তবে জেমজেম নামক উৎসের জল কথঞ্চিৎ পান করা যায় ; কিন্তু অধিক পরিমাণে ইহার জলপান করিলে নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। এই কারণে এখানকার লোকে পানার্থ বৃষ্টিজল ধরিয়া রাখিত। কিন্তু তাহা স্বল্পকাল মধ্যে ফুরাইয়া যাইত। এই জন্য পয়ঃপ্রণালী দ্বারা স্থানান্তর হইতে জল আনয়ন করিবার বিস্তর চেষ্টা হয়। বিশেষতঃ মহম্মদের সময়ে এজজুবের নামক কুরেশ জাতীয় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনার ব্যয়ে আরাফট পর্ব্বত হইতে এই নগরে জল আনয়ন করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অল্পকাল গত হইল তুরস্কের সুলতান সলিমানের মহিষীর যত্ন ও উৎসাহে এই মহৎ কল্পনা এক্ষণে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। ইহার পর কালিফ এল মুক্তাদীর খাল খনন করিয়া একটী উৎস হইতে এখানে জল আনয়ন করিয়াছেন।

মক্কার ভূমি এত অনুর্ব্বর যে এখানে প্রায় কোনরূপ শস্য উৎপন্ন হয় না। এই কারণে এখানকার লোকে স্থানান্তর হইতে শস্যাদি আনয়ন করিয়া থাকে। মহম্মদের বৃদ্ধ পিতামহ হাশিস খাদ্য সামগ্রীর সংগ্রহার্থ দুটী বণি-

কের দল নিযুক্ত করেন। তাহারা প্রতি বৎসর স্থানান্তর হইতে ক্রয় করিয়া শস্য আনয়ন করিত। ইহার এক দল গ্রীষ্মে আর একদল শরৎকালে ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত হইত। এই বণিকগণের নাম কোরাণে লিখিত আছে। তাহারা যে সকল খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিত, বৎসরে দুইবার তাহা তত্রত্য অধিবাসিদিগকে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইত। মক্কার সন্নিহিত জনপদ সমূহে প্রচুর পরিমাণে খর্জ্জুর পাওয়া যায় এবং মক্কার ৩০ ক্রোশ দূরস্থ এত-তাহিফ নামক স্থানে আঙ্গুর উৎপন্ন হয়, নিজ মক্কায় এ সকল সামগ্রী জন্মে না। ঐ সকল স্থান ইহার অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে। মক্কাবাসীরা প্রায়ই বিলক্ষণ সঙ্গতিসম্পন্ন। ইহার কারণ এই, প্রতি বৎসর নানা দিগ্‌দেশ হইতে এখানে অসংখ্য যাত্রী আসিয়া থাকে। তাহাদের নিকট হইতে ইহারা বেশ দশ টাকা পায়। প্রতি বৎসর এখানে যে মেলা হয়, সেই সময়ে দেশ বিদেশ হইতে সর্ব্বপ্রকার পণ্যদ্রব্য আনীত হইয়া থাকে। মক্কার লোকে অনেক গো মেষাদি বিশেষতঃ উষ্ট্র প্রতিপালন করে। এখানে কোন প্রকার খাদ্য সামগ্রী উৎপন্ন হয় না, সমস্ত বস্তু ক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, এ অবস্থায় দরিদ্রগণ যে কিয়ৎ পরিমাণে ক্লেশ পায়, তাহা বলা বাহুল্য। মক্কার এইরূপ দগ্ধভাব; কিন্তু ইহার সীমা অতিক্রম করিয়া যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই বিবিধ শস্যপূর্ণ উর্ব্বর ক্ষেত্র, সুরম্য ফলভা-রাবনত নানাপ্রকার তরুরাজি শোভিত উদ্যানশ্রেণী, উৎস এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গিণীর অপূর্ব্ব শোভা নয়ন ও মনকে মুগ্ধ করিয়া থাকে।

মক্কার বিখ্যাত মসিদ নগরের মধ্যস্থলে আছে। ইহাকে লোকে এল-মস্‌জিদ এল হারাম অর্থাৎ পবিত্র আলয় কহিয়া থাকে। এস্থলে প্রস্তর-নির্ম্মিত কায়েবা নামে একটী চতুষ্কোণ গৃহ বা মস্‌জিদ আছে। এ গৃহটীকে সকলে অতি পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। ইহার দ্বারদেশের কোণে একখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর আছে। তাহার বৃত্তান্ত যথাসময়ে বর্ণিত হইবে। এই গৃহটীর অভ্যন্তর অতিশয় পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন; এবং রেশমের ঝালরে সুন্দররূপে সজ্জিত। প্রাচীরের গায় বিবিধ পুষ্প তরু লতা অঙ্কিত, তাহার কারুকার্য্য অতি উৎকৃষ্ট। গৃহতল নানাবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত; গুম্ভ সকল সুবর্ণনির্ম্মিত দীপমালায় অলঙ্কৃত। একটী সুন্দর উদ্যানের মধ্যে এই কায়েবা মসিদ, আর দুই তিনটী সুচারু কারুকার্য্য খচিত হর্ম্ম্য, ইস্মেলের

কবর, ইব্রাহিমের ভবন এবং জেমজেম উৎস শোভা পাইতেছে। ইহার চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ প্রাচীর ও অট্টালিকা শ্রেণী। এগুলি এক ব্যক্তির কীর্ত্তি নয়। অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইহার সংস্থান ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। দ্বিতীয় কালিফ ওমর প্রথমে ইহার সামান্যরূপ সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত অট্টালিকাই সাধারণতঃ মক্কার মসিদ বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু মক্কা নগরটীকেই পবিত্র জ্ঞানে লোকে অতিশয় ভক্তি করিয়া থাকে। এ নগরের সীমার মধ্যে কেহ কাহার প্রতি শত্রুতা করিতে কেহ কোন জীবহিংসা বা পক্ষ্যাদি শিকার করিতে এমন কি বৃক্ষের একটী শাখাও ছেদন করিতে সাহসী হয় না। মহম্মদের প্রাদুর্ভাবের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব অবধি মক্কার মসিদ মহাপুণ্যস্থান ও পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সকলে তথায় সমবেত হইয়া তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার আরাধনা করিত। পূর্ব্বে যে এখানে পৌত্তলিক মতে পূজাকার্য্য সম্পন্ন হইত, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। মুসলমানেরা কায়েবার মসিদকে পৃথিবীর সৃষ্টি সময়ের নির্ম্মিত বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। আদম ইডেন উদ্যান হইতে যখন নির্ব্বাসিত হন, সেই সময়ে ঈশ্বরের সমীপে এই প্রার্থনা করেন যে ইডেন উদ্যানে এল-বেয়েট-এল-ম্যামুর নামে যে একটী মন্দির আছে, আমি যেন ঐরূপ একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারি। তাহাতেই মক্কার মসিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আদম এই স্থানে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। এই মসিদের বিষয়ে আরো অনেক প্রকার গল্প আছে, এস্থলে সে সকলের উল্লেখের প্রয়োজন হইতেছে না।

ইতিপূর্ব্বে আমরা যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর খণ্ডের কথা কহিয়াছি, তাহা কায়েবা মসিদের পূর্ব্বকোণে স্থাপিত। উহা রজতে মণ্ডিত। মুসলমানেরা উহাকে অতি পবিত্র বস্তু বলে; যাত্রিরা অতি ভক্তিভাবে উহার পাদদেশ চুম্বন করিয়া থাকে। মুসলমানেরা বলে এটি স্বর্গের একখানি বহুমূল্য প্রস্তর, আদমের সঙ্গে পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল; মহাপ্রলয়ের সময়ে এখানিকে পুনর্ব্বার স্বর্গে লইয়া যাওয়া হয়; ইব্রাহিম যখন কায়েবা মসিদ পুনরায় নির্ম্মাণ করেন, গাব্রিয়েল সেই সময়ে এই প্রস্তরখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। ইব্রাহিমের মসিদের সম্মুখেও আর একখানি প্রস্তর আছে; সেখানিকেও সকলে পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। জেমজেম উৎসের সম্মানও কোন অংশে ন্যূন নহে। মুসলমানেরা বলে যখন হাগার্ড তাঁহার

মাতার সঙ্গে মরুভূমির উপর দিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইস্মেলের পিপাসা শান্তি করিবার জন্য এই উৎসটী সহসা পৃথিবী হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমাদের ভাগীরথীর ন্যায় ইহার জলও পবিত্র; যাত্রিগণ যে কেবল ভক্তিভাবে পান করে এমত নহে কলসে পুরিয়া দেশ-দেশান্তরে লইয়া যায়।

মহম্মদের বহুকাল পূর্ব্ব অবধি আরবেরা মক্কার এই মসিদকে মহাতীর্থ-স্থান বলিয়া মান্য করিত। নানা দিগ্‌দেশান্তর হইতে লোক আসিয়া এখানে ব্রতাদি সম্পন্ন করিত। মহম্মদ সহজে তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারিবেন ভাবিয়া ঐ সকল ব্রতের অনেকগুলির অনুমোদন করিয়া। গিয়াছেন। এই ব্রতগুলি অনেকাংশে পৌত্তলিকতার পরিপোষক। মুসল-মানেরা বলেন মক্কার মসিদ ঠিক পৃথিবীর মধ্যস্থলে এবং ঈশ্বরের সিংহা-সনের ঠিক নীচে।

মদিনা পরিমাণে মক্কার অর্দ্ধেক। ইহার চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত। ইহার ভূমি নিতান্ত অনুর্ব্বর নয়। পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থানে কতক পরিমাণে খর্জ্জুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। পৌত্তলিক মতাবলম্বী আরবেরা প্রাণ-সংহার করিতে উদ্যত হইলে মহম্মদ এই স্থানে পলাইয়া আইসেন। এখানে দশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন।

টিহামা প্রদেশের ভূমি বালুকাময়, অনুর্ব্বরা, এবং জলবায়ু উষ্ণ। ইহার পশ্চিমে লোহিত সাগর, এবং অপর তিন দিকে হেজাজ প্রদেশের কিয়দংশ এবং এল্ ইমেন। এল্ নেজেদ প্রদেশ এল্ হেজ্জাজ হইতে এল এরাক পর্য্যন্ত; এবং এল্ ইয়ামা প্রদেশ এল্ নেজেদ ও এল্ ইমেন প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত। এই প্রদেশের প্রধান নগরের নাম এল্ ইয়ামা। পূর্ব্বে এই নগরকে এল্ জো কহিত। মহম্মদের প্রতিদ্বন্দ্বী মুসেলিমার জন্ম স্থান এই নগর। ইনিও আপনাকে ঈশ্বরের প্রেরিত সত্য ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা। চার্ব্বাক ও এপিকিউরসের শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি।

ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বকাল আজও সোয়া শত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, ইহার মধ্যে হিন্দুসমাজে যে প্রকার ভয়াবহ মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, এই ইংরাজ রাজত্ব যদি এইরূপ অবাধে আর দুই শত বৎসর চলে এবং এইরূপ যত্ন ও উৎসাহ সহকারে শিক্ষাকার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে হিন্দু যে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পৃথিবীতে থাকিবে, এরূপ বোধ হয় না। নৈয়ায়িকেরা পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া যেরূপ বলেন, পর্ব্বতে বহ্নি আছে, আমরাও ইংরাজীতে শিক্ষিতদিগের আচার ব্যবহার দেখিয়া তেমনি বলিতেছি, আর দুই শত বৎসর পরে সমুদায় হিন্দু সাহেব হইয়া যাইবে। সেই নকল সাহেবেরা হিন্দু জাতির ক্ষমতা ও বুদ্ধি বিদ্যাদির অনভিজ্ঞ মূর্খ ইউরোপীয়দিগের ন্যায় নিজ আদিপুরুষদিগকেই "ড্যাম নিগার হিন্দু" বলিয়া গালি দিবে, বলিবে হিন্দুরা বড় বোকা ছিল, গায়ে ও মাথায় রাজ্যের মাটী মাখিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া সংক্রান্তি সাজিয়া বেড়াইত এবং উপবাসী থাকিয়া যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও দেবদেবীর পূজায় দেহপাত করিয়া সর্ব্বসুখে বঞ্চিত হইত। তাহাদিগের গালিধারা অধিকতর বেগে বর্ষিত হইবে। লোকে কথায় বলে "ঝুটার বাহার অধিক।" ফলতঃ ভাব গতি দেখিয়া আমাদিগের বেশ বোধ হইতেছে, আর দুই তিন শত বৎসর পরে হিন্দুজাতি নামমাত্রশেষ হইবে। আমাদিগের এই অনুমান সঙ্গত কি অসঙ্গত, ক্রমে প্রমাণ করিয়া দিতেছি, পাঠক অভিনিবিষ্ট চিত্তে আমাদিগের প্রদর্শিত যুক্তিগুলি বিচার করিয়া দেখুন।

আমরা যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি কিসে তাহার উন্নতি হইবে, কিসে তাহার গৌরব বৃদ্ধি হইবে, কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহার উৎসাহ অধ্যবসায় তেজস্বিতা মনস্বিতা ও শৌর্য্যবীর্য্যাদির শ্রীবৃদ্ধি হইবে, সে চিন্তা সে চেষ্টা সে উদ্দেশ্য কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত কোন হিন্দুতে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা প্রায় শব্দ প্রয়োগ করিলাম, তাহার কারণ এই, কোন হিন্দুরই যে ঐরূপ চিন্তা ও চেষ্টা নাই, তাহা নয়, দুই

চারি জনের হয় ত আছে, কিন্তু তাঁহাদিগের সে চিন্তায় কি ফল হইবে? কাঠবিড়ালীতে সাগর বাঁধিতে পারে না, সাগর বাঁধিতে হইলে নল নীল গয় গবাক্ষ প্রভৃতি ভাল ভাল মিস্ত্রী ও ভাল ভাল জোগাড়ে চাই। সুবুদ্ধি পাঠকগণ অগ্রে নিজ নিজ গ্রামের অশিক্ষিত দলের আচার ব্যবহার স্বভাব ও চরিত্রের ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখুন, তাহারা গো মেষ মহিষাদির ন্যায় কেবল আহার নিদ্রা মৈথুন লইয়াই ব্যস্ত কি না? আত্মোদর পূরণ হইলে সুখে নিদ্রা হইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ হইলে আত্মাকে সুখিত বোধ করে কি না? তাহারা নিজের মঙ্গলকেই জগতের মঙ্গল জ্ঞান করে; জগৎ কি, জগতের মঙ্গল কি, তাহারা সে চিন্তার ধার ধারে না। তাহারা যে জগতের এক একটী অঙ্গ, জগৎ সম্বন্ধে তাহাদিগের যে মহৎ কর্ত্তব্য আছে, তাহাদিগের সে ভাববোধই নাই। সুতরাং তাহাদিগের হইতে জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির আশা কি?

এই ত গেল অশিক্ষিতদলের কথা, শিক্ষিতদলের অধিকাংশকে আজ কাল ইহাদের অপেক্ষা ভয়ঙ্কর জন্তু বলিয়া বোধ হইতেছে। জগদীশ্বর মানুষকে যে কি মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত জগতে পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা তাহা জানিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন, কিন্তু কাজে তাহা করেন না। "পান ভোজন ও আমোদে কালহরণ কর" এই বাক্য ও কার্য্যগুলিকে তাঁহারা মনুষ্য জন্মের সার বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা কেবল চার্ব্বাক ও এপিকিউরসের শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন এই মাত্র। চার্ব্বাক ও এপিকিউরসের মতই তাঁহাদিগের মত। তবে শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী হইয়াছে। চার্ব্বাকের ও এপিকিউরসের পূর্ব্ব শিষ্যগণ নীতিশাস্ত্রের অনুসারে চলিতেন। তাঁহাদিগের বাচ্যাবাচ্য ও কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়বেগ নিরোধে যত্ন ছিল, আমাদিগের বর্ণিত মহামহিমশালিরা তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক ধাপ উপরে উঠিয়াছেন। ইহাঁদিগের যেমন ইন্দ্রিয়বেগ উপস্থিত হয়, অমনি তাহার শান্তি করিয়া লন, দ্বিক্ষণ বিলম্ব সয় না, ভগিনী ভাগিনেয়ী বলিয়া বিচার করিবারও অবসর হয় না। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হইলেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হইল, এই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

চার্ব্বাক ও এপিকিউরসের মত কি তাহা পাঠক শ্রবণ করুন। চার্ব্বাক মতে পৃথিবী জল তেজ ও বায়ু চারি ভূত। এই চারি ভূতের পরস্পর যোগে জীবদেহ

হয়। যেমন নানাপ্রকার দ্রব্য যোগে মদের মাদকতা শক্তি হয়, তেমনি চারি ভূত সংযোগে যে দেহ হয়, তাহাতে স্বভাবতঃ চৈতন্য জন্মে। ঐ চারিটী বিনষ্ট হইলে সেই চৈতন্য স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়। মৃত্যুর পর আর কিছু থাকে না। চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই। চার্ব্বাক প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমানাদির প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। দেহ ভিন্ন অন্য আত্মা প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করা হয় না।

ইহাঁর মতে অঙ্গনার আলিঙ্গনাদি জন্য সুখই পুরুষার্থ। সুখের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আছে বলিয়া সুখ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়। মৎস্যে কাঁটা ও আঁইস আছে বলিয়া মৎস্যার্থী তাহা পরিত্যাগ করে না। ধান্যার্থী পল পরিত্যাগ করিয়া ধান্যই লইয়া থাকে। মৃগে ধান্য খাইয়া ফেলিবে বলিয়া কে শস্য বপনে বিরত হয়? ভিক্ষুক আছে বলিয়া কে রন্ধনকার্য্য পরিত্যাগ করে? যদি কেহ দুঃখের ভয়ে সুখ পরিত্যাগ করে, সে মূর্খ।

অগ্নি উষ্ণ, জল শীতল, বায়ু শীতস্পর্শ এ সমুদায়ই স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। স্বর্গ অপবর্গ বা পারলৌকিক আত্মা ইহার কিছুই নাই। ব্রাহ্মণাদিবর্ণ ও গার্হস্থাদি আশ্রমবাসিরা যে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ করিয়া থাকে, তাহাতে কোন ফল হয় না। যাহাদিগের বুদ্ধি ও পৌরুষ নাই, অগ্নিহোত্র তিন বেদ ত্রিদণ্ড ধারণ ও ভস্ম মর্দ্দন তাহাদিগের জীবনোপায়। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশু হত্যা করিলে যদি সে পশুর স্বর্গ হয়, যজমান যজ্ঞে নিজ পিতাকে হনন না করে কেন? যজ্ঞে হত হইলে পিতার ত স্বর্গলাভ হইতে পারে? শ্রাদ্ধাদি যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তিকারক হয়, তাহা হইলে বিদেশে যাহারা গমন করে, তাহাদিগের পাথেয় দেওয়া বিধেয় নয়। স্বর্গস্থিত ব্যক্তিকে দান করিলে যদি তাহার তৃপ্তি হয়, যে ব্যক্তি ছাদের উপরে আছে, তাহার তৃপ্তির নিমিত্ত দান করা না হয় কেন? যতকাল বাঁচিয়া থাকিবে, সুখে থাকিবে, ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে। দেহ ভগ্ন হইয়া গেলে তাহার আর পুনরায় আগমন হয় না। আত্মা এই দেহ হইতে নির্গত হইয়া যদি পরলোকে যায়, এরূপ হয়, বন্ধুস্নেহে আকুল হইয়া পুনরায় না আইসে কেন? মৃতের প্রেতকার্য্যকে ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের জীবনোপায় স্বরূপ জ্ঞান করিয়াছেন। ইত্যাদি (১)।

(১) চার্ব্বাকদর্শন দেখ।

এপিকিউরসের মতও চার্ব্বাকের মতের তুল্য। তিনি বলেন পান ভোজন কর এবং সুখে থাক। ইহকালে যিনি কিছু করিতে পারিলেন, তিনিই ভাগ্যবান্। এপিকিউরস পরকাল মানিতেন না। ঈশ্বরে তাঁহার কিরূপ বিশ্বাস ছিল, তাহা স্থির করা যায় না। সিসিরো বলেন, তিনি ঈশ্বর মানিতেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে বোধ হয় না যে তিনি ঈশ্বর মানিতেন। যে ব্যক্তি পরকাল মানিল না, তাহার ঈশ্বর মানা আর না মানা তুল্য। মেনিসিয়সকে তিনি যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেও স্পষ্ট জানা যায় যে তাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না। তিনি বলেন সাধারণে দেবতাদিগের বিষয় যেরূপ ভাবিয়া থাকে, দেবতারা সেরূপ নহেন। যে ব্যক্তির দেবগণের উপরে বিশ্বাস না থাকে, তিনি যে অধার্ম্মিক, তাহা নয়। দেবতারা স্বতন্ত্র জীব। তাঁহারা চিরকাল সমান সুখী। মনুষ্যের সহিত তাঁহাদিগের কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই। মনুষ্যগণ পুণ্যকার্য্যই করুক আর পাপকার্য্যই করুক, তাহাতে তাঁহারা রুষ্ট বা তুষ্ট হন না। ষ্টোয়িকদিগের ন্যায় কূট যুক্তির উদ্ভাবন করিয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা করাও তিনি ভাল বাসিতেন না। তিনি বলেন সহজে যাহা বুঝিতে পারা যায়, তাহাই ভাল। তিনি মানুষকে সুখে থাকিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু নীতিবন্ধন ছেদন করিয়া উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের উপদেশ দেন নাই। তিনিও চার্ব্বাকের ন্যায় নীতিপরতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা শিক্ষিত দলের যে সকল লোকের কথা উপরে কহিলাম, তাঁহাদিগের শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী হইয়াছে। তাঁহারা নীতিবন্ধন সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহারা উদ্দাম দ্বিরদের ন্যায় জগতে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারা সর্ব্ববন্ধন শূন্য হইয়া নিজ সুখের অন্বেষণেই মহাব্যস্ত। কিন্তু একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কতকাল হইল চার্ব্বাক ও এপিকিউরস ভূলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাহার পর কত বিপ্লব ঘটিল, দর্শনকার ও তাঁহাদিগের মতাবলম্বীরা চার্ব্বাক ও এপিকিউরসের মতের উচ্ছেদ সাধন চেষ্টা পাইলেন, তথাপি আজও তাঁহাদিগের শিষ্য সংখ্যার এত প্রাদুর্ভাব। চার্ব্বাকের সটীক জীবন বৃত্তান্ত জানিবার এখন কোন উপায় নাই, তিনি যে বিক্রমাদিত্য ও খ্রীষ্ট প্রভৃতির বহুকালের পূর্ব্বের লোক, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু এপিকিউরসের জীবনবৃত্ত চার্ব্বাকের জীবনচরিতের ন্যায় অঙ্গ তমসাচ্ছন্ন

নয়, উহা যতদূর জানা গিয়াছে, তাহা এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

ডায়োজিনিস ল্যার্টস বলেন এপিকিউরস খ্রীষ্টের ৩৪১ বৎসর পূর্ব্বে সামোস্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নিয়োক্লিস। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি দর্শন শাস্ত্রের অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। প্যাম্ফিলস নামে প্লেটোর একজন শিষ্যের নিকট তিনি প্রথমে পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহাতে তিনি পরিতৃপ্ত না হইয়া অভিনিবেশ সহকারে ডিমোক্রিটসের গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হন এবং স্বল্পকাল মধ্যে দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠেন। এই সময়ে তাঁহার একটী নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়। ঐ উদ্দেশে অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি এথেন্স নগরে গমন করিলেন কিন্তু আলেকজণ্ডারের মৃত্যুতে তৎকালে তথায় মহাগোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে তিনি তথা হইতে আয়োনিয়া দ্বীপের অন্তঃপাতী কলেফন নামক স্থানে গেলেন। তথা হইতে তিনি মিটীলিন ও লাম্পসাকসে গমন করিলেন। এই স্থানেই প্রথমে তিনি স্বমত প্রচার করেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্য হইল। তাহার মধ্যে নিয়োক্লিস, চারিডিমস ও আরিষ্টোবলস এই তিন সহোদর সর্ব্বপ্রধান। ইহাঁদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি পুনর্ব্বার এথেন্সে যান। খ্রীষ্টের ৩০৯ বৎসর পূর্ব্বে তথায় একটী উদ্যান ক্রয় করিয়া আপনার মত প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার ছাত্রগণের পরস্পর বিলক্ষণ সদ্ভাব ও সৌহৃদ্য ছিল। সিসিরো বলেন, তাঁহার সময়েও এই সম্প্রদায়ে কখন পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটিতে দেখেন নাই।

স্ত্রীলোকদিগকেও এপিকিউরস স্বদলে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিখ্যাতনামা লেওনিটস ও থেমিষ্টা ইহার মধ্যে প্রধান। এপিকিউরস প্রকাশ্য ভাবে স্বমত শিক্ষা দিতেন না; এই জন্য এই নূতন ধর্ম্ম তাঁহার জীবনকালে বহু বিস্তারিত হয় নাই। খ্রীষ্টের ২৭০ বৎসর পূর্ব্বে ৭২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পাথুরী রোগে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। এপিকিউরস স্বসম্প্রদায় মধ্যে স্ত্রীলোকদিগকে গ্রহণ করিতেন এবং গোপনে শিষ্যদিগকে স্বমতের শিক্ষা দিতেন, এই অংশে কর্ত্তাভজা ও ফ্রীমেসনের সহিত তাঁহার মতের সাদৃশ্য আছে।

সূক্ষ্মদর্শী পাঠক এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, শিক্ষিত দলের অধিকাংশ এই নিন্দনীয় মতাবলম্বী কি না? যাঁহারা কেবল আত্মসুখার্থী

তাঁহারা স্বজাতির উন্নতি চেষ্টা করিবেন, এ আশার অবসর কোথায়?

আর যে কতকগুলি শিক্ষিত বিলাত ফেরত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের ব্যবহার দেখিলে নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইতে হয়। একবার বিলাতের বাতাস লাগিলে ভারতের আর কিছুই তাঁহাদিগের ভাল লাগে না। ভারতের আচার ব্যবহার, ভারতের খাদ্যসামগ্রী, ভারতের পোষাক পরিচ্ছদ, ভারতের ভাষা, ভারতের গ্রন্থ সকল তাঁহাদিগের বিষবৎ বোধ হয়। অধিক কি, ভারতের লোক বলিয়া তাঁহারা আত্মপরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। তাঁহাদিগকে সাহেব না বলিলে অপমান বোধ হয়, বিষম রাগ করেন। অন্যে সাহেব বলুক না বলুক, তাঁহাদিগের স্ত্রীরা হঠাৎ মেম হইয়া উঠেন, এবং ঠেলিয়া ঠুলিয়া তাঁহাদিগকে সাহেব করিয়া তুলেন। ঐ গৃহলক্ষ্মীরা চাকরদিগকে বলেন " সাহেবকো ওয়াস্তে মুরগী লে আও, গোস্ত লে আও " এই বলিয়া স্বামিকে সাহেব সাজাইয়া তুলেন। পাঠক বলুন দেখি যাঁহাদিগের চরিত্র এইরূপ, যাঁহারা দেশের লোকের সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক রাখিতে চান না, তাঁহাদিগের হইতে জাতীয় উন্নতি হইবার সম্ভাবনা কি? তাঁহাদিগের হইতে আমাদিগের জাতির গৌরব বৃদ্ধি না হইয়া বরং অগৌরব হইতেছে। তাঁহারা যাহাদিগের অনুকরণ করিয়া সাহেব হইয়াছেন, সেই আসল সাহেবেরা অনেকে তাঁহাদিগকে ঘৃণা করেন। বাবু চন্দ্রভূষণ গুপ্ত বোম্বাই হইতে সোমপ্রকাশে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন " যখন আমি বোম্বে হইতে পুনা যাই, তখন অত্রত্য একজন সিবিল সার্জ্জন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, পত্র লিখিবার সময় আমি আপনাকে বাবু কি মিষ্টর শব্দ কি লিখিব, তাহা বলিয়া দিন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, আমি দেশে (ইংলণ্ডে) কতিপয় বাঙ্গালি যুবককে ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। নিমন্ত্রণ পত্রগুলি ইংরাজী রীতি অনুসারে লিখিত হয় নাই। যেমন এম, এম, গুপ্ত এস্কোয়ার না লিখিয়া বাবু মণিমোহন গুপ্ত লিখিয়া পাঠান হইয়াছিল। ঐ প্রকার লেখা তথাকার রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া দুটী মিষ্টার ঐ প্রকার নিমন্ত্রণপত্র প্রত্যাখ্যান করেন। সাহেব তাহা জানিয়া ঠিক সাহেবী ধরণে চিঠি লিখিয়া তাঁহাদিগের মনরক্ষা করেন। কার্য্য সমাধা হইলে সাহেব তাঁহাদিগের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলেন, আপনারা স্বজাতীয় পরিচয় দিতে লজ্জিত বা ভীত, ইহা পূর্ব্বে জানিলে আপনাদিগকে আপনাদের দেশীয়

রীতি অনুসারে পত্র লিখিতাম না। তজ্জন্য সাহেব আমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।”

পাঠক! এখন বিবেচনা করিয়া বলুন দেখি, যাঁহারা এ প্রকার অসার লোক, স্বজাতীয় উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইলে আত্মমান জ্ঞান না করিয়া অপমান বোধ করেন, তাদৃশ কাপুরুষদিগের হইতে স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি হইবার সম্ভাবনা কি? চন্দ্রভূষণ বাবু যথার্থ কথাই কহিয়াছেন “এই শ্রেণীর সমুদায় লোকই খরচ পড়িয়াছেন।” জমীদারীর শত শত অংশ হওয়াতে প্রধান ঘরগুলি যেমন ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে, আমাদিগের শিক্ষিত বাবুরা মিষ্টর হওয়াতে তেমনি আমাদিগের সমাজের অঙ্গ বিচ্যুত হইয়া যাইতেছে। তাহাতে স্বজাতির উন্নতি না হইয়া বরং অবনতিরই কথা।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই কেবল আমরা হতাশ হই নাই, হতাশ হইবার আর একটী প্রধান কারণ ঘটিয়াছে। সমাজের আর কোন প্রকার বন্ধন নাই। ধর্ম্মই প্রধান বন্ধন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ধর্ম্মে প্রায় কাহারই আন্তরিক আস্থা নাই। ধর্ম্মে আস্থা না থাকাতে ধর্ম্ম নীতি বন্ধনও শ্লথ হইয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে শিষ্টাচার, গুরুজনের প্রতি ভয় ও ভক্তি সমুদায়ই লোপ পাইয়াছে। সমাজ মধ্যে স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচারিতাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বে যে একটী দৃঢ় সামাজিক বন্ধন ছিল, তাহাও আর নাই। সকলেই স্বস্বপ্রধান, কেহ কাহার কথার বাধ্য নয়। এ অবস্থায় সমাজ ও ধর্ম্ম কাহারই বদ্ধমূল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। রক্ষকহীন হইয়া ধর্ম্ম হউক ধর্ম্মনীতি হউক আর সদাচার পদ্ধতি হউক কিছুই তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম রক্ষার্থ সকল দেশেই এক একটী বিশেষ সম্প্রদায় রচিত হইয়াছে। হিন্দু জাতির ব্রাহ্মণ, মুসলমানদিগের মোল্লা এবং খ্রীষ্টানদিগের পাদরি, তাহার পশ্চাতে রাজা আছেন। ধর্ম্মরক্ষকেরা যদি কোন ব্যতিক্রম করেন, রাজা শাসন করিয়া থাকেন। বিশপ কোলেঞ্জো বাইবলের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া পদচ্যুত হন। অনেক কাল হইল হিন্দুর রাজত্ব লোপ পাইয়াছে। হিন্দুরা দীর্ঘকাল মুসলমান অধিকারে বাস করিয়াছেন। কিন্তু সে অধিকারে ধর্ম্মের এক্ষণকার ন্যায় দুর্দ্দশা ঘটে নাই। তাহার কারণ এই, মুসলমানদিগের সহিত হিন্দু জাতির তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা ছিল না। যে

বিদ্যাশিক্ষা বিপ্লব ঘটাইবার প্রধান কারণ, মুসলমান অধিকারে সে শিক্ষা-দান রীতি ছিল না। যাঁহারা সমাজের কর্ত্তা হইতেন, তাঁহারা যা ইচ্ছা তাই করিতেন। কেহ সমাজের অবাধ্য হইলে সমাজের কর্ত্তারা তাহার প্রতি অত্যাচার করিলেও তাহার দণ্ড হইত না। এখন আর সেরূপ হইবার যো নাই, কেহ কাহার উপরে কোন প্রকার অত্যাচার করিতে সাহসী হন না। সুতরাং সকলে প্রশ্রয় পাইয়াছে। পূর্ব্বে এক অকপট ধর্ম্মভয় ছিল, কেহ সমাজের প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ করিলে ঐ ধর্ম্মভয় সমাজবৃদ্ধ-দিগকে একতা সূত্রে বদ্ধ করিয়া সেই অধার্ম্মিকের দণ্ডদানে প্রবর্ত্তিত করিত, এখন আর সে ধর্ম্মভয় নাই, সুতরাং সে একতাও নাই, বরং এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই অধার্ম্মিকেরই পক্ষ অনেকে অবলম্বন করে। যাঁহারা দণ্ডদানে উদ্যত হন, তাঁহারা প্রকারান্তরে দণ্ডহত হইয়া পড়েন। সামাজিক বন্ধন বিলোপ যেমন কোন অংশে কিছু সুখের ও হিতের হই-য়াছে, তেমন অপর অংশে মহৎ অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। ফল কথা, সমা-জের মঙ্গলার্থ একটী বন্ধন আবশ্যক। পাঠক এ স্থলে এরূপ মনে করিবেন না যে সেই প্রাচীন কালে সমাজের মতবিরুদ্ধকারির প্রতি যেমন অন্ধপীড়ন ছিল, এখনও সেইরূপ হউক এই কথা আমরা বলিতেছি। আমাদিগের মত এই, যেমন কাল পড়িয়াছে, ধর্ম্ম ও সমাজ তেমনি সংস্কৃত হউক, এবং সেই সংস্কারের অনুরূপ একটী বন্ধন হউক। একটী বন্ধন না থাকিলে সমাজ সুশৃঙ্খলরূপে চলিবার সম্ভাবনা নাই। সেই সংস্কৃত বন্ধন যদি না হয়, আমরা উপরে যে আশঙ্কা করিয়াছি, দুই শত বৎসর পরে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব লোপ হইবে, কার্য্যে তাহাই ঘটিয়া উঠিবে।

হিন্দু সমাজের এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, এ অবস্থা কখন স্থায়ী হইতে পারে না। জুলিয়স সিজরের মৃত্যুর পর রোমে এইরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না, অবিলম্বে রোমে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রবেশ করিল। এটী বড় শোচনীয় বিষয়, যে যে স্থানে ইংরাজী শিক্ষা প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে, সরোবর নিক্ষিপ্ত অগ্নিবাজীর ন্যায় সেই সেই স্থানের সমাজকে বিলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। সমাজের সকল বন্ধনই শ্লথ হইয়া গিয়াছে। নমস্যের প্রতি নমস্কার, পূজনীয়ের প্রতি পূজা, ভজ-নীয়ের প্রতি ভক্তি, শঙ্কনীয়ের প্রতি শঙ্কা ইহার কিছুই নাই। থাকিবার

মধ্যে কেবল উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা। স্বেচ্ছাচারিতার বিক্রম দেখিয়া ধর্ম্ম কম্পিতকলেবর হইয়াছেন, ধর্ম্মনীতি দূরে প্রস্থান করিয়াছে, সদাচারপদ্ধতি স্থান ত্যাগ করিয়াছে। চার্ব্বাকের মতই প্রবল, ও চার্ব্বাকের শিষ্য সংখ্যা-রই বৃদ্ধি। সমাজের এরূপ অবস্থায় চার্ব্বাকের মত যে প্রভুত্ব লাভ করিবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? এমন সময়ে এমন মিষ্ট কথা কে শুনাইতে পারে? আমাদিগের মতে চার্ব্বাক শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ এই, মনোহর বাক্য যার, সেই চার্ব্বাক। চারু শব্দের অর্থ মনোহর, আর বাক্ শব্দের অর্থ বাক্য। অঙ্গনালিঙ্গনাদি জন্য সুখই পুরুষার্থ এ কথা যিনি বলেন, তাঁহার তুল্য মনোহরবাদী আর কে আছেন? মানুষ যেমন সুখান্বেষী, এমন সুখান্বেষী জন্তু আর নাই। যিনি সেই সুখময় পথের উপদেষ্টা হন, সে সুখ হইতে পরিণামে সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা থাকিলেও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য জুটি-বার ও বৃদ্ধি হইবার যেমন সম্ভাবনা, যিনি সেই আপাতসুখের প্রতিবন্ধক হইয়া পরিণাম মহাসুখের পথপ্রদর্শক হন, তাঁহার তেমন শিষ্যাদি জুটিবার ও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। মহোদারপ্রকৃতি মৃত প্যারীচরণ সর-কার সুরাপাননিবারিণী সভা না করিয়া যদি সুরোৎসাহবর্দ্ধিনী ও পরদার-সেবিনী সভা করিতেন, তিন দিনের মধ্যে তাঁহার লক্ষ লক্ষ শিষ্য হইত। কর্ত্তাভজারা যদি কঠোর পথের প্রদর্শক হইতেন, কখন তাঁহাদিগের এত শ্রীবৃদ্ধি হইত না। চৈতন্য স্বয়ং বিশুদ্ধস্বভাব ছিলেন, দেবসদৃশ তাঁহার চরিত্র ছিল বটে কিন্তু তিনি যে পথ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাতে ধর্ম্মনীতি বন্ধনের তাদৃশ বল নাই বলিয়া তাঁহার মত তত আদৃত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম-দিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মূল নাই বলিয়াই যে কেবল তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না, তাহা নয়, তাঁহাদিগের ধর্ম্মনীতির অংশে আঁটাআঁটি আছে তাই অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা স্বচ্ছন্দ সুরাপান ও পরদারসেবনের বিধি দিন, দুই দিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্ম পাইবেন। ফলতঃ মানুষ কোন প্রকার বন্ধন ভাল বাসে না, আবার কোন প্রকার বন্ধন না থাকিলেও সমাজ উন্নতিশালী ও জাতীয় উন্নতি হয় না।

পাঠক! একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া ইউরোপের দিকে চাহিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন, প্রত্যেক ইউরোপীয়ের প্রত্যেক কার্য্যেই নিজের উন্নতির সঙ্গে স্বজাতির উন্নতি লক্ষ্যস্থলে আছে। আবার অনেকে কেবল নিঃস্বার্থ

ভাবে স্বজাতীয় উন্নতি অন্বেষণ করিতেছেন। একজন নিজ ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনার্থ দশ পোন গোলা ছুড়া যায় এমন একটী কামান প্রস্তুত করিলেন, আর এক ব্যক্তি তাহাকে অতিক্রম করিবার অভিপ্রায়ে অনন্যমনা ও অনন্য-কর্ম্মা হইয়া বিশ পোন গোলা ছুড়া যায় এরূপ কামানের নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হই-লেন। যখন তিনি কৃতকার্য্য হইলেন, তখন তাঁহার নিজের উন্নতির সঙ্গে স্বজাতির একটী উন্নতি হইয়া গেল। লিবিঙষ্টোন প্রভৃতি কত মহামনা ব্যক্তি স্বজাতির উন্নতি সাধন মানসে অবিদিতপূর্ব্ব বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়ার্থ প্রাণের মায়া ধনের মায়া পরিবারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কত দুর্গম মরু-ভূমি কত শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী ভ্রমণ করিতেছেন, কেহ বা সেই সাধু মহতী চেষ্টায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছেন। আমাদিগের এরূপ কোন চেষ্টা নাই, আমরা কেবল বিস্ময়স্তিমিত হইয়া বাহবা দিতেছি। একজন পণ্ডিত কহি-য়াছেন, মূর্খেরা অন্যের অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া কেবল তাহার প্রশংসা করিয়া চিত্তকে নির্ব্বৃত করে, স্বয়ং তদনুকরণে উদ্যত হইতে পারে না।

যে জাতির কোন কার্য্যেই স্বাধীন প্রবৃত্তি নাই, সে জাতির জাতীয় উন্নতি লাভ দূরে থাকুক, অস্তিত্ব থাকাই দুরূহ। কত বিদেশী লোক এখানে হাউস করিয়া ও কত প্রকার স্বাধীন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া ভারতের বিপুল ধনরাশি সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যাইতেছেন, আমরা তাহাদিগের অনুগ্রহলভ্য যৎকিঞ্চিৎ পাইবার আশায় কুকুরের ন্যায় তাহাদিগের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছি, স্বয়ং কিছু করিব সে সাধ্য নাই। আমাদিগের ধন নাই এ কথা বলিতে পারি না। আমাদিগের দেশে এরূপ এক একজন ধনী আছেন, যে তিনি অন্যের সাহায্য না লইয়াও স্বয়ং এক একটী হাউস করিতে পারেন, আবার দুই চারি জনে মিলিয়াও করিতে পারেন, কিন্তু আমা-দিগের মিশিবার একতা কোথায়, একাকী হাউস করিবার সাহসই বা কোথায়? কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমরা কিসে কি হইবে এই গণনা করিয়া থাকি, অনিষ্টশঙ্কাই যেন অগ্রে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং কার্য্যারম্ভের অগ্রে যে কিছু উদ্যম জন্মে, তাহা নির্ব্বাণ হইয়া যায়। অন্য বিষয়ে আমাদিগের যত পটুতা থাকুক না থাকুক, অনিষ্ট গণনা বিষয়ে বিলক্ষণ পটুতা আছে। উহাই আমাদিগের সর্ব্বনাশের একটী প্রধান হেতু হইয়াছে।

পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না যে আমরা শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত দলকে গালি দিবার নিমিত্ত এ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। সমাজের যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার স্বরূপ বর্ণনই আমাদিগের উদ্দেশ্য। বাস্তবিক হিন্দু সমাজের প্রকৃত উন্নতি লাভ ও রক্ষার সম্ভাবনা নাই। আমরা হিন্দু সমাজের যে উন্নতি দেখিতে পাইতেছি, তাহা বাহ্য উন্নতি। সকলে বিলক্ষণ সৌখীন হইয়াছেন, ধৌত সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিতেছেন, সঘৃত শাল্যন্ন ভোজন করিতেছেন, গাড়ি ঘোড়া চড়িতেছেন, রেলগাড়িতে দূরাদূর গমনাগমন করিতেছেন, কাপড়ের ছাতা মাথায় ও পিরান গায়ে দিতেছেন, চীনেম্যানের দোকানের জুতা পরিতেছেন, কেহ বা কোট পেণ্টুলান পরিয়া সাহেব সাজিতেছেন, এ সকল উন্নতি বাহ্য উন্নতি। এ উন্নতি শরৎকালের মেঘের ন্যায় বসন্তকালের পুষ্পবিকাশের ন্যায় বর্ষাকালের সৌদামনীবিলাসের ন্যায় বর্ষাপগমে পিপীলিকার পক্ষলাভের ন্যায় ক্ষণিক মাত্র। বাহ্য উন্নতি উন্নতিই নয়। আমাদিগের আভ্যন্তর উন্নতি কোথায়? আমাদিগের মনের দৃঢ়তা কোথায়? উৎসাহ অধ্যবসায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা শ্রমশীলতা সদ্বিবেকশালিতা স্বজাতির সহ সমসুখদুঃখতা একতা সৎসাহসিকতা মনস্বিতা তেজস্বিতা স্বজাতিপ্রিয়তা স্বদেশানুরাগিতা প্রভৃতি স্বজাতীয় উন্নতির প্রধান সাধন যে সকল গুণ তাহা আমাদিগের কোথায়? পাঠকগণ যদি অনুধাবন করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন, আমরা পদে পদে কেবল আত্মম্ভরিতারই পরিচয় দিতেছি। যে জাতি উল্লিখিত গুণ সমূহে বর্জ্জিত হইয়া কেবল আত্মম্ভরিতার পরিচয় দেয়, সে জাতির কি উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে?

আমাদিগের জাতীয় উন্নতি লাভের আর একটী মহান্ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে। শরীরই জাতীয় উন্নতির প্রধান সাধন। সেই শরীরই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ভারতের কোন স্থানেই প্রায় আর স্বাস্থ্য লক্ষিত হয় না। বঙ্গদেশের কথা থাকুক, যে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ও পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে অসামান্য শৌর্য্যবীর্য্যাদির অভিনয় হইয়া গিয়াছে, সেই সকল দেশেই আর পূর্ব্বের ন্যায় বলিষ্ঠ ও স্বস্থদেহ পুরুষ দেখিতে পাওয়া কঠিন হইয়াছে। আমরা বঙ্গদেশে আমাদিগের সন্তান সন্ততিগণের দিন দিন যে প্রকার বলবীর্য্যাদি ও স্বাস্থ্যের পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে তাহারা যদি ক্রমে বালখিল্য ঋষির দল না হইয়া উঠে, তাহা হইলে আমরা পরম ভাগ্য করিয়া মানিব।

ফলতঃ আমরা যেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করি, সেই দিকেই জাতীয় উন্নতি বিষয়ে হতাশ হই।

এস্থলে পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, আমাদিগের জাতীয় উন্নতি লাভের ও জাতীয় অস্তিত্ব অব্যাহত রাখিবার উপায় আছে কি না? আমরা ত কোন উপায় দেখিতে পাই না। সমাজরক্ষক ধর্ম্ম, ধর্ম্মের রক্ষক রাজা ও বৃদ্ধ-পরম্পরা। যিনি আমাদিগের এক্ষণকার রাজা, তিনি ধর্ম্মান্তরসেবী ও বিদেশীয়, তিনি যে আমাদিগের ধর্ম্মরক্ষার্থ যত্নশীল হইবেন, তাহা সম্ভাবিত নহে। রাজা আমাদিগের সমাজে যে এক অদ্ভুত পদার্থ (ইংরাজী শিক্ষা) ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহা আমাদিগের সমাজের বাহ্যসৌষ্ঠব সম্পাদন করিতেছে বটে কিন্তু জাতীয় আভ্যন্তর উন্নতির মূল শিকড় গুলি এক একটী করিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

ধর্ম্মের যিনি প্রধান রক্ষক রাজা, তাঁহার ত এই গতি হইল, অপর ধর্ম্মর-ক্ষক যে বৃদ্ধপরম্পরা, তাঁহারা বিষ হারাইয়া ঢোঁড়া হইয়া পড়িয়াছেন। জাতীয় উন্নতি বিধায়ক যে স্বদেশানুরাগ স্বজাতিপ্রিয়তা একতা উৎসাহ অধ্যবসায়াদি গুণ, তাহারও নিতান্ত দারিদ্র্য দশা, তবে আর আশা কি? ইংরাজী শিক্ষা সমাজ মধ্যে স্বাধীনতা বল আর স্বেচ্ছাচারিতা বল যে এক ভয়ঙ্কর পদার্থ প্রবেশিত করিয়া দিয়াছে, কোন বিষয়ে যে সমাজবাসিদিগের আর পরস্পর ঐক্যবন্ধন হইবে, সে আশাও নাই। যে এক আর্য্যধর্ম্মের গুণে ও মহিমায় আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা অন্বর্থ আর্য্যনাম ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা কালোচিত সংস্কৃত না হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে বসিয়াছে। লোকের স্বেচ্ছাচারিতার অব-স্থায় তাহার সংস্কার বা রক্ষা হইবার আর সম্ভাবনা দেখা যায় না। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার বিপন্ন দশাই ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের যে কি প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন। হিন্দুশাস্ত্রোদিত নিত্য নৈমি-ত্তিক ক্রিয়া কলাপ করাইবার লোক দিন দিন দুর্লভ হইতেছেন। আর কিছু দিন পরে পুরোহিত পাওয়া ভার হইয়া উঠিবে। এখন লোকে প্রায় আর ক্রিয়াকর্ম্ম করে না, পুরোহিতের লাভ কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং পৌরো-হিত্য শিক্ষায় আর কাহার প্রবৃত্তি নাই। এখন সকলেই ইংরাজী শিক্ষার দিকে ঝুকিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষা যাহার উদরস্থ হইয়াছে, তাহাকে আর

পৌরোহিত্য শিক্ষার দিকে মুখ ফিরাইতে দেয় না। হৃদয়বান পাঠক ইহাও একবার অনুধাবন করিয়া দেখিবেন, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত কাহারই প্রায় হিন্দুধর্ম্মে আন্তরিক আস্থা নাই। অশিক্ষিত দল ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া আছেন, শিক্ষিত দলের নূতন ধর্ম্মকল্পনায় রুচি জন্মিয়াছে। এই স্বেচ্ছাচারিতার সময়ে নূতন ধর্ম্মকল্পনা করিয়া যে কেহ কৃতকার্য্য হইবেন, সে সম্ভাবনাও দেখা যায় না। কেশব বাবুকে দিয়া ইহার এক প্রকার পরীক্ষা হইয়া গেল। নূতন ধর্ম্মকল্পনাকারিদিগের হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও স্বার্থানুসন্ধানপ্রবৃত্তি প্রভৃতির প্রভাবে সেই কল্পিত ধর্ম্মের শোচনীয় দশা ঘটিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

এস্থলে পাঠক এই কথা বলিবেন, আমরা কেন এত ব্যাকুল হইতেছি, হিন্দু যদি একটী স্বতন্ত্র জাতি না থাকেন, তাহাতে ক্ষতি কি? সকলে এক ধর্ম্মাবলম্বী এক জাতি হইয়া যাইবে, ইহা ত মঙ্গলের কথা। ইহার উত্তর এই, জাতীয় মান জাতীয় গৌরব জাতীয় উন্নতি চেষ্টা না থাকিলে যে ক্ষতি হয়, যাঁহারা ফিরিঙ্গিদিগের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন এবং যে সকল হিন্দু খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই সে ক্ষতি বুঝিতে পারিবেন। ভাষাভেদ মনের গতিভেদ ও রুচিভেদ থাকিতে একধর্ম্মাবলম্বী হইলেই যে সকলে এক উদারভাবালম্বী হইবে, এ আশা নাই। এ আশা থাকিলে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপখণ্ডে ইংরাজ ফরাসী ওলন্দাজ জর্ম্মণ রুশিয় প্রভৃতি ভেদ থাকিত না এবং পরস্পর মারামারি কাটাকাটিও হইত না। বিধাতার এমন বিধি নয় যে পৃথিবীর সমুদায় মানুষে একহৃদয়, এক-ভাষাভাষী এক আচার ব্যবহারাবলম্বী হইয়া পরস্পর সমভাবে চলিবে। বাইবলে আছে, অগ্রে সমুদায় মানুষের এক ভাষা ছিল, তাহারা একপরামর্শী হইয়া ইট প্রস্তুত করিয়া স্বর্গভেদী এক প্রাসাদ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়। ঈশ্বর তাহাদিগের এই চেষ্টা দেখিয়া স্বর্গ হইতে নামিয়া আইলেন এবং তাহা-দিগের ভাষা ভেদ করিয়া ঐক্যবন্ধনকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। এই গল্পটীর অতি সূক্ষ্ম মহান্ অর্থ আছে। সূক্ষ্মদর্শী পাঠক তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। আমরা যদি জাতীয় গৌরব হারাইয়া ঢোঁড়া হই; মঙ্গল না হইয়া ফিরিঙ্গীদিগের ন্যায় দুর্দ্দশাই ঘটিবে।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ কহিয়া গিয়াছেন, জীবনচরিত পাঠে সহস্র উপদেশের ফল লাভ হয়। যে সে জীবনচরিত পাঠের যদি এই ফল হইল, নেপোলিয়ান বোনাপার্টের চরিত পাঠে যে আবার সহস্রগুণে ঐ ফল লাভ হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

গ্রীসে আলেক্‌জাণ্ডার, রোমে জুলিয়স সীজার, ইংলণ্ডে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন, প্রসিয়ায় ব্লুচার, ভারতে রণজিৎসিং ও শিবজী, মুসলমানজাতিতে তৈমুর ও মামুদ প্রভৃতি বীরগণ অসামান্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়া জগৎকে মোহিত করিয়াছেন বটে; কিন্তু নেপোলিয়ান বোনাপার্টরূপ এক আধারে যে সমস্ত গুণ বিরাজমান ছিল, তাহার সহিত তুলনা করিলে অন্য কোন বীরই নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ন্যায় সর্ব্বোচ্চ আসন পাইবার যোগ্য হইতে পারেন না।

এই নেপোলিয়ান বোনাপার্টের অপ্রতিহত প্রভাবে ফ্রান্স এককালে সভ্য ইউরোপখণ্ডের শীর্ষস্থানে উত্থিত হইয়াছিল। এই নেপোলিয়ানের সাহস ও বুদ্ধি বলেই এক্ষণকার জর্ম্মণী-পদ-দলিত ফ্রান্স এক সময়ে যশোমন্দিরের সর্ব্বোচ্চ শিখর অতিক্রম করিয়া জগতবাসীর ভীতির কারণ হইয়াছিল। বলিতে কি, এই বোনাপার্টই এককালে ফরাসী জাতির মহিমাস্বরূপ এই বোনাপার্টই ফ্রান্সবাসীর সন্তপ্ত হৃদয়ের একমাত্র শান্তিনিকেতনস্বরূপ ছিলেন। ফ্রান্সের পক্ষ সমর্থন করিয়া বোনাপার্ট যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, শত সহস্র পিরিনিশ পর্ব্বতের তুষার খণ্ড, কিম্বা আটলাণ্টিক মহাসাগরের শত সহস্র উত্তাল তরঙ্গমালা কিছুতেই তাহাকে বিলুপ্ত করিতে পারিবে না। নেপোলিয়ন যেমন, ফ্রান্সও তেমনি তাঁহার গুণের উপযুক্ত ক্রীড়াস্থান হইয়াছিল।

ফ্রান্স অপূর্ব্ব স্থান। ইহা কখন বীরপুরুষদিগের বিলাসক্ষেত্র, কখন দার্শনিকদিগের প্রসূতি গৃহ। কখন অন্তর্ব্বিবাদ, কখন বহির্ব্বিবাদ, কখন চক্রান্ত, কখন রুধিরপাত, কখন সুখময়ী শান্তি ফ্রান্সে বিরাজ করে। বীর পুরুষেরা কখন দন্তভরে শাণিত তরবারি হস্তে দেশবিজয়ে প্রবৃত্ত; দার্শনিকেরা কখন নিকটস্থ পিরিনিশ পর্ব্বতের অধিত্যকায় উপবিষ্ট হইয়া দর্শন

শাস্ত্রের চিন্তায় নিবিষ্ট ; আবার কখন কবি আটলান্টিক মহাসাগরের শ্যাম সলিলোপরি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া স্বভাব বর্ণনায় নিযুক্ত। ফলতঃ জ্ঞান নীতি সভ্যতা এগুলি এক সময়ে ফ্রান্সকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদবীতে অধিরোহিত করিয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্স-সূর্য্য নেপোলিয়নের অস্তমিত অবস্থা উপস্থিত হইবামাত্রই ফ্রান্স অলঙ্কারবিহীন হইয়া পড়েন। বর্ত্তমান পরদ্বেষী কতিপয় ইউরোপীয় জাতি ফরাসিদিগের অত্যুন্নত অবস্থায় নিস্তেজ হইয়াছিল বলিয়া এক্ষণে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইতেছে এবং ফ্রান্সের পূর্ব্ব মহিমার মূলে প্রচণ্ড কুঠরাঘাতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

এক কালে ৬০,৬০০০০০ লোক ফ্রান্সের অধিবাসী ছিল। এক সময়ে ইহার কয়েকজন মহাবীরে পৃথিবীর দেড়শত কোটী লোকের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। এক্ষণে ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ৩০,৫০০০,০০০ মাত্র। পূর্ব্বে ফ্রান্স ৩৫ অংশে বিভক্ত ছিল। তৎপরে ৮৬ অংশে বিভক্ত হয়। এক্ষণে ৮৯ অংশে বিভক্ত হইয়াছে। ১৮৭০-৭১ অব্দের প্রসিয় সমরের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, মিউরথ ও মশিলি প্রদেশের কিয়দংশ এবং রাইন নদীর উভয় তীরস্থ কতিপয় স্থল ও আল্‌সিস্‌ রাজ্যটীর সমুদায় প্রদান করিয়া জর্ম্মণী করতলস্থিত হেমদণ্ডের পূজা করা হইয়াছে।

ফ্রান্সের জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। এখানে গ্রীষ্মের সময় ভয়ানক উত্তাপ এবং শীতের সময় ভয়ানক শীত অনুভূত হয়। অসাময়িক জল কি বায়ুর প্রভাব এখানে প্রায়ই লক্ষিত হয় না। সর্ব্বত্রই নানাপ্রকার সুখাদ্য উপাদেয় ফল মূল গম চাউল প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন বিবিধ ধাতু ও শিল্প নির্ম্মিত ব্যবহারোপযোগী বস্তু আছে। সকল স্থানই উর্ব্বর এবং কৃষিকার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হয়। এখানে অনেক সরোবর ও কূপ আছে, কিন্তু পর্ব্বতের সংখ্যা অধিক। বন্য পশুর মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র ও ভল্লুক বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

ফ্রান্সে পূর্ব্বকালের বহুশত কীর্ত্তি অদ্যাপিও বিদ্যমান থাকিয়া অতীত সাক্ষী ইতিহাসের সহায়তা করিতেছে। সেইগুলির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে বহির্জ্জগতের মনোহারিত্বে মুগ্ধ হইতে হয়। যতদিন ফ্রান্স এই সকল মোহিনী মূর্ত্তি স্বীয় বক্ষে ধারণ করিবেন, ততদিন ফ্রান্সের অপর সকল বিষয়ের অধঃপতন ঘটিলেও ইহার জাতীয় প্রাচীন মহিমা কখন বিলুপ্ত

হইবে না। ল্যাক্র, লাইমস, পিকাডি, ভানিশ, বুটানি, বো, মোজশ প্রভৃতি অসংখ্য স্থানে অসংখ্য কীৰ্ত্তি অদ্যাপিও বিদ্যমান থাকিয়া বীরপ্রসূতি-ফ্রান্সের শিল্পশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতেছে।

রাজনীতি শাস্ত্রে ফ্রান্সের তুল্য পাণ্ডিত্য বোধ হয় পৃথিবীর অতি অল্প সভ্য জাতিরই আছে। যে সকল রাজনীতির কূটার্থ লইয়া পৃথিবীর অন্য অন্য প্রধান জাতির আজিও মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছে, সেই সেই রাজনীতি ফ্রান্সের মস্তিস্ক ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল। ফলতঃ রাজনীতিও ফ্রান্সে চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছিল। সম্প্রতি ফ্রান্সের একজন ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত লেখক লিখিয়াছেন রাজনীতির এতদূর উৎকর্ষ লাভই ফ্রান্সের অবনতির কারণ। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট হইতে এই ফ্রান্সের অবস্থার বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। অতএব তাঁহার জীবনচরিত পাঠে ফ্রান্সেরও অনেক বিষয় জানিতে পারা যাইবে সন্দেহ নাই।

নেপোলিয়ন প্রসিদ্ধ ওজাকিয়া নগরে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ই আগষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম চার্লস বোনাপার্ট, এবং মাতার নাম লোটিনিয়া রোমিলিয়া। নেপোলিয়নের পিতা ইটালি দেশীয় প্রসিদ্ধ নর্কি বংশ হইতে সমুদ্ভূত হন। যৎকালে গেল্প এবং গিবেলিনিশ নামে অৰ্দ্ধ সভ্য জাতি দ্বয় ইটালিকে রুধিরধারায় প্লাবিত করিতেছিল, তৎকালে চার্লস বোনাপার্ট কর্শিকা দ্বীপে আগমন করেন, এবং এই স্থানেই সপরিবারে বাস করিয়া শান্তি সুখ ভোগ করিতে থাকেন।

বোনাপার্টের মাতা রোমিলিয়া পরমা সুন্দরী, বিদুষী ও বীরনারী বলিয়া বিখ্যাত। চার্লসও সাহসিকতা, তেজ, স্থিরতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও রাজনীতিজ্ঞতা গুণে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। চার্লস যে স্থলে যাইতেন, রোমিলিয়াও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন। ফলতঃ উভয়ের পবিত্র ব্যবহারে ও প্রগাঢ় প্রণয়ে সংসার তাঁহাদের পক্ষে সুখের আকর হইয়া উঠিয়াছিল। এই জন্যই রোমনগরীয় ধীমান্ পণ্ডিতেরা একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন যে, ম্যাট্‌শিনির পূর্ব্বে এরূপ উৎকৃষ্ট দম্পতীমিলন আর দ্বিতীয় হয় নাই।

এক দিন এই পরমা সুন্দরী রমণী গর্ভাবস্থায় প্রসিদ্ধ কার্লাইমস্ রণক্ষেত্র হইতে স্বামিসমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন এমত সময়ে তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সেই সময়েই জন্ম

গ্রহণ করেন। প্রসূতি যে প্রান্তরে তাঁহাকে প্রসব করেন, সে স্থানটী ওজাকীয় নগরের সীমান্তর্ব্বর্ত্তী। এই জন্যই ঐতিহাসিকেরা ওজাকীয় নগরটীকে তাঁহার জন্ম স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার যে অবস্থায় জন্ম হয়, লোকে সেই অবস্থাকেই "ভাবী বীরের অবস্থা" বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। ঠিক এই অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া আকবর, শিবজি, রণজিৎসিং, ডিউক অব্ ওয়েলিংটন, আলেকজাণ্ডর, তৈমুর লঙ্গ প্রভৃতি বীর বলিয়া পূজিত হইয়া গিয়াছেন।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট রোমিলিয়ার দ্বিতীয় সন্তান। তাঁহার প্রথম সন্তানের নাম জোজেফ্; ইনিই পরে স্পেন সাম্রাজ্যের হেমদণ্ড করায়ত্ত করিয়াছিলেন। লিউশিন, লুইশ, জেরোমি নামে তাঁহার তিন কনিষ্ঠ সহোদর এবং ইলিজা, কেরোলাইন ও পলিন নামে তিন কনিষ্ঠা সহোদরা ছিল। শৈশবাবস্থায় অপর পাঁচটি সন্তানের মৃত্যু হয়। রোমিলিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ত্রয়োদশটি সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন।

মহাত্মা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বাল্যাবস্থা ও তৎকালের ঘটনাবলী অন্ধতমসে আচ্ছন্ন। অপক্ষপাতী ইতিহাসলেখকেরা তাঁহার বাল্যলীলা অপরিজ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পক্ষপাত-দূষিত ইতিবৃত্ত লেখকগণ আপনাদের অদ্ভুত কল্পনা বলে বোনাপার্টের বাল্য-কালীন ঘটনাবলী অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বা পরি-জ্ঞেয় কিঞ্চিন্মাত্র সত্যকে অযথাযথরূপে চিত্রিত করিতে ছাড়েন নাই। একে সত্য ঘটনা অপরিজ্ঞেয় ও বিসম্বাদী, তাহাতে বিদেশীর হস্তে চিত্রফলক!

নেপোলিয়ন নিজেই বলিয়া গিয়াছেন "যদি আমার কোন মহত্ত্ব বা নীচত্ব দেখিতে পাও, তাহা আমার মাতা রোমিলিয়ার শিক্ষাদানের ফল মনে করিও।" বাস্তবিক, তাঁহার মাতা আপন সন্তানকে শৈশবাবস্থা হইতে নানাবিধ সৎগুণের আধার করিয়া তুলিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন বাল্য-কালে প্রতিবেশী বালক বন্ধুদিগের সহিত মিলিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করি-তেন না। সময়ের আবশ্যকতা ও তাহার মূল্য বাল্যকাল হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের অবকাশ কাল আজাকিয়ো নগরের অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরস্থ সমুদ্র তটের শৈলরাজি মধ্যে অতিবাহিত করিতেন। এই খানে তাঁহার মাতুলের একটী গৃহ ছিল। ঐ গৃহটি এখন ধ্বংস হইয়া

গিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কণ্টকবৃক্ষ রাহই চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিয়াছে। লোকে এই স্থানটীকে 'নেপোলিয়নের শীতল গুহা' কহিয়া থাকে। এই সময়ে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দুক লইয়া প্রয়োগপ্রণালী শিক্ষা করিতেন, এবং সুবিধা পাইলে নূতন নূতন দেশ, নগর, পর্ব্বত, নদনদী এবং মনুষ্য জাতির অদ্ভুত কীর্ত্তি ও স্বভাবের অপরূপ শোভা দর্শন করিয়া আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করিতেন। তাঁহার মনে বাল্যকালেই সৈন্যদলভুক্ত হইবার একটী প্রবল ইচ্ছার উদ্রেক হইয়াছিল।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বোনাপার্টের পিতা চার্লস বোনাপার্ট এক যুদ্ধ উপলক্ষে ফ্রান্সের তদনীন্তন সম্রাট ষোড়শ লুই সমীপে কর্শিকাবাসীদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া প্রেরিত হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ন পিতার সঙ্গে যান। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সাত বৎসর মাত্র। তাঁহারা পিতা পুত্রে ইটালি ও ফ্রান্স সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ দর্শন করিয়া পারিস নগরে উপনীত হইলেন। কিছু দিন পরে চার্লস আপন পুত্রকে ফ্রান্সের বৃণি নগরস্থ বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া ছাত্র শ্রেণীভুক্ত করিয়া দিলেন। এই সময়ে বোনাপার্ট লাটিন, ফ্রেঞ্চ ও ইটালীয় ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। সাহিত্য-শাস্ত্রে তিনি তাদৃশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিলেন না; কিন্তু গণিত ও সমরবিদ্যায় অতি স্বল্পকাল মধ্যেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে বালক বোনাপার্টকে কয়েকটী কারণে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। ফ্রেঞ্চ যুবকেরা তাঁহার বিদেশীয় পরিচ্ছদ, বিদেশীয় ভাষা ও বিদেশীয় ভাব এবং তৎসঙ্গে আপনাদের অপেক্ষা সমর বিদ্যায় অধিক ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তাঁহার সহিত ভাল করিয়া আলাপ পরিচয় করিতেন না। বিশেষতঃ শিক্ষকেরা তাঁহাকে অধিক স্নেহ করিতেন বলিয়া তিনি সকলের বিষনয়নে পড়িয়াছিলেন।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃণি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা গণিত শাস্ত্রে নেপোলিয়নের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে পারিস নগরস্থ রাজকীয় সমর সংক্রান্ত বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার যশঃকুসুমসৌরভ দিগদিগন্ত-ব্যাপী হইয়া উঠিল। সেই সৌরভে ফ্রান্সের গণিতাচার্য্যেরা মোহিত হইয়া গেলেন। তখন তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। পারিস বিদ্যালয়ে গমন করিবার সময় অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে একখানি প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছি-

লেন। এই প্রশংসাপত্রে তাঁহার চরিত্রের উদারতা, ব্যবহারের সরলতা এবং গণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির প্রগাঢ়তা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছিল।

পারিসে গিয়া তিনি দুই বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পরেই তিনি একজন প্রধান শ্রেণীস্থ গণিতবিৎ বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে প্লূটার্ক ও টাশিটশের ইতিহাস এবং আজিয়ানের চরিতাবলীই অনেক সময়ে তাঁহার চিত্তকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করিত। এই সময়ে তিনি পারিস নগরস্থ আব্ বি রায়নাল্ নামক সমাজের একজন সভ্য হন।

১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে বোনাপার্টের পরীক্ষা গৃহীত হয়। তখন তাঁহার সতর বৎসর বয়সও পূর্ণ হয় নাই। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে লা ফিয়ার নামক অস্ত্রধারী সেনাদলের দ্বিতীয় সহকারী অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। ভালাশে গিয়া তিনি ঐ সৈন্যদলের অধ্যক্ষতাভার গ্রহণ করিলেন। ঐ বর্ষে ২৭ এ ফেব্রুয়ারি ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার মাতার বয়স ৩৫ বৎসর মাত্র।

ভালাশে যখন তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে আব্ বি রায়-নাল সমাজের সভ্যেরা এই মর্ম্মে একটী ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া দেন 'মনুষ্য কি কি উপায়ে প্রকৃত সুখী হইতে পারে ' এই বিষয় লইয়া যিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন, তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। বোনাপার্ট একটী প্রবন্ধ লিখিলেন তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইল। তিনি লায়ন্স বিদ্যালয়ে পুরস্কার পাইলেন। ঐ প্রবন্ধটী মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই। টালিরেণ্ড নামক একজন পণ্ডিত বহুদিন পরে এক সামান্য কৃষকের গৃহে উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু একজন দুর্ব্বৃত্ত রাজা উহা অগ্নিদেবকে উপহার প্রদান করেন।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে "অন্আটাচ্ট" নামক অশ্বারোহী সেনাদ-লের তিনি কাপ্তেন হইলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল পদস্থ থাকিতে পারিলেন না। এই সময়ে অর্থাভাবে তাঁহাকে দীনভাবে দিনযাপন করিতে হইয়াছিল। তিনি একটী সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করিয়া আপনার অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেন এবং সংসারবিরক্ত কবি ভর্ত্তৃহরির ন্যায় কবিতা রচনা করিতেন।

ইহার কিছু পূর্ব্বে ও পরে দুটী প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা হয়। প্রথম ঘটনাটী টুইলারিশ প্রভৃতি বিদ্রোহীদিগের সংগ্রাম; দ্বিতীয়—জেনরল

পায়ালির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ। জেনেরল পায়ালি একজন বীর পুরুষ; ইহাঁর নিবাস কর্শিকা। ইহাঁরই অধীনে বোনাপার্টের পিতা চার্লস কার্য্য করিতেন। যখন ফরাসিদিগের প্রথম বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তৎকালে পায়ালি ইংলণ্ডে ছিলেন। ফরাসিদিগের গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, ফ্রেঞ্চবিজিত কর্শিকা স্বাধীন করিয়া লইবার মানসে তিনি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সত্বর পারিসে উপস্থিত হইলেন এবং আপনাকে ফ্রান্সের পরম বন্ধু বলিয়া সাধারণ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন। ফ্রেঞ্চ সম্রাট তাঁহাকে কর্শিকার শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু পায়ালি অধিক দিন মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। সত্বরেই ফ্রান্সের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সম্রাট তাঁহার এই ব্যবহারে নিতান্ত কুপিত হইয়া লাকম্বি, মিচেল এবং সালিসেট নামে তিন জন সেনাপতির অধীনে কতকগুলি সৈন্য দিয়া পায়ালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। ওদিকে পায়ালিও স্বদেশবাসীদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন।

ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্ট ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে আজাকিওর নিকটবর্ত্তী কপিটলি দুর্গের তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করেন। উহার অতি অল্প দিন পরেই পায়ালি আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন “ বৎস! বিদেশীয়েরা আমাদের মাতৃভূমি কর্শিকার স্বাধীনতা হরণ করিতে আসিতেছে, অতএব তুমি আমাকে যথোচিত সাহায্য প্রদান করিতে বিমুখ হইও না। ” নেপোলিয়ন ভাবিলেন—স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলেরই প্রাণপণে যত্ন করা বিধেয় বটে, কিন্তু আমাদের এরূপ অবস্থায় কর্শিকাকে স্বাধীন করা সম্ভাবিত নয়। তাহা করিতে গেলে উভয় দিক নষ্ট হইবে। এই ভাবিয়া তিনি পায়ালির সাহায্য দানে অসম্মত হইলেন। ইহাতে পায়ালি এই কথা বলিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন “ সাধ্যসত্বে স্বদেশরক্ষার্থ বিমুখ হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক পরাধীনতা শৃঙ্খল নিজ হস্তে লইয়া আদরের সহিত পরিয়া থাকে, এমন লোক তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও দেখি নাই। স্বদেশরক্ষার আনুকূল্য না করিয়া প্রতিকূলতা করে, এমত পাপাত্মা তুমি ভিন্ন বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই। ” যাহা হউক, পায়ালি নিরুদ্যম হইবার লোক নহেন। শীঘ্রই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত যোগ করিয়া প্রথমে কাপিটলি দুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং বিপক্ষদলকে পরাজিত করিয়া বোনাপার্টকে সপরিবারে দেশান্তরিত করিয়া দিলেন। এই সময়ে সেবয় ও নাইষ প্রদেশ ইটালী ও অষ্ট্রীয়ার হস্তস্খলিত হইয়া নেপোলিয়নের অধীনতা স্বীকার করে।

কল্পদ্রুম

“ কায়স্থ পুরাণ (১)

এই গ্রন্থখানি যখন আমাদিগের হস্তগত হইল, আমরা নামটী দেখিয়া বড় কৌতুকাবিষ্ট হইলাম, ভাবিলাম, বঙ্গভূমি অনেক পুরাণ ও তন্ত্র প্রসব করিয়াছেন, এ আবার বুঝি একখানি নূতন পুরাণ প্রসব করিলেন। মানুষের নূতনেই রুচি। নূতন ভাবিয়া মন হর্ষোন্মত্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু যেমন পাত খুলিয়া দেখিলাম, দেখিতে পাইলাম এ নূতন নয়, পুরাণ কথা, সুতরাং মন যেমন আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি হতাশ হইল, তেমনি বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইল। আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ রায় ও রাজনারায়ণ মিত্র প্রভৃতি যে অগ্নি জ্বালিয়াছিলেন, নির্ব্বাণপ্রায় হইলে ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কোদালিয়া হরিনাভি রাজপুর প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামের কয়েকজন কায়স্থ উপবীত ধারণ ও বর্ম্মা উপাধি গ্রহণ করিয়া যে অগ্নি পুনরুদ্দীপিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, শশিভূষণ বাবু তাহাতেই বাতাস দিয়াছেন। এটী নূতন বিষয় নয়। অনেকদিনের পুরাণ বিষয়। সেই গলিতদন্ত পলিতমস্তক লোলদেহ পুরাণ কায়স্থ নূতন হইয়া শশিভূষণ বাবুর গ্রন্থে উদিত হইয়াছেন। অতএব “ কায়স্থ পুরাণ ” এই সমস্তশব্দের অন্তর্গত পুরাণ শব্দটী বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত না হইয়া বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলেই ভাল হইত।

বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় নাই ও বৈশ্য নাই, সুতরাং কায়স্থ বঙ্গসমাজে উচ্চ পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছেন। এখন আমরা বঙ্গ সমাজে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিনটী উচ্চ শ্রেণী দেখিতে পাই। শশিভূষণ বাবু কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বিধান করিয়া তাহার পদের যে কি উচ্চতরতা সম্পাদন চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি যো সো করিয়া কায়স্থকে ব্রাহ্ম-

---

(১) শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ নন্দি প্রণীত, ভবানীপুর সুবরবনযন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১।০ দেড় টাকা।

ণের উপর তুলিতে পারিতেন, এক দিন কথা থাকিত। শশিভূষণ বাবু ততদূর দুরাকাঙ্ক্ষাগ্রস্ত হন নাই। তবে কায়স্থকে পৈতা পরাইয়া লাভ কি? উপবীত ধারণ করিলেও তাঁহারা গোপ নাপিতাদি সৎ শূদ্রগণের নমস্য হইবেন না, উহারা তাঁহাদিগের পাতে প্রসাদ পাইবে না, তাঁহাদিগের পাক করা অন্নও ভোজন করিবে না, গবর্ণমেণ্টও উপবীতধারী বলিয়া কায়স্থকে জেলার জজ মাজিষ্ট্রেট করিবেন না, তবে কায়স্থকে উপবীত পরাইবার এত চেষ্টা কেন? এ চেষ্টায় আমরা সমাজের কোন ইষ্টলাভ দেখিতে পাইতেছি না। বঙ্গসমাজ যে নির্ব্বীর্য্য ও কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাই থাকিবেন, যে রোগ শোকগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাই থাকিবেন। তবে শশিভূষণ বাবুর এ চেষ্টা কেন? বিশেষতঃ এখন লোকে জাতি পরিত্যাগ করিতেছে, উপবীত গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিতেছে, এ সময়ে শশিবাবু জাতিবিচার উত্থাপন করিলেন কারণ কি? মনোমধ্যে কৌতূহলগর্ভ এই প্রশ্নগুলির উদয় হইল। দেখিলাম গ্রন্থকার ভূমিকা মধ্যে স্বয়ংই কথঞ্চিৎ তাহার সমাধান চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু সে সমাধানে হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিল না। তবে এক কথা এই পুরাবৃত্তের আলোচনা। যদি প্রকৃত সিদ্ধান্ত হয়, এ আলোচনায় উপকার আছে। কিন্তু দেখিয়া দুঃখিত হইলাম গ্রন্থকার প্রকৃত সিদ্ধান্তও করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

এ সকল অংশে আমাদিগের মন ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ হইল বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের গাঢ়তর অনুসন্ধান, অত্যধিক শ্রম ও প্রস্তাবিত বিষয়ের সৎ মীমাংসা চেষ্টা দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিল। তিনি কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনের বিপুল প্রয়াস পাইয়াছেন, দুঃখের বিষয় এই, কায়স্থ জাতির দুর্ভাগ্যক্রমে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই।

যাঁহারা পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা পান, তাঁহারা বলেন, পৃথিবীর যে স্থান হইতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করা যায়, অন্য কোন স্থানে উপনীত না হইয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আবার সেই স্থানেই আসিয়া উপস্থিত হওয়া যায়; আমাদিগের শশীবাবুও যে স্থানে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া সেই স্থানেই আবার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতে কেবল এই প্রমাণ করা হইয়াছে, শশী বাবু যে বিষয়ের মীমাংসার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন,

তাহা কেবল গোলযোগপূর্ণ, তাহার সৎ মীমাংসা হইবার পথ নাই। তিনি কেন যে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, এক্ষণে পাঠক শুনুন।

গ্রন্থকার পদ্মপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন "তাঁহার (ব্রহ্মার) মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, তথা কায় হইতে মহা-বলবান মহাবাহু শ্যামবর্ণ পদ্মচক্ষু কম্বুগ্রীব দৃঢ়মস্তক পূর্ণচন্দ্রসমমুখশ্রীসম্পন্ন হস্তে লেখনী ছেদনী এবং মসীভাজন ধারণ পূর্ব্বক উৎপন্ন হইয়া চিত্রগুপ্ত নামে বিখ্যাত হইলেন এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করণার্থ যমালয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।" চিত্রগুপ্তই কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের প্রধান সম্বল। কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থকার পদ্মপুরাণ হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয় না হইয়া ক্ষত্রিয়ের পরবর্ত্তী ব্রহ্মার কায়োৎপন্ন এক স্বতন্ত্র জাতি হইতেছেন।

আমাদিগের গ্রন্থকর্ত্তা আচারনির্ণয় তন্ত্র হইতে যে হরপার্ব্বতী সংবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন না। কায়স্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ হইতে স্বতন্ত্রবর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। "পার্ব্বতী বলিলেন হে শম্ভো আপনার এই উক্তি আশ্চর্য্য, কায়স্থ শূদ্রের পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এজন্য সে শূদ্রের কনিষ্ঠ হইয়াও কি প্রকারে বিপ্র সেবায় অধিকারী হইল? অতএব কায়স্থ জাতির আদিবৃত্তান্ত বিস্তা-রিতরূপে বলুন।" কায়স্থ যেরূপে ব্রাহ্মণ সেবায় অধিকারী হন, হউন, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই, তিনি জন্মাংশে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা যে অনেক নিকৃষ্ট, এতদ্দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

ওদিকে বিজ্ঞানতন্ত্র হইতে যে বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত বচনগুলির সম্পূর্ণ বিরোধ হইতেছে। বিজ্ঞানতন্ত্রের বচনার্থ এই—"সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা চিত্রগুপ্তকে উৎপন্ন করিয়া বলিলেন আমার কায় হইতে তুমি উৎপন্ন হইলে তোমার নাম কায়স্থ, সর্ব্বলোকে তোমাকে কায়স্থ বলিবে। কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ কখনও শূদ্র নহে। এজন্য তোমার গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারের ব্যবস্থা হইল।" আর এক স্থলে আছে কায়স্থ গুণে ক্ষত্রিয় তুল্য। গ্রন্থকার পরস্পর বিরোধী এ সকল বচনের মীমাংসা করেন নাই। সকল বচনের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া মীমাংসা করিবার পথও নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি বঙ্গভূমি পুরাণ ও তন্ত্রের প্রসূতি। বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য

ছিল না। কায়স্থেরা অন্য অন্য জাতির অপেক্ষা উন্নত ও ধনশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমাদিগের দেশের অধ্যাপকেরা চিরদরিদ্র। ধনশালী কায়স্থদিগের যাহার যেমন ইচ্ছা হইয়াছে, তিনি তেমনি স্বজাতিকে উন্নত করিয়া তন্ত্রাদিতে লেখাইয়াছেন। অধিকাংশ পুরাণ ও তন্ত্র যে বঙ্গদেশের সৃষ্ট, সে বিষয়ে সংশয় নাই। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা ঐ সকল গ্রন্থের আদর করেন না। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় নন, তাহার অপর প্রমাণ এই, কায়স্থ অনেক দিনের, মৃচ্ছকটাদি প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ইহার অশৌচাদি ব্যবস্থা হইত, কায়-স্থকে এক মাস কাল কেশশ্মশ্রু ধারণ করিয়া ক্লেশ পাইতে হইত না। আর একটী যে প্রমাণ আছে, তাহা বজ্র লেখার ন্যায় হইয়া রহিয়াছে, কায়স্থ চারি মহাসাগরের সমুদায় জল লইয়া ব্রহ্মমানের কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া ধৌত করিলেও তাহা ধৌত হইবার নহে। সে অখণ্ডনীয় প্রমাণ এই, ঘোষ বসু মিত্র প্রভৃতির পরে দাস শব্দ প্রয়োগ। ক্ষত্রিয় এমন কাপুরুষ নয় যে সে দাসত্ব স্বীকার করিয়া গৃহ মার্জ্জনাদি অতি নিকৃষ্ট কার্য্য সম্পাদনে সম্মত হয়। ক্ষত্রিয়েরা রাজার জাতি। রাজার জাতি হইয়া তাহাদিগের মন এত নীচ হইবারও সম্ভাবনা নয়।

এস্থলে এরূপও বলা যাইতে পারে, ক্ষত্রিয় জাতির কারণবশে কায়স্থ নামে একটী বিভাগ হইয়াছিল, বিজ্ঞানতন্ত্রাদিতে তাহারই উল্লেখ আছে, যাহারা ব্রাহ্মণের চিরদাসত্ব করিয়া আসিয়াছে, ঐ কায়স্থ যে সেই কায়স্থ তাহার প্রমাণ কি? মনু প্রভৃতি মাননীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষারূপ শূদ্রের যে লক্ষণ লিখিয়াছেন, দাসোপাধিধারী কায়স্থে সেই লক্ষণই বরাবর লক্ষিত হইয়া আসিয়াছে।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগকে লইয়াই কায়স্থ পুরাণ রচিত হইয়াছে। অতএব বঙ্গদেশে কোন্ সময়ে কিরূপে কায়স্থের বসতি হইল? বঙ্গীয় কায়স্থেরা শূদ্র কি ক্ষত্রিয়? ইহাঁরা কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্রাহ্মণদিগের সহিত আসি-য়াছিলেন কি না? আমাদিগের গ্রন্থকার এ সকল বিষয়ের যে প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই সেই বিষয়ের বিচার করিবার অবসর উপস্থিত। ইহার মীমাংসা করিবার পুর্ব্বে কোন স্থানকে বঙ্গদেশ বলে? বঙ্গদেশের

আদি অধিবাসী কে? বঙ্গদেশ আর্য্য সমাদৃত স্থান কি না? গ্রন্থকার তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন "মহাভারতে লিখিত আছে, দীর্ঘ-তমা নামক একজন জন্মান্ধ ঋষি কোন কারণ বশতঃ তাঁহার বনিতা প্রদ্বেষীর আদেশে গৌতম প্রভৃতি তদীয় পুত্রগণ কর্ত্তৃক গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হন। এইরূপে গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইয়া ঋষিবর ভাসিতে ভাসিতে বলিরাজার রাজধানীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। বলিরাজা তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া আসিলেন এবং আপন ধাত্রী শূদ্রাণীর গর্ভে ঐ ঋষি দ্বারা পুত্র উৎপাদন করাইলেন। এইরূপে ধাত্রীর গর্ভে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও সুহ্মনামা পঞ্চপুত্র হইল। ঐ সকল ব্যক্তি যে যে স্থান অধিকার করিলেন, সেই সেই স্থান তাঁহাদিগের নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইল। স্মার্ত্ত বলেন ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব-বর্ত্তী সুবর্ণ গ্রামাদি দেশই বঙ্গদেশ। ব্রহ্মপুত্রের আর একটী নাম লোহিত। বঙ্গদর্শন বলেন গঙ্গা এবং পদ্মানদী বেষ্টিত গাঙ্গ্যভূমিই বঙ্গ। ব্রহ্মযামলে ব্রহ্ম নারদ সংবাদের আদ্য স্তোত্রে ব্যক্ত আছে যে কালীঘাট বঙ্গদেশের অন্তর্গত। মহাভারতের মতে তাম্রলিপ্তি অর্থাৎ তমলুক বঙ্গদেশের অন্তর্গত। যাহা হউক, মহারাজ বল্লাল সেন আপন রাজ্যের যে ভাগ রাঢ় বঙ্গ এবং বাগাড়ি এই তিন খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের সমষ্টিই বঙ্গাধিকৃত বঙ্গরাষ্ট্র। কারণ, কালীঘাট এক্ষণকার প্রেসিডেন্সি বিভাগ অর্থাৎ বাগাড়ি খণ্ডের অন্তর্গত।"

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানকে যে বঙ্গদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, নিম্নলিখিত যুক্তিতে তাহাই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। আর্য্যেরা সিন্ধুনদের পশ্চিম পার হইতে আসিয়া প্রথমে যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানকে ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশ প্রভৃতি পবিত্র নাম দ্বারা অলঙ্কৃত করেন। তাহার পর তাঁহাদিগের পরিবার বৃদ্ধি ও জীবিকা দুর্লভ হইলে তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ দক্ষিণ ও পূর্ব্বাভিমুখে গিয়া উপনিবেশ করিতে আরম্ভ করেন। আর্য্য-জাতির গঙ্গার প্রতি অচলা ভক্তি। গঙ্গার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থানও সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। তখন উহার জল বায়ু উত্তম ছিল, ঐ স্থানে জীবিকাও স্বল্পায়াস-লভ্য হইয়াছিল। আর্য্যেরা যে ধর্ম্মাচরণে একান্ত অনুরক্ত, ঐস্থানে তাহারও কোন ব্যাঘাত ছিল না। অনুমান হয়, এই সকল কারণে আর্য্য সন্তানেরা

প্রথমে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থানেই বাস করেন। তাঁহাদিগের বাস নিবন্ধন তত্তৎ স্থানের পবিত্রতা সাধিত হয়। তখন তাঁহারা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বে যান নাই। ঐস্থানে তখন ইতর জাতির প্রথম বসতি হয়। এই কারণে আর্য্য গণ ঐ স্থানকে অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিতেন। তাহাতেই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য শুদ্ধি তত্ত্বে লিখিয়াছেন "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ অতি অপবিত্র; তীর্থ দর্শন কামনা ব্যতীত এই সকল দেশে আগমন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে আর্য্যদিগকে পুনঃ সংস্কার অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত, তাহা না হইলে তাঁহারা পবিত্র হইতে পারিতেন না।" রাঢ় গৌড় বঙ্গ এই তিনটী প্রাচীন নাম দ্বারাও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের লিখন সুসঙ্গত হইতেছে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের সময়ে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বই বঙ্গ বলিয়া পরিচিত ছিল। আমরাও ৩০।৪০ বৎসরের পূর্ব্বের কথা কহিতেছি, পূর্ব্বাঞ্চলের লোককে প্রথম পরিচয়কালে "তোমার নিবাস কোথায়" জিজ্ঞাসা করিলে "আমার নিবাস বঙ্গদেশ" বলিয়া উত্তর দিতেন। এখন দেখিতে পাওয়া যায় যদি কোন ব্যক্তির পূর্ব্বাঞ্চলবাসী কোন ব্যক্তিকে গালি দিবার মন হয়, সে "দূর বেটা বাঙ্গাল" বলিয়া গালি দিয়া থাকে। আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে, বাঙ্গাল এই শব্দ হইতেই দেশের নাম বাঙ্গালা দেশ এবং আমাদিগের নাম বাঙ্গালি হইয়াছে।

বঙ্গদেশের আদিমনিবাসী কে? তাহার নির্ণয় স্থলে আমাদিগের কায়স্থ-পুরাণকার বাবু শশিভূষণ নন্দী বলেন "শুদ্ধিতত্ত্বের বচন ও বঙ্গদেশের মৎস্য এবং উষ্মা তণ্ডুল ব্যবহারের ব্যবস্থা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে বঙ্গদেশ অতি অপবিত্র। যে স্থান বঙ্গ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে স্থানের আদি নাম কি, তাহা ধর্ম্মগ্রন্থের কোন স্থানে বর্ণিত হয় নাই। মহাভারতেও তাহা প্রকাশ নাই। আর্য্যজাতি যে সকল স্থানে বাস করিয়াছেন, তাহা পবিত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে।" * * *। "অতএব বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবার পূর্ব্বে যে আর্য্যগণ কখন ঐ দেশে বাস করেন নাই এবং ঐ স্থান যে তাহাদের বাস-যোগ্য স্থান বলিয়াও গণ্য হয় নাই, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে। যখন অবস্থা এবং হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থোক্ত প্রমাণ দ্বারা স্থির হইতেছে, বঙ্গদেশ পতিত ও আর্য্যদিগের বাস স্থান নহে, তখন হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ মতে যে সকল জাতি অনাচরণীয় এবং অন্ত্যজ বর্ণসঙ্কর, তাহারাই বোধ হয় বঙ্গদেশের আদিবাসী।"

এ লেখাটী নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। আমাদিগের অনুমান হয়, বঙ্গদেশে আর্য্যজাতির উপনিবেশ হইবার পূর্ব্বে এখানে মনুষ্যের বাস ছিল না। তখন ব্যাঘ্র ভল্লুকাদিই এখানকার অধিবাসী। তখন বঙ্গদেশ অরণ্যময় ও লবণ সমুদ্রের কুক্ষিগত ছিল। এখন যেমন সুন্দরবন আবাদ হইতেছে। প্রথমে আবাদ যোগ্য ভূখণ্ডে লোণা জলের আগমন রুদ্ধ করিয়া দিলে ইতর লোকে গিয়া প্রথম বাস করে, তাহার পর ক্রমে ক্রমে ভদ্রলোকে গিয়া বসতি করিতে আরম্ভ করেন, বঙ্গদেশে সেইরূপে আর্য্যজাতির উপনিবেশ হইয়াছে। আর্য্য উপনিবেশ হইবার পূর্ব্বে এখানে সঙ্কর জাতি থাকিবার সম্ভাবনা নাই। আর্য্য জাতিরই অনুলোম প্রতিলোম সংযোগে সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। বঙ্গদেশে যদি সঙ্কর জাতির স্থিতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কাজে কাজেই আর্য্যজাতির স্থিতি স্বীকার করিতে হয়। সঙ্কর জাতি বলিয়া একটী স্বতন্ত্র জাতি নাই। ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সে সঙ্কর জাতি। অনুলোম জাত বলিয়া সে নিন্দিত নয়, প্রশস্ত। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সে প্রতিলোমজাত, সে নিন্দিত। এইরূপে অনুলোম প্রতি-লোম ক্রমে মূর্দ্ধাবসিক্ত ভদ্র সঙ্কর জাতি ও চাণ্ডালাদি ইতর সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সে চাণ্ডাল। এইরূপে সঙ্কর জাতির উৎপত্তি যদি শাস্ত্রকারদিগের অভিমত হইল, তবে আর্য্য জাতির স্থিতি ব্যতিরেকে সঙ্কর জাতির বসতি হইবার সম্ভাবনা কি? অতএব এই সিদ্ধান্ত হইতেছে. আর্য্যজাতিই প্রথমে আসিয়া বঙ্গদেশে বাস করেন, তবে উপনিবেশের যে প্রকার রীতি আছে, আর্য্যেরা যে স্থান হইতে উঠিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন, তত্রত্য সঙ্করজাত ইতর জাতীয়-দিগকে প্রথমে লক্ষিত উপনিবেশ স্থলে পাঠাইয়া দেন। তাহার পর ক্রমে আপনারা আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গ নামটী রাজগণের ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে রাঢ় গৌড় প্রভৃ-তিকে কুক্ষিগত করিয়া বিশাল নাম ধারণ করিয়াছে।

বঙ্গদেশে আর্য্যদিগের সেই উপনিবেশ আজি কালিকার নয়, আমরা অনেক প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গদেশের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। আর্য্য সন্তানেরা দাক্ষিণাত্যে গিয়া বাস করিবার পুর্ব্বেও বঙ্গদেশে বাস করিয়াছিলেন। মনু

আর্য্যাবর্ত্তের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। মনু বলেনঃ—

" আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ "

পূর্ব্বে পূর্ব্বসমুদ্র, পশ্চিমে পশ্চিমসমুদ্র, উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত, এই চতুঃসীমার মধ্যগত প্রদেশকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া জানেন। আর্য্যেরা এই স্থানে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হন বলিয়া ইহার নাম আর্য্যাবর্ত্ত।

পাঠক এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, বঙ্গদেশ এই লক্ষণাক্রান্ত আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত কি না? এবং মনু যে সময়ে ব্যবস্থাপদ্ধতি প্রণয়ন করেন, সে সময়ে আর্য্যেরা বঙ্গদেশে বাস করিয়াছিলেন কি না? স্পষ্ট বোধ হইতেছে, বঙ্গবাসী আর্য্যেরা তখন নিতান্ত নিকৃষ্ট অবস্থাপন্ন ছিলেন না। নিকৃষ্ট অবস্থাপন্ন অসভ্যের সমাজবন্ধনের প্রয়োজন হয় না; বেদিয়া প্রভৃতি হীন জাতির সমাজ বন্ধন নাই। বঙ্গদেশকে অপবিত্র স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এটীও নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। মৎস্য ও সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিলেই দেশ অপবিত্র হয় না। দেশ ভেদে খাদ্য ভেদ হয়। বঙ্গদেশে মৎস্য ভূরি পরিমাণে জন্মে এবং খাইতে সুস্বাদু লাগে। সুতরাং এখানে মৎস্য ভোজন ব্যবস্থা হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে মৎস্য অধিক নাই, তাহার আস্বাদও ভাল নয়। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, বিধাতার অভিপ্রেত এই, আমরা মৎস্যভোজী হইব। মৎস্যভোজী যে পতিত হয়, কোন শাস্ত্রে ইহা লিখিত হয় নাই। এখানে আতপ তণ্ডুল সহ্য হয় না বলিয়া সকলে ব্যবহার করে না। সিদ্ধ তণ্ডুল ব্যবহার পাতিত্যের কারণ হইতে পারে না। তবে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যে লিখিয়াছেন, তীর্থ দর্শনের ইচ্ছা ব্যতিরেকে বঙ্গদেশে গেলে পাপ জন্মে উপরে তাহার মীমাংসা করা হইয়াছে।

ভারতের সাধারণ অবস্থা—প্রাচীন সময় হইতে শিখদিগের উৎপত্তি পর্য্যন্ত।

শিখদিগের উৎপত্তি ও অভ্যুত্থান বৃত্তান্ত জাতীয় ইতিহাসের একটী অবশ্য জ্ঞাতব্য অধ্যায়। যখন ভারতে বিদেশী বিধর্ম্মী যবনদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, যখন ভারত পরাধীনতার দুর্ব্বহ লৌহ নিগড়ে দৃঢ়তর আবদ্ধ, তখন কে মনে করিয়াছিল সেই পরাধীনতার সময়ে ভারতে একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বিষয়নিস্পৃহ তপস্বীর ন্যায় ধীরে ধীরে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া পরিশেষে মহাপ্রতাপশালী প্রকাণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে? যে সলিলরেখা আজ একটী সূক্ষ্ম রজত মালার ন্যায় পৃথিবীর শরীরের একাংশে শোভা পাইতেছিল, কে মনে করিয়াছিল কাল তাহা ভীষণ আবর্ত্তময়ী মহাতরঙ্গিণীতে পরিণত হইয়া অনন্ত জীবলোকের শক্তিকে উপহাস করিতে করিতে বেগে ধাবমান হইবে এবং আপনার ক্ষমতায় আপনিই উন্মত্ত হইয়া অযুত তরঙ্গ বাহুর ভীষণ আঘাতে তটদেশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে? পরিবর্ত্তন অনন্ত জড় জগতের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। কালের দুর্ব্বার পরাক্রমে জগতের প্রতিস্তর প্রতি মুহূর্ত্ত প্রতি পলে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রাণি-জগতেও এইরূপ অহরহঃ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। যে সম্প্রদায় এক সময়ে সংসার সাগরে সামান্য জলবুদ্বুদ স্বরূপ ছিল, লোকে প্রথমে যাহাকে বিস্ময়স্তিমিত নয়নে একবার চাহিয়াও দেখে নাই, যে সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ ওয়াটার্লু বিজয়ী ব্রিটিশ তেজকেও বিধ্বস্ত করিয়া বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় হইয়াছিল, সেই সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত বর্ণন আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব তাহার উৎপত্তি ও অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কিরূপ অবস্থা ছিল, তদ্বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের ন্যায় ভারতের ইতিহাস অনেক ঘটনা-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। রোমক সাম্রাজ্যের পতন অথবা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে যেমন বিচিত্র ঘটনাবলী স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে, ভারতবর্ষে হিন্দু রাজ্যের উত্থান ও পতন, বৌদ্ধ রাজত্বের আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং মুসলমান অধিকারের উদয় ও বিলয়েও তেমনি বিচিত্র ঘটনাসমূহ রাশীকৃত

হইয়া আছে। হিন্দুগণ প্রথম অবস্থায় পঞ্জাবে আসিয়া ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। ক্রমে হিমালয় হইতে দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহাদের বসতি বিস্তৃত হয়। ভারতে হিন্দু অধিকার পৃথিবীর ইতিহাসের একটী সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। এই অধিকারে সভ্যতার উৎকর্ষ হয়, বাণিজ্যক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয় এবং বিদ্যার বহুল প্রচার হইয়া উঠে। আরিস্ততল যাহাতে পরাস্ত হইয়াছেন, পিথাগোরেস যাহাতে বিমুখ হইয়াছেন, জিনোদোতস্ যাহাতে পরাজয় মানিয়াছেন, বহু পূর্ব্বে হিন্দুদিগের প্রতিভাবলে তাহা সুপরিষ্কৃত ও সুবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাষ্পরাশি যেমন আপনা হইতেই শূন্যে প্রসারিত হয়, জলস্রোত যেমন আপনা হইতেই নিম্নাভিমুখে প্রধাবিত হয়, বহ্নিশিখা যেমন আপনা হইতেই আকাশের দিকে সমুত্থিত হয়, হিন্দুদিগের মন তেমনি আপনা হইতেই শাস্ত্রাধ্যয়ন, শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রাভ্যাসে আসক্ত হয়। এই আদিম সভ্যতার স্রোতে নীয়মান হইয়া হিন্দুগণ জলদ গম্ভীর মধুর স্বরে সাম গান করিয়াছেন, উপনিষদের গূঢ় অর্থ বিবৃত করিয়া পবিত্র ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, রামায়ণ ও মহাভারতের চিত্ত-বিমোহিনী কবিত্ব সুধাবর্ষণ করিয়াছেন এবং গণিতের অদ্ভুত সঙ্কেত প্রচার করিয়া পৃথিবীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুদিগের এই বিদ্যাবত্তা অন্যান্য দেশের উন্নতির প্রসূতি।

ইহার পর বৌদ্ধ অধিকার। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যাহা সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম তাহা সম্প্রসারিত ও অসীম করিয়া তুলিল। বৈষম্য হিন্দুদিগের মূল মন্ত্র, সাম্য বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মবীজ। হিংসা হিন্দুদিগের পুণ্য কর্ম্মের প্রধান সাধন, অহিংসা বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মমন্দিরের পবিত্র সোপান। মায়াময় সংসার-পাশ হইতে বিমুক্তি অথবা স্বর্গলাভ হিন্দুদিগের অন্তিম সিদ্ধি, আত্মার বিধ্বংস অথবা নির্ব্বাণ প্রাপ্তি বৌদ্ধদিগের চরম উদ্দেশ্য। এই বিভিন্ন প্রকৃতির ধর্ম্মের সংঘাতে বৌদ্ধধর্ম্ম পরাজয় স্বীকার করে। ভারতবর্ষ হিন্দুদিগের অধিকার কাল ব্যাপিয়া যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, শাক্য সিংহের প্রতিভাবলে সে শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হয়। চন্দ্রোদয়ে বারিধি হৃদয়ের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে স্ফীত ও উন্নত হইয়া উঠে। সাগরের প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস যেমন ক্ষীণশক্তি মানবের নিষেধ না মানিয়া প্রবল পরাক্রমে সমুদায় দেশ

ভাসাইয়া দেয়, বৌদ্ধধর্ম্ম তেমনি দুর্ব্বার বেগে হিন্দুধর্ম্মকে দলিত করিয়া সমস্ত স্থানে ব্যাপিয়া পড়ে। ক্রমে কামস্কটকার তুষারধবল তটদেশ হইতে চীন পর্য্যন্ত এবং ভারতের সিন্ধুপরিক্ষালিত স্বর্ণভূমি হইতে বালী ও যব দ্বীপ পর্য্যন্ত ইহার আধিপত্য প্রসারিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতাপের সময় বৌদ্ধরাজগণের প্রবল প্রতাপও ইতিহাসের বর্ণনীয় হইয়া উঠে। মগধ সাম্রাজ্যের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া যুনানী ভূমিতে পরিব্যাপ্ত হয় এবং মহারাজ অশোকের শাসন মহিমা গ্রীক ও রোমক রাজগণের নিকট পরাভব না মানিয়া গৌরব ও সৌভাগ্যলক্ষ্মীর স্পর্দ্ধা করে।

কালের পরাক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম আবার ভারতে হিন্দুধর্ম্মের নিকট মস্তক অবনত করিল। ব্রাহ্মণগণ আবার শ্রমণগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেন, এবং বৌদ্ধরাজগণের পরিবর্ত্তে আবার হিন্দুরাজগণের স্তুতিগীতিতে ভারত প্রতিধ্বনিত হইল। কিছু কালের মধ্যেই মগধ সাম্রাজ্য ও মগধ রাজগণের খ্যাতি ও প্রতাপ ক্ষণস্ফূর্ত্তিমান জলবিম্বের ন্যায় সময়ের অনন্ত বারিরাশির সহিত মিশিয়া গেল এবং তাহার স্থানে উজ্জয়িনী রাজতার খরতর তরঙ্গ নৃত্য করিতে লাগিল। এই তরঙ্গ কেবল নির্দ্দিষ্ট সীমাতেই আস্ফালন করিল না। ইহার আবেগ কেবল সঙ্কুচিত সীমাতেই সঙ্কুচিত রহিল না। ইহা সমস্ত ভারতবর্ষ আন্দোলিত করিয়া ক্রমে ভিন্ন দেশের উপকূলে আঘাত আরম্ভ করিল। সকলেই বৌদ্ধরাজতার অত্যয়ে হিন্দুরাজতার এই অভ্যুত্থান বিস্ময়াকুল নেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। হিন্দুগণ এখন শীতসঙ্কুচিত বৃদ্ধের ন্যায় আপনাতে আপনি লুক্কায়িত না থাকিয়া চারিদিকে আপনাদের ক্ষমতা ও প্রভুতা বিস্তার করিল। ইহাঁরা শকদিগকে পরাজিত এবং রণকুশল ব্যক্তিদিগকে আপনাদের সংরক্ষণকার্য্যে নিযোজিত করিলেন। ইহাঁদের প্রতাপ ও দক্ষতার সমুজ্জ্বল বহ্নি শিখা রোমকদিগের সহিত জর্ম্মাণ ও কিম্ব্রিদিগের সংঘাতজনিত তুষানলকে ঢাকিয়া ফেলিল। কিন্তু হিন্দুদিগের এইরূপ পুনরুত্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতে ইহার স্রোত নিরুদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুই একটী তরঙ্গ ইতস্ততঃ তটাঘাত করিয়া বেড়াইতেছিল। যে জলন্ত পবিত্র হুতাশন কপিল বস্তু হইতে সমুত্থিত হইয়া ভারতের সমস্ত দেহ আলোকিত করিয়াছিল, তাহা তখনও স্থিররশ্মি দীপমালার ন্যায় দুই একটী স্থানে আলোক প্রদান করিতেছিল। ব্রাহ্মণগণ বহু

চেষ্টা করিয়াও এই তরঙ্গ অচঞ্চল বারিরাশির সহিত মিশাইতে পারিলেন না, এবং বহু সাধনা করিয়াও সেই আলোকের নির্ব্বাণে সমর্থ হইলেন না। উজ্জয়িনী-শোভিত কবিতাবল্লীর মধুময় কুসুমের সৌরভ যখন চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলে, পুরুষসিংহ ভোজের শাসন মহিমা যখন আর্য্যাবর্ত্তকে উন্নতির উচ্চতর গ্রামে আরোহিত করে এবং শাস্ত্রদর্শী চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ানের গবেষণা যখন অবাধে অসঙ্কুচিতভাবে হিমালয়ের তুষার ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হয়, তখন ব্রাহ্মণগণের ন্যায় শ্রমণগণও আপনাদের ধর্ম্মানুযায়ী ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন এবং হিন্দু নৃপতির ন্যায় বৌদ্ধ নৃপতিও কোন কোন স্থানে আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ, এইরূপ বিভিন্ন আচার, বিভিন্ন ধর্ম্মপদ্ধতি ও বিভিন্ন নৃপতির শাসনে থাকিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া উঠে। মধ্যে দাক্ষিণাত্যের একজন নাম্বুরীজাতীয় ব্রাহ্মণ অদ্ভুত বিচার শক্তি, অদ্ভুত লিপিকুশলতা ও অদ্ভুত পাণ্ডিত্য বিকাশ করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। ভারতবর্ষ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার লোকাতীত জ্ঞানের নিকট মস্তক অবনত করে, এবং কেহ কেহ তাঁহার তেজোমহিমা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ত্রিলোকগুরু ভবানীপতির অবতার বলিয়া তাঁহাকে শতগুণে মহীয়ান করিয়া তুলে।

খ্রীষ্টিয় অব্দের প্রারম্ভ হইতে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এইরূপ। ইহার পর প্রবল পরাক্রান্ত একটী বিধর্ম্মী জাতি সাগরের উত্তুঙ্গ জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় ভারতে আসিয়া সমস্ত ভাসাইয়া দেয়। বহু পূর্ব্বে পারসীকগণ একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু জগতের তাদৃশ অনিষ্ট হয় নাই, বাহ্লীকের গ্রীকগণও পঞ্জাব হইতে অযোধ্যার দ্বারে উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল অস্থির থাকে নাই, আরবগণও একবার দলবল সহ উপস্থিত হইয়া সিন্ধুক্ষেত্রে কলঙ্ক লেপন করে, কিন্তু তাহাও কাসিমের শোণিত মোক্ষণের পর চিরকাল অপ্রক্ষালিত ছিল না। খ্রীষ্টের এক সহস্র বৎসর পরে যেরূপ দৌরাত্ম্য সংঘটিত হয়, তাহাতে ভারত একপ্রকার সারহীন হইয়া পড়ে। সুলতান মামুদ দ্বাদশবার ভারতবর্ষে আসিয়া অনেক অর্থ অপহরণ ও অনেক মনুষ্য নাশ করেন। ভারতের অতুল ধন সম্পত্তি এইরূপে দেশান্তরে নীত হইতে থাকে। মথুরার প্রাসাদের

আদর্শে গজনি নগর সুশোভিত হয়, এবং সোমনাথের প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দিরের চন্দনকাষ্ঠময় প্রকাণ্ড কবাট গজনির মাহাত্ম্য বিকাশ করে। এ পর্য্যন্ত মুসলমানগণ কেবল অর্থবিলুণ্ঠনেই আসক্ত ছিল, ভারতবর্ষের কোন অংশ হস্তগত করিতে তত যত্ন করে নাই। কিন্তু মহম্মদঘোরী মধ্য আসিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আসিয়া সুলতান মামুদের অসম্পন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলেন। আর্য্যেরা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন, যতক্ষণ পবিত্র ক্ষত্রিয় শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে প্রবাহিত ছিল, ততক্ষণ তাঁহারা মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানের অসীম চাতুরীর প্রভাবে অথবা নিয়তির অনন্ত শক্তির মহিমায় তাঁহাদের পরাজয় হইল, কাগার নদের তীরে ক্ষত্রিয়ের অনন্তপ্রবাহ শোণিতসাগরে ভারতের সৌভাগ্যরবি ডুবিয়া গেল।

মহম্মদঘোরী বিজয়ী হইয়া আপনার প্রিয়পাত্র কুতুবউদ্দীনকে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা করিয়া গেলেন। ভারতে মুসলমানের আধিপত্য কুতুব হইতে আরম্ভ হইল। যে ইন্দ্রপ্রস্থ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ছিল, যে ইন্দ্রপ্রস্থ চৌহানরবি পৃথ্বীরাজের বিলাসভবনে শোভা পাইত, তাহা এক্ষণে মুসলমানের করায়ত্ত হইল। ইন্দ্রপ্রস্থের পরিবর্ত্তে 'দিল্লী' নাম ইতিহাসে স্থান পরিগ্রহ করিল, এবং হিন্দু কীর্ত্তির পরিবর্ত্তে কুতুব মিনার প্রভৃতি দিল্লীর শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল। এইরূপে মুসলমান রাজগণ ভারতবর্ষে অধিকার স্থাপন করিলেন, এইরূপে এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্য তাহাদের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকায় চিহ্নিত হইতে লাগিল, এবং এইরূপে এক বংশের পর আর এক বংশ দিল্লীর সিংহাসনের অধিকারী হইয়া উঠিল। এই নূতন নূতন বংশের সহিত নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ও ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। দক্ষিণে রামানুজ শক্তির উপাসনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বৈষ্ণব মত প্রচার করিলেন, উত্তরে রামানন্দ ও গোরক্ষনাথ রামসীতা ও যোগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে যত্নবান হইলেন, মধ্যে কবীর বেদ ও কোরাণ উভয়েরই মস্তকে কলঙ্কের কালিমা মাখাইয়া ঐশ্বরিকতত্ত্ব ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এই সাম্প্রদায়িক স্রোত ইহাতেও নিরুদ্ধ হইল না। কিছু কাল পরে নদীয়ার একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণযুবক পবিত্র স্বর্গীয় প্রেমের অমৃত প্রবাহে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিলেন। এই প্রেম প্লাবনে সমস্ত ভারতবর্ষ প্লাবিত হইল। এই

সময়ে ইউরোপে মহামতি লুথর জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন। ঈদৃশ ঘটনার কিছু পূর্ব্বে পঞ্জাবে আর একজন দরিদ্র ক্ষত্রিয়যুবক ধর্ম্মজগতে আর এক নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমুত্থিত হইলেন।

মহামতি নানক যে সময়ে আপনার মত প্রচার করেন, সে সময়ে তাঁহার প্রতিভাবলে পঞ্জাবে আর একটী নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার বহু পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে ধর্ম্মবিপ্লবের সঞ্চার হইয়াছিল। কাগারের তটে হিন্দুদের বিজয়বৈজয়ন্তী ধরাশায়ী হইলে যে নূতন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করে, তাহার সংস্রবে এই বিপ্লবের সূত্রপাত হইল। ইহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করিল, বেদের মস্তকে পদাঘাত করিল, এবং ধর্ম্ম প্রচারে হিন্দুদিগকে অধঃকৃত করিয়া তুলিল। ইহারা সাহস ও রণদক্ষতায় ক্ষত্রিয়স্পর্দ্ধী হইয়া লোকের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল, এবং সকলকে আপনাদের ধর্ম্মে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যত্নশীল হইয়া উঠিল। ইহাদের মোল্লা, পীর ও সৈয়দগণ আপনাদিগকে হিন্দুদের দেবতা অপেক্ষাও পবিত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং হিন্দুদের পরিশুদ্ধ ভক্তি, পবিত্র ঈশ্বর প্রীতি ও সুশৃঙ্খল জাতিবিচার সমস্তই পদদলিত করিয়া মহম্মদের ঈশ্বরত্ব ও কোরাণের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন কুসংস্কার আসিয়া মুসলমান ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইল। মহম্মদ ও তদীয় কোরাণের প্রকৃত তত্ত্ব ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া পড়িল। এইরূপে আচারের পর আচার, মতের পর মত, অনুশাসনের পর অনুশাসনের আবর্ত্তে পড়িয়া লোকে ঘূর্ণমান হইতে লাগিল। সম্প্রদায়ের এই ক্ষীণতা ও সাম্প্রদায়িক মতের এই অস্থিরতায় তাহাদের হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল, শান্তি দূরে পলায়ন করিল, দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল, পরিশেষে তাহারা ব্রাহ্মণ ও মোল্লা, মহেশ্বর ও মহম্মদ ইহার কিছুতেই তৃপ্তিলাভ না করিয়া নূতনের জন্য সমুত্তেজিত হইয়া উঠিল।

এই উত্তেজনার সময় যিনি ধর্ম্ম বিষয়ে সরলতা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, লোকে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া দলে দলে তাহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। পৌত্তলিকতা ও নানাবিধ কুসংস্কারে রোম যখন ভারাক্রান্ত হয়, এবং রোমের ধর্ম্মান্ধতা যখন উৎসাহ ও উদারতার অভাবে শিথিল হইয়া পড়ে, তখন পরিশুদ্ধ ও উদার ধর্ম্মের জন্য রোম আপনা হইতেই লালায়িত

হইয়া উঠে। রোমের পুরোহিতগণ এ সময়ে আপনাদের ধর্ম্মমন্দিরের অন্তঃ-প্রকোষ্ঠেই নিরুদ্ধ থাকিতেন, ধ্যান ধারণাদি কোন বিষয়ে তাঁহাদের কিছু মাত্র উৎসাহ বা অনুরাগ ছিল না। সহস্র সহস্র দেবতার উপাসনা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে কোন উপাসনাতেই তাঁহাদের হৃদয়ের একাগ্রতা, সরলভাব ও সজীবতা লক্ষিত হইত না। ঈদৃশ সময়ে তারতুলিয়ন ও নাকতানতিয়স সিসিরোর ন্যায় বাগ্মিতা ও লুকিয়ানের ন্যায় রসিকতা করিয়া সকলের সমক্ষে এই উপাসনার অসারত্ব প্রতিপন্ন করেন। লোকে ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া অন্য কোন নূতন উপাসনা পদ্ধতির নিমিত্ত ব্যগ্র হইল। মতের আঘাত প্রতিঘাতে রোম এইরূপ তরঙ্গায়িত হইলে পর খ্রীষ্টধর্ম্মতত্ব লোকের হৃদয়ে ক্রমে প্রসারিত হইতে লাগিল এবং প্রতিকূলতায় প্রবৃদ্ধতেজ হইয়া পরিশেষে জুপিটরের ভগ্নদশাপন্ন মন্দিরের শিরোদেশে আপনার বিজয়পতাকা উড়াইয়া দিল, ভারতবর্ষও ঐরূপ ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মের তরঙ্গাহত হইয়া অনেকাংশে রোমের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এই চাঞ্চল্যের সময়েই নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, নানকের পূর্ব্বে রামানন্দ প্রভৃতি কতিপয় মনস্বী ব্যক্তি ধর্ম্ম বিষয়ে ভারত-বর্ষের স্থল বিশেষে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রামানন্দের প্রাদুর্ভাব হয়। মুসলমানদের সংস্রবে ভারতে ধর্ম্ম বিষয়ে একতা, উদারতা ও নিষ্ঠা অনেকাংশে তিরোহিত হইয়াছিল। রামা-নন্দ এই একতা, উদারতা ও নিষ্ঠা সঞ্জীবিত করিবার নিমিত্ত যত্নবান হই-লেন। তিনি জাতিভেদ উচ্ছেদ করিয়া সকলকেই সমভাবে আপনার সম্প্র-দায়ে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্নবলে, তাঁতি, চামার, রাজপুত ও জাঠ সকলেই এক শ্রেণীতে নিবেশিত ও এক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া উঠিল। রামানন্দের সমকালে গোরক্ষনাথ নামে আর এক ব্যক্তি পঞ্জাবে যোগের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে আরম্ভ করেন এবং মহাদেবকে আরাধ্য দেবতা করিয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। ইহার পর কবীরের আবির্ভাব। কবীর ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়া ধর্ম্মমতের আর এক গ্রাম উপরে আরো-হণ করেন। রামানন্দ জাতিভেদ রহিত করিয়াও যে বাহ্য আড়ম্বরের চিহ্ন রাখিয়াছিলেন, কবীর সে চিহ্নেরও উচ্ছেদসাধন করিলেন। তাঁহার মতে বাহ্য আড়ম্বর নিষ্ফল, কেবল একমাত্র অন্তঃশুদ্ধিই ধর্ম্মাচরণের মুখ্য সাধন।

তিনি আর সমুদায় দেব দেবীর উপাসনা পদ্ধতি অগ্রাহ্য করিয়া কেবল এক মাত্র বিষ্ণুর উপাসনায় সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইহার পর চৈতন্যের অমৃতময় প্রেমের মোহিনী শক্তিতে ভারতবর্ষ বিমোহিত হয়। চৈতন্য জাতিভেদের উচ্ছেদসাধন করিয়া পবিত্র ভক্তি ও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নির্জ্জীব ভারতের হৃদয়ে জীবনীশক্তি অর্পণ করিলেন, এই সময়ে তৈলঙ্গের বল্লভাচার্য্য নামে একজন ব্রাহ্মণের উৎসাহে আবার একটী নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। বল্লভাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত বিধি অনুসারে পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের আবশ্যকতা নাই, অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবার প্রয়োজন নাই এবং নির্জ্জন বনে কঠোর তপস্যাতেও ফলোদয় নাই। তাঁহার মতে স্রক চন্দন বনিতাদি সুখসেব্য বিষয় ভোগ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা কর্ত্তব্য। বল্লভাচার্য্য এইরূপে ভোগবিলাসের অনুমোদন করিয়া শ্যামসুন্দর গোপালের উপাসনাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিলেন। এইরূপে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের মন ক্রমেই নূতন নূতন ধর্ম্মপদ্ধতির দিকে উন্মুখ হয়। পীর ও মোল্লাদিগের নিগ্রহে নিপীড়িত হইয়া হিন্দুগণ শান্তি লাভের আশায় নূতন নূতন ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচার ও তাহার সংস্কার চেষ্টায় অভিনিবিষ্ট হন। রামানন্দ যাহা উদ্ভাবিত করেন, কবীর তাহা পরিমার্জ্জিত করেন, চৈতন্য তাহাতে তাড়িত বেগ সংযোজিত করেন, পরিশেষে বল্লভাচার্য্য তাহাতে আর একটী নূতন রেখাপাত করিয়া দেন। ঈদৃশ ঘাত প্রতিঘাতে, ঘর্ষণ প্রতিঘর্ষণে ভারতের হৃদয় ক্রমেই চাঞ্চল্যের তরঙ্গে দোলায়িত হইয়া পড়ে। যে তরঙ্গিণী চারিদিক প্লাবিত করিয়া ধর্ম্মজগতের উর্ব্বরতা সাধন করিতেছিল, তাহা এইরূপে একবার জোয়ারের ন্যায় উন্নত পরক্ষণে ভাটার ন্যায় অবনত হইতে থাকে। উল্লিখিত সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণ কোন কোন অংশে ব্রাহ্মণ্য পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহারা এক একটী নির্দ্দিষ্ট দেবতাকে অধিষ্ঠাত্রী করিয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। রামানন্দের রামসীতা, গোরক্ষনাথের শিব, কবীরের বিষ্ণু, চৈতন্যের হরি, বল্লভাচার্য্যের গোপাল, ইহাঁরা সকলেই অতীন্দ্রিয়, অনাদি, অনন্ত ও অসীম ঈশ্বর বলিয়া শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে পূজিত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক মত নানকের সুতীক্ষ্ণ প্রতিভাগুণে সুসংস্কৃত ও সংশোধিত হইতে আরম্ভ হয়। রামানন্দ গোরক্ষনাথ ও কবীর যাহা অসম্পন্ন রাখিয়া যান, নানক তাহা সুসম্পন্ন

করিয়া তুলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত অতি উদার পদ্ধতি ও প্রশস্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। গোবিন্দসিংহ সেই প্রশস্ত-ভিত্তি-স্থাপিত প্রশস্ত ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক লঘু গুরু, ক্ষুদ্র বৃহৎ, স্থূলসূক্ষ্ম সকলকেই এক ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান করিয়া ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করেন, এবং সকলের শিরায় শিরায় অচিন্তনীয় উৎসাহ শক্তি তাড়িতবেগে সঞ্চারিত করিয়া দেন।

সমাজ সংস্কার।

সমাজ সংস্কার বিষয়ে অনেক দিন অবধি অনেক প্রকার আলোচনা হইতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা, ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা এবং দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়স্থ কেহ কেহ এতৎসম্বন্ধে অনেক প্রস্তাব লিখিয়াছেন ও বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন। ভূরি ভূরি সংবাদপত্রের অবয়ব এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবে পরিপূরিত হইয়াছে এবং এই প্রসঙ্গে অনেক পুস্তক ও পুস্তিকাও লিখিত হইয়াছে। বিষয়টী অতিশয় গুরুতর, বিশেষতঃ আমাদিগের সমাজের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা যে প্রকার শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ইহা আলোচনার একান্ত যোগ্য ও হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রেরই ইহার আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব আমরা যদি এ বিষয়ে আমাদের মত প্রকাশ করি, তাহা হইলে পাঠকবর্গের অগ্রাহ্য হইবে বোধ হয় না।

যে কোন দেশের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাউক, প্রণিধান পূর্ব্বক অবলোকন করিলে অবশ্যই প্রতীতি হইবে যে ঐ প্রদেশস্থ লোকসমাজে কোন না কোন কুরীতি প্রচলিত রহিয়াছে। এরূপ সামাজিক কুরীতি সকল উন্মূলিত করিয়া উহার পরিবর্ত্তে সুরীতি সংস্থাপন করা যে একান্ত কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। তবে কোন্ সময়ে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে ঐ সংস্কার কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। এইরূপ দুই একটী মতের উল্লেখ করিয়া আবশ্যক মতে তাহার প্রতিবাদ করা এবং আমাদের নিজের মত কি, তাহা বিবৃত করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

কোন কোন ব্যক্তি কহিয়া থাকেন যখন কোন সমাজে কোন কুরীতি বা

কুব্যবহার প্রচলিত থাকিতে দেখা যায়, তখনই তাহার প্রতিবাদ করিয়া তদ্বিপরীতাচরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সত্যের এমনি মহিমা এবং সদনুষ্ঠা-নের এমনি মোহিনী শক্তি যে লোকে তাহাতে নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হইবে। সত্যের যে ঐরূপ মহিমা এবং সদনুষ্ঠানের যে ঐরূপ শক্তি আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু যতদিন লোকের মন ঐ সত্য ধারণে এবং সদনুষ্ঠানের মহিমা বুঝিতে সমর্থ না হয়, ততদিন হাজারই কেন তুমি সত্যের মহিমা প্রচার কর না এবং সদনুষ্ঠানের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া সমাজ সংস্কারের চেষ্টা কর না, কোন ফলই ফলিবে না, বরং কথন কথন বিপরীত ফলই ফলিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা (১)। পুরাবৃত্ত পাঠে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় শকের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জন উইকলিফ্ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সংস্কার বিষয়ে বহু যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু কোন প্রকারেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আবার মার্টিন লুথারউক্ত শকের ষোড়শ শতাব্দীতে ঐ সংস্কার কার্য্যে

---

(১) "No reform can produce real good, unless it is the work of public opinion, and unless the people themselves take the initiative." Buckle's History of civilization. New Edition Vol. II. P. 570.

ঐ সুবিখ্যাত গ্রন্থকার তাঁহার কৃত উক্ত পুস্তকের ৫৫৪ পৃষ্ঠায় আরো লিখিয়াছেন যে, "As soon as you have convinced men that superstition is mischievous, you may with advantage take active steps against those classes who promote superstition and live by it. But, however, pernicious any interast or any great body may be, beware of using force against it, unless the progress of knowledge has previously sapped it at its base and loosened its hold over the national mind. This has always been the error of the most ardent reformers, who in their eagerness to effect their purpose let the political (and what Buckle here says of the political, applies with far greater force to the social) movement outstrip the intellectual one, and thus inverting the natural order, secure misery either to themselves or to their desendants. They touch the alter, and fire springs forth to consume them. Then comes another period of superstition and of despotism ; another dark epoch in the annals of the human race. And this happens merely because men will not bide their time, but will insist on precipating the march of affairs. Thus for instance, in France and Germany, it is the friends of freedom who have strengthened tyranny; it is of the enemies of superstition who have made superstition more permanent."

বহু পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইহার কারণ কি? আপাততঃ লোকে মনে করিতে পারেন যে, হয় ত উইকলিফ লুথারের ন্যায় তত উপযুক্ত লোক ছিলেন না, সুতরাং অনুষ্ঠিত কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা নহে। উইকলিফ লুথার অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধিতে হীন ছিলেন না। বরং লুথারের এতকাল পূর্ব্বে তিনি যে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম সংস্কারের আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়া তৎকার্য্য সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার আরো অধিক গৌরব করিতে হয়। ফলতঃ লুথারকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সংস্কারের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করাই ভুল। তিনি উহার উপলক্ষ মাত্র। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে লুথার যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলেও ঐ সংস্কার কার্য্য কোন না কোন উপায়ে সাধিত হইত। তাঁহাদের মতে উইকলিফের সময় হইতে লুথারের সময় পর্য্যন্ত, এই কালের মধ্যে শিক্ষা দ্বারা লোকের মতের ও ভাবের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহাই উক্ত সংস্কার কার্য্যের প্রকৃত কারণ (১)। আবার আমাদের দেশে বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই বিষয় আরো স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। দেশহিতৈষী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উক্ত বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য কি পর্য্যন্ত না যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি উহার জন্য শরীরপাত করিয়াছেন ও অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। তথাচ অভিলষিত বিষয় লাভে যতদূর কৃতকার্য্য হওয়া উচিত, তাহার সহস্রাংশের একাংশও ফললাভ করিতে পারেন নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ইহার কারণ এই যে যদিও ইংরাজিকৃতবিদ্য যুবকদলের মধ্যে কতকগুলি লোক বিধবা বিবাহে অনুমোদন করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের

---

(১) "In the fifteenth century, when Constantinople was taken by the Turks learned Greeks were driven out to Italy aud to other parts of the West, and the Roman Catholic world began to read the old greek literature. All historians agree, that the enlightenment of mind hence arising was a prime mover of religious reformation ; and learned Protestants of Germany have even believed, that the overthrow of Popish error and establishment of purer truth would have been brought about more equably and profoundly, if Luther had never lived, and the passions of the vulgar bad never been stimulated against the externals of Romanism." Newman's Phases of Faith, Sixth Edition, p. p. 97-98.

এবং দেশস্থ অধিকাংশ লোকের উক্ত বিবাহ বিষয়ে কর্ত্তব্য বোধ এতদূর তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে নাই যে, তাহা তাঁহাদিগকে কার্য্যেতে উত্তেজিত করিতে পারে। ফলতঃ বিধবা বিবাহ বিষয়ে এ প্রদেশস্থ লোকের মত ও মনের ভাব এখনও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সুতরাং উক্ত বিবাহ প্রচলিত হইল না।

এখন বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, লোকের মত ও মনের ভাব পরিবর্ত্তনই সমাজসংস্কারের এক মাত্র কারণ। কিন্তু কি উপায়ে ঐ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে? একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে শিক্ষাই উহার প্রধানতম উপায়। শিক্ষা দ্বারা যে লোকের মনের কত পরিবর্ত্তন হয়, তাহা এ দেশে ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বকার লোকের মনের ভাবের সহিত এখনকার লোকের মত ও ভাবের তুলনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে। শিক্ষার ইতর বিশেষে ফলেরও ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। যদি সকলকে কেবল অলঙ্কার সাহিত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমাজ সংস্কার বিষয়ে তাহাদিগের ব্যুৎপত্তি জন্মে না। কিন্তু অলঙ্কার সাহিত্যাদির সঙ্গে যদি তাহাদিগকে পুরাবৃত্ত ভূগোল বিজ্ঞান সমাজদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের মন কুসংস্কার বিবর্জ্জিত ও উন্নত হইয়া সংস্কার কার্য্যে উৎসুক ও অগ্রসর হয়। শিক্ষা আবার নানাপ্রকার। কেবল বিদ্যালয়ে গ্রন্থ পাঠ করিলেই যে শিক্ষার পর্য্যাপ্তি হইল তাহা নহে। সমাজসংস্কার বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন, বক্তৃতা পাঠ ও প্রস্তাব লিখন, লোকের সহিত কথোপকথন ও তর্ক বিতর্ক প্রভৃতি এ সকলই শিক্ষার অন্তর্গত। আবার যেমন শিক্ষণীয় বিষয়ের ইতরবিশেষে ফলের ইতরবিশেষ হয়, সেইরূপ শিক্ষাদানপ্রণালী ভেদেও ঐ ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। শিক্ষা বৈদেশিক ভাবে প্রদত্ত হইলে তাহা তত কার্য্যকারক হয় না; তাহা না হইয়া যদি দেশীয় রীতি ও রুচি অনুসারে প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে ফলোপধায়ী হইবার সবিশেষ সম্ভাবনা। যে শিক্ষা দ্বারা কেবল বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি মার্জ্জিত হয়, তাহা যে কোন ভাবে প্রদত্ত হউক, ফলের অধিক তারতম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্যামিতি কিম্বা জ্যোতিষ যে প্রকারেই কেন লোককে শিক্ষা দেওয়া যাউক না, প্রায় সমান ফলই ফলিবে। কিন্তু সামাজিক বিষয়ে শিক্ষা

যে সমাজস্থ লোকদিগের রুচি অনুসারে দেওয়া উচিত, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। একটী উদাহরণ দিলে এ বিষয়টী স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। মনে কর, দুই ব্যক্তি বিধবাবিবাহের বৈধতা প্রচারোদ্দেশে নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট গমন করিলেন। ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতযোগ্য বস্ত্র পরিধান করেন, শাস্ত্রবিহিত দ্রব্যাদি ভক্ষণ করেন এবং বক্তৃতাকালে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ ও হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত সন্ধ্যাবন্দনা পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বিদেশীর পরিচ্ছদ পরিধান, বৈদেশিক ভক্ষ্য ভক্ষণ, বৈদেশিক পানীয় পান করেন এবং বিচারকালে ভিন্ন দেশীয় গ্রন্থাদি হইতে বচন উদ্ধৃত ও বৈদেশিক পদ্ধতিতে উপাসনাদি করিয়া থাকেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে কাহার কথায় অধিক শ্রদ্ধা করিবেন? যদি ঐ পণ্ডিতদিগের বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত মতের আদৌ কোন পরিবর্ত্তন হয়, ঐ দুই প্রচারকের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির দ্বারা উহা সাধিত হইবার সম্ভাবনা? নিঃসন্দেহ সকলেই একবাক্যে কহিবেন যে হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ প্রচারকেরই অগ্রে কৃতকার্য্য হইবার কথা। যদিও দুইজন একই সত্য প্রচার করিতেছেন, দেখ তথাপি প্রচারের প্রণালী ভেদে অভীষ্ট লাভের কেমন সুবিধা বা অসুবিধা হইল। অতএব যে সে প্রকারে সত্য প্রচার করিলেই যে যথেষ্ট হইল তাহা নয়, তদ্বিষয়ে সিদ্ধিলাভ প্রচার-প্রণালীর উপর অনেক নির্ভর করিতেছে। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, যে প্রকারেই হউক সত্য প্রচার করিলে কোন না কোন কালে তাহা লোকের নিকট আদরণীয় হইতে পারে। কিন্তু সে ভাবে সত্য প্রচার করা সমাজসংস্কারকের কর্ত্তব্য নহে। লোকে গ্রাহ্য করুক আর নাই করুক, এরূপ নিরপেক্ষভাবে সত্য প্রচার করা তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের যোগ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু সমাজসংস্কারকের পক্ষে সে প্রণালী অবলম্বন করা বিধেয় বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বিবেচনায় যাহাতে লোকে নিরূপিত সত্য বোধে সমর্থ এবং তদনুযায়ী আচরণে প্রবৃত্ত হয়, এই-রূপ উপায় অবলম্বন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য এবং এই উদ্দেশ্যই তাঁহার সকল কার্য্যের নিয়ামক হওয়া উচিত। যাঁহারা বাগ্মিতা সহকারে সত্যের মহিমা ব্যাখ্যা করেন এবং মনে করেন যে সত্যপ্রচার করিবামাত্রেই তাহা লোকের নিকট আদরণীয় হইবে, তাঁহারা বাগ্মিতাতে পটু হইতে পারেন বটে কিন্তু

তাঁহারা মনুষ্য স্বভাবের বিষয় অল্পই জানেন। সত্য কথা কহিয়া লোকের দোষোল্লেখ করিলে, অথবা তাহাদিগকে স্বীয় চরিত্র সংশোধন কিম্বা কোন সৎকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে বা অসৎ আচরণ হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিলে, যদি তৎক্ষণাৎ তাঁহারা তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইত এবং তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে এই পৃথিবী বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গতুল্য হইত। মদ্যপায়ী লোকের নিকট গিয়া বল, পানদোষ মহাপাপ, ইহাতে শরীর মন বিনষ্ট হয়, সন্তান সন্ততি নিরাশ্রয় হয়, স্ত্রী পথের ভিখারিণী হয়, হয় ত দেখিবে সেই ব্যক্তি সেই দিন হইতে তাহার পানের পরিমাণ দ্বিগুণ করিয়াছে। এ কেবল আমাদের কথার কথা নহে। উপদেশের এইরূপ ফল আমরা অনেক সময় স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সত্যমূলক উপদেশে কয়জন অরিপ-মিতব্যয়ী লোকে মিতব্যয়ী হইয়াছে, কৃপণ দানশীল হইয়াছে, বেশ্যাসক্ত বেশ্যা ত্যাগ করিয়াছে? অনেকবার দেখা গিয়াছে যে, লোককে উপ-দেশ দিলে তাহারা তজ্জন্য আপনাদিগকে উপকৃত জ্ঞান না করিয়া বরং অপমানিত জ্ঞান করে। ফলতঃ উপদেশের এইরূপ অকিঞ্চিৎকারিতা দেখিয়া চিন্তাশীল নীতিশাস্ত্রবিশারদ গ্রন্থকারেরা লোককে সচরাচর উপদেশ দিতেই নিষেধ করিয়াছেন। (১) তুমি হাজার কেন সত্য কথা প্রচার কর

(১) " * * In general it is with advice as with taxation ; we can endure very little of either, if they come to us in the direct way. They must not thrust themslves upon us. We do not understand their knocking at our doors ; besides, they always choose such inconvinient times, and are for ever talking of arrears." Help's Essay on Advice.

" † † † A long experience has taught me that advice can profit but little ; that there is good reason why advice is so seldom followed ; this reason namely, that it so seldom and can almost never be rightly given. No man knows the state of another ; it is always to some more or less imaginary man, that the wisest and most honest adviser is speaking." Carlyle on "the Choice of Books ?"

"Advice is offensive, not because it lays us open to unexpected regret, or convicts us of any fault which had escaped our notice, but because it shows us that we are known to others as well as to ourselves ; and the officious monitor is persecuted with hatred, not because his accusation is false, but because he assumes that superiority which we are not willing to grant him, and has dared to detect what we desired to conceal. For this reason advice is commonly ineffectual. &c." Johnson's Rambler No 155.

না, কথাটী নূতন হইলেই দেখিবে লোকে ক্ষিপ্তপ্রায় আচরণ করে। ইংরাজদিগের শ্যালীর সহিত বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই। ঐ প্রথা প্রচলিত হইলে কোন ব্যক্তির কিছু মাত্র ক্ষতি না হইয়া বরং লোকের বিবাহের পক্ষে একটী বিশেষ সুবিধাই হয়। কিন্তু ইংরাজি সমাজসংস্কারকেরা উক্ত প্রথা প্রচলিত করিবার নিমিত্ত যত যত্ন ও প্রয়াস পাইতেছেন, সকলই বিফল হইতেছে। ঐ বিবাহবিষয়ক ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি বৎসরে বৎসরে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় পঠিত এবং তৎপরেই পরিত্যক্ত হইতেছে। এত বড় সুসভ্য উন্নত ইংরাজ জাতি একটি সামান্য কুসংস্কারও পরিহার করিতে পারিতেছেন না। পৃথিবীর গতি আছে কিম্বা উহা স্থির পদার্থ, এ কথায় বোধ হয় সাধারণ লোকের তত ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু যে মহাত্মা "পৃথিবীর গতি আছে" এই সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, লোকে তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এইরূপে পুরাবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে অনেক উন্নতমনা সাধুপুরুষ সত্যকথনরূপ অপরাধে অপরাধী হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছেন, অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

এখন পাঠকবর্গের মনে এই প্রশ্ন উদিত হইবে যে, নূতন সত্য প্রচারে লোক বিরক্ত হয় বা প্রচারকের অশেষ যন্ত্রণা ভোগ হয় বলিয়া কি তাহা হইতে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য? কখনই না। সত্য প্রচারের ঔচিত্য বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র দ্বৈধ নাই; ইহাও আমরা বিলক্ষণ জানি যে সংস্কারকের জীবন বহু কষ্টের ও যন্ত্রণার জীবন; যে কার্য্যে তিনি ব্রতী হইয়াছেন, সেই কার্য্য সাধন জন্য তাঁহাকে অনেক সময় ঐ যন্ত্রণা ও কষ্টকে আহ্লাদপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে হয়। কিন্তু এস্থলে এ বিষয়ের বিচার করা আমাদিগের অভিপ্রেত নয়, সত্যপ্রচারের ও সংস্কারের প্রণালীর বিষয় আলোচনা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই প্রণালী কি? প্রণালীর সম্বন্ধে সেণ্ট পল যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এ বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয় (১)। তাঁহার বাক্যের স্থূল তাৎপর্য্য এই যে ইহুদীর নিকট

(১) "For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews; to them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the

ইহুদীর ন্যায় এবং ইহুদীর অপেক্ষা সবল বা দুর্ব্বলাধিকারীর নিকট সবল অথবা দুর্ব্বলাধিকারীর ন্যায় আচরণ করিতে হইবে।

যদি হিন্দুসমাজ সংস্কার করিতে গিয়া হিন্দু ভাব অবলম্বনে ও হিন্দুশাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগে বিরত হওয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজ সংস্কারের আশা দুরাশা মাত্র হয়। সেইরূপ মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্টীয়, শিখ যে কোন জাতি হউক না কেন, তত্তজ্জাতীয় ভাবে কার্য্য না করিলে ঐ ঐ জাতির কোন উপকার সাধন করা যায় না। ফলতঃ যেমন বালককে ঔষধ সেবন করাইতে হইলে তাহাকে আশা-মোদকের প্রলোভন দেখাইতে হয়, সেইরূপ সমাজস্থ লোকের সংস্কারের—এমন কি কুসংস্কারের প্রতিও আস্থা প্রদর্শন করিতে হইবে। মনে কর, ইংরাজ জাতির যে সমস্ত দোষ আছে, কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়া এক খানি পুস্তক লিখিত হইল। এমন কয়জন উদারচেতা ইংরাজ আছেন যে, তাহা স্থির চিত্তে আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন এবং পাঠ করিয়া উপকৃত হইতে চেষ্টা করিবেন? কিন্তু তাহা না হইয়া যদি ঐ পুস্তকে ইংরাজ জাতির দশটা গুণের বা দুইটা দোষের কথা লেখা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অনেকে ঐ পুস্তক মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন এবং পাঠ করিয়া ফললাভেও সক্ষম হইবেন। মনুষ্যের স্বভাবই এইরূপ; স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া কে কোথায় উহার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে? স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়াই স্বভাবের উন্নতি সাধন করিতে হয় (১)। উপরে যে প্রণালী বর্ণিত হইল, প্রকৃত সমাজসংস্কারকেরা প্রায় সকলেই উহা অবলম্বন করিয়াছেন। অন্য দেশের কথা এখন থাকুক, আমাদের দেশে রাজা রামমোহন রায় যখন সতীদাহ প্রভৃতি কুপ্রথার বিপক্ষ হইয়াছিলেন, তখন তিনি কেবল যুক্তির পথ অবলম্বন না করিয়া হিন্দুশাস্ত্ররূপ জলধি মন্থন

---

law; to them that are without law, as without law (being not without law to God, but under the law to Christ,) that I might gain them that are without law. To the weak became I as weak, that I might gain the weak; I am made all things to all men, that I might by all means save some." I Cor. IX, 19-22.

(১) কত সাবধান হইয়া এবং কত বিবেচনা পূর্ব্বক যে লোককে শিক্ষা দান করা উচিত তাহা ইংরাজি কবি পোপ দুই পংক্তিতে অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

"Men must be taught, as if you taught them not,
And things unknown proposed as things forgot."

করিয়া অনেক সত্যরত্নের উদ্ধার করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও বিধবাবিবাহবিষয়ক আন্দোলনে ঐ প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন।

উপরি উক্ত প্রণালী সচরাচর অবলম্বনীয় হইলেও চিন্তা করিয়া দেখিলে এমন মনে হইবে যে, স্থলবিশেষে ব্যতিরেকভাবে উহার বিপরীত আচরণ করা বিধেয় বলিয়া বোধ হয়। মনে কর, শিক্ষার বলে লোকের মন এত দূর উন্নত হইয়াছে যে তাহারা নূতন সত্য বোধে সমর্থ এবং তাহা কার্য্যেতে পরিণত করিবার যোগ্য হইয়াছে। কিন্তু স্বার্থহানির ভয়ে কিম্বা অন্য কোন নীচ অভিপ্রায়ে তাহারা বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতে পরাঙ্‌মুখ হইতেছে। এস্থলে তাহাদের ভীরুতা, অমনুষ্যত্ব, স্বার্থপরতা, সত্যের প্রতি অনাদর সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করা এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদিগকে কার্য্যেতে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। লুথার খ্রীষ্টধর্ম্মের সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তীব্র ও রূঢ় ভাষায় লোকের দোষ বর্ণনা করিতে অনেক সময়ে বাধ্য হইয়াছিলেন। যদিও ঐরূপ ব্যবহার এখনকার লোকের রুচির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, তথাপি উহা তাঁহার সময়ের পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। ফল কথা এই যে, জড় পদার্থের নিয়মাবলী আবিষ্কার করিতে হইলে যেমন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে গবেষণা করিতে হয়, মনুষ্য সমাজ ও মনুষ্যের মন যাঁহাদের আলোচনার বিষয়, তাঁহাদিগের পক্ষে ঠিক সেইরূপ বাঁধা নিয়মে চলা দুঃসাধ্য। অথবা সমাজদর্শনের সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল এখনও আমাদের এতদূর বোধগম্য হয় নাই যে, জড়জগতের ন্যায় মনুষ্যসমাজের নিয়মাবলীর আলোচনার প্রণালীকে সর্ব্বথা একই বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। এ অবস্থায় কাজে কাজেই আমাদিগকে সমাজের অবস্থা ভেদে সংস্কার প্রণালীরও ইতর বিশেষ করিতে হয়। সাধারণতঃ আমাদিগের মতে সেণ্ট পলের উপদেশই যে সমাজসংস্কার বিষয়ে অবলম্বনীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উল্লিখিত প্রণালীর বিরুদ্ধে যে যে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তাহার বিচারে পর্য্যায়ক্রমে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ, কেহ কেহ হয় ত বলিবেন—ইহুদীর নিকট ইহুদীর ন্যায় এবং ইহুদী অপেক্ষা সবল অথবা দুর্ব্বলাধিকারীর নিকট সবল বা দুর্ব্বলাধিকারীর ন্যায় ব্যবহার করিলে

কপটতাচরণ করা হয়। যখন রামমোহন রায় সতীদাহ প্রভৃতি কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ, উপবীত ধারণ ও অন্যান্য হিন্দু আচারের অনুসরণ করিয়াছিলেন। যদি তিনি হিন্দু-ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভালই করিয়াছেন। কিন্তু তাহা না হইয়া যদি কেবল সংস্কার কার্য্যের সুবিধা হইবে বলিয়া উক্ত ধর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে আস্থাশূন্য হইয়াও হিন্দুবৎ আচরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি তাঁহার পক্ষে কপটতাচরণ করা হয় নাই? আর কপটতাচরণ করিয়া মহাপাপগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত না হওয়াই কি সহস্রগুণে শ্রেয় নহে?

আমাদের মতে ঐরূপ কার্য্যপ্রণালী যে কেবল কাপট্যদোষশূন্য তাহা নহে বরং উহাতে ত্যাগ স্বীকারের অনেক লক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মনে কর, রামমোহন রায়ের জাতিভেদে বিশ্বাস ছিল না। (২) কিন্তু বিশ্বাস থাকিলে যেরূপ আচরণ করিতে হয়, তিনি সেইরূপ করিতেন। তাঁহার যবনান্ন আহার করিতে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু এরূপ ম্লেচ্ছাচার করিলে লোকে তাঁহার কথায় শ্রদ্ধা করিবে না সুতরাং তাঁহার দ্বারা দেশের কিছু মাত্র উপকার সম্পাদিত হইবে না, এই মনে করিয়া তিনি যবনান্ন ভক্ষণ করিতেন না। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি যে এরূপ আচরণকে কি কপটাচরণ বলা উচিত? তিনি মনে করিলে যবনের অন্ন আহার করিতে পারিতেন, কিন্তু পরের হিতের জন্য তিনি তাহা করিতেন না। ঐরূপ না করাই কি পাপ? যদি নীতি শাস্ত্রানুসারে যবনান্ন ভক্ষণ না করা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইত, আর তিনি জানিয়া শুনিয়া উহা ভক্ষণ না করিতেন, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তাঁহাকে দোষী বলিয়া স্বীকার করিতাম। কিন্তু আমাদিগকে সকল অবস্থাতেই যে যবনান্ন ভক্ষণ করিতে হইবে, নীতিশাস্ত্রে ত এমন কোন বিধি নাই। সেইরূপ যাহা তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তৎসমুদয় একেবারে প্রচার করিলে মহান্ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা জানিয়া হয় ত তিনি কতক সত্য গোপন করিয়া রাখিতেন। ইহাতেই বা দোষ কি? সকল অবস্থায় সকল সত্য ব্যক্ত করিতে আমরা

(২) আমাদের পাঠকবর্গ যেন স্মরণ করেন যে রামমোহন রায়ের বিশ্বাস সম্বন্ধে আমরা এক্ষণে কোন বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি না; কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার সুবিধার নিমিত্ত তাঁহার নামের উল্লেখ করা গল।

নীতিশাস্ত্রানুসারে বাধ্য নহি। আর হিন্দু শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস না থাকিলেও যদি তিনি হিন্দুদিগের সহিত বিচার কালে উক্ত শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি প্রয়োগ করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? যেমন বালকদিগের সহজে বর্ণজ্ঞান হইবার জন্য কখন কখন তাহাদিগকে চিত্রযুক্ত বর্ণমালা পাঠ করিতে দেওয়া যায়, সেইরূপ লোকদিগকে বুঝাইবার সুবিধার নিমিত্ত সময়ে সময়ে তাহাদের শ্রদ্ধার্হ গ্রন্থাদির উল্লেখ করিয়া আপনার বাক্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতে হয়। উহাতে কিম্বা উপরি উক্ত আচরণে কোন কপটতার লক্ষণ থাকা দূরে থাকুক বরং তাহাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক লোকের হিতের নিমিত্ত আপনার স্বাধীন ভাবের সংকোচ ও ত্যাগস্বীকারের লক্ষণই বিদ্যমান রহিয়াছে। ফল কথা এই, কপটতা শব্দের অর্থ সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারাতেই ঐরূপ কুসংস্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। তবে কাহাকে কপট বলিব? যে ব্যক্তি যাহা নয় সে যদি স্বার্থসাধন উদ্দেশে তাই বলিয়া আপনাকে বাক্যে কিম্বা কার্য্যে পরিচয় দেয়, তাহাকেই কপট বলা যায়। কিন্তু সে ব্যক্তি কি কপট, যে স্বার্থের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া কেবল পরোপকারের উদ্দেশে আপনার স্বাধীন ভাবেরও সংকোচ করিতে উদ্যত? সে সম্পূর্ণরূপে জানে যে, যে কোন উদ্দেশেই হউক না কেন সত্যকে সংকোচ করিতে গেলে কাল-ক্রমে সত্যের প্রতি অনাদর ও অনাস্থা করা অভ্যাস হইতে পারে। কিন্তু সে তাহাতে কিছু মাত্র ভীত না হইয়া আপনার মঙ্গলামঙ্গলে উপেক্ষা করিয়া পরের দুঃখে কাতর হইয়া তাহার প্রতিবিধানার্থ ব্যগ্র। ইহা যদি ত্যাগস্বীকার না হয়, তবে ত্যাগস্বীকার কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে হয় ত কেহ কেহ বলিবেন যে, যাহা কুকর্ম্ম তাহা সর্ব্বথাই কুকর্ম্ম। উদ্দেশ্যভেদে পাপ কখন পুণ্য হইতে পারে না। পরোপ-কার উদ্দেশেই হউক আর স্বার্থসাধন উদ্দেশেই হউক, যাহার হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, তাহার পক্ষে ঐ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কথা কহাই কপটতা। আমরা এ মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা উহাকে কপটতা বলি না। অভিপ্রায় প্রভৃতি যে যে কারণে আমরা কার্য্য বিশেষকে কাপট্য-দোষ যুক্ত মনে করি, সেই সেই কারণ উপরি উক্ত কার্য্যসমূহে বর্ত্তমান না থাকাতে আমরা ঐ সকল কার্য্যকে কপটতাদোষশূন্য বলিয়া থাকি। কিন্তু

যদি কেহ আমাদের মতাবলম্বী না হইয়া ঐ সকল কার্য্যের উপর কাপট্য দোষের আরোপ করেন, সে কাপট্য লোকহিতার্থ আমাদের অনন্নুমোদনীয় নহে। যে যে কারণে আমরা ঐরূপ কপটতাচরণের পোষকতা করিতেছি, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। আমাদের বিশ্বাস এই যে, অভিপ্রায় ভেদে কার্য্য রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। লোকে যাহাকে কুকর্ম্ম বলিয়া জানে, তাহা অবস্থাভেদে সৎকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। নরহত্যা মহাপাপ বলিয়া সকলেরই জ্ঞান আছে। কিন্তু মনে কর, এক জন দস্যু কোন সাধ্বী স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার মানসে তাহাকে আক্রমণ করিল, আর কোন ব্যক্তি ঐ স্ত্রীলোকটিকে দস্যু হস্ত হইতে মুক্ত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া ঐ নরাধমের প্রাণবধ করিল, তাহা হইলে আমরা কি ঐ লোকটিকে সাধুবাদ না দিয়া মহাপাপী বলিয়া ঘৃণা করিব? মনে কর, কোন এক বৃদ্ধা পীড়িতা স্ত্রীলোকের নিকট বিদেশ হইতে একখানি পত্র আসিল। স্ত্রীলোকটি নিজে ঐ পত্রপাঠে অশক্ত হইয়া প্রতিবাসী কোন এক ভদ্র লোককে উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। ঐ লোকটী পত্র পাঠ করিয়া দেখিলেন যে উহাতে এই ভয়ানক সমাচার লিখিত রহিয়াছে যে, বৃদ্ধ বয়সের যষ্টিস্বরূপ ঐ স্ত্রীলোকটীর বিদেশস্থ পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। শয্যাশায়ী সেই পীড়িত স্ত্রীলোক যদি ঐ ভয়ানক সমাচার অবগত হন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া যদি ঐ ভদ্র লোকটী তখন সেই সমাচার কৌশল করিয়া গোপন করেন, তাহা হইলে আমরা কি তাঁহাকে কপট ও মিথ্যাবাদী বলিয়া অবজ্ঞা করিব? মনে কর, কোন স্থানে অত্যন্ত দস্যুভয় আছে জানিয়া তৎপ্রদেশস্থ মাজিষ্ট্রেট একদিন নিশীথ সময়ে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক অলঙ্কারাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া উক্ত স্থানে উপস্থিত হইলেন। নারীবেশধারী মাজিষ্ট্রেটকে দেখিয়া দস্যুরা হৃষ্টচিত্তে স্ত্রীলোক ভ্রমে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। মাজিষ্ট্রেট স্ত্রীজনোচিত বাক্য ও হাব ভাবে কতক্ষণ ঐ দস্যুদিগকে অন্যমনস্ক রাখিয়া সঙ্কেত দ্বারা দূরস্থিত আপনার সমভিব্যাহারীদিগকে ঐ স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক উহাদিগকে ধৃত করিলেন। এস্থলে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাধারণের হিতের জন্য যে আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন

না, ইহার জন্য কি লোকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইবে, না তাঁহাকে ছদ্মবেশী কপট মিথ্যাবাদী বলিয়া অনাদর করিবে? মনে কর, কোন এক উন্মত্ত ব্যক্তি সর্ব্বদাই একটী কথা জিজ্ঞাসা করে। তাহার প্রকৃত উত্তর দিলে সে রাগান্ধ হইবে এবং তাহার রোগেরও বৃদ্ধি পাইবে, এই ভাবিয়া যদি তাহার আত্মীয় স্বজনেরা তাহার তুষ্টিজনক কথা বলিয়া ঐ বাতুলের রোগ শান্তির চেষ্টা পায়, তাহা হইলে তাহারা কি মিথ্যাবাদী বলিয়া গণ্য হইবে? কোন ব্যক্তি দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এক গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় লইল, গৃহস্থ বাহুবলে তাঁহার শরণাগত ব্যক্তিকে ঐ দস্যুর হস্ত হইতে মুক্ত করিতে আপনাকে অশক্ত জ্ঞান করিয়া যদি কৌশল করিয়া তাহাকে কোন স্থানে লুকাইয়া রাখেন, তাহা হইলে কি তিনি মিথ্যাবাদী ও কপট বলিয়া গণ্য হইবেন? এইরূপ চিকিৎসকদিগকেও অনেক সময় রোগীর হিতের জন্য অযথার্থ কথা কহিতে হয় বলিয়া কি আমরা তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিব? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বোধ হয় কেহই উপরি উক্ত উদাহরণোল্লিখিত ব্যক্তিগণের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। যদি না করেন, তাহা হইলে উদ্দেশ্যভেদে যে মন্দ কর্ম্ম সৎকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, সদভিপ্রায়ে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল বলিয়া সকল অবস্থাতেই কি তাহা সৎকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে? তবে কি "উদ্দেশ্য উপায়কে পবিত্রীকৃত করে" (৩) জেসুইটদিগের এই সুবিখ্যাত নীতিবিষয়ক মতকে সর্ব্বথা সত্য বলিয়া জ্ঞান করা উচিত? তাহাও নয়। আমরা এ মতেরও পোষকতা করি না। সদভিপ্রায়ে স্পেনের "ইনকুইজিসন" নামক বিচারসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া কোন্ বাতুল ঐ নিদারুণ ব্যাপারকে সদনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য করিবে? ধর্ম্মের নামে যে সকল নরহত্যা, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি মহাপাপের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহারই বা কে অনুমোদন করিবে? ফল কথা এই, কেবল অভিপ্রায়টি ভাল হইলে চলিবে না, কার্য্যের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। সদভিপ্রায়ে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল বলিয়া অনুষ্ঠাতা অপরের অহিতসাধনে অধিকারী হইতে পারে না। তবে আমাদের মত কি? যে সকল কার্য্যকে আমরা আপাততঃ মন্দ বা পাপ-

(৩) The end sanctifies the means.

কর্ম্ম বলিয়া মনে করি, স্থলবিশেষে তাহার অনুষ্ঠান করিলে যদি কাহারও কিছুমাত্র হানি না হইয়া লোকবিশেষের হিতসাধন করে, তাহা হইলে উক্ত কার্য্যসমূহকে আমরা মন্দ বা পাপ কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করি না। উপরি উক্ত উদাহরণগুলি এ বাক্যের সম্পূর্ণ পোষকতা করিতেছে। (৪)

---

(৪) আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ এইরূপ মনে করিতে পারেন যে আমরা নীতিশাস্ত্রের মূল বিধি সকল পবিত্র এবং সর্ব্বথা পালনীয় বলিয়া জ্ঞান করি না; স্বেচ্ছানুসারে সুবিধা বুঝিলেই লোকে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে সকল কারণে কার্য্যবিশেষে আমরা কাপট্য কিম্বা অন্য কোন দোষারোপ করিয়া থাকি সেই সকল কারণ উপরি উক্ত কার্য্যে বিদ্যমান না থাকাতে আমরা ঐ কার্য্যকে দোষশূন্য মনে করি। কিন্তু যদি কোন লোক আমাদিগের ন্যায় ঐরূপ বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে বুঝাইবার নিমিত্ত এই বলিব যে, নীতিশাস্ত্রের অনুজ্ঞা সকল সাধারণতঃ পালনীয় হইলেও স্থলবিশেষে এবং ব্যতিরেক ভাবে, সাধারণের হিতের জন্য উহার বিপরীত আচরণ বিধেয় বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। অধ্যাপক বেন সাহেব তাঁহার নীতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন:—যথা—

The great leading duties may be shown to derive their estimation from their bearing upon human welfare. Take first veracity or truth. Of all moral duties, this has most the appearance of being an absolute and independent requirement, yet mankind have always approved of deception practised upon an enemy in war, a madman, or a highway robber. Also, secresy or concealment, even although misinterpreted, is allowed. when it does not cause pernicious results; and is even enjoined and required in the intercourse of society, in order to prevent serious evils. But an absolute standard of truth is incompatible even with secresy or disguise; in departing from the course of perfect openness, or absolute publicity of thought and action, in every possible circumstance, we renouuce ideal truth in favour of a compromised or qualified veracity—a pursuit of truth in subordination to the general well being of society." Professor Bain's Mental and Moral Seience P. 444--445. 2 Edn.

কিন্তু কোন্ কোন্ স্থলে যে ব্যতিরেক ভাবে ঐ রূপ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে হইবে তাহা স্থির করা নিতান্ত সুকঠিন। যেমন ব্যবহার শাস্ত্রের বিধি সকল স্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ হইলেও এক মকদ্দমার নিষ্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন বিচারালয়ে ভিন্ন ভিন্নরূপে হইয়া থাকে, সেইরূপ নীতিশাস্ত্রের অনুজ্ঞা সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইলেও সময়ে সময়ে আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। ফলতঃ বিষয়টী এত গুরুতর যে উহার সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল নিরূপণ করিবার জন্য নীতিবিজ্ঞানের অন্তর্গত একটী বিজ্ঞানেরই সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরাজিতে ঐ বিজ্ঞানকে ক্যাশুয়িষ্ট্রি (Casuitry) কহে। যে প্রণালীতে অন্যান্য বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে হয়, সেইরূপে এই বিষয়ের চর্চ্চা না হওয়াতে এক্ষণকার নীতিশাস্ত্রকারেরা প্রায় সকলেই উহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে ঐ বিষয়ের আলোচনা

আমরা যেরূপ আচরণের পোষকতা করিলাম, তদ্বিরুদ্ধে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, উহা দ্বারা অপরের অন্য কোন অহিতসাধনের শঙ্কা না থাকিলেও অসৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা অনিষ্টাপাতের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আমরা মুক্তকণ্ঠে এই আপত্তির যাথার্থ্য স্বীকার করি। কিন্তু অসৎদৃষ্টান্ত দ্বারা যেরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহার সহিত উল্লিখিত আচরণসম্ভূত পরোপকারের তুলনা করিলে সেই অনিষ্ট অনিষ্ট বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। যখন দুই কর্ত্তব্যের বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন নিকৃষ্টতর কর্ত্তব্যকে অগ্রাহ্য করিয়া উৎকৃষ্টতর কর্ত্তব্যের অনুসরণ করাই বিধেয়। রাত্রি জাগরণ নিষিদ্ধ বলিয়া কি মুমূর্ষু মাতাকে এক পার্শ্বে ফেলিয়া পুত্র পর্য্যঙ্কোপরি সুখে নিদ্রা যাইবেন?

দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, ফলাফলের প্রতি অত দৃষ্টি করিলে

করিলে যে উহা ফলপ্রদ হইতে পারে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। পণ্ডিতবর ডাক্তর হিউয়েল সাহেব এই বিষয়ে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

Cases of the inquiry, "What is our Duty?" such as that which I have just discussed, are called "Cases of Conscience:" for Conscience is the Faculty, whether real or acquired, however formed and improved, by which we judge what is our Duty; and to instruct the Conscience, so that it may rightly answer such questions of Duty, is the business of the Moralist. To pronounce upon such Cases of Conscience, has long been a leading part of the scheme of Moral Systems, and has been termed "Casuistry." Yet this subject, of Cases of Conscience, and this term "Casuistry" have often been looked upon, by those who think of such matters lightly and loosely, with suspicion and dislike, as if such discussions had really an immoral tendency. The poet speaks of

Morality by her false guardians drawn,
Chicane in furs, and Casuistry in lawn.

This result has arisen, I think, from this cause:—that in many cases, those who were interested in such questions did not simply ask the question, but wished to wrest the answer to one side;—they did not merely want to hear what was their Duty, but to find that their Duty was consistent with their inclination:—they did not ask what they "ought" to do, but what was "allowable:"—as in the case which I mentioned, it was asked, whether it be allowable to tell a lie in order to guard a secret. I think that this disposition of the interogators has tended to bring Casuistry into disrepute;—and justly, if the Moralist,

কাজ চলে না। কোন্ কার্য্যের কি ফল হইবে, সমাজের কোন্ অবস্থায় কিরূপ সংস্কার প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, এসকল চিন্তায় মস্তিষ্ক বিলোড়িত করিবার কোন আবশ্যকতা নাই; মনুষ্যের দূরদৃষ্টি অতি অল্প; কোন্ কার্য্যের কি ফল, সে অনেক সময় তাহা বুঝিতে সক্ষম নহে; অতএব ফলাফল ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমাদের কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুসরণ করাই বিধি। নীতিশাস্ত্রকারেরা এই বিষয় লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া গিয়াছেন। সমাজসংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবে উহার সূক্ষ্ম তত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে অনধিকার চর্চ্চা করা হইবে। অতএব স্থূল স্থূল দুই একটী কথা বলিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব। নীতিশাস্ত্রকারেরা লোককে তাহাদের

---

in his reply, has ever lent himself to indulge this disposition, and has moulded his response so as to gratify his client. But this is no fault of Morality. So far as any one has done this, he has not been a true Moralist: he has been a bad Casuist. The true Moralist answers all such questions according to the form I have referred: "You ought to do this: Here lies your path of Duty. He does not willingly adventure himself into the region of things "allowable. He is constantly employed in narrowing that region, he is constantly discovering reasons why things, at first seen as indifferent, are right or wrong. As his light increases, all things take a moral colour. And by this light he answers Cases of Conscience, that is, Questions of Duty. It appears to me that such light is best obtained by proceeding as we have done;—by going to the central Ideas of Benevolence, Justice, Truth, Purity and Order, and by tracing where their rays fall. But whether a Moralist adopts this course or any other, he must, somehow, attain a light for this purpose. He must be able to answer Questions of Duty. He must have some method of solving Cases of Conscience. When a man, wishing to do right, and labouring in the agony of a struggle of apparently conflicting duties, asks the Moralist, what he ought to do: it will not suffice that the Moralist should tell him that Cases of Conscience are mischievous and corrupting things;—that they arise out of some sinister influence, some vicious propensity lurking in the heart. This may be so: but this, uttered in general terms, with whatever vivacity of imagery and vehemence of manner, does not help the poor enquirer in the particular case. He wants to learn which is the sinister side of the question; which is the worse and which the better way. If the Moralist cannot tell him this, how is he a Moralist? or what is the value and application of his speculations? D. Whewell's "Lectures on Systematic Morality" P. P. 97-98

অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলাফলের প্রতি নিরপেক্ষ থাকিতে যে উপদেশ দেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে কুসংস্কারমূলক বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। যদি ফলাফল ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করিলে চলিত, তাহা হইলে মনুষ্যকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না। ভূত ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারে বলিয়াই ত মনুষ্য নামের এত গৌরব হইয়াছে। অনেক বিষয়ে যে তাহার দূরদৃষ্টি অতিশয় অল্প, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলিয়া কি সে চিন্তা করিতে বিরত হইবে, না, অধিকতর উৎসাহের সহিত চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইবে? মানুষের দূরদৃষ্টি এত অল্প বলিয়াই ত ইতিহাস পাঠের এত গৌরব হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে অবস্থায় যে কার্য্য করিয়া অভীষ্ট লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন কিম্বা হইতে পারেন নাই, আমরাও সেই অবস্থায় সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত কিম্বা নিবৃত্ত হইব বলিয়াই ত ইতিহাস পাঠ করিতে হয়। যদি কার্য্যের ফলাফলের প্রতি অন্ধ থাকাই বিধি হয়, তাহা হইলে ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া এত সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? যদি চিন্তা করিয়া আর কোন ফলও লাভ করিতে না পারি, তথাচ চিন্তার জন্যও চিন্তা করা উচিত। যদি উৎকৃষ্টতর বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে না পারি, তথাচ আলস্যে সময় অতিবাহিত করা অপেক্ষা বরং দাবা খেলার চাল লইয়া মস্তিষ্ক বিলোড়িত করায় ফল আছে। কেন না তাহাতেও কতকটা চিন্তা করিতে শিখা যায় এবং বুদ্ধিও কিছু পরিমার্জ্জিত হয়।

তৃতীয়তঃ, সত্যপ্রচার করিলেই লোকে তাহা আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে, অনেক লোকের যেমন এইরূপ ভ্রমাত্মক বিশ্বাস আছে, সেইরূপ দৃষ্টান্ত বিষয়েও অনেকের ঐরূপ কুসংস্কার আছে। তাহারা মনে করে যে, লোকের মন সত্যধারণে প্রস্তুত হউক আর নাই হউক, সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই তাহারা তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইবে। এটী একটী মহাভ্রম। লোকে কি যে সে লোকের আচরণ অনুকরণ করে? যাহার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, এমন লোকের আচরণই তাহাদের পক্ষে স্বভাবতঃ অনুকরণীয় হয়। কিন্তু যে সকল লোককে তাহারা স্বেচ্ছাচারী বিধর্ম্মী নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করে, তাহারা ঐ সকল লোকের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করা দূরে থাকুক, তাহাদের নাম করিলেও জ্বলিয়া উঠে। কোন সময়ে কোন ব্যক্তির সহিত

আমাদের সমাজসংস্কার বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল। তাহাতে ঐ ব্যক্তি কহিয়াছিলেন যে, সমাজস্থ লোকের শরীর সুস্থ ও সবল না হইলে কোন সংস্কারই কার্য্যকারক হইতে পারে না। আর লোকদিগকে সবলকায় করিতে হইলে গোমাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান করান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় হয়। অতএব হিন্দু সমাজকে উন্নত ও সংস্কৃত করিতে হইলে হিন্দুদিগকে অগ্রে গোমাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান করিতে শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই মত সত্য ভাবিয়া এবং সদ্দৃষ্টান্ত সহজেই লোকের অনুকরণীয় এই মনে করিয়া যদি কোন লোক উহা বাক্যেতে এবং কার্য্যেতে প্রচার করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে জনকতক ইংরাজী কৃতবিদ্য যুবক ভিন্ন কয় জন হিন্দু ঐ প্রচারকের আচরণ অনুকরণ করিবে? হিন্দুসমাজকে তাঁহার মতাবলম্বী করা দূরে থাকুক, ঐ প্রচারককেই উক্ত সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে এবং একবার সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইলে তাঁহা দ্বারা হিন্দু সমাজের যত উপকার হইবার সম্ভাবনা, তাহা দেশীয় খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। বহুকাল হইতে উক্ত সম্প্রদায় এদেশে অবস্থান করিতেছে, কিন্তু অতি সামান্য সামাজিক বিষয়েও কোন্ হিন্দু তাহাদের আচরণের অনুকরণ করে? সেইরূপ উন্নতিশীল ব্রাহ্মেরাও যদি উপবীত ত্যাগ, অসবর্ণে বিবাহ প্রভৃতি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ আচরণের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের ন্যায় হিন্দু সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন। তাঁহারা যে এখনও সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হন নাই, তাহার দুটী কারণ আছে। প্রথমতঃ পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা অনেকটা দেশীয় ভাবে চলেন। দ্বিতীয়তঃ, উপবীত ত্যাগ অসবর্ণে বিবাহ এবং অন্যান্য হিন্দুধর্ম্মনিষিদ্ধ আচরণ তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প পরিমাণেই প্রচলিত হইয়াছে।

আমরা স্বীকার করি যে, সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে যদিও সমাজস্থ লোকেরা আপাততঃ উহার অনুসরণে সক্ষম না হউক, তথাচ কালক্রমে শিক্ষা দ্বারা তাহাদের মন উন্নত হইলে তাহারা প্রদর্শিত নূতন পথাবলম্বী হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে দৃষ্টান্ত অপেক্ষা শিক্ষাই অধিকতর কার্য্যকারক হইতেছে। আর দৃষ্টান্ত প্রদর্শকেরা যদি একবারে সমাজ হইতে দূরে প্রস্থান না করিয়া উহার মধ্যে থাকিয়া কতক দৃষ্টান্ত কতক বা

শিক্ষা দ্বারা লোকের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় অপেক্ষাকৃত অল্প সময় মধ্যে তাঁহাদের অভীষ্ট লাভ হইতে পারিত। উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে তবে কি লোকে সকল অবস্থাতেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে বাধ্য? পুরাতন সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নূতন সমাজ সংস্থাপন করিতে কি লোকের কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই? আমরা ভ্রমেও লোকের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। পুরাতন সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নূতন সমাজ সংগঠন করিতে কিম্বা পূর্ব্বকালের ঋষিদিগের ন্যায় সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া নিবিড় অরণ্যে বা নির্জ্জন পর্ব্বতগুহায় ধর্ম্মচিন্তায় কালযাপন করিতে লোকের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সমাজ ত্যাগ বা সংস্থাপনের কথা দূরে থাকুক, অপরের ক্ষতি না করিয়া যদি লোকে কুপথগামী—এমন কি নিরয়গামী হইতেও উদ্যত হয়, তথাপি আমরা তাহাদের স্বাধীন ভাবের অবরোধ করিতে ইচ্ছুক নহি। কেবল এইমাত্র আমাদের বক্তব্য যে প্রাচীন সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নূতন সমাজ সংগঠন করিতে লোকের সম্পূর্ণ অধিকার আছে; কিন্তু যদি প্রাচীন সমাজস্থ লোকের মতের ও ভাবের পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে নূতন সমাজ সংস্থাপন করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐ সকল লোকের উপকার করিতে পারিব এইরূপ আশা করা দুরাশামাত্র। আর একটী কথা আছে। যেমন এক দিকে কেহ কেহ নূতন সমাজকর্ত্তৃক পুরাতন সমাজ উপকৃত হইতে পারে, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, সেইরূপ আর এক দিকে তাঁহাদের ইহাও স্মরণে রাখা উচিত যে, ঐ নূতন সমাজ কিছুকাল স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করিয়া কালে পুরাতন সমাজকর্ত্তৃক আকৃষ্ট এবং অবশেষে উহার সহিত মিলিত হইতেও পারে। ফলতঃ অনেক নবগঠিত দলকে এইরূপে পুনর্মূষিকভাব প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া আমাদের নূতন সমাজ সংগঠনের উপর এক প্রকার অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধাই জন্মিয়াছে। আদি ব্রাহ্মসমাজ কৈশবদিগের কুহকে পড়িয়া হিন্দুসমাজকে পশ্চাতে রাখিয়া কতই অগ্রসর হইয়াছিলেন! কিন্তু এখন আবার তাঁহারা অনেক পশ্চাদ্গমন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কৈশবেরাও কিছুকাল পূর্ব্বে যেরূপ আস্ফালন ও বাগ্মিতাসহকারে সমাজসংস্কার বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে চেষ্টা করি-

তেন, এখন আর তাঁহাদের সেরূপ আস্ফালন ও সেরূপ উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ দয়াল প্রভুর নাম গানে এখন তাঁহারা যত যত্ন ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকেন, সমাজসংস্কার বিষয়ে উহার সহস্রাংশের এক অংশও লক্ষিত হয় না। শিক্ষিত দলের মধ্যে যেমন অতি অল্প সংখ্যক লোকই এখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া থাকে, সেইরূপ অতি অল্প লোককেই উন্নতিশীল ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দেখা যায়। বরং উপবীতত্যাগীদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকে পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিতে শুনা গিয়াছে। চৈতন্য মতাবলম্বী বৈষ্ণবেরা প্রকাণ্ডকায় নূতন সমাজ সংস্থাপন করিয়া এবং দেশময় ব্যাপ্ত হইয়াও অবশেষে সেই প্রাচীন সমাজে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। আবার দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়স্থ লোকেরা সামাজিক বিষয়ে হিন্দুদিগের যত উপকার করিতে পারুন আর নাই পারুন, তাঁহাদের কুসংস্কার সকল অনেকটা অবলম্বন করিয়াছেন বা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে "হাঁচি, টিকটিকী পড়িলে যাত্রা করে না, প্রত্যূষে উঠিয়া বানরের মুখ দেখে না ও নাম করে না, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ সময়ে কোন দ্রব্য কাটে না, রোগ হইলে কবচ ধারণ করে, জলপড়া তৈলপড়া খায়, মন্ত্র তন্ত্র মানে, পেচা দেখিলে ডরায়, ডাইন মানে ইত্যাদি।" (৫) কোন সময়ে ঐরূপ জন কতক খ্রীষ্টীয়ান আমাদের কোন আত্মীয়ের নিকট বলিয়াছিল যে "মহাশয় আমরা খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছি বলিয়া এমন মনে করিবেন না যে আমরা দেবতা বামন মানি না; উক্ত সম্প্রদায়স্থ অশিক্ষিত লোকেরাই বোধ হয় ঐরূপ দূষিত আচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু শিক্ষিত দলের মধ্যেও কাহাকে কাহাকে বিবাহকালে জাতিবিচার করিতে—এমন কি, বিবাহের নিমন্ত্রণেও নীচজাতীয় লোকবিশেষকে পরিত্যাগ করিতে শুনা গিয়াছে। মান্দ্রাজ অঞ্চলের খ্রীষ্টীয়ানেরা বিবাহাদি বিষয়ে প্রকাশ্যভাবে জাতিবিচার করিয়া থাকে এবং ইউরোপীয় পাদ্রিরাও সেইরূপ প্রকাশ্যভাবে ঐ কুরীতির অনুমোদন করেন। অপরের কথা দূরে থাকুক, এমন যে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত শিখ জাতি, এমন যে নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, ইহারা উভয়েই এখন প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। একবার ঘৃণা পূর্ব্বক পুরাতন সমাজ

---

(৫) শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু প্রণীত "অধিকারতত্ত্ব" নামক পুস্তকের ৮৬ পৃষ্ঠা দেখ।

পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কিছুকাল পরে দীনভাবে উহাতে আসিয়া মিলিত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

উপসংহারকালে আমরা নূতন সমাজসংস্থাপকদিগকে সবিনয়ে এই অনুরোধ করি যে তাঁহারা বিবেচনাপূর্ব্বক স্থির চিত্তে যেন কার্য্যানুষ্ঠান করেন, এবং পুরাতন সমাজস্থ লোকেরা তাঁহাদের দলভুক্ত হইল না বলিয়া যেন তাঁহাদিগকে কপট বলিয়া ঘৃণা না করেন। একে হিন্দুসমাজ দলাদলিতে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজকে সংস্কৃত করিতে গিয়া নিজেই তিন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আবার বিলাত হইতে প্রত্যাগত যুবকদিগের আর একটী দল সংগঠিত হইতেছে। এতগুলি ত দল। আবার তাঁহারা কখন্ কোন্ ভাবান্তর বা রূপান্তর প্রাপ্ত হন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যদি প্রাচীনদলস্থ লোকেরা নূতন দলভুক্ত হইতে পরাঙ্‌মুখ হন, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভীরু ও কপট বলিয়া ঘৃণা করা কি অতিশয় অর্ব্বাচীনতার ও অনভিজ্ঞতার কার্য্য নহে? দলাদলিতে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বৈষ্ণবে ও শাক্তে, শৈবে ও গাণপত্যে বিরোধ নিবন্ধন দেশে সহস্র বিবাদস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। আবার সেই দলাদলীর কথা শুনিলে স্বভাবতই ভীত হইতে হয়। আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সময়ে সময়ে এরূপ ইচ্ছা হয় বটে যে, উহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে প্রস্থান করি। এক দিকে বিধবাদিগের দুঃসহ যন্ত্রণা, কুলীনকন্যাদিগের দারুণ মর্ম্মপীড়া ও নিরাশ্রয়তা, অপর দিকে বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ প্রভৃতি সহস্র প্রকার উৎপাতে হিন্দু সমাজকে ক্ষত বিক্ষত দেখিয়া মন দুঃখভারাক্রান্ত ও উদাসীন-ভাব-গ্রস্ত হয় বটে, কিন্তু শস্ত্র চিকিৎসার সময় রোগীর নিকট থাকিয়া উহার দুঃসহ যন্ত্রণা ও কষ্ট দেখিতে ইচ্ছা হয় না বলিয়া কি উহার আত্মীয় স্বজনেরা সকলেই দূরে প্রস্থান করিবে? হিন্দুসমাজকে দুঃখভারাবনত দেখিয়া কি আমরা সেইরূপ উহাকে অসময়ে পরিত্যাগ করিব, না, দ্বিগুণ চতুর্গুণ উৎসাহের সহিত উহার দুঃখমোচনে ও সুখবর্দ্ধনে কৃতসংকল্প হইব?

যোগিনী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম অধ্যায়।

"Fond wretch ! and what canst thou relate,
But deeds of sorrow, shame and sin ?
Thy deeds are proved—thou knowest thy fate
But come, thy tale—begin—begin."

Crabble.

অমাবস্যার রাত্রি। নিবিড় অন্ধকারে জগৎমণ্ডল আচ্ছন্ন। কিছুই দেখা যাইতেছে না। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সকলই শূন্যময় বোধ হয়। একে ঘোরা রজনী, তাহাতে আকাশ নিবিড় মেঘমালায় আচ্ছাদিত; প্রকৃতির কি ভয়ঙ্কর ভাব! গগনে নিবিড় কৃষ্ণ মেঘ; কিন্তু সে মেঘে ডাক নাই; কদাচিৎ সৌদামনী এক একবার হাসিয়া উঠিতেছে। জগৎ নিস্তব্ধ; নীরব ও গম্ভীর। অথচ এই গম্ভীর ভাবের কি মধুরতা! মহাকবি কলরিজ বলিয়াছেন স্বভাবের কিছুই বিষণ্ণ বা বিরস নহে; প্রকৃতির সকল প্রকার মূর্ত্তিই অভিনব অদ্ভুত ও আনন্দজনক। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। প্রকৃতির এই ঘোর গম্ভীর মূর্ত্তির কি মধুর ভাব! এই বিচিত্র চিত্র দর্শন করিয়া কবি হৃদয় কত বিমল আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠে, ভাবুক ভিন্ন তাহা অন্যে অনুভব করিতে পারেন না। আমরা সর্ব্বদা এই সকল অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়া ইহাদের রমণীয়তা আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে না।

রজনীর এই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি; এমন সময়ে ঐ ভীষণ শ্মশান মাঝে শূলধারিণী একাকিনী এ রমণী কে? রমণীর কি ভয়ঙ্কর রূপ! সুদীর্ঘ বেণী পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত রহিয়াছে; কপালে নক্ষত্রনিভ একটী বৃহৎ সিন্দূরের ফোঁটা, হস্তে ত্রিশূল,—দেখিলে বোধ হয় কৈলাসবাসিনী ভগবতী কালী অবনীতে পুনর্ব্বার দৈত্যঘাতিনী বেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই বামার কি কিঞ্চিৎ ভয় নাই,? লোক লজ্জা নাই? কামিনী পূর্ণযৌবনা দেখিতেছি;

ইঁহার অভিপ্রায় কি? একি মানুষী অথবা দানবী বা পিশাচী? মানুষী হইলে এ সময়ে এ শ্মশান মাঝে একাকিনী কি জন্য আসিবে? ঐ দেখ অসংখ্য চিতা আপনা আপনি প্রজ্বলিত হইতেছে! নিবিড় ধূমপুঞ্জ গভীর অন্ধকারকে গভীরতর করিতেছে; অর্দ্ধদগ্ধ শবরাশি গলিত শবমুণ্ডমালা কণ্ঠে পরিধান করিয়া শবশিশু চর্ব্বণ করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে, ভীষণ হাস্যে বিদ্যুৎ মলিন হইতেছে! ঐ শোন নরকপালে নরকপাল সংঘর্ষিত হইয়া কর্কশ নিনাদ সমুত্থিত হইতেছে! পিশাচ প্রেতিনী দানা ভূত শঙ্খিনী মহানন্দে উন্মত্ত হইয়া কঠোর কণ্ঠে গীত করিতেছে; কেহ বা নরমুণ্ড চর্ব্বণ করিতেছে, সৃক্কণে রুধিরধারা বিগলিত হইয়া ভীষণ মুখমণ্ডলকে অধিকতর ভীষণ করিতেছে! দুর্গন্ধে দিঙমণ্ডল পীড়িত হইতেছে। মানুষী হইলে একাকিনী এখানে আসিতে কাহার সাহস হয়? পাঠক! চলুন রমণীর পশ্চাদ্গামী হই।

প্রমদা নির্ভয় পদবিক্ষেপে সেই শ্মশানবাসী সন্ন্যাসীর কুটীরাভিমুখে চলিলেন। সন্ন্যাসী শবাসনে আসীন হইয়া মুদ্রিত নয়নে ধ্যান করিতেছেন। সম্মুখে একটী মৃণ্ময় দীপ মৃদু আলোক বিতরণ করিতেছে। সন্ন্যাসীর বয়ঃক্রম অন্যূন পঁচিশ বৎসর। মুখমণ্ডলের ভাব বিষণ্ণ অথচ গম্ভীর; ললাটদেশ ঈষৎকুঞ্চিত। নাসিকা সুদীর্ঘ চক্ষু কর্ণবিশ্রান্ত। মস্তকে জটাভার; অনতিদীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি কণ্ঠদেশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ এবং বিভূতিভূষিত। সহসা তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় কোনরূপ চিন্তা তাঁহার অন্তঃকরণকে ছিন্ন করিতেছে। নিতম্বিনী ধীরে ধীরে কুটীরে প্রবেশ করিলেন। পাদশব্দে সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন এক শূলধারিণী রমণী সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। সন্ন্যাসী কথা কহিলেন না; নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানে মগ্ন হইলেন। রমণীও কথা কহিলেন না; সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। এইরূপে অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইল।

সন্ন্যাসী নয়ন মুদ্রিত করিলেন বটে কিন্তু ধ্যান করে কে? যেমন স্থির সরোবরের সলিলরাশিতে একটী লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে সমস্ত সরোবর আন্দোলিত হইয়া উঠে, তীরস্থ বিটপি-শ্রেণীর প্রতিবিম্ব সকল বিচলিত হইয়া যায়, সহসা তাঁহার হৃদয় সেইরূপ অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি চিত্তবেগ সংব-

রণ করিতে পারিলেন না! একটু বিরক্ত ভাবে গম্ভীর স্বরে কহিলেন, যবনি! আবার এখানে কেন? তোমার বিষম মায়ার মহিমা উদ্ভেদ করিতে আমি নিতান্ত অসমর্থ। কবিগণ রমণী হৃদয়কে দর্পণ বা সলিলবৎ বর্ণনা করিয়াছেন। তোমাদের হৃদয় একটুতেই চলিত হইয়া থাকে; তাহাতে যে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, নয়নের অন্তরাল হইলে আর তাহা থাকে না। ইতিপূর্ব্বে আমি তোমাকে বারম্বার নিষেধ করিয়াছি, তুমি আমার সম্মুখে আসিও না; তোমাকে দেখিলে আমি ভীত হই; এক্ষণে পুনর্ব্বার নিষেধ করিতেছি তুমি আমার নেত্রপথ হইতে দূর হও।"

কামিনীও গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন "দূর হব! তা কখনই হব না। যদি হই, আগে আশা পূর্ণ কর, পরে দূর হব। তোমার কাছে আজ আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন আমি তোমার কোন কথা শুনিতে চাহি না। আমার কাছে তোমার প্রয়োজন নাই। যে জন বিশ্বাসঘাতিনী, তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারি না। এখন বেশ বোধ হইতেছে তুমি আমার প্রাণসংহারের জন্যই কেবল এই চাতুরী করিতেছ। তুমি কি জন্য এসেছ না বলিলেও আমি বুঝিয়াছি; কিন্তু আমি জানিলেও কোন কথা বলিব না। স্বহস্তে আমি আপনার পায় কুঠারাঘাত করিতে পারিব না। ভাল, জিজ্ঞাসা করি হিন্দুগণ তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে? তুমিও না সেই হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? এখনো না সেই হিন্দুশোণিত তোমার শরীরের প্রতিশিরায় সঞ্চারিত হইতেছে? হিন্দুগণ কোথায়—তাঁহারা কি করিতেছেন, তোমাকে আমি বলিয়া দি, তুমি যবন সম্রাটকে বল! ভাল আমি ত তোমার স্বচ্ছন্দবিহারের পথে কণ্টকস্বরূপ হই নাই, তবে তুমি আমাকে এত যন্ত্রণা দিতেছ কেন? আমি আবার বলিতেছি তুমি আমার কুটীর হইতে দূর হও। এই হৃদয়ের নির্ব্বাণপ্রায় অনলে আর ঘৃতাহুতি দিও না। তুমি এখনি দূর হও।

রমণী। ভণ্ডযোগি! আমিও আবার বলিতেছি যদ্যপি আমি দূর না হই? আমি দূর হব না। তুমি জান, তোমার হৃদয়ের ঐ নির্ব্বাণপ্রায় অগ্নিতে পুনঃ পুনঃ ঘৃতাহুতি দিয়া তাহা প্রজ্বলিত করিয়া তুলিব।

চন্দ্রবদনা, এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসীর প্রতি একটী বঙ্কিম কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, মরালনিন্দিত শ্বেতোজ্জ্বল সুগোল গ্রীবাদেশ ঈষৎ হেলাইয়া দাঁড়াইয়া

রহিলেন। সন্ন্যাসীও চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় একদৃষ্টে যুবতীর ইন্দুবদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কুটীরের সেই ক্ষীণালোকে তিনি কি দেখিলেন? সেই মদনমোহন মূর্ত্তি, সেই সমদ স্বাধীন ভাব! সেই গ্রীবাভঙ্গী; সেই বঙ্কিম নয়নের তরল তরঙ্গ; সেই অপূর্ব্ব রূপমাধুরী! সন্ন্যাসী নীরব রহিলেন; ধীরে ধীরে অতর্কিতরূপে তাঁহার বিশাল নয়নযুগল হইতে বিন্দু বিন্দু বারি বিগলিত হইতে লাগিল।

ষোড়শী কহিলেন "নরেন! তোমার এরূপ মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে কেন জানি না। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব বলিলে অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তুমি নিরুদ্বেগে আমাকে বলিতে পার।"

"তাহা আমি কিরূপে বিশ্বাস করিব?" সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিবে পূর্ব্বে কি বলিয়াছিলে? ভাল বাসিয়া ভালবাসা দেখাইয়া ভাল বাসিতে শিখাইয়া অনায়াসে তুমি হৃদয়পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া পলায়ন করিয়াছ, তোমার কথায় বিশ্বাস কি? এ জন্মে আর আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া প্রবল মনোবেদনাকে অধিকতর প্রবল করিতে পারি না। স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস করিবে না বলিয়া শাস্ত্রে যে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। অতএব আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি না। যথা হইতে আসিয়াছ তথায় প্রতিগমন কর। তবে তোমার যদি কোন বিপদ ঘটিয়া থাকে বল, আমার প্রতিজ্ঞা আছে, তাহার প্রতীকার করিতে প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিব।"

সন্ন্যাসীর নাম নরেন্দ্র। 'নরেন! তবে আমি যাই?' রমণী আবার কহিলেন। এই কটী কথা সন্ন্যাসীর হৃদয় বিদীর্ণ করিল। তিনি চাহিলেন— দৃষ্টি প্রমদার নয়নপঙ্কজেই মিলিয়া রহিল।

"নরেন! তবে আমি যাই?" চারুনেত্রা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন "যাও। মায়াবিনী রমণীর কুটিল মায়ায় আর আমি মুগ্ধ হইব না। তুমি রমণীকুলের কালী, তোমার মুখ দর্শন করিলে পাপ হয়, তোমার পদস্পর্শে আমার পবিত্র কুটীর কলুষিত হইতেছে। আমি যদি তোমাকে ভাল না বাসিতাম, স্ত্রীহত্যায় যদি মহাপাপ না হইত, তবে আজ আমি তোমার শিরশ্ছেদন করিয়া খরোষ্ণ শোণিতে তোমার কলঙ্করাশি প্রক্ষালন করিতাম।"

রমণী সে কথায় ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। সাহঙ্কার বচনে উত্তর করিলেন ‘‘শশী কি কলঙ্কসত্বেও লোকলোচনের আনন্দদায়ক নয়? অকলঙ্ক পূর্ণশশীও কি তোমার প্রিয় হইবে না? এই যুবতীর নাম পূর্ণশশী।

সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন ‘‘ তুমি আত্মগরিমা পরিত্যাগ কর। এই আত্মগরিমাই তোমার সর্ব্বনাশের মূল কারণ। এরূপ ভাবে কথা কহিতে কি তোমার কিঞ্চিৎ লজ্জা বোধ হয় না? তুমি আমাকে কি বলিবে! তোমায় বলিবার আর কি আছে? ভাল বল, না, আমি তোমার কথা শুনিব না। রমণী গম্ভীর স্বরে কহিলেন লজ্জা থাকিলে তবে আমি কি আবার এখানে আসিতাম? সেই নীলোজ্জ্বল নয়নের আর একটি কটাক্ষ সন্ন্যাসির হৃদয় বিদ্ধ করিল।

তিনি বলিলেন “ তুমি যাহা ভাবিয়াছ তা হইবে না। এই রূপরাশি দুই দিনের জন্য; অতএব তোমার এ নশ্বর যৌবনের অভিমান পরিত্যাগ কর। তোমার কঠোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; তোমার জীবনেও ফল নাই; আমার উপদেশ ধর, এই মুহূর্ত্তে পতিতপাবনী জাহ্নবীজীবনে জীবন পরিত্যাগ করিয়া জীবনের মলিনত্ব প্রক্ষালন কর।”

“ আমি তোমাকে ভাল বাসি, তাই এত অবমাননা সহ্য করিতেছি। আর তুমি আমাকে কটু কথা বলিও না, আমি চলিলাম, কিন্তু পরিণামে তোমাকে পরিতাপ করিতে হইবে, স্মরণ রাখিও। এই বলিয়া সেই যুবতী আরক্ত নয়নের আর একটী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দলিত ভুজঙ্গীর ন্যায় দ্রুত বেগে কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন।

যোগিনী

দ্বিতীয় অধ্যায়।

“ Hark ! ‘tis the rushing of a wind that sweeps
Earth and the Ocean. See the lightnings yawn
Deluging heaven with fire, and the lashed deeps
Glitter and boil beneath !————” Shelly.

রমণী চলিয়া গেলে সন্ন্যাসী ভাবিতে লাগিলেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বিষহীন ভুজঙ্গীর কি এত তেজ হইতে পারে? “ আমি

যদি না যাই!” “আমি যাব না” এরূপ নির্ভয় গম্ভীর বাক্য কি কোন সামান্য কামিনীর মুখ হইতে নির্গত হইতে পারে? “আমি তোমাকে ভাল বাসি তাই এত অপমান সহ্য করিতেছি।” আমাকে যদি ভাল বাসিবে তবে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে কেন? এ কি আমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছিল? অথবা ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে? কমলের কোমল দল একবার মাত্র স্পর্শ করিলেই তাহার কমনীয়তা নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু এই স্বর্গীয় কনক কমলের রূপমাধুরীর কিঞ্চিৎ মাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে বোধ হইল না। বরং অধিকতর রমণীয়তার তরল তরঙ্গ সকল শরীরে ঢল ঢল করিতেছে। পূর্ণশশী অসার অর্থ ও সম্পদ লোভে যবনরাজের ইন্দ্রিয়ের দাসী হইয়াছে, আমার মনে লইতেছে না। ভাগীরথী নীচগামিনী কিন্তু পূর্ণশশীর প্রণয় নীচগামী হইবে, আমি কখনও ভাবি নাই, আজও তাহা বিশ্বাস হইতেছে না। এখন আমার বেশ বোধ হইতেছে, আমি তাহাকে অন্যায় তিরস্কার করিয়াছি। “অকলঙ্ক পূর্ণশশীও কি তোমার প্রিয় হইবে না?” পূর্ণ! তবে কি তুমি সম্পূর্ণ আছ? কলঙ্ক কি তোমার পবিত্র অঙ্গ সত্যই স্পর্শ করিতে পারে নাই? তুমি যদি একবার বল তুমি পবিত্র আছ, আমি তাহাই বিশ্বাস করিব। সাদরে তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিব। বলিব “পূর্ণ তবে নাকি তুমি আমায় ভাল বাস না?” হায়! না বুঝিয়া কেন আমি তাহাকে তিরস্কার করিলাম? কেন আমি তাহার কোমল হৃদয়ে ব্যথা দিলাম? আমি হাতে পাইয়া আজ পূর্ণকে হারাইলাম। যাহার জন্য আমি সংসার সুখে বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসীর বেশে বল্কল পরিয়া এই শ্মশান মাঝে সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করিতেছি, সেই প্রাণের প্রতিমা পূর্ণকে হাতে পাইয়া আপনার বুদ্ধি দোষে হারাইলাম। যদিও এই ছদ্ম যোগিবেশ ধারণের গূঢ় অভিসন্ধি আছে, তথাপি কি আমি শশীর জন্যই সন্ন্যাসী নহি? পূর্ণ আমাকে যদি ভাল না বাসিবে, একাকিনী পাগলিনী বেশে এ বিকট শ্মশানদেশে কেন আসিবে? এ কথা তখন একবারও আমার মনে উদয় হইল না। পূর্ণ আমাকে পরিত্যাগ করে নাই; আমিই পূর্ণকে পরিত্যাগ করিলাম। আমার নিকটে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সে প্রয়োজন কি? সে কি সেই কথা? একবার যদি শুনিতাম—শুনিতে কি দোষ ছিল?

সন্ন্যাসী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; ধীরে ধীরে কুটীরের বাহির হইয়া কামিনীর অনুসন্ধানে চলিলেন। গগনমণ্ডল নিবিড় অন্ধকারময়, কিছুই দেখিতে পান না, তথাপি চলিলেন। চলিতে চলিতে প্রতি ক্ষণে পদ স্খলিত হইতে লাগিল। একে শ্মশান—অমাবস্যার রাত্রি—তাহাতে নভোমণ্ডল ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, প্রকৃতির ভয়ঙ্কর গম্ভীরভাব! শৃগাল কুক্কুর পিশাচ প্রেতিনী শব লইয়া টানাটানি করিতেছে, কিন্তু তিনি ভয় করিলেন না, নির্ভয়ে চলিতে লাগিলেন।

সহসা প্রবলবেগে বায়ু বহিল। তাল অশ্বত্থ তিন্তিড়ী আম্র কাঁটাল প্রভৃতি গঙ্গাতীরস্থ বৃক্ষসকল উৎপাটিত হইয়া মড় মড় রবে ধরাতলশায়ী হইল। ভীষণ কর্কশ নির্ঘোষে মত্ত মেঘমালা দিঙ্‌মণ্ডল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কাদম্বিনীর সেই মধুর গম্ভীর নিনাদ সৌদামনীকে নাচাইয়া তুলিল। সৌদামনী উন্মাদিনীবেশে আলুলায়িতকেশে প্রদীপ্ত রূপের ছটায় ত্রিভুবন চমকিত ও গগনমণ্ডল প্লাবিত করিয়া হাসিতে হাসিতে নৃত্য করিতে লাগিল। একবার হাসিয়া উঠে আবার মেঘের কোলে লুক্কায়িত হয়; আবার হাসিয়া নাচিতে থাকে। কখন বা অভ্রভেদী মহীরুহরাজির বা তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গের দর্প চূর্ণ করিয়া ঘোর ঝঙ্কার করিতে থাকে। দূর পর্ব্বতমালায় সেই গভীর ধ্বনি আহত হইয়া গভীরতর প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল। গঙ্গা যেন আনন্দে আট খানা হইয়া তুমুল লহরী সঙ্গে রঙ্গ করিতে করিতে ছুটিতে লাগিলেন।

কোন কোন কবি না বুঝিয়া মেঘ সৌদামনীর প্রণয়কে নিন্দা করিয়া থাকেন। দাম্পত্যপ্রেম কিরূপ বিশুদ্ধ সামগ্রী আর সেই সামগ্রীর কিরূপ আশ্চর্য্য মহিমা মেঘসৌদামনীই তাহা সম্যকরূপ বুঝিয়াছে। তাহাদের প্রণয় যে কত গভীর অন্যে তাহা অনুভব করিতে পারে না। সৌদামনী সামান্য রমণী নয়, মেঘের স্বর কর্কশ, কিন্তু মেঘ অপ্রেমিক নহে। ভাল বাসিয়া যাহারা সেই পবিত্র ভাল বাসার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রেমই প্রেম। কোন্ নর-দম্পতী মেঘ সৌদামিনীর ন্যায় মনে মনে শরীরে শরীরে মিশিয়া গিয়াছে? রমণী ভাল করিয়া বেশভূষা করিয়া চিক্কণ কৃষ্ণকুন্তলদলে মোহন কবরী বাঁধিয়া সৌরভপূর্ণ কমনীয় কান্তিবিশিষ্ট কুসুমদামে সজ্জিত করিয়া নিবিড় কজ্জলনীল উজ্জ্বল বিশাল নয়নের কুটিল কটাক্ষ হানিয়া পুষ্প শয্যায় পতি পাশে উপবিষ্ট হইয়া মৃদু মন্দ হাসিতে হাসিতে বারবনিতার ন্যায়

কপট প্রণয় সম্ভাষণ করিলেই যে সে প্রেমিকা হইল, তাহা নহে। পুরুষ সেইরূপ বেশভূষা করিয়া প্রণয়িনীর চিবুক ধরিয়া দুটী মিষ্ট কথা বলিলেই যে প্রেমিক হইল, তাহাও নয়। মেঘের ঐ কর্কশ গম্ভীর প্রণয় সম্ভাষণের কি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি আছে, তাহা সৌদামিনীই বুঝিতে পারে—বুঝিয়া স্থির থাকিতে পারে না,—পাগলিনীর ন্যায় হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে ভূমণ্ডলকেও নাচাইয়া তুলে।

সন্ন্যাসী কুটীর হইতে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কোথায় যাইবেন? প্রবল বাত্যা উত্থিত হইল—মহাবিপদ? সন্ন্যাসী একবার দাঁড়াইলেন। গঙ্গার উপরেই একটী প্রকাণ্ড ভগ্ন অট্টালিকা ছিল; সন্ন্যাসী তদভিমুখে দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। বাতাস থামিল। ঝর ঝর শব্দে করকা সহিত মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বজ্র কড় কড় শব্দে গিরি শিখর চূর্ণ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলেন। বৃক্ষাদি উন্মূলিত হইয়া পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে, ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পান না, পদে পদে ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন। সেই অট্টালিকার নিকটবর্ত্তী হইলে স্ত্রীলোকের অস্ফুট আর্ত্তস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। এমন সময়ে এই পরিত্যক্ত ভবনে কামিনীকণ্ঠের কাতর স্বর! সন্ন্যাসীর মন কিছু বিচলিত হইল। তিনি ভাবিলেন পূর্ণশশীই কোন বিপদে পতিত হইয়াছে। তিনি একটু ভীত হইলেন। ব্যাপার কি জানিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন একটী কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। সেই দীপালোক লক্ষ্য করিয়া আস্তে আস্তে সেই গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। কবাটের গায় একটী ছিদ্র ছিল; সন্ন্যাসী তন্মধ্য দিয়া যাহা দেখিলেন ও যে সকল কথা তাঁহার শ্রবণগোচর হইল, তাহাতে তাঁহার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল।

বাঙ্গালার অবস্থা চিন্তা।

(প্রশ্নোত্তর ক্রমে লিখিত)

হারীত। পুণ্ডরীক! তোমার আজিকার অদ্ভুত ভাব দেখিয়া বড় চমৎকৃত হইলাম; দেখিয়া বোধ হইতেছে, তোমার অর্দ্ধ অঙ্গ যেন হাসিতেছে

আর অর্দ্ধ অঙ্গ কাঁদিতেছে। এক চক্ষের সজল ও বিষণ্ণ ভাব ও অপর চক্ষের প্রফুল্ল ও প্রসন্ন ভাব আমাকে দুর্য্যোধনের হর্ষবিষাদ স্মরণ করাইয়া দিতেছে, ইহার কারণ কি?

পুণ্ড। হারীত! বাঙ্গলার সকল বিষয়ই যে আজ কাল শুক্লকৃষ্ণ, নীল-লোহিত ও বঙ্গ-ইউরো ভাব ধারণ করিয়াছে, বোধ হয় তুমি তাহা অনুভব করিয়া দেখ নাই, তাই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছ। তুমি কি কখন ষ্টকিঙ ও বুট পায়ে কালাপেড়ে ধুতি পরা ডবলকফ পিরান ও শান্তিপুরে উড়ানি গায় চুরাট মুখে আলবর্ট টেড়ি কাটা বাঙ্গালি বাবু দেখ নাই? যদি দেখিয়া থাক, তবে তোমার বিস্ময় কেন? আমি আজ বাঙ্গালার অবস্থার বিষয় ভাবিতেছিলাম। প্রথমেই আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইল, বাঙ্গলার ত অনেক বিষয়ের পরিবর্ত্ত হইয়াছে, অনেক বিষয়ে বিপ্লব ঘটিয়াছে, বাঙ্গালিরা যে চিরকেলে অলস, সে অলস ভাবের পরিবর্ত্ত হইয়াছে কি না? ইহাঁরা কাজের লোক হইয়াছেন কি না? ইহাঁদিগের শরীর পটু ও বলিষ্ঠ হইয়াছে কি না? ইহাদিগের সাহস ও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে কি না? এইরূপ বিশাল চিন্তাসমুদ্রের নানা তরঙ্গ একৈকক্রমে উত্থিত হইতে লাগিল। প্রথমে আমি অলসভাবের বিষয়ে গাঢ় চিন্তা করিলাম, দেখিলাম, তাহার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্ত নাই। মহাকবি কালিদাস দিলীপ রাজার শাসন-প্রণালীর গুণ বর্ণনাবসরে কহিয়াছেনঃ—

"রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনোর্ব্বর্ত্মনঃ পরং।
ন ব্যতীযুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ॥"

গাড়ির আগের চাকা পথের যে অংশ খুঁড়িয়া চলিয়া যায়, পরের চাকাও ঠিক সেই পথে গিয়া থাকে, তাহার রেখামাত্র ব্যতিক্রম করে না, তেমনি নিয়মকর্ত্তা দিলীপের প্রজাগণ মনু যে আচার পদ্ধতি ক্ষুণ্ণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার রেখা মাত্রও অতিক্রম করে নাই।

বাঙ্গালিদিগের অলসস্বভাব পরিবর্ত্তের বিষয়ে ঐরূপ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। মনুর সময় অবধি বাঙ্গালিরা যে অলসভাবে কাল কাটাইয়া আসিয়াছেন, এখনও সেই ভাবে কাটাইতেছেন। পৌরাণিকেরা বলেন পদ্মপত্রের ন্যায় গোলাকার পৃথিবী সপ্তপর্ব্বতে ও সপ্তসমুদ্রে বেষ্টিত, সর্ব্বশেষে বেড়ার ন্যায় একটী লোকালোক পর্ব্বত আছে। বিধাতা তাহাই

পৃথিবীর শেষ সীমা করিয়া দিয়াছেন। আমারও মনে হয়, বিধাতা পুরুষ বাঙ্গালির পরিশ্রমের যেন একটী শেষ সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যে কোনরূপে অশন বসন সংস্থান হইলেই হইল। উহার সংগ্রহার্থ যতটুকু পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহাই ইঁহারা করিতে চান, ওদিকে আর যাইতে চান না, ওদিকে কেবল অন্ধকার দেখেন।

হারীত। কেন, আমি ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালিরা আজ কাল বড় ব্যস্ত। এদিকে সভা, ওদিকে বক্তৃতা, সেদিকে ধর্ম্মালয়; এ সকল দেখিলে বোধ হয় যেন বাঙ্গালিরা এমনি কাজের লোক হইয়াছেন, তাঁহাদিগের আর নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। বিশেষতঃ যদি ৯ টা ৯॥ টার সময়ে কলিকাতার চিৎপুর রোড লালবাজার ধর্ম্মতলায় ও ভবানীপুরে দাঁড়ান যায়, বাঙ্গালিদিগের কুটী যাইবার ধুম দেখিলে অবাক্ হইতে হয়, তখন ত আর বাঙ্গালিকে অলস বলিয়া বোধ হয় না।

পুণ্ড। সত্য, সূর্য্যকিরণসম্পর্কে মেঘের যেমন বর্ণান্তর হয়, বাঙ্গালির অতি সঙ্কুচিত স্বল্পমাত্র শ্রমশক্তি এখন তেমনি রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। ঐ যে অত ব্যস্ত দেখ, সেই ব্যস্ততার সীমা অতি সঙ্কীর্ণ। কেহ সভায় গেলেন যে দুই চারিটি ইংরাজী গত সঞ্চয় ছিল, ব্যয় করিয়া ফেলিলেন, তাহার পরেই নিশ্চিন্ত, তত ধুমধাম সমুদায় ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। যাহাঁরা কুটীতে বা কাছারিতে গেলেন, তাঁহাদিগের ঘণ্টা মিনিট পল বিপল ধরা আছে। গণা সময়টী যেমন পূর্ণ হইল, অমনি কলম ছাড়িলেন, নিশ্চিন্ত হইলেন। গৃহে গমনের পর গোল বালিসে ঠেস, গুড়তমাকের গোল ধুঁয়া, আর খোস গল্প। ইংরাজী শিখিয়াছি বলিয়া যাহাঁর বড় অভিমান, তাঁহার কেবল খোসগল্পে ও গুড়কে শানে না। তিনি আপনাকে বড় দরের লোক মনে করেন, সুতরাং তাঁহার খোসগল্প ও তমাক ছাড়া আরো কিছু উচ্চ অঙ্গের আছে। ব্রহ্মসমাজে যাও, দেখিবে, সুপ্তপদ্ম সরোবরের ন্যায় নবীনশ্মশ্রুধারী নিমীলিতনেত্র শত শত যুবক নবীন যোগীর ন্যায় ধ্যানপরায়ণ হইয়া বসিয়া আছেন। এ কার্য্যে আয়াস নাই, পরিশ্রম নাই, প্রত্যুত আমোদ আছে, সঙ্গীত শ্রবণ, মধ্যে মধ্যে চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ ভোজন লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং অনেকের মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যদি ঐ সকল ধ্যানপর যুবকের ধ্যান ভঙ্গ হইলে পর একখানি পরয়ানা (কৃত্রিম সন্দেহ নাই)

দেখাইয়া বল, গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন, তোমাদিগকে সৈন্যশ্রেণী-ভুক্ত হইয়া কাবুলের যুদ্ধে যাইতে হইবে, না গেলে দণ্ড হইবে। সকলেই নিভৃত দ্বার অন্বেষণ্ করিতে আরম্ভ করিবেন, কে কোন্ লঙ্কায় পলাইবেন, তুমি তাহার ঠিকানা পাইবে না। আবার যদি বল, গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা হই-য়াছে, তোমাদিগকে স্বহস্তে নৌকা ও জাহাজ চালাইয়া বাণিজ্য করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্ট মূলধন দিবেন। অমনি যুবকগণ বলিবেন, ওসকল জেলে মাল্লা দাঁড়ি মাঝির কাজ, ওকি ভদ্রলোকের কর্ম্ম? কৃষি শিল্পাদির প্রস্তাব করিলেও ঐ উত্তর পাইবে। আমি শিক্ষিত দলের অনুষ্ঠিত যে কার্য্যবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, এ কাজগুলি কি অলস জনোচিত নয়? বঙ্গদেশ অলস-প্রধান বলিয়া কি এখানে উপধর্ম্মের এত আধিপত্য হয় নাই? তুমি দেখ, আর্য্য-দিগের আদি বসতি স্থান উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে উপধর্ম্মের এত প্রভাব নাই। সেখানকার লোকে বাঙ্গালির ন্যায় অলস নয়। বঙ্গদেশে পূজাকালে এক ব্যক্তি তিনটী ছোটিকা দিয়া ভূতলে তিনটী পদাঘাত করিলেন, আর একজন অমনি সাতটীর ব্যবস্থা করিয়া বসিলেন। যত আলস্য বৃদ্ধি হইয়াছে, ততই এই প্রকার উপদ্রবের বৃদ্ধি হইয়াছে। বাঙ্গালিদিগের স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তি আছে, বুদ্ধিবৃত্তিশালী অলস ব্যক্তি হইতে সচরাচর যে কাজ হইয়া থাকে বাঙ্গালিদিগের হইতে পূর্ব্বেও সেই কাজ হইয়াছে, এখনও তাহাই হইতেছে। পুস্তক লইয়া শয়ন করিয়া চিন্তা করা সেই কাজ। পূর্ব্বকার তীক্ষ্ণবুদ্ধি চিন্তাশীল বাঙ্গালি রঘুনাথ শিরোমণি জগদীশ ও গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অধ্যাপক হইতে বরং অনেক কাজ হইয়াছে, এখন তাহার কিছুই হইতেছে না।

হারীত! বোধ হয় এখন তুমি আমার বিষণ্ণভাবের কারণ বুঝিতে পারিলে, আমাদিগের স্বাধীনতা গিয়াছে, ধর্ম্মও যাই যাই হইয়াছেন, কিন্তু চিরকেলে আলস্য আজও ঘুচিল না। আমাদিগের শরীর দিন দিন অপটু ও চিররুগ্ন হইয়া একান্ত অপদার্থ হইয়া যাইতে বসিল। ইহার পর বিষাদ আর কি আছে? আমি যে হাসিতেছিলাম, আমার সে আনন্দের হাসি নয়, দুঃখের হাসি। আমি এই ভাবিয়া হাসিতেছি ইংরাজেরা এই অপদার্থ বাঙ্গালি হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছেন! এবং সেই অনিষ্ট যাহাতে না হয় তাহার অনুচিত উপায় অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছেন! কখন

কহিতেছেন উচ্চ শিক্ষা দিবেন না; কখন কহিতেছেন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দিবেন না। এইগুলি মনে উদয় হইলে কাহার মুখে হাসি না আইসে? যে বাঙ্গালির হাত পা নাড়িবার ক্ষমতা নাই, সেই বাঙ্গালি হইতে ইংরাজের শঙ্কা! ইহার পর আর কৌতুক কি? ইংরাজ আবার একাকী নন, মেলেরিয়া ইংরাজের প্রধান সহায় হইয়াছে। বাঙ্গালির শরীরে যেমন একটু রক্তের সঞ্চার হয়, বলের একটু লক্ষণ লক্ষিত হয়, অমনি মেলেরিয়া আসিয়া দর্শন দেন, সে চিহ্ন যেন উবিয়া যায়। বাঙ্গালার অন্য অন্য বিষয়ের কথা তোমাকে পরে বলিব। তুমিও ইহার অবস্থার বিষয় চিন্তা কর।

মেলেরিয়া জ্বর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের ১০৩ পৃষ্ঠার পর)

নাড়ীপরীক্ষা।

চিকিৎসক রোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া যতক্ষণ স্বয়ং সুস্থির না হইবেন এবং চিকিৎসকের আগমনজনিত রোগীর চিত্তোদ্বেগ যতক্ষণ দূরীভূত না হইবে, ততক্ষণ নাড়ীপরীক্ষা করা উচিত নয়। চিকিৎসকের সন্দর্শনে ক্ষীণ ও স্নায়ুপ্রধান দেহির কিয়ৎকাল মানসিক ও দৈহিক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। রোগীর সহিত কথোপকথন করিয়া তাহাকে সুস্থির ও অন্যমনস্ক করা কর্ত্তব্য নচেৎ নাড়ী প্রভৃতির যথার্থ অবস্থা বুঝা কঠিন হয়।

অতি প্রাচীনকাল অবধি নাড়ী সকল ব্যাধির পরিচায়িকা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। যে শোণিতপ্রবাহ দেহিমাত্রের জীবনের মূল; যাহার স্বল্পতায় শরীর শুষ্ক ও যাহার অভাবে মৃত্যু হয়; যাহার এক কণা দূষিত হইলে দেহ ব্যাধির আশ্রয় হইয়া পড়ে; শরীর রক্ষার সেই প্রধান সাধনের বিষয় নাড়ী পরীক্ষার দ্বারা জানিতে পারা যায়। হৃৎপিণ্ড হইতে কতকগুলি ধমনি ও শিরা বহির্গত হইয়া শাখা প্রশাখায় সমস্ত দেহ বেষ্টন করিয়া আছে। ব্রাকিয়ান নামক ধমনী বাহুতে অবস্থিত। উহা কনুয়ের উপরি ভাগে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। প্রথমটীর নাম অল্‌নার অপরটীর নাম রাডিয়ান ধমনী।

শেষোক্তটীরই পরীক্ষা করিতে হয়। ইহা সাধারণতঃ নাড়ী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

নাড়ী দ্বারা হৃৎস্পন্দনের সংখ্যা, রক্তের পরিমাণ, রক্ত সঞ্চালন, ধমনী ও হৃৎপিণ্ডের বল ও ক্রিয়ার অবস্থা জানিতে পারা যায়। কিন্তু রক্তসঞ্চালনের নিয়ম সুন্দররূপ জানিতে না পারিলে নাড়ীর প্রকৃতিতত্ত্ব জানিতে পারা যায় না। অতএব রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার প্রণালী বর্ণনই প্রথমে আবশ্যক। বোধ হয় আয়ুর্ব্বেদ রচয়িতা ঋষিগণ নাড়ীর বিষয় উত্তমরূপ জ্ঞাত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহারা নাড়ীর আময়িক অবস্থা এরূপ চিত্র করিয়া গিয়াছেন তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইতে হয়।

তির্য্যক্ কূর্ম্মো দেহিনাং নাভিদেশে
বামে বক্ত্রং তস্য পুচ্ছঞ্চ যাম্যে।
ঊর্দ্ধে ভাগে হস্তপাদৌ চ বামৌ,
তস্যাধস্তাৎ সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ॥
বক্ত্রে নাড়ীদ্বয়ং তস্য পুচ্ছে নাড়ীদ্বয়ং তথা।
পঞ্চ পঞ্চ করে পাদে বামদক্ষিণভাগয়োঃ।

দেহিদিগের নাভিদেশে তির্য্যগভাবে একটী কূর্ম্ম আছে। বামে তাহার মুখ, দক্ষিণে পুচ্ছ, ঊর্দ্ধে বামহস্ত ও বাম পদ এবং অধোভাগে দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণ পদ। তাহার মুখে দুই নাড়ী ও পুচ্ছে দুই নাড়ী এবং করদ্বয় ও পাদদ্বয়ে পাঁচ পাঁচটী নাড়ী।

ঋষিরা দেহের কোন্ স্থানকে এই কচ্ছপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বুঝিতে পারা যায় না। যদি হৃৎপিণ্ডের এরূপ বর্ণন করিতেন, তাহা হইলে আকার প্রকারে অনেক অংশে উহা সংগত হইত। এস্থলে আর একটী যে শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা ঋষিগণের ভ্রান্তির বিষয় বিশেষরূপে পরিচয় করিয়া দিতেছেঃ—

স্ত্রীণামূর্দ্ধমুখঃ কূর্ম্মঃ পুং সাং পুনরধোমুখঃ।
স্ত্রীলোকের কূর্ম্ম ঊর্দ্ধমুখ এবং পুরুষের কূর্ম্ম অধোমুখ॥

জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি কয়টী স্থান ভিন্ন দেহধারণোপযোগী কোন যন্ত্র স্ত্রী পুরুষ ভেদে বিভিন্ন নয়। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় প্রাচীন ঋষিগণ রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার নিয়ম সম্যক অবগত ছিলেন না। ইউরোপ খণ্ডেও এ

আবিষ্ক্রিয়া অধিক দিন হয় নাই। অনেকে বিবেচনা করেন গ্যালেন্ এই দেহতত্ত্ব জ্ঞাত ছিলেন; কিন্তু সে অনুমান সুসিদ্ধ ও প্রামাণিক নয়। তৎপরে সার্ভেটস্ এই নূতন তত্ত্বোদ্ভাবনের তটবর্ত্তী হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। নির্ম্মায়িক কাল্ভিন্ কর্তৃক ১৫৫৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি নিহত হন। ফুসফুসে রক্তসঞ্চালনের বিষয় তিনি অবগত হইয়াছিলেন; আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে বোধ হয় এই অভিনব আবিষ্ক্রিয়ার অনেক নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতেন। সিসেন্ পাইনস্ ও রিল্ডস্ কলম্বস্ উভয়েই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া পরীক্ষা দ্বারা রক্তসঞ্চালন পরিজ্ঞানের পথ অনেক সুগম করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বের নির্ণয়ে সমর্থ হন নাই। পরিশেষে ১৬২০ খ্রীঃ অব্দে উইলিয়ম হার্ভি বহু সন্ধান ও অনুশীলন করিয়া এই নূতন তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া করেন। অতঃপর ডাক্তার আলিসন্ এই শাস্ত্র পরিষ্কৃত ও মার্জ্জিত করিয়া তুলেন।

জীবিতাবস্থায় দেহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাসমূহের শোণিতরাশি হৃন্মোহানা ও তাহার প্রশাখাভূত শিরাপথে দক্ষিণ হৃদুদরে প্রবিষ্ট হয়। তৎকালে এই কোষ্ঠটী প্রসারিত হইয়া উঠে। অনন্তর হৃদুদর আকুঞ্চিত হইলে রক্তপ্রবাহ দক্ষিণ হৃৎকোষে প্রবেশ করে। পুনর্ব্বার এই গহ্বরের আকুঞ্চন দ্বারা বৃহদ্ধমনী মধ্যে সেই রক্ত প্রেরিত হয় এবং এই বৃহদ্ধমনীর অসংখ্য শাখা প্রশাখা দ্বারা ফুস্ফুসের কৈশিক নাড়ীজালে বিকীর্ণ হইয়া নিশ্বাসিত বিশুদ্ধ বায়ুর অম্লজানে পরিশোধিত হইয়া থাকে। তৎপরে ফুস্ফুসের উর্দ্ধবাহী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরাদ্বারা তথা হইতে নির্গত হইয়া চারিটী বৃহৎ শিরা পথে বাম হৃদুদরে গমন করে। দক্ষিণ হৃদুদরের আকুঞ্চনের সঙ্গে সঙ্গে এই বাম হৃদুদরও আকুঞ্চিত হয় ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত রক্ত বহির্গত হইয়া বাম হৃৎকোষে আসিয়া পড়ে। এই হৃৎকোষ দক্ষিণ হৃৎকোষের সঙ্গে সঙ্গে আকুঞ্চিত হয়। এই অকুঞ্চনকালে তদন্তর্গত রক্ত হৃদ্ধমনীতে প্রবেশ করে। পরে তাহার শাখা প্রশাখা দ্বারা দেহের সমস্ত কৈশিক নাড়ী মণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়।

যৎকালে রক্ত দেহের সকল স্থানে প্রবাহিত হয়, সেই সময় নাড়ী প্রসারিত হইয়া থাকে। সেই প্রসারণই নাড়ীর স্পন্দনবেগ। উহাই নাড়ী পরীক্ষাকালে অঙ্গুলিদ্বারা অনুভব করা যায়। নাড়ীস্পন্দনের বিরাম কালটী শিরার আকুঞ্চিত অবস্থা। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হৃৎস্পন্দনসংখ্যা যতবার

হয়, নাড়ীর স্পন্দনও ততবার হওয়া আবশ্যক; কেবল কয়েকটী কারণবশতঃ কখন কখন উহার স্পন্দন হৃৎস্পন্দন অপেক্ষা অল্প হইতে দেখা যায়; কিন্তু কুত্রাপি অধিক হইবার সম্ভাবনা নাই। হৃৎপিণ্ডের নানাবিধ পীড়া জন্য হৃৎকোষের রক্ত এরূপ স্বল্প হইতে পারে যে সঞ্চালন কালে তাহার সম্পূর্ণ বেগ নাড়ীতে উপস্থিত হয় না। হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চন কালে তন্মধ্যে রক্ত-শূন্যতা অথবা সঞ্চালন পথের কোন স্থানে অবরোধ উহার অন্যতর কারণ।

সচরাচর অঙ্গুলিদ্বারা নাড়ী পরীক্ষিত হয়; কিন্তু এই উপায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। মহাত্মা ভেরর্ট সুচারুরূপে নাড়ী পরিজ্ঞানার্থ স্কাইমোগ্রাফ নামক একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। এই যন্ত্র সংযোগ দ্বারা নাড়ীর প্রসারণের রূপ ও নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে স্পন্দনসংখ্যা কাগজের উপর অঙ্কিত হয়। কিন্তু এই যন্ত্রের প্রয়োগ অতি সুকঠিন হওয়াতে সকলের পক্ষে উহা কার্য্যোপযোগী হইল না। এজন্য একটী সহজ উপায় উদ্ভাবনের নিমিত্ত অনেকে বহু আয়াস ও চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর কৌশলনিপুণ মেরি হইতে এই অভাবের তিরোধান হইয়াছে। তাঁহার যন্ত্রটী লৌহনির্ম্মিত, স্থিতিস্থাপক ও সহজে ব্যবহার যোগ্য। উভয় প্রণালীতে নাড়ী পরীক্ষার নিয়ম এক্ষণে ক্রমান্বয়ে বিবৃত হইতেছে।

রোগীর যে হস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিতে হইবে, চিকিৎসক তাঁহার অন্যতর হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ তাহার মণিবন্ধে ধমনীর উপর দৃঢ় ও সমভাবে পেষণ করিবেন। অঙ্গুলি সংযোগের বৈলক্ষণ্য ঘটিলে গতির প্রকৃত স্বভাব জানিতে পারা যায় না। সকল ব্যক্তিরই উভয় হস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিবে। কাহারও সুস্থাবস্থায় এবং কোন কোন ব্যক্তির পীড়ার কঠিন অবস্থায় কেবল এক হস্তে নাড়ী অনুভূত হয়। স্ত্রীপুরুষ ভেদে বাম অথবা দক্ষিণ হস্ত বিচা-রের কোন প্রয়োজন নাই। সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি যে হস্তে অধিক কার্য্য করেন, সেই হাতের নাড়ী অপেক্ষাকৃত অধিক প্রবল। হস্ত ভিন্ন পদে ও দেহের অন্য অন্য স্থানেও নাড়ী পরীক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু হস্তে নাড়ীর অবস্থা যেমন জানিতে পারা যায়, অন্য স্থানে তেমন জানিতে পারা যায় না।

কেবল একটী অঙ্গুলি প্রয়োগ দ্বারাও নাড়ীর স্পন্দনসংখ্যা জানা যাইতে পারে। বয়ঃক্রমভেদে ও স্ত্রীপুরুষভেদে, ধাতুবিশেষে; দেহের সংস্থান ভেদে;

কালভেদে; নিদ্রা, জাগরণ পরিশ্রম ও বিশ্রামের অবস্থায়; খাদ্যভেদে; মানসিক উদ্বেগে; শৈত্য ও উষ্ণতাভেদে; রক্তের পরিমাণ ও দৈহিকবলভেদে নাড়ীস্পন্দনসংখ্যার তারতম্য হইয়া থাকে।

বয়ঃক্রম—সদ্যঃ প্রসূত শিশুর নাড়ী সাতিশয় দ্রুতগামিনী। কোএটেলেট্ প্রতিমিনিটে ১০৪ হইতে ১৬৫ বার স্পন্দন গণনা করিয়াছেন। এ দেশে তদপেক্ষাও অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। একটী নবকুমারের ভূমিষ্ঠ হইবার ছয় ঘণ্টা পরে ১৮০ বার স্পন্দন গণনা করা হইয়াছে। শৈশবাবস্থায় নাড়ী এইরূপ বেগবতী থাকাতে হৃৎস্পন্দন দ্বারা উহার সংখ্যা নির্ণয় সুগম ও ভ্রান্তিশূন্য হয়। বিলার্ড পরীক্ষা করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে একদিন হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত ১০৬ হইতে ১৮০ বার স্পন্দন; এক মাস হইতে দুই মাস পর্য্যন্ত ১০৩ হইতে ১৫০ বার স্পন্দন, এক মাস হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত ৮৭ হইতে ১০০ স্পন্দন হয়। ডাক্তার গুপার স্ত্রী পুরুষ ও বয়ঃক্রম ভেদ নাড়ী স্পন্দন সংখ্যার নিম্ন লিখিত তালিকা প্রদান করিয়াছেন :—

বয়ঃক্রম।	পুরুষ।	স্ত্রী।
১ সপ্তাহ	১২৮ হইতে ১৬০	১২৮ হইতে ১৬০
২— ৭	৯৭ „ ১২৮	৯৮ „ ১২৮
৮—১৪	৮৪ „ ১০৮	৯৪ „ ১২০
১৪—২১	৭৬ „ ১০৮	৮২ „ ১২৪
২১—২৮	৭৩ „ ১০০	৮০ „ ১১৪
২৮—৩৫	৭০ „ ৯২	৭৮ „ ৯৪
৩৫—৪২	৬৮ „ ৯০	৭৮ „ ১০০
৪২—৪৯	৭০ „ ৯৬	৭৭ „ ১০৬
৪৯—৫৬	৬৭ „ ৯২	৭৬ „ ৯৬
৫৬—৬৩	৬৮ „ ৮৪	৭৭ „ ১০৮
৬৩—৭০	৭০ „ ৯৬	৭৮ „ ১০০
৭০—৭৭	৬৭ „ ৯৪	৮১ „ ১০৪
৭৭—৮৪	৭১ „ ৯৭	৮২ „ ১০৫

শৈশবাবস্থায় নাড়ী অত্যন্ত দ্রুতগামিনী থাকে, যৌবনাবস্থায় ঐ বেগের ক্রমশঃ হ্রাস হয়। প্রৌঢ়াবস্থায় নাড়ীর বেগ পুনর্ব্বার বৃদ্ধি হইতে থাকে।

পূর্ণবয়স্ক পুরুষের নাড়ী ৭০ হইতে ৮০ বার এবং স্ত্রীলোকের ১০০ হইতে ১১০ বার স্পন্দন হয়। উভয় জাতির ন্যূন সংখ্যা ৫০। ডাক্তার ফইলার ন্যূন সংখ্যায় ৫৫ বার স্পন্দন দেখিয়াছেন। কিন্তু অনেক স্থলে স্বাভাবিক নিয়ম অপেক্ষা স্পন্দন সংখ্যার এরূপ খর্ব্বতা হইয়া থাকে যে শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। হেব'ডের্ন অশীতিবর্ষবয়স্ক ব্যক্তির ৪২, ৩০ ও ২৬ বার পর্য্যন্ত স্পন্দন গণনা করিয়াছেন। ফোর্ডিশ এক জন বৃদ্ধের ২৬ বার স্পন্দন স্থির করেন। ডাক্তার হুপারের পর্য্যবেক্ষণে ৩৮ পর্য্যন্ত স্পন্দন দৃষ্ট হইয়াছিল। ফাল্‌কোনার এক জন স্ত্রীলোকের প্রতিমিনিটে ২৪ এবং অপর এক জনের ৩৬ বার নাড়ী স্পন্দিত হইতে দেখিয়াছেন। ডাক্তার গ্রেবেস্‌ এক ব্যক্তির ৩৮ বার নাড়ীর স্পন্দন স্বয়ং গণনা করিয়াছেন। সুস্থাবস্থায় ১৪ হইতে ১৬ বার স্পন্দনও দৃষ্ট হইয়াছে, এরূপ অনেক চিকিৎসক কহিয়া থাকেন; কিন্তু এ প্রকার অসদৃশ স্বল্প স্পন্দনসত্ত্বে দেহ কতদূর ব্যাধিপরিশূন্য ছিল বলা যায় না।

অনেক স্থলে পীড়িতাবস্থায় নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ হয়। মোসিও পাইওরি এক ব্যক্তির নাড়ী প্রতিমিনিটে ১৭ বার স্পন্দিত হইতে দেখিয়াছেন। বর্ণেট্‌ এক জন সন্ন্যাসীর নাড়ীর কেবল ১৪ বার স্পন্দন গণনা করেন। পৃষ্ঠ বংশের উর্দ্ধ ভাগে নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে সেই আহত ব্যক্তির মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ উপস্থিত হয়। তৎকালে তাঁহার নাড়ীর বেগ আশ্চর্য্যরূপ মন্দীভূত হইয়া পড়ে। এমন কি প্রতিমিনিটে কেবল ১২, ১০ ও ৮ বার মাত্র স্পন্দিত হইয়াছিল। ডাক্তার গ্রেবেঁস্‌ যে ব্যক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, জ্বর কালেও তাঁহার নাড়ী কিছু মাত্র বিচলিত হইত না।

রুগ্নাবস্থায় নাড়ীর বেগ সর্ব্বদা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মস্তিস্ক প্রদাহে ডাক্তার জয় এক ব্যক্তির নাড়ী ২০০ স্পন্দিত হইতে দেখিয়াছেন। হৃৎ পীড়ায় এক জনের নাড়ী ২৫০ বার স্পন্দিত হয়। হেবার্ডেন কেবল ১৮০ বার স্পন্দন দর্শন করিয়াছেন। ফ্লাইবর্‌ কহেন ১৪০ বার স্পন্দনের উর্দ্ধ হইলে আর স্পষ্টরূপে গণনা করা যায় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে এই বাক্য কোন কার্য্যকর নহে। জ্বরের বিচ্ছেদ অবস্থায় সচরাচর প্রতি মিনিটে দুই শতেরও অধিক বার স্পন্দন অনায়াসে গণনা করা যায়।

বাহু মধ্যে পূয় সঞ্চয়ের পীড়ায় ডাক্তার হুপার এক জনের ২৬৪ বার পর্য্যন্ত স্পন্দন গণনা করিয়াছিলেন।

স্ত্রীপুরুষ—উপরের লিখিত তালিকা দেখিয়া এরূপ স্থির হইতেছে সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষ ভেদে নাড়ীর কিছুই বিভিন্নতা থাকে না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হইলে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের নাড়ীর স্পন্দন প্রায় ৬ হইতে ১৪ বার অধিক দেখা যায়।

ধাতু—শ্লেষ্মা ও পিত্তপ্রধান ধাতু অপেক্ষা রক্তপ্রধান ও স্নায়ুবিশিষ্ট ব্যক্তির নাড়ী অধিকতর বেগবতী।

দেহ সংস্থান—পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দণ্ডায়মান অবস্থায় ৭৯; উপবেশন অবস্থায় ৭০ এবং শয়নাবস্থায় ৬৭।

কালভেদ—প্রাতঃকালে সকলেরই নাড়ী অপেক্ষাকৃত অধিক বেগবতী। বেলা যত অধিক হইতে থাকে, রোগেরও তত খুর্ব্বতা হয়। কোন কোন স্থলে এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ইহাদের নাড়ী প্রাতঃকাল অপেক্ষা সন্ধ্যাতে শীঘ্র ও সমভাবে মৃদু হইয়া পড়ে। ইহাও সচরাচর দৃষ্ট হয় যে উত্তেজক দ্রব্যের ক্রিয়া প্রাতঃকালে দেহে যেরূপ ফলদায়িনী হয়, অন্য সময়ে সে প্রকার হয় না। ডাক্তার হুপার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন প্রত্যূষে যে পদার্থের সেবনে নাড়ীর বেগ ৫ হইতে ১২ বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং উহার অতিরিক্ত স্পন্দন সংখ্যা প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল; সায়ং-কালে সেই পদার্থের সেবনে নাড়ীর কোন প্রকার ভাবান্তর হইল না। পীড়িত অবস্থায় ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থাপন কালে সকলের এই বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

জাগরণাদি অবস্থা—নিদ্রিতাবস্থায় নাড়ী সাতিশয় মন্দগামিনী হয়। কোএটেলেট স্থির করিয়াছেন পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোকের প্রায় দশবার স্পন্দন অল্প হইয়া থাকে। নিদ্রাভাবে নাড়ী বেগবতী হয়। ব্যায়াম কালে নাড়ীর বেগ প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। বহুক্ষণব্যাপী উৎকট পরি-শ্রমের পর নাড়ী নিতান্ত মৃদু হইয়া পড়ে।

খাদ্য পদার্থ—উদ্ভিজ্জ ভোজনে নাড়ী কিছু মাত্র উত্তেজিত হয় না; কিন্তু আমিষ, উষ্ণ পানীয়, সুরা, ও তাম্রকূট সেবনে উহা অধিকতর বেগবতী

হয়। শীতল দ্রব্য পান করিলে তদ্বিপরীত ফলোপলব্ধি হইয়া থাকে।

চিত্তোদ্বেগ—হর্ষ, ক্রোধ প্রভৃতি যে সমস্ত কার্য্য দ্বারা চিত্ত উত্তেজিত হয়, তত্তৎ কারণে নাড়ীও উত্তেজিত হইয়া থাকে। আশা ভঙ্গ বিষাদ প্রভৃতি যে সকল কারণে মানসিক তেজের হ্রাস হয়, সেই সকল কারণে নাড়ীও মৃদু ও মন্থরগামিনী হইয়া থাকে। এই জন্য রোগীকে কোন প্রকার শোচনীয় সংবাদ শুনান উচিত হয় না।

শৈত্য ও উষ্ণতা ভেদ—শীতল বায়ুতে নাড়ী মৃদু এবং উষ্ণ বায়ুতে উহা উত্তেজিত হয়। বেলাগডেন্ আট মিনিট কাল ২৬০ ডিগ্রি সন্তাপে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাড়ীর স্পন্দন দ্বিগুণ হইয়াছিল। বায়ুর ঘনত্বাদিও নাড়ীর উপরে বিশেষ ক্রিয়া করিয়া থাকে। ডি, মসিওর দেখিয়াছিলেন যে কাম্ নিম্নে যে নাড়ীর স্পন্দন ক্রমান্বয়ে ৯৮, ১১২ ও ১০০ বার হয়, বেলাঙ্ক পর্ব্বতের শিরোদেশে তাহার স্পন্দন ক্রমান্বয়ে ৪৯, ৬৬ ও ৭২ বার হইয়া পড়ে।

রক্তের পরিমাণ—রক্তপ্রধান ব্যক্তির নাড়ী স্বভাবতঃ চঞ্চল। রক্তের সামান্যরূপ খর্ব্বতায় নাড়ী মৃদুগামিনী হয় এবং সাতিশয় রক্তক্ষয়ে বেগবতী হইয়া থাকে। সুস্থাবস্থায় শরীর সামান্যতঃ দুর্ব্বল হইলে নাড়ীর গতি শিথিল হয়, কিন্তু নিতান্ত দুর্ব্বল ব্যক্তির নাড়ী বেগবতী।

পীড়িতাবস্থায় নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সচরাচর পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির নাড়ীর স্পন্দন ১৩০ বারের অধিক হইলে প্রায় পীড়া কঠিন হইয়া পড়ে এবং ১৪৫ বার স্পন্দনের অধিক হইলে প্রায় মৃত্যু ঘটনা হয়। ফলতঃ স্বাভাবিক অবস্থায় দ্বিগুণ স্পন্দন হইলেই অনেক স্থলে বিপদের আশঙ্কা হয়।

সিন্ধুগর্জ্জন।

তরঙ্গে তরঙ্গাঘাত, অদূর সাগরে—
ঘন ভীম ঘোর শব্দ—শুনিয়া অন্তরে
কি ভাবে গভীর ভাব হয় আসি আবির্ভাব
কিবা সে গভীর ভাব—কল্পনে সুন্দরি
কৃপাময়ি প্রকাশিয়া বল কৃপা করি?

কি মোহন গুণ তার যাহে হৃদয়ের তার
যেন দৈবশক্তি বলে উঠে গো নাচিয়া!
সলিলে অনলরাশি সে অনল ভাল বাসি
কেন ভাল বাসি কিন্তু না পাই ভাবিয়া।
জলেতে অনল কেন?— কোথা অপরূপ হেন
এ মোহন গুণ কেন সে দীপ্ত অনলে?
এ কথা শুধাব কারে? কে বুঝাইয়া দিতে পারে?
এত যে আনন্দ কেন সে তরঙ্গদলে
উন্মত্ত উত্তাল বেশে করি নৃত্য অট্ট হেসে
ছুটিতে দেখিয়া অই জলধির জলে!—
কে বুঝাইয়া দিবে কেন হৃদয় উছলে?

২

অনন্ত অর্ণব নব নীরদ বরণ
অপূর্ব্ব মেখলা বেশে ত্রৈলোক্যের কটিদেশে
করিতেছ কত খেলা করিয়া বেষ্টন!
তব হাসি তব রঙ্গ তব নৃত্য হে তরঙ্গ
নহেক হৃদয় যার সাগর সমান
সে জন বুঝিবে কিসে? কি গুণ ভুজঙ্গ বিষে
তত্ত্ববিদ্ বিনা পায় কে তার সন্ধান?
শ্যামের বাঁশরী গান বধে রাধিকার প্রাণ
কি গুণ মেঘের রবে বুঝে সে দামিনী।
গগনে উঠিলে রবি ধরিয়া নবীন ছবি—
কি গুণ সে রূপে আছে বুঝে সে নলিনী;—
কি গুণ সে কাল রূপে বুঝে চাতকিনী!

৩

হে অম্বুধি! আছাড়িয়া তরঙ্গে তরঙ্গ
ঘুরি ঘন আবর্ত্তনে করিয়া সুরঙ্গ
নাচিতে নাচিতে চল— নাচুক তরঙ্গ দল
অনন্ত সুনীল জল হোক আন্দোলিত।

দেবরাগে রাগ তুলি গাও তুমি মন খুলি
কর তুমি সেই নৃত্য—গাও সেই গীত ;
প্রচেতা আকর্ষি পাশ কটিতটে চন্দ্রহাস
উত্তাল তরঙ্গদলে করি আরোহণ
যবে প্রভঞ্জন সনে মগ্ন হন ভীম রণে
মাতাও তখন তুমি যে গানে ভুবন
হিল্লোলে হিল্লোলে মেলি তরঙ্গে তরঙ্গে খেলি
যে গান হৃদয়ে পশি হৃদয় কন্দরে
প্রজ্বলিত হুতাশন দ্বিগুণিত করে !
শুনে যে গভীর গান জড়েতে হৃদয় প্রাণ
ক্ষণমাত্রে সঞ্চারিত, পাষাণ ফুটিয়া
তীর সম অগ্নিরাশি তেজেতে বিদ্যুৎ নাশি
চমকি ত্রিলোক যায় গরজি ছুটিয়া।
সেই রূপ মনোহর ধর তুমি রত্নাকর
মাখি বাড়বাগ্নিরাশি—নিমগ্ন পাহাড়ে
বাধিয়া তরঙ্গ-রঙ্গ কূলেতে আছাড়ে
হাঙ্গর কুম্ভীর নক্র মকর ভীষণ চক্র
তার সঙ্গে মহারঙ্গে ছাড়ুক গর্জ্জন,—
হে সিন্ধো ! প্রতাপ তব কর প্রদর্শন।

৪

কোটি বজ্রনাদসম গম্ভীর গর্জ্জন
অদূরে থাকিয়া করি যখন শ্রবণ
হে সিন্ধো ! আনন্দভরে এই প্রাণ নৃত্য করে ;—
কত যে ভাবের খেলা—তরঙ্গাভিঘাত !
আপনারে ভুলে যাই কিছু না দেখিতে পাই
এ জড় জগৎ আমি ভুলি তার সাথ।
কেবল হৃদয়ে হেরি গভীর তরঙ্গে ঘেরি
ঘুরিছে গভীর সিন্ধু গম্ভীর নিনাদে
নাচাইয়া মন প্রাণ জড়েতে চেতনাদান
অসাড়েতে সাড় করি প্রমোদ-প্রমাদে !

রাশি রাশি নীল জল করিতেছে ঢল ঢল
অনন্ত আধার ব্যাপি—কি রূপ গম্ভীর !
প্রকাণ্ড অর্ণবযান হইয়া ঘূর্ণায়মান
তৃণসম ডুবিতেছে—চূর্ণিত শরীর !
বিচলিত গিরিবর সচঞ্চল চরাচর
গগনে নক্ষত্রপুঞ্জ চন্দ্রমা ভাস্কর
শত খণ্ডে চূর্ণ হয়ে কাঁপে থর থর
হেরে সে অপূর্ব্ব ভাব কত ভাব আবির্ভাব
হায় এ হৃদয়ে তাহা বুঝে কোন্ জন ?
হে সিন্ধো ! কল্লোলি চল কাঁপায়ে ভুবন !

৫

হে সিন্ধো ! কল্লোলি চল কাঁপায়ে ভুবন !
কি মধুর তব গান ! হায় আজি মন প্রাণ
আনন্দ-তরঙ্গাঘাতে নাচিল কেমন !
বড় আমি ভাল বাসি অহে নীল জলরাশি
তব পাগলের বেশ ! আনন্দে দুবেলা
তাই তব কূলে আসি আনন্দে তটেতে বসি
বাসনা মিটায়ে দেখি তরঙ্গের খেলা !
মনুষ্য হৃদয় হায় সঙ্কীর্ণ কূপের প্রায়
যে বলে সে অর্ব্বাচীন ! বিস্তারি নয়ন
অন্তর-অন্তরে পশি স্থির চিত্তে দেখ বসি
অনন্ত অতল এই মনুষ্য জীবন !
কি তরঙ্গ অভিঘাত——কত ঘাত প্রতিঘাত
গভীর নির্ঘোষ কত আবর্ত্ত গভীর
কত সে চিন্তার মেলা——কত সে ভাবের খেলা
কত চিত্র সুবিচিত্র আলেখ্য মহীর !
মনুষ্য প্রকাণ্ড প্রাণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বমানী
অনন্ত হৃদয়ে তার ত্রৈলোক্যমণ্ডল।

তাহাতে গম্ভীর সিন্ধু তপন তারকা ইন্দু
মরুভূমি—রাজধানী—অটবী—অচল।
মনুষ্য মাটির নয়— আবরণ মাটিময়
অপূর্ব্ব সে জ্যোতির্ম্ময় অন্তর তাহার!
মনুষ্য নশ্বর নয়— মরণে না ধ্বংস হয়
অবিনাশী আত্মা দিব্য আলোক আধার!
নবীন নবনী আশে যখন যশোদা পাশে
হাঁ করিলা রাধানাথ যশোদানন্দন—
কি দেখিলা মাতা তার বদনে তখন?

৬

হে সিন্ধো! তোমায় তাই এত ভাল বাসি।
তাই এত প্রিয় মম নীল জলরাশি!
দেখি ও গম্ভীর মূর্ত্তি কত যে হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি
ওজস্বিতা তেজস্বিতা স্বাধীন কল্পনা
চিত্তমধ্যে সঞ্চারিত— মনপ্রাণ সঞ্চালিত!
পাশরি ওরূপ হেরে মনের বেদনা!
দেখি তব মত্ত ভাব মনমধ্যে আবির্ভাব
হয় সে পূর্ব্বের কথা—দনুজ নিধন!
পার্থে হেরি দৃষ্টিপথে আরোহি বাসব রথে
নিবাতকবচ সনে সমরে মগন
তোমার গভীর গর্জ্জে! দেখি দেবসেনা সর্ব্বে
ভারতের বনপর্ব্বে—ইন্দ্রনিকেতন!
রণোন্মত্ত দেবদল—— ধনঞ্জয় মহাবল
সেনাপতি শস্ত্রপাণি—গাণ্ডীব ভীষণ!
ঘন ভীম ঘোর শব্দ ভয়ে চরাচর স্তব্ধ
হেরি সে দনুজধ্বংস—কোদণ্ডনিস্বন!
অমনি স্মরণ হয়, পূর্ব্বের ঘটনা চয়—
অমনি প্রত্যক্ষপটে দেখি সমুদয়
দীলিপনন্দন রঘু দশদিগ্বিজয়!

৭

তাই নীলনীরনিধি ! অনন্ত অম্বরে
ঘন মেঘোদয় দেখি আকুল অন্তরে !
সে ত প্রতিবিম্ব তব—— তব ছায়া হে অর্ণব !
গুরু গুরু ঘন ঘোর গভীর গর্জ্জন
তাই এত ভাল বাসি ! সেই কাল রূপরাশি
কি মোহিনী শক্তিবলে এ জড় জীবন
সঞ্চালিত সন্তাড়িত করে কত উত্তেজিত
বাসনা মিশিয়া যাই সে মেঘের সনে !
শোণিত হৃদয় প্রাণ ইরম্মদ করে দান
অসাড় এ জড় প্রাণে ! কড় কড় স্বনে
বজ্র যবে ছুটে যায় এ প্রাণ ছুটিতে চায়
একমনে দেখি তাই দামিনী বিলাস ?
তাহারে পরিয়া গলে করি নৃত্য কুতূহলে
ছুটিতে তাহার মত তাই অভিলাষ !
তাই এত প্রিয় মম মেঘের সম্ভাষ !

৮

হে সিন্ধো ! কল্লোলি চল আবর্ত্তে ঘুরিয়া
গম্ভীর মধুর রবে ভুবন পূরিয়া।
বিশ্রামে কি কাজ বল হে অর্ণব চল চল
উঠাও তরঙ্গলীলা হৃদয় ভিতরে
অনন্ত ভাবেতে আসি সে মধুর হাস হাসি
হাসাও ভাসাও এই জীবন-প্রান্তরে !
করি পুন সংস্কার বাজাও হৃদয় তার—
তব সঙ্গে মনোরঙ্গে নাচুক এ প্রাণ
হে অর্ণব চল চল তব সঙ্গে চলাচল
চলুক আবর্ত্তে ঘুরি করি ঘোর গান।
হৃদয় সাগরে মম সেইরূপ হুতাশন
প্রজ্বলিত কর, সিন্ধো ! ছাড়িয়া গর্জ্জন
জ্বলুক সে বাড়বাগ্নি দেখুক ভুবন !

মনুসংহিতা।

সৃষ্টিপ্রকরণ।

যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ সএব স্বয়মুদ্বভৌ॥ ৭॥

যিনি সকল লোক বেদপুরাণেতিহাসাদিপ্রসিদ্ধ, যাঁহাকে কেবল একমাত্র মনে জানা যায়, যিনি বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর, যাঁহার অবয়ব নাই, নিত্য সর্ব্বভূতময় অচিন্তনীয় সেই পরমেশ্বর স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইলেন।

পাঠক অভিনিবেশ সহকারে এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া দেখুন, অতি প্রাচীন কালে আর্য্যজাতির মনে ঈশ্বরবিষয়ক কেমন উদারভাব জন্মিয়াছিল। যে জাতি সভ্যতার উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় না হয়, তাহার মনে এরূপ ভাবের উদয় হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নয়। আর্য্যেরা যে কত কালের পুরাতন সভ্য, এতদ্দ্বারা তাহাও সপ্রমাণ হইতেছে। আর্য্যেরা যে সময়ে সভ্যতাশৈলের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে আরূঢ় হন, সে সময়ে অনেক জাতির সভ্যতা জন্ম পরিগ্রহ করে নাই।

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥ ৮॥

সেই পরমাত্মা আপনার শরীর হইতে নানাবিধ প্রজা সৃজন করিবার ইচ্ছা করিয়া সর্ব্ব প্রথমে জল সৃষ্টি করিলেন, এবং সেই জলে শক্তিরূপ বীজ বপন করিলেন।

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥ ৯॥

সেই বীজ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সহস্রাংশুতুল্য দীপ্তিশীল স্বর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধ অণ্ড হইল। সেই অণ্ডে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন।

আপোনারাইতি প্রোক্তাআপোবৈ নরসূনবঃ।
তাযদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ ১০॥

জলসৃষ্টি যে আগমপ্রসিদ্ধ, মনু তাহা নারায়ণ শব্দ দ্বারা সপ্রমাণ করিতেছেন।

জল নর নামক পরমাত্মার পুত্র, এই নিমিত্ত তাহাকে নার বলে। সেই জল পরমাত্মার প্রথম আশ্রয় বলিয়া আগমে তাঁহাকে নারায়ণ বলে।

যত্তৎকারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকং।
তদ্বিসৃষ্টঃ সপুরুষোলোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥ ১১॥

লোকবেদপুরাণাদিপ্রসিদ্ধ, সমুদায় পদার্থের উৎপত্তির কারণ, ভাব ও অভাব উভয়াত্মক সেই পরমাত্মা কর্তৃক উৎপাদিত পুরুষকে লোকে ব্রহ্মা বলিয়া থাকে।

তস্মিন্নণ্ডে সভগবানুষিত্বা পরিবৎসরং।
স্বয়মেবাত্মনোধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোৎ দ্বিধা॥ ১২।

সেই ভগবান ব্রহ্মা সেই অণ্ডে সংবৎসর (ব্রহ্মমানের বৎসর) বাস করিয়া অণ্ড দ্বিখণ্ড হউক, এই ধ্যানবর্লে সেই অণ্ডকে দ্বিখণ্ড করিলেন।

তাভ্যাং স সকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতং। ১৩॥

অণ্ডকে যে দুই খণ্ড করা হইল, তাহার এক খণ্ড দ্বারা স্বর্গলোক ও অপর খণ্ড দ্বারা ভূলোক সৃষ্টি করিয়া মধ্যস্থলে আট দিক ও জলের আধার নির্ম্মাণ করিলেন।

উপরের শ্লোকগুলি পড়িলে এই অর্থ বোধ হয়, জগদীশ্বর প্রথমে জলের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিলেন। সেই বীজ স্বর্ণবৎ দীপ্তিমান একটী অণ্ড হইল। সেই খণ্ড দ্বিখণ্ড হইলে উপরের খণ্ড স্বর্গ ও নিম্নের খণ্ড পৃথিবী হইল। এই স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ই জলমধ্যগত। স্বর্গের উপরেও জল পৃথিবীর নীচেও জল, চতুঃপার্শ্বেও জল। বাইবলেও প্রায় এইরূপ বর্ণন দৃষ্ট হইতেছে। কেবল আংশিক বৈলক্ষণ্য আছে। যথা—ঈশ্বর বলিলেন জলের মধ্যে আকাশ হউক এবং ঐ আকাশ জল হইতে জলকে বিভাগ করুক। তাহাই হইল। আকাশের নীচে যে জল ছিল, তাহাকে উপরের জল হইতে পৃথক করা হইল। ঈশ্বর ঐ আকাশের স্বর্গ নাম দিলেন এবং বলিলেন স্বর্গের নীচে যে জল আছে, তাহা এক স্থানে একত্র

হউক এবং শুষ্ক ভূমি প্রকাশ পাউক। তাহাই হইল। ঈশ্বর শুষ্ক ভূমির পৃথিবী এবং একত্রকৃত জলের সাগর এই নাম দিলেন (১)।

বিষ্ণুপুরাণে যেরূপ বর্ণন আছে, তাহাতেও ইহার অনেক আভাস পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণকারও জল হইতে পৃথিবীর উদ্ধার বর্ণন করিয়াছেন। যথা—"নর অর্থাৎ পুরুষোত্তম বিষ্ণু কর্তৃক জল প্রথম সৃষ্ট হইয়াছে, এই নিমিত্ত জলের নাম নার। প্রলয়কালে জল বিষ্ণুর অয়ন অর্থাৎ বাসস্থান হয়, এই নিমিত্ত বিষ্ণুর নাম নারায়ণ। সমুদায় জগৎ একার্ণব হইলে সুপ্তোত্থিত ভগবান প্রজাপতি পৃথিবী জলমধ্যে আছে ইহা অনুমান করিয়া তাহার উদ্ধার করিতে অভিলাষী হইলেন এবং পূর্ব্বে অন্যান্য কল্পে তিনি যেমন মৎস্য কূর্ম্মাদি রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই বরাহ কল্পেও বরাহ রূপ অবলম্বন করিলেন। সমস্ত জগতের রক্ষার নিমিত্ত বেদরূপী যজ্ঞরূপী স্থিরাত্মা সর্ব্বাত্মা আত্মাধার ধরাধর পরমাত্মা প্রজাপতি জনলোকস্থিত সনক প্রভৃতি সিদ্ধগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া সলিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর দেবী বসুন্ধরা সেই বরাহরূপী বিষ্ণুকে পাতালতলে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া ভক্তিনম্র ও প্রণত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। * * * পৃথিবীধর বরাহরূপী শ্রীমান বিষ্ণু এইরূপে পৃথিবী কর্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া সাম বেদের স্বর দ্বারা ঘর্ঘর রবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর উৎপল পত্রের ন্যায় নীলবর্ণ প্রফুল্ল কমললোচন সেই মহাবরাহ স্বীয় দংষ্ট্রাদ্বারা রসাতল হইতে পৃথিবীকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া নীলবর্ণ মহাভূধরের ন্যায় উত্থিত হইলেন (২)।"

(১) 6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the water.

7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament; and it was so,

8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.

9 And God said, Let the waters under the Heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear; and it was so.

10 And God called the dry land earth; and the gathering together of the waters called he Seas; and God saw that it was good.

(২) শ্রীবরদাপ্রসাদ বশাখ কর্তৃক প্রকাশিত। পুরাণপ্রকাশের অন্তর্গত বিষ্ণুপুরাণ দেখ।

কল্পদ্রুম।

" কায়স্থপুরাণ। "

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

কায়স্থপুরাণ পদার্থ কি? কি উদ্দেশে বা এ গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে ? গ্রন্থকারের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে কি না ? এ বিষয়গুলি কার্ত্তিকমাসের কল্পদ্রুম-পাঠকের এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। গ্রন্থকারের যেটী প্রধান লক্ষ্য, প্রস্তাব দীর্ঘ হইল দেখিয়া বাহুল্যভয়ে তদ্বিষয়ে আমরা গত বারে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই, আজ তাহারই বিচার উপস্থিত। বঙ্গবাসী কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করা গ্রন্থকর্ত্তার বড় সাধ, সে মনোরথ কতদূর পূর্ণ হইয়াছে, গ্রন্থকারের প্রদর্শিত যুক্তিগুলি সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিতেছি, পাঠক একবার তাহার বিচার করিয়া দেখুন। কায়স্থপুরাণে লিখিত হইয়াছে ঃ——

" বঙ্গদেশে কুলীন ও মৌলিক এই দুই সম্প্রদায় কায়স্থ আছেন। তন্মধ্যে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র এবং দত্ত এই পঞ্চজন এক সময়ে এক স্থান হইতে আসিয়াছেন। বিশেষ, ঐ কয়েক জনের মধ্যে দত্ত ব্যতীত আর চারি জনই সমাজানুসারে কুলীন; সুতরাং এই পঞ্চজনের বঙ্গবাসবিবরণ অগ্রে নির্ণয় করা আবশ্যক।

বঙ্গাধিপতি বৈদ্যবংশীয় আদিশূর রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ করেন। কিন্তু বঙ্গদেশ পতিত ও অনাচরণীয় জাতির বাস। তৎকালে এই স্থানে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি আর্য্যজাতি না থাকাতে রাজার অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিল। অবশেষে তিনি কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়নের জন্য সংকল্প করিলেন। সংবৎ শাকের ২৩৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ২১৬৮ বৎসর গত হইল, আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদ তিথি বুধবার অমৃত যোগ অশ্বিনী নক্ষত্রে তিনি পত্র লিখিয়াছিলেন যে " তিনি বেদশাস্ত্রজ্ঞ বেদাচার-সম্পন্ন পঞ্চজন ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ ও পঞ্চজন কায়স্থ যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থ পাঠাইয়া দিবেন।

বঙ্গদেশ অপবিত্র স্থান; তাহার অধিপতি অপবিত্রবংশীয়। আর্য্যজাতি ঐ স্থানে গমন করিলে অপবিত্র হইবেন; এই সকল অবস্থা বিবেচনায় কনৌজাধিপতি মহারাজ বীরসিংহ বঙ্গাধিপতি আদিশূরের প্রার্থনায় অসম্মত হইলেন। তখন আদিশূর বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ আনিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধার্থ আপন সেনানীকে সৈন্য সহ প্রেরণ করিলেন। এই উপলক্ষে মহারাজ বীরসিংহের সহিত বঙ্গেশ্বরের কয়েকবার যুদ্ধ হয়। সমস্ত যুদ্ধেই আদিশূর পরাজিত হন।

মহারাজ আদিশূর সমরে পরাস্ত হইয়া অবশেষে স্থানীয় এবং জাতীয় স্বভাব ধারণ করিলেন। বঙ্গবাসী হীনজাতীয় সাত শত ব্যক্তিকে কৃত্রিম যজ্ঞোপবীতধারী ও ছদ্ম-ব্রাহ্মণবেশী করিয়া গোপৃষ্ঠে আরোহিত করিয়া সশস্ত্র যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। মহারাজ বীরসিংহ আর্য্যবংশোদ্ভব, পবিত্র দেশের অধিপতি; গো-ব্রাহ্মণের প্রতি আঘাত করা দূরে থাকুক, দৃষ্টিমাত্র তাহাদের যথাবিধি সংকার করা ঐ বংশের পরম ধর্ম্ম; সুতরাং তিনি যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আদিশূরের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রেরণার্থ তৎকৃত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এইরূপ কৌশলে আর্য্য-জাতি কখন সমরে জয় লাভের ইচ্ছা করেন না। প্রাচীন এবং ইদানীন্তন পুরাবৃত্তে ব্যক্ত আছে, আর্য্যজাতি যুদ্ধে পরাজয়, মৃত্যু এবং হতশ্রী লাভ করিতে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কখন অসৎ উপায় দ্বারা জয় লাভের আশা তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। আদিশূর ঐ নিকৃষ্ট এবং অপবিত্র কৌশল দ্বারাই যাজ্ঞিক দ্বিজগণ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কনৌজাধিপতি মহারাজ বীরসিংহ আদিশূরের সহিত মৈত্রী স্থাপনানন্তর তাঁহার প্রেরিত পত্রের মর্ম্ম মতে উপযুক্ত দশজন দ্বিজকে প্রেরণ করিলেন।

এই বচনের দ্বিজ শব্দ কাহার উদ্দেশে ব্যবহার হইয়াছে, নির্ণয় করা আবশ্যক। দ্বিজ শব্দের অর্থ—যাহার দুইবার জন্ম হয়। উপনয়ন হইলে দ্বিতীয় বার জন্ম লাভ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণই দ্বিজ, আদি-শূরের যজ্ঞে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন; দশজন ব্রাহ্মণ আগমন করেন নাই। এ বিষয় বঙ্গদেশের আপামর সাধারণ সকলেই সম্পূর্ণ অবগত আছেন। ইতিপূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে, ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ-উপাধি-সম্পন্ন। ক্ষত্রিয় বর্ণও দ্বিজ। অত-

এব পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চ ক্ষত্রিয়ের (কায়স্থ) উদ্দেশে যে " দ্বিজা দশ " এই বাক্য লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। "

কায়স্থপুরাণকার কায়স্থদিগের বঙ্গদেশে আগমন সম্বন্ধে যে বৃত্তান্তটী বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আপাততঃ কল্পিত উপন্যাস বলিয়া বোধ হয় কি না ? পাঠকগণ ক্ষণকাল অনুধাবন করিয়া দেখুন। অথবা এ বৃত্তান্তটী বাস্তবিক বা কল্পিত, তাহার মীমাংসা করা আমাদিগের এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ভাল, আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াই লইলাম। কিন্তু এখন আমাদিগের প্রশ্ন এই, আদিশূর কান্যকুব্জের অধীশ্বর বীরসিংহকে যে পত্র লিখেন, তাহাতে লিখিলেন " তিনি বেদশাস্ত্রজ্ঞ বেদাচারসম্পন্ন পঞ্চজন ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ জন কায়স্থ যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থ পাঠাইয়া দিবেন।" যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থ পাঁচ জন কায়স্থ আনাইবার প্রয়োজন কি ? কায়স্থ ক্ষত্রিয় যদি এ কথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও যজ্ঞনির্ব্বাহার্থ তাহার আনয়নের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ক্ষত্রিয়ের যজন কার্য্যেই অধিকার, যাজন কার্য্যে অধিকার নাই। যাজন কার্য্যে যদি অধিকার না রহিল, তাহারা কিরূপে যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিবে ? ভগবান মনু কহিয়াছেন ঃ——

" সর্ব্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং সমহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ ॥
অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়াণাং সমাসতঃ ॥ "

সেই মহাতেজা ব্রহ্মা এই সমুদায় সৃষ্টির রক্ষার্থ মুখ বাহু উরু পদ জাত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রদিগের পৃথক পৃথক কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অধ্যাপন অধ্যয়ন যজন যাজন দান প্রতিগ্রহ এই ছয়টী ব্রাহ্মণের কর্ম্ম হইল। প্রজার রক্ষা দান করা যজ্ঞ করা অধ্যয়ন করা ও বিষয়ে আসক্ত না হওয়া ক্ষত্রিয়ের এই পাঁচটী কর্ম্ম।

পাঠক দেখুন, ক্ষত্রিয়ের একটী কর্ম্ম কমিয়া গেল। সে কর্ম্মটী কি, না যাজনক্রিয়া। যে ক্ষত্রিয়ের যাজনক্রিয়ায় অধিকার নাই, কায়স্থদিগকে যদি

ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও তাহাদিগকে আনাইয়া আদিশূরের কি অভীষ্টলাভ হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। গ্রন্থকার আদিশূরের যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থ কায়স্থ আনয়নের যে প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা এই :——

" এক্ষণে হিন্দুদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান যেরূপে চলিতেছে, তাহাতে যজ্ঞ কিরূপে করিতে হয়, যজ্ঞার্থে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন, অনেক ব্রাহ্মণও তাহা অবগত নহেন। যজ্ঞ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের পরে বঙ্গদেশে আর কোন প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় নাই। এক্ষণে সামান্য সামান্য ক্রিয়া হইয়া থাকে , কিন্তু তাহাতে অধিক আয়োজন হয় না, পুরোহিত এবং জনকত ব্রাহ্মণ দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে এবং সেইরূপেই হিন্দুধর্ম্মক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। এই নিমিত্ত সাধারণতঃ সকলেই মনে করিয়া থাকেন, অগ্নি জ্বালাইয়া চারি পাঁচ জন ব্রাহ্মণ "স্বাহা" "স্বাহা" বলিয়া বিড় বিড় করার কার্য্যই বুঝি যজ্ঞ। তৎপ্রযুক্ত অনেকের ধারণা, আদিশূরের যজ্ঞে দ্বিজগণ কনৌজ হইতে পদব্রজে তল্পীদার সহ আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নহে, যজ্ঞে অনেক দ্রব্যের আয়োজন, অনেক রাজার নিমন্ত্রণ, অনেক বর্ণের আহ্বান, এবং অনেক আপদ ও ব্যাঘাত অপসারিত করা আবশ্যক।

বশিষ্ঠ মুনি মহারাজ দশরথকে এইরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন "যজ্ঞ সাধনে রাজা মাত্রেরই সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তথাপি উহা নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করা সকলের পক্ষে সুখসাধ্য নহে ; কারণ, ইহাতে নানাপ্রকার উপদ্রব ঘটিবার সম্ভাবনা। ছিদ্রান্বেষী ব্রহ্মরাক্ষসেরা নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া থাকে। ইহারা কোন অংশে কোন ব্যতিক্রম করিলে আর নিস্তার নাই। যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে অনুষ্ঠাতা তদ্দণ্ডেই বিনষ্ট হয়।" যজ্ঞার্থে যজ্ঞকর্ম্ম-কুশল বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরম ধার্ম্মিক বৃদ্ধ, কার্য্যপ্রবীণ মন্ত্রী, শিল্পকর, সূত্রধর, খনক, গণক, নট, নর্ত্তক, সুশিক্ষিত ভৃত্য, এবং স্থণ্ডিল শায়ীর প্রয়োজন; অন্যান্য সম্ভ্রান্ত রাজগণের ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং জাতিসঙ্করসম্ভূত আপামর সাধারণ সকলের নিমন্ত্রণ করা বিশেষ আবশ্যক। চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি রাজভোগের আহরণ, রাজাদিগের বাসোপযোগী আবাস, শয়নগৃহ, অশ্বশালা, হস্তিশালা, সৈন্যাগার প্রভৃতির প্রয়োজন। প্রবর্গ নামক

ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্ম বিশেষ, উপসদ নামক ইষ্টি বিশেষের অনুষ্ঠান, এবং অতিদেশ শাস্ত্রাতিরিক্ত কার্য্য করা আবশ্যক। যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিতে হয়। হোতৃগণ নির্ম্মলান্তঃকরণে উদাত্ত ও অনুদাত্ত প্রভৃতি মনোহর স্বরে সামবেদ গান করিয়া দেবতোদ্দেশে প্রজ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি প্রদান করিবেন। ব্রতপরায়ণ, বহুদর্শী ও সাঙ্গোপাঙ্গবেদপারদর্শী যাজক আবশ্যক। একবিংশতি যূপকাষ্ঠে তিন শত পশু এবং একটী উৎকৃষ্ট অশ্বরত্ন নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। রাজা এবং প্রধানা রাজমহিষী যূপ সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক ঐ মহামূল্য অশ্বকে প্রদক্ষিণ ও গন্ধমাল্য দ্বারা পূজা করিয়া হৃষ্টমনে খড়্গ দ্বারা তিনবার প্রহার করিয়া ছেদন করিবেন। অনন্তর সেই মৃত অশ্বের বসা লইয়া হোম করিতে হইবে। রাজা আপন পাপ বিমোচনার্থ সেই বসা-গন্ধী ধূম আঘ্রাণ করিবেন। পরে যজ্ঞ শাস্ত্রে বিশারদ ব্রাহ্মণ ঐ মৃত অশ্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে প্রজ্বলিত হুতা-শনে আহুতি প্রদান করিবেন।

প্রাতঃসবন, মধ্যন্দিনসবন ও তৃতীয় সবনের কার্য্য করিতে হইবে; এক-বিংশতি যূপ, তন্মধ্যে ছয়টী বিল্বকাষ্ঠের, ছয়টী খদির কাষ্ঠের, ছয়টী পলাশ-কাষ্ঠের, একটী শ্লেষ্মাতক কাষ্ঠের ও দুইটী দেবদারু কাষ্ঠের হওয়া আবশ্যক। এই যূপ শুক্ল বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া মালাকার নির্ম্মিত সোলার পুষ্প ও মাল্যে সুশোভিত এবং গন্ধ দ্রব্যে মার্জ্জিত করিতে হয়। যজ্ঞকুণ্ড জন্য শাস্ত্রানুসারে ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ তদ্দ্বারা স্বহস্তে অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিবেন।

সবন সমাপন ও সবনানন্তর আরম্ভে ও অন্তকালে, শাস্ত্রার্থ জন্য সূক্ষ্ম-বিচারদর্শী সদ্বক্তা ধীর পণ্ডিতেরা শাস্ত্রালাপ করিবেন। ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে নানাপ্রকার পশু, পক্ষী, উরগ, জলচর, স্থলচর ও অশ্ব বিনষ্ট করিতে হইবে। হোতা, তন্ত্রধার, সদস্য ও ব্রহ্মবরণ এবং উদ্গাতৃগণের আবশ্যক। সবন ক্রিয়া তিন দিবস করিতে হইবে। যজ্ঞের ঐ তিন দিবসই প্রধান। প্রথম দিনে অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় দিনে উকৃথ্য, তৃতীয় দিনে অতিরাত্রি নামক যজ্ঞ করিতে হইবে। তৎপরে জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ ও বিশ্বজিৎ প্রভৃতি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইত্যাদি। এইরূপ আয়োজনে যজ্ঞ সম্পাদিত হইবে। যজ্ঞের প্রারম্ভে ব্রহ্মরাক্ষস নিরাসনই মুখ্য কার্য্য।

বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় ছিল না, ক্ষত্রিয় রাজা ছিল না। আদিশূর যেরূপ যোদ্ধা তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। পুনরান্দোলন দ্বিরুক্তি মাত্র। ব্রহ্মরাক্ষস অপসারিত করা যে আদিশূরের সাধ্যাতীত, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ব্রহ্মরাক্ষসদিগকে নিরস্ত করা ক্ষত্রিয়দিগের সাধ্যায়ত্ত কার্য্য এবং তাঁহারাই উল্লিখিত যজ্ঞবিদ্বেষীদিগকে বিনষ্ট করিয়া যজ্ঞ সমাধান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মকায়স্থই ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ই কায়স্থ ও যুদ্ধে যমসম; অতএব যজ্ঞনষ্টকারী ব্রহ্মরাক্ষসদিগকে নিরস্ত করা ব্রহ্মকায়স্থদিগেরই ক্ষমতাধীন কার্য্য ছিল।

যজ্ঞে অনেকের বরণ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান বরণ; যথা—ভূস্বামী, স্বস্তি, ঋদ্ধি, পুণ্যাহ এবং ব্রহ্মা, হোতা, তন্ত্রধার ও সদস্য। এইগুলির মধ্যে প্রথমটী ক্ষত্রিয়দিগের প্রাপ্য, কারণ আদিতে ক্ষত্রিয়গণই ভূস্বামী ছিলেন। ক্ষত্রিয়ই কায়স্থ এবং কায়স্থ যজ্ঞভাগ গ্রহণে অধিকারী—ইহা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশ পতিত স্থান ও হীনজাতির বাস ভূমি; এ স্থলে আদৌ ব্রহ্মকায়স্থের বাস ছিল না; সুতরাং আদিশূরের যজ্ঞে ভূস্বামী, স্বস্তি, ঋদ্ধি, এবং পুণ্যাহ বরণের নিমিত্ত কায়স্থের (ক্ষত্রিয় রাজগণের) আবশ্যক হইয়াছিল।

যজ্ঞে রাজা এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতিকে বরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে মাল্য এবং চন্দন প্রদান ও বিশেষ যত্ন এবং সমাদর সহকারে ভোজন করান আবশ্যক। আদিশূরের সময়ে বঙ্গদেশে হীন বর্ণসঙ্কর ভিন্ন অন্য জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণ ছিল না। সুতরাং বিদেশ হইতে নিমন্ত্রিত ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) রাজগণকে মাল্যচন্দনাদি দ্বারা বরণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে মহারাজ আদিশূরের সময়ে আর্য্যজাতির বাস ছিল না—কেবল হীন বর্ণসঙ্কর জাতিগণ ছিল। আদিশূর নিজেও সরলস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন না। ব্রাহ্মণগণ যদিও রাজা বীরসিংহ কর্তৃক প্রেরিত হন, তথাপি তাঁহারা অসভ্য অপবিত্র দেশের রাজার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তৎকালে যুদ্ধ হেতু বীরসিংহ এবং আদিশূর এই দুই নরপতির সন্দিগ্ধচিত্ত একেবারে সরল ভাব ধারণ করে নাই। এরূপ সময়ে এবং এরূপ দেশে প্রেরিত ব্যক্তিকে দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত করিয়া প্রেরণ করা রাজনীতি অনুসারে রাজার বিশেষ কার্য্য; এবং কোন অপরিচিত স্থানে অসভ্য জাতিগণের

নিকট গমন করিতে হইলে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন না করিয়া গমন করা রাজনীতির বিরুদ্ধ।

রাজা কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তি অন্যভূপসমীপে প্রেরিত হইলে ঐ ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মানোপযোগী আয়োজন সহ প্রেরণ করা রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহা না করিয়া সামান্য লোকের ন্যায় তাহাকে প্রেরণ করিলে তিনি ঐ রাজার নিকট উচিত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতে পারেন না এবং তদ্বশতঃ প্রেরক রাজার সম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়। সৈন্য আত্মরক্ষার উপায় এবং সম্ভ্রমের নিদর্শন। এই সকল কারণে কান্যকুব্জপতিকে ব্রাহ্মণদিগের সহিত সৈন্য পাঠাইতে হইয়াছিল। সৈন্যগণ সেনানী ব্যতীত পরিচালিত হইতে পারে না। অতএব অসভ্য জাতিগণের মধ্য হইতে ব্রাহ্মণদিগকে সৈন্যমণ্ডলী সহ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আনিবার এবং পুনরায় স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য প্রধানপদস্থ ক্ষত্রিয় সেনানী রাজন্যগণ প্রেরিত হইয়া থাকিবেন।

বঙ্গদেশের আদিম অবস্থা, যজ্ঞের আয়োজন, বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় অথবা ক্ষত্রিয় রাজা না থাকা এবং ব্রহ্মকায়স্থগণের ক্ষত্রিয় জাতিত্ব ও ঘোষ বসু প্রভৃতির বঙ্গযাত্রার বেশ,—এই সকল অবস্থার প্রতি প্রণিধান করিলে নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হয় যে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্ত এই পঞ্চজন ক্ষত্রিয় রাজা পূর্ব্বোক্ত কারণে আদিশূরের যজ্ঞে আহূত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন।”

কায়স্থপুরাণকারের মতে যজ্ঞবিঘ্নকারী ব্রহ্মরাক্ষসদিগের হস্ত হইতে যজ্ঞ রক্ষা করা বঙ্গদেশে কায়স্থ আনয়ন করিবার প্রথম প্রয়োজন। ক্ষত্রিয়েরা বলবীর্য্যশালী ও অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ, তাহাদিগের ভিন্ন উপদ্রব হইতে যজ্ঞ রক্ষা করিবার আর কার সামর্থ্য আছে? বোধ হয়, গ্রন্থকার যখন এই সিদ্ধান্তটী করেন, তখন তাঁহার স্মৃতিপথে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষার কথা উদিত হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র যেমন মারীচ সুবাহু প্রভৃতি দুরন্ত রাক্ষসগণের হস্ত হইতে নিজ যজ্ঞ রক্ষার্থ অযোধ্যা হইতে মহাবীর রামচন্দ্রকে লইয়া গিয়াছিলেন, আদিশূরও তেমনি স্বসংকল্পিত যজ্ঞ রক্ষার উদ্দেশে কান্যকুব্জ হইতে মহাবীর পাঁচ জন কায়স্থ আনয়ন করিয়াছিলেন।

এস্থলে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, আদিশূরের সময়ের ব্রহ্মরাক্ষস কারা?

তাহারা দলবলে বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট ছিল সন্দেহ নাই। দলেবলে হৃষ্টপুষ্ট বলিয়াই আদিশূর একাকী তাহাদিগের সংহারে সমর্থ হন নাই। কান্যকুব্জস্থ কায়স্থ ক্ষত্রিয় ব্যতিরেকে বারাণসী মথুরা প্রয়াগ অযোধ্যাদিবাসী যে সে ক্ষত্রিয় হইতেও সে কার্য্য সাধিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না! ব্রহ্মরাক্ষসগুলি এমনি প্রবল যে তাদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত কান্যকুব্জবাসী দুই একজন কায়স্থ ক্ষত্রিয়েও তাহাদিগের উন্মূলন করিতে সাহসী হন নাই, তাহাদিগের নিধনার্থ পাঁচ জনকে সাজিয়া আসিতে হইয়াছিল!

দ্বিতীয় প্রয়োজন এই, যজ্ঞকালে ভূস্বামির প্রাপ্য ভূস্বামিকে দান করিতে হয়। ক্ষত্রিয়েরাই ভূস্বামী, কায়স্থেরাই ক্ষত্রিয়, সেই ভূস্বামী কায়স্থদিগকে যজ্ঞে দান করিবার নিমিত্ত আনয়ন করা হইয়াছিল। আমরা দেখিতেছি, এ যুক্তিটীও উল্লিখিত ব্রহ্মরাক্ষস নাশ যুক্তির ন্যায় অতিশয় তেজস্বিনী! ইহারও সহজে দুই এক কথায় খণ্ডন করিবার যো নাই। তবে আমাদিগের একটী সংশয় এই, কান্যকুব্জের কায়স্থ ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য ক্ষত্রিয়ে ভূস্বামিত্ব ছিল না, ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয়, পাঁচ জন ভূস্বামী আনাইবার প্রয়োজন কি? এক ভূস্বামিতে প্রত্যর্পণ করিলে কি ভূস্বামিতে দান সিদ্ধি হয় না?

তৃতীয় প্রয়োজন নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে, কান্যকুব্জের অধীশ্বর বীরসিংহ নিজের ও প্রেরিত ব্রাহ্মণদিগের মানসম্ভ্রম ও তাহাদিগের প্রাণ রক্ষার্থ সঙ্গে সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, পাঁচজন কায়স্থ ক্ষত্রিয় তাহাদিগের সেনাপতি হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। এস্থলেও আমাদিগের সেই সংশয়। পাঁচ জন প্রধান সেনাপতি পাঠাইবার প্রয়োজন কি? যদি এরূপ হইত, কেহ প্রধান, কেহ তদধীন, কেহ সেই অধীনের অধীন তাহা হইলেও আমাদিগের তত আপত্তি থাকিত না, কিন্তু আমরা দেখিতেছি ঘোষ বসু মিত্র তিনই কুলীন, তিনই তুল্যপদস্থ, গুহও বঙ্গের কুলীন, দত্তও একজন কম নন, তিনি ইহাদিগের সকলের অপেক্ষা অধিক অভিমানী; ইহাঁদিগের প্রধান-নিকৃষ্ট-ভাব ছিল না। অতএব ইহাঁরা সেনাপতি হইয়া আসিয়াছিলেন, যদি স্বীকার করিতে হয়, পাঁচ জনই প্রধান সেনাপতি হইয়া আসিয়াছিলেন, এই কথা স্বীকার করা আবশ্যক হইয়া উঠে সন্দেহ নাই। আমরা পুনরায় কহিতেছি, পাঁচ জন প্রধান সেনাপতি নিয়োগের কিছু মাত্র প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

শশিভূষণ বাবু (গ্রন্থকর্ত্তা) যে কয়টী কারিকা অবলম্বন করিয়া উল্লিখিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেগুলির বিষয় ক্রমে উল্লিখিত হইতেছে। পাঠকগণ! যদি ক্ষণেক কাল অভিনিবিষ্টচিত্তে ঐ কারিকাগুলির বিষয়,বিবেচনা করেন, তাহা হইলেও স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, শশি বাবুর কৃত সিদ্ধান্ত কেমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

(ক) "কান্যকুব্জপতির্ধীরঃ পত্রার্থে বিশ্রুতঃ সুধীঃ।
বিজ্ঞায় পণ্ডিতাঃ সর্ব্বে আদিত্যশ্চাভিমন্ত্রিতঃ॥
গৌড়েশ্বরোমহারাজোরাজসূয়মনুষ্ঠিতং।
তদর্থে প্রেরিতাযজ্ঞে উপযুক্তাদ্বিজাদশ॥"

এই শ্লোক দুটী কবিভট্ট-শালিবাহন-ধৃত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কবিভট্ট শালিবাহন যিনি হউন, তিনি যে একজন আধুনিক গ্রন্থকার তাহা শ্লোকের রচনা দ্বারাই স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে, ব্যাকরণসঙ্গত বিশুদ্ধ অন্বয় নাই, অতি কষ্ট কল্পনা করিয়া অর্থ করিতে হয়, তবে যিনি কবিতা দুটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তিনি যদি ভুলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কবিতারচয়িতার উপর দোষারোপ করা ন্যায়ানুগত হয় না। তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিলেও শ্লোক দুটী যে আধুনিক লেখকের রচিত, সে বিষয়ে সংশয় নাই। যাহা হউক, উহার স্থূল অর্থ এই :—

ধীরপ্রকৃতি পণ্ডিত কান্যকুব্জপতি পত্রার্থে অবগত হইলেন, গৌড়েশ্বর মহারাজ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই যজ্ঞে উপযুক্ত দশ জন দ্বিজ পাঠাইয়া দিলেন।

কায়স্থপুরাণকার দ্বিজ শব্দে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুই অর্থ করিয়াছেন। দ্বিজ শব্দে যে উভয় বুঝায়, তাহা অযথার্থ নয়, কিন্তু শশীবাবু উল্লিখিত শ্লোকের অন্তর্গত দ্বিজ শব্দটীর যে যুগপৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুই অর্থ করিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত হইতেছে না। কবিতারচয়িতার সে অভিপ্রেত হইলে তিনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের পৃথক রূপে নির্দ্দেশ করিতেন সন্দেহ নাই। উক্ত কারিকার অন্তর্গত দ্বিজ শব্দটী যে কেবল ব্রাহ্মণবাচক সে বিষয়ে সংশয় হইতেছে না। ক্ষত্রিয়েরা কোনক্রমেই ব্রাহ্মণের তুল্যকক্ষ নন; কিন্তু উক্ত কারিকার দ্বিজ শব্দটী যেরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে উভয়ের সমকক্ষতাই স্পষ্ট বোধ হইতেছে। "উপযুক্তাদ্বিজাদশ" এই "উপযুক্ত" বিশেষণটীর দ্বারাও

কারিকালেখক উভয়কে যে তুল্যপদস্থ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লোক হইলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া হইত সন্দেহ নাই। দেবীবরের কৃত কারিকাটীও আমাদিগের অনুমানকে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। সে কারিকাটী এইঃ—

" অসিকবচধনূংষি প্রাদধস্তঃ কয়েতে
প্রবলতুরগরূঢ়া অস্ত্রশস্ত্রৌঘবন্তঃ।
নহি ধরণিসুরাণাং কিঞ্চিদাসাদ্য চিহ্নং
কিমিতি কিমিতি কৃত্বাগচ্ছদন্তঃ পুরং সঃ॥"

সেই মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণে কোন প্রকার ব্রাহ্মণ চিহ্ন না দেখিয়া অসি কবচ ধনুর্দ্ধারী সবল তুরগে আরূঢ় এরা কে কি এ, কি এ, এই কথা বলিতে বলিতে অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

পূর্ব্ব কারিকার সহিত যদি এ কারিকাটীর সমন্বয় করা না যায়, পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়; আর যদি সমন্বয় করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, পূর্ব্বোক্ত কারিকায় যে দশ জনের কথা বলা হইয়াছে পর কারিকাতেও তাহাদিগেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের সহিত ক্ষত্রিয় আগমন করিলে কারিকা লেখক কখন ব্রাহ্মণদিগকে অস্ত্র শস্ত্র ও সাজোয়া পরাইতেন না। ব্রাহ্মণেরা যখন স্বয়ং অস্ত্রশস্ত্রধারী হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইতেছে, তাহাদিগের সঙ্গে ক্ষত্রিয় ছিলেন না। আর একটী অখণ্ডনীয় প্রমাণ এই, দ্বিজশব্দ যেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের বাচক, ধরণিসুর শব্দ সেরূপ নয়। ধরণিসুর শব্দে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ বুঝাইতে পারে না। অতএব এই স্থির হইতেছে কবিভট্ট-শালিবাহন-ধৃত বচনের দ্বিজশব্দটী নিরবচ্ছিন্ন ব্রাহ্মণবাচক, ক্ষত্রিয়বাচক নয়। অনুমান হইতেছে দশ জন ব্রাহ্মণই আসিয়াছিলেন। যজ্ঞে হোতা আচার্য্য সদস্য প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণের প্রয়োজন; যে দশ জন আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, যজ্ঞ শেষ হইলে পাঁচ জন স্বদেশে ফিরিয়া যান, আর পাঁচ জন এই দেশেই বাস করেন।

এ দেশে যে একটী প্রবাদ আছে, তদনুসারেই উপরিলিখিত সিদ্ধান্তটী করা হইল, কিন্তু বাস্তবিক এটী প্রকৃত সিদ্ধান্ত নয়; আদিশূরের যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের আগমন বৃত্তান্তের কোন্টী যে ঠিক এখন তাহার নির্ণয়

করা কঠিন, এ সম্বন্ধে যে কিছু বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে, সে সমুদায়ই কুলাচার্য্য ও ঘটকদিগের কপোলকল্পিত, তাঁহারাই কারণ বিশেষের বশীভূত হইয়া কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদিগের বাক্যগুলি যে অমূলক, তাহা নিম্নলিখিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলাচার্য্য কারিকা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। সে কারিকাটী এই:——

গোযানাদাগতাবিপ্রাঅশ্বে ঘোষাদিকত্রয়ঃ।
গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥"

ব্রাহ্মণেরা গোযানে ঘোষ বসু মিত্র তিন জন অশ্বে, দত্ত গজে ও গুহ পাল্কিতে আগমন করেন।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য কারিকায় কহিতেছে, ব্রাহ্মণেরা গোযানে আসিয়াছিলেন, দেবীবর কহিতেছেন, তাঁহারা সকলেই অশ্বারূঢ় হইয়া আসিয়াছিলেন, এখন আমরা কাহার কথায় প্রত্যয় করিব? আমাদিগের বোধ হইতেছে, আর্য্যেরা ক্রমে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে উঠিয়া বঙ্গদেশে যে উপনিবেশ করেন, তন্মূলকই আদিশূরের যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আগমনের জনপ্রবাদটী রচিত হইয়াছে। আমরা অতি প্রাচীন মৃচ্ছকটিকাদিগ্রন্থে কায়স্থের নামোল্লেখ দেখিতে পাই, কায়স্থেরা আধুনিক নন, ব্রাহ্মণেরা যে সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবেশ করেন, কায়স্থেরাও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। আমাদিগের এ বাক্যের কয়টী বিশেষ প্রমাণ এই, কায়স্থপুরাণকার যেন ঘোষ বসু মিত্র গুহ ও দত্তকে কান্যকুব্জ হইতে আনিলেন, মৌলিক কায়স্থদিগকে তথা হইতে আনিতে পারেন নাই। তাহারা এখানকার লোক এই কথাই বলিতে হইয়াছে। মৌলিক কায়স্থেরা যখন এখানকার লোক হইলেন, ঘোষ বসু মিত্র যে এখানকার লোক নন, তাহার প্রমাণ কি? দ্বিতীয়তঃ, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ঘোষ বসু মিত্র প্রভৃতি উপাধি নাই, ঐ উপাধিগুলি এখানকারই সৃষ্ট। বল্লালসেন কায়স্থজাতীয়দিগের মধ্যে যাহাদিগকে সদাচারসম্পন্ন দেখিয়াছেন, তাহাকে এক একটি উপাধি দিয়া উচ্চপদস্থ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, এ বিষয়ের আর অধিক আন্দোলনের প্রয়োজন হইতেছে না। শশী বাবুই যে কেবল প্রস্তাবিত বিষয়ের সংসিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই এমন নয়, কেহই যে অন্ধতমসাচ্ছন্ন এই দুরবগাহ

বিষয়টীর সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই, শশী বাবু বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন, অনেক অনুসন্ধান ও অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তিনি ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই। এখন কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা বৃথা। এ চেষ্টায় এখন আর কোন ফল নাই। কায়স্থের মূল ভাল হউক আর মন্দ হউক, কায়স্থ এখন উচ্চ শ্রেণীস্থ হইয়াছেন, এখন আর জাত্যংশে উচ্চতা লাভের গৌরব নাই, সে কেবল অভিমান মাত্র, এ প্রকার অভিমানের আর সময় নাই, এখন গুণেরই গৌরব। মহাকবি ভবভূতি লিখিয়াছেন ঃ—

"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ।"

যাহার গুণ আছে, তিনিই পূজ্য; গুণী ব্যক্তি স্ত্রী বা পুরুষ বালক বা বৃদ্ধ সে বিচার অকিঞ্চিৎকর। যাহাতে আমাদিগের দেশের লোকেরা বৃথা অভিমান পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ গুণসম্পন্ন হন, শশী বাবু তাহারই উপায় উদ্ভাবন করুন, তাহারই চেষ্টা করুন, আমাদিগের শেষ অনুরোধ এই, তিনি যেন আর কায়স্থকে ক্ষত্রিয় করিয়া তুলিবার বিফল চেষ্টা করিয়া পণ্ডশ্রম না করেন।

ষড়্‌দর্শন আর্য্যজাতির নিজ সম্পত্তি কি না?

দর্শনশাস্ত্র সমুদায়ে ছয়টী। এগুলি আর্য্যজাতির প্রধান কৃতি ও কীর্ত্তি। প্রাচীন আর্য্যেরা এই ষড়্‌দর্শনের রচয়িতা ও ইহার নূতন নূতন মতের উদ্ভাবয়িতা ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া চির যশস্বী ও গৌরবভাজন হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভারতের অদৃষ্ট এমনি মন্দ যে আজ কাল অনেকে ভারতের সেই সৌভগ্যসম্পত্তি লোপে উদ্যত হইয়াছেন। অনেকে বলেন, ভারতবাসিরা বিদেশীয়ের নিকটে দর্শনশাস্ত্রোদিত মত শিক্ষা করিয়াছেন। এই বাক্য যে কেমন যুক্তিসঙ্গত, পশ্চাৎ তাহার বিচার করা হইতেছে। আপাততঃ কে কোন্ দর্শনশাস্ত্রের কর্ত্তা? কোন্ স্থানেই বা কোন্ দর্শনশাস্ত্রের সমধিক সমাদর? কেনই বা তত্তৎ স্থানে সেই সেই শাস্ত্রের সমাদর? দর্শনকারেরা কিরূপ বুদ্ধিমান ছিলেন?

তাঁহারা অসামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও সাংসারিক বিষয়ের উন্নতি সাধনে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার কারণ কি? অগ্রে এই বিষয়গুলির উল্লেখে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। কপিল সাংখ্যের; পতঞ্জলি পাতঞ্জলের; জৈমিনি মীমাংসার; ব্যাস বেদান্তের; কণাদ বৈশেষিকের; গৌতম ন্যায়শাস্ত্রের প্রণেতা। এই ষড়দর্শনে আর্য্যজাতির ঈশ্বরনিষ্ঠা, দূরদর্শিতা, কার্য্যকারণচিন্তাশীলতা, তর্কশক্তি ও বুদ্ধির সূক্ষ্মতার যেরূপ পরিচয় হয়, অন্য কোন শাস্ত্রে সেরূপ হয় না। ইহার মধ্যে ন্যায়দর্শনই আর্য্যজাতির কার্য্যকারণচিন্তাশীলতা, তর্কশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার প্রধান পরিচয় স্থান। এই শাস্ত্রের অপর নাম তর্ক। ইহাকে আন্বীক্ষিকীও বলে। আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থ অনুমাননির্ব্বাহক (১)। অনুমানই এশাস্ত্রের জীবনভূত। বুদ্ধিমান লোক ভিন্ন ইহাতে অধিকারী হইতে পারে না। বঙ্গদেশের লোকেরা অধিকতর তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি বলিয়া এই দেশেই ইহার সবিশেষ আদর। ন্যায় প্রাচীন ও নব্য দুই ভাগে বিভক্ত। রঘুনাথ শিরোমণি জগদীশ ভট্টাচার্য্য গদাধর ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন শঙ্কর তর্কবাগীশ দুলাল তর্কবাগীশ প্রভৃতি বিজাতীয় প্রতিভা-শালী কতকগুলি লোক বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করাতে নব্য ন্যায়ের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। তাঁহাদিগের উর্ব্বর বুদ্ধিক্ষেত্র যে সমস্ত গ্রন্থ প্রসব করিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে সাতিশয় চমৎকৃত হইতে হয় এবং তাঁহা-দিগের বুদ্ধিশক্তিকে সহস্র ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। যাহাঁরা ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, উল্লিখিত নৈয়ায়িকদিগের কতদূর যে বুদ্ধির দৌড় হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারেন না। যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বুঝি-য়াছেন, তাঁহারই মন তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত ভক্তিপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা যখন তাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠ করি, তখনি আমাদিগের মন মোহিত হইয়া যায়, কিন্তু তৎকালে মনোমধ্যে এ ক্ষোভেরও উদয় হয়, হায়! ভারত-বর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের কি দুর্ভাগ্য, যেখানে এমন বুদ্ধিমান লোক সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই ভারতবর্ষের ও সেই বঙ্গদেশের আজ এই দুর্দ্দশা! তাঁহারা কেবল ঈশ্বরপরায়ণ না হইয়া যদি সাংসারিক বিষয়ের উন্নতিকল্পেও কিঞ্চিন্মাত্র মনোনিবেশ করিতেন, আজ আমাদিগকে দীনভাবে দীন বচনে

---

(১)। শ্রবণাদনু পশ্চাদীক্ষা অন্বীক্ষা উন্নয়নং অনুমানং তন্নির্ব্বাহিকা। বিশ্বনাথকৃত ন্যায়সূত্রবৃত্তি।

পরের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া এরূপ কাতরভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত না।

ভারতের দুরদৃষ্টক্রমে ভারতের বুদ্ধিমান লোকেরা সাংসারিক বিষয়ে একান্ত উদাসীন হইয়া কেবল পারত্রিক চিন্তায় রত হন। তাঁহারা সাংসারিক বিষয়কে যে কেবল অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন এরূপ নয়, সংসারকে আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক তাপত্রয়ের (২) হেতু স্থির করিয়া সতত তাহার উন্মূলন চেষ্টা পাইতেন। তাঁহারা ঈশ্বর নির্ণয় ঈশ্বর চিন্তা ও ঈশ্বরের আরাধনাকেই সেই তাপত্রয়ের উন্মূলন কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া সংসারে বিরক্ত হইয়া তদ্বিষয়েই নিত্য নিরত হইতেন। অধিকাংশ লোক এরূপ ঈশ্বরনিষ্ঠ হইয়া পড়েন যে তাঁহারা,

"ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ যোহ্যেকসক্তঃ সজনোজঘন্যঃ।"

ধর্ম্ম অর্থ কাম এ তিনেরই তুল্যরূপে সেবা করিবে, যে ব্যক্তি ইহার একে আসক্ত হয়, সে জঘন্য।

এই মহার্থ উপদেশটী বিস্মৃত হইয়া কেবল ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হন। সংসারে থাকিলে ঈশ্বরচিন্তার বিঘ্ন ঘটিবে ভাবিয়া অনেকে সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য আশ্রয় করেন।

অনেকের আবার এই সংসারকে নশ্বর ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া এমনি দৃঢ়বিশ্বাস ও দৃঢ় জ্ঞান জন্মে যে তাঁহারা এই সংসারকে ভ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, ব্রহ্মে তেমনি এই জগতের ভ্রম জন্মে। এ জগৎ কিছুই নয়। জগৎ সত্য পদার্থ নয় বলিয়া যাহাঁদিগের সংস্কার, তাঁহারা যে তাহার উন্নতি সাধন চেষ্টা পাইবেন, ইহা সম্ভাবিত নহে। এক ন্যায়দর্শন বঙ্গদেশকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে; তাহাতেই এখানে অন্য অন্য দর্শন আদরপ্রাপ্ত হয় নাই। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল প্রভৃতি প্রদেশে সাংখ্যাদি দর্শন বিশেষতঃ বেদান্তদর্শন বিশেষরূপে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার ইতর বিশেষই এরূপ ঘটনা হইবার

(২) "তত্রাধ্যাত্মিকং দ্বিবিধং শারীরং মানসঞ্চ। শারীরং বাতপিত্তশ্লেষ্মাণাং বৈষম্যনিমিত্তং, মানসং কামক্রোধলোভমোহভয়েৰ্ষ্যাবিষাদবিষয়বিশেষাদর্শননিবন্ধনম্। সর্ব্বং চৈতদান্তরোপায়সাধ্যত্বাদাধ্যাত্মিকং। বাহ্যোপায়সাধ্যঞ্চ দুঃখং দ্বেধা আধিভৌতিকমাধিদৈবিকঞ্চ তত্রাধিভৌতিকং মানুষপশুপক্ষিসরীসৃপস্থাবরনিমিত্তম আধিদৈবিকং যক্ষরাক্ষসবিনায়কগ্রহাবেশনিবন্ধনম্।" সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।

কারণ। আমরা উপরে কহিয়াছি, ন্যায়দর্শনের অপর নাম তর্ক। ইহাতে তর্কশক্তির, সুতরাং তীক্ষ্ণতর বুদ্ধিশক্তি বিনিয়োগের যেরূপ প্রয়োজন, অন্য অন্য দর্শনে সেরূপ প্রয়োজন নাই। যাহাতে বুদ্ধির পরিচালনা আছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাহাই ভাল লাগে। এই কারণে কেবল এক ন্যায়দর্শন বঙ্গবাসী অধ্যাপকদিগের হৃদয় একায়ত্ত করিয়া লইয়াছিল, অন্য অন্য দর্শন স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। তাহাতেই বঙ্গদেশে অন্য অন্য দর্শনশাস্ত্র চর্চ্চা লোপ পাইয়াছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা বঙ্গবাসিদিগের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি নন, তাহাতেই তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া অন্য অন্য দর্শনশাস্ত্রের সেবায় ব্যাপৃত হইয়াছেন।

ষড়দর্শন আর্য্যজাতির হৃদয়ে নূতন প্রতিভাত হয়, অথবা ইহাঁরা অন্যের নিকটে শিক্ষা করেন, এক্ষণে তাহার নির্ণয় প্রসঙ্গ উপস্থিত। দর্শনশাস্ত্র যদি আর্য্যজাতির মস্তিষ্কপ্রসূত মূল গ্রন্থ না হয়, তাহা হইলে আমরা যে তাঁহাদিগের এত প্রশংসা করিলাম, সমুদায় বিফল। সৃষ্টি অদৃষ্ট আত্মা মন পরমেশ্বর প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে হিন্দুদিগের সহিত গ্রীসীয় পণ্ডিতগণের মতের ঐক্য দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত এই সিদ্ধান্ত করেন যে হিন্দুরা গ্রীসীয় পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে ঐ সকল বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন। এ সিদ্ধান্তটী বড় কৌতুকাবহ। যাঁহারা এদেশীয় পণ্ডিতগণের স্বভাব ও ধর্ম্ম-সংস্কার না জানেন এবং দর্শনশাস্ত্রগুলির স্বরূপ ও মর্ম্ম অবগত নন, তাঁহারাই ঐ সিদ্ধান্ত বা অপসিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। আমরা যে ইহাকে অপসিদ্ধান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, তাহার কারণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

প্রথম, বেদ ও দর্শনাদি সৃষ্টি কালে গ্রীকদিগের সহিত এদেশীয়দিগের আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, যদি এরূপ অনুমান করা যায়, তাহা হইলেও হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকটে কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার সম্ভাবনা করা যায় না। হিন্দুজাতির কোন কালেই পরোচ্ছিষ্ট গ্রহণে রুচি ও প্রবৃত্তি নাই। ইহাঁদিগের ধর্ম্মসংস্কার অতি অদ্ভুত, ইহাঁদিগের ধর্ম্মে কখন সাংক্রা-মিকতা দোষ স্পর্শ করে নাই। যাহারা হিন্দু নয়, প্রাচীন হিন্দুরা তাহা-দিগকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন, তাহাদিগের নিকটে শিক্ষা করা দূরে থাকুক, তাহাদিগের ছায়াও স্পর্শ করিতেন না। অধিক দিনের কথা নয়, আমরা সে দিনও হিন্দু অধ্যাপকদিগকে যবনকে পার্শ্বগামী দেখিয়া গায়ে বাতাস লাগি-

য়াছে এই সংশয় করিয়া স্নান করিতে দেখিয়াছি। যবন শব্দটী অল্প দিনের সৃষ্ট নয়। অনেক পণ্ডিতের মতে হিন্দুরা গ্রীকদিগকে যবন নাম দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেন। যবন শব্দ সৃষ্টির পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম বহিষ্কৃতেরা অসুর ও রাক্ষসাদি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইত।

যাহাঁদিগের ধর্ম্মসংস্কার এই প্রকার কঠোর, তাঁহারা যে যবন নাম দ্বারা নির্দ্দেশিত ঘৃণিত গ্রীকদিগের নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। গ্রীকদিগের নিকটে শিক্ষালাভ দূরগত হউক, হিন্দু দর্শনকারেরা পরস্পর পরস্পরের মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা সকলেই নূতন নূতন প্রস্থান প্রস্তুত করিয়াছেন। এক শ্রুতিই সকলের অবলম্বন। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকার সেই শ্রুতির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া স্বমত সমর্থনে যত্নবান হইয়াছেন। সাংখ্যমতে প্রকৃতি সৃষ্টিকর্ত্রী, পুরুষ উদাসীন নিষ্ক্রিয় ও প্রকৃতিকার্য্যের সাক্ষিমাত্র। পুরুষ নানা। মহদাদিক্রমে সৃষ্টি হইয়াছে। বুদ্ধির সুখদুঃখাদি বিষয় ভোগ হয়, পুরুষে সেই ভোগের আরোপ করা হইয়া থাকে। প্রকৃতিপুরুষের অভেদ জ্ঞানের নাম সংসার, আর ভেদ জ্ঞানের নাম মুক্তি। সাংখ্যেরা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করেন, ঈশ্বর স্বীকার করেন না (৩)। পাতঞ্জলে ও সাংখ্যে বড় বৈলক্ষণ্য নাই। পাতঞ্জলেরা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত ঈশ্বর মানিয়া থাকেন। পাতঞ্জল যোগপ্রধান শাস্ত্র। ইহাতে চারি পরিচ্ছেদ (পাদ) আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে যোগানু-

---

(৩) মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারোন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥
প্রকৃতের্ম্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি॥ সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী।

“প্রকরোতীতি প্রকৃতিরিতি ব্যুৎপত্ত্যা সত্ত্বরজস্তমোগুণানাং সাম্যাবস্থায়া অভিধানাৎ তদুক্তং মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিরিতি। মূলঞ্চাসৌপ্রকৃতিশ্চ মূলপ্রকৃতিঃ মহদাদেঃ কার্য্যকলাপস্যাসৌ মূলং নত্বস্য প্রধানস্য মূলান্তরমস্তি অনবস্থাপাতাৎ। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

বিজয়স্ত্বয়ি সেনায়াঃ সাক্ষিমাত্রেঽপদিশ্যতাম্। ফলভাজি সমীক্ষ্যোক্তে বুদ্ধের্ভোগইবাত্মনি॥ শিশুপালবধ কাব্য।

তদ্দর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ। কুমারসম্ভব।

প্রকৃতিপুরুষয়োর্বিবেকাগ্রহণাৎ সংসারঃ। বিবেকগ্রহণান্মুক্তিরিতি সাঙ্খ্যাঃ। শিশুপালবধ টীকাকৃৎ মল্লিনাথ।

শাসন; দ্বিতীয়ে তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধান যম নিয়মাদির বিষয়; তৃতীয়ে ধ্যানধারণা সমাধি প্রভৃতির বিষয়; চতুর্থে জন্মৌষধিতপঃসমাধিজাত সিদ্ধির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে (৪)। মীমাংসা শাস্ত্র পূর্ব্ব ও উত্তর দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তর বিভাগকে বেদান্ত বলে। পূর্ব্ব মীমাংসা জৈমিনিকৃত। ইহাই প্রকৃত মীমাংসা শাস্ত্র। শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ হইলে ইহার আশ্রয়েই তাহার মীমাংসা করা যায়। যাগ যজ্ঞাদির বিচার লইয়াই ইহার অবয়ব পূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে বারটী অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে বিধি অর্থবাদ মন্ত্র প্রভৃতি শব্দের প্রামাণ্য। দ্বিতীয়ে কর্ম্মভেদ ও উপোদ্ঘাতাদি প্রয়োগরূপ অর্থ। তৃতীয়ে শ্রুতিলিঙ্গাদিবাক্য চিন্তা। চতুর্থে জুহু (যাহার দ্বারা হোম করা যায়) পর্ণাদি চিন্তা। পঞ্চমে শ্রুত্যাদি প্রাবল্য দৌর্ব্বল্য চিন্তা। ষষ্ঠে অধিকারী ও দ্রব্য প্রতিনিধি প্রভৃতির বিচার। সপ্তমে নামলিঙ্গাতিশাদি বিচার। অষ্টমে অতিদেশাপবাদাদি বিচার। নবমে উহাদি বিচার। দশমে নঞর্থাদি বিচার। একাদশে উপোদ্ঘাতাদিচিন্তা। দ্বাদশে প্রসঙ্গতন্ত্রনির্ণয়াদি বিচার। মীমাংসকেরা মন্ত্রকেই দেবতা বলেন, মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতা স্বীকার করেন না (৫)। বৈদান্তিকেরা

---

(৪) প্রধানাদীনি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি প্রাচীনান্যেব সম্মতানি ষড়্বিংশস্তু পরমেশ্বরঃ ক্লেশ কর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ স্বেচ্ছয়া নির্ম্মাণকায়মধিষ্ঠায় লৌকিকবৈদিকসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকঃ সংসারানলেন তপ্যমানানাং প্রাণভৃতামনুগ্রাহকশ্চ। পাতঞ্জল দর্শন—সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ।

সাংখ্যপ্রবচনাপরনামধেয়ং যোগশাস্ত্রং পতঞ্জলিপ্রণীতং পাদচতুষ্টয়াত্মকং। তত্র প্রথমে পাদে অথ যোগানুশাসনমিতি যোগশাস্ত্রারম্ভপ্রতিজ্ঞাং বিধায় যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইত্যাদিনা যোগলক্ষণমভিধায় সমাধিং সপ্রপঞ্চং নিরদিক্ষৎ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ। দ্বিতীয়ে তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রাণিধানানি ক্রিয়াযোগইত্যাদিনা ব্যুত্থিতচিত্তস্য ক্রিয়াযোগং যমাদীনি পঞ্চবহিরঙ্গানি সাধনানি। তৃতীয়ে দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণেত্যাদিনা ধারণাধ্যানসমাধিত্রয়মন্তরঙ্গং সংযমপদবাচ্যং তত্রাবান্তরফলং বিভূতিজাতং। চতুর্থে জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয় ইত্যাদিনা সিদ্ধিপঞ্চকপ্রপঞ্চনপুরঃসরং পরমং প্রয়োজনং। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ।

(৫) সাহি মীমাংসা দ্বাদশলক্ষণী। তত্র প্রথমেঽধ্যায়ে বিধ্যর্থবাদমন্ত্রস্মৃতিনামধেয়ার্থকস্য শব্দরাশেঃ প্রামাণ্যং। দ্বিতীয়ে কর্ম্মভেদোপোদ্ঘাতপ্রমাণাপবাদপ্রয়োগরূপোঽর্থঃ। তৃতীয়ে শ্রুতিলিঙ্গবাক্যাদিবিরোধপ্রতিপত্তিকর্ম্মানারভ্যাধীতবহুপ্রধানোপকারকপ্রয়াজাদিযাজমানচিন্তনং। চতুর্থে প্রধানপ্রয়োজকত্বাপ্রধানপ্রয়োজকত্বজুহুপর্ণতাদিফলরাজসূয়গতজঘন্যাঙ্গাক্ষদ্যূতাদি চিন্তা। পঞ্চমে শ্রুত্যাদিক্রমতদ্বিশেষবৃদ্ধ্যবর্দ্ধনপ্রাবল্যদৌর্ব্বল্যচিন্তা। ষষ্ঠে অধিকারিতদ্ধর্ম্মদ্রব্যপ্রতিনিধ্যর্থলোপনপ্রায়শ্চিত্তসত্রদেয়বহ্নিবিচারঃ। সপ্তমে প্রত্যক্ষাবচনাতিদেশেষু নামলিঙ্গাতিদেশবিচারঃ।

বলেন, পরমাত্মা চৈতন্য স্বরূপ, দর্পণে যেমন মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে, মায়াতে তেমনি পরমাত্মার প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে। সেই প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের নাম জীবাত্মা। সেই পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ জ্ঞানের নাম সংসার, আর অভেদজ্ঞানের নাম মুক্তি। জীবের যখন " অহং ব্রহ্মাস্মি " ইত্যাকার জ্ঞান হয়, তখনই তিনি মুক্ত হন। ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ নাই; ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি ক্রমে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, আবার তাহাতেই লয় হইবে। জীবাত্মা প্রভৃতি সমুদায় পদার্থ অনিত্য, সেই ব্রহ্মই এক নিত্য। আমরা যে জগৎব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছি, এ ভ্রম মাত্র। যেমন অসর্পভূত রজ্জুতে সর্পের আরোপ (জ্ঞান) করা হয়, তেমনি সচ্চিদানন্দাদ্বয় ব্রহ্মরূপ বস্তুতে অবস্তু যে অজ্ঞানাদি জড়-পদার্থ, তাহার আরোপ হয়। ইহাকে অধ্যারোপ বলে (৬)।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকেরা এ প্রস্থান পরিত্যাগ করিয়া এককালে বহু দূরে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই নিত্য। জীবাত্মা অনেক, পরমাত্মা এক। জীবাত্মা সাংখ্যদিগের বুদ্ধিস্থানীয়। তাহারই সুখদুঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে। পরমাণু হইতে ক্ষিত্যপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। যখন ব্রহ্মাণ্ডের লয় দশা উপস্থিত হয়, তখন পরমাণুসকলের বিশ্লেষ হইয়া যায়। আবার যখন ঈশ্বরের সিসৃক্ষা

অষ্টমে স্পষ্টাস্পষ্টপ্রবললিঙ্গাতিদেশাপবাদবিচারঃ নবমে উহবিচারারম্ভসামোহমন্ত্রোহতৎপ্রসঙ্গাগতবিচারঃ। দশমে বাধহেতুদ্বারলোপবিস্তারবাধকারণকার্য্যৈকত্বগ্রহাদিসামপ্রকীর্ণনঞর্থবিচারঃ। একাদশে তন্ত্রোপোদ্ঘাতন্ত্রাবাগতন্ত্রপ্রপঞ্চনাবাপপ্রপঞ্চনচিন্তনানি। দ্বাদশে প্রসঙ্গতন্ত্রনির্ণয়-সমুচ্চয়বিকল্পবিচারঃ।

(৬) অসর্পভূতরজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুনি অবস্ত্বারোপোঽধ্যারোপঃ। বস্তু সচ্চিদানন্দাদ্বয়ং ব্রহ্ম। অজ্ঞানাদিসকলজড়সমূহোঽবস্তু। * * * ইয়ংব্যষ্টিনির্কৃষ্টোপাধিকতয়া মলিনসত্ত্বপ্রধানা। এতদুপহিতচৈতন্যমল্পজ্ঞতানীশ্বরতাদিগুণকং প্রাজ্ঞইত্যুচ্যতে। * * * এবমাচার্য্যেণ অধ্যারোপাপবাদপুরঃসরং তত্ত্বং পদার্থৌ শোধয়িত্বা বাক্যেন অখণ্ডার্থেঽববোধিতেঽধিকারিণোঽহং নিত্যবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবপরমানন্দানন্তাদ্বয়ং ব্রহ্মাস্মীত্যখণ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তিরুদেতি, সাতু চিৎপ্রতিবিম্বসহিতা সতী প্রত্যগভিন্নমজ্ঞাতপরংব্রহ্ম বিষয়ীকৃত্য তদ্গতাজ্ঞানমেব বাধতে তদা পটদাহে পটকারণতন্তুদাহবৎ অখিলকার্য্যকারণেঽজ্ঞানে বাধিতে সতি তৎকার্য্যস্য অখিলস্য বাধিতত্বাৎ তদন্তর্ভূতাখণ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তিরপি বাধিতা ভবতি। তত্র বৃত্তৌ প্রতিবিম্বিতং চৈতন্যমপি যথা প্রদীপপ্রভা আদিত্যপ্রভাবভাসনাসমর্থা সতী তয়াভিভূতা ভবতি তথা স্বয়ং প্রকাশমানপ্রত্যগভিন্নপরংব্রহ্মাবভাসনানর্হ্যতয়া তেনাভিভূতং সৎ স্বোপাধিভূতখণ্ডবৃত্তের্ব্বাধিতত্বাৎ দর্পণাভাবে মুখপ্রতিবিম্বস্য মুখমাত্রত্ববৎ প্রত্যগভিন্নপরব্রহ্মমাত্রং ভবতি। বেদান্তসার।

হয়, তখন পরমাণু সকলের সংযোগ হয়। পার্থিব পরমাণুসকল একত্র হইয়া পৃথিবীর, জলীয় পরমাণু একত্র হইয়া জলের, এইরূপে পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়। আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির নাম মুক্তি। নৈয়ায়িকে ও বৈশেষিকে বড় অধিক বৈলক্ষণ্য নাই, নৈয়ায়িকেরা ষোড়শ পদার্থ আর বৈশেষিকেরা সপ্ত পদার্থ স্বীকার করেন। বৈশেষিকদিগের বিশেষ নামে একটী অতিরিক্ত পদার্থ আছে, তাহার নামেই কণাদের শিষ্যগণের বৈশেষিক নাম হইয়াছে। এই বিশেষ পদার্থ পরমাণুসকলকে পরস্পর ভেদ করিয়া দেয় (৭)। এখন পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, যাহাঁদিগের স্বজাতীয়েরই উচ্ছিষ্ট গ্রহণে অরুচি, সেই ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন প্রতিভাশালী ঋষিগণ বিজাতীয়ের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত হয় না। বিশেষতঃ ইহাঁদিগের নূতন করিবার ক্ষমতা ছিল। মানুষের স্বভাবই এই, যাহাঁর নূতন করিবার ক্ষমতা থাকে, তাঁহার কখন পুরাতনে প্রবৃত্তি হয় না।

দ্বিতীয়, গ্রীসীয়েরা যে এদেশীয়দিগের নিকট হইতে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহারই প্রবাদ ও প্রমাণ প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ আছে। উইলিয়ম রবর্টসন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন "ভারতবর্ষীয়েরা প্রাচীনকালে যে সভ্যতাসোপানে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভই তাহার

---

(৭) জ্ঞানাধিকরণমাত্মা। সদ্বিবিধোজীবাত্মা পরমাত্মাচ। তত্রেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মা এক এব সুখদুঃখাদিরহিতঃ। জীবাত্মা প্রতিশরীরং ভিন্নোবিভুর্নিত্যশ্চ। অন্নভট্টকৃত তর্কসংগ্রহ।

দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ। গোতমসূত্র।

প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসছলজাতিনিগ্রহ-স্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিশ্রেয়সাধিগমঃ। গোতমসূত্র।

দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং। সমবায়স্তথাভাবাঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥ ভাষা-পরিচ্ছেদ।

ঘটাদীনাং দ্ব্যণুকপর্য্যন্তানাং তত্তদবয়বভেদাৎ পরস্পরং ভেদঃ পরমাণূনাং পরস্পরভেদকো-বিশেষ এব সতু স্বতএব ব্যাবৃত্তঃ তেন তত্র বিশেষান্তরাপেক্ষা নাস্তীতিভাবঃ। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

সা পৃথিবী দ্বিবিধা নিত্যা অনিত্যা চেত্যর্থঃ অণুলক্ষণা পরমাণুলক্ষণা পৃথিবী নিত্যা। তদন্যা পরমাণু ভিন্না পৃথিবী দ্ব্যণুকাদিঃ সর্ব্বোঽপ্যনিত্য ইত্যর্থঃ। সৈব অনিত্যা পৃথিব্যেব অবয়ববতীত্যর্থঃ। নমু অবয়বিনি কিং মানং পরমাণুপুঞ্জৈরেবোপপত্তেঃ নচ পরমাণূনামতীন্দ্রিয়ত্বাৎ ঘটাদেঃ প্রত্যক্ষং নস্যাদিতি বাচ্যং একস্য পরমাণোরপ্রত্যক্ষত্বেঽপি তৎসমূহস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ যথা একস্য কেশস্য দূরেঽপ্রত্যক্ষত্বে তৎসমূহস্য প্রত্যক্ষত্বং ইত্যাদি। সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী।

প্রমাণ। প্রাচীনকালেই হউক আর ইদানীন্তন কালেই হউক, যে সকল ব্যক্তি ভারতবর্ষ দর্শন করিয়াছেন, ভারতবাসিদিগের আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া তাঁহাদের সকলেরই মনে এই সংস্কার জন্মিয়াছে, ভারতবাসীরা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অংশে কোন জাতির অপেক্ষা নিকৃষ্ট নন। এই সূক্ষ্ম বুদ্ধি দর্শনশাস্ত্রে বিনিয়োজিত হওয়াতে তাঁহাদিগের অদ্ভুত ব্যুৎপত্তিরই সম্ভাবনা করা যায়। এই কারণেই ভারতবর্ষীয়েরা প্রাচীনকালে এই বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গ্রীসদেশীয় কতিপয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভারতবর্ষের অধ্যাপকদিগের সহিত আলাপ পরিচয় ও কথোপকথন করিয়া দর্শনবিষয়ে জ্ঞানলাভের নিমিত্তই ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন।" (৮)।

সার উইলিয়ম জোন্স যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, ডগাল্ড ষ্টুওয়ার্ট সাহেবও সম্পূর্ণরূপে তাহার পোষকতা করিয়াছেন। জোন্স সাহেব বলেন সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণের দর্শনশাস্ত্রজ্ঞান যেস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, পিথাগোরস ও প্লেটোও সেই স্থান হইতে আপনাদের অবলম্বিত মত সংগ্রহ করিয়াছেন। জোন্স সাহেব আর একস্থলে লিখিয়াছেন ভারতবর্ষের অন্যান্য অত্যাশ্চর্য্য বিষয়ের মধ্যে কালিস্থিনিস এক আশ্চর্য্য ন্যায়শাস্ত্রের বিষয় তাঁহার পিতৃব্যকে কহিয়াছিলেন। অনুসন্ধিৎসু গ্রীকেরা প্রথম ঐ ন্যায়শাস্ত্র ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণদিগের নিকটে শিক্ষা করেন। আরি·

(8.) "The attainments of the Indians in science, furnish an additional proof of their early civilization. By every person who has visited India in ancient or modern times, its inhabitants, either in transactions of private business, or in the conduct of political affairs, have been deemed not inferior to the people of any nation in sagacity or in acuteness of understanding. From the application of such talents to the cultivation of science, an extraordinary degree of proficiency might have been expected. The Indians were, accordingly, early celebrated on that account, and some of the most eminent of the Greek philosophers travelled into India that, by conversing with the sages of that country, they might acquire some portion of the knowledge for which they were distinguished." Dr. William Robertson's Historical Disquisition concerning ancient India. Page 216.

ছটল সেই শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া স্বীয় মতের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, পণ্ডিতগণ এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। (৯)।

কোলব্রুক সাহেব বলেন "প্রাচীন গ্রীক দর্শনশাস্ত্রের সহিত ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্রের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু নব্য গ্রীক দর্শনশাস্ত্রের সহিত তাহাদের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ কোন বিদেশীয় জাতির নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, যদি এ কথা বলা যায়, তাহা হইলে কালক্রমে বিদেশে সেই দর্শনশাস্ত্রের যে যে উন্নতি হইয়াছে, সে সকল বিষয়েও তাঁহারা জ্ঞান লাভ না করিলেন কেন? ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ এ স্থলে ছাত্র না হইয়া শিক্ষক ছিলেন (অর্থাৎ ভারতবর্ষীয়েরাই বিদেশীয়দিগকে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন। ইহাঁরা বিদেশীয়ের নিকটে শিক্ষা করেন নাই)।" এলফিনষ্টোন সাহেব এই মতেরই সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন (১০)।

তৃতীয়, যে কারণে ও যেরূপে ন্যায়দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্বিষয়ের চিন্তা করিলেও স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে এদেশীয় নৈয়ায়িকেরা অন্য কোন বিদেশীয় পণ্ডিতের নিকট হইতে দার্শনিক মত গ্রহণ করেন নাই। ন্যায়দর্শন

(9.) "Nor is it possible to read the Vedanta, or the many fine compositions in illustration of it, without believing that Pythagoras and Plato derived their sublime theories from the same source with the sages of India. * * * Among other Indian curiosities which Callisthenes transmitted to his uncle, was a technical system of logic, which the Brahmans had communicated to the inquisitive Greek, and which the Mohammedan writer supposes to have been the ground-work of the famous Aristotelian method." Dugald Stewart's "Elements of the Philosophy of the Human Mind." Vol. II., page 225.

(10.) It is well argued by Mr. Colebrooke, that the Indian Philosophy resembles that of the earlier rather, than of the later Greeks; and that, if the Hindus had been capable of learing the first doctrines from a foreign nation, there was no reason why they should not in like manner have acquired a knowledge of the subsequent improvements. From which he infers that "the Hindus were, in this instance, the teachers, and not the learners." Elphinstone's History of India, vol. I., page 237.

সৃষ্টির কারণ এই, শ্রুতিই আর্য্যজাতির সমুদায় ধর্ম্মের মূল। এই শ্রুতি প্রভাবেই আর্য্যহৃদয়ে অদ্বিতীয় নিরাকার নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের জ্ঞান সঞ্চারিত হয়। এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়াই আর্য্যেরা ব্রহ্মের উপাসনাবিধি ও ক্রিয়াকলাপ পদ্ধতির সৃষ্টি করেন। মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হইল যে তাঁহারা শ্রুতির প্রামাণ্য অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভিত্তি ভগ্ন হইলে গৃহ সহজেই ভগ্ন হইয়া যায়। আর্য্যেরা যে শ্রুতিকে অতি বিশাল অক্ষয় ভিত্তি মনে করিয়া বিপুল ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সে মন্দিরও ভূতলশায়ী হইল। বিপদই প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেয়। আর্য্যেরা যখন বৌদ্ধদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আর্য্যধর্ম্মের মহিমা রক্ষায় অসমর্থ হইলেন, ধর্ম্মরক্ষা দূরে থাকুক, ঈশ্বর সত্তা প্রমাণ করিয়াও উঠিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সেই দারুণ চিন্তার সময়েই গৌতম মুনির হৃদয়ে অনুমানকাণ্ডের আবির্ভাব হয়। আতা বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া যেমন নিউটনের মনে মাধ্যাকর্ষণের অস্পষ্ট ভাবের উদয় হইয়াছিল, গৌতমের হৃদয়েও তেমনি ঘট ও কুম্ভকার এবং কুণ্ডল ও স্বর্ণকার দেখিয়া এই অনুমানের প্রাদুর্ভাব হয়, আমরা জগৎ যখন দেখিতেছি, এবং জগৎকে জন্য পদার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে, তখন অবশ্য ইহার একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর। অনুমানকাণ্ডের সৃষ্টিই নৈয়ায়িকদিগের প্রধান কীর্ত্তি। এই কাণ্ডের অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে ইহার সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। দিনকত কাল বঙ্গদেশে ইহার অদ্ভুত চর্চ্চা হয়। রাজা জমীদার ও অন্য অন্য বিষয়ী লোকেরা বিলক্ষণ উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধসভা হউক বিবাহসভা হউক আর অন্য সভা হউক, নৈয়ায়িকের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে তাহার শোভা হইত না। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় গুণের সবিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার সময়ে ইহার অধিকতর উন্নতি হয়। বড় দুঃখের বিষয়, এক্ষণে সে উৎসাহদাতা নাই ও সে উৎসাহ নাই, এক্ষণে সেই অদ্ভুত বুদ্ধিপ্রসূত দাবানলকল্প ন্যায়শাস্ত্র নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে। পূর্ব্বে যাঁহারা সভায় বসিয়া শাস্ত্রার্থ বিচার, সন্দেহভঞ্জন, কূট অর্থের উদ্ধার করিয়া সকলের আদৃত ও পূজিত হইয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহাদিগেরই সহধর্ম্মা পণ্ডিতগণ উপহসিত হইতেছেন। বঙ্গদেশের এমনি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এখন সেই অদ্ভুত শাস্ত্রে স্বয়ং ব্যুৎপন্ন হওয়া দূরে থাকুক,

যাহাঁরা ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের গুণ বুঝিতে পারেন, এরূপ লোক'ও বিরল হইয়াছেন।

যোগিনী।

তৃতীয় অধ্যায়।

" Thus I forestall thee, if thou mean to chide ;
Thy beauty has ensnared thee to this night.
Lucrece, quoth he, this night I must enjoy thee.
If thou deny, then force must work my way."

সন্ন্যাসী কথা কহিলেন না ; স্থির কর্ণে যাহা শুনিলেন তাহা এইঃ—

আমি তোমার পায় পড়িতেছি, আমাকে ছাড়িয়া দাও। তোমাকে আমি সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকি। ভ্রাতঃ! ভগ্নীর প্রতি এরূপ গর্হিত আচরণ যার পর নাই লজ্জাকর। তুমি কি কুকাজ করিতে উদ্যত হইয়াছ, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। তোমার পায় পড়িতেছি আমাকে বাড়ী লইয়া চল।

হরিণীশাবক নিষাদের জালে একবার পতিত হইলে নিষাদ কি তাহাকে ছাড়িয়া দেয়? তোমার রোদন, তোমার বিলাপ সকলি বৃথা। রোদনে কৃতান্তের হৃদয় দ্রব হয় না। তুমি বৃথা মিনতি করিতেছ। আমি তোমাকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসি। যেদিন তোমার ঐ সহাস্য চন্দ্রবদন আমার নেত্রগোচর হইয়াছে, সেই দিন অবধি আমি তোমাকে ভাল বাসিয়াছি। সুন্দরি! তোমাকে আমি ভালবাসি বলিয়া কি এত অপরাধী? আমি'ও মিনতি করিতেছি ক্ষান্ত হও।

ভ্রাতঃ! আমি অনাথিনী—চির অভাগিনী—অবলা, আমাকে ক্ষমা কর। ভ্রাতঃ! সতীত্বই রমণীর অলঙ্কার। অসার ইন্দ্রিয় সুখের দাস হইয়া সেই অমূল্য সতীত্ব-রত্ন হরণ করিয়া এই দুঃখিনীকে চিরজীবনের জন্য অসুখী করিতে কেন উদ্যত হইতেছ? কোন পাপিষ্ঠের পাপমন্ত্রণায় তুমি এই পশ্বাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সন্দেহ নাই; নতুবা যাহাকে চন্দন তরু ভাবিয়াছিলাম অকস্মাৎ আজ সে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষ হইবে, তাহাতে আমার প্রত্যয় হয় না। এখন তোমার ভ্রম দূর হইয়া থাকিবে, একবার বিবেচনা

করিয়া দেখ তুমি কি মহাপাপ করিতে যাইতেছ। আমি আবার বিনয় করিতেছি ক্ষান্ত হও? চল বাড়ী যাই।

কেহ আমাকে কুপরামর্শ দেয় নাই। তোমার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য আমাকে মোহিত করিয়াছে। তোমার জন্য আমার অন্তঃকরণ দিবানিশী নিদারুণ, আগুনে দগ্ধ হইতেছে;—অধিক কি আমি তোমার জন্য পাগল হইয়াছি। তুমিও ক্ষান্ত হও, আমি তোমার পায় ধরিতেছি। তোমার ঐ অভিনব নয়ন-কমলে জলধারা বিগলিত দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রিয়তমে! আর আমাকে দগ্ধ করিও না।

ভ্রাতঃ! সুরেন! তোমার হৃদয় কি এত কঠিন? আমি চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করিয়া প্রিয়কুমারকে মন ও প্রাণ সকলই সমর্পণ করিয়াছি, আমি তাঁহার; এদেহে আর কাহারও অধিকার নাই। যদিও আমার প্রকাশ্যে বিবাহ হয় নাই; কিন্তু আমি মনে ২ তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। প্রিয়কুমারই আমার পতি। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ আমার উপর অত্যাচার করা উচিত নয়। আমা অপেক্ষা তুমি সহস্রগুণ সুন্দরী পাইবে, অতএব অনুসন্ধান পূর্ব্বক এরূপ একটী কন্যাকে বিবাহ কর। অসার ক্ষণিক সুখের জন্য অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন? অতএব ভ্রাতঃ ক্ষান্ত হও।

তোমার রূপযৌবন আমাকে পাগল করিয়াছে। রোদন পরিত্যাগ কর; হাসি মুখে একবার আমার সঙ্গে কথা কও। আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তুমি রাজরাণী হইবে। আর তুমি যাহার জন্য এত চিন্তা করিতেছ সেই প্রিয়কুমার মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। দস্যুরা তাঁহাকে গুরুতর আঘাত করে, তৎপরে কারাগারের কঠোর যন্ত্রণা; দুই দিবস হইল কৃতান্ত তাঁহাকে কোমল কোলে স্থান দান করিয়া সকল দুঃখের শেষ করিয়াছে। আমিও সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছিলাম; ঈশ্বরের অনুগ্রহে রক্ষা পাই-য়াছি। প্রিয়কুমারের জন্য আমার অন্তঃকরণ যে কিরূপ আকুল হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। তোমাকেও সেই নিষ্ঠুর দস্যুদিগের হস্তে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হইত, কিন্তু আমার জন্যই তুমি সে দায় হইতে পরি-ত্রাণ পাইয়াছ। অর্থই যে বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার একমাত্র সহায়, এবার আমি তাহা উত্তমরূপ জানিয়াছি। অর্থ না থাকিলে আমাদের সকল-কেই অতিশয় যন্ত্রণাভোগ করিতে হইত। যাহা হউক, যখন প্রিয়কুমারের মৃত্যু

হইয়াছে, তখন তাঁর জন্য আর বিফল অনুতাপ বা বিলাপ করা তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীর উচিত নয়। শোক ও মোহে মুগ্ধ হওয়া সামান্য রমণীর কার্য্য। অতএব, প্রিয়তমে! বিলাপ পরিত্যাগ কর। আমি তোমাকে সুখে রাখিবার যত্নের ক্রটি করিব না। তোমার এই অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া আমি এরূপ মোহিত হইয়াছি, আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না।

হা জগদীশ! আমার কপালে এই লিখিয়াছিলে? ভাই সুরেন! সত্যই কি প্রিয়কুমার নাই? সত্যই কি প্রাণেশ্বর ইহ জন্মের মত আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন?

প্রিয়তমে! সত্যই নির্দ্দয় কাল প্রিয়বন্ধু প্রিয়কুমারকে গ্রাস করিয়াছে।

হা দারুণ বিধি! আজ কি আমার আশালতা একেবারেই শুষ্ক হইল? সত্যই কি আমি যৌবনে যোগিনী হইলাম? প্রিয়কুমার! প্রাণাধিক! প্রাণনাথ! আর কি আমি তোমার সেই চরণারবিন্দ দর্শন করিয়া নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত করিতে পাইব না? সত্যই কি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে? তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে, আমার বিশ্বাস হইতেছে না। জগদীশ! সত্যই কি বিশ্বসংসার, জীবজন্তু এমনই নশ্বর! প্রাণেশ! প্রিয়তম! আজ আমি বিধবা! ভাই সুরেন! আমার গা কাঁপিতেছে; আর আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি না। আমার মস্তক ঘন ঘন ঘূর্ণিত হইতেছে। ভাই! আমার মনের ভিতর কিরূপ করিতেছে! তুমি আমাকে ধর—না ধরিবার আবশ্যক নাই। আমি সারিয়াছি। হায়! ঈশ্বর আমাকে কেন জগতের কুৎসিত করেন নাই, আমাকে এই কাল্ রূপ কেন দিয়াছিলেন।

প্রাণাধিকে! বিলাপ পরিত্যাগ কর, আমার কথা শোন সুখী হইবে।

ভ্রাতঃ! আর আমার এই দগ্ধ হৃদয়কে দগ্ধ করিও না। এই ঘোর পাপকার্য্য হইতে বিরত হও।

তুমি চুপ করিবে না? আমি কি তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে এখানে ডাকিয়াছি? এখনো বলিতেছি চুপ কর। নতুবা বলপ্রয়োগপূর্ব্বক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। তোমার দুর্গতির পরিসীমা থাকিবে না।

তোমার ও ভয় প্রদর্শন বৃথা। ও ভয়ে আমার হৃদয় বিচলিত হয় না। আমি তোমাকে অনুনয় বিনয় করিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি তুমি

মনুষ্য নও; মনুষ্যাকারে নরশোণিতলোলুপ অধম রাক্ষস। তুমি পশু হইতেও অধম।

পাপীয়সি! বার বার বলিতেছি চুপ কর, তবু চুপ করিবিনি? রোদন করিয়া আপনার কলঙ্ক ঘোষণা করিতে কিঞ্চিৎ লজ্জা বোধ হয় না? তুই কি ভাবিয়াছিস্ তোর কান্না শুনে আমি তোকে পরিত্যাগ করিব?

এই সময়ে আর একটী স্ত্রীলোকের কথা শুনা গেল। সে কহিলঃ—

প্রিয়তমে! এত কাতর হইও না। আমি কখন তোমার অমঙ্গলের চেষ্টা পাইব না। তুমি শৈশবেই বিধবা হইলে, সংসারের কোন সুখই জানিলে না। এক প্রকার তোমার জন্ম বৃথা বলিলে হয়। এই যৌবনকাল এই অনুপম রূপরাশি, তোমার স্বভাব দোষে সে সকলি বৃথা হইতেছে। গোলাপের সুরভি গন্ধ কেহ যদি আঘ্রাণ করিতে না পায়, তবে তাহার ফুটিয়া ফল কি? সুরেন্দ্র! তুমি একটু ক্ষান্ত হও। প্রিয়তমা অবোধ নয়, আমি তাহাকে বুঝাইতেছি। আমি যাহা বলিলাম তাহা সত্য কি না, বৎসে একবার ভাবিয়া দেখ। দুই দিবস বাদে তোমার এই সৌন্দর্য্যের নাম গন্ধও থাকিবে না। বাছা তুমি নিতান্ত ছেলে মানুষ, অবোধ; যাহাতে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, পাপ হয়, অমঙ্গল হয়, এমন কুৎসিত কাজে তোমাকে কি জন্য রত করিব? তুমি কি আমার পর? আমার কামিনী অপেক্ষাও আমি তোমাকে অধিক ভাল বাসি। নাও আর কেঁদ না। আজ তোমার প্রতি অদৃষ্ট প্রসন্ন। তুমি যে রাজরাণী হইবে তাহা ভাবিতেছ না? প্রিয়কুমার পথের ভিখারী, বিশেষতঃ তার মৃত্যু হইয়াছে। হবেই ত, পরমেশ্বরের কি বিবেচনা নাই যে একজন ভিক্ষুকের হস্তে এই অমূল্যরত্ন সমর্পণ করিয়া তাহার অবমাননা করিবেন।

রাক্ষসি! চুপ কর। কমলে ভুজঙ্গ বাস করে, তাহা আমি জানিতাম না। রমণীকুলে রাক্ষসী জন্মে, তাহা আমি জানিতাম না। নতুবা তোর ছলনায় ভুলে আজ আমি অতুল কলুষ-নীরে নিমগ্ন হইব কেন? তুই এখনি আমার সম্মুখ হইতে দূর হ। তোর কথা ভুজঙ্গ দংশনের ন্যায় আমার হৃদয় দংশন করে। তোর মুখ দেখিলে আমার অন্তঃকরণ সিহরিয়া উঠে। তুই এখনি দূর হ।

পাঠক! বুঝিয়াছেন ঐ যুবা আপনার পরিচিত সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্র কুপিত

ভাবে কহিল, মাসি তুমি যাও। এ ভাল কথার কেহ নহে। দেখ প্রিয়তমা আমি তোমাকে আবার বলিতেছি চুপ কর, আমার কথা শোন, সুখী হইবে। নতুবা তোমার কেশপাশ আকর্ষণ করিয়া এখনি তোমাকে ভূতলশায়িনী করিব।

পামর! ও কথায় আমি ভয় পাই না। পৃথিবী এখনো সম্পূর্ণরূপে পাপে পরিপূর্ণ হয় নাই। এখনো চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হইতেছে; এখনো লোকের ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান একেবারে লুপ্ত হয় নাই। আমি আর তোর প্রলোভন বাক্যে মুগ্ধ হইব না। প্রাণ থাকিতে তুই কখন আমার অপমান করিতে পারিবি না।

সন্ন্যাসী কপাটের সেই ছিদ্র হইতে দেখিতে পাইলেন, সুরেন্দ্র ক্রোধ-কম্পিত-কলেবর হইয়া রমণীর কেশ আকর্ষণ করিয়া কহিল, এই দেখ্ পাপীয়সি! আমি তোর বশ নই! রমণী হাহাস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ক্রোধে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। রে পাপাত্মন্! বলিয়া তিনি সজোরে সেই কপাটে এরূপে পদাঘাত করিলেন যে ঝন্ ঝন্ শব্দে কপাট তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্ষুধার্ত্ত কেশরীর ন্যায় তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রমণী আর কেহ নহেন আমাদেরই প্রিয়তমা।

যোগিনী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ অধ্যায়।

"For freedom's battle once begun,
Bequeathed by bleeding sire to son,
Though baffled oft is ever won."

Byron.

বিরাট রাজ্য ভারতবর্ষের একটি প্রসিদ্ধ হিন্দুরাজ্য। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার প্রায় ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান

সম্রাট মহম্মদসাহ মহারাজ মহাতাপ সিংহকে পরাস্ত করিয়া তথায় আপনার আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছেন। সূর্য্যবংশোদ্ভব মহারাজ মহাতাপসিংহ মহাবলপরাক্রান্ত, বিজ্ঞ, সদাশয় ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক দয়া দাক্ষিণ্য সৌজন্য ও প্রজাবৎসলতা গুণে সমস্ত প্রজা তাঁহার একান্ত অনুগত ছিল ও তাঁহাকে দেবতুল্য ভক্তি করিত। বাস্তবিক হিন্দুরাজগণ জগতের রাজগণের আদর্শস্বরূপ। কিরূপে প্রজাপালন, রাজ্য-শাসন ও লোকের মনোরঞ্জন করিতে হয়, প্রাচীন হিন্দুরাজগণ তাহা যেমন বুঝিয়াছিলেন তেমন কোন দেশেই কোন রাজা বুঝিতে পারেন নাই। শৌর্য্যে বল, বীর্য্যে বল, বুদ্ধিতে বল, বিদ্যায় বল, সন্ধিবিগ্রহে বল কোন বিষয়েই ভূমণ্ডলে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শিশুর অমায়িক ভাব, প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্য ও বৃদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁহাদের হৃদয়ে সতত সমভাবে বিরাজমান ছিল। তাঁহারা আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল প্রজার হিতচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। পুরাতন কোন সংস্কৃত গ্রন্থেই তাঁহাদের অত্যাচারের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না; সকলেই সমভাবে শতমুখে তাঁহাদের বিমল যশঃকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সকলেই যে পক্ষপাতী হইবেন—পাপীকে ঋষি বলিয়া বর্ণন করিবেন এরূপ বিশ্বাস হয় না। প্রজার মঙ্গলচিন্তাই যে প্রাচীন কালের হিন্দু নরপতিদিগের সর্ব্বপ্রধান চিন্তা ছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। রাজার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, মহারাজ মহাতাপ-সিংহের সে সকলি ছিল। কিন্তু কালধর্ম্ম—ধর্ম্মের পরাজয় অধর্ম্মের জয়; সুতরাং ঐ দেবতুল্য নৃপতিকেও যবনহস্তে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

সুসভ্য ইউরোপীয়েরা সংপ্রতি মদোন্মত্ত হইয়া দিগ্বিদিগজ্ঞানশূন্য হইয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত জগৎকেই অসভ্য, মূর্খ ও নির্ব্বোধ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রিন্স বিষমার্কের নাম আজ পৃথিবীর এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে—তাঁহার নামে কেশরীরও গায় জ্বর আইসে। কিন্তু হায়! বিষমার্ককে আজও অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারিতেন, এমন কত শত বহুদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন, আজ তাঁহাদিগের কেবল নাম মাত্র সার হইয়াছে! দ্বারকানাথ

শ্রীকৃষ্ণ কি এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন পাইবার যোগ্য নহেন? মহারাজ মহাতাপসিংহ একজন সুচতুর রাজনীতিকুশল রাজা ছিলেন।

মুসলমান সম্রাট্ পঙ্গপালের ন্যায় অসংখ্য সৈন্য লইয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। মহাতাপের সৈন্য রাখিবার তাদৃশ প্রয়োজন ছিল না; বিপদ আপদ উপস্থিত হইলে প্রজাগণই প্রাণ দিয়া সৈন্যের কার্য্য সম্পন্ন করিত। তবে তাঁহার যে সৈন্য ছিল না, এমন নহে। মুসলমান সম্রাট্ রাজ্য আক্রমণ করিলে রবি-কুল-রবি মহারাজ মহাতাপসিংহও আপনার অগণ্য সৈন্য ও প্রজাগণ সঙ্গে লইয়া সমরপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। উভয় দলে ঘোরতর সমর বাঁধিল। দামামা, দুন্দুভি, দগড়া, কাড়া, তুরী, ভেরী, শংখ প্রভৃতি রণবাদ্যের গভীর নির্ঘোষ গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। প্রচণ্ড দাবাগ্নি যেরূপ গগনভেদী মহীরুহরাজিকে ভস্ম করিয়া ফেলে, প্রজ্বলিত পাবকরাশিসদৃশ হিন্দুসৈন্যের বল বিক্রম সেইরূপ যবনদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু অদৃষ্ট যাহার প্রতি অপ্রসন্ন, স্বয়ং বিধাতাও তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। বিভীষণের মন্ত্রণাবলে ফলমূলাহারী ভিখারী রামচন্দ্র ক্ষুদ্র বানরমাত্র সহায় করিয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রক্ষোবংশের ধ্বংস করিয়াছিলেন। গৃহছিদ্রও আজ হিন্দুবংশ ধ্বংস করিল। আর্য্যবংশের গৌরবরবি আজ মধ্যাহ্ন সময়ে অস্তগত হইল, রাজলক্ষ্মী কমলিনী অগাধ সলিলে নিমগ্ন হইলেন। হায়! রাজ্য কি বিষম বিষময় পদার্থ! মান কি ভয়ঙ্কর সামগ্রী! পিশাচী আশার কি কুটিল বিচিত্র মায়া! সম্পদ! তোর জন্য মনুষ্য কি না করিয়া থাকে? তোর জন্য মনুষ্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে ক্ষণ কালের জন্যও সঙ্কুচিত হয় না। জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেচনাকে চরণে বিদলিত করিয়া পশুর ন্যায় কার্য্য করিতে লজ্জা বোধ করে না। তোর বিষম মায়ায় মোহিত হইয়া পুত্র পরম গুরু পিতার শিরশ্ছেদন করিতেছে; পিতা প্রাণাধিক পুত্রের শোণিতপান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছে; জননী দয়া মায়ায় বিসর্জ্জন দিয়া অমৃতসদৃশ সরল হৃদয়কে পাষাণে বাঁধিয়া, দশমাস দশদিন নিতান্ত কঠোরে যাহাকে জঠরে ধারণ করিয়াছিলেন, অতি যত্নে লালন পালন করিয়াছিলেন, সেই প্রাণোপম সাধের সন্তানকে কৃপাণমুখে নিয়োগ করিতেছেন। সহোদর—যাহার তুল্য বন্ধু জগতে দুর্লভ—তোর জন্যে সহোদরের মুখে সহাস্য বদনে ভীষণ ভুজঙ্গের তীব্র

বিষ দান করিতেছে! রাজ্য! তোর জন্যে মনুষ্য অসুর অপেক্ষাও নৃশংস আচরণ করিয়া থাকে। সম্পদ! তুই অতি অসার! মান! তুমি কি আশ্চর্য্য সামগ্রী! তোমাকে আমরা দেখিতে পাই না! কোকিল নবপল্লব মাঝে থাকিয়া মধুর স্বরে ঝঙ্কার করিলে সেই ললিত কাকলী যেমন তালে তালে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া অন্তরাত্মাকে নাচাইয়া তুলে, তুমিও সেইরূপ অন্তরাত্মাকে উন্মত্ত করিয়া থাক! কোকিলকে দেখিতে পাই না, কিন্তু তাহার স্বর শুনিতে পাই। তুমি নিরাকার কি সাকার, কোথায় থাক, আমরা জানি না। তোমার স্বরও শুনিতে পাই না। তবে তুমি কি? কে আমাকে বলিয়া দিবে যশঃ কি? যশ! তবে তুমি কোন্ গুণে মনুষ্যকে এরূপ মুগ্ধ করিয়া থাক? কি রাজা, কি প্রজা, কি অতুলসম্পত্তির অধিকারী, কি পথের ভিখারী—এই জগতের সকলেই তোমার জন্যে লালায়িত! ষোড়শোপচারে তোমার আরাধনা করিতে কেহই ক্রটি করে না, কিন্তু তোমার কি প্রবঞ্চনা! ভাল, তুমি কি মানুষকে ধনী করিয়া থাক? তুমি কি জানি না; তোমায় পাইলে কি হয় জানি না; তবে তোমার জন্য আজ আমি পাগল কেন? তোমার প্রসাদ লাভের জন্য রাজা নরশোণিতে বসুমতীকে রঞ্জিত করিতেছেন; বীর সাগর শুষিতে ও হিমাদ্রি উৎপাটন করিতে উদ্যত হইতেছেন; ধনী ধনের অপব্যয় করিতেছেন; আর কত শত লোক সাধুতার ভাণ করিয়া অধর্ম্মের উপাসনা করিতেছেন,—অক্ষুব্ধ-চিত্তে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের হৃদয়ে গুপ্তভাবে ছুরিকা বিদ্ধ করিতেছেন! যশঃ কি কবি-কল্পনা? না, তাহা হইতে পারে না। কবি-কল্পনা সম্পূর্ণ অসার নহে। স্বপ্নেও অনেক সময়ে সত্যের লক্ষণ দৃষ্ট হয়—স্বপ্নে সার আছে; কিন্তু যশঃ—মান—সম্পদ—সম্পূর্ণ মিথ্যা—প্রলাপ!

হিন্দু রাজ্যের পতন হইল—মহারাজ পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। পলায়ন! রণে ভঙ্গ! সূর্য্যবংশীয় রাজা! অসম্ভব। সূর্য্যবংশীয় রাজা কখনই রণে ভঙ্গ দিবেন না। যাহা হউক, মহাতাপ সিংহ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। কি উদ্দেশে পলায়ন করিলেন, তখন তাহা প্রকাশ করিলেন না। হিন্দু সৈন্যগণ ঘোরতর সমরে হিন্দু শোণিতে হিন্দু কলঙ্ক প্রক্ষালন করিয়া একে একে সকলে সংগ্রাম শয্যায় শয়ন করিল।

সেনাপতিও কয়েকজন প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে রণে ভঙ্গ দিলেন। যবনের গগনভেদী জয়পতাকা উড্ডীন হইল। অমরাবতী বৃত্রের বিহার স্থল হইল! এই মাত্র শারদীয় পূর্ণিমার পূর্ণ শশধর সুনীল আকাশে হাস্য করিতেছিলেন, দুরন্ত রাহু তাহাকে গ্রাস করিল! ঘোর হাহাকারনিনাদে দিঙ্‌মণ্ডল আকুল হইয়া উঠিল।

যবনেরা একে একে ভারতের হিন্দুরাজ্যগুলি কবলিত করিয়াছিল, কেবল বিরাট রাজ্য এপর্য্যন্ত কাহারও অধীনতা স্বীকার করে নাই। আজ সেই বিরাট রাজ্য ছার খার হইল। মদোন্মত্ত যবনসৈন্য প্রমত্ত পিশাচের ন্যায় নগর মধ্যে প্রবেশ করিল; অধিবাসীদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিল। স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা, ভ্রূণহত্যার পাপ ও শোণিত স্রোতে ধরাতল প্লাবিত হইল। উচ্চবংশীয় কুলকামিনীরা ইতিপূর্ব্বেই জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়া কুলগৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

রাজপরিবারের কোন কামিনীর অসামান্য রূপলাবণ্য শ্রবণে মোহিত হইয়া এবং বিপক্ষের কুমন্ত্রণায় যবন সম্রাট বিরাট রাজ্য আক্রমণ করেন। অবিলম্বে তিনি রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ইন্দ্রালয় আজ শচীশূন্য! কি রাজা কি রাজমহিষী কি রাজকন্যা—রাজ পরিবারের কেহই সে ভবনে নাই! দেবমন্দির হইতে দশমী দিবসে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার সেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলে যেরূপ শূন্যময় বোধ হয়; রাজ-মন্দিরে প্রবেশ কর, কি দেখিবে?—সে শোভা সৌন্দর্য্য কিছুই নাই! সকলি শূন্যময়!

মহম্মদসাহের মনোরথ সিদ্ধ হইল না বটে তথাপি তিনি এই নগরের অনুপম শোভা সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি সন্দর্শনে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে সেই স্থানেই আপনার রাজধানী সংস্থাপন করিলেন।

———:০:———

যোগিনী।

পঞ্চম অধ্যায়।

> Frienship makes us a' mair happy,
> Frienship gies us a' delight;
> Frienship consecrates the drappie,
> Frienship brings us here to night."
>
> Burns.

ঐ যে ষোড়শী রমণী বাদসাহ ভবনের একটী প্রকোষ্ঠে দুগ্ধফেননিভ পয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া কোকনদসদৃশ চরণযুগল ঈষৎ আন্দোলিত করিতেছেন, পাঠক! উহাঁকে চিনিতে পারেন? তাম্বূলরাগে বিম্বাধরদল ঢল ঢল করিতেছে; আলুলায়িত চাঁচর চিকুরভার অংশে ও গণ্ডে পতিত হইয়া রহিয়াছে; পীনোন্নত পয়োধর যুগলে সুচিকণ গজমতিহার ঝলমল করিতেছে। রমণী যেন কি চিন্তা করিতেছেন। দ্বিরদ-রদ-নিন্দিত শ্বেতোজ্জ্বল নিটোল ললাটদেশ ঈষৎ কুঞ্চিত। পাঠক! এই রমণীই পূর্ণশশী। ইহাঁর তুল্য সৌন্দর্য্যাভিমানিনী কামিনী জগতে নাই। সেই ভুবননাশিনী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এক্ষণে ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি অবলোকন করুন।

সন্ন্যাসীর নিকট তিরস্কৃত হইয়া পূর্ণশশী ধীরে ধীরে বিষণ্ণ মনে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সুবাসিত সলিলে শরীর ধৌত করিলেন। সুকোমল করকমলে লৌহ ত্রিশূল অতি বীভৎস হইয়াছিল দেখিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন। সেই কাল ভুজঙ্গিনীনিন্দি পৃষ্ঠ বিলম্বিত সুদীর্ঘ বেণী আলুলায়িত করিলেন। সুশীতল গন্ধ দ্রব্যে শরীর মার্জ্জিত ও সুবাসিত তৈলে চিক্কণ কেশগুচ্ছ পরিষ্কৃত করিলেন। গৃধিনীগঞ্জিত শ্রবণযুগলে মণিময় কুণ্ডল চঞ্চল সমীরণ ভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে; নীলোজ্জ্বল নববিকসিত নলিন নয়নযুগলে নিবিড় দলিতাঞ্জনের বঙ্কিম রেখা কুসুমশায়কের শরাসন সদৃশ অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে; বিহসিত গণ্ডদেশে প্রফুল্ল গোলাপের আরক্তিম স্নিগ্ধ বিকাশ কেলি করিতেছে; পাঠক! রূপের কি

অপূর্ব্ব ছটা! যৌবনের কি উন্মত্ত লহরীলীলা! ভাবিনী কামিনীদিগের কি বিলাসবিভঙ্গী! ইহাদিগের রূপগৌরবের আশা কি বলবতী!

পূর্ণশশী প্রকৃত পূর্ণশশিসদৃশ দ্বিরদদশননির্ম্মিত নানারত্নাভরণবিভূষিত সুগন্ধি পুষ্পমাল্যাদিসজ্জিত সুরভি স্নিগ্ধ পর্য্যঙ্কোপরি স্থলপঙ্কজনিভ চরণযুগল বিলুলিত করিয়া উপবিষ্ট আছেন,—যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। সম্মুখে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত আধারোপরি একটী আলোক জ্বলিতেছে। গৃহটী সম্পূর্ণ ও সুরুচিসম্পাদিতরূপে সুসজ্জিত। চতুর্দ্দিকে সুচারু চিত্রপট সকল বিলম্বিত রহিয়াছে। রমণী যাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি এখনো আসিলেন না। তিনি ক্রমে অধীর হইয়া উঠিলেন। একবার এদিক একবার ওদিক করিতে লাগিলেন। কাহারও দেখা নাই। রমণী পুনর্ব্বার শয্যায় উপবিষ্ট হইলেন। এইরূপে অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। এমন সময়ে কপাটে মৃদু করাঘাত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। যুবতী উঠিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। একটী পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় যুবা গৃহে প্রবেশ করিল।

"তোমার এত বিলম্ব হইল যে।" পূর্ণশশী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ যথা সময়ে আসিতে পারি নাই।" যুবা উত্তর করিলেন। "সংবাদ মঙ্গল ত?"

পূর্ণ উত্তর করিলেন, মঙ্গল কি অমঙ্গল কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি মহাবিপদে পতিত হইয়াছি। অসার আশার আশ্বাসে আর কতকাল নিশ্চিন্ত থাকিব বুঝিতে পারিতেছি না। চঞ্চলগামিনী প্রবাহিণীপ্রবাহের ন্যায় কালপ্রবাহ গত হইতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আশার সুসার হইল না। সন্ন্যাসিসমীপে বিশ্বাসঘাতিনী হইয়াছি; এদিকে বাদসাহকেও আর ভুলাইয়া রাখিতে পারিতেছি না। দিনযামিনীর মধ্যে আমি একদণ্ডও সুখী নহি। আমার হৃদয় চিন্তামেঘে নিয়ত আচ্ছন্ন। মেঘ যেরূপ প্রখর প্রভাকর মণ্ডলকে ঢাকিয়া রাখে, আমার হৃদয়ে সেইরূপ জ্বলন্ত সূর্য্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। কাদম্বিনী যেরূপ অগ্নিময় জ্বলন্ত সৌদামিনীকে ধারণ করে, আমারও হৃদয়ে সেইরূপ বিদ্যুৎ অনল গুপ্ত রহিয়াছে। এ জ্বালা অনন্ত জ্বালা! ইহা নির্ব্বাণ করিবার উপায় নাই। প্রভাত হইল মনে করিলাম আজ আমি পরিত্রাণ পাইব। সময় কাহারও নিষেধ শুনে না, দেখিতে

দেখিতে সন্ধ্যা হইল, আশা পূর্ণ হইল না। ভাবিলাম সর্ব্বরী প্রভাতে কাল নিশ্চয়ই মনোরথ সিদ্ধ হইবে, বিভাবরী অবসান হইল, আবার রাত্রি আসিল; কিন্তু আমার হৃদয় বেদনার অবসান হইল না। আজ কাল করিয়া আর কত কাল এই বন্দীদশায় যবনগৃহে অতিবাহিত করিব।

যুবক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "সন্ন্যাসী কি তোমাকে কোন সংবাদ বলিতে পারিলেন না? পূর্ণশশী নীরব থাকিয়া কহিলেন, আমি "তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। তিনি শান্তিরসাস্পদ অমৃত নিস্যন্দিনী কনকলতাজ্ঞানে আমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন; আমি কালভুজঙ্গিনীবেশে তাঁহার সেই হৃদয়ে দংশন করিয়াছি; তিনি যে আমার মুখাবলোকন করিবেন না, তাহা বিচিত্র কি? সে রাত্রে যখন আমি তাঁহার কুটীরে গমন করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন "আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম ভাল বাসিয়াছিলাম, তুমি তাহার প্রতিফল স্বরূপ আমার এই দুরবস্থা ঘটাইয়াছ; আমি দরিদ্র, সেই হেতু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অসার অর্থ লোভে তুমি মদনমদান্ধ অসভ্য যবনসম্রাটের ইন্দ্রিয়ের কিঙ্করী হইয়াছ; আজ কি না আবার বিশ্বাসঘাতিনী হইয়া তাহারও প্রাণসংহারোপায় অন্বেষণ করিতেছ! যবন শত্রু হউক মিত্র হউক, কিন্তু তুমি তাহা হইতেও অধম। তোমার মুখাবলোকন করিলে পাপ হয়।" আজো তিনি যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। আমার সহিত বাক্যালাপ করিতে চাহিলেন না। ক্রোধপরবশ হইয়া কহিলেন "অয়ি পাপীয়সি! আর্য্যকুল-কলঙ্কিনি! তুমি আমার নেত্রপথ হইতে এখনি দূর হও। অভিমানে অন্ধ হইয়া আমিও চলিয়া আসিলাম। এক্ষণে তুমিই আমার ভরসা। কি উপায় অবলম্বন করিলে এই অশেষ সঙ্কটসঙ্কুল দুস্তর পারাবার পার হইতে পারিব বল। আমি দেখিতেছি আত্মহত্যা আমার মানমর্য্যাদা রক্ষার একমাত্র উপায়।"

যুবা নিবিষ্টচিত্তে যুবতীর কথাগুলি শ্রবণ করিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন কি না, ঠিক বলা যায় না। বস্তুতঃ রমণী মনের সহিত ঐ কথা গুলি বলিলেন কি যুবকের হৃদয় পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন তাহা স্থির করা সুকঠিন। যুবক কহিলেন "যখন এতদিন

ধৈর্য্য ধরিয়া আছ, তখন আরো কিছু দিন অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমি কি উদ্দেশে হিন্দুসন্তান হইয়া মুসলমান বেশ ধারণ করিয়া যবনের চরণ সেবায় নিযুক্ত হইয়াছি, তাহা পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি। হিন্দুরাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিব, এই আমার সঙ্কল্প। কিন্তু আজ যদ্যপি আমি যবন সম্রাটের প্রাণসংহার করি, সে উদ্দেশ্য সফল হইবার কিঞ্চিন্মাত্র সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ আমাদিগকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। সূর্য্যবংশীয় কোন রাজাই কোন কালে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন নাই। মহারাজ মহাতাপসিংহ পলায়ন করিলেন, সেনাপতি তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন তুমি কি ভাবিয়াছ তাঁহাদের কোন গূঢ় অভিসন্ধি নাই? সন্ন্যাসী সে দিবস যে প্রকার ভাব প্রকাশ করিলেন, তাহাতে আমার বেশ বোধ হইতেছে, অবিলম্বেই আমাদের দুঃখযামিনী অবসান হইবে। সুযোগ সংযোগে প্রমত্ত কুঞ্জররাজের পতন হয়, তাঁহারাও যে সেই সুযোগের অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাতেও অণুমাত্র সংশয় নাই।”

পূর্ণ কহিলেন, কিন্তু আমার যে দিন শেষ হইয়া আসিল, তাহার উপায় কি? লোকে বিধিমতে আমার কলঙ্ক ঘোষণা করুক, তাহাতে আমি ভীত নহি, নরেন্দ্রও আমাকে বিশ্বাসঘাতিনী মনে করুন, তাঁহাকেও বুঝাইতে পারিব। কিন্তু বাদসাহকে আর বুঝাইতে পারিতেছি না। তাঁহাকে দেখিলে আমার শোণিত শুখাইয়া যায়। আমি অবলা, আপনার বলিব এখানে এমন কেহ নাই। এই তোমাতে আমাতে কথা কহিতেছি কেহ জানিতে পারিলে উভয়েরই প্রাণসংশয়। এমন স্থলে কিরূপে কুল মান জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করিব, এই চিন্তাই আমার হৃদয়কে নিতান্ত ব্যথিত করিতেছে। যুবা কহিলেন আর আমি তোমাকে প্রবঞ্চনা করিব না, আজ সকল কথা তোমাকে খুলিয়া বলিব। আমি আর তোমার প্রত্যাশী নহি, তাহা তুমি অবগত আছ; কিন্তু আমি যে তোমায় ভালবাসি না, এমত নহে। এখনকার এ ভালবাসা পূর্ব্বের ভালবাসা হইতে স্বতন্ত্র। এখন তোমাকে আমি সহোদরার ন্যায় ভালবাসি। আমি বিহিত বিধানে তোমার উপাসনা করিয়াছিলাম। প্রত্যহ দিবাবসানে যখন তুমি তোমার বাটীর সম্মুখস্থিত উদ্যানমধ্যস্থ বকুলতলায় উপবিষ্ট হইয়া কুসুমমালা রচনা করিতে, আমি তোমার সেইরূপ বড় ভালবাসিতাম। মনে থাকিতে পারে, নানা স্থান হইতে পুষ্প আহরণ

করিয়া তোমাকে মালা গাঁথিতে দিতাম, মনে থাকিতে পারে তোমার খোঁপায় সেই চিকণমালা পরাইয়া দিতে কত ভাল বাসিতাম। তুমি বসিতে আমি বসিতাম, তুমি চলিতে আমি চলিতাম—বোধ হয় এ সকল কথা আজো তোমার স্মরণ আছে। তুমি অবগাহন করিতে যাইতে আমিও যাইতাম। উভয়ে সাঁতার দিতাম। একদিন মধ্যসরোবরে একটি কুমুদ ফুল ফুটিয়াছিল, তুমি সাঁতার দিয়া সেইটি তুলিয়া আনিতে গেলে, কিন্তু ততদূর যাইতে পারিলে না; আমি তোমাকে অনায়াসে সেই ফুলটি তুলিয়া আনিয়া দিয়াছিলাম; তাহাতে তুমি কত আহ্লাদিত হইয়াছিলে!—যুবা এইস্থানে নীরব রহিলেন। ক্ষণকাল পরে আবার কহিলেন, সে সকল কথায় এখন কোন প্রয়োজন নাই। তুমি মনে করিও না তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ বলিয়া আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করিব। তুমি জানিতে পারিয়াছিলে আমার সহবাসে সুখী হইবে না, তখন আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাই ভাল হইয়াছিল। আমার এমন ইচ্ছা নয়, আমাকে বিবাহ করিয়া তুমি চিরজীবনের জন্য অসুখী হও। তবে যে আমি দুঃখিত হই নাই এমন নহে। আশাভঙ্গ হইলে অবশ্যই হৃদয়ে মহাক্ষোভের উদয় হয়। মনুষ্যমাত্রেই তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। আমি তোমাকে তখনও ভাল বাসিতাম এখনো ভাল বাসি। তুমি মনে করিও না আমি তোমার উপর কুপিত হইয়াছি। তোমার হিতচিন্তাই আমার দ্বিতীয় চিন্তা। তুমি কিরূপে সুখী হইবে, নিরাপদে থাকিবে, সর্ব্বদাই আমি এই চিন্তা করিয়া থাকি। তবে আমি কখন সুখী হইব না। এ জন্মের মত সংসারসুখে আমি জলাঞ্জলি দিয়াছি। আমি অসুখী, সেই সঙ্গে তোমাকেও অসুখী করা আমার অভিপ্রেত নহে। এখন আমি জানিয়াছি, তোমার ন্যায় রমণী জগতে দুর্লভ; রমণীস্বভাবসুলভ চাপল্য তোমাতে দৃষ্ট হয় না। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে, আমি জগৎ শূন্যময় দেখিলাম; সংসার সুখে বিসর্জ্জন দিয়া উন্মত্তের ন্যায় দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। পরিশেষে বাদসাহের সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করিলাম। ভাবি নাই আবার কখন তোমাকে দেখিতে পাইব। প্রফুল্ল কমলিনী মত্ত মাতঙ্গপদে দলিত হইবে, দেখিতে পারিব না; কিরূপে তোমাকে এই সতীত্বরত্নহরণলোলুপ নরপিশাচের হস্ত হইতে রক্ষা করিব, এই চিন্তা হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। যবনবংশের ধ্বংস সাধন

উদ্দেশেই আমি যবনপদপূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। যবনের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাহার অনিষ্টের চেষ্টা করিলে অবশ্যই মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে; কিন্তু যখন সেই জন্যই আমি এই অধীনতা স্বীকার করিয়াছি, তখন তাহাতে পাপ কি? বাদসাহ আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন—আমি তাঁহার বিশ্বাসী ও পরম প্রিয়পাত্র, তুমি অবগত আছ। হিন্দুর ঔরসে হিন্দুরমণীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আজ আমি অসভ্য যবন বেশে অসভ্য যবনের পদপূজা করিতেছি; সেই অসভ্য যবনের মনের উপর যদি কোনরূপ আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারিব, তবে এত ক্লেশ সহ্য করিবার প্রয়োজন কি? তুমি বলিতে পার আমার উপরে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস কিন্তু আমি তাঁহার সর্ব্বনাশের জন্য প্রতিনিয়ত নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছি; আমি মহাপাতকী। কিন্তু তাহা নহে। তবে আমার পরিশ্রমের ফল হইল কি? আমি কি জন্য তবে মুসলমান সাজিয়াছি? যাহা হউক, তাঁহার মনের উপর আমার এই আধিপত্য না থাকিলে এতদিন তুমি আপনার মানমর্য্যাদা সম্পূর্ণ রাখিতে পারিতে না। হায়! মনুষ্য কি অন্ধ! বাদসাহ যে দুগ্ধ দিয়া কালসর্প প্রতিপালন করিতেছেন, তাহা তিনি জানেন না। অতএব তোমার কোন চিন্তা নাই।

একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পূর্ণশশী কহিলেন " তুমি যে আমার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছ, তজ্জন্য আমি পরম উপকৃত হইলাম। সত্য কথা বলিতে কি কেবল তোমার জন্যই আমি এত দিন প্রাণ রাখিয়াছি। নতুবা কবে জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইত।

এই সময়ে বহির্ভাগে একটী গোল উঠিল। তবে আমি চলিলাম আর বিলম্ব করিতে পারি না, এই বলিয়া যুবা একবার যুবতীর মুখপানে চাহিলেন। পূর্ণও তাঁহার পানে চাহিলেন। কিছু বলিবেন মনে আসিল, কিন্তু মুখে আসিল না। কতক্ষণ পরে কহিলেন আর থাকিতে বলিতে পারি না, বিপদ পদে পদে, কিন্তু—

নীরব হইলে যে? কিন্তু কি বল না? যুবা আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন।

না, এমন কিছু নয়। তবে তুমি এস। ঐ শোন গোল ক্রমে গভীর হইতেছে। যাও, কিন্তু নিতান্ত ভুলে থেক না। এই কথা বলিয়া

অর্দ্ধবিষাদিত, অর্দ্ধ ব্যাকুলিত ভাবে কামিনী তাহার দিকে চাহিলেন। দেহান্তেও তোমাকে বিস্মৃত হইব না, বলিয়া যুবা প্রস্থান করিলেন। পূর্ণশশী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শয়ন করিলেন।

পৌরাণিক বুদ্ধদেব।

এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এক্ষণে তাহা নামমাত্রে শেষ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তথাপি নেপাল ভোট সিংহল ব্রহ্মদেশ চীন ও মোঙ্গল প্রভৃতি স্থানে ইহার প্রাদু-র্ভাব দৃষ্ট হয়। বৈদিক ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ থর্ব্ব করাই এবং ব্রাহ্মণদিগের মহিমা হ্রাস করাই বুদ্ধদেবের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ইউরোপে এক সময়ে যেমন পোপের প্রভাব উচ্চতার উচ্চতর শিখরে অরোহণ করে, ভারতবর্ষেও সেইরূপ এক সময়ে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা অসীম হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়েই বুদ্ধদেবের জন্ম। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হওয়াতে বৈদিক ধর্ম্মের ও ব্রাহ্মণদিগের মহিমা ও প্রভা মন্দ হইয়া যায়। পশুবধই যজ্ঞের প্রধান কল্প। মনুর মতে যজ্ঞের নিমিত্তই পশুর সৃষ্টি; যজ্ঞে পশুবধ, বধের মধ্যে গণ্য নহে, ইহাতে বলির স্বর্গলাভ হয় (১)। কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রধান উপদেশ "অহিংসা পরমো-ধর্ম্মঃ"। লোককে বৈদিক ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

এস্থলে আর্য্য শাস্ত্রকারদিগের একটী চমৎকার কৌশল দেখুন। যখন তাঁহারা দেখিলেন, বিষম বিপদ উপস্থিত, বৌদ্ধধর্ম্ম দাবানলের ন্যায় হিন্দু ধর্ম্মকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাঁহাদিগের তন্নির্ব্বাণ চেষ্টা বিফল হইয়া যাইতেছে, ক্রমে রাজা প্রজা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলেই বৌদ্ধমতাবলম্বী হইতেছেন, তখন তাঁহারা বুদ্ধদেবকে আপনাদিগের একজন করিয়া লইবার নিমিত্ত অবতার মধ্যে গননা করিলেন। পূর্ব্বে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পরস্পরকে বাধা দিয়া পরস্পকে পরাভব করিবার যে চেষ্টা পাইতেছিল, তাহার বল হ্রাস হইল, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের

(১) "যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাৎ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥"
মনুঃ। ৫ অধ্যায় ৩৯ শ্লোক।

নিকট পরাভূত হইল। আর্য্যেরা এই মত প্রচার করিয়া দিলেন, নারায়ণ আর্য্যধর্ম্মদ্বেষী অসাধু ব্যক্তিদিগের মোহনার্থই বুদ্ধ অবতার হইয়াছেন। পৌরাণিকেরা আবার এমনি একটী অদ্ভুত কৌশলের উদ্ভাবন করিলেন, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে চিত্ত একান্ত বিমোহিত হয়। তাঁহারা এককালে বুদ্ধদেবের অস্তিত্বই লোপ করিয়াছিলেন। সেই বিষয়ের প্রসঙ্গ করাই এ প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য।

বুদ্ধদেব আর্য্যশাস্ত্রমতে ভগবান নারায়ণের নবম অবতার। ১ম মৎস্য, ২য় কূর্ম্ম, ৩য় বরাহ, ৪র্থ নৃসিংহ, ৫ম বামন, ৬ষ্ঠ পরশুরাম, ৭ম রাম, ৮ম কৃষ্ণ, ৯ম বুদ্ধ এবং ১০ম ভাবী কল্কী। এই জন্যই একজন কবি লিখিয়া গিয়াছেন—

"যস্যালীয়ত শল্কসীম্নি জলধিঃ পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডলং
দংষ্ট্রাগ্রে ধরণী নখে দিতিসুতাধীশঃ পদে রোদসী।
ক্রোধে ক্ষত্রগণঃ শরে দশমুখঃ পাণৌ প্রলম্বাসুরঃ
ধ্যানে বিশ্বমসাবধার্ম্মিককুলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ॥"

ভগবান নারায়ণ মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া প্রলয়ের পূর্ব্বে সৃষ্টি রক্ষার্থ সমুদ্রব্যাপী হইয়াছিলেন। প্রলয়কালে কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া পৃষ্ঠদেশে জগন্মণ্ডল রক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রলয়-পয়োধিজলনিমগ্না ধরিত্রীকে দংষ্ট্রা দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন। নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে নখ দ্বারা বিদীর্ণ করেন। বামনরূপে প্রহ্লাদের পৌত্র বলিরাজার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য পদ দ্বারা অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। পরশুরাম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একবিংশতিবার দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয়গণের বধসাধন করিয়াছিলেন। রামরূপে দশাননের বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। অনন্তর কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া শকটাসুর কংস প্রভৃতির বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। বুদ্ধরূপে ধ্যাননিমগ্ন হইয়া বিশ্ব-সংসারকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে কল্কিরূপে অধার্ম্মিককুল বিনাশ করিবেন।

এই মহনীয়স্বভাব বুদ্ধদেবকে আমাদের পুরাণ-শাস্ত্রকাকেরা "মায়া-মোহ" নামে দৈত্যগণের ধর্ম্মনাশার্থ অবতীর্ণ বলিয়া কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। বৈদিকধর্ম্ম রক্ষাই শাস্ত্রকারদিগের এই কল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

পাঠক এক্ষণে আমাদের সহিত পুরাণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন, দেখুন, পুরাণ এ বিষয়ে কি বলিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের ১৮ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ;——

পুরাকালে দেবাসুরে অতি ভীষণ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে মহাবল অসুরেরা দেবগণকে পরাজিত করিয়া ত্রিলোকে আধিপত্য স্থাপন করিল। অনন্তর দেবগণ ক্ষুণ্ণমনে ক্ষীরোদশায়ী ভগবান পুরুষোত্তমের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান স্তবে তুষ্ট হইয়া শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর শ্রীধর রূপে তাঁহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তখন দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, প্রভো! দারুণ দৈত্যগণ অপ্রতিম ভুজবলে ত্রিলোক জয় করিয়াছে। তাহারা কঠোর তপঃপরায়ণ ও বেদবিহিত ধর্ম্মানুরাগী, সুতরাং আমাদিগের অবধ্য। হে দেব! আপনি প্রসন্ন হইয়া দারুণ দৈত্যগণের হস্ত হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন, আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

ভগবান নারায়ণ দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া আপন শরীর হইতে "মায়ামোহের" সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, দেবগণ! তোমাদের ভয় নাই, তোমরা ইহাকে লইয়া প্রস্থান কর। এই মায়ামোহই দৈত্যগণকে বিমুগ্ধ করিয়া বেদমার্গ-বহিষ্কৃত করিবে। তাহা হইলেই তোমরা অনায়াসে তাহাদিগের বধসাধনে কৃতকার্য্য হইবে।

দেবগণ মায়ামোহকে সঙ্গে লইয়া নর্ম্মদানদীতীরে উপস্থিত হইলেন। মায়ামোহ দেখিলেন, তথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দৈত্যগণ কঠোর তপস্যায় রত রহিয়াছে। অনন্তর তিনি বিবস্ত্র মুণ্ডিতমস্তক ও ময়ূরপুচ্ছধারী হইয়া তাহাদিগের সম্মুখে গিয়া মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাভাগ দৈত্যগণ! তোমরা কি জন্য এরূপ কঠোর তপস্যায় রত রহিয়াছ? ঐহিক বা পারত্রিক কোন্ সুখ কামনায় এরূপে শরীর পাত করিতেছ? দৈত্যগণ কহিল, আমরা পারত্রিক নিত্য সুখ কামনায় এই কঠোর ব্রতে ব্রতী হইয়াছি। তুমি কে? কি জন্যই বা আমাদিগকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছ? তখন মায়ামোহ হাস্য করিয়া কহিলেন, যদি মুক্তি লাভ করিবার বাসনা থাকে, তবে তপস্যায় শরীর ক্ষয় করিবার প্রয়োজন নাই। আমার বাক্য শ্রবণ কর; আমি যে ধর্ম্মের উপদেশ দিব, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই।

ইহাতে অচিরাৎ মুক্তিলাভ হইবে। তোমরাই ইহার উপযুক্ত পাত্র। দেখ, এই মহাধর্ম্ম, ধর্ম্মের কারণ—অধর্ম্মেরও কারণ; ইহা সৎ ও অসৎ, মুক্তিদাতা ও অমুক্তিদাতা, পরমার্থ ও অপরমার্থ, ইহা কার্য্য ও অকার্য্য, ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং বিবস্ত্রীর ধর্ম্ম ও বস্ত্রধারীরও ধর্ম্ম (২)। অতএব তোমরা "অর্হতেমং মহাধর্ম্মং" মৎপ্রণীত এই মহাধর্ম্মের যোগ্য হও।

মায়ামোহের এইরূপ নানাবিধ বাক্যে দৈত্যগণ বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। তাহারা মায়ামোহের "ইমং ধর্ম্মং অর্হত" এই বাক্য শুনিয়া সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল বলিয়া "অর্হত" নামে বিখ্যাত হইল। এই সকল দৈত্য আবার অন্য অনেক দৈত্যকে স্বমতে আনয়ন করিল, তাহারা আবার অপরাপরকে স্বদলভুক্ত করিল। এইরূপে অতি অল্প কালেই অসংখ্য দৈত্য দেবমার্গবহিষ্কৃত হইয়া স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইল।

অনন্তর মায়ামোহ রক্ত বসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া (৩) উভয় নেত্রে অঞ্জন লেপন পূর্ব্বক অন্যান্য দৈত্যগণের নিকটস্থ হইয়া পশুহিংসার বিরুদ্ধে স্বমত খ্যাপন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে অসুরগণ! পশুহিংসা প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম দ্বারা তোমরা স্বর্গলাভ বা মোক্ষপ্রাপ্তি বাসনা করিতেছ, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। অতএব যদি তোমরা স্বর্গ বা মুক্তি চাও, পশুহিংসা যাগযজ্ঞ

(২) শারীরিক ভাষ্যে জৈনদিগের "সপ্তভঙ্গী ন্যায়" নামে সাতটী ন্যায়ের উল্লেখ আছে। জৈনেরা ভিন্ন ভিন্ন কালে এক বস্তুতে, এককালে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে পরস্পরবিরোধী গুণসকল সঙ্ঘটনের সমন্বয় করিবার নিমিত্ত সাত প্রকার ন্যায় স্বীকার করে, তাহারই নাম সপ্তভঙ্গী ন্যায়। যথা—১ স্যাদস্তি, ২ স্যান্নাস্তি, ৩ স্যাদস্তিচ নাস্তিচ, ৪ স্যাদবক্তব্যঃ, ৫ স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ, ৬ স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ, ৭ স্যাদস্তিচ নাস্তিচাবক্তব্যশ্চ। অর্থাৎ ১ অস্তি, ২ নাস্তি, ৩ অস্তি ও নাস্তি, ৪ অবক্তব্য, ৫ অস্তি ও অবক্তব্য, ৬ নাস্তি ও অবক্তব্য এবং ৭ অস্তি ও নাস্তি ও অবক্তব্য। শারীরিক ভাষ্য, ২ য় অধ্যায়, ২ পাদ, ৩২ সূত্র।

যদিও বিষ্ণুপুরাণ এস্থলে স্পষ্টাক্ষরে সেই সপ্তভঙ্গীন্যায় অবিকল নির্দ্দেশ করেন নাই, তথাপি মায়ামোহের ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সৎ অসৎ, পরমার্থ অপরমার্থ, কার্য্য অকার্য্য, ব্যক্ত অব্যক্ত প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ সাতটী বাক্য সেই সপ্তভঙ্গী ন্যায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। তত্র ২ কল্প।

(৩) বৌদ্ধ উদাসীনেরা রক্তবস্ত্রে অবগুণ্ঠিত হইয়া থাকেন, ইহা বৌদ্ধশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। কাব্য নাটকাদিতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মৃচ্ছকটিক নাটকের অষ্টম অঙ্কেও বৌদ্ধ উদাসীনের প্রবেশে ইহার বর্ণনা আছে। পাঠক ইচ্ছা করিলে সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটক দেখিতে পারেন।

প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও। দেখ, এই সমস্ত জগৎ কেবল বিজ্ঞানময় আধারশূন্য (৪) ও ভ্রান্তিজ্ঞানপর। এই জগৎ রাগাদিবশে নানা দোষাকর হইয়া সংসার সঙ্কটে নিয়ত ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। আমার এই উপদেশ পণ্ডিতগণের আদরণীয়। অতএব তোমরা ইহা সম্যক্ প্রকারে বিদিত হও এবং জগৎকে এই প্রকার জ্ঞান কর। মায়ামোহের এই প্রকার উপদেশে দৈত্য মণ্ডলী তাঁহার মতে মুগ্ধ হইল এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও স্মৃতিপ্রতিপাদ্য ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক, বেদনিন্দা, দেবনিন্দা, যাগাদিকর্ম্মনিন্দা ও ব্রাহ্মণগণের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইল।

অতঃপর মায়ামোহ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিলেন, হিংসায় ধর্ম্মসঞ্চয় হয়, অগ্নিতে ঘৃত দগ্ধ করিলে স্বর্গলাভ হয়, এ সকল মূঢ়ের কথা। যদি শুষ্ক কাষ্ঠ ও শস্যাদি ভোজনে দেবরাজের তৃপ্তি হয়, তবে গো-মেষাদি পশুগণ তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ এই সকল জন্তু কোমলতর বৃক্ষপত্রাদিই ভোজন করে। যজ্ঞে পশুবধ করিলে যদি পশুর স্বর্গলাভ হয়, তবে যজমান

---

(৪) বেদান্তদর্শন ও শারীরিক ভাষ্যকার বলেন, বৌদ্ধদিগের চারি প্রধান মত। ১ বৈভাষিক, ২ সৌত্রান্তিক, ৩ যোগাচার, ৪ মাধ্যমিক। বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মতাবলম্বীরা বাহ্যবস্তু ও বিজ্ঞান উভয়ই স্বীকার করে। কিন্তু বাহ্যবস্তু ক্ষণিক, যখন প্রত্যক্ষ হয়, তখনই তাহাদের সত্তা থাকে, পরক্ষণেই তাহার ধ্বংস হয়। যোগাচার মতাবলম্বীরা বাহ্যবস্তু স্বীকার করে না, কেবল বিজ্ঞান মাত্র স্বীকার করে। তাহাদের মতে "স্বপ্নাদিবচ্চেদং দ্রষ্টব্যং। যথাহি স্বপ্নমায়ামরীচ্যুদকগন্ধর্ব্বনগরাদি প্রত্যয়াঃ বিনৈব বাহ্যার্থেন গ্রাহ্যগ্রাহকাকারাভবন্তি এবং জাগরিতগোচরাঅপি স্তম্ভাদিপ্রত্যয়া ভবিতুমর্হন্তীত্যবগম্যতে প্রত্যয়ত্বাবিশেষাৎ।" শারীরিক ভাষ্য ২ য় অধ্যায়, ২ পাদ ২৮ সূত্র। এই জগৎ স্বপ্নাদিবৎ দৃষ্ট হইতেছে। যেরূপ স্বপ্ন মায়া অর্থাৎ ইন্দ্রজাল, মরীচিকা-জল, গন্ধর্ব্বনগরাদি বাস্তবিক বাহ্য পদার্থ না হইয়াও গ্রাহ্যগ্রাহকরূপে বাহ্যবস্তুর ন্যায় প্রতীত হইতেছে, সেইরূপ জাগরিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ দৃষ্ট স্তম্ভাদিরও সেইরূপ প্রতীতি হইতে পারে। উভয়ত্র প্রতীতির ভিন্নতা নাই। মাধ্যমিক মতাবলম্বীরা বাহ্যবস্তু ও বিজ্ঞান কিছুই স্বীকার করে না, এই মতে সকলই শূন্য। বেদান্তদর্শন যোগাচারমতাবলম্বিদিগকে বিজ্ঞানবাদী এবং মাধ্যমিক মতাবলম্বিদিগকে শূন্যবাদী বলিয়া তাহাদের খণ্ডন করিয়াছেন। বেদান্তদর্শন ২ য় অধ্যায়। ২ পাদ ২৮—৩২ সূত্র। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার "জগৎ বিজ্ঞানময়" মায়ামোহের এই বাক্যকে যোগাচার মতপোষক বলিয়া গিয়াছেন এবং "জগৎ আধার শূন্য" এই বাক্যকে মাধ্যমিক মতপোষক বলিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি ভোটদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই চতুর্ব্বিধ মতের আলোচনা দেখা যায়। তত্ত্ব ২ কল্প।

আপনার পিতাকে বলিদান করুক। তাহাতে অনায়াসে তাহার স্বর্গলাভ হইবে। মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধের প্রয়োজন নাই। পিণ্ডদানে মৃতের যদি তৃপ্তি হয়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে তৎপুত্র শ্রাদ্ধ করিলেই ত তাহার উদর পূর্ণ হইতে পারে। অতএব হে দৈত্যগণ! যদি তোমাদের নির্ব্বাণ মুক্তির বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমার এই যুক্তিযুক্ত অভ্রান্ত বাক্য গ্রহণ কর। মায়ামোহের এই সকল বাক্যে সমস্ত দৈত্যই তাঁহার মতাবলম্বী হইল। তখন দেবগণ অনায়াসে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন (৫)।

বিষ্ণুপুরাণ মায়ামোহকে বুদ্ধনামধারী নারায়ণের অংশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইঁহার মতে লোককে কুপথগামী করাই এই অবতারের উদ্দেশ্য এবং বুদ্ধদেব পাষণ্ড ও নাস্তিক ছিলেন, জগতে নাস্তিকতা প্রচার করাও ইঁহার উদ্দেশ্য। এরূপ লেখা অসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, যে সময়ে বৈদিক ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ ভারতবর্ষে একাধিপত্য করিতেছিল, ব্রাহ্মণগণের অসীম ক্ষমতা যে সময়ে ভারতে অনির্বার্য্যবেগে প্রবাহিত হইছিল, সে সময়ে ব্রাহ্মণনিন্দা, বেদনিন্দা, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডাদির নিন্দা, কখনই পুরাণাদি শাস্ত্রকর্ত্তারা সহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা যে বুদ্ধদেবকে নাস্তিক, বৌদ্ধধর্ম্মকে পাষণ্ড ধর্ম্ম ও তদ্ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে দৈত্য অসুর প্রভৃতি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত করিবেন তাহা বিচিত্র নহে।

যাহা হউক, বিষ্ণুপুরাণ মায়ামোহকে বিষ্ণুর শরীর হইতে উৎপন্ন, এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু অগ্নিপুরাণ মায়ামোহকে শুদ্ধোদনের পুত্র বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইঁহার জননীর নামোল্লেখ করেন নাই (৬)। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে বুদ্ধদেবকে শুদ্ধোদনের ঔরসে মায়ার গর্ভে জাত বলিয়া

---

(৫) এই সকল বাক্য চার্ব্বাকমতানুযায়ী। ইহার আচার্য্য বৃহস্পতি। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার এই সকল উপদেশকে "লোকায়তিক" মতের অভিপ্রায় বলিয়া গিয়াছেন। লোকায়তিক ও চার্ব্বাক উভয় মতই এক প্রকার। শঙ্করাচার্য্যের সূত্রভাষ্যে ৩ অধ্যায় ৩ পাদ ৫৩ সূত্রে ইহার খণ্ডন করা হইয়াছে। ইহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। যেমন নানা শস্যের একত্র সংযোগে এক মাদকতা শক্তির জন্ম হয়, তদ্রূপ নানা জড়বস্তুর সংযোগে এক মাত্র চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। ইহারা ক্ষিতি, জল, অগ্নি ও বায়ু এই চারি ভূত স্বীকার করে। এই চারি সংযোগে যাবতীয় সৃষ্টি, দেহরূপ আশ্রয় ভঙ্গ হইলে চৈতন্যেরও লোপ হয়। পরকাল নাই।

(৬) "মায়ামোহস্বরূপোঽসৌ শুদ্ধোদনসুতোঽভবৎ।" অগ্নিপুরাণ ১৭ অধ্যায়।

বর্ণন করা হইয়াছে। তদনুসারে অমর সিংহও স্বীয় অভিধানে তাহা স্বীকার করিয়াছেন (৭)। শ্রীমদ্ ভাগবত বুদ্ধদেবকে অঞ্জনের (৮) পুত্র বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধ ইতিহাস মহাবংশের মতে অঞ্জনের কন্যা মায়ার গর্ভে শুদ্ধোদনের ঔরসে বুদ্ধদেবের জন্ম। আবার লিঙ্গপুরাণের ৭০ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, বিষ্ণু আপন শরীর হইতে মায়ী নামা পুরুষের ও সম্মোহন নামক শাস্ত্রের সৃষ্টি করেন। মায়ী সেই শাস্ত্রের উপদেশ দিয়া ত্রিপুরাসুরকে মোহিত ও বৈদিক ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট করেন, তাহার পর মহাদেব অনায়াসে তাহার বিনাশ সাধনে সমর্থ হন। এই মায়ী পুরুষই বুদ্ধদেব ও সম্মোহন শাস্ত্রই বৌদ্ধশাস্ত্র।

কাশীখণ্ডের মত পুরাণের মত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কাশীখণ্ডের ৫৮ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, সূর্য্যবংশীয় পরম ধার্ম্মিক দিবোদাস নামে এক রাজা কাশী অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠানে দেবগণ মহাশঙ্কিত হন। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক রাজা তৎকালে পৃথিবীতে আর ছিল না। তাঁহার প্রজাগণও রাজ দৃষ্টান্তে পরম ধার্ম্মিক ও ন্যায়পর হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ ভাবিলেন, হয় ত দিবোদাস ধর্ম্মবলে তাঁহাদিগের অধিকার গ্রহণ করিবেন। অতএব ইহার ধর্ম্ম লোপ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এ দিকে দেবাদিদেব মহাদেবও কাশী বিচ্ছেদে মহাশোকাকুল হইয়াছিলেন।

অনন্তর মহাদেব ভগবান বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া দিবোদাসের ধর্ম্ম ভ্রংশের জন্য অনুরোধ করিলেন। তাহাতে বিষ্ণু স্বয়ং বুদ্ধরূপ পরিগ্রহ

---

(৭) " স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ॥" অমরসিংহ।

শুদ্ধোদনের ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে গৌতম বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহার অপর নাম শাক্যসিংহ, সর্ব্বার্থসিদ্ধ ও অর্কবন্ধু।

(৮) " ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাং।
বুদ্ধোনামাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ১ ম স্কন্ধ, ৩ অধ্যায়। ২৫ শ্লোক।

অনন্তর কলিযুগ উপস্থিত হইলে ভগবান বিষ্ণু অসুরগণের মোহের নিমিত্ত অঞ্জনপুত্র বুদ্ধ নামে গয়াপ্রদেশে অবতীর্ণ হইবেন।

করিলেন। পদ্মালয়া লক্ষ্মী পরিব্রাজিকারূপ ধারণ করিয়া " বিজ্ঞান কৌমুদী নাম গ্রহণ করিলেন। গরুড় পুণ্যকীর্ত্তি নামে তাঁহার শিষ্য হইলেন। অনন্তর শিষ্য পুণ্যকীর্ত্তি, গুরু বুদ্ধদেবের উপদেশানুসারে কাশীমধ্যে গমন করিয়া চারিদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন। "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" উচ্চৈঃস্বরে এই বাক্য কীর্ত্তন করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এ দিকে পরিব্রাজিকা বিজ্ঞানকৌমুদীও কাশীস্থ কহিলাবর্গের নিকট উক্ত ধর্ম্ম ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এইরূপে অতি অল্প দিবসেই কাশীতে যুগান্তর উপস্থিত হইল। দিবোদাসের প্রজারা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণদের আধিপত্য বিলুপ্ত হইল। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড তিরোহিত হইল। এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া দিবোদাস নিরতিশয় ক্ষুব্ধ ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িলেন, সুতরাং মহাদেবের ও দেবগণের মনোবাঞ্ছা অচিরাৎ পূর্ণ হইল।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা বুদ্ধদেবকে লইয়া এই প্রকার নানা অদ্ভুত কল্পনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু বুদ্ধদেব বাস্তবিক একজন পরম ধার্ম্মিক ঈশ্বরপরায়ণ সাধুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রণালীও বিলক্ষণ মার্জ্জিত। বুদ্ধদেব যে সময়ে জন্ম পরিগ্রহ করেন, তৎকালে বৈদিক ধর্ম্ম জাগ্রৎ ও জ্বলন্তভাবে ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছিল।

বৌদ্ধদিগের মতে বুদ্ধদেব গয়া প্রদেশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। পুরাণ শাস্ত্রকারেরা বলেন, নর্ম্মদা নদীতটে মগধ দেশে ও বারাণসীতে প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার হয়। সুতরাং এ অংশে উভয় মতে বড় বিভিন্নতা নাই।

নাড়ীপরীক্ষা।

(গত প্রকাশিতের ১৮৪ পৃষ্ঠার পর)

নাড়ীর অন্যান্য অবস্থা অবগত হইবার জন্য কফোণির উপরিভাগে ক্রমান্বয়ে তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি চতুষ্টয় সন্নিবেশ করিবে। তিনটি অঙ্গুলি দ্বারাও নাড়ীর গতি প্রকৃতি অবগত হওয়া যায়। এতদ্দেশীয় চিকিৎসকগণ এই শেষোক্ত প্রথাই সর্ব্বত্র অবলম্বন করিয়া

থাকেন। কিন্তু ধমনির যত অধিক স্থান ব্যাপিয়া অঙ্গুলিনিপীড়ন করা যাইবে, নাড়ীর গমন ততই উত্তমরূপ জানিতে পারা যাইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এদেশীয় সাধারণ লোকের মনে এরূপ বিশ্বাস আছে যে তর্জ্জনী দ্বারা মনুষ্যের ধাতুগত বায়ুর উপলব্ধি হয়; মধ্যমার দ্বারা পিত্ত এবং অনামিকা দ্বারা অন্তর্গত শ্লেষ্মার জ্ঞান জন্মে। এই কুসংস্কার জন্মিবার একটী বিশেষ কারণ আছে। বৈদ্যক নাড়ী পরীক্ষা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়—

আদৌচ বহতে বাতোমধ্যে পিত্তন্তথৈব চ।
অন্তেচ বহতে শ্লেষ্মা নাড়িকাত্রয়লক্ষণং।

আদিতে বায়ুর গতি, মধ্যে পিত্তের গতি এবং অন্তে শ্লেষ্মার গতি; এইরূপ লক্ষণত্রয় দ্বারা নাড়ীর জ্ঞান জন্মে।

এস্থলে " আদিতে " এই শব্দে কি বুঝিতে হইবে? আদিতে অর্থাৎ প্রথমে সংস্থাপিত তর্জ্জনী কি ইহার অভিপ্রেত? সুপণ্ডিত প্রাজ্ঞ বৈদ্যগণ এই ব্যাখ্যা করেন যে ধমনী নিপীড়নের পরক্ষণেই যে আবেগ অনুভূত হয়, তাহাকেই " আদি " বিবেচনা করিতে হইবে। এই ব্যাখ্যা কতদূর সুসংগত বলা যায় না। ধমনী পেষণের পূর্ব্বক্ষণেই যদি বায়ু স্পন্দিত হইয়া থাকে তবে পেষণানন্তর পুনর্ব্বার বায়ুস্পন্দন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বৈদ্যগণ কহিয়া থাকেন, বায়ুর পর পিত্তের গতি; তবে পিত্তবোধক স্পন্দন কেন না হয়? যাহা হউক, এক একটী বিশেষ অঙ্গুলিতে দৃঢ়বেগ দ্বারা যে বায়ু পিত্ত ও কফ বোধ হইতে পারে, শাস্ত্রকারদিগের কখনই এরূপ অভিপ্রায় নয়। বায়ু পিত্ত ও কফ প্রকুপিত নাড়ীর গমনস্বভাব এক একটী উদাহরণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

বাতাদ্বক্রগতা নাড়ী, চপলা পিত্তবাহিনী।
স্থিরা শ্লেষ্মবতী নাড়ী মিশ্রিতে মিশ্রিতা ভবেৎ।

বায়ুজন্য নাড়ীর বক্রগমন, পিত্ত জন্য চঞ্চল গমন এবং শ্লেষ্মা জন্য মন্দগমন হয়। উভয় দ্বন্দ্বজে ও ত্রিদোষে মিলিত গতি হইয়া থাকে।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে পিত্ত জন্য নাড়ী দ্রুতগামিনী এবং শ্লেষ্মা জন্য নাড়ী মন্দগামিনী হয়। স্থিরতা ও চপলতা উভয়ে বিরোধ ভাব। অতএব ইহাদের উভয়ের মিলিত গতি কিরূপে সম্ভাবিত হয়? ইহার

মীমাংসা এই যে এতদুভয় দ্বন্দ্বজে নাড়ী ক্ষণচঞ্চলা ও ক্ষণমন্দগমনা হইয়া থাকে।

তথাচ—

সর্পজলৌকাদিগতিং বদন্তি বিবুধাঃ প্রভঞ্জনেন নাড়ীং।
পিত্তেন কাকলাবকভেকাদিগতিং বিদুঃ সুধিয়ঃ॥
রাজহংসময়ূরাণাং পারাবতকপোতয়োঃ।
কুক্কুটাদিগতিং ধত্তে ধমনী কফসংবৃতা॥

বায়ুবৃদ্ধি সত্ত্বে সর্প ও জলৌকাদির ন্যায় নাড়ী (বক্র) গমনশীলা; পিত্তবৃদ্ধিতে নাড়ী কাকলাবক ও ভেকাদির ন্যায় (চঞ্চলা) গতিমতী; এবং কফপ্রকোপে নাড়ী রাজহংস, ময়ূর, পারাবত কপোত ও কুক্কুটের ন্যায় ধীর গতি ধারণ করে।

তিন প্রকার নাড়ীবোধের জন্য এই প্রকার বিশেষণ ও উদাহরণ বাক্যই দৃষ্ট হয়, একটী মাত্র কঠিন বেগের দ্বারা কোন বিশেষ অবস্থা মীমাংসার কথা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অন্য একটী শ্লোকে দেখা যাইতেছে যে অঙ্গুষ্ঠ মূলের অধোভাগে অঙ্গুলিদ্বয় স্থানব্যাপিনী বায়ুর দ্বারা গতিমতী নাড়ী সর্ব্বদা পরীক্ষা করিবে যথাঃ—

অঙ্গুষ্ঠমূলমধিপশ্চিম বামভাগে নাড়ী প্রভঞ্জনগতিঃ সততং পরীক্ষ্যা।

যদি নাড়ীর গমন অঙ্গুলিদ্বয় পরিসর স্থানব্যাপী হয়, তবে ক্রমান্বয়ে তিনটী অঙ্গুলি দ্বারা উহার তিনরূপ অবস্থা কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? প্রথমের শ্লোকটীতে যেমন সর্ব্বাগ্রে বায়ুর গতি নির্ণয় করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, অন্য একটী শ্লোকে আবার দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ পিত্তের গতি অগ্রে স্থির করিতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে যথাঃ—

আদৌ চ বহতে পিত্তোমধ্যে শ্লেষ্মা তথৈব চ।
অন্তে প্রভঞ্জনো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥

আদিতে পিত্তগতি; মধ্যে শ্লেষ্মাগতি এবং অন্তে বায়ুর গতি; সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

এইরূপ জ্ঞান করিবার একটী বিশেষ যুক্তিসংগত তাৎপর্য্য আছে। "নাড়ী প্রভঞ্জনগতিঃ" (পবন দ্বারা সঞ্চালিতা নাড়ী) যখন এরূপ অনুমান করা হইয়াছে, তখন পরিচালকের অবশ্যই পশ্চাতে থাকা আবশ্যক।

পিত্ত অগ্নিস্বরূপ; অগ্নিই তেজঃ। এই জন্য পিত্তকে সর্ব্বাগ্রগণ্য করা হইয়াছে। যাহা হউক, আদৌ মধ্যে এবং অন্তে এই তিনটী শব্দের অধুনা যত প্রকার ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোনটীই উপযোগী বোধ হয় না এবং শরীরতত্ত্বের নিয়মানুসারে কোনটীই বিবেচনাসঙ্গত ও মনঃপূত জ্ঞান করিতে পারা যায় না। ঐ শব্দত্রয় সঙ্কলিত শ্লোকদ্বয়ে বোধ করি কোন গূঢ় তাৎপর্য্য অন্তর্নিহিত থাকিবে, এপর্য্যন্ত তাহার উদ্ধার হয় নাই। নাড়ীমান যন্ত্রদ্বারা মেরি (১) এবং তন্মতাবলম্বী চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে মনুষ্যের নাড়ী দ্বিকুঞ্চিত (২) আকার বিশিষ্ট অর্থাৎ নাড়ীর প্রধান স্পন্দন তরঙ্গ এককালে পর্য্যবসিত না হইতেই আর একটী সামান্যরূপ আবেগ উপস্থিত হয়। এই আবেগ প্রবল নয় এই জন্য অঙ্গুলি দ্বারা উহার অস্তিত্ব অনুভব করা অনেক স্থলেই কঠিন হইয়া উঠে। নাড়ীমান যন্ত্রদ্বারা দ্বিকুঞ্চিত নাড়ী পরীক্ষা করিয়া পরে সেই নাড়ী অঙ্গুলি দ্বারা পরীক্ষা করাতে দেখা হইয়াছে যে প্রতি স্পন্দনের মধ্যে এক একটী খাত অনুভূত হয়। এই খাত ক্ষণ বিলুপ্তির অনুরূপ নয়। এক্ষণে এই শাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন দ্বারা স্থির হইয়াছে যে সুস্থাবস্থায় নাড়ী ত্রিকুঞ্চিতরূপ (৩) বিশিষ্ট। এই ত্রিকুঞ্চিত, দ্বিকুঞ্চিত এবং সামান্য কুঞ্চিতরূপ কিপ্রকার তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে, এস্থলে এই মাত্র উল্লেখ করা আবশ্যক যে নীরোগদেহে নাড়ী ত্রিকুঞ্চিত, পীড়িতাবস্থায় দ্বিকুঞ্চিত এবং সাংঘাতিক দশায় সচরাচর এক কুঞ্চনবিশিষ্ট হইয়া থাকে (৪)।

---

1. See Physiologic Medical de la circulation du Sang, &c. by E. I. Marey, Paris 1863.

2. Dicratous.

3. It is likewise peculiar in being broken by two undulations or notches showing that the pulse in health is registered as tricratous, instead of decratous as taught by Marey and those of his followers who taught there was only a single undulation. Dr. T. W. Tanner. See also Ors. Sanderson, Faster, Anstie and Wolff.

4. Remarks on the Spymograph by Dr. Wolff in the British and foreign Medico chirurgical Review. No. 83, P. 15, London July 1868.

See also Dr. Tanner. The pulse curve in health has a tricratous form, but in fever this curve has a tendency to become decratous or even monocrotous.

আমাদের দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রের মতানুসারে ধাতুগত বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মার সমান অবস্থিতি কি নাড়ীর সুস্থাবস্থার ত্রিকুঞ্চিতা গতি? দ্বন্দ্বজ পীড়ায় ধাতু বাতপিত্তাত্মক, পিত্তশ্লেষ্মাত্মক এবং বাতশ্লেষ্মাত্মক হইয়া থাকে। উহাই কি এক্ষণকার দ্বিকুঞ্চিতরূপ? মুমূর্ষু দশায় ধাতু ত্রিদোষ সংস্পৃষ্ট হয়, তাহাই কি এক কুঞ্চিত গতি? কি সুস্থাবস্থায় কি পীড়িতাবস্থায় সকলেরই নাড়ী দুইরূপ মিশ্রিত ধাতুবিশিষ্ট এবং নাড়ীর এক একটী আকুঞ্চন রেখা যদিও কোন বিশেষরূপ ধাতুর পরিচয় করিয়া দেয় না, কিন্তু বোধ হয় প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদবেত্তা ঋষিগণ সুস্থাবস্থায় নাড়ীর ত্রিকুঞ্চিত গতির বিষয় অবগত হই য়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহাদের আন্তরিক অভিপ্রায় কি তাহা কে বলিতে পারে? যাহা হউক, অধ্যাপকগণ উপরের লিখিত বিবাদাশ্রিত শ্লোকদ্বয়ের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন, তাহা শব্দার্থে সংগত হইলেও প্রকৃত বিষয়ীভূত নয়। যেরূপ অভিনব ব্যাখ্যা ও মর্ম্মার্থ উপরে প্রকাশ করা হইল, সকলে তাহা কতদূর প্রশস্ত জ্ঞান করিবেন বলিতে পারা যায় না, কিন্তু বিবেচনা হয় যে ঐরূপ ব্যাখ্যা অবলম্বন করিলে "আদৌ" "মধ্যে" এবং অন্তে এই শব্দের প্রকৃত মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারা যায় এবং সকল বিবাদ ভঞ্জন হইয়া যায়। যাঁহারা নাড়ী নিপীড়নের পরক্ষণেই বায়ুর জ্ঞান প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, এই নূতন ব্যাখ্যাও তাঁহাদের মতের অধিক দূর-বর্ত্তী নয়। নাড়ীমান যন্ত্রদ্বারা যত দূর সিদ্ধান্ত হইয়াছে, সুবিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎ-সকগণ সেই সমস্ত উত্তমরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া এই মতের সমর্থন করি-বেন সন্দেহ নাই।

এক একটী অঙ্গুলিতে নাড়ীর স্পন্দন দ্বারা ধাতুগত বিশেষ বিশেষ অবস্থা জানিতে পারা যায়, সাধারণ লোকের মনে এই যে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া আছে, উহা কি চন্দ্রবিম্বপ্রতিফলিত বৃক্ষের ছায়ারূপ ভূতপ্রেতাদি উপদেবতা? নাড়ীপরীক্ষা কালে অঙ্গুলি সংস্থান বিষয়ে কথিত আছেঃ—

সবেন সা বিধৃত কূর্পরভাগভাজা পীড্যাথ দক্ষিণকরাঙ্গুলিকাত্রয়েণ। নাড়ীপরীক্ষক বামহস্তদ্বারা রোগীর কূর্পর স্থান ধারণ করিয়া দক্ষিণকরের অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা উক্ত স্থানে নাড়ী পীড়ন করিবেন।

নাড়ীর উপর অঙ্গুলি সংযোগের এরূপ নিয়ম করিয়া যখন "আদৌ বহতে বাতঃ" এই কথা উল্লিখিত হইল, তখন "আদিতে" ইহা দ্বারা "প্রথম অঙ্গু-

লিতে” এ প্রকার অভিপ্রায় যে অনুমিত হইবে, তাহা বিচিত্র নয়। সত্য সত্যই কি অঙ্গুলি বিশেষে বেগদৃঢ়তার তারতম্য ঘটে না? বৃদ্ধ ব্যক্তির ও সবলকায় যুবাপুরুষের পীড়ার কঠিন অবস্থায় কিম্বা সাতিশয় দৌর্ব্বল্যে তর্জ্জনীতে অতি কোমল ও মৃদুবেগ অনুভূত হয়। রক্তের স্বল্পতা ও ধমনীর নিস্তেজস্কতাই উহার কারণ। জীবনী শক্তি হ্রাস হইলে সর্ব্বপ্রথমে অধঃ ও উর্দ্ধ শাখাচতুষ্টয়ের অন্তর্ভাগ, কর্ণ, নাসিকা, ওষ্ঠ ও জিহ্বাদি শীতল হইতে আরম্ভ হয়; ইহার তাৎপর্য্য এই যে তদবস্থায় রক্তস্বল্পতা ও হৃৎপিণ্ড, ধমনী এবং কৈশিক নাড়ী-জালের দুর্ব্বলতা জন্য দেহের সর্ব্বত্র আবশ্যক মত রক্ত সঞ্চালিত হয় না, সুতরাং তত্তৎস্থল উপযুক্ত পোষণাভাবে অবসন্ন হইয়া পড়ে। বৃক্ষের যেমন রস, রক্ত সেইরূপ দেহের জীবন, রক্তই সেইরূপ দেহের সন্তাপ। সেই রক্তের অভাবে অবসাদন ভিন্ন আর কি ঘটিতে পারে? যাঁহারা বিরুদ্ধ মতের পক্ষপাতী, পীড়ার দুরূহ অবস্থায় তাঁহারাও রক্ত ও হৃৎপিণ্ডাদি এই সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া থাকেন। অতএব ঐ ভ্রান্তিসংকুল মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের বাক্য সর্ব্বত্র উপেক্ষণীয় নয়।

বাত-শ্লেষ্মদোষগ্রস্ত দ্বন্দ্বজ নাড়ী ইহার আর একটী দৃষ্টান্ত স্থল। তর্জ্জনী ও অনামিকাতে নাড়ী শিথিল ও চেপ্‌টা ভাবে অনুভূত হইতে থাকে এবং মধ্যমায় ঈষল্লুপ্তভাব। পূর্ব্বে দ্বিকুঞ্চিত নাড়ীর যে খাত কথিত হইয়াছে, এই মধ্য বিলুপ্তিই তদবস্থা। অতএব এইরূপ পরীক্ষাতেও ব্যাধির উৎকটতা গুপ্ত থাকে না।

সুস্থ অবস্থায় তর্জ্জনী ও মধ্যমায় যেরূপ স্পন্দনের প্রবলতা অনুভব করিতে পারা যায়, অনামিকায় সেরূপ যায় না; তাহার কারণ এই যে অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে রাণ্ডিয়াল ধমনী ক্রমে মাংসপেশীমণ্ডলীতে অন্তর্ব্বাহিনী হইয়াছে। সুতরাং নবজ্বরে ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রে প্রদাহ হইলে উহা পুষ্ট ও উত্তেজিত হইয়া থাকে, তখন উহার বেগ প্রবলতর হওয়ায় সকল অঙ্গুলিতেই প্রখর স্পন্দন অনুভূত হয়। যাঁহারা বলেন যে অনামিকায় স্পন্দনের আধিক্য হইলে শ্লেষ্মার প্রাধান্য বুঝায়, তাঁহাদের মত সহজ উপায় দ্বারা খণ্ডন করা যাইতে পারে। সুরাপান করিলে উন্মত্ত অবস্থায় বায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কি জন্য তবে তৎকালে অনামিকার বেগাধিক্য অনুভব করা যায়? উত্তেজনাই উহার মূলকারণ।

রক্তদোষ পরিজ্ঞানের উপায়ভূত আর একটী শ্লোক দৃষ্ট হয়ঃ—

মধ্যে করে বহেন্নাড়ী যদি সন্তাপিতা ধ্রুবং।
তদা নূনং মনুষ্যস্য রুধিরং পূরিতং মলাৎ॥

যদি মধ্যে করে নাড়ী উষ্ণ অনুভব হয়, তবে নিশ্চয় সেই মনুষ্যের রক্ত দোষে পূর্ণ হইয়াছে।

এটী আবার কোন্ " মধ্যে "? এখানে মধ্যে কি করের বিশেষণ এবং কর শব্দে কি অঙ্গুলি বুঝিতে হইবে? অথবা করে অর্থাৎ হস্তে " বহেন্নাড়ী " এইরূপ বুঝিতে হইবে এবং মধ্যে শব্দটী পূর্ব্ববিতর্কিত " আদৌ " " মধ্যে " ও " অন্তের " কুটিল ভাবাত্মক সেই মধ্যে? এই বিষয়ের অভ্রান্ত মীমাংসার জন্য কয়েক জন ইরিসিপেলাস্ ও ইউরিমিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নাড়ী বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক পরীক্ষা করা হইয়াছিল। মধ্যমার অপেক্ষাকৃত দৃঢ়-তর আবেগ দৃষ্ট হইল না। দুটী ইউরিমিয়া রোগীতে পাল্‌সাস্ কাপ্রিসান্সের লক্ষণমাত্র অনুভূত হইয়াছিল। এইরূপ নাড়ীর প্রথম স্পন্দনটী অতি মৃদু ক্ষীণ ও শিথিল; অত্যল্পকাল বিরামের পর দ্বিতীয় স্পন্দনটী অপেক্ষাকৃত স্থূল ও দৃঢ়, এবং তৎপরে যেন কোন অবরোধজনিত শ্রমাভিভূত হইয়া শিথিল ও ক্ষুদ্র বেগ উপস্থিত হয়। এইরূপ নাড়ী অচিরে অপরিহার্য্য বিপৎ-পাতের সূত্রধরস্বরূপ হয়।

তর্জ্জনীতে দৃঢ় স্পন্দন দ্বারা বায়ুজ্ঞান, মধ্যমাতে পিত্ত ও অনামিকাতে শ্লেষ্মজ্ঞান যে কোনক্রমে যুক্তিসংঙ্গত হইতে পারে না, আর একটী বচনদ্বারা তাহা বিশেষরূপ প্রতীয়মান হইতেছে। সে প্রমাণটী অখণ্ডনীয় দধীচি-মুনির বজ্রাস্থি স্বরূপ নাড়ীক্রম বিষয়ে উল্লিখিত হইয়াছে, যে—

পূর্ব্বং পিত্তগতিং প্রভঞ্জনগতিং শ্লেষ্মাণমাবিভ্রতীং।
সন্তানভ্রমণং মুহুর্ব্বিদধতীং চক্রাধিরূঢ়ামিব।

প্রথমে পিত্তগতি, তৎপরে বায়ুগতি তদনন্তর শ্লেষ্মগতি ক্রমান্বয়ে অনুভব হয় এবং চক্রাধিরূঢ়ার ন্যায় নাড়ী ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকে ইত্যাদি—

যদি তর্জ্জনীতে দৃঢ়বেগ অনুভব হইলে বায়ুর প্রবলতা বুঝায়, তাহা-হইলে এই বিপরীত গতির সময় সেই তর্জ্জনীতে দৃঢ় স্পন্দন দ্বারা কিরূপে পিত্তবোধ সম্ভব হইতে পারে? অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে কোন

বিশেষ অঙ্গুলিতে বেগাধিক্য যে বায়ু পিত্ত কফাদির প্রাবল্যের পরিচয় করিয়া দেয়, সূত্রকারের এমত অভিপ্রায় নয়। নাড়ীর ত্রিকুঞ্চিতাদি রূপের সহিত এই বিপরীতভাবের সামঞ্জস্য হইতে পারে কি না যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

স্থূলকল্পে একরূপ সপ্রমাণ হইল যে একটী অঙ্গুলিতে বেগাধিক্য দ্বারা নাড়ী পরীক্ষা করা উল্লিখিত পরস্পর বিরোধী শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্ম নয়। অতএব এই সিদ্ধান্ত হইতেছে পরীক্ষাকালে তিনটী অথবা চারিটী অঙ্গুলি ধমনীর উপর সংযোগ করিবে এবং ক্রমান্বয়ে একটী একটী অঙ্গুলি তুলিয়া পুনর্ব্বার নিপীড়ন পূর্ব্বক লম্ববতী ধমনীর আকার ও গমনের প্রণালী বারম্বার পরীক্ষা করিয়া নাড়ীর সুস্থাসুস্থ ও শুভাশুভ ভাবের উপলব্ধি করিবে। দুরূহ পীড়ায় নাড়ী একবার পরীক্ষা করিয়া অর্দ্ধঘণ্টা পরে পুনর্ব্বার পরীক্ষা করা চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এইরূপ তিন চারি বার বিশেষ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিলে পীড়ার হ্রাস বৃদ্ধি ও যথার্থ স্বভাব উত্তমরূপ জানিতে পারা যায়।

অনেক স্থলে নাড়ীকে অবহেলা করিয়া পরিশেষে চিকিৎসককে স্বীয় ঔদাসীন্য জন্য দারুণ অনুশোচনা করিতে হয়। নাড়ীপরীক্ষা কিছুতেই অনাদরণীয় নয় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকের উহার প্রতি এরূপ বিরাগ ও অশ্রদ্ধা আছে যে নাড়ী পরীক্ষার কথা শুনিলে তাঁহাদের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সত্য বটে অনেক স্থলে নাড়ীপরীক্ষা দ্বারা ব্যাধির প্রকৃত অবস্থা স্থির করিতে পারা যায় না; কিন্তু সেটী নাড়ীর দোষ নয়, আমাদের হ্রস্ব বুদ্ধির দোষ—অসাধ্য ও অভেদ্য নিগূঢ় তত্ত্ব নয়, সেটী কঠিন বিষয়। যেমন ব্যাধির অন্যান্য সমস্ত নিদানতত্ত্ব আমরা সম্যক অবগত নই, নাড়ীরও আময়িক অবস্থার সকল প্রকৃতি আমরা সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত নই। ধর্ম্ম ও চিকিৎসাতত্ত্ব নিরবচ্ছিন্ন যে এইরূপ জটিল ও ও অস্পষ্ট থাকিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহা হউক, নাড়ী পরীক্ষার প্রতি ঔদাসীন্যই যে উহাকে এত কুটিল ও তিমিরাবৃত করিয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ডাক্তার হুপারও এই কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (৫)। নাড়ী পরীক্ষা করা নিষ্ফল, আজি কালি

The fallaciousness of the pulse has passed into a proverb; and

ইংরাজি চিকৎসকের মধ্যে অনেকের মুখে এই কথাটী একরূপ প্রবাদ বাক্য হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা নাড়ী পরীক্ষাতে অবহেলা করেন, এই প্রবাদ বাক্যই তাঁহাদের দোষাপনয়নের প্রধান সম্বল। নাড়ী পরীক্ষা করা নিষ্ফল ইহা না বলিয়া যদি নাড়ী পরীক্ষা করা সুকঠিন, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে বৃথা অলস না হইয়া তবু যত্নবান হইতে অভিলাষ জন্মে।

নাড়ী দেহতরণীর কর্ণস্বরূপ—নাড়ীর গমন দেখিয়া দেহ কোন্ পথের অভিমুখ, স্বাস্থ্য, কৃচ্ছ্র অথবা লয়ের অভিমুখ, তাহা জানিতে পারা যায়। যে চিকৎসক মনোনিবেশপূর্ব্বক নাড়ী পরীক্ষা করিবেন, অনেক স্থানেই তাঁহার শ্রম ও যত্ন সার্থক হইবে, অনেক স্থানেই তিনি মধুর ফল উপভোগ করিবেন। এই শাস্ত্র বিভাগে এই একটী নিগূঢ় সন্ধান আছে, চিকৎসক নাড়ী পরীক্ষাবিষয়ে পুস্তকে যে সকল লক্ষণাদি পাঠ করিবেন, কার্য্যকালে কেবল তৎসমুদায়ের উপর নির্ভর করিবেন না। রূপ, রস, গন্ধাদি বাক্যে ব্যাখ্যাত হয় না। প্রতি ব্যক্তির নাড়ীর গমনপ্রকৃতি তিনি মনে ধারণা করিয়া রাখিবেন এবং আমূল শেষ পর্য্যন্ত তাহার শুভাশুভ ফলের প্রতি বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। এরূপ না করিলে এই কঠিন বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মিবার উপায়ান্তর নাই। নাড়ীর যে এক প্রকার বিশেষ গতি আছে, স্পর্শশক্তিই তাহার পরিচয় লাভ করিতে পারে, বাক্যে তাহা প্রকাশিত হয় না। সেইরূপ গতির যে কি ভাবী ফল, সে বিষয়ের জ্ঞান কেবল রোগিশয্যা সন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া অধ্যবসায় ও মনোনিবেশ সহকারে অবস্থাদর্শনাদি করিলে উপলব্ধি হইতে পারে।

এক্ষণে নাড়ীর অন্যান্য অবস্থার বর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। সুস্থ দেহী যুবা পুরুষের নাড়ী সম, ঈষৎস্থূল, কোমল ও সরল ভাবে অঙ্গুলিতে স্পন্দিত হয়। শিশু ও স্ত্রীলোকের সুস্থ নাড়ীর গতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও বেগ-

the proverb has furnished a good excuse for the neglect with which it has been treated. Substitute the ward 'difficult' for the ward fallacious and we have a notice for industry instead of an apology for idleness.

The pulse can only be fallacious to the extent to which we are ignorant of it. Hooper's Physician's Vade Mecum.

বতী। বৈদ্যক গ্রন্থে সুস্থ ব্যক্তির নাড়ীর ভুলতাগমনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে (ভুলতাগমনপ্রায়া স্বস্থ স্বাস্থ্যময়ী শিরা) অপর একটী শ্লোকে দৃষ্ট হয়—

প্রাতঃ স্থিরময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নে উষ্ণতান্বিতা।
সায়াহ্নে ধাবমানা চ চিরাদ্রোগবিবর্জ্জিতা॥

প্রাতঃ কালে যাঁহার নাড়ী স্থির, মধ্যাহ্নে উষ্ণ এবং সন্ধ্যাকালে বেগবতী অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার কোন পীড়া হয় নাই।

এই বিধি স্ত্রীলোকের পক্ষে সংগত বটে কিন্তু পুরুষের পক্ষে উপযোগী নয়।

ধাতু বিশেষে নাড়ীর স্পন্দন ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। রক্তপ্রধান ব্যক্তির নাড়ী স্থূল কঠিন ও দ্রুতগামী। শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির নাড়ী ক্ষুদ্র, স্তম্ভিতভাবাপন্ন এবং মন্থর। পিত্তপ্রধান ব্যক্তির নাড়ী পূর্ণ ও কঠিন। স্নায়ুবিশিষ্ট ব্যক্তির নাড়ী ক্ষুদ্র ও বেগবতী। বৃদ্ধাবস্থায় ধমনীর বর্দ্ধিষ্ণু দৃঢ়তা জন্য নাড়ী কখন কখন সাতিশয় কঠিন হইয়া থাকে।

গতবারের নাড়ী পরীক্ষা প্রস্তাবের কয়েকটী ভ্রম সংশোধন।

১৮০ পৃঃ ৮ পংক্তি অশুদ্ধ—স্ফাইমোগ্রাফ; শুদ্ধ—স্ফাইমোগ্রাফ (Sphymograph) ১৮২ পৃঃ ২৮ পংক্তি অশুদ্ধ—জ্বরের বিচ্ছেদাবস্থায়; শুদ্ধ—জ্বরের অবসন্নাবস্থায় অর্থাৎ যখন জ্বর কঠিন হইয়া জীবনী শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে।

নানক।

বাবা নানক অথবা নানকসাহ শিখসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও আদিগুরু। নানকের জীবন চরিত অনেক ভাষায় অনেক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এই জীবন বৃত্তের সহিত অনেকগুলি অলৌকিক বা অসাধারণ ঘটনার সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা পরিদৃশ্যমান জগতের সমক্ষে আপনাদের প্রভাব বিকাশিত করেন; ঐশী শক্তি যাহাদিগকে উৎকৃষ্টগুণে ভূষিত করিয়া কোন অসামান্য কর্ম্ম সম্পাদনে নিয়োজিত করে; মানবকল্পনা তাঁহাদের কার্য্যপরম্পরাকে প্রায়ই ঘটনাবৈচিত্র্যে ও অতিশয়োক্তিতে

সর্ব্বশক্তিময় দেবত্বের পরিচায়ক করিয়া তুলে। এই কারণে নানকের জীবন চরিতও অনেক অবাস্তবিক ও কাল্পনিক ঘটনায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। শিখেরা আপনাদের ধর্ম্মগুরুর মহিমা পরিবর্দ্ধিত ও ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। তাঁহারা নানকের জীবনবৃত্ত লিখিতে গিয়া তাঁহার জন্মকালে অদূরে মহতী জনতার আনন্দোৎসব, শৈশবে সর্পকর্ত্তৃক ছায়া প্রদান, যৌবনে বিশুষ্ক জলাশয়ে জলোচ্ছ্বাসের আবির্ভাব প্রভৃতি অনেকগুলি অমানুষী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এস্থলে এই সকল অবাস্তব বিষয় পরিত্যাগ করিয়া নানকের জীবনচরিত সম্বন্ধে কয়েকটী স্থূল বৃত্তান্তমাত্র লিখিত হইতেছে।

১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের দশ মাইল দক্ষিণবর্ত্তী কানাকুচা গ্রামে নানকের জন্ম হয়। কোন কোন মতে ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী তনবন্দী গ্রামে নানক জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্যান্য মতের সহিত ইহার একতা লক্ষিত হয় না। তনবন্দী গ্রামে নানকের পিত্রালয় ছিল। নানক কানাকুচা গ্রামে তাঁহার মাতামহের আলয়ে জন্ম পরিগ্রহ করেন। নানকের পিতার নাম কানুবেদী। কানুবেদী ক্ষত্রিয় বংশোৎপন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। "বেদী" উপাধির সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। প্রসঙ্গসঙ্গতি ক্রমে এস্থলে তাহা যথাবৎ লিখিত হইল।

রামচন্দ্রের পুত্র কুশ ও লব যথাক্রমে কুশাবতী ও লবকোট নামে দুটী নগর স্থাপন করেন। লবকোট বর্ত্তমান সময়ে লাহোর নামে পরিচিত, কুশাবতী ফিরোজপুরের দ্বাদশ মাইল অন্তরে অবস্থিত ছিল। কুশ ও লবের বংশধরগণ এই কুশাবতী ও লাহোরে নির্ব্বিবাদে অনেককাল অবস্থান করেন। কালক্রমে কুলপুত্র কুশাবতীতে এবং কুলরাও লবকোটের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলেন। ঐ সময়ে উভয়ের বিষম শত্রুতা জন্মিল। কুশাবতীর অধিপতি কুলপুত্র বহুসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কুলরাওকে সমরে পরাজিত করিয়া লাহোর অধিকার করিলেন। কুলরাও এইরূপে পরাভূত ও রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দক্ষিণাপথের অধিপতি অমৃতের শরণাগত হইলেন। মহারাজ অমৃত শরণাগতের যথোচিত আদরসহ অভ্যর্থনা করিলেন, সৌজন্য ও সহৃদয়তার সহিত তাঁহাকে স্বীয় দুহিতা সম্প্রদান

করিলেন এবং অন্তিম সময়ে বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী করিয়া পরলোক গত হইলেন। অমৃতের তনয়ার গর্ভে কুলরাওর একটী পুত্র সন্তান জন্মিল ইহার নাম মদীরাও। পিতার লোকান্তর গমনের পর মদীরাও দক্ষিণাপথের অধিপতি হইয়া আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিলেন। একদা প্রধান অমাত্য মদীরাওকে কহিলেন আপনি অসংখ্য জনপদের অধিস্বামী হইয়াছেন বটে, কিন্তু আপনার পৈতৃক রাজ্য আপনার হস্তগত হয় নাই আপনার পৈতৃক রাজ্য পঞ্জাব। আপনার পিতা কুলপুত্র কর্ত্তৃক ঐস্থান হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছিলেন। মদীরাও প্রধান অমাত্যের নিকটে এই বিবরণ শুনিয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লাহোরে যাত্রা করিলেন এবং কুলপুত্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া লাহোরের পৈতৃক সিংহাসনের অধিকারী হইলেন।

কুলপুত্র রাজ্যভ্রষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পরিব্রাজকবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে পুণ্যভূমি বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে তিনি বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। একদা বেদ পড়িতে পড়িতে কুলরাও দেখিতে পাইলেন, বেদে এই কথাটী লিখিত আছে—"দৌরাত্ম্য করা মহাপাপ, মনুষ্য দৌরাত্ম্য করিলে কখনই দয়ার আশা করিতে পারে না।" এই উপদেশ বাক্য কুলপুত্রের হৃদয়ে আঘাত করিল। তিনি দৌরাত্ম্য করিয়া ভ্রাতাকে রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছিলেন বলিয়া নিরতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন। কুলরাও আর বারাণসীতে থাকিতে পারিলেন না। দুঃখিত হৃদয়ে স্বকৃত পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে মদীরাওর নিকটে উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প করিলেন।

কুলপুত্র লাহোরে উপস্থিত হইয়া মদীরাওর সমক্ষে বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পাঠ সমাপ্ত করিয়া স্বীয় দুষ্কৃতের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মদীরাও পিতৃব্যের মুখে বেদ শুনিয়া নিতান্ত হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া নিজের সিংহাসন তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। এইরূপে কুলপুত্র পুনর্ব্বার লাহোরের সিংহাসনে সমাসীন হইলেন ; এবং বেদ পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া "বেদী" উপাধি লাভ করিলেন। এই অবধি কুলপুত্রদিগের বংশধরগণের উপাধিও "বেদী" হইল। নানকের পিতা কানু এই বংশের সন্তান বলিয়া বেদী উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত হন।

এই কৌতুককর কিম্বদন্তী সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, তাহার বিচারে

আমাদিগের প্রয়োজন হইতেছে না, যিনি এই প্রস্তাবের নায়ক, তাঁহার অত্যুদার গুণাবলী ও কার্য্যপরম্পরার বর্ণন করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। যাহাতে পদার্থ থাকে, অঙ্কুরোদ্গমকালেই তাহার পরিচয় হয়। অল্প বয়সেই নানকের প্রতিভার প্রভা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি অল্প বয়সে অল্প সময়ের মধ্যে গণিত ও পারস্য বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ শুদ্ধাচার ও চিন্তাশীল ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সাংসারিক কার্য্য ও সাংসারিক ভোগসুখে তাঁহার নিরতিশয় বিতৃষ্ণা জন্মিল। কালুবাদী পুত্রকে সংসারধর্ম্মাবলম্বী করিয়া উপার্জ্জনশীল করিবার সবিশেষ চেষ্টা পাইলেন; চল্লিশটী টাকা দিয়া তাঁহাকে লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী বা সে অনুরোধ রক্ষিত হইল না। নানক পিতৃদত্ত অর্থে নিরাশ্রয় ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত সন্ন্যাসিদিগকে ভোজন করাইয়া অনন্ত আনন্দ লাভ করিলেন।

১৪১১ শকে নানকের বিবাহ হয়। ক্রমে শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাস নামে তাঁহার দুটী পুত্র জন্মে। শ্রীচাঁদ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া তপস্বী হইলেন। ধর্ম্মচাঁদ নামে শ্রীচাঁদের একটী পুত্র ছিল। ইনি উদাসীন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ধর্ম্মচাঁদের বংশীয়গণ নানকপুত্র নামে প্রসিদ্ধ। লক্ষ্মীদাস সংসারী ছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রীচাঁদ অথবা ধর্ম্মচাঁদের ন্যায় কোন বিশেষ কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

নানক যৌবনাবস্থাতেই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সমস্ত ধর্ম্মানুশাসন হৃদয়ঙ্গম করেন এবং সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা ও প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান বলে উদার ও পরিশুদ্ধ মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। অল্পদিনের মধ্যেই অন্ধ বিশ্বাসে ও সমস্ত কুসংস্কারময় লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপরে তাঁহার অতিশয় বিরক্তি জন্মিল। যাহাতে হৃদয়ের শান্তি লাভ হয়, যাহাতে পবিত্র ও উদার ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রচারিত হয়, তাহাই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া তাঁহার নিকট বিবেচিত হইল। তিনি জাতিগত, সম্প্রদায়গত ও অনুশাসনগত সমস্ত বৈষম্য দূরীভূত করিয়া উদার সমদর্শিতাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। প্লেতো ও বেকন যেমন পৃথিবীর সমস্ত দর্শনশাস্ত্র আন্দোলন করিয়া প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তিতে নানাবিধ আবর্জ্জনা দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন, নানক তেমনি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মপদ্ধতিতে বিবিধ কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া

ম্রিয়মাণ হইলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান সকলকেই একত্র দণ্ডায়মান করিয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত করিবার জন্য সন্ন্যাসিবেশে ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিলেন, আরবের উপকূল অতিবাহিত করিয়া ফকীরদিগের কার্য্যকলাপ দর্শন করিলেন, কিন্তু কোথাও জ্ঞানের প্রকৃত আভাস দেখিতে পাইলেন না। সকল স্থানেই কুসংস্কারের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ও সকল স্থানেই কর্ম্মকাণ্ডের শোচনীয় বিকার দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। স্বদেশে আসিয়া নানক সন্ন্যাসধর্ম্ম ও সন্ন্যাসিবেশ পরিত্যাগ করিয়া গুরুদাসপুর জেলার ইরাবতীর তটে কীর্ত্তিপুর নামে একটী ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং স্বীয় উদারমত প্রচার করিয়া অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিলেন। কীর্ত্তিপুর ধর্ম্মশালায় তিনি সপরিবারে শিষ্য সম্প্রদায়ে পরিবৃত থাকিয়া জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন। ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই স্থানেই বাবা নানকের পবিত্র জীবন স্রোত অচিন্ত্য অগম্য স্বর্গীয় অমৃতপ্রবাহে মিশিয়া যায়। নানক নোদীবংশের অভ্যুদয় সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, এবং মোগল বংশের অভ্যুদয়ের পর মানবলীলা সম্বরণ করেন। ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ধর্ম্ম চিন্তায় তাঁহার জীবিতকালের ষাটি বৎসর পাঁচ মাস ও সাত দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহাঁ হইতেই শিখ জাতির উৎপত্তি ও অভ্যুদয় হয়।

মনু সংহিতা।

গতবারের (১৯২ পৃষ্ঠার পর)

এইরূপে পৃথিবীর সৃষ্টি হইলে পর ব্রহ্মা মনুষ্য ও অন্য অন্য জীব সৃষ্টির সঙ্কল্প করিয়া মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন।

উদ্ববর্হাত্মনশ্চৈব মনঃ সদসদাত্মকং।

মনসশ্চাপ্যহঙ্কারমভিমন্তারমীশ্বরং॥ ১৪॥

ব্রহ্মা পরমাত্মা হইতে সদসদাত্মক মন এবং মন হইতে অভিমানী স্বকার্য্যকরণক্ষম অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন। মনের সৎ ও অসৎ দুটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার কারণ এই, শ্রুতি (১) আছে, এই পরমাত্মা হইতে প্রাণ

(১) এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥

মন সকল ইন্দ্রিয় আকাশ বায়ু তেজ জল পৃথিবী, এ সমুদায় জন্মিয়াছে। নৈয়ায়িকেরা বলেন, যুগপৎ দুটী বিষয়ের জ্ঞান হয় না, ইহাও মন যে আছে, তাহার প্রমাণ। কারণ মন এককালে দুটী বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে না। ওদিকে আবার মন প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাতে বোধ হয় যেন মন নাই। অহঙ্কার অভিমানের কারণ, মনেই অহঙ্কারের জন্ম। অহঙ্কারের উদয় হইলেই আমি এই কাজ করিয়াছি, এই কাজ করিতেছি, এই কাজ করিব, এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়। এই কারণে অহঙ্কারের অভিমানী ও স্বকার্য্য— করণক্ষম এই দুটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর ব্রহ্মা

মহান্তমেব চাত্মানং সর্ব্বাণি ত্রিগুণানিচ।
বিষয়াণাং গ্রহীতৃণি শনৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ॥ ৫॥

মহত্তত্ত্ব সত্ত্ব রজ তম গুণবিশিষ্ট সমুদায় পদার্থ, শব্দ রূপ রস গন্ধ স্পর্শরূপ বিষয় গ্রাহী পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিলেন।

সাংখ্য মতে মহদাদিক্রমে সৃষ্টির যে উল্লেখ আছে, কুল্লূক ভট্ট তাহার সহিত মনুর মতের সামঞ্জস্য রাখিবার অভিপ্রায়েই বোধ হয় কহিয়াছেন, প্রথমে মহত্তত্ত্বের তাহার পরে অহঙ্কারের তাহার পরে মনের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার মতে সৃষ্টির উন্মুখত্বই মহত্তত্ত্ব। কিন্তু আমাদিগের এটী বিপরীত বলিয়া বোধ হইতেছে। মনের পূর্ব্বে অহঙ্কার, তাহার পূর্ব্বে মহত্তত্ত্ব এরূপ মনুর অভিপ্রেত হইলে মনুবচনে "মনসশ্চাপ্যহঙ্কারং" এস্থলে "মনসঃ" ইহার পূর্ব্বে পূর্ব্ব শব্দ প্রয়োগ থাকিত। মনুর সদৃশ ব্যক্তির রচিত শ্লোকে কষ্টকল্পনা স্বীকার করিয়া অর্থ করা নিতান্ত কষ্টের বিষয়। কুল্লূক ভট্ট যে কথা বলিতেছেন, তাই যদি মনুর অভিপ্রেত হইত, তিনি সেইরূপেই বচন রচনা করিতেন সন্দেহ নাই। আমরা উপরে কহিয়াছি, পুনরায় কহিতেছি, সহজেও বুঝা যাইতেছে যাহার মন নাই, তাহার অহঙ্কার নাই, অন্য কথা কি যাহার মন অনুচ্চ, তাহারও অহঙ্কার দেখা যায় না, অহঙ্কার মনেরই ধর্ম্ম, মন অহঙ্কারে মত্ত হইলেই মহত্ত্বের দারুণ অভিমান জন্মে। তাহার পরেই সত্ত্বরজতমগুণবিশিষ্ট পদার্থ সৃষ্টির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সত্ত্বরজতম মনেরই অবস্থা বিশেষ।

আর এক কথা এই, কুল্লূকভট্ট মহত্তত্ত্বের সৃষ্টির উন্মুখত্ব এই অর্থ করিতেছেন, কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রকারেরা বুদ্ধিতত্ত্বকে মহত্তত্ত্ব শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। বুদ্ধিরই বিষয়ভোগজনিত সুখদুঃখাদি জ্ঞান হয়। কিন্তু মনু যাহাকে মহত্তত্ত্ব শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিতেছেন, তাহার এরূপ শক্তি স্বীকার করিতেছেন না। অতএব মনুর অভিপ্রেত মহত্তত্ত্ব ও কুল্লূকভট্টের অভিপ্রেত মহত্তত্ত্বে যে মহৎ অন্তর আছে, সে বিষয়ে সংশয় জন্মিতেছে না।

বৈদান্তিকেরা বলেন—

তস্মাদেতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশা—
দ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। শ্রুতিঃ।

সেই পরমাত্মা হইতে আকাশ জন্মিয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী হইয়াছে।

এটী সূক্ষ্ম ভূত আকাশাদির সৃষ্টিক্রম, এই সূক্ষ্ম আকাশাদি হইতে পঞ্চী-করণ দ্বারা স্থূল আকাশাদির উৎপত্তি হইয়াছে। মনুর তাহাই যে অভিপ্রেত, তাহা তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্যক্ত করিতেছেন।

তেষাস্ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামপ্যমিতৌজসাং।
সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে। ১৬॥

জগদীশ্বর অহঙ্কার ও আকাশাদি পাঁচটীর সূক্ষ্ম অবয়ব স্ব স্ব বিকারে সন্নিবেশিত করিয়া মনুষ্য পশু পক্ষি স্থাবরাদি যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। সূক্ষ্ম পঞ্চভূতকে পঞ্চ তন্মাত্র বলে। এই সূক্ষ্ম আকাশাদির বিকার স্থূল আকাশাদি এবং অহঙ্কারের বিকার ইন্দ্রিয়। ফলতঃ মনে অহঙ্কারের উদয় হইলেই ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজন উপস্থিত হয়, ইন্দ্রিয়াদি ব্যতিরেকে অহঙ্কারের কার্য্যকারিতার সম্ভাবনা থাকে না।

সূক্ষ্ম ভূত ও অহঙ্কার বিকার দ্বারা যে স্থূল ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে, মনু শরীর শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা তাহারই সমর্থন করিতেছেন।

যন্মূর্ত্ত্যবয়বাঃ সূক্ষ্মাস্তস্যেমান্যাশ্রয়ন্তি ষট্।
তস্মাচ্ছরীরমিত্যাহুস্তস্য মূর্ত্তিং মনীষিণঃ। ১৭॥

যেহেতুক শরীর সম্পাদক সূক্ষ্ম অবয়ব অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চভূত আর অহ-ঙ্কার এই ছয়টী উল্লিখিত ইন্দ্রিয়গণ ও স্থূল ভূতকে আশ্রয় করে, অতএব ভূত-ময় ইন্দ্রিয়াদিশালী দেহরূপে পরিণত ব্রহ্মের স্বভাবকে পণ্ডিতেরা শরীর বলিয়া থাকেন। ছয়টী (পঞ্চ তন্মাত্র ও অহঙ্কার) আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া শরীর শব্দটী বুৎপন্ন হইয়াছে।

এক্ষণে ভগবান মনু স্থূলভূত ও তাহাদিগের কর্ম্ম এবং মন ও তাহার শুভাশুভাদি বাসনা জন্য সুখ দুঃখাদির উৎপত্তি বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন।

তদাবিশন্তি ভূতানি মহান্তি সহ কর্ম্মভিঃ।
মনশ্চাবয়বৈঃ সূক্ষ্মৈঃ সর্ব্বভূতকৃদব্যয়ং॥ ১৮॥

আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত নিজ নিজ কর্ম্মের সহিত এবং মন নিজ সূক্ষ্ম অবয়বের সহিত সেই ব্রহ্মে আবিষ্ট হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। আকাশের কর্ম্ম অবকাশ দান, বায়ুর কর্ম্ম বহন, তেজের কর্ম্ম পাক, জলের কর্ম্ম পিণ্ডীকরণ এবং পৃথিবীর কর্ম্ম ধারণ। শুভাশুভ সুখ দুঃখাদি মনের অবয়ব।

মহত্তত্ব, অহঙ্কারতত্ব ও পঞ্চ তন্মাত্র (সূক্ষ্ম ভূত) হইতে যে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, উপসংহারে মনু তাহা বিশদ করিয়া কহিতেছেন।

তেষামিদন্তু সপ্তানাং পুরুষাণাং মহৌজসাং।
সূক্ষ্মাভোমূর্ত্তিমাত্রাভ্যঃ সম্ভবত্যব্যয়াৎ ব্যয়ং॥ ১৯॥

মহত্তত্ব অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই সাতটীর সূক্ষ্ম মূর্ত্তি হইতে এই নশ্বর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। সেই অবিনশ্বর পরমেশ্বর ইহার আদি কারণ।

আকাশাদি ক্রমে সৃষ্টি মনুর অভিপ্রেত, এক্ষণে সেই আকাশাদির গুণ এবং যে যার গুণ পাইয়াছে তাহা বর্ণিত হইতেছে। বৈদান্তিকদিগেরও এই মত।

আদ্যাদ্যস্য গুণং তেষামবাপ্নোতি পরঃ পরঃ।
যোযোযাবত্তিথশ্চৈষাং স স তাবদ্‌গুণঃ স্মৃতঃ॥ ২০॥

ঐ ভূতগণের পর পর প্রথম প্রথমের গুণ পাইয়া থাকে। যে ভূত যাহার পূরণীভূত, তাহার ততগুলি গুণ হয়। অর্থাৎ আকাশ প্রথম, তাহার একটী মাত্র গুণ; বায়ু দ্বিতীয়, তাহার দুটী গুণ; অগ্নি তৃতীয়, তাহার তিনটী গুণ; জল চতুর্থ, তাহার চারিটী গুণ; পৃথিবী পঞ্চম, তাহার পাঁচটী গুণ হইল। আকাশের গুণ একমাত্র শব্দ; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ; তেজের গুণ শব্দ স্পর্শ ও রূপ; জলের গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস; পৃথিবীর গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ।

অতঃপর মনু জীব সমুদায়ের নাম কর্ম্মাদি সৃষ্টির বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সর্ব্বেষান্তু সনামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্যএবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥ ২১॥

হিরণ্যগর্ভরূপে অবস্থিত সেই পরমাত্মা সৃষ্টির প্রথমে বেদ শব্দ হইতে ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন নাম, কর্ম্ম ও লৌকিক ব্যবস্থা অবগত হইয়া তাহার বিধান করিলেন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই গোজাতির গরু, অশ্বজাতির অশ্ব এই নাম, ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন, ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষণ ইত্যাদি কর্ম্ম এবং কুলালের ঘট নির্ম্মাণ ও কুবিন্দের পট নির্ম্মাণ ইত্যাদি লৌকিক ব্যবস্থা পূর্ব্বকল্পে বেদে নির্দ্দিষ্ট ছিল, প্রলয়ের পর পুনরায় যখন সৃষ্টির আরম্ভ হইল, তখন সেই বেদ হইতে সেই নাম, কর্ম্ম ও লৌকিক ব্যবস্থাদির প্রাদুর্ভাব হইল।

এক্ষণে দেবগণ, সিদ্ধ, সাধ্য ও যজ্ঞাদি সৃষ্টির বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

কর্ম্মাত্মনাঞ্চ দেবানাং সোহসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ।
সাধ্যানাঞ্চ গণং সূক্ষ্মং যজ্ঞঞ্চৈব সনাতনং॥ ২২॥

সেই প্রভু ব্রহ্মা কর্ম্মাত্মা দেবগণ ইন্দ্রাদি, সাধ্যগণ ও সনাতন যজ্ঞের সৃষ্টি করিলেন।

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণং॥ ২৩॥

সেই ব্রহ্মা যজ্ঞ কার্য্যের সিদ্ধির নিমিত্ত ঋক্ যজু সাম নামে সনাতন তিনটী বেদকে অগ্নি বায়ু রবি হইতে আকর্ষণ করিলেন। কতকগুলি পণ্ডিতের মতে বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়; আর কতকগুলি পণ্ডিতে বলেন, বেদ পুরুষপ্রণীত ও অনিত্য। প্রথম কল্পই মনুর অভিমত।

কালং কালবিভক্তীশ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা।
সরিতঃ সাগরান্ শৈলান্ সমানি বিষমাণি চ॥ ২৪॥
তপোবাচং রতিঞ্চৈব কামঞ্চ ক্রোধমেবচ।
সৃষ্টিং সসর্জ্জ চৈবেমাং স্রষ্টুমিচ্ছন্নিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৫॥

সেই ব্রহ্মা বক্ষ্যমাণ প্রজা সৃজন করিবার ইচ্ছা করিয়া কাল এবং অয়ন ঋতু মাসাদি কাল বিভাগ, নদ নদী, সাগর, শৈল, উচ্চ নীচাদি, প্রাজাপত্যাদি ব্রত, বাক্য, চিত্ত পরিতোষ, কাম ও ক্রোধের সৃষ্টি করিলেন।

কর্ম্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ব্যবেচয়ৎ।
দ্বন্দ্বৈরযোজয়চ্চেমাঃ সুখদুঃখাদিভিঃ প্রজাঃ॥ ২৬॥

সেই ব্রহ্মা কর্ম্ম বিভাগের নিমিত্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের স্বতন্ত্র সৃষ্টি করিয়া-

ছেন এবং প্রজাগণকে সেই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখদুঃখাদিভাগী করিয়াছেন।

অতঃপর সূক্ষ্ম ভূত হইতে স্থূল, স্থূল হইতে স্থূলতর ইত্যাদি ক্রমে সমুদায় পদার্থের সৃষ্টির বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

অণ্ব্যোমাত্রাবিনাশিন্যোদশার্দ্ধানান্তু যাঃ স্মৃতাঃ।
তাভিঃ সার্দ্ধমিদং সর্ব্বং সম্ভবত্যনুপূর্ব্বশঃ॥ ২৭ ॥

পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্মমাত্রার সহিত এই সমুদায় জগৎ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, স্থূল হইতে স্থূলতর ইত্যাদি ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে।

এই জগতে ক্ষুদ্র মহৎ নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সুরূপ কুরূপ নানাপ্রকার অসংখ্য জীব সৃষ্টি দৃষ্ট হইতেছে, এরূপ নানাবিধ জীব সৃষ্টির কারণ কি? জগদী-শ্বরের রাগ দ্বেষাদি কি কারণ? মনু এই প্রশ্নের এই সমাধান করিতেছেন, যে প্রাণী যেমন কর্ম্ম করে, তাহার তেমনি ফল লাভ হয়। নিম্নলিখিত শ্লোকে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

যন্তু কর্ম্মণি যস্মিন্ স ন্যযুঙ্‌ক্ত প্রথমং প্রভুঃ।
সতদেব স্বয়ং ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥ ২৮ ॥

সেই প্রজাপতি যে ব্যাঘ্রাদি জাতিকে সৃষ্টির আদিতে হরিণ মারণাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই ব্যাঘ্রাদি জাতি পুনঃ পুনঃ সৃজ্যমান হইয়া হরিণ মারণাদি কর্ম্মই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত অর্থ বিস্তারিতরূপে বলা হইতেছে।

হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
যদ্‌যস্য সোঽদধাৎ সর্গে তত্তস্য স্বয়মাবিশৎ॥ ২৯ ॥

বিধাতা সৃষ্টির আদিতে হিংস্র অহিংস্র মৃদু ক্রূর ধর্ম্ম অধর্ম্ম সত্য ও মিথ্যা ইত্যাদি যাহার যে কর্ম্মের বিধান করেন, সে সেই কর্ম্ম প্রাপ্ত হইল। সিংহের কর্ম্ম হিংস্র, কারণ সে হস্তির প্রাণ বধ করে; হরিণের কর্ম্ম অহিংস্র, কারণ সে তৃণ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ব্রাহ্মণের কর্ম্ম দয়াপ্রধান, ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম নিষ্ঠুর।

এক্ষণে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা উল্লিখিত অর্থের সমর্থন করা হইতেছে।

যথর্ত্তুলিঙ্গান্যৃতবঃ স্বয়মেবর্ত্তুপর্য্যয়ে।
স্বানি স্বান্যভিপদ্যন্তে তথা কর্ম্মাণি দেহিনঃ॥ ৩০ ॥

যেমন বসন্তাদিঋতু ঋতুবিপর্য্যয়ে ঋতুচিহ্ন চূতমঞ্জর্য্যাদি প্রাপ্ত হয়, প্রাণি-গণও তেমনি স্ব স্ব কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যে যে উপায় দ্বারা লোকবৃদ্ধি হয়, অতঃপর ভগবান্ মনু সেই সেই উপায়ের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মা লোক বৃদ্ধির নিমিত্ত নিজ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রের সৃষ্টি করিলেন।

সামান্যতঃ ব্রাহ্মণাদি সৃষ্টির কথা কহিয়া এক্ষণে বিশেষ করিয়া বিরাট মনু ও মরীচি অঙ্গিরা প্রভৃতি দশ প্রজাপতি সৃষ্টির বর্ণন আরম্ভ করি-লেন।

দ্বিধা কৃত্বাত্মনোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মা আপনার দেহকে দুই খণ্ড করিয়া অর্দ্ধেকে পুরুষ ও অর্দ্ধেকে স্ত্রী হইলেন। সেই স্ত্রীতে বিরাট নামে পুরুষের সৃষ্টি করিলেন।

তপস্তপ্ত্বাসৃজদ্যন্তু স স্বয়ং পুরুষোবিরাট।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৩৩ ॥

সেই বিরাট পুরুষ স্বয়ং তপস্যা করিয়া যে ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেন, আমি সেই ব্যক্তি, দ্বিজগণ! আপনারা এই সমুদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা মনু বলিয়া আমাকে জানুন।

অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরং।
পতীন্ প্রজানামসৃজং মহর্ষীনাদিতোদশ ॥ ৩৪ ॥
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেবচ ॥ ৩৫ ॥

আমি প্রজা সৃজনার্থী হইয়া দুশ্চর তপস্যা করিয়া প্রথমে মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু প্রচেতা বশিষ্ঠ ভৃগু ও নারদ এই দশ জন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিলাম।

কল্পদ্রুম।

বায়ু।

" বায়োর্ব্বিচিত্রা গতিঃ। "

পৌরাণিকেরা বলেন, উনপঞ্চাশটী বায়ু আছে, সেগুলি অদিতির পুত্র। আমরা আজ কাল দেখিতেছি, উহার দুই চারিটী সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে অথবা বঙ্গদেশেই কেন ইউরোপ খণ্ডেও উহার শিষ্য প্রশিষ্য অনেক হইয়াছে। হয় ত পাঠকগণই এই প্রস্তাবের শিরোভাগটী পাঠ করিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন, আমরাও ঐ উনপঞ্চাশের একের অধিকৃত হইয়াছি। অন্যথা এত বিষয় থাকিতে আমরা বায়ুর বিষয় লইয়া প্রস্তাব লিখিতে বসিলাম কেন ? " বায়ু " এটী কিছু নূতন বিষয় নয়, এটী আমাদিগের পিতৃপিতামহাদির উপভুক্ত চিরসেবিত ভোগদখলি বিষয়। কল্পদ্রুমে নূতনবিধ প্রস্তাব লেখা উচিত, পুরাণ বিষয় লইয়া হাড জ্বালাতন করিতে বসা কেন ? যাঁহারা এই প্রকার বলিবেন, বিজ্ঞ পাঠকেরা বোধ হয় তাঁহাদিগের দলবৃদ্ধি করিবেন না। আমরা সর্ব্বদা বায়ুর উপভোগ করিতেছি, সর্ব্বদা ইহার গতি প্রকৃতি প্রভৃতি দেখিতেছি, অতএব উপরি উপরি ভাবে বিবেচনা করিলে ইহাকে যে সামান্য ও পুরাণ বিষয় বলিয়া বোধ হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের নহে, কিন্তু বিজ্ঞানবিদের চক্ষে এই বায়ু আর এক প্রকার দেখায়। বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুসারে যদি ইহার বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনা করা যায়, সেই অনন্তশক্তির অনন্ত মহিমা অনন্ত ক্ষমতা অনন্ত করুণা ও অনন্ত কল্পনার বিষয় চিন্তাপথে উদিত হইয়া চিত্তকে একান্ত মোহিত করিয়া তুলে। তখন সদাসেবিত এই পুরাণ বায়ু নূতন ও অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। কীটাণু হইতে অতি বৃহৎ ভূধর পর্য্যন্ত সেই বিশ্বরচয়িতার বিরচিত যে কোন পদার্থের বিষয় সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করা যায়, তাহাই বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। এই বায়ুর প্রসাদে এই অসীম প্রাণিজগৎ, কেবল প্রাণিজগৎ কেন

স্থাবর অস্থাবর সমুদায় পদার্থ রক্ষিত স্থিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। আমরা এই প্রস্তাব লিখিতে বসিয়াছি যদি দৈবাৎ বায়ুর বক্র গতি হইয়া অঙ্গুলির একটী শিরা কুঞ্চিত হইয়া যায়, এখনি লেখনী হস্ত হইতে পতিত হইয়া যাইবে, আমরা আর এক মাস কাল কল্পদ্রুমের কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইব না। জগদীশ প্রাণধারণোপযোগী যে বায়ু আমাদিগের শরীরে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন, হঠাৎ যদি তাহার এক ছটাক কমিয়া যায়, পাঠকগণের সহিত এই দেখাই শেষ দেখা হইতে পারে।

তৈত্তিরীয় শ্রুতি এই——

"তস্মাদেতস্মাদাত্মনআকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরগ্নে-রাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।"

সেই পরমাত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

এই উৎপত্তিক্রমে গণনা অনুসারে অগ্নি জল ও পৃথিবী অপেক্ষা বায়ু প্রথম ও প্রধান। অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, বায়ুরই বাস্তবিক প্রাধান্য। শরীরে তৈজস পদার্থ যে চক্ষুর দ্বয় আছে, তাহা লুপ্ত হইলে শরীর বিনষ্ট হয় না। হস্তে বা পদে রস ও মেদমাংসরূপ জলীয় ও পার্থিব পদার্থ আছে। যদি একটী পদ বা হস্ত ছিন্ন করিয়া ফেলা যায়, শরীর বিনষ্ট হয় না, কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র নাসিকা ও মুখ বন্ধ করিয়া বায়ু প্রবেশ রুদ্ধ করিলে দেহ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হয়। বায়ু বিনা কেবল প্রাণিদেহ কেন, উদ্ভিজ্জাদি দেহও জীবিত থাকে না।

মৎস্যাদি জলচর জন্তুগণ যেমন অনন্ত অগাধ অপার পারাবারে অবস্থিতি করিতেছে, আমরাও তেমনি এই বিপুল বসুন্ধরার উপরিভাগে বিশাল বায়ু সাগরে অবস্থিতি করিতেছি। এই বিশাল বসুমতী অনন্ত বায়ুরাশিতে নিয়ত পরিপূরিত হইয়া আছে। আমরা সেই বায়ু সাগরে সন্তরণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি।

বায়ু যে কি পদার্থ, তাহা আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না। বিচিত্রশক্তি অদ্ভুতকল্পনাশালী সেই সর্ব্বেশ্বর ঐ বায়ুর জ্ঞানের নিমিত্ত ত্বগিন্দ্রিয় নামে একটী স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানেও পাঠক দেখুন, সেই অদ্বিতীয় বিশ্বস্থপতির কেমন অদ্ভুত নির্ম্মাণ কৌশল! অন্য কোন ইন্দ্রিয়

দ্বারা বায়ুর প্রত্যক্ষ হয় না। উপরে আমরা কহিয়াছি, বায়ুর গতি অতি বিচিত্র। বাস্তবিক ইহার গতি বিচিত্র সন্দেহ নাই। সেই গতির দ্বারা বায়ু-সত্তার অনুমান হয়, এইমাত্র, কিন্তু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। যখন মৃদু মন্দ সমীরণ তরুগণের সুচারু নবপল্লবকে মন্দ মন্দ কম্পিত করিয়া সুললিত হিল্লোলে পরিশ্রান্ত জনগণের শরীর ও মন শীতল ও পুলকিত করে, তখন আমরা অনুমান করি বায়ু বলিয়া একটী পদার্থ আছে, কিন্তু দেখিতে পাই না। আবার যখন ইহা ঘোর গভীর গর্জ্জনে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূরিত করিয়া প্রবল আঘাতে বৃহৎ বৃক্ষ, সুদর্শন সৌধ ও উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ উন্মূলিত করে, তখন যে আমরা কেবল ইহার অস্তিত্বের পরিচয় পাই এরূপ নয়, ইহার অসামান্য শক্তির ও সেই অনন্তশক্তির অসামান্য শক্তির পরিচয় পাইয়া থাকি।

বায়ুর বর্ণ নাই বলিয়াই চক্ষুর গোচর হয় না। শব্দ ও স্পর্শ ইহার দুটী বিশেষ গুণ। সংস্কৃত দর্শনকারেরা বলেন, শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, শব্দ আকাশের গুণ নয়, বায়ুরই বিশেষ গুণ। একটী বোতলের মধ্যে কতকগুলি কড়ি পূরিয়া বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা যদি তাহার বায়ু নিঃসারিত করিয়া বোতল নাড়া যায়, শব্দ হয় না। তখন বোতলের মধ্যে আকাশ আছে, বায়ু নাই বলিয়া শব্দ হইল না। তবেই স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, শব্দ আকাশের গুণ নয়। শব্দ যদি আকাশের গুণ হইত, বোতলের মধ্যে যখন আকাশ আছে, তখন অবশ্যই শব্দ হইত।

বায়ু কেবল জগতের প্রাণপ্রদ এরূপ নয়, ইহা আরো অনেক প্রকারে জীবের উপকারী। ইহা আর্দ্র স্থানকে শুষ্ক করে, শব্দ দ্বারা বিপদ ঘোষণা করিয়া প্রাণিগণকে সতর্ক করিয়া দেয় এবং উত্তম গন্ধ বহন করিয়া ঘ্রাণ ও মনের প্রীতি সম্পাদন ও তন্মূলক স্বাস্থ্যবিধান করিয়া থাকে।

বায়ুরাশি ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে। কি অতলস্পর্শ সমুদ্র, কি নিভৃত গিরিগহ্বর, কি অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল স্থানেই ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছি, অন্ধতমসাচ্ছন্ন পর্ব্বতগুহাস্থ ও মহাসাগরগর্ভস্থ জন্তুগণও সেই সেই শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা প্রাণ ধারণ করিতেছে। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে সাগর গর্ভ হইতে অন্তত ৫০ মাইল উর্দ্ধ পর্য্যন্ত বায়ু বিরাজমান আছে।

এই বায়ু আকর্ষণশক্তি দ্বারা সতত আকৃষ্ট হইয়া প্রতিনিয়ত ধরণীপৃষ্ঠে সঞ্চরণ ও জীবের জীবন রক্ষা করিয়া জগৎপ্রাণ এই নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। যত উর্দ্ধে গমন করা যায়, ততই বায়ুর লঘুত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। প্রান্তরের বায়ু অপেক্ষা শাখিশিখরের এবং সর্ব্বাপেক্ষা অত্যুচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গের বায়ু ক্রমান্বয়ে লঘুতর। শৈলশিখর বা তদনুরূপ কোন উচ্চতর স্থানে যে অধিকক্ষণ থাকা যায় না, তাহার কারণ ঐ সকল স্থানের বায়ু অত্যন্ত লঘু। সুতরাং তথায় শ্বাসক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। বোধ হয়, ৫০ মাইলের উর্দ্ধস্থ বায়ু ঝটিকাবেগে প্রবাহিত হইলেও তথায় তাহা অনুভূত হয় না।

ভূপৃষ্ঠের বায়ুর সহিত উর্দ্ধের বায়ুর যে ইতরবিশেষ ও বহু বৈলক্ষণ্য আছে, সংস্কৃত গ্রন্থকারেরাও তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শকুন্তলায় বর্ণিত হইয়াছে, রাজা দুষ্মন্ত অসুর বধ করিয়া দেবরাজের সৎকারভাজন হইয়া যখন দেবলোক হইতে প্রত্যাগমন করেন, সেই সময়ে মাতলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেনঃ—

"মাতলে অসুর সংপ্রহারোৎসুকেন পূর্ব্বেদ্যুর্দ্দিবমধিরোহতা ন লক্ষিতোহয়ং প্রদেশোময়া তৎকতমস্মিন্ পথি বর্ত্তামহে মরুতাং।"

মাতলি! আমি গতদিন অসুরের সহিত যুদ্ধোৎসুক হইয়া অন্যমনে গিয়াছিলাম, এ প্রদেশটী দেখি নাই, আমরা এখন বায়ুর কোন্ পথে যাইতেছি।

মাতলি উত্তর করিলেনঃ—

"ত্রিস্রোতসং বহতি যোগগনপ্রতিষ্ঠাং
জ্যোতীংষি বর্ত্তয়তি চক্রবিভক্তরশ্মিঃ।
তস্য ব্যপেতরজসঃ প্রবহস্য বায়ো-
র্মার্গোদ্বিতীয়হরিবিক্রমপূতএষঃ॥"

যে প্রবহ বায়ু গগনমার্গস্থ নদী অর্থাৎ মন্দাকিনীকে বহন করিতেছে, যে বায়ু আবর্ত্তন দ্বারা সৌর কিরণকে বিভক্ত করিয়া নক্ষত্রমণ্ডলকে ঘূর্ণিত করিতেছে, ধূলিশূন্য সেই প্রবহ বায়ুর এই পথ। বামনরূপী ভগবান বিষ্ণু যখন ত্রিবিক্রম হন, তখন তাঁহার দ্বিতীয় পদ বিক্ষেপ দ্বারা এই পথটী পবিত্রিত হইয়াছিল।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে আছেঃ—

"ভূচক্রং ধ্রুবয়োর্ব্বদ্ধমাক্ষিপ্তং প্রবহানিলৈঃ।
পর্য্যেত্যজস্রং তন্নদ্ধা গ্রহকক্ষা যথাক্রমং ॥"

দুই ধ্রুবে বদ্ধ যে রাশিচক্র, তাহা প্রবহ বায়ুর দ্বারা আকৃষ্ট হয়। তাহাতে বদ্ধ গ্রহকক্ষা যথাক্রমে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে।

সিদ্ধান্ত শিরোমণি লিখিয়াছেনঃ—

"ভূমের্ব্বহির্দ্বাদশ যোজনানি ভূবায়ুরত্রাম্বুদবিদ্যুদাদ্যং।
তদূর্দ্ধগোয়ঃ প্রবহঃ সনিত্যং প্রত্যগ্‌গতিস্তস্য তু মধ্যসংস্থা।"
নক্ষত্রকক্ষা খচরৈঃ সমেতা যস্মাদতস্তেন সমাহতোঽয়ং।
ভূপঞ্জরঃ খেচরচক্রযুক্তোভ্রমত্যজস্রং প্রবহানিলেন ॥"

ভূমির বাহিরে দ্বাদশ যোজন ভূবায়ু আছে, সেই স্থানেই মেঘ ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি আছে। তাহার উর্দ্ধে যে প্রবহ বায়ু আছে, তাহার নিত্য পশ্চিম দিকে গতি। ভূপঞ্জর ও নক্ষত্র মণ্ডল সেই প্রবহ বায়ু দ্বারা আহত হইয়া নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে।

এই বায়ুর প্রবহ নাম হইল কেন, বিষ্ণুপুরাণ তাহার ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন।

"যস্মাজ্জ্যোতীংষি বহতি প্রবহস্তেন সম্মতঃ।"

যে হেতু নক্ষত্র মণ্ডলকে বহন করে, এই হেতু ইহার নাম প্রবহ।

বামনপুরাণ বায়ুর উৎপত্তি বর্ণন আরম্ভ করিয়া বলিতেছেনঃ—

"অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি মরুতোঽগ্নীন্ পিতৄন্ গ্রহান্।
প্রবহোনিবহশ্চৈব উদ্বহঃ সংবহস্তথা।
বিবহঃ প্রবহশ্চৈব পরিবাহস্তথৈবচ।
অন্তরীক্ষে চ বাহ্যেতে পৃথঙ্মার্গবিচারিণঃ।
মহেন্দ্রপ্রবিভক্তাঙ্গামরুতঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥"

অতঃপর আমি বায়ু অগ্নি পিতৃলোক ও গ্রহের বিষয় বলিব। প্রবহ নিবহ উদ্বহ সংবহ বিবহ প্রবহ পরিবাহ, গগনমণ্ডলে এই সাতটী বায়ু আছে। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন পথে বিচরণ করিয়া থাকে। মহেন্দ্র ইহাদিগের পথ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন।

এখন পাঠক বায়ুর ভারের কথা শুনুন, অধিকতর চমৎকৃত হইবেন।

হনুমান লক্ষ্মণের শক্তিশেলের সময়ে একদামাত্র গন্ধমাদন পর্ব্বত কষ্টে বহন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাণিগণ নিত্য সেই গন্ধমাদন মস্তকে বহন করিতেছেন, অথচ কোন কষ্ট নাই! আমরা যে ভার বহন করিতেছি, সে অনুভবই হয় না। ভূপৃষ্ঠে প্রতি বর্গ ইঞ্চ পরিমিত স্থানের উপর ৭।।০ সের পরিমাণ বায়ু আছে। সেই পরিমাণে আমাদিগের মস্তকের উপরে যে কত ভার আছে, তাহার নির্ণয় চেষ্টা পাইতে গেলেও হতজ্ঞান হইতে হয়। কিরূপে আমরা এই বিশাল বায়ুরাশির দুর্ব্বহ ভার অনায়াসে বহন করিতেছি, এবং কি কারণেই বা আমরা এই গুরুভারের চাপে চিপীটকের ন্যায় চেপটিয়া না যাই, চিন্তা করিলে চিত্ত একান্ত বিস্ময়োৎফুল্ল হইয়া উঠে। যদি বায়ু কেবল আমাদিগের মস্তকের উপরেই চাপ দিত, আমরা কোন ক্রমেই তাহা সহ্য করিতে পারিতাম না। বায়ু উর্দ্ধ অধঃ পার্শ্ব এই চতুর্দ্দিক হইতেই আমাদিগকে চাপিতেছে। সুতরাং চতুর্দ্দিকের সমান চাপ বশতঃ আমাদিগের কষ্ট অনুভব হইতেছে না। প্রত্যুত আমরা স্বচ্ছন্দে এই গুরুভার বহন করিতেছি।

বায়ুর আকুঞ্চন ধর্ম্ম আছে, চাপ দিলে ইহা অতিশয় আকুঞ্চিত হয়, সুতরাং ইহার আয়তনের হ্রাস হইয়া যায়। চাপ অপসারিত হইলেই স্থিতিস্থাপকতাগুণে ইহা পুনঃ প্রসারিত হইয়া পূর্ব্ব আয়তন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আমরা যে বায়ুর এত ভার বহন করিতেছি, তাহার যে গুরুত্ব আছে, তাহা যে আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে চাপিতেছে, তাহার কিছুই অনুভব হয় না। সাধারণ্যে কোন ক্রমেই এরূপ বোধ হয় না যে বায়ুর গুরুত্ব বা ভার আছে, কিন্তু উহার গুরুত্ব নিবন্ধন যে কত অদ্ভুত কার্য্য হইতেছে, তদ্ব্যাপার বুঝিতে পারিলে হৃদয় বিস্ময় প্রভাবে একান্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠে। সকলেই দেখিয়াছেন নলের এক প্রান্ত জলে মগ্ন করিয়া অপর প্রান্তে মুখ দিয়া যদি তন্মধ্যস্থ বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া অন্তরিত করা যায়, জল সেই দ্বিতীয় প্রান্ত দিয়া বহির্গত হইতে থাকে। বায়ুর ভার ও বায়ুর গুরুত্বই এ ঘটনার কারণ। কেন যে এরূপ হয়, বহুকাল তাহার অবধারণ হয় নাই। প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, প্রকৃতির নিয়ম এই কোন স্থান সর্ব্বতোভাবে শূন্য থাকে না, কোন পদার্থ না কোন পদার্থ তাহা পরিপূরিত করে। নলের মধ্যগত বায়ু আকর্ষণ করিয়া বাহির করিয়া লইলে প্রকৃতির নিয়মানুসারে সেই বায়ুশূন্য স্থান জল দ্বারা পরিপূরিত হইয়া উঠে। এই সিদ্ধান্তই দীর্ঘ-

কাল চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এটী সৎ ও প্রকৃত সিদ্ধান্ত নয়। তাহার প্রমাণ এই, নল যদি ৩৪ ফীটের অধিক লম্বা করা যায়, জল কখন ৩৪ ফীটের ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় না। কোন স্থান এককালে পদার্থশূন্য থাকে না, নলের মধ্যে বায়ু নাই বলিয়া জল উপরে উঠিয়াছে, এই সিদ্ধান্ত যদি অভ্রান্ত হইত, জল ৩৪ ফীট ছাড়িয়াও উপরে উঠিত সন্দেহ নাই। কারণ ৩৪ ফীটের ঊর্দ্ধ নলের মধ্যগত স্থান তখনও বায়ুশূন্য ছিল। তাহা যখন উঠিল না, তখন স্থির হইতেছে, ঐ সিদ্ধান্ত প্রকৃত সিদ্ধান্ত নয় অপসিদ্ধান্ত। অধ্যাপক গালিলিয়ো সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, প্রকৃতির এই নিয়ম বটে কোন স্থান পদার্থশূন্য থাকে না কিন্তু ৩৪ ফীটের ঊর্দ্ধে উহার কার্য্যকারিতা হয় না। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে এ মতটী যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। গালিলিয়ো এইরূপ ভাবে স্বমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, এ মতটী যুক্তিসিদ্ধ না হইলেও যেন সকলকে তাঁহার বাক্য প্রমাণে গ্রাহ্য করিতে হইবে। ইটালীয় পণ্ডিত তরিসেলী এ মতের অযৌক্তিকতা ও ভ্রমপূর্ণতা বুঝিতে পারিয়া এই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। শেষে তিনি এই স্থির করেন, বায়ুর গুরুত্ব ও ভার নিবন্ধন ঐরূপ হইয়া থাকে। যে জলপাত্রে নল বসান হয়, তাহার চতুর্দ্দিকে যে জল থাকে, বায়ুর গুরুত্ব নিবন্ধন তাহাতে চাপ পড়িতে থাকে। সেই চাপে জল উপরে উঠিতে যায়, কিন্তু নলের মধ্যে যে বায়ু আছে, তাহা তাহার অবরোধ করিয়া রাখে, সুতরাং জল উপরে উঠিতে পারে না। তাহার পর যখন সেই অবরোধক নলমধ্যগত বায়ু অপসারিত হয়, তখন জল বাধাবিরহে স্বচ্ছন্দে উপরে গিয়া উঠে। তবে যে ৩৪ ফীটের ঊর্দ্ধে জল উঠে না, সে বিষয়ে তরিসেলীর সিদ্ধান্ত এই, জলপাত্র মধ্যগত নলের বহিস্থ বায়ুর চাপের কার্য্যকারিতা ৩৪ ফীটের ঊর্দ্ধে থাকে না। বায়ুর চাপে নলের মধ্যে ৩৪ ফীট ঊর্দ্ধে জল উঠে বটে কিন্তু পারদ বায়ুর চাপে ৩০ ইঞ্চের অধিক ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় না। পারা জল অপেক্ষা এইরূপ ভারী। তরিসেলী এইরূপে বায়ুর ভার নিরূপণ করেন বটে কিন্তু পাস্কাল যে পর্য্যন্ত না নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া তরিসেলীর মতের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়াছিলেন, তাবৎ তাৎকালিক পণ্ডিত মণ্ডলীতে তরিসেলীর মত আদৃত হয় নাই।

বায়ুর ভার নিরূপণ করিবার নিমিত্ত বায়ুমান যন্ত্র আছে। তরিসেলীই

তাহার প্রথম উদ্ভাবন করেন। ঐ যন্ত্র দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, ভূ বা সাগর পৃষ্ঠস্থ প্রতি বর্গ ইঞ্চ স্থানের উপরে বায়ুর ভার ৭৷৷০ সের। যত উর্দ্ধে যাওয়া যায়, ততই বায়ুর গুরুত্ব হ্রাস হইয়া যায়। ১২০০০ ফীট উর্দ্ধে প্রতি বর্গ ইঞ্চ স্থানের উপর ৩৷০ সের ভার। উহার উপরে আবার ১২০০০ ফীটের উর্দ্ধে ১৷৷৴ সের মাত্র বায়ুর ভার। ৫০ মাইলের উর্দ্ধে আর বায়ুর গুরুত্ব বা ঘনত্ব অনুমিত হয় না।

বায়ুর আকুঞ্চন ধর্ম্মের ন্যায় প্রসারণ ধর্ম্মও অতিশয় প্রবল। অল্পমাত্র বায়ু প্রসারিত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে এবং চাপ দিলে অতি অল্প স্থানের মধ্যে আকুঞ্চিত হয়। ইহার প্রসারণ ধর্ম্ম বশতঃ সহজেই অনুমান হয় যে বায়ু উর্দ্ধে জ্যোতিষ্কমণ্ডল অপেক্ষাও অধিক দূর বিস্তৃত হইতে পারে।

-০০:০০-

মুসলমান জাতির উন্নতি ও অবনতি।

—————০০:০০—————

মুসলমান জাতি এক সময়ে এই ভূমণ্ডলরূপ বিশাল রঙ্গভূমিতে নানাপ্রকার অভিনয় করিয়া সকলকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, উন্নতিও বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছিল, আজ সেই উন্নতি প্রবল ইউরোপীয় উন্নতি স্রোতে নিমগ্ন হইয়া সাগরগর্ভে নীত হইতেছে, মুসলমানের সে উন্নতি আর নাই, স্বাধীনতাও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে এরূপ বিচিত্র ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সে কারণ বা সে কারণসমষ্টি কি ?

মহম্মদের আবির্ভাবেব পূর্ব্বে আরবেরা পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী ও বহুবিবাহ প্রথায় বিলক্ষণ অনুরক্ত ছিল। জাতিভেদ শ্রেণীবিভাগ মৃণ্ময় প্রতিমার আরাধনা এবং দেব মন্দির সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইত।

আরবদেশ প্রাচীন কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে ইমেন রাজ্য সর্ব্বপ্রধান। আরব জাতি চিরকাল ঘোর নৃশংস অত্যাচারী বিশ্বাসঘাতক গর্ব্বান্ধ ও অভিমানী। প্রবঞ্চনা প্রতারণা ছলে ও কৌশলে ভূমণ্ডলে ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নিম্নলিখিত পদ্যগুলিতে

এই জাতির চরিত্র সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। এ জাতির মধ্যে কেহই যে ভাল লোক নাই, এ কথা আমরা বলি না, অনেক ভাল লোক আছেন, কিন্তু সাধারণে মুসলমান চরিত্র সুন্দর নয়। পদ্যগুলি এইঃ—

"যবন কেমন ধন জেনেছ বিশেষ।
বঞ্চকের শিরোমণি অধমের শেষ॥
কুটিলহৃদয় অতি শঠের সর্দ্দার।
মিষ্টভাষী অভিলাষী সদা পরদার॥
হিংসারুচি নহে শুচি আত্ম অভিমানী।
ভাল বাসে পরদোষ পরমানহানি॥
এমন গোঁয়ার জাতি দুটী আর নাই।
এমন বিগড়া কভু দেখিতে না পাই॥
কাঁদ কাট পায়ে ধর করহ বিনয়।
যাহা ধরে তাই করে ছাড়িবার নয়॥
অসতের সহবাস অসৎ আলাপ।
অসৎ করিয়া কাজ নাহি পরিতাপ॥
শরীরেতে দয়া নাই মায়া নাই দেহে।
পশু পক্ষী বধ করে পুষে নিজ গেহে॥
সাধু চিন্তা নাই নাহি গুরুজনে মানে।
সবার মঙ্গল কিসে জানে কি না জানে॥
কতই ছলনা জানে কত বা চাতুরী।
যে করে মঙ্গল তার গলে দেয় ছুরি॥
বিষম পাষণ্ড দিয়া ধর্ম্মের দোহাই।
না করিতে পারে এরা হেন কাজ নাই॥
আপন গরজ এরা বুঝিতে যেমন।
পৃথিবীতে বুঝি আর না আছে এমন॥
আপন মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবারে।
হেন কাজ নাহি এরা না করিতে পারে॥
সুহৃদ বান্ধব পিতা মাতা সহোদরে।
বঞ্চন বন্ধন বধ অনায়াসে করে॥

বিষম ধর্ম্মের গোঁড়া হইয়া অজ্ঞান।
ভাল মন্দ এ বিচারে নাহি দেয় কাণ॥"

অধিকাংশ মুসলমানের চরিত্র যে এইরূপ, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা অধিকাংশ মুসলমানের আচরণ ব্যবহার সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহার অন্যথা ভাব লক্ষিত হয় না। শিক্ষার অভাবই ইহার মুখ্য কারণ। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের সুশিক্ষার নিমিত্ত কতই যত্ন পাইতেছেন, কিন্তু সিদ্ধকাম হইতেছেন না। এই স্বভাবদোষেই ইহাদিগের উন্নতি নাই। নতুবা ইহাদিগের বলবীর্য্য উৎসাহ অধ্যবসায় যেরূপ, ইহাদিগের উল্লিখিত দোষগুলি না থাকিলে ইহারা আজ ইউরোপীয় জাতিদিগের তুল্যকক্ষতা প্রদর্শনে সমর্থ হইত সন্দেহ নাই। সে তুল্যকক্ষতা দূরে থাকুক, এখন ইউরোপীয় জাতিদিগের অনুগ্রহচ্ছায়া ইহাদিগের জীবনধারণের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

আরবের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে ইহাদের অতুল বলবিক্রম, রণনৈপুণ্য সাহস ও উৎসাহের সম্যকরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের তুল্য কষ্টসহিষ্ণু জাতি জগতে দ্বিতীয় নাই বলিলে হয়। ইহারা ঘোর অত্যাচারী ও নৃশংস বটে কিন্তু অতিথি সৎকার কার্য্যে ইহারা বিখ্যাত। কোন ব্যক্তির সহিত মর্ম্মান্তিক শত্রুতা থাকিলেও যদি ইহাদের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করে, ইহারা প্রাণপণে তাহার পরিচর্য্যা করিয়া তাহার সন্তোষ সাধন করিয়া থাকে।

প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, আরবের নরপতিগণ সময়ে সময়ে বিপুল সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া নানা দেশ জয় ও অতুল ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। রাজ্যাধিকার বা রাজ্য সংস্থাপন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। সে উদ্দেশ্য থাকিলে অনায়াসে তাঁহারা আপনাদের অবস্থার উন্নতি সাধন ও জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়া সকলের একলক্ষ্য হইয়া উঠিতে পারিতেন। ধন পাইলেই ইহাঁরা আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন, সুতরাং মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরব জাতির বলবিক্রম বিশিষ্টরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। পৃথিবীর লোকে তাহাদিগকে লুণ্ঠন ব্যবসায়ী দুরন্ত দস্যু বলিয়া জানিত।

আরবেরা তেজস্বিতা ওজস্বিতা ও শারীরিক বলে পৃথিবীর অন্য কোন

বীর জাতির ন্যূন নহে। এ সকল গুণ থাকিলে কি হয়, ইহাদের কার্য্যের শৃঙ্খলা ছিল না। ইহাদের স্থায়ী আবাস ভূমি ছিল না; যে জাতির নির্দ্দিষ্ট আবাস ভূমি নাই, জীবনের কোন একটী প্রধান উদ্দেশ্য নাই, যাহারা কেবল প্রতিনিয়ত স্থান পরিত্যাগ করে, যাহাদের মনের স্থিরতা নাই; বিদ্যালোক যাহাদের হৃদয়কে আলোকিত করে নাই; যাহাদের চিন্তাশক্তি নাই, ঘোর অজ্ঞান তিমির যাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, যাহা-দিগের আত্ম পর জ্ঞান নাই, সমাজবন্ধন নাই, তাহাদের উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? লুণ্ঠন যাহাদের ব্যবসায়, ইন্দ্রিয়সেবা যাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, উষ্ট্র প্রভৃতি জন্তু মাত্র যাহাদের সম্পত্তি, তাহাদের বলবিক্রম, সাহস উৎসাহ, কোন প্রকার মঙ্গলকর ফল প্রসব করিতে পারে না। একতা সহানুভূতি উদ্দেশ্য সংকল্প প্রতিজ্ঞা জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা, এ সকল দেবোচিত গুণের একত্র সমাবেশ না হইলে জাতীয় অভ্যুত্থান বা উন্নতির সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্য আরব জাতি অতুল সাহস উৎসাহসম্পন্ন ও অসামান্য বলবীর্য্যশালী হইয়াও বহুকাল ধরিয়া আপনাদের অবস্থার কোন প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই।

ইমেন রাজ্যে এক এক সময়ে এরূপ প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন যে প্রসিদ্ধ বলবীর্য্যশালী রোমরাজ্যও তাঁহাদিগের বলবীর্য্যে অভিভূত ও কম্পিতকলেবর হইয়া তাঁহাদিগের চিত্তারাধনে যত্নশীল হইয়াছি-লেন; এমন কি রোমের একজন সম্রাট ইমেন রাজ্যাধিপতির সন্তোষ সাধ-নার্থ আপনার কন্যাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পারস্যের সহিত আরবদিগের চির বিসম্বাদ। প্রায় প্রত্যেক নূতন রাজার রাজত্ব কাল উপস্থিত হইলে এই উভয় রাজ্য তুমুল সংগ্রাম সাগরে অবগাহন করিত। ক্রমান্বয়ে সাহপুর নামক তিন জন নরপতি পারস্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। প্রথম সাহপুর অদ্বিতীয় বীরপুরুষ, চতুর, অসামান্য যোদ্ধা কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ও রাজনীতিবিশারদ ছিলেন। তাঁহার যখন শৈশবাবস্থা, সেই সময়ে তাঁহার পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎকালে পারস্যসাম্রাজ্য এক প্রকার অরাজক হইয়া উঠে। আরবেরা এই সুযোগে নিতান্ত প্রফুল্লচিত্ত হইয়া উচ্ছলিত সিন্ধুর ন্যায় পারস্যকে প্লাবিত করিয়া ফেলে। বলপূর্ব্বক তাহারা পারস্যের অধিকৃত অনেকগুলি প্রদেশ আপনাদের করায়ত্ত করিয়া

লইল। অত্যাচার ও পীড়ন স্রোত প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। তত্রত্য অধিবাসীরা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া হাহাকার স্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বিধাতার বিধি অতি বিচিত্র। প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল—জগতের এটী অবশ্যম্ভাবী ফল। সাহপুর এখন আর নিতান্ত শিশু নন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন, অল্প বয়সেই সাম্রাজ্য শাসনরূপ দুরূহ কার্য্যে সম্পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। দুরন্ত আরবদিগকে কিরূপে দমন করিবেন, এই চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর উদিত হইতে লাগিল। তিনি অনতিদীর্ঘ কাল মধ্যে অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আরবের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি আরবদের দুর্ব্যবহারে এরূপ কুপিত হইয়াছিলেন যে উহাদিগের উন্মূলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ উত্তাল সিন্ধুতরঙ্গের ন্যায় আরবদেশকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। বজ্রসম অস্ত্রের প্রহারে নরশোণিতে ধরাতল অভিষিক্ত হইল। সাহপুর এমনি কোপমত্ত হইয়াছিলেন যে কি যুবা কি বৃদ্ধ কি বালক কি বালিকা কি পুরুষ কি স্ত্রী কেহই তাঁহার হস্তে পরিত্রাণ পায় নাই। আরবেরা শেষে প্রাণভয়ে রোম সম্রাট ভালেন্সের শরণাগত হইল। পলায়িত আরবদিগের প্রার্থনায় রোমসম্রাট সাহপুরের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য এক দল সৈন্য ও একজন সেনাপতি প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এ যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী সাহপুরেরই অঙ্কবিলাসিনী হইল। রোমের প্রেরিত সেনাপতি বন্দী ও নিহত হইলেন। কিন্তু বিধাতার এরূপ সৃষ্টি কৌশল নয় যে জয় পরাজয় চিরকাল একজনের হস্তগত থাকে। লক্ষ্মী স্বভাবতঃ চঞ্চল, সৌভাগ্য লক্ষ্মী পুনরায় আরবদিগের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিলেন। তাহারা পুনরায় প্রদৃপ্ত হইয়া উঠিল।

ফলতঃ মহম্মদের পূর্ব্বকালের আরবেরা সর্ব্বদাই যুদ্ধে ও দেশলুণ্ঠনে ব্যাপৃত থাকিত। এমন কি আরবের একজন অধিপতি চীনদেশ জয় ও ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। যদি আরবেরা সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞ বিদ্বান ও বিবেচক হইত, যদি তাহাদের একটী নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকিত, যদি তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান হিতাহিত বিবেচনা চিন্তাশীলতা থাকিত, তাহাদের কার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ হইত, ন্যায়পরতা সাধুতা ও বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে তাহাদের হৃদয়মন্দির আলোকিত হইত, তাহা হইলে মহম্মদের বহুকাল পূর্ব্বেই তাহারা এই অসীম ভূমণ্ডলের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারিত সন্দেহ নাই।

কিন্তু এরূপ সুযোগ তাহাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই। মূর্খতা ও অন্যায়কার্য্য-প্রবৃত্তিই তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভের প্রধান প্রতিবন্ধক এবং অবনতির প্রধান কারণ।

"অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততোভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

মানুষ প্রথমে অধর্মে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার পর নানাপ্রকার মঙ্গল দেখিতে পায়, তাহার পর শত্রু জয় করে, শেষে সমূলে বিনষ্ট হয়।

মুসলমানদিগের এই ঘটনা ঘটিয়াছে। অধর্ম্মই তাহাদিগের প্রাথমিক উন্নতির এবং এক্ষণকার অবসন্ন দশার কারণ হইয়াছে। যাহা হউক, মহম্মদের সময়ে মুসলমান জাতির বিপুল ঘটনাবৈচিত্র্য হইয়াছিল। আরবের—কেবল আরবের কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে মহম্মদের জন্ম একটী সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। তাঁহা হইতে মুসলমান জাতির বহুল পরিমাণে উন্নতি হয়, আবার তাঁহারই বুদ্ধিভ্রম, তাঁহারই বিধান ও ব্যবস্থাদোষ মুসলমানের অবনতির বীজ বপন করে।

সুপ্রসিদ্ধ মক্কানগরে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম আবহুল্লা ও মাতার নাম আমিনা। আমিনা অসামান্য রূপলাবণ্যবতী গুণবতী রমণী ছিলেন। বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া ইস্মেলের বংশাবলী মক্কানগরে আধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন। আবদুল মতলব মহম্মদের পিতামহ। তিনি অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ও অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। আবহুল্লা পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। আরবে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথা প্রচলিত থাকাতে তিনি পিতার ধনসম্পত্তি ও মানসম্ভ্রমাদির অধিকারী হইতে পারিলেন না। আবহুল্লা নিজেও উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন না। মহম্মদ যখন নিতান্ত শিশু, তখন তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ যে সংস্থান ছিল, মৃত্যুর পর তাঁহার সহোদরেরা তাহা আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। মহম্মদের পিতা আবদুল্লার মৃত্যুর স্বল্পকাল পরেই তাঁহার মাতা আমিনাও কালগ্রাসে পতিত হইলেন। আবদুল মতলব শিশুকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে তাঁহারও মৃত্যু হইল। তিনি মৃত্যু সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আবু তালেবের হস্তে মহম্মদকে সমর্পণ করিয়া গেলেন এবং এই কথা বলিয়া গেলেন যে তিনি অপত্য নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে যেন লালনপালন করেন। মহম্মদ পিতৃব্যের নিকটে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

কেহ কেহ বলেন মহম্মদ যুদ্ধে অনুরক্ত ছিলেন এবং সৈনিক কার্য্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও বাণিজ্য বিষয়ে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। মহম্মদ অতিশয় সুশ্রী ছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলের ভাব অমায়িক ও প্রসন্ন, স্বভাব অতি ধীর, কথা মধুর ও সরল, বুদ্ধি নিতান্ত প্রখর। বাগ্মিতাতে সে সময়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তিনি সূক্ষ্মদর্শী ধীর বিবেচক প্রত্যুৎপন্ন-মতি ও সকল সময়েই সবিশেষ উৎসাহসম্পন্ন ছিলেন। কাদিজা নামে একটি রমণীর পাণিগ্রহণ মহম্মদের উন্নতির প্রধান কারণ। কাদিজার বিস্তারিত বাণিজ্য ছিল, মহম্মদ তাঁহার একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি এরূপ দক্ষতা, পরিশ্রম ও যত্নের সহিত স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন যে পরিশেষে কাদিজা অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার ঐ সকল গুণের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার হস্তে আত্ম সমর্পণ ও তাঁহাকে স্বীয় সম্পত্তির অধিকারী করিলেন। কাদিজার তখন বৈধব্য দশা, তাঁহার বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বৎসর ও মহম্মদের বয়স অষ্টাবিংশতি মাত্র। এঁ অবস্থায় পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ের বিমল আনন্দ উপভোগ করা সহজে সকলের অদৃষ্টে ঘটে না বটে, কিন্তু ইহাঁরা প্রণয়ে পরম সুখে জীবন অতিপাত করিয়াছিলেন। এক দিবসের জন্যও কাহাকে কখন অসন্তুষ্ট হইতে হয় নাই। যদিও মুসলমানদিগের বহুবিবাহ করা নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু মহম্মদ কাদিজার জীবিত কালে আর বিবাহ করেন নাই।

এই পরিণয় ব্যাপার মহম্মদকে একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনবান লোক করিয়া তুলিল। এ পর্য্যন্ত নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টিচিন্তা তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ স্থল। বোহিরা নামক একজন সন্ন্যাসী তাঁহার হৃদয়ে এই অদ্ভুত ভাব প্রজ্বলিত করিয়া দেন। মহম্মদ সুশিক্ষিত ছিলেন না। তাঁহার পিতৃব্যের নিকট থাকিয়া যৎসামান্য মাত্র লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। বোহিরা তাঁহাকে মোজেজের ও খ্রীষ্টের প্রণীত ধর্ম্মে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, বোহিরা কোরাণের রচয়িতা। মহম্মদ অধিকাংশ সময় নির্জ্জনে ও মক্কার নিকটস্থ পর্ব্বতের গুহায় বসিয়া চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। স্বভাবতঃ তাঁহার মনের স্বাধীন ও উদার ভাব ছিল, এক্ষণে অসীম সম্পত্তির অধিকারী হওয়াতে তাঁহার সেই উচ্চ আশয় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। মহম্মদ সবিশেষ চিন্তাশীল ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন; মনুষ্যের বিশেষতঃ স্বজাতির প্রকৃতি তিনি উত্তমরূপ বুঝিতেন। মহম্মদের যশোলিপ্সা এত প্রবল ছিল যে

তিনি আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বা ঈশ্বরের দূত বা অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত একান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান ও ভয়কে ভয় জ্ঞান করেন নাই, এমন কি জীবনকেও অনেক সময় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তচরসদৃশ শত্রু হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। কি উপায়ে অভিলষিত সিদ্ধ হইবে, এই চিন্তায় তিনি জীবনের তৃতীয়াংশের এক অংশ অতিবাহিত করেন। চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই, কিন্তু কিরূপে চেষ্টা করিতে হয়, তাহা সকলে জানেন না। স্বমত প্রকাশ্যে প্রচার করিবার পূর্ব্বে মহম্মদ এরূপ বিশুদ্ধ আচরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন যে স্বল্পকালমধ্যে তিনি একজন পরম ধার্ম্মিক লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ধার্ম্মিকের প্রতি হৃদয় আপনি আকৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন তাঁহার আর কতকগুলি অসামান্য গুণ ছিল, তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার স্বর অতি মনোহর, তিনি বাগ্মিতায় অদ্বিতীয়, সুতরাং সকলে মোহিত হইয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতে আরম্ভ করিল।

সাংখ্যদর্শন।

ঋগ্বেদ যেমন বেদের প্রথম, সাংখ্য তেমনি অন্য অন্য দর্শনের প্রথম। সাংখ্য অন্য অন্য দর্শনের কেবল প্রথম নয়, ইহা অন্য অন্য দর্শনের পথ প্রদর্শক। অন্য অন্য দর্শনকারেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান অবলম্বন করিয়াছেন বটে কিন্তু বোধ হয় সাংখ্য যেন সকলের আদর্শ। অন্য কথা কি, যে বুদ্ধদেব যাগ যজ্ঞাদির উচ্ছেদ করিয়া বেদের উচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বোধ হয় তিনিও যেন সাংখ্যকারের নিকটে বিষয়নিস্পৃহ হইতে, জগৎকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিতে এবং নির্ব্বাণমুক্তির অভিলাষী হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

এদেশের সর্ব্ববাদিসম্মত মত এই, কপিল সাংখ্যের কর্ত্তা। তিনি কেবল সাংখ্যের কর্ত্তা নন, ভারতবাসিদিগকে সংসারে বৈরাগী করিবারও কর্ত্তা। তাঁহাকে ভারতবর্ষ মজাইবার কর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বুদ্ধি বিদ্যা ক্ষমতা প্রভৃতিতে যাহাঁদিগকে ভারতের সার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাঁহারা কপিলের প্রদর্শিত পথের পথিক হইয়া সংসারকে দুঃখের আগার স্থির করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন। যাহাঁদিগের হইতে সংসারের উন্নতি হইবে, তাঁহারা যদি বিরক্ত হইয়া উহাকে পরিত্যাগ করিলেন,

উহার উন্নতি সম্ভাবনা কি? এই কারণে যে সকল বিষয়ের সাংসারিক কার্য্যে উপযোগিতা আছে, সেই গণিত ভূগোল ইতিহাস পদার্থাদি বিদ্যার উন্নতি হয় নাই। যাঁহারা এদেশের গ্রন্থকার, তাঁহারা পরমার্থ চিন্তাতেই নিয়ত নিমগ্ন ছিলেন। যে সকল বিষয় পরমার্থ সাধনে অনুকূল, তাঁহারা তাহারই উন্নতিসাধনে সবিশেষ যত্নবান হন, সুতরাং তাহারই অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে।

সুখ আর দুঃখ দ্বন্দ্ব। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, বিধাতা দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া আমরা সুখের আস্বাদ পাইতেছি, কিন্তু কপিল-দেব সেই দুঃখের এমনি বিদ্বেষ্টা ছিলেন, যে দুঃখবার্ত্তাও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এদেশের দর্শনশাস্ত্রকারেরা একবাক্যে জীবাত্মার জন্মান্তর স্বীকার করেন। তাঁহাদিগের মতে এ জন্মেই যে দুঃখের অবসান হইল, তাহা হয় না, কর্ম্মানুসারে দেহান্তর লাভ হয় ও সুখ দুঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে। জগদীশ্বরের নির্ম্মাণকৌশলও এমন নয় যে মানুষ নিরন্তর শুভ কর্ম্ম করিয়া দেহান্তরে কেবল সুখভোগী হইবে। দুরপনেয় ভ্রম প্রমাদাদি মানুষের হৃদয়কে এমনি দৃঢ়তররূপে অধিকার করিয়া আছে যে মানুষ সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা পাইলেও অশুভ কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। যদি অশুভ কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ না হইল, দেহান্তরেও দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণের সম্ভাবনা রহিল না। যাহাতে সেই দুঃখের এককালে নিবৃত্তি হয়, দর্শনকারদিগের সেই ইচ্ছা ও চেষ্টা। তাঁহারা তাহারই উপায়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদিগের মতে তত্ত্বজ্ঞানই একমাত্র উপায়।

ষড়দর্শনকারেরা তত্ত্বজ্ঞানের যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সে পথের পথিক হইলে আর সংসারের সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক থাকে না। সংসারী ব্যক্তির যে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান বিধি আছে, তত্ত্বদর্শীরা ক্রমে তাহা পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন হইবার উপদেশ দিয়াছেন। ষড়দর্শন-কারেরা কেবল যে সংসারকে উৎসন্ন দিবার পন্থা সংঘটন করিয়া গিয়াছেন এরূপ নয়, অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সামান্য দুঃখের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের আশয়ে দারুণ দুঃখ ভোগের ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। পতঞ্জলি আবার কপিলের অপেক্ষা উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, তিনি

যে এক যোগশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়া যোগের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে ক্লেশের পরিশেষ নাই। দারুণ গ্রীষ্মের সময়ে চতুর্দ্দিকে অগ্নি স্থাপন করিয়া তীব্রতর বহ্নিকণবর্ষী মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিয়া একপদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করা, ইহার তুল্য কঠোর কষ্ট আর কি আছে? চার্ব্বাক প্রভৃতি এই অসহ্য কষ্ট দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া লোককে এই কষ্টময় পথ হইতে বিনিবর্ত্তিত করিবার বিস্তর চেষ্টা পান, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের অকৃতার্থ হইবার দুটী কারণ ছিল। এক, দর্শনকারদিগের নিরবচ্ছিন্ন পরোপকারার্থ তাদৃশ কষ্টসহ ব্রত দর্শন করিয়া লোক মোহিত ও তাঁহাদিগের প্রতি অসামান্য ভক্তি শ্রদ্ধাসমন্বিত হয়, সুতরাং তাঁহাদিগের উপদেশকেই পরকালে সদ্গতিলাভের অমোঘ উপায় স্থির করিয়া তাহার অনুসরণে একান্ত অনুরক্ত হয়, কাজে কাজে চার্ব্বাক প্রভৃতির বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। দ্বিতীয়, চার্ব্বাক প্রভৃতি নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলেন। তাঁহারা কেবল বেদের অবমাননা করিয়া বিরত হন নাই, বিশ্বরচয়িতাকেও তাঁহার বিশ্বরাজ্যের আধিপত্যভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। এত বাড়াবাড়ি না করিয়া চার্ব্বাক প্রভৃতি যদি মধ্যপথ অবলম্বন করিতেন, নিঃসংশয় কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন।

প্রকৃতি মহদাদি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের সংখ্যা আছে বলিয়া কপিলপ্রণীত শাস্ত্রের নাম সাংখ্য (১)। কপিল কোন্ সময়ের লোক? কি উপলক্ষে কোন্ সময়ে গ্রন্থ বিরচিত হয়, এখন সে সকল নির্ণয় হইবার উপায় নাই। গ্রন্থের রচনা দেখিয়া বা গ্রন্থান্তরের বচন প্রমাণ করিয়া যে ইহার রচনাকাল নির্ণয় করা যাইবে, তাহারও উপায় দেখা যায় না। সাংখ্য ন্যায়বৈশেষিকাদি সকল দর্শন শাস্ত্রের অপেক্ষা প্রাচীন, এদেশের লোকের এই প্রকার সংস্কার, কিন্তু মূল সাংখ্য গ্রন্থের পঞ্চবিংশ সূত্রে আছে, আমরা বৈশেষিকাদির ন্যায় নিয়ত ষট্‌ষোড়শপদার্থবাদী নহি। (২)। ব্যাসগোতমাদি সূত্র পাঠ করিলেও সাংখ্যের প্রাচীনতার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে যে সাংখ্য সূত্রেও বৈশেষিকাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহার এই কারণ বোধ হয়, ঋষিদিগের এই শৈলী ছিল, তাঁহারা নিজ উপদিষ্ট বাক্যগুলি শিষ্যদ্বারা উপনি-

(১) সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিং চ প্রচক্ষতে।
তত্ত্বানি চ চতুর্ব্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
(২) ন বয়ং ষট্‌পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ॥ ২৫।

বদ্ধ করিতেন। এই কারণে কপিলের উপদিষ্ট মত যখন তাঁহার শিষ্য গ্রন্থ-রূপে নিবদ্ধ করেন, তখন বৈশেষিক মতের সৃষ্টি হইয়াছিল। শিষ্য স্ববাক্যের দার্ঢ্যার্থ্য সেই বৈশেষিক মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সাংখ্যাচার্য্য দুঃখের যে কেমন বিদ্বেষ্টা ছিলেন, মূল গ্রন্থখানি অবিকল না পড়িলে তাহা স্পষ্ট হৃদয়-ঙ্গম হয় না। এই কারণে আমরা সূত্রগুলি একৈকক্রমে পাঠকগণের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ। ১॥

আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ পুরুষের ভোগ হইয়া থাকে। সেই দুঃখের বিশেষরূপে নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ।

আপনাকে অধিকার করিয়া যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। ঐ দুঃখ দুই প্রকার। শারীর ও মানস। পীড়াদি হইতে যে দুঃখ হয়, সেই শারীর দুঃখ। ভূত শব্দের অর্থ প্রাণী। ব্যাঘ্র চোরাদি হইতে যে দুঃখ হয়, তাহাকে আধিভৌতিক বলে। দেবরূপ অগ্নি বায়ু প্রভৃতি হইতে জাত দাহ শীতাদি দুঃখের নাম আধিদৈবিক।

গোতমও "দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম অপবর্গ (৩)" মোক্ষের এই লক্ষণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ, মোক্ষই ইহার মধ্যে প্রধান। ইহাকেই পরম পুরুষার্থ বলে।

প্রথম সূত্রে বলা হইল, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম মুক্তি। সে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় কি? সে উপায় অনেক আছে। শারীরিক পীড়া হইলে বৈদ্যেরা চিকিৎসা করিয়া তাহার প্রতীকার করিতে পারেন। মানসিক পীড়া উপস্থিত হইলে মনোজ্ঞ স্ত্রী পানভোজনাদি দ্বারা তাহার শান্তি হয়, রক্ষিপুরুষাদি নিয়োগাদি দ্বারা চোর ব্যাঘ্রাদির উপদ্রবের নিবৃত্তি এবং শৈত্যোপচার ও বহ্ন্যাদি সেবন দ্বারা দাহশীতাদির নিবারণ হইয়া থাকে। কিন্তু মূল কারের মতে এগুলি ঐ ত্রিবিধ দুঃখ নিবারণের প্রকৃত উপায় নয়, তত্তৎ উপায় দ্বারা দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি হয় এই মাত্র দুঃখের চির নিবৃত্তি হয় না, তাহারই নির্দ্দেশার্থ কপিল দেব দ্বিতীয় সূত্রের আরম্ভ করিতেছেন।

ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধিনির্বৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ। ২॥

---

(৩) তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ। ২১॥ তস্য দুঃখস্য ইতিবৃত্তিকারঃ।

লৌকিক উপায় যে চিকিৎসাদি, তাহা হইতে উল্লিখিত ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ নিবৃত্তি হইলেও পুনরায় সেই দুঃখের অনুবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বোধ কর পীড়া হইল, অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার চিকিৎসা করাইলাম, তখন তাহার শান্তি হইল, কিন্তু সে পীড়া যে আর হইবে না, তাহার স্থিরতা নাই, সেই পীড়া পুনঃ পুনঃ হইতে পারে। অতএব অর্থ ও অর্থসাধ্য চিকিৎসাদি যে চির দুঃখ নিবৃত্তির উপায় নয়, তাহা সূত্রান্তর দ্বারা প্রমাণ করা হইতেছে।

প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকারচেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বং। ৩॥

যেমন প্রতিদিন আহার করা যাইতেছে, প্রতিদিন ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতেছে, একদিন আহার করিলে চিরকালের মত ক্ষুধার শান্তি হয় না, সেইরূপ ধনাদি দ্বারা দুঃখের যে শান্তি করা যায়, সে শান্তি ক্ষণিক মাত্র। দুঃখের সেই প্রতীকার চেষ্টাকে পুরুষার্থ বলে বটে কিন্তু সে পুরুষার্থ পরম পুরুষার্থ নয়, মন্দ পুরুষার্থ, এই নিমিত্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহাকে হেয় জ্ঞান করেন। এই দুঃখ শান্তি যে কিরূপ ক্ষণিক, টীকাকারেরা তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন হস্তির সর্ব্বদা গাত্র দাহ হয়। তাহারা সেই জ্বালায় অস্থির হইয়া জলে গিয়া পতিত হয়। সেই তাপ শান্তি ক্ষণকালের জন্য হয় বটে কিন্তু জল হইতে উত্থিত হইলে যে তাপ সেই তাপই প্রবল হয়; ধনাদি দ্বারা জীবের দুঃখ শান্তিও সেইরূপ ক্ষণিক।

বিশেষতঃ ধনাদি দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দুঃখেরও শান্তি হয় না। ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত সূত্রান্তর প্রণীত হইতেছে।

সর্ব্বাসম্ভবাৎ সম্ভবেঽপি সত্ত্বাসম্ভবাদ্ধেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ। ৪॥

অর্থাদি দ্বারা সকল প্রকার দুঃখের শান্তির সম্ভাবনা নাই। যদি সে সম্ভাবনা করা যায়, তথাপি ধনার্জ্জনকালে পাপ ঘটিবার সম্ভাবনা। পাপই কষ্টের কারণ। এই কারণে প্রমাণকুশল বিজ্ঞ ব্যক্তিরা দুঃখ প্রতীকারের এ উপায়কে হেয় জ্ঞান করেন।

ইহাতে প্রতিবাদী এই আপত্তি করিতেছেন, দুঃখ প্রতীকারের যত প্রকার লৌকিক উপায় আছে, সেই সেই উপায় দ্বারা যে সকল বিষয় সাধিত হয়, সে সমুদায়েরই যে দুঃখসম্বন্ধ আছে, তাহার প্রমাণ নাই। বোধ কর,

স্বর্গ লৌকিক উপায় পুণ্যকর্ম্ম দানাদি দ্বারা লব্ধ হয়। কিন্তু সে স্বর্গ সুখফল, তাহাতে কোন প্রকার দুঃখ সম্পর্ক নাই। শাস্ত্রকারেরা স্বর্গের এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেনঃ——

" যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরং।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদং॥ "

যাহাতে দুঃখ সম্পর্ক নাই, উত্তরকালেও যাহাতে দুঃখসম্বন্ধ হইবার সম্ভাবনা নয়; যে বাঞ্ছা কর, তাহাই পূর্ণ হয়, সেই সুখময় স্থানের নাম স্বর্গ।

এই আশঙ্কায় সূত্রকার কহিতেছেনঃ——

উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ। ৫॥

পুণ্যকর্ম্মাদি দ্বারা লব্ধ যে স্বর্গ ও রাজ্যাদি, তাহার অপেক্ষা মোক্ষই উৎকৃষ্ট। কারণ রাজ্যাদিতে দুঃখসম্বন্ধ আছে এবং স্বর্গসুখ ভোগাবসান, নিত্য নয়। পক্ষান্তরে মোক্ষ নিত্য সুখময়। মোক্ষ যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহার জ্ঞাপক শ্রুতি আছে।

" নহ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহৃতিরস্তি।
অশরীরং বা বসন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ॥ "

শরীরী ব্যক্তির সতত প্রিয়াপ্রিয় সম্পর্ক হয়, তাহার অভাব হয় না, কিন্তু অশরীরী মুক্ত ব্যক্তিকে প্রিয়াপ্রিয় স্পর্শ করে না। অতএব মোক্ষই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সে বিষয়ে সংশয় রহিতেছে না।

যদি বল লৌকিক উপায় দ্বারা চিরদুঃখ নিবৃত্তি না হউক, বৈদিককর্ম্ম যাগাদির অনুষ্ঠান জন্য সদগতি হইয়া চিরদুঃখ নিবৃত্তি হইয়া থাকে, এ পক্ষেও সূত্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন ঃ——

অবিশেষশ্চোভয়োঃ। ৬॥

লৌকিক ও বৈদিক উভয় উপায়েরই তুল্যতা।

ইহার তাৎপর্য্য এই, এ উভয় উপায়ের অন্যতর কোন উপায়ই অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির কারণ নয়। ঈশ্বরকৃষ্ণ আর্য্যাচ্ছন্দে সাংখ্যমত সংগ্রহ করিয়া তত্ত্বকৌমুদী নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছেঃ—

" দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ। "

অনুশ্রব শব্দের অর্থ এইঃ— গুরুর নিকট হইতে শুনা যায়। অনুশ্রব

শব্দের অর্থ বেদ। আনুশ্রবিক শব্দের অর্থ বৈদিক। লৌকিক উপায়ের ন্যায় বৈদিক উপায়েও হিংসাদি ক্ষয় ও আতিশয্য সম্বন্ধ আছে। যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে গেলে পশুহিংসা করিতে হয়, জ্যোতিষ্টোমাদির অনুষ্ঠানে যে স্বর্গ হয়, তাহা চিরস্থায়ী নয়, বাজপেয়াদিযাগের অনুষ্ঠানে উৎকৃষ্ট লোক প্রাপ্তির বর্ণন আছে। এইরূপ লৌকিক ও বৈদিক উভয় উপায়ে দোষ প্রদর্শন করিয়া তত্বজ্ঞানকেই চির দুঃখ নিবৃত্তির উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা সূত্রকারের অভিপ্রেত। কেবল সাংখ্যকারের নয়, সকল দর্শনকারেরই এই মত। সাংখ্যকার সেই তত্ত্বজ্ঞানের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন পশ্চাৎ তাহা বিবেচিত হইবে।

যোগিনী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

" What stronger breastplate than a heart untainted ?
Thrice is he armed that has his quarrel just,
And he but naked, though locked up in steel,
Whose concience with injustice is corrupted. "

Shakspeare.

যুবা বাহিরে গমন করিয়া দেখিলেন যে সকল সৈন্য অঙ্গরাজ্য জয় করিতে গিয়াছিল, তাহারা প্রত্যাগত হইয়াছে। অঙ্গপতি বন্দী হইয়াছেন। তাহাদের আনন্দ ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূরিত হইতেছে। অঙ্গরাজের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া তিনি মনে মনে একটু হাসিলেন। কেন হাসিলেন তাহা তিনি কাহাকেও বলিলেন না।

অনন্তর তিনি স্বীয় কক্ষে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিলেন এবং দেবারাধনা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। সম্মুখে একটী প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল। রাত্রি অধিক হইয়াছে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মনুষ্য সকলেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত। জগৎ মণ্ডল নীরব। অমাবস্যার রাত্রি, কিন্তু প্রকৃতির মূর্ত্তি এখন আর তত ভয়ঙ্কর নয়। বৃষ্টি যেন নভস্থলকে ধৌত করিয়া দিয়াছে। বাতাস অন্ধকারকে যেন উড়াইয়া দিয়াছে। সুধাংশুমনোমোহিনী তারকানিকরকে বিধবা বলিয়া বোধ হই-

তেছে না। তাহাদের কলেবর যেন এখন অধিকতর রূপলাবণ্যে পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। বাস্তবিক এই বৈধব্য দশায় তাহাদের যৌবনের বিভ্রম বিলাস ও কমনীয় কনককান্তির তরল তরঙ্গ যেন বাড়িয়া উঠিয়াছে। সুনীল গগনপটে কোথায় ফল পুষ্পোপশোভিত মঞ্জু কুঞ্জকাননের পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় পুঞ্জীকৃত হইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে, কোথায় বা অভিনব-রূপ-গুণ-বিশিষ্ট মণিমাণিক্যের ন্যায় স্তরে স্তরে শোভা পাইতেছে, কোথায় বা বিস্তৃত হইয়া ঈশ্বরের অপার শক্তি আশ্চর্য্য কৌশল ও অনন্ত মহিমা ব্যক্ত করিতেছে। এই নীরব নিস্তব্ধ অমাবস্যা রজনীতে এই অনন্ত নীল আকাশের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা! বৈধব্য দশায় রমণীগণ হিমানীতে শ্রীভ্রষ্ট তরুরাজীর ন্যায় শোভা সৌন্দর্য্যহীন হইয়া যায়। তারাসকল বৈধব্য দশায় যে এত সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হইয়াছে, ইহার কারণ কি? ইহারা পরস্পর সকলেই সপত্নীভাবাপন্ন। স্বভাবতঃ ইহাদের অন্তঃকরণ ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ, পরস্পরেই চন্দ্রের মৃত্যুকামনা করিয়া থাকে। চন্দ্রের মৃত্যু হইলে সপত্নী আর চোখের উপর স্বামীকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে পাইবে না। আজ সত্য সত্যই যামিনীনাথ কালকবলে পতিত হইয়াছেন। সতীনের ঘর, কেহই কাঁদিতেছে না। সতীন বিধবা হইয়াছে, এই আনন্দেই সকলে বিহ্বল, আপনার দশা কেহ ভাবিতেছে না। চন্দ্র জীবিত থাকিতে এককালে সকলে সমান আনন্দ উপভোগ করিবে, এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। মনে করুন, তিনি রোহিণীর ঘরে গেলেন, রোহিণীই সুখসলিলে ভাসিতে লাগিল, অপর সকলের অশ্রুপাত সার হইল। চন্দ্র বিয়োগে তারাগণের তাই আজ এত আনন্দ।

গবাক্ষ দ্বার দিয়া যুবক নক্ষত্রমণ্ডলের এই রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু এই অবসরে কত প্রকার চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হইতে লাগিল, তাহার সম্যক বর্ণনা করা যায় না। কিরূপে মুসলমানবংশ ধ্বংস হইবে, হিন্দুগণ আপনাদের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিবে, কতকালে দারুণ মনোবেদনার অবসান হইবে, এইরূপ নানাপ্রকার ভাবনা তাঁহার হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলিল। এক একবার পূর্ণশশীর সুধাংশুবদন স্মৃতিপথে উদিত হয়, তাঁহার অমৃত নিস্যন্দিনী সুললিত কথা, মৃদু মধুর হাসি জীবন উন্মত্ত করিয়া তুলে। এইরূপে অনেকক্ষণ নীরবে আসীন থাকিয়া তিনি আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন।

"একান্তে বসিয়া অদৃষ্টকে নিন্দা করা, শোকে অভিভূত হওয়া বা কেবল চিন্তা করা কাপুরুষের কার্য্য। স্থিরপ্রতিজ্ঞতা, উদ্যমশীলতা উৎসাহ সাহস ও অধ্যবসায় অভীষ্টসিদ্ধির একমাত্র উপায়। কার্য্যে তৎপরতা না থাকিলে মনোরথ সফল হয় না। বাদসাহ এখন বাদসাহমাত্র, প্রকৃতপক্ষে আমিই বিরাট রাজ্যের অধিপতি। বাদসাহ যাহাতে দিন দিন বলবীর্য্যহীন হন, আমি তাহারই চেষ্টায় আছি। আমার উপদেশমতে কার্য্য করিলে অচিরেই যে তাঁহাকে বিষহীন ভুজঙ্গ হইতে হইবে, তৎপক্ষে সংশয় নাই। আজ এ রাজ্য জয়, কাল সে রাজ্য জয়, আজ ইহার সহিত যুদ্ধ, কাল তাহার সহিত যুদ্ধ—এইরূপে যে শীঘ্র সমস্ত সৈন্য ধ্বংস ও ভাণ্ডার শূন্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আমার মন্ত্রণাচক্রে অন্ধ যবন অনবরত ঘূর্ণিত হইতেছে। রাজ্যের সমস্ত প্রজাই রাজার উপর অসন্তুষ্ট, সেনাগণ নিয়মিতরূপে বেতন পাইতেছে না, তাহাদের অধিকাংশেরই রাজার উপর ভক্তি শ্রদ্ধা নাই, কেবল আমার জন্যেই এ পর্য্যন্ত তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে নাই। কৌশলক্রমে মুসলমান সাজাইয়া অসংখ্য রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয় ও পঞ্জাবীকে সৈন্যদল ভুক্ত করিয়াছি। তাহারা সকলেই অসীম পরাক্রমশালী, সমর বিশারদ ও আমার আজ্ঞাধীন, ইঙ্গিতমাত্রেই বাদসাহের শিরশ্ছেদন করিবে। কিন্তু এক্ষণে মহারাজ কোথায়? একা যামিনীনাথ যেমন জগৎ আলোকিত করিয়া থাকেন এবং অসংখ্য নক্ষত্র তিমির রাশি বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। মহারাজ মহাতাপ সিংহ বিরহে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম সমস্ত চেষ্টা সেই রূপ বিফল। শুনিলাম তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত রাজগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন, সময় উপস্থিত হইলে বিপুল সৈন্য সঙ্গে রণ প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইবেন। এ সংবাদ কতদূর সত্য জানি না। আজ প্রায় বিংশতি বৎসর অতীত হইল, এই প্রাচীন হিন্দু রাজ্য অধম যবনের করায়ত্ত হইয়াছে। যেখানে হিন্দুরাজের শিবনামাঙ্কিত বিজয় পতাকা উড্ডীন হইত, আজ সেখানে যবন পতাকা আর্য্যবংশের কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে। হায়! এই স্বল্পকাল মধ্যে স্বভাবের কত পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এই রাজ্য আর সেই শান্তিসুখধাম বিরাট রাজ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্ম নাই, প্রাবৃটে বর্ষণ নাই—শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত সমস্ত ঋতুরই প্রকৃতিগত স্পষ্ট বৈলক্ষণ্য অনুভূত হইতেছে। রত্নগর্ভা বসুমতী রত্ন প্রসব দূরে থাকুক,

সামান্য শস্যও আর প্রসব করেন না। দুর্ভিক্ষ জ্বর ও নানাপ্রকার দৈবদুর্ঘটনা রাজ্যবাসী সমস্ত প্রজার জীবন শোষণ করিতেছে। যে রাজ্যে অকালমৃত্যুর নাম লোকে জানিত না, অদ্য সেই রাজ্যে প্রবল অকাল মৃত্যুর স্রোত অহোরাত্র প্রবাহিত হইতেছে। একজনও সুস্থ ও সবলকায় লোক দৃষ্ট হয় না। বিনা কারণে হৃদয় সর্ব্বদা কাঁদিয়া উঠে। এ সকল যে ঘোর অমঙ্গলের লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজ্যের ও রাজ্যবাসীর অবস্থা দিন দিন যেরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে; এই দীর্ঘকাল অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া আর্য্যসন্তানগণ যেরূপ নিরুৎসাহ, হীনবীর্য্য, হীনতেজ ও জড়বৎ হইয়া পড়িতেছে, যবনের দারুণ অত্যাচার দিন দিন যেরূপ ভয়ঙ্কর হইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, এই পবিত্র হিন্দুবংশ অচিরে বিস্মৃতিসলিলে চিরকালের জন্য নিমগ্ন হইবে। স্থির সরোবরের সলিলরাশি অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে বিকৃত হইয়া যায়, কিন্তু সতত প্রবাহিত প্রমত্ততরঙ্গিণীর বারিরাশি সর্ব্বদাই নির্ম্মল, সঞ্চালন কার্য্য স্থগিত হওয়ায় আমাদের শিরাণুশিরাতে খরোষ্ণ শোণিতের ধারা জমিয়া যাইতেছে, ইন্দ্রিয় সকল অসাড় হইয়া পড়িতেছে, হৃদয় জীবনহীন হইতেছে; স্বল্পকাল মধ্যেই যে আমরা হতচেতন হইয়া পড়িব, ইহা একপ্রকার নিশ্চিত। অতএব সময় থাকিতে এই বিপদ নিবারণের উপায় উদ্ভাবনে সযত্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক বোধ হইতেছে। কিন্তু আজ কাল করিয়া মহারাজের প্রত্যাগমন আর কত কাল প্রতীক্ষা করিব? স্বকর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। স্বয়ং সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিয়া কোন্ পথ অবলম্বন করা উচিত, স্থির করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কিন্তু যদি তিনি আমাকে যবনরাজের গুপ্ত চর মনে করেন? যাহা হউক, বাদসাহকে ত এক্ষণে গন্ধর্ব্বরাজ্য জয় করিতে পরামর্শ প্রদান করি, তিনি যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকুন, আমরা স্বরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিতে থাকি।”

এইরূপ স্থির করিয়া যুবা শয়ন করিলেন। অবিলম্বে শান্তিপ্রদায়িনী নিদ্রাদেবী তাঁহার নয়নযুগল অধিকার করিলেন।

———০:০———

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

'We have strict statures and most biting laws—
The needful bits and curbs, for headstrong steeds,
Which for these fourteen years, we have let sleep,
Like to an overgrown lion in a cave;
That goes not out to prey.———',

Measure for Measure.

বিভাবরী অবসান হইল। যুবা অধিক রাত্রিতে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু অভ্যাস বশতঃ অতি প্রত্যূষেই তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি শয্যা পরিত্যাগ করিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পন্ন করিলেন এবং কৃত্রিম বসনভূষণে আবৃত হইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন।

বাদসাহ তাঁহাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া পার্শ্বে বসাইয়া কহিলেন, সেরাজ! তোমার ঋণ আমি কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না। এত অল্প বয়সে এরূপ অভিজ্ঞতা তুমি কোথায় লাভ করিয়াছ, বল? তোমার বয়স বোধ হয় পঞ্চ বিংশতি বৎসরের অধিক হইবে না, অথচ বৃদ্ধের গাম্ভীর্য্য, সূক্ষ্মদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা তোমাতে দৃষ্ট হয়। তোমার বুদ্ধি কৌশলের সহস্রবার প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। আমার বিশ্বাস এই, এই অল্প বয়সে তুমি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যশাসনের উপযুক্ত। তুমি যেমনি বুদ্ধিমান, চতুর, রাজনীতিতে নিপুণ, তেমনি বীরপুরুষ, তেমনি যোদ্ধা। রণপ্রাঙ্গণে তোমার সমকক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় না। তোমার এই দোর্দ্দণ্ড বাহুবল, অমিত পরাক্রম ও অসামান্য বুদ্ধিকৌশল আমার সহায় না হইলে আজ আমি নির্ব্বিঘ্নে এই রাজ্য ভোগ করিতে ও দিগ্বিজয়ী হইতে পারিতাম না। সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণ এরূপ পরাক্রমশালী, এরূপ উৎসাহ ও সাহস সম্পন্ন ও এরূপ রণানুরাগী, তাহা পূর্ব্বে অবগত ছিলাম না। আমার ধ্রুব জ্ঞান ছিল, আমার এই উন্নতকায় রণদক্ষ কষ্টসহিষ্ণু মুসলমান সৈন্যগণ বিশ্ববিজয়ী। কিন্তু এখন আমি বেশ জানিয়াছি, রাজপুত পঞ্জাবী প্রভৃতি সূর্য্যবংশীয় বীরপুরুষগণ সূর্য্যসদৃশ তেজ ও বীর্য্য সম্পন্ন—জগতে তাহাদের

তুলনা নাই। সেরাজ! কেবল তোমার বুদ্ধিবলেই আমি এত স্বল্পকালমধ্যে সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ শান্তিসুখ ভোগ করিতেছি। তোমার জন্যেই আজ আমার এই গৌরব, এই অতুল সম্পত্তি এই প্রভুত্ব। তোমার বলেই আজ ভারতের হিন্দুনরপতিগণ আমার পদানত। আমি তোমার এ গুণের যথার্থ পুরস্কার দিতে অক্ষম। আমার এমন কিছুই নাই, যাহা তোমাকে দান করিলে আমি ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিব।"

সেরাজ আত্মপ্রশংসাবাদ শ্রবণে লজ্জিত হইয়া বিনম্রভাবে কহিলেন "দাস আপনার চরণের আশীর্ব্বাদে আপনার শত্রুগণকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছে। সকলই আপনার অনুগ্রহ, এ দাসের প্রশংসার যোগ্য গুণ কিছুই নাই।"

"সেরাজ! তোমার এই শিষ্টাচারে আমি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম।" সেরাজের হস্ত ধারণপূর্ব্বক বাদসাহ কহিলেন "দেখ, যে অঙ্গরাজের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে ভূমণ্ডল কম্পিত হইত—এমন কি একদা আমার রাজ্যের পাতাল-স্পর্শী মূল পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল, সেই পাপিষ্ঠ অঙ্গদেশাধিপতি আজ আমার পদানত! সেরাজ! এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য বল। কিরূপে আমি সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইব বল।"

সেরাজ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন "ঐ পাপিষ্ঠ অঙ্গপতির লাঞ্ছনার চূড়ান্ত হইয়াছে। উহার ক্ষুদ্রপ্রাণ সংহারে কোন প্রয়োজন নাই। উহার রাজ্য উহাকে নির্দ্দিষ্ট করে প্রত্যর্পণ করুন। অসংখ্য নক্ষত্রমণ্ডল মধ্যে শারদীয় পূর্ণ শশধরের যেরূপ শোভা; আপনি একাধিপতি হইয়া উন্নত রত্নসিংহাসনে আসীন হইয়া যখন এই সভামণ্ডপে বিরাজ করিবেন, এই সকল অধীন ভূপতিগণ মণিমুক্তাখচিত মুকুট উন্মোচন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার উপাসনা করিতে থাকিবে, তখন আপনার ততোধিক শোভা হইবে।"

"অমাত্যরত্ন! তোমার বাক্যে আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম। তুমিই যথার্থ বিজ্ঞ। আমি অঙ্গরাজকে পরিত্যাগ করিলাম।"

নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেরাজ কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ব্বার কহিলেন "আপনার চরণে সেবকের আর একটি নিবেদন আছে। গন্ধর্ব্বরাজ নিতান্ত দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিয়াছেন; তাঁহার দৌরাত্ম্যে রাজ্যের অনেকস্থলে শান্তির ব্যাঘাত

হইতেছে; সদয় হইয়া অনুমতি করুন, সত্বর সমুচিত প্রতিফল দি।”

“সেরাজ! আমি ত তোমাকে কার্য্যের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছি, তবে তুমি আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তোমার যাহা অভি· রুচি, তাহাই তুমি করিতে পার।”

যুবা আপনার প্রকৃত নাম গোপন রাখিয়া সেরাজ খাঁ নামে বাদসাহ ভবনে পরিচিত হন। মনুষ্যের চরিত্র ইনি সুন্দররূপ বুঝিতেন। সকল বিষয়েই ইহাঁর এরূপ পারদর্শিতা ছিল যে স্বল্পকাল মধ্যে বাদসাহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। কয়েকটী যুদ্ধে ইহাঁর অতুল বাহুবল, রণকৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রাধর্য্য দর্শন করিয়া বাদসাহ মনে মনে ইহার পক্ষপাতী হইয়া উঠেন; বিশেষতঃ ইহার উপদেশ মতে কার্য্য করিয়া তিনি স্বল্পকাল মধ্যে সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া নিরাপদ হন, এবং রাজ্যের একটি প্রধান পদে তাঁহাকে প্রতি- ষ্ঠিত করেন। তঁহার পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন না। কালক্রমে সেরাজ রাজ্যমধ্যে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিলেন।

সে দিবস বেলা অধিক দেখিয়া সভা ভঙ্গ হইল। সেরাজ উৎসুক চিত্তে শর্ব্বরীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দিনকর সমস্ত দিবস প্রখর কিরণরাশি বিতরণ করিয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। বার্দ্ধক্যে লোকের যেরূপ ইন্দ্রিয় বৃত্তির তেজের হ্রাস হইয়া আসে; প্রাচীন প্রভাকরের প্রচণ্ড প্রভা ক্রমে ক্রমে শান্তভাব ধারণ করিল। এই সুস্নিগ্ধ সায়াহ্নকালে প্রকৃতির কি অনির্ব্বচনীয় শোভা! নারিকেল তাল খর্জ্জূর প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ বৃক্ষশাখায় প্রসন্ন কিরণরাশি প্রতিফলিত হইয়া যেন হাস্য করিতেছে; গগনের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ, তাহাতে প্রদোষকালীন সূর্য্যদেবের বিমল কিরণ পতিত হইয়াছে—কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! মধ্যে মধ্যে নীলোজ্জ্বল আকাশের নীল- লোহিত ছটা! প্রকৃতির এই বিচিত্র প্রকাণ্ড চিত্র অবলোকন করিয়া ভাবের তরঙ্গ হৃদয়কন্দরে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। রবি অদৃশ্য হইল। গোলাপ, মল্লিকা, জুঁই, মাধবী প্রভৃতি কুসুম এক একটি করিয়া ফুটিতে লাগিল। বিভাবরী কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ মার্জ্জিত করিয়া পৃষ্ঠে লম্বিত করিয়া রাখিলেন; শীতল-সলিল-শীকরবাহী সায়ং সমীরণ পুষ্পপরিমলে শরীর ধৌত করিয়া সুলোচনা শ্যামাঙ্গিনী যামিনীকে ব্যজন করিতে লাগিল। আজ প্রতিপদ। অম্বরপ্রদেশ গম্ভীর তিমিরাচ্ছন্ন।

ক্রমে ক্রমে জগৎ নীরব হইল। ঝিল্লীদিগের ঝিঁ ঝিঁ রব ও কদাচিৎ পেচকের শ্রুতিকটু কঠোর শব্দ ভিন্ন আর কিছুই কর্ণগোচর হয় না। সেরাজ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীর কুটীরোদ্দেশে গমন করিলেন।

রজনী প্রায় দুই প্রহর। সন্ন্যাসী এখনো জাগরিত। চিন্তাবিষে যাহাদের অন্তঃকরণ জর জর, তাহাদের নিদ্রার সম্ভাবনা কোথায়? সেরাজ কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন কুটীর মধ্যে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। দ্বারদেশে ক্ষণকাল নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন, শুনিলেন যেন দুইজনে ভিতরে কি বলাবলি করিতেছে। তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

"আমরা যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছি, তাহাতে আমাদেরই জয়লাভ হইবার সম্ভাবনা। যুদ্ধে জয় হইবে—কোন রূপেই তাহার ব্যাঘাত ঘটিবে না, এইটি স্থির না করিয়া আমরা কিন্তু সহসা সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইতে পারিতেছি না। এখনো এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, আমাদেরই জয় হইবে। সুশিক্ষিত সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণের আমাদের বিস্তর অভাব আছে। বিশেষতঃ বাদসাহের প্রধান মন্ত্রী সেরাজকে হস্তগত করিতে না পারিলে আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। আমি প্রচ্ছন্নভাবে অনেকবার সেরাজের কার্য্যকলাপ পরীক্ষা করিয়াছি। সেরাজ যেমন বুদ্ধিমান, সূক্ষ্মদর্শী; তেমনি বলিষ্ঠ, তেমনি যোদ্ধা। তাহারই বলে মহম্মদসাহ এত প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কি উপায়ে এই সংকল্প সিদ্ধ হইবে, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না।"

"সেনাপতির কথায় আমার একটী কথা স্মরণ হইল। সেরাজ সুচতুর ও ধূর্ত্ত সত্য—আমিও তাহাকে বেশ চিনি। কিন্তু আমি শুনিয়াছি সে নাকি বাদসাহের প্রাণসংহারের চেষ্টায় আছে।"

"কিন্তু তাহাতে আমাদের লাভ কি?"

"আমাদের লাভ আছে। আমি শুনিলাম বাদসাহের প্রাণসংহার করিয়া মহাতাপ সিংহকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করাই তাহার উদ্দেশ্য।"

"এ কথায় ত আমার বিশ্বাস হয় না।"

"আমারও বিশ্বাস হয় না। এই জন্য আমি ভীত হইয়াছি।"

"ভীত হইয়াছেন কেন?"

"আমি সন্ধান পাইয়াছি সেরাজ বুঝিয়াছে, মহারাজ মহাতাপ ও তাঁহার সেনাপতি গোপনে গোপনে বাদসাহের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতেছেন এবং

সময় উপস্থিত হইলে সমরসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক পূর্ব্ব কলঙ্ক প্রক্ষালন করিবেন। বিশেষতঃ মহাতাপসিংহ কোথায়, কিরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছেন এবং কবেই বা বাদসাহকে আক্রমণ করিবেন, সেরাজ গোপনে গোপনে তাহার সংবাদ লইতেছেন। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা আমি অবগত নই।"

"নরেন্দ্র! তুমি যে আমাকে হতাশ করিলে! আমি দেখিতেছি বিধাতা আমাদের প্রতি নিতান্ত বিমুখ, এ সংবাদ যদ্যপি ধূর্ত্তচূড়ামণি সেরাজ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অচিরে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। আমি প্রাণভয়ে ব্যাকুল নই, সূর্য্যবংশের যে লোপ হইবে, এই আমার দুঃখ। ভাল, এ কথা সে কিরূপে জানিল?"

"তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু সময়ে যে আমরা এ সংবাদ পাইয়াছি, এটী মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে। আমাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইল সত্য; কিন্তু আমরা এখন সাবধান হইতে পারিব।"

"অবিলম্বে মহারাজকে এ সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। আমি কল্যই"——

কথা সমাপ্ত না হইতেই সেরাজ কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন সন্ন্যাসী ও আর একজন লোক তথায় উপবিষ্ট আছেন। দ্বিতীয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে; কিন্তু শরীর বলিষ্ঠ, হৃষ্টপুষ্ট দেখিতে অতুল পরাক্রমশালী।

সহসা তাঁহারা এক অসিচর্ম্মধারী উন্নতকায় মুসলমান সৈনিক পুরুষকে কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রথম ক্ষণে ভীত ও চকিত হইলেন; কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষণে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?"

যদিও তাঁহারা সেরাজকে ইতিপূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সেরাজ এখন এরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহা। চিনিতে পারিলেন না। সেরাজ গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন।

আপনারা ত আমাকে চিনেন। আমার নাম সেরাজ খাঁ—আমি বাদসাহের একজন কর্ম্মচারী।"

এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী ও তাঁহার সহচরের মুখ বিবর্ণ হইল। কিন্তু উভয়েই কেশরিসদৃশ বলবান সাহসী ও বুদ্ধিমান। ভীত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ঐ ভাব প্রকাশ হইতে দিলেন না। সাধুজনোচিত সাদরসম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিয়া

বসিতে বলিলেন। সেরাজ বসিলেন। সন্ন্যাসী কর্কশ গম্ভীর স্বরে স্বাধীন বাক্যে বলিলেন " মন্ত্রিগণের রাজার মঙ্গল চিন্তা প্রধান কর্ত্তব্য ; আপনার সেই চিন্তা দেখিয়া আমরা অতিশয় সুখী হইলাম। গভীর নিশীথ কালেও যে আপনার হৃদয় রাজ্যচিন্তা হইতে অবসর পায় না, এটি নিতান্ত সুখের বিষয়। কিন্তু গুপ্ত ছুরিকা শত্রুবক্ষে বিদ্ধ করা কি আপনার ন্যায় লোকের উচিত ? আপনার উপর আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল—আপনি আমাদের শত্রু সত্য কিন্তু আপনার গুণের অবশ্যই আমরা আদর করিব। শুক্তিগর্ভে মুক্তার উৎপত্তি বলিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই মুক্তা পরিত্যাগ করেন না। আপনি আমাদের সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছেন ? "

" হাঁ, আমি আপনাদের সমস্ত মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়াছি। এখন আমি নিশ্চয় জানিলাম, আপনি ভণ্ড সন্ন্যাসী—মুসলমান রাজত্বের উচ্ছেদসাধনই আপনাদের উদ্দেশ্য ।"

বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, " আপনি অতি অন্যায় কাজ করিয়াছেন, তা জানেন ? এজন্য আপনাকে পরিতাপ করিতে হইবে।"

সেরাজ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন " আপনার ও ভয়প্রদর্শন বৃথা। ও ভয়ে আমি ভীত নহি। আপনারা বাদসাহের বিপক্ষে এই যে ষড়যন্ত্র করিতেছেন, তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিবার জন্য আজ আমি এখানে আসিয়াছি। এত দিন আমি যাহার অন্বেষণ করিতেছিলাম, আজ বিধাতা সুপ্রসন্ন হইয়া তাহা আমাকে মিলাইয়া দিয়াছেন। "

সেরাজের এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডল মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্য মণ্ডলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। নয়ন যুগলে প্রখর নীল লোহিত ছটা ছুটিতে লাগিল। বিস্তৃত ললাটদেশ কুঞ্চিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইল। দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ হইতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল এবং বোধ হইল যেন প্রত্যেক লোমকূপ হইতে প্রদীপ্ত পাবকশিখা নির্গত হইতেছে। তিনি বসিয়াছিলেন, সহসা দণ্ডায়মান হইলেন। ভুজঙ্গের গাত্রস্পর্শ মাত্রে সে যেমন উর্দ্ধফণ হইয়া ভীষণ হইয়া উঠে, তাঁহারও মূর্ত্তি তখন সেইরূপ ভীষণ হইয়া উঠিল। তিনি পার্শ্বস্থিত অসি আকর্ষণ পূর্ব্বক বেগে তাহা নিষ্কোষিত করিলেন। সেই শাণিত খড়্গ স্থির সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার মনে

হইল, তদ্দণ্ডেই সেরাজের মুণ্ড ভূতলশায়ী করিয়া তিনি অন্তর্জ্বালার নিবারণ করেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, ইহাকে বধকরা বিধেয় হয় না, তখন একটী জ্বলন্ত কর্কশ কটাক্ষ সেরাজের উপর নিক্ষেপ করিলেন। কথা কহিবেন মনে করিলেন কিন্তু মুখে বাক্য নিঃসরণ হইল না। ক্ষুধার্ত্ত কেশরী যেমন মৃগ শাবককে তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে থাকে, সেইভাবে তিনি এক দৃষ্টিতে সেরাজকে দেখিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসিকে এইরূপ ক্রোধান্ধ দর্শন করিয়া সেরাজ ধীরে ধীরে বলিলেন, " আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। আমা হইতে আপনাদিগের অমঙ্গল ঘটবার সম্ভাবনা নাই, আপনারা আমাকে যাহা ভাবিতেছেন আমি তাহা নহি। " এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসিলেন "তবে আপনি কি উদ্দেশে আসিয়াছেন ? "

" হিন্দুরাজ্যের মঙ্গল সাধন উদ্দেশেই আজ আমি এখানে আসিয়াছি। "

" তাহাতে আমরা কি করিয়া প্রত্যয় করিব ? "

" আমার কথায় বিশ্বাস করিবার বাধা কি ? "

" আপনি মুসলমান। বাদসাহের প্রধান মন্ত্রী। আপনি হিন্দু রাজ্যের মঙ্গলকামনা করিবেন, কিরূপে বিশ্বাস করিব ? "

" আমি মুসলমান আপনি কি করিয়া জানিলেন ? "

" মুসলমান জাতি অতিশয় ধূর্ত্ত ও চতুর, তাহা আমি জানি। অতএব আপনি বৃথা প্রবঞ্চনা করিতেছেন, অথবা আপনি মুসলমান হউন আর নাই হউন, হিন্দুরাজ্যের মঙ্গলকামনা যে আপনার উদ্দেশ্য নয়, তাহাতে সন্দেহ কি ? আপনার বাহুবলেই একে একে সমস্ত হিন্দুরাজ্য মুসলমানকবলে কবলিত হইতেছে—তবে আপনি কিরূপে হিন্দুজাতির বন্ধু ? আমাদের যাহা কিছু ভয়, তাহা আপনাকে ; অতএব আপনি মনে করিবেন না অদ্য আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করিব। "

" তবে কি আপনারা আমাকে বন্দী করিয়া রাখিবেন ? "

" আপনি কি ভাবিয়াছেন ? "

" আপনারা তাহা পারিবেন না—সে যাহা হউক, রজনী অধিক হইতেছে। আমাকে এখনি প্রতিগমন করিতে হইবে ; অতএব আপনারা বলুন, মহারাজ মহাতাপ সিংহ ও তাঁহার সেনাপতি এক্ষণে কোথায় আছেন ?

তাঁহারা কিরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছেন এবং কবেই বা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই-বেন? অথবা প্রকাশ্যে যুদ্ধ করিবেন কি না?”

“আপনি জানেন সূর্য্যপ্রতাপ সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণ কখন অসদুপায় অবলম্বন করেন না; যদি যুদ্ধ করিতে হয়, তবে তাঁহারা প্রকাশ্যেই যুদ্ধ করিবেন; প্রকাশ্যেই মুসলমানশোণিতে ধরণী প্লাবিত করিবেন।”

“আপনি বৃথা গর্ব্ব পরিত্যাগ করুন। আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি মহারাজ মহাতাপ সিংহের হিতসাধনই আমার প্রধান চিন্তা। তিনি জীবিত আছেন কি না এবং আপনারা সত্যসত্যই বিরাট রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় আছেন কি না, নির্ভয়চিত্তে আমাকে বলুন; আমা হইতে যদি কোন উপকার হয় আমি প্রাণপণে তাহা করিব।”

এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী ক্ষণকাল নীরব রহিলেন।

সেরাজ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “নরেন্দ্র! তোমাদিগের চিত্ত পরীক্ষার নিমিত্তই আমি এত সময় নষ্ট করিলাম। তুমি আমাকে বিস্মৃত হইয়াছ বটে, কিন্তু আমি তোমাকে বিস্মৃত হই নাই। একটী মরুভূমিতে একটি পদ্মফুল ফুটিয়াছিল; উভয়েরই চিত্ত তাহার দিকে ধাবিত হয়, কিন্তু কাহারও ভাগ্যে সেই কনককমললাভ ঘটিল না।”

অনন্তর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেরাজ নীরব হইলেন।

স্বর শুনিয়া সন্ন্যাসী চিনি চিনি করিলেন কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। পদ্মফুল কি—একি পূর্ণশশী? অনেক ভাবিয়াও তিনি কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। এক দৃষ্টে সেরাজের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

সেরাজ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিলেন। সন্ন্যাসী অমনি “কেও রণজিৎ!” বলিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন।

“রণজিৎ বলিলেন ভ্রাতঃ নরেন্দ্র! পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হও। আমি কি জন্য মুসলমান বেশ ধারণ করিয়াছি, তাহা বোধ হয় এখন বুঝিয়াছ?”

রণজিৎ ও নরেন্দ্র যে এক রমণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, এখন তাঁহারা তাহা বিস্মৃত হইলেন না ঈর্ষ্যা দ্বেষ আক্রোশ এখন আর তাঁহাদের নির্ম্মল হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইল না। উভয়েই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ মহাপুরুষদিগের এই লক্ষণ। রমণী চিন্তা অগ্রে কি স্বাধীনতার উদ্ধার চিন্তা

অগ্রে—কোন্‌টি গুরুতর ? ইহা যাঁহারা বুঝিয়া চলিতে পারেন, তাঁহারাই জ্ঞানী ও তাঁহারাই মনুষ্য। হিন্দুরাজ্য উদ্ধারের জন্য তিনি যে এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, নরেন্দ্র তজ্জন্য তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান ও সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। তখন তাঁহার নিকট গোপন রাখিবার কিছুই রহিল না। সন্ন্যাসীর সহচর তাঁহাকে গম্ভীরভাবে বলিলেন "মহাশয়! সূর্য্যবংশীয়েরা কখন অলস বা রণভীরু নন। বুদ্ধি বিদ্যা ও চিন্তাশীলতায় এ জগতে কোন জাতি তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আছে এরূপ বোধ হয় না। এই চতুর্দ্দশ বৎসর তাঁহারা নিজ তেজ গোপন রাখিয়াছেন, কিন্তু আর অধিক দিন গোপন রাখিবেন না। সময় উপস্থিত হইলেই সেই প্রজ্বলিত তেজোরাশি ভূমণ্ডলে বিকীর্ণ হইয়া পড়িবে।" রণজিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "এ কথা আপনার উপযুক্ত বটে। আপনারা যে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। রাত্রি অধিক হইল, আর আমি এখানে থাকিতে পারিতেছি না। অপনারা নির্ভয়ে তুমুল সংগ্রামের উদ্যোগ করুন, আমা হইতে যত সাহায্য হইতে পারে, তাহা আমি করিতে পরাঙ্‌মুখ হইব না।

সন্ন্যাসী কহিলেন "তবে তুমি গমন কর। কিন্তু ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া স্বকর্ত্তব্য বিস্মৃত হইও না।"

রণজিৎ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

——০০:০০——

মেঘদূতের ভূবৃত্তান্ত।

কালিদাসের মেঘদূত একখানি অপূর্ব্ব কাব্য। যক্ষরাজ কুবেরের একজন ভৃত্য স্ত্রৈণতাপ্রযুক্ত কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করাতে কুবের তাহাকে একাকী দ্বাদশমাস রামগিরিতে থাকিতে আদেশ করেন। যক্ষ এইরূপে আদিষ্ট হইয়া কয়েক মাস রামগিরিতে অবস্থান করে। পরে আষাঢ় মাসে আকাশে নূতন মেঘের উদয় দেখিয়া তাহাকে সজীব পদার্থ জ্ঞানে প্রণয়িনীর নিকট সংবাদ পাঠাইবার জন্য দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করে, এবং রামগিরি হইতে স্বীয় আবাস স্থান অলকা পর্য্যন্ত পথের নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হয়। কালিদাস রামগিরি হইতে কৈলাস পর্য্যন্ত সমস্ত পর্ব্বত, নদী ও নগরাদির বর্ণনা করিয়াছেন। যক্ষদূত মেঘ হিমালয় পর্ব্বতে উপনীত হইয়া ক্রৌঞ্চরন্ধ্র দিয়া কৈলাসে উপনীত

হয়। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই ক্রৌঞ্চরন্ধ্র এবং তদানুষঙ্গিক কৈলাস ও মন্দাকিনীর ভৌগোলিক তত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি।

রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে জানকীর অন্বেষণ প্রসঙ্গে হিমালয়ের পর সোমাশ্রম, সোমাশ্রমের পর কালপর্ব্বত, অনন্তর সুদর্শন পর্ব্বত, সুদর্শনের পর দেবসখা শৈল ও তৎপর একটী বিস্তীর্ণ শূন্য স্থানের উল্লেখ আছে। এই বিস্তীর্ণ স্থান অতিক্রম করিয়া কৈলাসে যাইতে হয়। কৈলাসের পর ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের বর্ণনা আছে। সুতরাং বাল্মীকির মতানুসারে হিমালয়ের উত্তরে কৈলাস ও তাহার উত্তরে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত। এদিকে কালিদাসের মত ইহার ঠিক বিপরীত। কালিদাস মেঘদূতে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন, হিমালয় হইতে ক্রৌঞ্চরন্ধ্র দিয়া কৈলাসে যাইতে হয়। সুতরাং এই মতানুসারে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত কৈলাসের দক্ষিণবর্ত্তী হইতেছে। মহাভারতে ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের যেরূপ প্রসঙ্গ আছে, তাহার সহিতও রামায়ণোক্ত বিবরণের সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। এজন্য রামায়ণ অবলম্বন করিয়া ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের সন্নিবেশস্থল নিরূপণ করা যাইতে পারে না।

খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাণপুরী নামক জনৈক ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী মানস সরোবর প্রভৃতি অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া কাশীতে উপস্থিত হন। জোনাথান ডনকান্ সাহেব এই সন্ন্যাসীর নিকট হইতে যে বিবরণ সংগ্রহ করেন, তাহাতে জানা যায়, মানসসরোবর হইতে দুই দিন পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলে লডাকে উপনীত হওয়া যায়। লডাক হইতে কৈলাস পর্ব্বত দক্ষিণে ছয় দিনের পথ। কৈলাস হইতে আরও চারি দিন দক্ষিণে গেলে ব্রহ্মদণ্ড নামে একটী পাহাড় পাওয়া যায়। ব্রহ্মদণ্ড হইতে আবার দক্ষিণাভিমুখে ৫।৬ দিনের পথ অতিক্রম করিলে কেদারনাথ ও ভদ্রনাথের পাহাড়ে উপনীত হওয়া যায়। এই স্থান হইতে কেদারগঙ্গা ও শিবগঙ্গা নির্গত হইয়াছে কাপ্তেন রেপারের মতে কেদারনাথ ভদ্রনাথের প্রায় ১৪।১৫ মাইল পশ্চিমে ও পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। এক্ষণে প্রাণপুরীর নিকট মানসসরোবর হইতে কেদারনাথ পর্য্যন্ত পথের যে বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, তাহা ধরিয়া ক্রৌঞ্চ-রন্ধ্রের সন্নিবেশ স্থান নিরূপণ করিলে উহা পশ্চিম হিমালয়ের অন্তর্গত ও কেদারনাথের উত্তরবর্ত্তী বোধ হয়।

মধ্য তিব্বতের ভূখণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া শতদ্রু ১৫০ মাইল উত্তরপশ্চিম

দিকে গমন পূর্ব্বক হিমালয় অতিক্রম করিয়া ভারতীয় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই শতদ্রুর উভয়তটবর্ত্তী হৈমবত প্রদেশের উত্তরাংশ কুনোয়ার নামে আখ্যাত। এই কুনোয়ার হইতে হিমালয়ের বহির্ভাগ দিয়া ১৫ টী গিরিসঙ্কট আছে। ইহাদের অন্যতম গিরিসঙ্কট কুব্রঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা নিসঙ্গ হইতে বিথার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই গিরিপথ এরূপ উন্নতাবনত যে ইহা অতিক্রম করিতে হইলে অনেকবার উঠিতে ও নামিতে হয়। ইহা সাধারণতঃ দুর্গম। সমুদ্রতল হইতে কুব্রঙ্গ গিরিসঙ্কটের উচ্চতা ১৮,৩১৩ ফীট। জুন, জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর (জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র) মাসে লোকে এই পথ দিয়া গমনাগমন করে। যদিও এই গিরিসঙ্কটের উচ্চতা অত্যন্ত অধিক, তথাপি গেরার্ড সাহেব জুলাই মাসে ইহাতে বরফ প্রাপ্ত হন নাই। এই পথের বিস্তৃতি চারি মাইলের অধিক নহে। ইহার মধ্যে কোন জ্বালানি কাষ্ঠ পাওয়া যায় না।

গেরার্ড সাহেব এই কুব্রঙ্গ গিরিসঙ্কটে উঠিয়া উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত একটী তুষারময় শৈলশ্রেণী দর্শন করেন। এই শৈলশ্রেণী কৈলাস পর্ব্বত বলিয়া বোধ হয়; কারণ, কৈলাসও চিরতুষারাচ্ছাদিত ও উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত। কুব্রঙ্গ গিরিসঙ্কট ব্যতীত হিমালয়ের বহির্ভাগে যাইবার আরও অনেক গুলি পথ আছে। বিখ্যাত পর্য্যটক মুরক্রফ্‌ট নিতিমান নামক গিরিসঙ্কট দিয়া মানস সরোবরে উপনীত হন। সুতরাং নিতিমানকেও হিমালয় অতিক্রমণের একটী সহজ পথ বলিতে হইবে।

সূক্ষ্মরূপে ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের স্থান সন্নিবেশ নিরূপণ করা সুসাধ্য নহে। যদি এস্থলে রন্ধ্র শব্দের অর্থ গিরিসঙ্কট হয়; তাহা হইলে বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত কুব্রঙ্গ গিরিসঙ্কটকে ক্রৌঞ্চরন্ধ্র বলা যাইতে পারে। দুটী কারণে আমাদের এইরূপ প্রতীতি হইতেছে—প্রথম, কৈলাস পর্ব্বত কুব্রঙ্গ গিরিসঙ্কটের উত্তরে অবস্থিত, এবং এই গিরিসঙ্কট দিয়া উক্ত পর্ব্বত দৃষ্ট হইয়া থাকে। দ্বিতীয়, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকালে কুব্রঙ্গ গিরিপথের সুগমতা হয়। জনপ্রবাদ আছে, বর্ষা ও শরৎকালে হংসগণ ক্রৌঞ্চরন্ধ্র দিয়া মানস-সরোবরে গমন করে, এজন্য উহার অন্যতর সংজ্ঞা "হংসদ্বার"। এদিকে গেরার্ড সাহেব স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন, বর্ষা ও শরৎ

কালে কুব্রঙ্গ গিরিসঙ্কটে বরফ থাকে না; ঐ সময়েই লোকে এই পথ দিয়া গমনাগমন করে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, শীতকালে বরফে অবরুদ্ধ থাকাতে লোকে যেরূপ কুব্রঙ্গ গিরিপথ দিয়া যাইতে পারে না, হংসগণও সেইরূপ শীতকালে বরফাবৃত ক্রৌঞ্চরন্ধ্র দিয়া মানসসরোবরে যাইতে সমর্থ হয় না। সুতরাং এস্থলে "হংসদ্বার" সম্বন্ধীয়" প্রবাদের সহিত কুব্রঙ্গ গিরিসঙ্কট সম্বন্ধীয় বিবরণের সম্পূর্ণ একতা লক্ষিত হই-তেছে।

যাহা হউক; এস্থলে আমরা গিরিসঙ্কট অর্থ লক্ষ্য করিয়াই কুব্রঙ্গ গিরি-পথের সহিত ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের সাদৃশ্য দেখাইলাম। যদি "রন্ধ্র" শব্দের অর্থ গহ্বর অথবা কোন ভগ্ন স্থান করা যায়; তাহা হইলে চরম সিদ্ধান্ত অন্যপথা-শ্রয়ী হইয়া উঠে। সুদূরবিস্তৃত হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর কোন গহ্বর অথবা ভগ্নস্থান দিয়া কৈলাসগিরি নয়নগোচর হয় কি না, তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত বুনোয়ার প্রদেশের অন্তর্গত হঙ্গরঙ্গ নামক স্থানে একটী উচ্চ-গিরিশাখা ও গিরিসঙ্কট আছে। জনৈক পর্য্যবেক্ষক (সম্ভবতঃ কাপ্তেন গেরার্ড) এই হঙ্গরঙ্গ গিরিসঙ্কটের উপর উঠিয়া সম্মুখভাগে একটী গ্রেনাইট পর্ব্বতশ্রেণী দর্শন করেন। এই পর্ব্বতশ্রেণীতে একটী ভগ্নস্থান আছে। ঐ স্থান দিয়া দূরবর্ত্তী তুষারাবৃত কৈলাস পর্ব্বত নয়নগোচর হইয়া থাকে। কৈলাসগিরি সিন্ধুনদের তটবর্ত্তী মালক্ষেত্র হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। দূরত্ব নিবন্ধন উক্ত পর্ব্বত শ্রেণীর আভাস নিতান্ত ক্ষীণ বোধ হয়। সমুদ্রতল হইতে এই বহুদূরবর্ত্তী পরিক্ষীণ পর্ব্বতমালার উচ্চতা ২৯০০০ ফীটের ন্যূন হইবে না। এক্ষণে ভগ্নস্থান অর্থলক্ষ্য ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের স্থান সন্নিবেশ নিরূপণ করিলে এই হঙ্গরঙ্গ গিরিসঙ্কটের সম্মুখবর্ত্তী গ্রেনাইট পর্ব্বত শ্রেণীর রন্ধ্রকে ক্রৌঞ্চরন্ধ্র বলা যাইতে পারে। কারণ, এই রন্ধ্র দিয়া যখন কৈলাস পর্ব্বত নয়নগোচর হয়, তখন উহা অতিক্রম করিলেই কৈলাস পর্ব্বতে যাওয়া যাইতে পারে।

আমরা এইরূপে দুই অর্থ লক্ষ্য করিয়া ক্রৌঞ্চরন্ধ্র বলিয়া দুটী স্থান নির্দ্দেশ করিলাম। এই নির্দ্দেশ যে সমীচীন ও প্রমাদশূন্য হইয়াছে, গর্ব্ব-সহকারে এরূপ কথা বলিবার আমাদের সাহস নাই। হংসাদি পক্ষিগণ যে

এই দুই পথ দিয়া মানস সরোবরে গমন করে, ইহাও আমরা সাহসসহকারে বলিতে পারি না। কারণ, উক্ত পর্ব্বত শ্রেণীর সমুদায় অংশ অদ্যাপি সূক্ষ্মরূপে পরিজ্ঞাত হয় নাই। উহার মধ্যে বহুসংখ্য গিরিসঙ্কট ও বহুসংখ্য গিরিগহ্বর বর্ত্তমান আছে, তাহা হইতে ক্রৌঞ্চরন্ধ্র বাছিয়া বাহির করা সহজ ব্যাপার নয়। তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতবর্গের গবেষণাবলে হিমালয়ের সমস্ত বিবরণ বাহির হইলে হয়ত ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মরূপে ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের সন্নিবেশ স্থান নিরূপিত হইবে।

কৈলাস পর্ব্বতের সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে "হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যভাগে কৈলাস পর্ব্বত অবস্থিত আছে। এই পর্ব্বতে কুবের বাস করিয়া থাকেন। চন্দ্রপ্রভ নামে ইহার একটী শৃঙ্গ আছে, এই শৃঙ্গের নিকটবর্ত্তী একটী হ্রদ হইতে মন্দাকিনীর উদ্ভব হইয়াছে। মন্দাকিনীর তীরে চৈত্ররথ নামক স্বর্গীয় উপবন। কৈলাস গিরির উত্তর পশ্চিমে ককুদ্মননামে একটী পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতের পাদদেশে মানস সরোবর। পূর্ব্বতন আর্য্যগণ হিমালয়কে পৃথিবীর মানদণ্ড স্বরূপ মনে করিতেন। তাঁহাদের মতে হিমালয়ের পরিমাণ অনেক অধিক। এই জন্যই বোধ হয়, মৎস্যপুরাণে হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যভাগে কৈলাস পর্ব্বতের অবস্থানের বিষয় লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, অধ্যাপক উইলসনের মতানুসারে কৈলাস হিমালয়ের একটী অংশ। অন্যান্য ইংলণ্ডীয় পর্য্যটকদিগের লিখিত বিবরণেও ইহার পোষকতা দৃষ্ট হয়। উইলফোর্ড তিব্বতদেশীয় লামাগণ হইতে যে বিবরণ সংগ্রহ করেন, তাহাতে প্রতিপন্ন হয়, কিউলনই কৈলাস পর্ব্বত। থরণ্টনের লিখিত হিন্দুকুশের বিবরণেও কিউলনের পশ্চিমদিগের অংশকে কৈলাস বলা হইয়াছে। কোন কোন মতে কৈলাস একটী সাধারণ সংজ্ঞা মাত্র। হিমালয়ের তুষারধবল অংশই কৈলাস নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরন্তু পশ্চিম হিমালয়ের একটী শৃঙ্গের নাম পশ্চিম কৈলাস। ইহা ২১,১০৩ ফীট উচ্চ। এই শৃঙ্গ রুলদঙ্গ নামেও উক্ত হয়। প্রাণপুরীর ভ্রমণ বৃত্তান্তেও কৈলাসের নাম পাওয়া যায়। যাহা হউক, মেঘদূতে যখন হিমালয়ের তট অতিক্রম পূর্ব্বক ক্রৌঞ্চরন্ধ্র দিয়া কৈলাসে যাইবার পথ সূচিত হইয়াছে, তখন মেঘদূতের কৈলাস পশ্চিম হিমালয়ের

কৈলাস শৃঙ্গ হইতে পারে না, ইহা কৈলাস নামে একটী স্বতন্ত্র পর্ব্বত।

কানিংহামের মতে কৈলাস পর্ব্বতশ্রেণী পশ্চিম তিব্বতের মধ্যদেশ ও সিন্ধুনদের দক্ষিণ তট দিয়া গিয়াছে। ইহা সাধারণতঃ দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে বিস্তৃত। সমস্ত পর্ব্বত শ্রেণীর দৈর্ঘ্য অন্যূন ৫৫০ মাইল। স্থূলতঃ বলিতে গেলে কৈলাস পর্ব্বত শ্রেণী সিন্ধুনদের উৎপত্তি স্থান হইতে সায়ক (সিন্ধুনদের করদ। কারকোরাম পর্ব্বত হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে।) নদীর সম্মিলন স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে।

এই পর্ব্বত শ্রেণীতে ছয়টী গিরিসঙ্কট আছে। গিরিসঙ্কট গুলির উচ্চতা গড়ে ১৭,০০০ ফীট। এতন্নিবন্ধন গড়ে সমস্ত শ্রেণীর উচ্চতা অন্যূন ২০,০০০ ফীট বোধ হয়। লেপ্টনণ্ট ষ্ট্রেচীর মতানুসারে কৈলাস শৃঙ্গ ২০,৭০০ ফীট উচ্চ। কৈলাস পর্ব্বতশ্রেণীতে দক্ষিণাংশে অন্যূন ১৯,০০০ (ষ্ট্রেচীর মতে ১৯,৫০০) ফীট ও উত্তরাংশে ১৮৫০০ ফীট উপরে নিরন্তর তুষাররাশি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কানিংহামের এই মতের সহিত কাপ্তেন গেরার্ডের মতের একতা দৃষ্ট হয় না। গেরার্ড লিখিয়াছেন, কৈলাস পর্ব্বত শ্রেণীর উচ্চতা ৩০,০০০ ফীট। থরণ্টনও ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। কৈলাসের অপরাপর নাম, হেমলাস, গাঙ্গ্রি ও রিগাল। তিব্বত দেশীয়েরা কৈলাসকে গাঙ্গ্রি ও রিগাল নামে নির্দ্দেশ করে। কৈলাস ও গাঙ্গ্রির অর্থ তুষারশৈল। তিব্বত দেশীয়দিগের মতে তিসি। (কৈলাস শৃঙ্গ) পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত। এ জন্য কৈলাসের অপর নাম রিগাল অথবা পর্ব্বতরাজ।

কৈলাসের অপর পার্শ্বেই রাবণ হ্রদ। সুবিখ্যাত মানসসরোবরও কৈলাসের নিকটে অবস্থিত। এই পর্ব্বতের শৃঙ্গসমূহ তুষারে নিরন্তর সমাচ্ছন্ন থাকে। এক জন অশ্বারোহী এক দিনে এই পর্ব্বত পরিবেষ্টন করিয়া আসিতে পারে। হিন্দুদিগের ন্যায় তিব্বত ও চীন দেশীয়েরা কৈলাসকে পরম পবিত্র মনে করে, তাহাদের মতে এই পর্ব্বত পরিবেষ্টন করা পুণ্য সঞ্চয়ের প্রধান উপায়। পর্ব্বত পাদদেশে লামাদিগের চারিটী মন্দির আছে। প্রতি বৎসর লামারা এই পর্ব্বত ও মানস সরোবর পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। কাপ্তেন গেরার্ড স্বয়ং ইহাদের সংখ্যা দর্শন করিয়াছেন।

মন্দাকিনী। সংস্কৃত অভিধান অনুসারে স্বর্গঙ্গা মন্দাকিনী নামে উক্ত

হইয়া থাকে। মল্লিনাথ সাধারণতঃ গঙ্গাকে মন্দাকিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গঙ্গার সম্বন্ধে কাপ্তেন রেপার যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহাতে কালী গঙ্গা " মন্দাকিনী " নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই কালী গঙ্গা কেদারনাথ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গমন পূর্ব্বক রুদ্র প্রয়াগের নিকট অলকনন্দার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

জনৈক তীর্থযাত্রীর লিখিত ভ্রমণ বিবরণ মধ্যে মন্দাকিনী নামে পশ্চিম দিকের বাহিনী একটী নদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পৌরাণিকদিগের বিশ্বাস এই, কৈলাস পর্ব্বত হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। এই গঙ্গা স্বর্গ হইতে আগত। অনেকে বলেন, কৈলাস হইতে গৌরীগঙ্গা নামে একটী নদী উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাণপুরীর ভ্রমণ বিবরণে কৈলাস শিখরস্থিত একটী ভূর্জ্জ বৃক্ষের মূলদেশ হইতে একটী নদীর উদ্ভবের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই নদীও গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ। কৈলাসের এই গঙ্গাকে অনায়াসে মেঘদূতের মন্দাকিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পৌরাণিকদিগের মতে কৈলাস পর্ব্বত পরম পবিত্র ও দেবাদিদেব পার্ব্বতীনাথের প্রিয় বাসস্থান। ঈদৃশ পবিত্র পর্ব্বত নিঃসৃত গঙ্গা যে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে স্বর্গঙ্গা বা মন্দাকিনী নামে উক্ত হইবে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে মন্দাকিনী নামে চিত্রকূট পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তিনী একটী নদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মল্লিনাথ এই মন্দাকিনীকে চিত্রকূট পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তিনী কোন নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাবীর চরিতের চতুর্থ অঙ্কেও চিত্রকূটের প্রসঙ্গে এই মন্দাকিনীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত আনন্দরাম বড়ুয়া স্বপ্রণীত জানকীরামভাষ্যে এই মন্দাকিনী নদীকে ভাগীরথী বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মহাবীর চরিতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন "আমি চতুর্থ অঙ্কে ৯৩ সংখ্যক টিপ্পনীতে মন্দাকিনীর সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাদশূন্য হয় নাই। আমাদের অভিধান সমূহে মন্দাকিনী স্বর্গঙ্গা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। আমি " ভাগীরথী " এই প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়াছি। * * * কিন্তু যথার্থতঃ বলিতে গেলে আমি বিশ্বাস করি, ইহাকে বুন্দেলখণ্ডের পৈস্থনী নদী বলিতে হইবে। "

আমাদের বিবেচনায় আনন্দরাম এস্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। চিত্রকূটের প্রসঙ্গে রঘুবংশ ও মহাবীর চরিতে যে মন্দাকিনীর উল্লেখ আছে,

তাহা ভাগীরথী অথবা পৈস্থনী নদী নহে। চিত্রকূট পর্ব্বতের এক মাইল অন্তরে মন্দাকিনী নামে একটী নদী আছে। ইহা সচরাচর মদাকিন নামে উক্ত হইয়া থাকে। এই নদী পৈস্থনীর করদা। সীতাপুরের ভাটিতে ইহা পৈস্থনীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। চিত্রকূটের সমীপবর্ত্তিনী এই মদাকিন নদীই যে রঘুবংশ ও মহাবীর চরিতের মন্দাকিনী, তদ্বিষয়ে বোধ হয় কেহই সন্দেহ করিবেন না।

সিংহলীয় বৌদ্ধ গ্রন্থে মন্দাকিনী নামে একটী হ্রদের উল্লেখ আছে। ইহা অনোত্তত প্রভৃতি (অনোত্তত, কর্ণমুণ্ড, রথকার, থদন্ত, কুনাল, সিংহপ্রতাপ ও মন্দাকিনী) সপ্ত হ্রদের অন্তর্গত অন্যান্য হ্রদের ন্যায় এই মন্দাকিনী হ্রদের চারি দিকেও অর্দ্ধযোজন প্রশস্ত ও ফল পুষ্পশোভিত দ্বাদশটী ক্ষেত্র আছে। বোধ হয় ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়-প্রসিদ্ধ মন্দাকিনী নদীই বৌদ্ধ গ্রন্থে হ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অনোত্তত (মানস সরোবর) হ্রদের বর্ণনার ন্যায় মন্দাকিনীর বর্ণনাও আমাদের নিকট কল্পনাসম্ভূত বোধ হয়।

বাঙ্গালার অবস্থা চিন্তা।

(প্রশ্নোত্তর ক্রমে লিখিত।)

হারীত। পুণ্ডরীক! তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, বাঙ্গালিরা অলস কেন, তাহা বিশেষ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিবে। আমি আজ সেই কারণটী শুনিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছি। তুমি কেবল বাঙ্গালির আলস্য কারণ বর্ণন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছ না। বঙ্গদেশ যে দিন দিন রোগ শয্যা ও অকাল মৃত্যুর ক্রীড়াস্থল হইয়া উঠিতেছে, বাঙ্গালিরা যে দিন দিন অধিকতর দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইতেছে, ইহার কারণ কি? এটীও তোমাকে বলিতে হইবে। রেল গাড়িতে যখন শত শত বাঙ্গালির লাবণ্যহীন শীর্ণ দেহ ও ধূষর মুখকান্তি নয়নগোচর হয়, তখন হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইয়া উঠে। তখন ব্রাহ্মণ-রামচন্দ্র-সংবাদ স্মৃতিপথে উদিত হইয়া হৃদয়মধ্যে এই তর্কের আন্দোলন উপস্থিত হয়, পুত্রের অকাল মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণ বক্ষস্থলে আঘাত করিতে করিতে রাজা রামচন্দ্রের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া যখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করেন, তৎকালে প্রজাবৎসল রাম নিতান্ত

দুঃখিত হইয়া বিবেচনা করিলেন, রাজার অপরাধ ব্যতিরেকে কখন অকাল মৃত্যু জগতে সঞ্চারিত হয় না, অবশ্যই আমার শাসন কার্য্যে কোনপ্রকার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, এই ভাবিয়া তিনি সেই ব্যতিক্রমদোষের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন শম্বূক নামে এক শূদ্র তাপস লম্বমান হইয়া ধূমপান করিতেছে। শূদ্রের তপস্যায় অধিকার নাই। এই শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, রাজা তাঁহার নিবারণ করেন নাই। তাহাতেই ব্রাহ্মণ পুত্রের অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া রামভদ্র অতি কাতরভাবে শূদ্র মুনির শিরশ্ছেদন করিলেন। অকাল মৃত্যু যে জাতিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, বঙ্গদেশে বাস করিয়া সে জাতির এমন কি ঘোর অধর্ম্ম সঞ্চয় হইল যে অকাল মৃত্যু দৈনন্দিন শোচনীয় সাংসারিক ঘটনা হইয়া উঠিল? "শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষঃ" মানুষের বয়স, এক শত বৎসর এই শ্রুতি যে জাতির আয়ুঃপরিমাণ করিয়া দিতেছে, সেই জাতির আজ পঞ্চাশৎবর্ষ বয়ঃক্রম পরম দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। এ প্রকার বিষম ঘটনার কারণ কি? তুমি আজ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

পুণ্ডরীক। হারীত! আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি সেই বাল্যকালের কথা একবার স্মরণ করিয়া দেখ, তখন বৃষোৎসর্গে যে সকল বৃষ উৎসৃষ্ট হইত, তাহাদিগের কেমন কান্তিপুষ্টি কেমন শ্রী কেমন বলবীর্য্য কেমন লাবণ্য ছিল, এখন কি আর সেরূপ দেখিতে পাও? ইহার কারণ কি? যে পক্ষী পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিয়া দুগ্ধদাড়িম্বাদি অতি উপাদেয় পুষ্টিকর দ্রব্য অহর্নিশ ভোজন করে, সে অধিক হৃষ্টপুষ্ট ও তাহার শ্রী অধিক? না, যে পক্ষী অবদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া সামান্য কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করিয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করে, তাহার কান্তিপুষ্টি অধিক? বোধ হয়, তুমি আলিপুরের রাজপ্রতিষ্ঠিত পশুশালার পশুগণের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াছ। যে সিংহ ও যে ব্যাঘ্র অরণ্যে বাস করিয়া অবলীলাক্রমে দ্বিরদ কুম্ভ বিদারণ করে, এবং মনুষ্য দেখিলে যাহার নয়ন যুগল ঘূর্ণমান লাঙ্গুল মুহুর্মুহু ভূপৃষ্ঠে তাড্যমান ও শরীর প্রফুল্ল হইয়া উঠে, সম্মুখে মনুষ্য দেখিয়াও পশুশালার সেই সিংহের ও সেই ব্যাঘ্রের কোন বিকার লক্ষিত হয় না। দেখিলে বোধ হয়, এরা যেন বনের সে সিংহ ও সে ব্যাঘ্র নয়, এরা অন্য জাতীয় জীব। এরূপ ঘটনার কারণ কি? আমি

তোমার হইয়াই উত্তর দান করিতেছি, স্বাধীনতা নাশ ও পরাধীনতাই ইহার মুখ্য কারণ। বঙ্গবাসিদিগেরও ঐরূপ স্বাধীনতা নাশ ও পরাধীনতাই যাবতীয় দুর্দ্দশার প্রধান কারণ হইয়াছে।

আমরা কেবল যে বঙ্গবাসিদিগের বিদেশীয় রাজঘটিত পরাধীনতার কথা বলিতেছি, পাঠক এরূপ বিবেচনা করিবেন না। আর্য্যেরা উত্তর পশ্চিম অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিলে পর ইহাদিগের নানাপ্রকার পরাধীনতার কারণ ঘটিয়া উঠে। সেগুলি এই, প্রথম জল বায়ু,দ্বিতীয় ধর্ম্ম সংস্কার, তৃতীয়, অল্পায়াস লভ্য জীবিকা। তদ্ভিন্ন, অল্প বয়সে বিবাহাদি আরও অনেক বিষয় আছে। তাহাতেই বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল নির্ব্বীর্য্য অল্পায়ু ও অলস হইয়া পড়িয়াছেন। আর্য্যেরা যখন উপর অঞ্চলে ছিলেন, তখন তাঁহারা শ্রমকাতর ছিলেন না। উপর অঞ্চলের কৃষি বাণিজ্যাদি সকলই কষ্টসাধ্য। সেই অনুরোধেও তাঁহাদিগকে আলস্য ত্যাগ করিয়া শ্রমশীল হইতে হইত। ব্রাহ্মণেরা কৃষিবাণিজ্যাদিতে লিপ্ত হইতেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে যাগযজ্ঞাদির বিধান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগের অলস হইয়া বসিয়া থাকিবার পথ ছিল না। অত্যধিক পরিশ্রম স্বীকার ব্যতিরেকে যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত না। কিন্তু আর্য্যেরা যখন বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিলেন, তখন ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিল। বঙ্গদেশ উর্ব্বর; এখানে স্বল্পায়াসে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়, পর্জ্জন্য দেবেরও সবিশেষ কৃপা আছে। সুতরাং কৃষিকার্য্যে তাদৃশ পরিশ্রমের প্রয়োজন হইল না, বঙ্গবাসী আর্য্যেরা ক্রমে অলস ও সৌখীন হইয়া উঠিলেন। কষ্টসাধ্য যাগ যজ্ঞের প্রবৃত্তিও ক্রমে অন্তর্হিত হইল। প্রমোদকারী সুখসাধ্য দুর্গোৎসবাদি তৎস্থান অধিকার করিয়া লইল।

বঙ্গবাসী আর্য্যসন্তানেরা এইরূপে ক্রমে অলস হইয়া পড়িলেন। অলস লোকের সচরাচর সুখেচ্ছা বলবতী হয়। সুতরাং অলস আর্য্যসন্তানেরা ক্রমে ইন্দ্রিয়াসক্ত ও সুখাসক্ত হইয়া উঠিলেন। মনু প্রভৃতি মাননীয় মনীষিগণের "ত্রিংশদ্বর্ষোবহেৎ ভার্য্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং" ইত্যাদি যে সদুপদেশ পদ্ধতি ছিল, তাহা পরিত্যক্ত হইল। শেষে বিবাহ সম্বন্ধে বয়স এমনি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল যে, এখন দশবর্ষোবহেৎ ভার্য্যাং হৃদ্যাং পঞ্চমবার্ষিকীং এ বচনরচনাও অত্যুক্ত বা অসঙ্গত হয় না। এখন অনেক ধনিগৃহে পুত্রকন্যার

বিবাহ পুতুলের বিবাহতুল্য হইয়া উঠিয়াছে। যাহাদিগের বিবাহ হয়, বিবাহ খাইবার মাখিবার বা পরিবার জিনিস, তাহারা তাহার কিছুই বুঝে না। ওদিকে শাস্ত্রকারেরা " মমেয়ং ভার্য্যা মমায়ং পতিঃ " ইত্যাকার জ্ঞানের নাম বিবাহ, বিবাহের এই লক্ষণ করিয়াছেন।

কেবল একমাত্র বিবাহ কালের ব্যতিক্রম ঘটাতেই যে বঙ্গবাসিদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে এরূপ নয়, স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণসমষ্টি ঘটিয়াছে। এই বঙ্গবাসী আর্য্যসন্তানেরাই প্রথম প্রথম স্বাস্থ্যের উপযোগী ও স্বাস্থ্যবিধায়ী যে সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিতেন, এখন তাহার কিছুই নাই বলিলে হয়। এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা লক্ষিত হয়। এই বঙ্গদেশজাত প্রধান স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত আহ্নিকতত্ত্বে প্রতিদিবস-কর্ত্তব্য যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত এক্ষণকার দিবসকর্ত্তব্যের তারতম্য করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, আমরা এক আলস্য ও সৌখীনতার একান্ত পরবশ হইয়া সেই পূর্ব্বকার স্বাস্থ্যের উপযোগী উপায়ের বিনিময় করিয়া অস্বাস্থ্যবিষ ক্রয় করিয়াছি।

আমাদিগের দেশ যেমন উষ্ণপ্রধান, শাস্ত্রকারেরা তদুপযোগী স্বাস্থ্য-বিধায়ক বিধানও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা দিবসকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া কোন্ ভাগে কি কর্ত্তব্য, একৈকক্রমে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত অবধি প্রদোষ পর্য্যন্ত কাল দিন শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাত্রির প্রথম চারি দণ্ড আর শেষ চারি দণ্ড (১) ভাক্ত দিবা। তাহা রাত্রি বলিয়া পরিগণিত হয় না। এই কারণে রাত্রিকে ত্রিযামা বলে।

শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা পরিত্যাগের বিধি দিয়াছেন (২)। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব অর্দ্ধপ্রহর দুই মুহূর্ত্তে বিভক্ত (৩)। প্রথম মুহূর্ত্তকে ব্রাহ্ম আর

---

(১) ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্ত্যক্ত্বাদ্যন্তচতুষ্টয়ং।
নাড়ীনাং তদুভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্তসংজ্ঞিতে॥
নাড়ী দণ্ডঃ।

(২) ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্মরেদ্দেব বরান্ ঋষীন্

(৩) রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো যস্তৃতীয়কঃ।
সব্রাহ্ম ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সংপ্রবোধনে॥

দ্বিতীয় মুহূর্ত্তকে রৌদ্র বলে। এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত পূর্ব্বাচার্য্যদিগের শয্যা পরিত্যাগের মুখ্য সময় ছিল। এখন সুরা ও সৌখীনতাপ্রসাদে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত অনেকের মধ্যরাত্রি। ইহাতে আর স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকিবার সম্ভাবনা কি? প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ আর অল্পরাত্রে শয়ন করা বিজ্ঞমাত্রেরই অভিমত। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ইহার গুণে বাঞ্ছনীয় স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন। মুনি ঋষিদিগের যে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য ছিল, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান ও অবশ্যকর্ত্তব্য ক্রিয়া সম্পাদনের পর স্নানাদির নিয়ম তাহার কারণ। জে পিনি সাহেব স্বাস্থ্য বিষয়ক যে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি সূর্য্যোদয়কালে শয্যা পরিত্যাগকে স্বাস্থ্যলাভের প্রথম সূত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার পর তিনি মুখ প্রক্ষালন ও গাত্র ধৌত করিবার এবং বিশুদ্ধ বায়ুতে প্রাভাতিক পর্য্যটন করিবার উপদেশ দিয়াছেন (৪)। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া মুখ প্রক্ষালন ও স্নানাদির যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার সহিত পিনির উপদেশের অণুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। পিনি ইংলণ্ডের কথা কহিতেছেন, সেখানে সূর্য্যোদয়কালে গাত্রোত্থান আমাদিগের এই উষ্ণপ্রধান দেশে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানের তুল্য। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা দূরে মল মূত্র পরিত্যাগ ও স্রোতের জলে অবগাহন করিতেন, কিন্তু এখন আমাদিগের শয়ন গৃহের পার্শ্বে স্নানাগার ও রন্ধন গৃহের পার্শ্বে বিন্মূত্র পরিত্যাগের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে আমাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ না হইবে কেন? আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ সমস্ত নিত্য কর্ত্তব্য কার্য্যের

(৪) Quit your bed at sunrise; or, in the height of summer, soon after.

Immediately wash and sponge yourself all over with cold spring water; or, if you cannot conveniently do this, take a tepid bath, at least once a week.

When dressed, get into the open air; and, if an inhabitant of the metropolis or any other large town, either walk or ride on horse-back (to walk is preferable) as far out into the country as may be compatible with the necessary occupations of the day; for in the morning the air is far more invigorating than at any subsequent period of the day.

Having by this means acquired a capital, because a natural appetite, you may take a hearty breakfast; but beware of excess, and make a sparing use of animal food.

যেরূপে অনুষ্ঠান করিতেন, তাহাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া ও সম্পূর্ণ চালনা হইত, অগ্নিশুদ্ধি হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইত, তাঁহারা যথেষ্ট আহার করিতে পারিতেন। তাঁহাদিগের ক্ষুধার সময়ে প্রচুর পরিমাণে আহার, সময়ে বিহার ও বিশ্রামাদি ছিল, সুতরাং তাহাদিগের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ও শরীর বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ছিল, এখন তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য হইয়াছে, সুতরাং বঙ্গবাসির শরীরও ব্যাধিমন্দির হইয়া উঠিয়াছে। হারীত এ সম্বন্ধে আরো অনেক বক্তব্য আছে, সময় বিশেষে সেগুলি তোমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিব।

নাড়ীপরীক্ষা।

(গত প্রকাশিতের ২৪৬ পৃষ্ঠার পর)

নীরোগ দেহেও নাড়ীর স্পন্দননিয়মের বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুস্থাবস্থায়ও কোন কোন ব্যক্তির নাড়ী বিষম ও ক্ষণবিলুপ্ত বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু পীড়িতাবস্থায় এককালে তদ্বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়। দেহ ব্যাধিবিযুক্ত হইলে নাড়ী আবার সর্ব্বতোভাবে পূর্ব্বদশায় নীত হইয়া থাকে। কচিৎ কাহার অজীর্ণরোগে নাড়ী এরূপ বিকৃত হইয়া পড়ে যে দেখিলে ভয়ে অন্তরাত্মা শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু অজীর্ণ দ্রব্য বমন হইয়া উদর মধ্য হইতে বহির্গত হইলে ক্ষণকাল মধ্যে সেই নাড়ী সুপ্রসন্ন হয়। শোক মোহ ও আতঙ্ক নিবন্ধন নাড়ীর গমন বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। অতএব নাড়ীপরীক্ষাকালে রোগীর পূর্ব্বাবস্থা জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

হৃদাকুঞ্চনের ক্রম ও প্রকারানুসারে নাড়ীর নানাবিধ রূপ হইয়া থাকে। চিকিৎসক সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন গতি অবগত হইবার জন্য প্রয়োজনমত কখন অতি দৃঢ় এবং কখন অতি কোমল ও শিথিলভাবে ধমনী নিপীড়ন করিবেন। কিন্তু কেবল অঙ্গুলিবিন্যাসের কৌশল শিক্ষা করিতে পারিলেই যে যথেষ্ট হইল এমত নয়, নাড়ীপরীক্ষার সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বভাবতঃ দৈহিক গঠনেরও কিঞ্চিৎ উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। ইদানীং চিকিৎসকগণ কহিয়া থাকেন যে, নিত্য পরমোপাদেয় সামগ্রী উপভোগ করিয়া যে সকল লাবণ্যবান পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সদ্যঃপ্রস্ফুটিত শিরীষ কুসুমের ন্যায় কমনীয় ও সুকুমার হইয়াছে, তাঁহারাই নাড়ীপরীক্ষার যথার্থ অধি-

কারী। বাস্তবিক অঙ্গুলির শিরার সূক্ষ্মতা ও সৌকুমার্য্য ভিন্ন নাড়ীর সূক্ষ্মগতি অনুভব করা সম্ভব নয়। কিন্তু দেহের এই প্রয়োজনোপযোগী গঠন সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না এবং স্পর্শশক্তি যত কেন প্রখর হউক না, সকলস্থলে তদ্দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। অভাবেই চেষ্টা, চেষ্টাতেই ফলোদয়—এই অসুবিধা বিমোচনার্থই নাড়ীমান যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

হৃদাকুঞ্চনের সংখ্যানুসারে নাড়ী মন্দ বা দ্রুতগামিনী হইয়া থাকে, অর্থাৎ হৃদগহ্বর যত শীঘ্র শীঘ্র আকুঞ্চিত হইবে, নাড়ীও তত দ্রুতগামিনী হইবে এবং হৃদগহ্বর যত ধীরে ধীরে আকুঞ্চিত হইবে, নাড়ীও তত মৃদুগামিনী হইবে।

হৃদাকুঞ্চনের সমতার সদ্ভাব বা অসদ্ভাবে নাড়ীও সমাবস্থ বিষমাবস্থ অথবা ক্ষণবিলুপ্ত হয়। ক্ষণবিলুপ্ত নাড়ীর এক আশ্চর্য্য নিয়ম আছে। নাড়ী যেরূপ তালে তালে স্পন্দিত হইতে থাকে, মধ্যে মধ্যে কিয়ৎসংখ্যক নির্দ্দিষ্ট স্পন্দনের পর এক একটী বিরাম হয়। সেই বিরামের অবসরকাল সর্ব্বত্র সমান। প্রথম বিলুপ্তি যতবার স্পন্দনের পর অনুভূত হয়, তৎপরের বিলুপ্তিগুলিও ঠিক ততবারের পর হইতে থাকে। যখন এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, ঐহিক জীবনের অবসান কালও নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ে। সমতালযুক্ত নাড়ীর সামান্য বিলুপ্তিও ব্যাধির একটী মহোৎকট লক্ষণ মধ্যে পরিগণ্য।

প্রতি হৃদাকুঞ্চনে শিরামণ্ডলীতে ধাবমান রক্তপ্রবাহের পরিমাণানুসারে নাড়ী স্থূল বা সূক্ষ্ম হয়। প্রতি স্পন্দনকালে যদি শোণিতস্রোতের ন্যূনাধিক্য না হয়, তবে নাড়ী সম এবং তদ্বৈলক্ষণ্য ঘটিলে নাড়ী বিষম হইয়া থাকে।

প্রতি হৃৎস্পন্দনের সময়ানুসারে নাড়ীর ধীর বা চঞ্চল গমন হয়। নাড়ী উক্ত গতি ভিন্ন ধমনীর স্থিতিস্থাপকতার ক্রমানুসারে আরও কয়েকবিধ রূপ ধারণ করে :—

(ক) ধমনীর স্থিতিস্থাপকতার আধিক্যে নাড়ী দৃঢ়, তীক্ষ্ণ ও তারবৎ হয় এবং চাপ দিলেও তাহা সেইরূপ থাকে।

(খ) ধমনীর স্থিতিস্থাপকতার খর্ব্বতায় নাড়ী কোমল মৃদু ও চাপসহ হয়।

(গ) বৃহদ্ধমনীর স্থিতিস্থাপকতার হ্রাস হইলে নাড়ীস্ফুরণ বিদ্যুৎ ও

দোলায়মান হইয়া থাকে। হৃদ্ধমনীর প্রসারণে ও ধমনার্ব্বুদরোগে বৃহদ্ধমনীর স্থিতিস্থাপকতার প্রতিক্রিয়া নাড়ীতে সুন্দররূপ বিকাশিত হয়। কিন্তু সুস্থ নাড়ীর প্রবল প্রতিক্রিয়া কর্ত্তৃক নাড়ীস্পন্দন বিলক্ষণ দৃঢ় হয়; সেই যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার অসদ্ভাবই স্ফুরিত নাড়ীগতির মূল কারণ। এতদ্ব্যতীত ধমন্যুপাদান পেশীসূত্রের আকুঞ্চন ক্রমানুসারে নাড়ীর আরো নানা প্রকার রূপ হয়।

নাড়ীর এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ রূপ কুত্রাপি পৃথকভাবে বর্ত্তমান থাকে না। সর্ব্বত্রই তাহাদের সংস্পৃষ্টভাব দৃষ্ট হয়। হৃৎপিণ্ডের দ্রুতস্পন্দন ও প্রতি হৃদাকুঞ্চনে অধিকমাত্রায় শোণিত নিঃসরণ হইলে এবং ধমনীর স্থিতিস্থাপকতার স্বল্পতা ও বলের অসদ্ভাবে, নাড়ী বেগবতী স্থূল ও কোমল হয়। নবজ্বর, আভ্যন্তরিক যন্ত্রে প্রদাহ, ইরিসিপেলাস্ প্রভৃতি পীড়াতে নাড়ীর এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ডের প্রখর স্পন্দন, প্রতি হৃদাকুঞ্চনকালে অধিক পরিমাণে রক্ত নিঃসরণ এবং ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা ও বলের আধিক্য হইলে নাড়ী বেগবতী স্থূল ও কঠিন হয়। রক্তপ্রধান ধাতুর এই প্রধান লক্ষণ।

হৃৎস্পন্দন অপেক্ষাকৃত অল্পপ্রখর ও শিথিল এবং প্রতি আকুঞ্চনে অধিক রক্তনিঃসরণ হইলে নাড়ী অপেক্ষাকৃত খর স্থূল ও শিথিল হয়। হৃদুদর রক্তে পরিপূর্ণ হইলে সাতিশয় রক্তপ্রধান ব্যক্তির নাড়ী এই প্রকার হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ডের প্রখর ও দ্রুত আবেগ, রক্তসঞ্চালনের আধিক্য এবং ধমনী নিরতিশয় স্থিতিস্থাপক ও প্রবল হইলে নাড়ী প্রখর, দ্রুত স্থূল ও কঠিন হয়। এটী প্রাদাহিক জ্বরের স্পষ্ট লক্ষণ।

হৃৎস্পন্দন প্রখর, রক্তসঞ্চালন অধিক, ধমনী অতিশয় স্থিতিস্থাপক ও সবল, কিন্তু বৃহদ্ধমনীর এই সকল গুণের লাঘব হইলে নাড়ী বেগবতী, স্থূল, কঠিন ও বিদ্যুদ্বৎ স্ফুরিত হয়। হৃদ্ধমনীর প্রসারণ এবং ধমনর্ব্বুদরোগে রক্তসঞ্চালনের অবরোধ না জন্মিলে নাড়ী এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে।

হৃৎস্পন্দন খর ও বেগবান এবং রক্তসঞ্চালন স্বল্প হইলে নাড়ী খর, ক্ষীণ ও বেগবতী হয়। পুরুষজাতির যক্ষ্মারোগে এবং স্ত্রীলোকের রক্তস্বল্পতায় নাড়ীর গতি এইরূপ হয়।

হৃদাকুঞ্চনের বিশৃঙ্খলতা এবং সঞ্চালিতরক্তস্রোতের অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণে নাড়ী বিষম এবং কখন কখন ধীর ও কখন কখন চপলগতি হয়। দৈহিক রক্তস্বল্পতার দ্বিবিধ কারণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে। শরীরে এককালে রক্তের অভাব হইলে দেহ কাজে কাজে ক্ষীণ হইয়া পড়ে; দ্বিতীয়তঃ, হৃদুদরে যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত নীত হইলেও ধমনীর বলহানির জন্য তাহা দেহব্যাপ্ত সমস্ত নাড়ীজালে প্রবাহিত হইতে পায় না। ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের কোন কোন পীড়ায় এই লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

হৃৎপিণ্ডের মৃদু স্পন্দন, প্রতি আকুঞ্চনে ধমনীমধ্যে অধিক মাত্রায় রক্ত নিঃসরণ এবং ধমনীপ্রাচীরের প্রচুর স্থিতিস্থাপকতা ও বলসত্বে নাড়ী মৃদু স্থূল ও কঠিন হয়। সন্ন্যাস, মস্তিষ্কোদক, মস্তিষ্কনিপীড়ন এবং মদাত্যয় রোগের এই লক্ষণ।

হৃদাকুঞ্চন শিথিল ও দ্রুত হইলে নাড়ীও শিথিল ও দ্রুত হয়। স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছারোগে এই নাড়ী দেখা যায়।

এভিন্ন আরও কয়েক প্রকার বিমিশ্র নাড়ী গমন অনুভূত হয়। নানা প্রকার স্পন্দন অঙ্গুলিতে কিরূপ অনুভব করা যায়, তাহার বিবরণ নিম্নে উল্লিখিত হইতেছেঃ—

১। অন্তর্ব্বাহি (Intercurrent) ইহাতে কতক গুলি স্পন্দনের পর দুই একটী স্পন্দন ভঙ্গ হয়।

২। উল্লম্ফিত (Bounding Caprizans) প্রবল তরঙ্গের অনুরূপ।

৩। এককুঞ্চিত (Monocrotous) ক্ষুদ্র ক্ষীণ ও সঙ্কুচিত তরঙ্গময়।

৪। কীটগতি (Vermicular) ক্ষুদ্র কীটাদি গমনের ন্যায় নাড়ী জটিল, ক্ষীণ ও অস্পষ্ট।

৫। কুঞ্চিত (Contracted) এই নাড়ী ক্ষুদ্র, পেশীমণ্ডলের গর্ভগত এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন।

৬। ক্ষীণ (Feeble) মৃদুস্পন্দনযুক্ত।

৭। চাপসহ (Compressible) সবলে অঙ্গুলি নিপীড়ন করিলে আর স্পন্দন অনুভূত হয় না।

৮। তীক্ষ্ণ (Sharp, Jerking) আচম্বিত ও প্রখর স্পন্দনযুক্ত।

৯। ত্রিকুঞ্চিত (Tricrotous) একটী নিখাত, একটী প্রধান তরঙ্গ ও দুইটী প্রতিবেপন-যুক্ত।

১০। দ্বন্দ্বজ (Complex) নানাবিধ গমন-বিশিষ্ট।

১১। দ্বিকুঞ্চিত (Dicrotous) একটী নিখাত, একটী প্রধান তরঙ্গ ও একটী প্রতিবেপন-যুক্ত।

১২। দোলায়মান (Vibrating) স্থূল ও কঠিনভাবে দুলিয়া গমন করে।

১৩। দোষজ (Critical) উগ্রতার পর স্পষ্ট ও কোমল ভাবাপন্ন।

১৪। প্রবল (Ardent) বিলক্ষণ বেগে উত্তোলিত হইয়া অঙ্গুলিতে অনুভূত হয়।

১৫। পিচ্ছল (Fleetering) অঙ্গুলি কোমলভাবে চাপিলে তন্নিম্নে নাড়ী শিথিল ও ক্ষুদ্রভাবে দুই পার্শ্বে যেন পিছলিয়া গমন করে।

১৬। পিপীলিকাগতি (Formicans) অতি ক্ষুদ্র ও সহজে অনুভব করা যায় না।

১৭। মগ্ন (Deep) অতি যত্নে পরীক্ষা করিলেই অনুভব করা যায়।

১৮। মূষিকবালধি (Myurus) প্রথম স্পন্দনাপেক্ষা দ্বিতীয়টী ক্ষীণতর এবং তৃতীয়টী ততোধিক ক্ষীণতর এইরূপে ক্ষয় হইয়া যায়।

১৯। স্ফুরিত (Thrilling) তর্ তর্ কম্পন যুক্ত।

এস্থলে নাড়ীর সাধারণ গতির বিষয় এইরূপমাত্র উল্লিখিত হইল। সম্প্রতি নাড়ীমান যন্ত্রের প্রয়োগ এবং তদুপলব্ধ রেখা জালের বর্ণনা করিয়া, নাড়ীর বিশেষ বিশেষ রূপের সাধ্যাসাধ্য ও শুভাশুভ লক্ষণের উল্লেখ করা যাইবে।

নাড়ীমান যন্ত্রখানির গঠন অতি উৎকৃষ্ট; কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন রচনা চাতুর্য্য নাই। বিলাতে ইহার মূল্য ন্যূনাধিক ছয় পাউণ্ড, এ দেশে ন্যূনাধিক একশত টাকায় বিক্রীত হইয়া থাকে। ক্ষোভের বিষয় এই যে এমন মহোপকারক পদার্থ সকলস্থলে প্রয়োগোপযোগী হয় না এবং ইহার কার্য্যকারিতাও অল্পকালস্থায়ী হয়। ইহার প্রয়োগপারিপাট্যও নিতান্ত সহজ নয়; সুতরাং ইচ্ছা করিলেই যে সকলে ইহা ব্যবহার করিবেন, তাহা ঘটিতে পারে না। যাহা হউক, এই যন্ত্রদ্বারা নাড়ীপরীক্ষার পথ অনেকাংশে সুগম হইয়াছে। এক্ষণে ইহার নির্ম্মাণ, সংস্কার ও অঙ্কধৃত বিবিধ রেখাজালের

মর্ম্মভেদ সর্ব্বতোভাবে সাধিত হইলে এটী রোগনির্ণয়ের এক অপূর্ব্ব পদার্থ হইবে, বলিতে কি, চিকিৎসক একপ্রকার দিব্য চক্ষুলাভ করিবেন।

কুর্পরস্থানে ঠিক ধমনীর উপর এই যন্ত্র সংলগ্ন করিতে হয়। একটি স্থিতি-স্থাপক লৌহফলকের গতি দ্বারা নাড়ীর আকৃতি, স্পন্দনের স্থায়িত্ব ও সমতা এক খানি কাগজের উপর বিশেষ বিশেষ রেখা দ্বারা চিত্রিত হইতে থাকে। এতদুপলব্ধ নাড়ীমূর্ত্তি কতগুলি দ্বিভুজ পরিধির শ্রেণীমাত্র। তদন্তর্গত এক একটী প্রতিকৃতি নাড়ীর এক একটী স্পন্দনসূচক চিহ্ন; সুতরাং রক্তসঞ্চালন নিমিত্ত হৃদয়কে পর্য্যায়ক্রমে যেসকল প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়, যন্ত্রধৃত বীথিকার এক এক অংশে তাহার এক একটির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক নাড়ীমূর্ত্তি সাধারণতঃ তিন অংশে বিভক্ত—উর্দ্ধরেখা, অধোরেখা এবং শীর্ষক কোণ। অঙ্গুলি সংযোগে যেমন নাড়ীর স্পন্দন গণনা করা যায়, সেইরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে এই প্রকার যতগুলি মূর্ত্তি চিত্রার্পিত হয়, তাহা তৎকালের স্পন্দন সংখ্যা বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

প্রাগুক্ত রেখাদ্বয় ও শীর্ষক কোণ দ্বারা হৃদাকুঞ্চনের ক্রম ও বল এবং শোণিত মাত্রার উপলব্ধি হয়। হৃৎকোষ আকুঞ্চিত হইলে সমস্ত ধমনী প্রসারিত হইয়া পড়ে, তন্নিবন্ধন তাবৎ নাড়ীমণ্ডলে একটী তরঙ্গোদ্বেগ উত্থিত হইয়া থাকে। এই উদ্বেগেই উর্দ্ধ রেখার উৎপত্তি। ইহার দীর্ঘতার পরিমাণ বাম হৃৎকোষের বলের নিদর্শন। যৎকালে রক্ত সঞ্চালন মণ্ডলীর ক্রিয়া বিধিবিহিত নিষ্পন্ন হইতে থাকে, তদবস্থায় কিরূপ বেগে হৃদ্ধমনীতে শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, এই রেখার দৈর্ঘ্য তন্নির্ণয়ের উপায়স্থল। হৃৎকোষের আকুঞ্চনকালে ধমনীর আধারগত রুধিরধারার পরিমাণানুসারে উর্দ্ধরেখার ন্যূনাধিক্য হয়। হৃদাকুঞ্চন প্রখর হইলেই যে ঐ রেখা দীর্ঘ হয় এমত নহে; উহার প্রাখর্য্য সত্ত্বেও ধমনীগর্ভভূত রক্তরাশি যদি প্রচুর মাত্রায় সঞ্চালিত হয়, তবে ঐ রেখা ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে; আবার রক্তের পরিমাণ স্বল্প হইলে উহা আয়তকলেবর ধারণ করে। রক্ত মোক্ষণের পর ঐ রেখা সুদীর্ঘ হয়, দেহে রক্তস্বল্পতাই তাহার প্রকৃত কারণ। হৃৎকবাটের বিবিধ অপকারজনক পীড়ায় এবং জ্বরের ও আভ্যন্তরিক প্রদাহের অবসন্নাবস্থায় এই রেখা নিতান্ত ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হয়। হৃদ্ধমনী, অনাথ্যধমনী (Innominate) এবং অক্ষস্থীয় ধমন্যর্ব্বুদে উভয় হস্তের নাড়ীতে বিজাতীয় বৈসাদৃশ্য ঘটে।

ঊর্দ্ধরেখার সংস্থানও সর্ব্বত্র একরূপ নয়। হৃদাকুঞ্চনের প্রাখর্য্য এবং রক্তের পরিমাণানুসারে কখন উহা লম্বভাবাপন্ন এবং কখন বা ঈষন্ন্যুব্জ। ধমনী মধ্যে বেগাতিশয্য সহকারে রক্ত প্রবাহিত হইলে রেখাটী লম্ববতী হয় এবং সঞ্চালন ক্রিয়ার শৈথিল্য ঘটিলে রেখাটী হেলিয়া পড়ে। ধমনীর বিস্ফারিত তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া জন্য যখন লম্ববতী রেখা সমুদ্ভূত হয়, অঙ্গুলি বিন্যাস দ্বারা সেই নাড়ীর কেবল শিথিল গমন জানা যায়; এবং খরোত্থিত বেগাধিক্য বশতঃ নাড়ী দৃঢ় জ্ঞান হইলেও রেখার খর্ব্বতার দ্বারা হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই রেখার সকল ভাগ সরল নয়। অবস্থা ভেদে উহার কিয়দংশ যৎসামান্য বা সম্পূর্ণ লম্ববতী এবং অবশিষ্টাংশ ঈষৎ বা সর্ব্বতোভাবে ন্যুব্জাকার। হৃদয় যখন আকুঞ্চিত হইতে থাকে, তখন আকুঞ্চন ক্রিয়ার প্রারম্ভকালে যদ্রূপ বলোদ্রেক হয়, ক্রিয়ার অবসান কালে ধমনী ও ধমনীপ্রাচীরে রক্তের প্রতিরোধ জন্য আর সেরূপ বল থাকে না, রেখার অঙ্গবৈষম্য তাহার স্পষ্ট প্রমাণ। বলের এই প্রকার লাঘব কখন কখন সহসা উপস্থিত হয়, তজ্জন্য ঐ রেখার উর্দ্ধান্তভাগে একটী বিকম্পন বা নিখাত চিহ্ন দেখা যায়। হৃৎকোষোদরীয় অববোধ এবং নিঃসৃত শোণিতের পুনরাগমন জন্যও হৃদ্ধমনীর বিবিধ পীড়ায় নাড়ীর এই অবস্থা ঘটে।

অধোরেখাই নাড়ীচিত্রের সারাংশ। এই অংশের অনুশীলন দ্বারা নানা বিষয়ের মীমাংসা করা যায়। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হৃৎকবাট বিমুদ্রিত হইলে পর পুনর্ব্বার হৃদাকুঞ্চনের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত নাড়ীর যে প্রকার গতি হয়, এই রেখা তাহার পরিচয় স্থান। সচরাচর অঙ্গুলিসংস্পর্শে এই অবসর কাল মধ্যে ধমনীর কোনই স্পন্দনঅনুভব করা যায় না।

অধোরেখা দুই পার্শ্বস্থ ঊর্দ্ধরেখার মধ্যবর্ত্তী। ইহা অগ্রস্থরেখার মৌলিপ্রদেশ হইতে আপনার প্রোতত্তনু বিস্তারিত করিয়া পররেখার পাদমূলে আসিয়া মিলিত হয়। এই রেখার দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা হৃদাকুঞ্চনের দ্রুত বা মৃদুক্রিয়া সাপেক্ষ; এবং ধমনী হইতে কৈশিক নাড়ীজালে রক্ত যত বেগে ধাবিত হয়, উহা তত হেলিয়া পড়িতে থাকে। কখন কখন উহার কিয়দংশ সরল এবং কিয়দংশ তরঙ্গের ন্যায় কুব্জপৃষ্ঠা বৃহদ্ধমনীর অনমনীয়ত্ব এবং কৈশিক নাড়ীজালে অবরোধ করপত্রবৎ সাংঘাতিক বক্রগমনের মূল কারণ।

সুস্থাবস্থায় অধোরেখার প্রান্তভাগে দুই বা তদধিক উৎফুল্ল তরঙ্গময় চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এই চিহ্ন কোন স্থলে যৎসামান্য মাত্র এবং কোন স্থলে বিলক্ষণ সুস্পষ্ট। ইহাই নাড়ীর প্রতিবেপন বা দ্বিকুঞ্চিতাদি গমন। ইতি পূর্ব্বে প্রায় সকল চিকিৎসক নাড়ীর দ্বিকুঞ্চিত গতিকে সুস্থশরীরের লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিতেন। আমেরিকা দেশের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার ফ্লিণ্ট তস্কর রন্ধ্রেতেও দৃষ্টিচালনা করিতে পারেন বলিয়া অবনীমণ্ডলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন; কিন্তু তিনি এ মতের প্রতিবাদ করেন নাই। অধুনাতন অন্যান্য সমস্ত চিকিৎসক স্বাভাবিক নাড়ীর ত্রিকুঞ্চিত গমন স্বীকার করেন। বাস্তবিক নাড়ীমানযন্ত্রে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। নাড়ীর আভ্যন্তরিক প্রাথর্য্য না থাকিলে এই দ্বিকুঞ্চিতাদি গমন অঙ্গুলি দ্বারা অনুভব করা যায় না।

অধোরেখাটী কিঞ্চিন্নিম্নমুখী হইয়া ঈষৎস্ফুরণ পূর্ব্বক পুনরুৎফুল্ল হইয়া উঠে। ডাক্তার মেরি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে হৃদাকুঞ্চনের প্রাথর্য্য সত্ত্বে উর্দ্ধরেখা যেমন লম্ববতী হয়, এই দ্বিকুঞ্চনও তদ্রূপ সুস্পষ্ট হইতে থাকে এবং আকুঞ্চনের শৈথিল্য জন্য উর্দ্ধরেখার যেমন ন্যুব্জভাব হয়, এই দ্বিকুঞ্চনও তদবস্থায় যৎসামান্য মাত্র দেখা যায়। নাড়ীর এ প্রকার গতি হইলে অধোরেখাটী উর্দ্ধরেখার মূলদেশের প্রায় সমতলবর্ত্তী হইয়া বক্রভাবে তরঙ্গের ন্যায় খেলিতে থাকে। ডাক্তার উল্‌ফ বলেন যে, হৃদ্ধমনীর নিখাত গভীর হইলে দ্বিকুঞ্চিতাদি রূপগুলি ঘটে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে মেরি এবং তন্মতাবলম্বী চিকিৎসকগণ নাড়ীর একটী প্রধান তরঙ্গের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় সে মত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শিরোদেশের নিম্নভাগে সর্ব্বাগ্রে যে তরঙ্গটী উত্থিত হয়, ডাক্তার উল্‌ফ তাহার প্রথম ব্যবচ্ছেদ নাম দিয়াছেন। পরবর্ত্তী উন্নতাংশটী প্রথম পারম্পরিক প্রতিবেপন। ইহাদের মধ্যে প্রধান তরঙ্গকেই মেরি দ্বিকুঞ্চন কহিতেন। নিখাতটী অগ্রবর্ত্তী থাকিয়া ঐ উত্তাল প্রদেশ ও প্রথম পারম্পরিক প্রতিবেপনকে অন্তর্ব্বিচ্ছিন্ন করে। এই নিখাতকে প্রধান ব্যবচ্ছেদ বলা যায়। ইহার নিম্নভাগে কচিৎ একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৃষ্ট হয়, উহাকে দ্বিতীয় পারম্পরিক প্রতিবেপন কহে।

রেখাজালের সমতলভূমি উর্দ্ধরেখার পাদান্তভাগ। যে স্থলে ঐ নিখাত

সমতল সীমাকে অতিক্রম, এবং প্রথম পারম্পরিক ক্রিয়াকে গ্রাস না করে, সে স্থলে দ্বিতীয় পারম্পরিক প্রতিবেপন তরঙ্গ এককালে নিরাকৃত ও দ্বিকুঞ্চন অত্যল্প দূরস্থিত হইলে তাহাকে ঈষদ্দ্বিকুঞ্চিত নাড়ী (Hypo dicrotous) বলা যায়। এই নিখাত সমতল ন্যস্ত হইলে, যদি প্রথম পারম্পরিক প্রতিবেপন নিরাকৃত ও প্রধান তরঙ্গ দূরস্থিত হয়, তবে তাহাকে দ্বিকুঞ্চিত নাড়ী কহে। আবার যদি ঐ হৃদ্ধমনীর নিখাতটী সমতল সীমার বহির্ভূত হইয়া যায় এবং দ্বিকুঞ্চনের কিয়দংশ পরবর্ত্তী উর্দ্ধরেখার সহিত সংযুক্ত হইয়া পড়ে, তবে সেই নাড়ী বর্দ্ধিষ্ণুদ্বিকুঞ্চিত (Pyper dicrotous) নামে অভিহিত হইয়া থাকে (Dr, Anotic) জ্বররোগের চরমদশায় এই নাড়ী যদি এককুঞ্চনে পরিণত হয়, তবে ত জগৎ অন্ধকার,—আশালতার মূলচ্ছেদ—রোগী রোরুদ্যমান পরিবারবর্গের কাছে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করেন।

ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা ভিন্ন দ্বিকুঞ্চিতাদি গমনের সম্ভাবনা নাই। এজন্য শিরার অনমনীয়ত্ব ঘটিলে উহার এক কালে অভাব হইতে পারে। ধমনী হইতে রক্ত নির্গমনের বিলম্ব হইলে এই দ্বিকুঞ্চন ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে; কিন্তু নাড়ীগুলি যথেষ্ট প্রসারিত হইলে দ্বিকুঞ্চনও স্পষ্ট হয়। রক্তের পরিমাণের সঙ্গেও ইহার বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। হৃদাকুঞ্চনকালে স্বল্প মাত্রায় রক্তনিঃসরণ হইলে দ্বিকুঞ্চন যেরূপ স্পষ্ট হয়, রক্তের মাত্রাধিক্য হইলে সেরূপ হয় না। নাড়ীমানধৃত চিত্রপটে মেরিও তুইটীর অধিক আকুঞ্চন দর্শন করিয়াছিলেন। এই দ্ব্যধিক আকুঞ্চন তিনি সুস্থশরীরের লক্ষণ বলিয়া গণ্য করিতেন না।

উভয় রেখার সন্ধিস্থলটী শীর্ষককোণ। অবস্থাভেদে ইহারও রূপ ভেদ হয়। ইহাই হৃদাকুঞ্চনের অবসান এবং ধমনী হইতে রক্তনিঃসরণ কালের মীমাংসা স্থান। হৃদাকুঞ্চনের পরক্ষণেই প্রতিবেগ সিদ্ধ হইলে ধমনী হইতে কৈশিক নাড়ীজালে যদি রক্তনিঃসরণ আরম্ভ হয়, তবে এই কোণের পরিসর কেবল একটী বিন্দুমাত্র হয়। কিন্তু প্রতিবেগ সিদ্ধির পরেও যদি হৃদয় আকুঞ্চিত হইতে থাকে, তবে শিরোদেশ প্রসারিত হইয়া পড়ে। প্রতিবেগের তারতম্য না ঘটিলে শীর্ষক কোণটী সমতলন্যস্ত হয়। ধমনী মধ্যে রক্ত নির্গমের পর্য্যবসান হইতে কৈশিক নাড়ী

সমূহে রক্তসঞ্চালনের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত যে অবসর কাল, তাহা এই রেখার দীর্ঘতার দ্বারা বুঝা যায়। ধমনী হইতে রক্তনিষ্ক্রমণাপেক্ষা ধমনী মধ্যে রক্ত সমাগমের বলাধিক্য হইলে ঐ শীর্ষক রেখা কিঞ্চিৎ উর্দ্ধমুখী হয়; আবার তদ্বিপরীত অবস্থায় রেখাটী কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া পড়ে।

হৃৎকোষোদরের ক্ষণে ক্ষণে ভাবের পরিবর্ত্তন হইলে অঙ্কধৃত নাড়ী-মালার প্রতিকৃতিগুলি নানা প্রকার হয়। ইহা নাড়ীচিত্রের অত্যুৎকট লক্ষণ; বিশেষতঃ ঐ অঙ্কগুলি যদি সঙ্কুচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার ন্যায় হয়, তবে অন্যের কথা কি স্বয়ং ধন্বন্তরিও পরাভব মানেন। নাড়ী অঙ্গের শীর্ষ-দেশগুলি ক্ষুদ্র এবং রেখাগুলি সম্ভবতঃ কিছু দীর্ঘ হইলে বড় চিন্তার বিষয় নয়; কিন্তু ঐ রেখাগুলি ক্ষুদ্র এবং কোণ প্রসারিত হইলে চিকিৎসককে যার পর নাই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে।

———০:০:০———

বিষাদিনী।

কালিন্দীপুলিনে বসি অকলঙ্ক পূর্ণশশী
কাঁদিছে রমণী কেগো আলো করি দেশ?
আলুলিত কেশপাশ গলিত মলিনবাস
আভরণ হীন অঙ্গ বিমলিন বেশ!
কি লাগিয়া একাকিনী বসি হেথা বিনোদিনী
শ্মশানে কমল ফুল কি করে ফুটিল?
কি মরি অপূর্ব্ব রূপ কোথা এর অনুরূপ
এ বিচিত্র চিত্র মরি কেবা সে তুলিল?
শশী কি খসিয়া আজ ভূতলে পড়িল!

একি হেরি!—বিধুমুখ কালিমাজড়িত!
আভাহীন নীলোৎপল নেত্র নিমীলিত!
শীর্ণ জীর্ণ ক্ষীণ দেহ————এমন দেখিনি কেহ
যৌবনে যোগিনীভাব—একি বিপরীত!

নেত্র নব ইন্দীবরে বিন্দু বিন্দু বারি ঝরে
এ বয়সে এ হৃদয়ে এত কি যাতনা ?
কেগো তুমি বিষাদিনী বসে হেথা একাকিনী
কেন হেন আঁখি ঝরে ? কি তব ভাবনা ?
কমলে কেমনে কীট পশিল বল না ?
সুনয়নী ধীরে ধীরে নীলোজ্জ্বল নলিনীরে
ঈষৎ উন্মীলি ফিরে চাহিলা তখন।
বিষাদ মিশ্রিত দৃষ্টি, করিল বিষাদ বৃষ্টি—
আমারো হৃদয় যেন করিল রোদন !
নীরবে রহিলা বালা——— সায়াহ্নে পদ্মের মালা !
বিষাদ মিশ্রিত রূপ——কি মধুর মরি !
পাগলিনী বল বল কি বেদনা হলাহল
জ্বলিতেছে তব হৃদে দিবা বিভাবরী !
জিজ্ঞাসিনু পুনঃ আমি অনুনয় করি।
কাতর অথচ মৃদু সকোপ নয়নে
চাহিলা সুধাংশুমুখী, আমার বদনে
মিলিয়া রহিল ক্ষণ ;—— জান নাকি কি কারণ—
হায় সে অমিয়বাণী এখনো শ্রবণে
রয়েছে মিলিয়া যেন মনে জ্ঞান হয় হেন !
পশিল সে স্বর মরি জীবন জীবনে !
হৃদয়ের যন্ত্রদল হল সব সচঞ্চল
আপনা আপনি যেন বাজিয়ে উঠিল ;
সে অমিয় বাণী যেন মেদিনী মোহিল !
কহিলা সুবর্ণ লতা নিশ্বাস ত্যজিয়া
তপন তনয়া তীরে আমি একা ধরণীরে
কি জন্য ভাসাই নিত্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া
বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান শূন্য— হিতাহিত পাপপুণ্য—
এত হয়েছ সবে কাণ্ডজ্ঞান হীন ;
জান না তা কেন কাঁদি ? কেন কাঁদি নিরবধি

কেবল আপনি দেখ আপনা প্রবীণ?
আছে আঁখি আছে কর্ণ, চিন লাল কাল বর্ণ
প্রহেলিকা পূর্ণ করি লভ পুরস্কার,
বল দেখি কেন আমি কাঁদি অনিবার?
অনন্ত এ শূন্যময় সাগর মাঝার
কোন্ স্থানে কি প্রকার আছে তার আবিষ্কার
পার তুমি করিবারে গতির তাহার
গণনা নির্ণয় আদি, চন্দ্রে কত গিরিনদী
কি ভাবে কোথায় সূর্য্য আছে অধিষ্ঠিত;
অগ্নিগিরি উদ্গীরণ কেন করে হুতাশন
কর্দ্দম সলিল-ধাতু স্রাব বিপরীত
এ সকল পার তুমি বলিতে নিশ্চিত;—
বসে যেবা তব কাছে তার হৃদে কিবা আছে
তার তত্ত্ব নাহি রাখ এ কি চমৎকার!
জগতের মানচিত্র সেত অতি সুবিচিত্র
কোথায় নগরী কত ভীষণ কান্তার
মরুভূমি ভয়ঙ্কর কোথা কত গিরিবর
কোন স্থানে কোন সিন্ধু তাহে কত দ্বীপ;
নদ নদী হ্রদ কত রাজ্য দেশ বহুমত
প্রণালী প্রপাত আদি কত অন্তরীপ;—
এ সব আঁকিতে পার আঁক দেখি একবার
এ চিত্তের মানচিত্র, দেখিবে তখন
অজস্র ধারায় কেন ঝরে দুনয়ন।
বুঝিলে না কেন এই নয়ন যুগল
অজস্র ধারায় নিত্য ভাসায় ভূতল?
নহ কি বাঙ্গালী তুমি? কোথা তব জন্মভূমি?—
বল বল গুণমণি শুনিতে বাসনা।
হলে পরে বঙ্গবাসী প্রবাহিণীতীরে আসি
কেন অশ্রুজলে ভাসি—বুঝিতে যাতনা!

আজ কি নূতন নাকি— হা অদৃষ্ট কব বা কি ?—
দেখিলে তা বল বল যৌবনে যোগিনী ?
দেখিলে নূতন নাকি ভস্মে হুতাশন ঢাকি
কাঁদিছে নীরবে এক বঙ্গের কামিনী !
কিবা মম ভাগ্যোদয় ফুটিল নয়নদ্বয়
দুখিনীর দুখ দেখি আজিকে তোমার !
কেন কাঁদি জিজ্ঞাসিয়া ভাল হে জুড়ালে হিয়া
তুমি বড় দয়াময়—দয়ার আধার !
কিন্তু এক কথা বলি শীঘ্র তুমি যাও চলি
অভাগীর চিত্র লয়ে বঙ্গ নিকেতনে,
ফিরি ফিরি ঘরে ঘরে দেখ তুমি ভাল করে
হেরিবে এরূপ চিত্র সকল ভবনে !
শৈশবে হারায়ে পতি কত গুণবতী সতী
সুবর্ণ ব্রততি আহা প্রেমের প্রতিমা !
দারুণ যৌবন-জ্বালা সহিতে না পারি বালা
পুড়িতেছে গুমে গুমে ! পড়েছে কালিমা !
অকলঙ্ক চন্দ্রাননে দীর্ঘ শ্বাস ঘনে ঘনে ;
গোপনে নয়ন কত ঢালিতেছে ধারা !
ফাটে না ফাটিতে চায় হৃদয় সতত হায়
সর্ব্বক্ষণ সশঙ্কিত——গতি জ্ঞান হারা !
হায় রে দাসীর মত বঙ্গের বিধবা যত,
পদে পদে সহে কত দারুণ লাঞ্ছনা !
শূন্যাকার এ সংসার ! কেহ নয় আপনার ;
অকূল সাগর জলে নিক্ষিপ্ত ললনা !
কটিতে বসন নাই— রুক্ষকেশ, অঙ্গে ছাই ;
বারেক না পায় অন্ন উদর পূরিয়া ;—
বঙ্গের সন্তান হায় দেখে না দেখিয়া !
বুঝিলে কি কেন আসি তটিনীর ধার,
এরূপে অভাগী আমি কাঁদি অনিবার ?

শুন পান্থ আর বলি, বঙ্গ গৃহে যাও চলি——
দেখিবে সর্ব্বত্র কত আশ্চর্য্য ব্যাপার।
দিবসে রজনী যদি না দেখেছ গুণনিধি
বসন্তে বৈধব্য চারু মাধবী চাঁপার
না দেখেছ হায় যদি, যাও তথা, নিরবধি
দেখিবে বিচিত্র কাণ্ড কত এ প্রকার।
আলয়ে থাকিতে পতি কত গুণবতী সতী
বহিছে মস্তকে নিত্য বৈধব্যের ভার!
সধবা বিধবা প্রায়— এ কথা কহিব কায়?——
সীমন্তে সিন্দুর মাত্র সধবা লক্ষণ!
শোণিতে মিশ্রিত হয়ে অন্তর-অন্তরে রয়ে
আশীবিষ বিষ করে জীবন দাহন!
জীবনে না ঘটে কভু পতি দরশন!

হা বসুধে! হা ভারত! অহো পরিতাপ!
আর কি তোমারে মাতঃ! দিব অভিশাপ!
পাষাণ তোমার প্রাণ তাই নহে শত খান
পুনঃ পুনঃ বিশ্বভেদী বজ্রের প্রহারে!
পাপ স্রোত রক্ত স্রোত বহিতেছে অবিরত
উত্তাল তরঙ্গ তুলি তব বক্ষপরে!——
হীন তেজ হীন মান বুদ্ধি বিদ্যা হীন জ্ঞান
ম্রিয়মাণ, হা জননি! তব পুত্রগণ——
হীন কর্ণ হীন নেত্র ঘুমে অচেতন!

রমণী তোমার গর্ভে যেন জন্ম লয় না——
ভারতে রমণী যেন আর কভু হয় না!
হায়! জন্ম জন্মান্তরে কতপাপ ছিনু করে
সেই পাপে পরিতাপ আজিকে এমন!
এ পাপের ভার কত বহিবে মা এই মত,
অন্তরে অন্তরে কত হইবে দাহন!

ভারতেরে ভস্ম কর, অহে কাল বৈশ্বানর
পাপের দারুণ জ্বালা নিবাও মাতার!
অরে অন্ধ দেশাচার কতকাল এ প্রকার
রাখিবি চরণে চাপি মস্তক সবার!
কত হে ভ্রমিবে ভ্রমে ভারত কুমার?

বলি ইন্দীবরনেত্রা সুধাংশুবদনী
সহসা যমুনা জলে ডুবিলা রমণী!
সচকিত পান্থ অতি কি করিলে গুণবতি?—
বলিয়া ডুবিলা জলে—ধরিলা অমনি;
বহু কষ্টে তুলি তীরে সযতনে কামিনীরে
শোয়াইল উরুপরে মস্তক রাখিয়া!
নাহি প্রাণ নাহি শ্বাস আলু থালু কেশপাশ
গ্রাসিয়াছে মুখচন্দ্র জলদ আসিয়া!
শায়িত ধূলায় বালা অপূর্ব্ব রূপের ডালা!
সুনীল নলিনীনিভ নয়ন মুদ্রিত!
কোলে করি কামিনীরে সরাইয়া ধীরে ধীরে
চাঁচর কুন্তল ভার পথিক বিস্মিত!
প্রাণের নিগূঢ় প্রাণ হল যেন শতখান
এক সঙ্গে সর্ব্ব অঙ্গ হইল চঞ্চল!——
জ্বলন্ত জ্বালায় ফুটে শত গুণ তেজে ছুটে
শিরানুশিরাতে উষ্ণ শোণিত প্রবল!
অবিরল ধারে জল ভাসাইয়া বক্ষস্থল
ঢালিল যুগল আঁখি—শরীর কম্পিত
রমণী সরোজমুখে দৃষ্টি নিমীলিত!

বিস্তর যতনে তবে রমণীরতন
মেলিলা সুনীল দুই সরোজনয়ন!
ধীরে ধীরে শ্বাস পড়ে অল্প অল্প অঙ্গ নড়ে
দেখি পথিকের প্রাণ উছলি উঠিল!

কোথা আমি?—হা ঈশ্বর!—অতি ক্ষীণ মৃদু স্বর—
কেগো তুমি?—সুহাসিনী সুধীরে কহিল!
দেখিলা পথিকবর সেই মুখ মনোহর
চাঁচর চিকুরভার নয়নকমল!
বীণাস্বনবিনিন্দিত সেই বাণী সুললিত
সেই ভুরু সে অধর ললাট উজ্জ্বল!—
জাগ্রতে স্বপনভাব! কে প্রকাশে মনোভাব?
হাসিতে হাসিতে কাঁদি কহিলা তখন,—
মরি নাই আমি প্রিয়ে! হের দেখ উন্মীলিয়ে
কুরঙ্গনয়নি! অই কুরঙ্গনয়ন!
উঠ প্রাণ প্রিয়তমে! কত দুখ এ মরমে
হৃদয়ে হৃদয় রাখি হৃদয় নয়নে
কর আজ দরশন! জুড়াক এ হুতাশন
শশিমুখে হাসি কথা কহ বরাননে।
উঠহ প্রেয়সী শশী দেখ তব পাশে বসি
হৃদয় বল্লভ তব—প্রাণের প্রতিমা!
আমি কি বুঝিব বল তোমার মহিমা।

—————•:০:•—————

মনুসংহিতা।

সৃষ্টিপ্রকরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পাঠক! মনুসংহিতার সৃষ্টি প্রকরণের অধিকাংশ পাঠ করিলে, বাইবলেরও সৃষ্টি প্রকরণের কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দেখিয়াছি, তাহাও পাঠ করিয়াছ। উভয়ের অনেক অংশে অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। তৎপ্রদর্শনই বাইবল হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিবার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য কি রূপে ঘটিল, তুমি নিজ চিন্তাশীল চিত্তকে তদ্বিষয়ে অভিনিবিষ্ট করিয়া যদি তাহার উদ্ভাবন করিতে পার, একবার তাহার চেষ্টা দেখ। আমরা ত ইহার কারণোদ্ভেদে সমর্থ হইতেছি না। যদি বলি, বাইবলকার মনুর নিকট হইতে সৃষ্টি প্রকরণ সংক্রান্ত মতটী ধার করিয়া লইয়াছেন,

খ্রীষ্টমিশনরিরা যে এমন শান্তপ্রকৃতি, তাঁহারাও এখনি খড়্গহস্ত হইয়া কাবুলের আমীরের ন্যায় আমাদিগের শোচনীয় দশা ঘটাইয়া দিবেন। আর যদি বলি, মনু বাইবলকারের নিকট হইতে ঐ মতটী শিখিয়াছেন, এখনি প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায় আমাদিগকে অশ্রদ্ধেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখিবেন, এবং তাঁহারা এই ভাবিয়া আমাদিগের সহিত বাক্যালাপ পরিত্যাগ করিবেন যে, ব্রহ্মার পৌত্র ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বজ্ঞ পূতদেহ মহর্ষি মনু একজন অপবিত্র ম্লেচ্ছের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন, একথা বলা নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য। যাহা হউক, আজ যে আমরা আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি, তাহা পাঠকগণকে অধিকতর চমৎকৃত করিয়া তুলিবে। সে এই:———

মনুষ্য সৃষ্টি সম্বন্ধে মনু লিখিয়াছেন, ব্রহ্মা আপনার দেহকে দুই খণ্ড করিয়া অর্দ্ধেকে পুরুষ ও অর্দ্ধেকে স্ত্রী হইলেন। সেই স্ত্রীতে বিরাট নামে পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। বাইবলে আছে, ঈশ্বর পৃথিবীর ধূলি হইতে মনুষ্য সৃষ্টি করেন। মানুষ একাকী থাকে, তাহা ভাল নয়, তাহার একজন সঙ্গী চাই। এই ভাবিয়া তিনি মনুষ্যকে নিদ্রায় অভিভূত করিয়া তাহার পঞ্জর হইতে অস্থি লইয়া একটী স্ত্রী নির্ম্মাণ করিলেন। সে তাহার সহচরী হইল। মনু বলিতেছেন, স্ত্রী পুরুষের অর্দ্ধ অঙ্গ; শ্রুতিতেও স্ত্রী পুরুষের অর্দ্ধ অঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, বাইবলের মতে পুরুষের একটী অঙ্গের এক দেশ যে একখানি অস্থি, তাহা হইতে স্ত্রী নির্ম্মিত হইয়াছে। দাম্পত্য প্রণয়ের গাঢ়তা প্রদর্শন ও তন্মূলক সৃষ্টি বৃদ্ধির প্রয়োজনই এপ্রকার স্ত্রীপুরুষ সৃষ্টির কারণ বলিয়া বোধ হয়। ইহাই যদি এপ্রকার স্ত্রীপুরুষ সৃষ্টির কারণ হয়, মনু পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গে স্ত্রী নির্ম্মাণ কৌশল করিয়াও বাইবলকে পরাভব করিতে পারেন নাই। বাইবলে আছে, আদম বলিলেন, এ আমার অস্থির অস্থি, ও মাংসের মাংস, ইহাকে নারী বলা যাইবে, যেহেতু এ নর হইতে গৃহীত হইয়াছে। অতএব মানুষ পিতা ও মাতাকে পরিত্যাগ করিবে, এবং স্ত্রীতে আসক্ত হইবে *। খ্রীষ্টানদিগের আরাধ্য ধর্ম্ম পুস্তক স্নেহমমতাচ্ছেদক এই প্রকার উপদেশ দিয়া পুরুষের একমাত্র পঞ্জরাস্থি হইতে সৃষ্ট স্ত্রীকে সর্ব্বে সর্ব্বা ও পরমারাধ্য করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু মনু পুরুষের অর্দ্ধ অঙ্গ হইতে স্ত্রীর

* বাইবলের সৃষ্টিপ্রকরণ দেখ।

সৃষ্টি করিয়া ও মাতাপিতাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্ত্রী লইয়া থাকিবার উপদেশ দিতে সাহসী হন নাই। হিন্দুসমাজে ও খ্রীষ্টীয় সমাজে মনুর ও বাইবলের এই উপদেশের ফল ও ফলিয়াছে। হিন্দুরা পিতামাতা প্রভৃতি সকলকে একত্র লইয়া বাস করেন; পক্ষান্তরে, ইউরোপীয়েরা পক্ষীর ন্যায় একটু উড়ুক্ষু হইলেই চিরপরিচিত স্নেহময় জনক জননীকে পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র হন এবং স্ত্রীকে উপাস্য দেবতা করিয়া তদ্গত তজ্জীবন হইয়া পড়েন।

বাইবলে রাক্ষস শয়তান ও সর্পাদির বিষয় আছে, মনুও রাক্ষসাদির সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর সেই সকল সৃষ্টির বিষয় ক্রমশঃ উল্লিখিত হইতেছে। পাঠক শ্রবণ করুন।

এতে মনূংস্তু সপ্তান্যানসৃজন্ ভূরিতেজসঃ।
দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীংশ্চামিতৌজসঃ॥ ৩৬।
যক্ষরক্ষঃ পিশাচাংশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরান্।
নাগান্সর্পান্ সুপর্ণাংশ্চ পিতৄণাঞ্চ পৃথগ্‌গণান্॥ ৩৭॥
বিদ্যুতোঽশনিমেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্রধনূংষি চ।
উল্কানির্ঘাতকেতূংশ্চ জ্যোতীংষ্যুচ্চাবচানি চ॥ ৩৮॥
কিন্নরান্বানরান্মৎস্যান্ বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্।
পশূন্মৃগান্ মনুষ্যাংশ্চ ব্যালাংশ্চোভয়তোদতঃ॥ ৩৯॥
কৃমিকীটপতঙ্গাংশ্চ যূকমক্ষিকমৎকুণম্।
সর্ব্বঞ্চ দংশমশকং স্থাবরঞ্চ পৃথগ্বিধম্॥ ৪০॥
এবমেতৈরিদং সর্ব্বং মন্নিয়োগান্মহাত্মভিঃ।
যথাকর্ম্ম তপোযোগাৎ সৃষ্টং স্থাবরজঙ্গমম্॥ ৪১॥

এই মরীচি অত্রি প্রভৃতি মহর্ষিগণ স্বারোচিষাদি নামে আর সাত জন অতি তেজস্বী মনু, দেবতা, ও দেবতাদিগের বাসস্থান স্বর্গাদি, অন্য অন্য তেজস্বী মহর্ষিগণ এবং যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, সর্প, গরুড়, পিতৃগণ বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, রোহিত (১) ইন্দ্র ধনু, উল্কা, নির্ঘাত (২) কেতু (৩) তদ্ভিন্ন নানাপ্রকার জ্যোতিঃ পদার্থ, কিন্নর, বানর, মৎস্য, নানাপ্রকার পক্ষী, গবাদি পশু, হরিণাদি মৃগ, মনুষ্য, সিংহাদি হিংস্র জন্তু, কৃমি, কীট,

(১) সময়ে সময়ে নভোমণ্ডলে যে দণ্ডাকার তেজোরেখা উদিত হয়, তাহার নাম রোহিত। (২) উৎপাত ধ্বনি বিশেষ। (৩) শিখাবিশিষ্ট তেজ।

পতঙ্গ, যুক (৪) মক্ষিকা, মৎকুণ (৫) সর্ব্বপ্রকার দংশ মশক ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বৃক্ষ লতাদি স্থাবর পদার্থের যাহার যেমন কর্ম্ম তদনুসারে আমার আজ্ঞাক্রমে তপোবলে সৃষ্টি করিলেন।

মনু যে অদৃষ্ট ও জন্মান্তরবাদী, উপরিলিখিত কয়টী শ্লোক দ্বারা তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। তাঁহার মত এই, যে ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মে যে প্রকার কর্ম্ম করিয়াছে, তদনুসারে তাহার পরজন্ম হয়। যদি ভাল কাজ করিয়া থাকে, উত্তম জন্ম হইবে, আর যদি মন্দ কাজ করিয়া থাকে, নিকৃষ্ট জন্ম হইবে। তাঁহার মতে সৃষ্টির আদি নাই, প্রলয়ের পর যখন নূতন সৃষ্টি হয়, তখন সেই পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম অনুসারে দেব মনুষ্য তির্য্যগাদি যোনিতে উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রাণির কর্ম্মবশেই পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে।

যেষান্তু যাদৃশং কর্ম্ম ভূতানামিহ কীর্ত্তিতম্।
তত্তথা বোঽভিধাস্যামি ক্রমযোগঞ্চ জন্মনি॥ ৪২ ॥

যাহার যেরূপে জন্ম ও যাহার যেরূপ স্বভাব ও কর্ম্ম পূর্ব্বাচার্য্যেরা কহিয়াছেন, তাহা আমি তোমাদিগকে কহিব।

যাহার যেরূপে জন্ম, এক্ষণে তাহা বিবৃত হইতেছে।

পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরায়ুজাঃ॥ ৪৩ ॥

গবাদি পশু, হরিণাদি মৃগ, ও সিংহাদি হিংস্র জন্তু, রাক্ষস, পিশাচ ও মনুষ্য, ইহারা জরায়ুজাত। গর্ভাবরণ চর্ম্মের নাম জরায়ু।

অণ্ডজাঃ পক্ষিণঃ সর্পানক্রামৎস্যাশ্চ কচ্ছপাঃ।
যানি চৈবংপ্রকারাণি স্থলজান্যৌদকানি চ॥ ৪৪ ॥

পক্ষী, সর্প, কুম্ভীর, মৎস্য, কচ্ছপ, এই প্রকার স্থলজ কৃকলাসাদি ও জলজ শঙ্খাদি যত আছে, তাহারা অণ্ডজ।

স্বেদজং দংশমশকং যূকমক্ষিকমৎকুণম্।
উষ্মণশ্চোপজায়ন্তে যচ্চান্যৎকিঞ্চিদীদৃশম্॥ ৪৫ ॥

দংশ, মশক, যুক, মক্ষিকা, মৎকুণ, এই প্রকার পুত্তিকা পিপীলিকাদি যে কিছু উষ্মা হইতে জন্মে, তাহাকে স্বেদজ বলে।

(৪) উকুন। (৫) ছারপোক।

উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজকাণ্ডপ্ররোহিণঃ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাবহুপুষ্পফলোপগাঃ॥ ৪৬॥

ভূমিকে ভেদ করিয়া যাহারা উত্থিত হয়, তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জ বলে। ঐ উদ্ভিজ্জ দুই প্রকার। কতকগুলি বীজ বপন করিলেই উহা অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষরূপে উৎপন্ন হয়, আর কতকগুলি শাখা রোপণ করিলে বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে। ঐ উদ্ভিজ্জের কতকগুলির স্বভাব বর্ণিত হইতেছে। ব্রীহিযব গোধূমাদিকে ওষধি বলে। উহার বিস্তর ফল পুষ্প হয় এবং ফল পাকিলেই উহা বিনষ্ট হইয়া যায়।

অপুষ্পাঃ ফলবন্তোয়ে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ।
পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব বৃক্ষাস্তূভয়তঃ স্মৃতাঃ॥ ৪৭॥

যে সকল বৃক্ষের পুষ্প হয় না, ফল হয়; তাহাকে বনস্পতি বলে, আর যাহার পুষ্প ও ফল হয়, তাহা সামান্যতঃ বৃক্ষ।

গুচ্ছগুল্মন্তু বিবিধন্তথৈব তৃণজাতয়ঃ।
বীজকাণ্ডরুহাণ্যেব প্রতানাবল্ল্যএব চ॥ ৪৮॥

উদ্ভিজ্জের আর যে সমস্ত প্রকার ভেদ আছে, তাহারও উল্লেখ করা হইতেছে। যাহার প্রকাণ্ড (গুঁড়ি) নাই, মূল হইতেই বিস্তর লতা হয়, তাহাকে গুচ্ছ কহে। যথা মল্লিকাদি। এক মূল হইতে মিলিত হইয়া যে অধিকসংখ্য গাছ হয়, তাহার নাম গুল্ম। যথা শর ইক্ষু প্রভৃতি। উলু প্রভৃতি তৃণজাতি। বীজকাণ্ড জাত আরো কতকগুলি উদ্ভিদ আছে, তাহার নাম প্রতান ও বল্লী। যেমন অলাবু, গুড়ুচী প্রভৃতি।

তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞাভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥ ৪৯॥

ঐ সকল উদ্ভিদ অধর্ম্ম কর্ম্মের ফলভূত নানাবিধ তমোগুণে বেষ্টিত। ইহাদিগের অন্তরে চৈতন্য ও সুখ দুঃখ জ্ঞান আছে। বহু দিবসের পর বৃষ্টি হইলে ইহাদিগের প্রফুল্লতা স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। তদ্দ্বারাই ইহাদিগের যে অন্তর্গত সুখ জ্ঞান আছে, তাহা অনুমিত হইয়া থাকে।

এতদন্তাস্তু গতয়োব্রহ্মাদ্যাঃ সমুদাহৃতাঃ।
ঘোরেঽস্মিন্ ভূতসংসারে নিত্যং সততযাযিনি॥ ৫০॥

সদাবিনশ্বর দুঃখবহুল এই ঘোর সংসারে ব্রহ্মা আদি করিয়া তরুলতাদি পর্য্যন্ত সমুদায়ের উৎপত্তি বৃত্তান্ত বলা হইল।

———০:০:০———

ভারতীয় দুর্ভিক্ষ।

দুর্ভিক্ষ এই শব্দটী মুহুর্ব্বজ্রবর্ষী ঘোর মেঘগর্জ্জন, আসন্নতরবর্ত্তী ভীষণ সিংহনাদ কিম্বা উদ্বেল বিকট সমুদ্র-কল্লোল শব্দের ন্যায় শ্রুতমাত্র হৃদয়কে বিহ্বল, ইন্দ্রিয়গণকে বিকল ও কলেবরকে কম্পিত ও অবশপ্রায় করিয়া তুলে না বটে কিন্তু ইহার দারুণ পরিণাম ফল চিন্তা করিলে চিত্ত একান্ত ব্যথিত ও কাতর এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কেনই বা না হইবে, অন্নকষ্টের পর কষ্ট ও জঠরানল জ্বালার পর জ্বালা আর নাই। এই দেখিতেছি কোমলহৃদয়া জননী মৃত অপত্য-শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন,—অন্নজলে রুচি নাই,—চক্ষুতে নিদ্রা নাই,—সংসার শূন্য দেখিতেছেন,—বাঁচিতে আর সাধ নাই, কেবল জড়ের মত পড়িয়া আছেন, পাপ জঠরের এমনি জ্বালা,—ক্ষুধার এমনি মহীয়সী শক্তি! মুহূর্ত্ত পরে সেই শোক-সন্তপ্ত পুত্রহীন জননীকে ক্ষুৎপিপাসায় শীঘ্রই আবার অধীর হইয়া উঠিতে হয় এবং অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতে হয়।

দুর্ভিক্ষ অশনিপাত ও সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদগণের আক্রমণ অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর। আমরা এ কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই, বজ্রপাত ও সিংহ ব্যাঘ্রাদির আক্রমণে মৃত্যু নিমেষ মধ্যে সম্পাদিত হয়, কিন্তু পাপ দুর্ভিক্ষ দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া জীবনীশক্তি হ্রাস করিয়া দেহ সংহার করে। পাপ দুর্ভিক্ষ প্রভাবে মনুষ্যে আর মনুষ্যত্ব থাকে না। দেহ কঙ্কাল সার হইয়া কেবল যে পিশাচরূপ ধারণ করে এরূপ নয়, মানুষের দয়া দাক্ষিণ্য ভদ্রতা ন্যায়পরতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠাদি যে দেবোচিত গুণ আছে, তাহাও বিলুপ্ত হইয়া যায়। যে বালক-পুত্রের আহার দিতে মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব হইলে যে জনক জননী ব্যাকুল হন, দুর্ভিক্ষ প্রকোপে সেই শিশু সন্তানের হস্ত হইতে সেই

জনক জননীও নৃশংস পক্ষীর ন্যায় আহার সামগ্রী কাড়িয়া লন। কি ভীষণ ব্যাপার! কি অনৈসর্গিক চিত্তের গতি! দুর্ভিক্ষ প্রকোপে সতীর সতীত্ব নাশ, সাধুর পীড়ন, ম্যনির মান হানি, চোর ও দস্যুর উপদ্রব ঘটিয়া সমাজে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। হায়? কি শোকের ও দুঃখের বিষয়, এই হতভাগ্য ভারতভূমি দিন দিন সেই ভীষণ কাণ্ডের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিতেছে!

ভারতের তুল্য উর্ব্বর প্রদেশ অল্পই আছে। এই উর্ব্বরতাগুণে ভারত ভূবিখ্যাত ও জিগীষুগণের লোভনীয় হইয়াছে। কিন্তু ইহার অধিকাংশ স্থান দেবমাতৃক বলিয়া দুর্ভিক্ষ বিপদের হস্ত হইতে মুক্ত নহে। দুর্ভিক্ষ ভারতের নূতন বিপত্তি নয়। ভারত জন্মাবধি উহার করাল প্রহার একাদিক্রমে সহ্য করিয়া আসিতেছে। আমাদিগের দেশের প্রাচীন কালের কোন বিষয়েরই ইতিহাস পাওয়া যায় না। হিন্দু রাজার রাজত্বকালে কোন সময়ে কিরূপ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, কি প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয়, ও কত লোকের মৃত্যু হয়, এখন তাহার নির্ণয় করিবার উপায় নাই, তবে বেদ পুরাণ কাব্য নাটক অলঙ্কারাদি গ্রন্থে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, ভারতসন্তানেরা সময়ে ২ দুর্ভিক্ষ-কষ্ট ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। তবে আজ কাল কয়েকটী বিশেষ কারণ উপস্থিত হওয়াতে যেরূপ ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতেছে, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। সে কারণগুলি যে কি, তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইতেছে। এদেশে যে চিরকাল দুর্ভিক্ষের সাময়িক আধিপত্য হইয়াছিল, তাহার প্রথম প্রমাণ এই:—

" অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্ব্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥ "

অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে সূর্য্যের উপাসনা হয়। সূর্য্য প্রসন্ন হইয়া বৃষ্টি করেন, সেই বৃষ্টি হইতে অন্ন হয়, অন্ন হইতে প্রজা রক্ষা হয়।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, এদেশের দুর্ভিক্ষই যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের একটী প্রধান কারণ। সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় ভারতীয় আর্য্যেরা সূর্য্য অগ্নি বায়ু বরুণাদির আরাধনাতৎপর ছিলেন। তাঁহাদিগের এই সংস্কার ছিল, দিবাকর ক্রুদ্ধ হইলে বৃষ্টি রুদ্ধ হইয়া যায়; আর তিনি প্রসন্ন হইলে সুবর্ষা হইয়া থাকে। যজ্ঞ করিয়া আহুতি প্রদান তাঁহার

প্রসন্নতা সম্পাদনের উপায়। ভারতে সময়ে সময়ে অনাবৃষ্টি হইয়া দুর্ভিক্ষ সঞ্চার না হইলে ভারতীয় আর্য্যেরা কখনই আহুতি প্রদান করিয়া সূর্য্যকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তত ব্যগ্র হইতেন না।

মহাকবি কালিদাস কহিয়াছেন,

"দুদোহ গাং সযজ্ঞায় শস্যায় মঘবা দিবং।
সম্পদ্বিনিময়েনোভৌ দধতুর্ভুবনদ্বয়ং॥"

সেই ভূপতি দিলীপ যজ্ঞের নিমিত্ত পৃথিবী এবং দেবরাজ শস্যের নিমিত্ত অমরাবতী দোহন করিয়াছিলেন। সেই ইন্দ্র ও দিলীপ উভয়ে পরস্পর সম্পৎ অর্থাৎ যজ্ঞ ও বৃষ্টির বিনিময় করিয়া ভুবন দ্বয়ের রক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, দিলীপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের প্রাণ রক্ষা করিয়া দেবরাজ্য রক্ষা করিতেন, আর দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া বৃষ্টি করিয়া দিলীপের প্রজা রক্ষা করিতেন। পুরাণে বর্ণিত আছে, অসুরেরা যখন যখন প্রদৃপ্ত হইয়া উঠিত, তাহারা দেবগণের দৌর্ব্বল্য সম্পাদনার্থ সর্ব্বাগ্রে পৃথিবীতে যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান লোপ করিবার চেষ্টা পাইত। যাগাদির অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হইলেই দেবগণ আহার না পাইয়া জীর্ণ শীর্ণ হইতেন। আর অসুরেরা তাঁহাদিগকে অনায়াসে পরাজয় করিত। যজ্ঞে আহুত ঘৃত ভক্ষণ করিয়া দেবগণ জীবন ধারণ করিয়া থাকেন।

"অগ্নিমুখা বৈ দেবাঃ।"

অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা দেবতারা আহুত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন। মাঘ কবি কহিয়াছেন—

"অমৃতং নাম যৎ সন্তো মন্ত্রজিহ্বেষু জুহ্বতি।
শোভৈব মন্দরক্ষুব্ধক্ষুভিতাম্ভোধিবর্ণনা॥"

বিদ্বান ব্যক্তিরা মন্ত্রজিহ্ব অগ্নিতে যে আহুতি প্রদান করেন, তাহার নামই অমৃত, তবে মন্দর পর্ব্বত দ্বারা সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উৎপাদন করা হইয়াছিল বলিয়া যে বর্ণন আছে, তাহা বর্ণন মাত্র।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, দেবতারা যজ্ঞে হুতরূপ অমৃত ভক্ষণ করিয়া অমৃতভোজী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ফলতঃ এক অনাবৃষ্টিমূলক দুর্ভিক্ষশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়াই যজ্ঞানুষ্ঠানকে বদ্ধমূল করিবার জন্য প্রাচীন আর্য্যগণের এত প্রয়াস।

"কালে বর্ষতু পর্জ্জন্যঃ পৃথিবী শস্যশালিনী।"

ইত্যাদি বাক্যগুলি প্রাচীন আর্য্যগণের নিত্য প্রার্থনীয় ছিল। এটীও দুর্ভিক্ষ শঙ্কার একটী বিশিষ্ট প্রমাণ।

পুরাণাদি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি হইয়া রাজ্য দগ্ধ হইতে দেখিয়া লোমপাদ রাজা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনাইয়া বৃষ্টির নিমিত্ত যজ্ঞ করাইয়াছিলেন।

ভারতবাসিরা ইউরোপীয়দিগের ন্যায় মাংসজীবী নন, শস্যজীবী। ইহা-দিগের মনে সেই শস্যের বিঘ্নশঙ্কা যে কেমন প্রবল "ধান্যস্য কুশলং বদ" এই কুশল প্রশ্ন দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। ঋগ্বেদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। অনেক ঋকেই দৃষ্ট হয় ঋজুচিত্ত আর্য্য-ঋষিগণ বিনয়-নম্র-করুণ-স্বরে অন্ন লাভের জন্য ইন্দ্র-প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছেন, অনেক স্থলেই সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার নিকট অন্ন চাহিতেছেন—

"সমানে অহন্ত্রিরবদ্য গোহনাত্রিরদ্য যজ্ঞং মধুনা মিমিক্ষতং।
ত্রির্ব্বাজবতীরিষো অশ্বিনা যুবং দোষা অস্মভ্যমুষসশ্চ পিন্বত॥

হে যজ্ঞের অনুষ্ঠানগত-দোষসম্বরণকারী অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা উভয়েই অদ্যকার এই যজ্ঞে তিনবার মধুসিঞ্চন কর। দিবসে ও রাত্রিতে তিনবার আমাদিগকে বলকারি অন্ন দান কর।

"স নো বৃষন্নমুংচরং সত্রাদাবন্নপাবৃধি। অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ।"

হে সর্ব্বফলদাতা, বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্র, তুমি মেঘকে বিদীর্ণ কর। তুমি আমাদের প্রতি কখন প্রতিশব্দ কর নাই।

"অস্মে ধেহি শ্রবো বৃহৎ দ্যুম্নং সহস্রসাতমং। ইন্দ্র তা রথিনীরিষঃ।"

হে ইন্দ্র আমাদিগকে মহতী কীর্ত্তি, সহস্রসংখ্যক দানযোগ্য ধন এবং বহু রথ পূর্ণ অন্ন দান কর।

সামগানধৃত সন্ধ্যাবন্দনার ঋকত্রয়ে দৃষ্ট হয়,—

"আপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্তানউর্জ্জে দধাতন।"

হে জল সকল, যে হেতু তোমরা সুখদ হও অতএব আমাদের অন্নের সংস্থান কর।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, ভারতবর্ষে জল ও অন্ন উভয়েরই বিঘ্ন ও কষ্ট শঙ্কা ছিল। অন্ন ও জল দুর্লভ না হইলে মহর্ষিগণ এরূপ প্রার্থনায়

স্তব করিতেন না। পাঠক, আবার মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য একবার দর্শন করুন।

"ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সংভবিষ্যাম্যয়োনিজা।"

পুনর্ব্বার শতবর্ষব্যাপিনী অনাবৃষ্টি হইয়া পৃথিবী জলশূন্য হইলে মুনিগণের স্তবে আমি অযোনিসম্ভবা হইয়া প্রাদুর্ভূতা হইব।

উদ্ধৃত শ্লোকটীতে 'ভূয়শ্চ' (পুনর্ব্বার) শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আরও যে কতবার উদ্ভিজ্জ জগতের বিধ্বংসকারী জলকষ্ট ভারত সন্তানকে উৎপীড়ন করিয়াছিল, এতদ্বারা তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সেই শতবর্ষব্যাপিনী অনাবৃষ্টি হেতু মানুষের যে কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল, পাঠক! একবার দৃষ্টি করুনঃ—

"ততোহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥"

তদনন্তর সেই অনাবৃষ্টির সময় আমি আপনার দেহ হইতে প্রাণধারণোপযোগী শাকোৎপাদন করিয়া অখিলজনের জীবন রক্ষা করিব।

দেখা যাইতেছে দুর্ভিক্ষের সময় চিরকালই এক রীতি প্রচলিত। প্রথমে বৃক্ষের ফল, মূল ও পত্র এবং বন্যপশু পরিশেষে নরমাংস পর্য্যন্ত সকলে ভক্ষণ করে।

দুর্ভিক্ষ এ প্রদেশে চিরকাল এত প্রবল যে শাস্ত্রকারদিগকে দুর্ভিক্ষহত ব্যক্তির অশৌচ নিয়মে বিধিবিশেষ প্রণয়ন করিতে হইয়াছিল। স্পষ্ট বোধ হইতেছে দুর্ভিক্ষের কাদাচিৎক ঘটনা হইলে বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইত না।

সদ্যঃ শৌচং সমাখ্যাতং দুর্ভিক্ষে চাপ্যুপপ্লবে। (শুদ্ধিতত্ত্বং)

দুর্ভিক্ষে ও রাজবিপ্লবে মৃত্যু ঘটিলে এক দিনেই অশৌচান্ত হয়।

গারুড়েও দুর্ভিক্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যোতিস্তত্ত্বে ষষ্টিবর্ষফল গণনা স্থলে অনেকগুলি দুর্ভিক্ষের বিবরণ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কয়েকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছেঃ—

পিঙ্গলে চারুপদ্মাক্ষি দুর্ভিক্ষং নর্ম্মদাতটে।

হে কমলাক্ষি! পিঙ্গলবর্ষে নর্ম্মদাকূলে দুর্ভিক্ষ হইবে।

সৌরাষ্ট্রে মালবে দেশে দক্ষিণে কোঙ্কণে তথা।
দুর্ভিক্ষং জায়তে ঘোরং ক্ষয়ে সম্বৎসরে প্রিয়ে॥

হে প্রিয়ে! ক্ষয়বর্ষে সৌরাষ্ট্র, মালব, দাক্ষিণাত্য ও কোঙ্কণ দেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ হয়।

এইরূপ হিন্দুশাস্ত্রের নানাস্থলে দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ আছে। "দুর্ভিক্ষমন্নং স্মরণং চিরায়" এটী এ দেশের একটী প্রবাদ বাক্য হইয়া উঠিয়াছে। কিঞ্চিন্ন্যূন সহস্র বৎসর (৯৯৯ শক) (১) অতীত হইল, গৌড়রাজ আদিশূর যে

(১) ক্ষিতীশবংশাবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থের মতানুসারে ভট্টনারায়ণাদি পাঁচজন ব্রাহ্মণ ৯৯৯ শাকে গৌড় মণ্ডলে আনীত হন (নব নবত্যধিক নবশতীশকাব্দে প্রাগুপকল্পিত বাসে নিবেশয়ামাস) উহাতে লিখিত আছে যে, রাজপ্রাসাদোপরি গৃধ্র পতিত হওয়াতে (ভো ভো পণ্ডিতা মম প্রাসাদোপরি গৃধ্রঃ পপাত) তজ্জনিত অমঙ্গলের পরিশান্তি নিমিত্ত রাজা পাঁচজন বেদপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এদেশের ঘটকগণ কহিয়া থাকেন যে, রাজা পুত্রেষ্টি যাগের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ৯৯৪ শাকে (বেদচন্দ্রাঙ্কশাকে) উহা অনুষ্ঠিত হয়।

ভূশূর নামক পুত্র আদি নৃপস্থির।
মুনিপঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যার স্থির॥

দুর্গামঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে যে রাজা বাজপেয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কিন্তু সকল লোকে একবাক্য হইয়া স্বীকার করেন যে তৎকালে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হওয়াতে প্রজাগণের ক্লেশ নিরাকরণ জন্য রাজা অন্য একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

ক্ষিতীশবংশাবলী গ্রন্থখানি ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনরল লার্ড হেষ্টিংসের অনুরোধে কৃষ্ণচন্দ্র রাজার একজন সভাসদ রচনা করেন। ভট্টনারায়ণাদি পাঁচটী ব্রাহ্মণের এ প্রদেশে আগমন হইতে কৃষ্ণচন্দ্র রাজার সিংহাসনে অধিরোহণ পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত উহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এ দেশে উক্ত পুস্তকের নাম প্রসঙ্গ কেহই জানিতেন না। জর্ম্মণি রাজ্যের সংস্কৃত পুস্তকাগারে ঐ গ্রন্থ একখানি একদিন হঠাৎ পার্স সাহেবের হস্তে পতিত হয়। পরিশেষে তিনি তাঁহার পূজ্যপাদ শিক্ষকের আদেশানুসারে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

অত্যল্পকাল অতীত হইল শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি সম্বন্ধ নির্ণয় নামে যে একখানি মহোপকারী পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহাতে তিনি আদিশূরের সময় নিরূপণ জন্য বহু যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু 'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত" দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে তাঁহাকে ভ্রমে পতিত হইতে হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না" এই শীর্ষক দিয়া যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহাতে তিনি ভ্রম বশতঃ লিখিয়াছেন যে—"আদিশূরো নবনবত্যধিক নবশতীশতাব্দে পঞ্চব্রাহ্মণানানয়ামাস।" এস্থলে "শকাব্দে" না লিখিয়া অনবধানতা বশতঃ "শতাব্দে" লিখিত হইয়াছে। বিদ্যানিধি উল্লিখিত ভ্রমাত্মক পাঠ স্বীয় পুস্তকে

কয়েকটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তন্মধ্যে অনাবৃষ্টির প্রতিবিধানার্থ যজ্ঞের অনুষ্ঠান অন্যতর।

মুসলমানদিগের রাজত্ব কালেও কয়েকবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, কিন্তু সে গুলির বিবরণ সুন্দররূপে জানা যায় না। ১১৭৬ সালে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা "ছিয়াত্তরে" মন্বন্তর বলিয়া এ দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উহার অব্যবহিত পূর্ব্বে এ প্রদেশে ইংরাজদিগের নূতন আধিপত্য হয়। দেশ দুর্ভিক্ষে ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল, সৈন্যগণের আহার সামগ্রীর অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইল এবং রাজস্ব সংগ্রহ দুষ্কর হইয়া উঠিল।

এই দুর্ভিক্ষ যে কেবল বঙ্গদেশে হইয়াছিল এমত নয়, মান্দ্রাজ (১) পর্য্যন্ত উহা করাল বদন ব্যাদান করিয়াছিল। বেহার (২) অঞ্চলও উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। উড়িষ্যা, বেহার ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যে যে দুর্ভিক্ষ হইয়া গেল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

যে যে কারণে সচরাচর দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া থাকে; আর সেই কারণগুলি ভারতবর্ষে এত প্রবল কেন? এক্ষণে এই সকল বিষয়ের সবিস্তার পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

দুর্ভিক্ষের আটটী প্রধান কারণ। ১ম ঈতি। ২য় রাজপীড়ন,। ৩য় বাণিজ্যাভাব। ৪র্থ অযথারপ্তানী। ৫ম দেশের দারিদ্রতা। ৬ষ্ঠ রাষ্ট্রভঙ্গ। ৭ম ভিন্নজাতীয় রাজার অধিকার। ৮ম শিল্পাভাব।

(১) ঈতি——জ্যোতিস্তত্ত্বে কৃষিকর্ম্মের ছয় প্রকার উপদ্রবের কথা লিখিত হইয়াছে:——

উদ্ধৃত করিয়া বিস্তর তর্ক বিতর্কের পর ইহা "সংবৎ" স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষিতীশবংশাবলীতে স্পষ্টাক্ষরে "শকাব্দা" লিখিত আছে।

(১) (Government letter)—25 September 1769. Devastation of the enemy and want of rain for many months had rendered grain so scarce at Madras, that Government had become apprehensive of the most distrening consequences.

(২) 30 September 1769. Revenues of the provinces of Benga and Behar expected to fall short, owing to the very unusual scarcity ol grain.

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ (পতঙ্গপাল), মূষিক, পক্ষী এবং বিপক্ষ রাজার আগমন কৃষিকর্ম্মের এই ছয় প্রকার উপদ্রব।

হাজা ও শুকায় শস্যের যে কি ক্ষতি হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নয়। পঙ্গপালের উপদ্রব যে কিরূপ ভয়ঙ্কর যাঁহারা স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগের সুন্দররূপ হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। পঙ্গপাল যে শস্যক্ষেত্রে পতিত হয়, তথায় একদিন পরে আর পত্রাদিরও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। মূষিক ও পক্ষীর উপদ্রবও ঐরূপ। অপর, বিপক্ষ রাজার আগমন। বিপক্ষ রাজার আগমনে দেশে কেবল যে বিপক্ষ সৈন্যগণের উপদ্রব হয়, এরূপ নয়, দেশের লোকেরা স্বচ্ছন্দে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ ও বাণিজ্যাদির কার্য্য সম্পাদন করিয়া প্রয়োজনোপযোগী অন্ন সংস্থান করিতে পারে না। সুতরাং দারুণ বিপন্ন হইয়া পড়ে। এই কারণে বিপক্ষ রাজার আগমন ঈতি (উপদ্রব) বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত ষট্‌প্রকার ব্যাঘাত ভিন্ন কৃষিকার্য্যের আর দুটী প্রধান প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয়,—অকালবৃষ্টি ও এককালে বহুলোকের পীড়া। বোধ হয়, যখন উদ্ধৃত শ্লোকটী রচিত হইয়াছিল, তখন দেশে এত পীড়া প্রবল ছিল না। আমরা দেখিয়াছি বর্দ্ধমান ও বীরভূমে সংক্রামক জ্বরের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন কৃষিকার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পাদিত হয় না। বর্ষা ও শরৎকালে ধান্যক্ষেত্রে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতে হয়, কিন্তু সে সময় দুরদৃষ্ট কৃষকগণকে পাপ সংক্রামক জ্বররোগে ক্লিষ্টকায় ও নিষ্কর্ম্মা করিয়া রাখে। পরিশেষে রাজস্ব পরিশোধ করাও কঠিন হইয়া উঠে।

(২) রাজপীড়ন——রাজা নিতান্ত শোষক হইলে প্রজার কষ্টের পরিসীমা থাকে না। বঙ্গদেশের কৃষক অপেক্ষা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা অধিকতর দরিদ্র। তথায় বাৎসরিক রাজস্ব দিয়া প্রজার আর কিছুই থাকে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সদয়চিত্ত ভূম্যধিপতিগণ কৃষিকর্ম্মের সৌকর্য্যার্থ পুষ্করিণী ও খাতাদি খনন করিয়া এবং নদীতটে পুল বাঁধাইয়া দিতেন। পূর্ব্বকালে ইষ্টাপূর্ত্ত এই দুটী যুগ্ম শব্দ সদা ব্যবহৃত হইত। খাতাদি কর্ম্ম পূর্ত্ত* শব্দ দ্বারা

* পূর্ত্তং খাতাদি কর্ম্মণি।

নির্দ্দিশিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকার ভূম্যধিকারী ও রাজগণ ভূমির উর্ব্বরতা বিবেচনা করিয়া রাজস্ব ধার্য্য করিতেন, কিন্তু এক্ষণে সে সকল বিধি অপ্রচলিত হইয়াছে। রাজস্ব দিয়া প্রজাকে প্রায় রিক্তহস্ত হইতে হয়। অতএব যে বৎসর শস্যাদি উৎপন্ন না হইল, সে বৎসর হাহাকার পড়িয়া গেল।

(৩) বাণিজ্যাভাব—প্রতিবৎসর সর্ব্বত্র প্রয়োজনোপযোগী শস্য উৎপন্ন হইবে, ইহা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। অতএব বাণিজ্যকার্য্যের সুবিধা থাকিলে খাদ্যদ্রব্য এক স্থান হইতে অনায়াসে অন্য স্থানে নীত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন, বাণিজ্য না করিলে লোকের অবস্থা উন্নত হয় না। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই চির প্রসিদ্ধ বচনই আছে। পূর্ব্বাচার্য্যেরা এই বাণিজ্য কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত বৈশ্য নামে একটী স্বতন্ত্র বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এক্ষণে বাণিজ্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু অযথা রপ্তানী হওয়াতে দেশের কষ্ট দূর হইতেছে না। এই কারণে অযথা রপ্তানী দুর্ভিক্ষের অন্যতর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

(৪) অযথা রপ্তানী—যে জনপদের জীবনধারণোপযোগী যত খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, তাহা বা তদতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদিত হইলেও যদি সেই জনপদের সেই প্রয়োজন গণনা ও বিবেচনা না করিয়া সেই দ্রব্য জনপদান্তরে প্রেরিত হয়, তাহা হইলে অন্নকষ্ট ঘটিয়া উঠে।

(৫) দারিদ্র্য—দেশের লোকের দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষের একটী প্রধান কারণ। দেশ যদি দরিদ্র হয়, অযথা রপ্তানী নিবন্ধন দ্রব্য সামগ্রী নিতান্ত দুর্ম্মূল্য হইলে লোকের তাহা ক্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিবার ক্ষমতা থাকে না, কাজে কাজে সহস্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে বিপদ্যমান হইতে থাকে। উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ তাহার প্রমাণ। পক্ষান্তরে, জনপদ সমৃদ্ধিশালী হইলে অধিক অর্থ ব্যয় করিয়াও লোকে আহার সামগ্রী ক্রয় করিতে এবং স্থানান্তর হইতে আনয়ন করিতে পারে।

(৬) রাষ্ট্রভঙ্গ—বিদ্রোহাদি কারণে রাজবিপ্লব ঘটিলে দেশের অবস্থা এককালে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। চৌর্য্য, দস্যুতা, হত্যা, প্রবলপীড়ন প্রভৃতি নানাবিধ উপদ্রবে দেশ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়। কৃষিকর্ম্ম ও বাণিজ্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মে, সুতরাং দুর্ভিক্ষ আসিয়া স্বীয় করাল বদন ব্যাদান করে।

(৭) বিদেশীয়ের অধিকার। বিদেশীয় রাজার আধিপত্যে জনপদের নানাপ্রকার মহাকষ্ট উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ বিদেশীয় রাজা অধিকৃত দেশ হইতে অর্থরাশি সংগ্রহ করিয়া স্বদেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলেন। ক্রমেই তাঁহার অর্থের অনটন হয়, ক্রমেই অধিকৃত জনপদে নানাবিধ কর সৃষ্টি হইতে থাকে। তাহাতে জনপদ উত্তরোত্তর দরিদ্র হইয়া পড়ে। শেষে লোকে করভার বহনে অসমর্থ হইয়া ক্লিশ্যমান হইতে থাকে।

(৮) শিল্পাভাব—অর্থাগমের যত প্রকার উপায় আছে, শিল্পকর্ম্ম তাহার মধ্যে একটী প্রধান। শিল্প-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি দিগ্দিগন্তরে প্রেরিত হইয়া আয়-দ্বার প্রশস্ত হয়। তাহাতে দেশের দারিদ্র্য মোচন হইয়া অবস্থা বিলক্ষণ উন্নত হইয়া উঠে। ভারতবর্ষে সেই শিল্পের বিষম দুর্দ্দশা, সেই কারণে দেশেরও বিলক্ষণ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

উপরে যে যে দুর্ভিক্ষ কারণের নির্দ্দেশ করা হইল, পাঠক একবার স্থির-চিত্তে মুহূর্ত্তকাল অনুধাবন করিয়া দেখুন, ভারতবর্ষে তাহার কোন্‌গুলির সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনাবৃষ্টি, শলভোপদ্রব, রাজপীড়ন, দেশীয় লোকের বাণিজ্যাভাব, অযথা রপ্তানী, দারিদ্র্য, বিদেশীয়ের অধিকার এবং শিল্পাভাব, ভারতের দুরদৃষ্টক্রমে এই সমুদায় কারণই ঘটিয়াছে। কৃষিকার্য্যের অবস্থা ভাল নয়। সুবর্ষা হইয়া প্রায় সুফসল হয় না। ভূমির বন্দোবস্তও উৎকৃষ্ট নহে। যে কিছু শস্য উৎপাদিত হয়, অযথা রপ্তানীর প্রভাবে তাহা দেশে থাকিতে পায় না।

এখন অধিকাংশ স্থলে প্রজার সহিত জমিদারের ঠিকা বন্দোবস্ত আছে। ঐ বন্দোবস্ত কৃষি কার্য্যের উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক। মিয়াদী বন্দোবস্তে ভূমির উর্ব্বরতাগুণ সম্পাদন বিষয়ে কৃষকের সবিশেষ যত্ন থাকে না।। কিন্তু যদি প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তাহারা অনেক অংশে কৃষি কার্য্যের সুবিধা করিয়া লইতে পারে। ভূমিতে মৌরস স্বত্ব হইলে তখন ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনার্থ তাহাদিগের খাতাদি খনন প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। তখন অনা-বৃষ্টিনিবন্ধন শস্য হানির তত আশঙ্কা থাকে না।

বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি সাধনার্থ দেশীয় ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তিদিগের মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক হয়। অর্থ ভিন্ন কোন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। ধনীর অর্থ ও নির্ধনের শ্রম ও অধ্যবসায় একত্র মিলিত হইলে

সৌভাগ্যলক্ষ্মী আপনি সহজে ভারতে অধিষ্ঠান করেন। বাণিজ্য ও শিল্প কার্য্যের অভাবে ভারতের যে কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যদি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দেখেন, তাঁহাদিগের অবিদিত থাকে না। একটী সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যপ্রধান নগরের চৌদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যে সমস্ত সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই বিদেশীয়। আহারীয় সামগ্রী, অলঙ্কার ও তৈজসপত্র ভিন্ন আর সমস্তই ভিন্নদেশোদ্ভূত। ইহাতে দেশ কেন না দরিদ্র হইবে ? তন্তুবায় জাতি ত এককালে উৎসন্ন হইয়াছে। কর্ম্মকার ও সূত্রধরেরও আর জীবন রক্ষা পায় না। প্রতিনিয়ত যে সকল সামগ্রী আমাদের আবশ্যক হয়, সুলভ মূল্যে দেশীয় লোক দ্বারা সে সমুদয় এদেশে প্রস্তুত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। ইউরোপীয়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া এদেশীয়ের কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন। ইউরোপীয়ের ন্যায় এদেশীয়ের অধ্যবসায় কোথায় ? তুল্য অধ্যবসায় হইলেও রাজা ইউরোপীয়ের পক্ষপাতী। ইউরোপীয় বণিকগণ ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যাদি একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না ; তথাপি তাঁহাদিগের ধনাশা পূর্ণ হইতেছে না। মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণ ভারতবর্ষে আমদানী শুল্ক রহিত করিবার চেষ্টায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে যদি রুষরাজ পিটার যেমন স্বয়ং পোত নির্ম্মাণ কৌশল শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক প্রজাদিগকে তাহার শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইরূপ দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা স্বয়ং না যাইতে পারেন, পাথেয় দিয়া কষ্টসহিষ্ণু উৎসাহসম্পন্ন কার্য্যচতুর কৃতবিদ্য যুবকদিগকে যদি স্থানে স্থানে পাঠাইয়া দিতে পারেন এবং তাঁহাদিগকে নিত্য ব্যবহারোপযোগী বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়া স্বদেশেই কল নির্ম্মাণ ও কল স্থাপন প্রভৃতি করিতে পারেন, তাহা হইলে যদি ভারতের অস্তমিত সৌভাগ্যরবি পুনরভ্যুদিত হয়।

———oo:oo———

মুসলমান জাতির উন্নতি ও অবনতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মহম্মদ সাধু আচরণ ও বিনয়নম্র ব্যবহার দ্বারা স্বল্পকাল মধ্যে অধিকাংশ লোকের ভক্তিভাজন ও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। ক্রমে দুই একজন করিয়া তাঁহার শিষ্য সংগ্রহ হইতে লাগিল। প্রথমে তাঁহার স্ত্রী কাদিজা তাঁহার

প্রণীত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তৎপরে তাঁহার এক জন ভৃত্য তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

চারি বৎসরের মধ্যে মক্কানিবাসী কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ক্ষমতাশালী ধনী ব্যক্তিকে মহম্মদ কৌশলে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিলেন। মহম্মদের সাহস উৎসাহ অধ্যবসায় ও শাণিত তরবারির ন্যায় ইহাঁরাও মহম্মদের ধর্ম্ম প্রচার ও রাজ্য সংস্থাপন বিষয়ে বিপুল সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহাঁদের নাম ওথমান, জোবেয়ার, সেয়াদ, আব্দো রহমন ও আবু ওবেদা। তৎকালে মহম্মদের বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর।

এতাবৎ কাল মহম্মদ গোপনে গোপনে দুই একটী করিয়া শিষ্য সংগ্রহ করিয়া আসিতেছিলেন। আপনার মত সাধারণের নিকট প্রকাশ্যে কখন ব্যক্ত করেন নাই। এক্ষণে প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। এক দিবস তিনি একটী বৃহৎ ভোজ দিয়া আবদুল মতলবের সন্তান সন্ততি ও বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আময়ন করিলেন। সকলে সমাগত হইলে তিনি বলিলেন—"আমি আপনাদিগের নিকট আজ একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিবার মানস করিয়াছি। ইহকাল ও পরকালে আমি আপনাদিগকে সুখী করিব। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আপনাদিগকে সত্যপথে আনয়ন করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে কে কে আমার সহায় হইবেন বলুন।" এই বাক্য শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নীরব হইয়া রহিলেন; কেবল মহম্মদের পিতৃব্যপুত্র উদ্ধতস্বভাব আলি বলিলেন 'হে সত্যধর্ম্মপ্রচারক! আমি তোমার সহায় হইব। যে কেহ তোমার কথা না শুনিবে, শাণিত তরবারি প্রহারে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিব।" মহম্মদ অতিশয় প্রীত হইয়া সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু অন্যান্য সমাগত ব্যক্তিরা হাসিতে হাসিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

মহম্মদ এ উদ্যমে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ হইবার লোক ছিলেন না। অতঃপর তিনি প্রকাশ্যভাবে মক্কাবাসীদিগের নিকট স্বধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর সত্য প্রচারের জন্য তাঁহাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। পৌত্তলিক ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন, মনুষ্যকে কুপথ হইতে সুপথে আনয়ন ও তাহাদিগকে সৎপরামর্শ প্রদান করা তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম।

কোরিশ জাতীয়েরা তৎকালে পৌত্তলিক ধর্ম্মের অধিনায়ক ছিল। মক্কার মন্দিরও তাহাদের হস্তে ছিল। বৎসর বৎসর তথায় যে সকল যাত্রী আসিত, কোরিশজাতীয়েরা তাহাদের প্রদত্ত অর্থে বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উঠে এবং ইহাদের ক্ষমতাও অপরিসীম হয়। মহম্মদ পৌত্তলিক ধর্ম্মের উন্মূলন চেষ্টা আরম্ভ করিলে তাহারা স্বার্থহানি সম্ভাবনা দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল, এমন কি, তাঁহার প্রাণসংহারেরও চেষ্টা আরম্ভ করিল।

মহম্মদের বিপক্ষগণ ক্রমে ক্রমে দলবদ্ধ হইতে লাগিল। যখন তাহারা দেখিল, মিষ্ট বাক্যে ও ভয় প্রদর্শনে মহম্মদকে নিরস্ত করিতে পারিল না, তখন তাহারা তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যগণের উপর দারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। অনেকে প্রাণভয়ে ইথিওপিয়া রাজ্যে পলায়ন করিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মহম্মদের চিত্ত কিঞ্চিৎ বিচলিত হইল। তিনি সর্ব্বদাই চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। কিন্তু স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। স্বল্প-কাল মধ্যে মক্কার অপর কয়জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার মতাবলম্বী হইলেন। ইহাঁদের নাম ওমর, ইবন-আল-খাতব ও তাঁহার পিতৃব্য হামজা। হামজা একজন সাহসী ও বুদ্ধিমান লোক।

পৌত্তলিক ধর্ম্মান্ধ কোরিশজাতীয়েরা মক্কার মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে সাক্ষী করিয়া মহম্মদের দলের সহিত আদান প্রদান বন্ধ করিল। সুতরাং মক্কার সম্ভ্রান্ত দল দুই অংশে বিভক্ত হইল। দলাদলি—অন্তর্ব্বিবাদ ঘোর অনিষ্টের মূল। কিন্তু ইহাতে অনেক সময়ে অমৃতময় ফলও ফলিয়া থাকে। মহম্মদের পিতৃব্য মহম্মদের দলের এবং আবু সোফিয়ান অপর দলের অধি-পতি হইলেন। কিন্তু ক্রমে আবার উভয় দলের সৌহৃদ্য জন্মিল। তাঁহার বিপক্ষ দলের অনেকে আহ্লাদ পূর্ব্বক মহম্মদের ধর্ম্মগ্রহণ করিলেন।

স্বভাবতঃ আরব দেশের দগ্ধভাব দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায় কেবল বালুকাময় মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। প্রকৃতি দেবী আরব জাতির উপর নিতান্ত অপ্র-সন্ন। যাহাতে নয়ন পরিতৃপ্ত হয় এবং হৃদয় আনন্দরসে পরিপ্লুত হয়, আরবে প্রকৃতির এরূপ চিত্র কোন স্থানে নয়নগোচর হয় না। অতএব আরবেরা যে মঞ্জু নিকুঞ্জ দর্শন করিলে একান্ত মোহিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ আরবেরা ইন্দ্রিয়সুখে একান্ত আসক্ত। সুতরাং সুশীতল তরুচ্ছায়া,

বিবিধ সুস্বাদু ফলপুষ্পোপশোভিত পাদপপূর্ণ রমণীয় উদ্যান, স্বচ্ছতোয় সরোবর, নির্ম্মল নির্ঝরিণী, মৃদুকলনাদিনী তরঙ্গিণী, সুচারু কারুভূষিত সৌধরাজি, শিল্পজাত অপূর্ব্ব দ্রব্য সামগ্রী, মণিময় অলঙ্কার ও পরমাসুন্দরী যুবতী রমণী আরব জাতির একান্ত আদরের ও সাধনের ধন। যেখানে এই সকল সামগ্রীর একত্র সমাবেশ, তাহাদিগের মতে সেই স্থানই স্বর্গ।

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে মহম্মদ স্বজাতির প্রকৃতি উত্তমরূপ বুঝিতেন। তিনি তাহাদিগের এই স্বভাব দেখিয়া তাহাদিগের চিত্ত আকর্ষণার্থ স্বর্গের ঐরূপ বর্ণন আরম্ভ করিলেন। অনায়াসে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। শত শত লোক তাঁহার উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। তিনি যদি হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের ন্যায় নির্ব্বাণমুক্তিলাভকে নিজ ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য ও পরম পুরুষার্থ বলিয়া বর্ণন করিতেন, তিনি আরবদিগের নিকটে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কখন কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। তিনি অপূর্ব্ব সুখময় স্থানের প্রলোভন প্রদর্শন করাতেই অনায়াসে কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গ একটী অপূর্ব্ব রমণীয় উদ্যান। তথায় মৃদুমন্দগামিনী কলনিনাদিনী কল্লোলিনী মধুর কুল কুল শব্দে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। ঐ সকল নদীর কতকগুলিতে অমৃত ঢল ঢল করিতেছে; কতকগুলিতে দুগ্ধ উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে; কতকগুলিতে বিমল সুরা তরঙ্গিত হইতেছে আর কতকগুলি অমৃতোপম সুস্বাদু সলিলে পরিপূর্ণ। তথায় নির্ঝরিণীগণ নিরন্তর মধুর ঝর ঝর নিনাদে নির্ম্মল জলধারা নিক্ষেপ করিতেছে; চতুর্দ্দিকে মণিমুক্তা বিকীর্ণ রহিয়াছে। তথাকার ভূমি কর্পূরনির্ম্মিত—স্বচ্ছ ও সুগন্ধময়। মৃগনাভি মধুর সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। তথায় ঋতুরাজ বসন্ত সর্ব্বদা বিরাজমান; নবঘনরুচি নানাজাতি বৃক্ষ চির মঞ্জরিত, পুষ্পিত ও সুস্বাদু ফলভরে অবনত। নানা জাতি বিহঙ্গ সেই সকল তরুশাখায় বসিয়া কলকণ্ঠে গান করিতেছে। কুসুম লতা সকল প্রফুল্ল কুসুমগুচ্ছে সুশোভিত। মৃদুমলয়হিল্লোলে তাহারা ধীরে ধীরে নৃত্য করিতেছে—সৌরভে স্থল ও জল পরিপূরিত হইতেছে। পরমসুন্দর যুবকগণ পরমাসুন্দরী যুবতীদিগের সঙ্গে নিরন্তর নানা ক্রীড়া কৌতুকে কাল হরণ করিতেছে। তথায় অনন্ত হাস্য, অনন্ত সুখ ও অনন্ত প্রণয়।”

মহম্মদ স্বর্গের এইরূপ বর্ণনা করাতে অসভ্য আরব জাতির তাপদগ্ধহৃদয়

তাহাতে মুগ্ধ ও সেই লোভে যে আকৃষ্ট হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কোরাণের অনেক স্থলে পবিত্র স্বর্গীয় সুখের উল্লেখ আছে। যাঁহারা মুসলমানধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের সংস্কার এই, তাঁহারা দেহান্তে সেই অনন্ত সুখশান্তি ভোগ করেন। মহম্মদের স্বর্গ ত এই গেল, তাঁহার নরক যে কিরূপ ভয়ঙ্কর, তাহাও পাঠক শুনুন। তিনি বলেন, যাহারা মুসলমানধর্ম্মে বিশ্বাস না করে, তাহারা নরককুণ্ডে কালানলে অনন্তকাল দগ্ধ হইয়া থাকে। তাহাদিগকে অগ্নিময় বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিতে হয়, অত্যুষ্ণ সলিলধারা তাহাদের মস্তকে নিয়ত ঢালিয়া দেওয়া হয় এবং লৌহ শলাকা দ্বারা তাহাদিগকে বিদ্ধ করা হয়।” ইহ জন্মেও পাপিদিগকে কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় বলিয়াও মহম্মদ সকলকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ইহাতেই যে আরবজাতি মহম্মদের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল এরূপ নয়, তাঁহাকে আরো অনেক প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। মহম্মদ সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন না। অসদুপায় দ্বারা তিনি যে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, মহম্মদের জীবনচরিত যাঁহারা অভিনিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়াছেন, এ কথা তাঁহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। মহম্মদের চরিত পাঠ করিয়া তাঁহাকে ধার্ম্মিক লোক বলিয়া বোধ হয় না। যিনি নরশোণিতে বসুমতীকে প্লাবিত করিতে ক্ষণকালের জন্যও কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহাকে কিরূপে ধার্ম্মিক বলা যায়। খ্রীষ্ট যেমন অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছিলেন, মহম্মদের শিষ্যগণ আপনাদিগের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ সেইরূপ অলৌকিক কাণ্ড দেখিতে চাহিতেন। সুচতুর মহম্মদ তদুত্তরে বলিতেন “আমি ঈশ্বরের দূত ও ধর্ম্মপ্রচারক মাত্র; কোন অদ্ভুত ঘটনা প্রদর্শন করিবার ক্ষমতা আমার নাই। বিশেষতঃ ঈশ্বর দেখিলেন মূসা ও ঈশা যখন ঐ ক্ষমতা পাইয়াও অজ্ঞান মনুষ্যকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিতে সক্ষম হইলেন না, তখন তিনি আমাকে সেই শ্রেণীর দূত না করিয়া শাণিত তরবারি প্রহারে সত্যধর্ম্ম প্রচারে আমাকে আদেশ করিয়াছেন। তরবারিই আমার একমাত্র সহায় (১)।” প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক গিবন যথার্থই বলিয়াছেন “মহম্মদ এক হস্তে শাণিত তরবারি অপর হস্তে কোরাণ লইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম ও রোমের ধ্বংসাবশেষের উপর আপনার সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়াছেন (২)।”

---

(১) মহম্মদের জীবনচরিত দেখ।　(২) Gibbon's fall of Rome Vol I.

ইতিমধ্যে মহম্মদের পিতৃব্য আবু তালেবের মৃত্যু হইল। মহম্মদের প্রতি তাঁহার অপরিসীম স্নেহ ছিল। তিনিই এত দিন মহম্মদকে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে মহম্মদ দক্ষিণ হস্ত শূন্য হইলেন। বিপদ কখন একা আইসে না। স্বল্পকাল মধ্যে তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তমা কাদিজাকেও দুরন্ত কাল গ্রাস করিল। এই আঘাত মহম্মদের মর্ম্ম-ভেদী হইল। মহম্মদ তাঁহার প্রিয়বন্ধু আবু বেকারের কন্যা আয়েসার পাণিগ্রহণ করিলেন। আয়েসাও পরম সুন্দরী ছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে মদিনার অনেকগুলি ক্ষমতাপন্ন ধনী লোক মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যত্নে মদিনার অন্যান্য ব্যক্তিও ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। আবু তালেবের মৃত্যুতে মহম্মদকে বিপদাপন্ন দেখিয়া তাঁহার শত্রুগণ পুনর্ব্বার শত্রুতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল এবং তাঁহার প্রাণসংহা-রের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল। তাহাদিগের এই অনিষ্ট চেষ্টা তাঁহার প্রতিকূল না হইয়া অনুকূলই হইল। যত তাহারা শত্রুতাচরণ করিতে লাগিল, ততই তাঁহার নাম ও বিমল যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। ফলতঃ তাঁহার শত্রুগণই তাঁহাকে একজন প্রসিদ্ধ লোক করিয়া তুলিল।

মদিনায় যে সকল লোক মহম্মদের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি করিত। তাঁহার বাক্যে তাহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তাহারা মহম্মদের বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া লিখিয়া পাঠাইল "ইচ্ছা হয় ত তিনি মদিনায় পলাইয়া যাইতে পারেন। তাহারা প্রাণপণে তাঁহাকে রক্ষা করিবে।" প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক গিবন বলেন "এইখানেই মুসলমান সাম্রাজ্যের সূত্রপাত!" মহম্মদ ৫৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মদিনায় পলায়ন করেন। এই দিবস হইতে মুসলমানদের হিজিরা সাল আরম্ভ হয়।

মহম্মদ মদিনায় পলায়ন করিয়া তথায় একটী মসিদ নির্ম্মাণ করিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পকালমধ্যেই অসংখ্য লোক তাঁহার দলভুক্ত হইল। তিনি তত্রত্য লোকদিগকে যুদ্ধকার্য্যে উত্তে-জিত ও উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কোরাণে লিখিত হইয়াছে "অবি-শ্বাসীদিগকে দেখিলেই তাহাদের মস্তক ছেদন করিবে। ভীরুতার অপেক্ষা পাপ আর নাই। সাহস সকল গুণের শ্রেষ্ঠ। যাহারা ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ

করে, ঈশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করেন। দেহান্তে তাহারা স্বর্গে গমন করে। ” মহম্মদ বলেন “ তরবারি স্বর্গে প্রবেশ করিবার দ্বার। ধর্ম্মের জন্য এক বিন্দু শোণিতপাত করিলে, এক রাত্রি যুদ্ধক্ষেত্রে অতিবাহিত করিলে এক মাসের উপবাস ব্রতাদি অপেক্ষা অধিক পুণ্য সঞ্চয় হয়। ”

মদিনাবাসীরা মহম্মদকে প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। গিবন বলেন “ মদিনাবাসিরা মহম্মদকে তাহাদের রাজা করিয়া সন্ধিবিগ্রহের সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। (৩) অতঃপর মহম্মদ তরবারি প্রহারে পৃথিবীর সমুদায় লোককে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সংকল্প করিলেন। কোরাণের যে সকল অংশ মদিনায় প্রকাশিত হয়, তাহাতে লিখিত আছে “ বিধর্ম্মীদিগের বিপক্ষে তুমি যুদ্ধ করিবে। শয়তানের বন্ধুদিগের সহিত তুমি যুদ্ধ করিবে ! হে ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ! তোমরা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবে। ” (৪) মদিনায় অবস্থান কালে তিনি তাঁহার চিরশত্রু পৌত্তলিক মতাবলম্বী কোরিশ-জাতির বিপক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন। এই প্রথম অনন্ত মুসলমান-সাগরে ধর্ম্মযুদ্ধের প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইল। এই যুদ্ধে জয়শ্রী মহম্মদের মুকুট মণ্ডিত করিয়াছিলেন। মহম্মদের ভাবী ক্ষমতার ও উন্নতির বীজ এই যুদ্ধেই রোপিত হইল। জগতের ইতিহাসে এই যুদ্ধটী একটী প্রধান ঘটনা। মহম্মদ এতদিন বহু যত্নে বহু ক্লেশে যে পথ খনন করিয়া আসিতেছিলেন, এতদিনে তাহা পরিষ্কৃত হইল। জলধির প্রবল তরঙ্গ এখন প্রমত্ত পবনহিল্লোলে সন্তাড়িত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে নৃত্য করিতে করিতে পৃথিবী প্লাবিত করিবার জন্য দ্রুতবেগে ধাবমান হইল।

ক্রমে ক্রমে মহম্মদের অনুচরগণ উচ্ছলিত সিন্ধু সদৃশ চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিল। তাহাদের পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইল। ইউরোপ আমেরিকা ও আসিয়ার অধিকাংশ স্থানেই মহম্মদের জয়পতাকা উড্ডীন হইল। এইরূপে মহম্মদ যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত সেই অগ্নি সেইরূপ প্রজ্বলিত ছিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুসলমান জাতির কার্য্যের শৃঙ্খলা ছিল না; তাহারা অসুরের ন্যায় নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিত করিল, দেশ জয় করিল,

(৩) Gibbon's “ Decline and Fall of Rome. ” Vol I. Cap. I.
(৪) Karan Cap. IV.

লুঠপাঠ করিল, চলিয়া গেল। বিশেষতঃ মহম্মদ অতি বীভৎস ভিত্তির উপর আপনার এই বৃহৎ অট্টালিকা সংস্থাপন করেন। নিষ্ঠুরতা, পাপ, প্রবঞ্চনা, শঠতা ও নরশোণিত তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের মূল। যাহার মূল এইরূপ, তাহা যে এত দিন ভূতলশায়ী হয় নাই তাহাই আশ্চর্য্য! ধর্ম্ম, সত্য, দয়া, সরলতা এই কয়টি যাহার মূল নহে, তাহা কখন স্থায়ী হয় না। সুতরাং ক্রমে ক্রমে মুসলমান জাতির সৌভাগ্যসূর্য্য হীনপ্রভ হইয়া অস্তাচলের চূড়াবলম্বন করিতেছেন, বোধ হয় সত্বর অদৃশ্য হইবেন। মুসলমান জাতির যে কিছু গৌরব অবশিষ্ট ছিল, সম্প্রতি রুষিয়া ও ইংলণ্ড তাহা অপহরণ করিলেন। এক্ষণে এই দর্পাভিমানী মুসলমানজাতি বিষহীন ভুজঙ্গের ন্যায় অবনতমস্তক, নিস্তেজ ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের ভাব দেখিয়া বোধ হয় আর এক শতাব্দীর পর ভূমণ্ডলে মুসলমান জাতির স্বাধীনতার নাম গন্ধও থাকিবে না। বোধ হয়, চিন্তাশীল সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান পাঠক সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন, মুসলমান জাতির উন্নতির ও অবনতির কারণ কি? অধর্ম্মই মুসলমান জাতির উন্নতির কারণ, আবার সেই অধর্ম্মই তাহাদের এই বর্ত্তমান অবনতির কারণ। এখন দেখুন আমরা পূর্ব্বে——

"অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততোভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।"

এই যে বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, মুসলমানদিগের বিষয়ে তাহা সম্পূর্ণরূপে খাটিতেছে কি না? মুসলমানেরা ব্যাঘ্রের ন্যায় নরশোণিত লোলুপ হইয়া ধর্ম্মনীতির একান্ত বিরুদ্ধ নিতান্ত নিষ্ঠুর কাণ্ড করিয়া দারুণ অধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই অধর্ম্ম ফলে কিছুদিন উন্নতিও হইয়াছিল, শত্রু জয়ও করিয়াছিলেন, শেষে বিনাশ হইতে বসিয়াছেন।

মহম্মদ অতি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। কার্য্যদ্বারা অনুমান হইতেছে, তাঁহার অলোকসামান্য অধ্যবসায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ছিল। সৎ উপায়ে হউক আর অসৎ উপায়ে হউক, সংকল্পিত বিষয় সুসিদ্ধ না করিয়া তিনি বিরত হইতেন না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি আরবদিগের চরিত্র সুন্দররূপ বুঝিতেন। তিনি দেখিলেন, আরবেরা সমরানুরক্ত, বিলাসী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত, আপনার ধর্ম্মকেও তদনুরূপ করিয়া তাহাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তৎকালে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি প্রখর ছিল

এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে অনায়াসে কার্য্যসাধন করা যায়, তিনি তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিতেন বটে কিন্তু তাঁহার পরিণামদর্শিতা প্রখর ছিল না বলিয়াই তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে এমন এক সময় আসিবে যে সময়ে লোকে নিষ্ঠুরতা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, অত্যাচার প্রভৃতিকে ধর্ম্মকঞ্চুকাচ্ছাদিত হইলেও ঘৃণা করিবে, দয়া দাক্ষিণ্য সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠাদিরই জয় হইবে। ইহা বুঝিতে না পারিয়া মহম্মদ আশু অভীষ্টসিদ্ধি হইবে মনে করিয়া আরবদিগের অসৎ রুচির উপর আপনার ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এই কারণে মুসলমান ধর্ম্ম দিন দিন হতশ্রী ও হতগৌরব এবং রাজত্বও উন্মূলিত হইতে বসিয়াছে।

-০০:০০-

যোগিনী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"Must I relinquish it all the joy the hope the illusion ?
Was it for this I loved and waipted and worshed in silence !
I have followed to much the hearts desires and devices
This is the cross I must bear ; the sin and sweet retribution."

Longfellow.

পাঠক! রণজিৎ এখন বাদসাহের ধ্বংসসাধন উদ্দেশে ব্যাপৃত থাকুন; চলুন আমরা প্রিয়কুমার কি করিতেছেন দেখি। প্রিয়তমা চতুর-চূড়ামণি সুরেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া আপনাকে চিরকুলকলঙ্কিনী করিতে বসিয়াছিলেন; সন্ন্যাসী তাঁহাকে সে বিপদ হইতে মুক্ত করেন, আপনারা অবগত আছেন। এক্ষণে তিনি কিরূপে শঠ সুরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রতারিত হন তদ্বর্ণনের অবসর উপস্থিত। বিপ্রদাস প্রিয়তমাবিরহবিধুর প্রিয়কুমারকে উপদেশচ্ছলে ভৎর্সনা করিলেন, তাহার পর কি হইল?

প্রিয়কুমার বিপ্রদাস কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়ন যুগলে অবিরল বারিধারা বিগলিত হইতেছে। বৃদ্ধ বিপ্রদাসের উপদেশে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হইল বটে, কিন্তু তিনি প্রিয়তমাকে ভুলিতে পারিলেন না। হৃদয়, মন, শরীর ও জীবনের সঙ্গে

সেই রূপ সেই মূর্ত্তি সেই কথা সেই হাসি, সেই ভালবাসা মিশিয়া গিয়াছে; জীবন পরিত্যাগ করিলে যাহার সঙ্গে বিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাকে কি করিয়া বিস্মৃত হইবেন? সেই চিন্তামালার সঙ্গে প্রিয়তমাও মলিন দীন ক্ষীণ পরিপ্লবনয়না—অথচ ভুবনমোহিনী বেশে তাঁহার স্মৃতিপথে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল। নিবিষ্টচিত্তে হৃদয় নয়নে তিনি সেই সুচারু চিত্রপট খানি অবলোকন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে তিনি একাকী সেই প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট আছেন। সুরেন্দ্র ধীরে ধীরে সঙ্কুচিতভাবে সেই দিকে আসিল। অতি আস্তে আস্তে পদবিক্ষেপে গবাক্ষসমীপে উপস্থিত হইয়া গৃহের ভিতর কি হইতেছে গুপ্তচরের ন্যায় দেখিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। পদশব্দে প্রিয়কুমারের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি সুরেনকে বসিতে বলিলেন। সুরেন বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ভ্রাতঃ! আজ তোমাকে এরূপ বিরস দেখিতেছি কেন? যে মুখে মধুর হাসি সর্ব্বদা বিরাজ করিত, আজ সেই সুচারু পূর্ণচন্দ্র অকালে মেঘাবৃত কেন? আমার কি কোন ত্রুটি হইয়াছে? আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি? ভাই! কি হইয়াছে সত্বর বল। আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে।

প্রিয়কুমার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কথা কহিতে পারিলেন না। সুরেন ব্যাকুলভাবে আবার জিজ্ঞাসিল—

প্রিয়কুমার! তোমার হৃদয় ভারী কঠিন। তুমি কি জানিতে পারিতেছ না আমি কি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি? বিলম্ব করিও না বল। তুমি কি জান না মনের দুঃখ বন্ধুজনকে বলিলে যন্ত্রণার অনেক হ্রাস হয়? মিনতি করিতেছি বল। আজ জানিলাম—স্বপ্নেও যাহা কখন ভাবি নাই—তুমি আমাকে ভালবাস না, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না।

জগতের দুটী সামগ্রী প্রিয়কুমারের ভালবাসার ছিল—প্রিয়তমা ও সুরেন্দ্র। বস্তুতঃ প্রিয়তমার পরই তিনি সুরেন্দ্রকে ভাল বাসিতেন। সুরেনকে গোপন করিবার তাঁহার কিছুই ছিল না। তাহার মোহনমূর্ত্তি মধুর হাসি ও মধুর কথা প্রিয়কুমারের মনের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। সুরেন্দ্রকে ভাল বাসিব কি না মনে মনে তিনি এ তর্ক অনেকবার করিয়াছিলেন এবং তাহার কার্য্যকলাপ ও আচার ব্যবহারের পরীক্ষার ত্রুটি করেন

নাই। কিন্তু কিছুতেই সুরেন্দ্রনাথের সেই পাষাণসদৃশ কঠিনহৃদয় ভেদ করিতে পারেন নাই। অপর লোকে সুরেনের নিন্দা করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন এবং তাহাদিগকে পরনিন্দক, অসৎ লোক ভাবিতেন। বস্তুতঃ সুরেন্দ্র অতিশয় চতুর ও শঠ লোক। প্রিয়কুমারের সম্মুখে তাহার কার্য্যকলাপ যার পর নাই সাধু। প্রিয়কুমার বলিলেন—

" সুরেন তোমাকে বলিব না আমার এমন কিছুই নাই। কিন্তু যে অগ্নি আজ এই শরীর মন হৃদয় ও অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিতেছে, তাহা নির্ব্বাণ করিতে তোমার সাধ্য নাই। আশাভঙ্গ অপেক্ষা মর্ম্মান্তিক পীড়া আর নাই। তবে যদি আমার দুঃখের কথা শুনিতে তোমার একান্ত বাসনা হইয়া থাকে, শুন। প্রিয়তমাকে তুমি কি কখন দেখ নাই? প্রিয়তমার নাম শুনিবামাত্র সুরেনের মুখমণ্ডল ঈষদ্ বিকৃত হইল; কিন্তু প্রিয়কুমার তাহা লক্ষ্য করিলেন না। সুরেন কহিল " হাঁ, আমি তাহাকে বিলক্ষণ জানি। "

প্রিয়কুমার বলিলেন " সেই প্রাণের প্রতিমাই আমার এই অসুখের কারণ। তাহার জন্যই আমি নির্ব্বাসিত হইয়াছি। সুরেন তোমাকে আমি ভাল বাসি এবং তোমার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহার প্রতি ভালবাসা অনন্ত, অপার ও অতল। সেই নিবিড় কৃষ্ণ কেশকলাপ, সেই ইন্দীবরনিন্দি সারল্যরসপূর্ণ ঢল ঢল বিশাল নয়নযুগল আমি দিব্য নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছি। সুধাকরে কলঙ্ক আছে, সে মুখে কলঙ্ক নাই, সে মুখের উপমা নাই। ভাই সে হাসির মধুরতা, সে হাসির রমণীয়তা জগতে কিছুতেই দেখিতে পাই না। তাহা সুস্নিগ্ধ সুবাসিত ও অতি মনোহর। সে রূপের কি তুলনা দিব? রূপ, রস, গুণ, গন্ধ,কোমলতা কমনীয়তা—বিধির কৌশলে যা কিছু চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য আছে, সে সমস্তই তিনি তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাকে দেখিলে পৃথিবীর সকল বস্তুই অসার ও কুৎসিত বোধ হয়। প্রিয়তমা একটি অভিনব অপূর্ব্ব স্বর্গীয় কুসুম, এখনো প্রস্ফুটিত হয় নাই; কেহ তাহা স্পর্শ করে নাই; কেহ তাহা ঘ্রাণ করে নাই। সেই শিরীষ কুসুমনিন্দি সুকোমল কায়া সুমৃণাল ভুজলতা এবং কম্বুগঞ্জিত কণ্ঠদেশ কবিকল্পিত তিলোত্তমার সৌন্দর্য্যকেও লাঞ্ছনা প্রদান করে। তিলোত্তমা জীবহৃদয়ে হুতাশন প্রজ্বলিত করে; প্রিয়তমার সেই আধ মলিন আধ হাসি হাসি প্রস্ফুটিত ব্রীড়াকুঞ্চিত কমনীয় মুখকমল দর্শন করিলে শান্তিরস, ভক্তি-

রস ও করুণরস জীবহৃদয় পরিপ্লাবিত করে। সে সৌন্দর্য্যে হৃদয়ের পাপ তাপ হরণ করে ; সে সৌন্দর্য্যে জগৎ আনন্দিত ও সুখিত হয়। সে সৌন্দর্য্যে পাপ নাই, সে সৌন্দর্য্যে অনল নাই ; সে সৌন্দর্য্য পবিত্র মধুরসপূর্ণ—নির্ম্মল। সেই অভিনব সৌন্দর্য্যরাশি সেই মৃদুমধুর হাসি, সেই কোকিলকণ্ঠের আধ আধ অমিয় বাণী, আমি যেন এখনো দেখিতেছি ও শুনিতেছি। যখন প্রণয় জানিতাম না, ভাল বাসিতাম, সেই সরল পবিত্র, সুখের শৈশবে উভয়ে মনে মনে মিলিত হইয়াছি ; সেই জীবনলতিকা ছিন্ন হইলে কেন না আজ আমারও জীবন ছিন্ন হইবে ? শৈশবের সেই খেলাধূলা, সেই নৃত্যগীত আজ একে একে হৃদয়পটে চিত্রিত হইতেছে। সুরেন, এই আমার দুঃখের কথা। প্রিয়কুমার আর বলিতে পারিলেন না। নয়নযুগল জলভারপূর্ণ জলধরের ন্যায় ভারী হইয়া আসিল এবং বদনমণ্ডল প্রভাতকালীন শশধরের ন্যায় মলিন হইল।

সুরেন বন্ধুর রোদনে রোদন করিতে লাগিল। ক্ষণকাল সমস্ত নীরব। কিন্তু সুরেনের এই রোদন মৌখিক রোদন মাত্র।

প্রিয়কুমার আবার কহিলেন, " আমি জানিতেছি এ জগতে সুখ নাই ; বাঁচিয়া থাকা কেবল অশেষ যন্ত্রণাভোগ মাত্র। যদি আত্ম হত্যার পাপ না হইত, তবে আমি সেই দিনই এই ছার প্রাণ পরিত্যাগ করিতাম। কিন্তু আমি সঙ্কল্প করিয়াছি শীঘ্রই তোমার বাটী পরিত্যাগ করিব। ব্রহ্মচারিবেশে জটাবল্কল পরিধান করিয়া দেশে দেশে বনে বনে নগরে নগরে শৈলশিখরে শ্মশানে মশানে সেই প্রাণপ্রিয়তমা প্রিয়তমার প্রিয়নাম আনন্দে গান করিয়া বেড়াইব। অতএব তুমি আমাকে বিদায় দাও। "

সুরেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল ভাই প্রিয় ! তোমার মনে এই ছিল ? আমি তোমাকে বিদায় দিব! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি যাইতে পারিবে ? তুমি অতি নিঠুর। তাহা তুমি পারিবে। কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়িতে পারিব না। চল তবে আমিও সন্ন্যাসী হইব। তুমি যেখানে যাইবে তোমার সঙ্গে যাইব। এই অতুল ঐশ্বর্য্য আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। এই বলিয়া সুরেন প্রিয়কুমারের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, " ভাই আর রোদন করিও না, চুপ কর। এরূপে রোদন করিয়া আমার দগ্ধ হৃদয়কে দগ্ধ করিও না। ভাবিয়া দেখ এই সংসারে আমার এমন কেহই

নাই যাহাকে আপনার বলিতে পারি। তোমার মুখ দেখিলেই আমি সমস্ত দুখঃ ভুলিয়া যাই। তুমি আমার শান্তিতরু। পরিতাপানলে হৃদয় যখন নিতান্ত আকুল হইয়া উঠে, তখন আমি সেই শান্তিতরুর সুশীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া স্বর্গীয় সুখ অনুভব করি। তুমিও আমাকে পরিত্যাগ করিবে?— আবার কাঁদিতে লাগিলে? ভাই চুপ কর। প্রিয়কুমার! আমার কথা রাখিবে না?

এই বলিয়া সুরেন প্রিয়কুমারের চক্ষু মুছাইয়া দিল। বলিল ভাই তুমি জ্ঞানী, তোমার এরূপ রোদন করা উচিত নয়। ধৈর্য্যাবলম্বন কর, মনোরথ সিদ্ধির উপায় উদ্ভাবনে তৎপর হও, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবে। এইরূপে সুরেন বিহিতবিধানে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল।

প্রিয়কুমার শোকবেগ সংবরণ করিয়া কহিল ভাই আর বৃথা যত্ন, বৃথা চেষ্টা। প্রিয়তমা সৃষ্টির সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামগ্রী, আমার ভাগ্যে তাহা কি কখন ঘটিবে?

এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া সুরেন গম্ভীরভাবে কহিল "ভাল প্রিয়! তুমি যে তাহার জন্য এত উতলা হইয়াছ, সেও কি তোমার জন্যে কাতর হইয়াছে? সে কি তোমাকে ভাল বাসে। কখন কি তাহার সহিত কোন কথা হইয়াছিল?

প্রিয়কুমার কহিলেন আমি যে যন্ত্রণাভোগ করিতেছি আমার বেশ বিশ্বাস আমার সেই প্রাণের প্রিয়তমা তাহার সহস্র গুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। আমি অনেক প্রকারে মনকে প্রবোধ দিতে সক্ষম, সে অবলা সরলা, এক-টুতে তার অধিক হইবার সম্ভাবনা। আমি আমার জন্য এত চিন্তিত নহি। আমার সেই সরলার জন্যই হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ভাই! সে আমার হইল না। তাহার বিবাহের কথা এক প্রকার স্থির হইয়াছে।

সুরেন উত্তর করিল তজ্জন্য চিন্তিত হইও না। আমার বিবেচনায় প্রিয়তমা তোমারই হইবে। তোমার অঙ্গুরীয়টী আমাকে দাও; আর তোমার কোন চিন্তা নাই; রসালতরুতে মাধবীকে আনিয়া মিলিত করিয়া দিব।

সুরেনের মধুর কথা প্রিয়কুমারকে মোহিত করিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন সুরেনের তুল্য বন্ধু কাহারও ভাগ্যে ঘটে না এবং এমত সাধু লোক জগতে বিরল। বস্তুতঃ ধূর্ত্তচূড়ামণি সুরেন্দ্র এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা

কহিতেছিল, এত ভালবাসা দেখাইতেছিল যে কেহই তাহাকে সন্দেহ করিতে পারিত না। সেই অঙ্গুরীয়টী প্রিয়তমা প্রিয়কুমারকে দিয়াছিলেন—তাহাতে প্রিয়তমার নাম ক্ষোদিত রহিয়াছে। সেটী প্রিয়কুমারের বড় প্রিয় সামগ্রী; সেটি হস্তান্তরিত করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা থাকিলেও তিনি প্রিয়তমা লাভের আশায় সুরেন্দ্রকে দিলেন।

সুরেন্দ্র মনে মনে আহ্লাদসাগরে ভাসিতে লাগিল। প্রিয়তমার জন্য সে অনেক টাকা ব্যয় ও স্বয়ংও অনেক পরিশ্রম করিয়াছে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ভাবিল আজ বুঝি ভগবান তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে সুরেন্দ্র মনোরথ সিদ্ধির উপায় উদ্ভাবনার্থ গমন করিল। প্রিয়কুমার পুনর্ব্বার চিন্তাসাগরে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন।

———০০:০০———

নবম পরিচ্ছেদ।

"Ah me! in sooth he was a shameless wight,
Sore given to revel and ungodly glee;
Few earthly things found favour in his sight,
Save concubines and carnal company
And flaunting wassailers of high and low degree."

Byron.

এক্ষণে সুরেন্দ্রনাথের চরিত্র বর্ণনের অবসর উপস্থিত। সুরেনের পিতা নীলরতন একজন সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। সুরেন্দ্র পিতা মাতার অতি আদরের সন্তান ছিল, এমন কি আদর দিয়া তাঁহারা ছেলেটিকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলেন। সুরেন্দ্রনাথের যখন দশ বৎসর বয়ঃক্রম তখন তাহার পিতা মাতার কাল হয়। পীড়িতাবস্থায় নীলরতন তাঁহার প্রিয়বন্ধু ব্রজকিশোরের হস্তে সুরেন্দ্রনাথের লালন পালন ও তাঁহার জমীদারীর তত্ত্বাবধারণের ভার সমর্পণ করিয়া যান। ব্রজকিশোর অতি সাধু ও ভদ্রলোক ছিলেন। নীলরতনের মৃত্যুর পর তিনি সর্ব্বদা সত্যপথে থাকিয়া বিষয় কর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ ও সুরেন্দ্রকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিসে সুরেন্দ্র সুখে থাকিবে এবং কিসে তাঁহার মানসম্ভ্রম বৃদ্ধি হইবে সর্ব্বদাই

তিনি এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। বিজয়চন্দ্র নামে একজন কৃতবিদ্য যুবককে সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কিসে সুরেন্দ্র মানুষ হইবে বিজয় প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্র সে প্রকৃতির বালক নহে। সে কাহারও কোন কথা গ্রাহ্য করিত না, সকলকেই উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিত। বিজয় দেখিল তাহার যত্ন ও উপদেশ পাষাণে বিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় কোন ফলপ্রদ হইল না। তথাপি তিনি তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইতেন; কিন্তু যে বুঝিবে না, তাহাকে কে বুঝাইতে পারে? সুরেন্দ্র লেখা পড়া শিখিবে না কাহার সাধ্য তাহাকে শেখায়? অনেক বুঝানতে সে এক দিবস বিজয়কে বলিল "দেখ বিজয়! যদি তুমি আপনার মঙ্গল চাও তবে আমাকে অসন্তুষ্ট করিও না; আমার মতে চল। তুমি বৃথা যত্ন পাইতেছ, আমি শিখিব না। তোমার বেতন লইয়া কাজ। তুমি আমার শিক্ষক নাম কাটাইয়া আমার ইয়ারের দলে ভর্ত্তি হও। তোমার ভাল হইবে।" বিজয় দেখিল বেগতিক। নানা সদ্‌গুণ সম্পন্ন হইলেও বিজয় অতি অর্থপিশাচ, স্বার্থপর ও আত্মসুখ প্রিয় ছিল; সুতরাং অনায়াসে যে তাহার মন সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবের দিকে ধাবিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। সে ভাবিল মন্দ কি? ওর কেন সর্ব্বনাশ হউক না, আমার ত কোন ক্ষতি হইবে না। বিশেষতঃ ইহাকে হস্তগত করিতে পারিলে ভবিষ্যতের অনেক আশা আছে। একটু ভাল হইয়া চক্ষু ফুটিলে এ নিশ্চয় ব্রজকিশোরকে দূর করিয়া দিবে, এবং এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইবে। মোসাহেব হইতে পারিলে আমার আর কিছুরি অভাব থাকিবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া বিজয়চন্দ্র একবার নয়নদ্বয়কে বিস্তারিত করিয়া ভবিষ্যতের গভীর তিমিরে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কেবল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল না নিবিষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ করিল যতদূর দৃষ্টি চলিল সুরম্য কানন কুসুম উদ্যান তটিনী তড়াগ কল্পতরু এবং হেমলতাবলীবিভূষিত উজ্জ্বল জনপদ রাজপুরী এবং কাঞ্চনকিরীটিনী অট্টালিকারাজি দেখিতে পাইল। আরও দেখিল তাহাতে প্রবেশ করিবার দ্বার নিরন্তর উন্মুক্ত রহিয়াছে। পুলকে তাহার হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল। শরীর রোমাঞ্চিত হইল। ধীরে ধীরে ধীরে সুরেনের পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "সুরেন! তা বই কি? আমি তোমার চাকর; আমি

তোমার অমতে কোন কাজ করিতে পারি? বিশেষতঃ তোমার মা বাপ নাই, যাহাতে তুমি সুখে থাক তাহাই করা আমাদের কর্ত্তব্য। আর তোমার লেখা পড়া শিখিবার প্রয়োজনই বা কি? তোমার যে বিষয় ও ঐশ্বর্য্য আছে, তাহাতে তিন পুরুষ পায়ের উপর পা দিয়া কাটাইতে পারিবে।"

এইরূপে চতুর চূড়ামণি চাতুরীর জালে জড়িত হইলেন—নিষাদ আপনার ফাঁদে আপনি পতিত হইল। সুরেন্দ্র যদিও চতুর ছেলে, কিন্তু বিজয় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান; বিজয় যে অনায়াসে তাহাকে হস্তগত করিল এ কথা বলা বাহুল্য। সুরেন্দ্র বিজয়ের বাক্যে যার পর নাই প্রীত হইয়া বলিল, "ভাই বিজয়! আজ হইতে তোমার মঙ্গল হইবে।"

বয়সের সঙ্গে সুরেনের দৌরাত্ম্য বাড়িতে লাগিল। কতকগুলি বদমায়েস বালক তাঁহার সঙ্গে মিশিল। দিবারাত্রি ধুমধাম, গোলমাল যাহা ইচ্ছা হয় সুরেন তাহাই করে। কাহাকেও ভয় করে না, কাহারও কোন কথা শুনে না। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমেই তাহার এইরূপ দৌরাত্ম্য। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ব্রজকিশোর অবাক ও মনে মনে ভীত হইলেন। এক দিবস সুরেনকে আপনার নিকট ডাকিয়া অনেক বুঝাইয়া কহিলেন "দেখ সুরেন! আমি যাহা বলি সে কেবল তোমার মঙ্গলের জন্য। তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন; তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়াই আমি তোমার ভার গ্রহণ করি। বিশেষতঃ আমি তোমাকে পুত্রের মত ভালবাসি। অতএব আমার উপদেশ শুন। তুমি ছেলে মানুষ, বুঝিতে পারিতেছ না, এখন একটু লেখা পড়া শিখিলে ভবিষ্যতে তোমাকে কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। যদিও তোমার অতুল বিষয় আছে, তোমাকে কোন ক্লেশ পাইতে হইবে না, তথাপি তুমি যদি একটু লেখা পড়া শিখ, তাহা হইলে সুনিয়মে প্রজাপালন এবং আপনার অবস্থারও অনেক উন্নতি করিতে পারিবে; এবং তাহা হইলে তোমা হইতে দেশেরও অনেক মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। তুমি এই দুষ্ট বালকদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ কর, আমার উপদেশ ধর, এবং যাহাতে জ্ঞানলাভ হয়, সেই সকল বিষয়ের অনুশীলনে যত্নবান হও।"

সুরেন ব্রজকিশোরকে একটু ভয় করিত, সে জানিত সমস্ত বিষয় তাঁহার

হস্তে ; ব্রজকিশোর মনে করিলে তাহাকে অনায়াসে সেই বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন। বিশেষতঃ ব্রজকিশোর অতি ধার্ম্মিক লোক, ইহাও সুরেন বিশিষ্টরূপ অবগত ছিল। মনুষ্য যত কেন দুর্বৃত্ত, পাপিষ্ঠ ও নৃশংস হউক না, ধার্ম্মিকের প্রতি আপনি হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশ হইতে ভক্তিরস প্রবাহিত হয়। ধর্ম্ম মনুষ্যের ভূষণ, সৌন্দর্য্য ও গৌরব। সেই সৌন্দর্য্য স্বর্গীয় পদার্থ। সেই সৌন্দর্য্য অনায়াসে দুরন্ত ব্যাঘ্রকে বশীভূত করিতে পারে। যথায় ধর্ম্ম—তথায় সৌজন্য, সদাশয়তা ও মহানুভবতা। মহানুভব ব্যক্তিগণ জগতের পূজনীয়। মনে করি তাঁহাকে পূজা করিব না—ভক্তি করিব না; কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আত্মার কি অনির্ব্বচনীয় ভাব ধার্ম্মিকের প্রতি মস্তক আপনি অবনত হইয়া পড়ে। তাঁহার মুখমণ্ডলের সুনির্ম্মল জ্যোতিঃ ও অমায়িক ভাব দর্শন করিলেই ভক্তিরসে আপনি হৃদয় প্লাবিত হয়। ব্রজকিশোরের বাৎসল্যময় মধুর বাক্যে সুরেনের পাষাণমন ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত হইল। সুরেন ধীরে ধীরে বলিল—"আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন আমার তাহাই শিরোধার্য্য। কিন্তু আমার একটী নিবেদন আছে। আমি মানস করিয়াছি সুবর্ণপুরে গমন করিয়া তথাকার বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিব। বিজয় আমার সঙ্গে থাকিবেন। এখানে থাকিলে আমার মন স্থির হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আপনি আমার এই প্রার্থনায় সম্মতি প্রদান করিতে বিমুখ হইবেন না। আমি কল্যই সুবর্ণপুরে গমন করিব।"

ব্রজকিশোর ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। বুঝিলেন সুরেনের কিছুই হইবে না। সাক্ষাতে লোকের উপর অত্যাচার করিবে তাহা তিনি দেখিতে পারিবেন না। ব্রজকিশোরের সন্তানাদি ছিল না। একটী কন্যা হইয়াছিল কিন্তু সূতিকা গৃহ হইতেই কে তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়,-তাহার কোন সন্ধান করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি সুরেন্দ্রকে আপনার সন্তানের ন্যায় ভাবিতেন। সুরেনের চরিত্র দেখিয়া তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তখন তিনি সুরেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বৎস! যদিও তোমাকে নয়নের অন্তরাল করিতে হৃদয় ব্যাকুলিত হয়, তথাপি তোমাকে সুবর্ণপুরে গমন করিতে অনুমতি দিতেছি, কল্যই তুমি যাইতে পারিবে।

এই কথা শুনিয়া সুরেন্দ্র পুলকে রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। দেখিল বাটীতে ব্রজকিশোরের অধীনে থাকিয়া আশার চরিতার্থতা সম্পাদনে সমর্থ হয় না। নয়ন-কণ্টক ব্রজকিশোরের নয়নান্তরালে থাকিতে পারিলে সর্ব্বদাই স্বাধীনভাবে চিরসংকল্প সিদ্ধির উপায় উদ্ভাবনে যত্ন করিতে পারিবে। পরদিন প্রাতঃকালে সুরেন্দ্র বিজয়চন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সুবর্ণপুরে গমন করিল। প্রিয়কুমারের সহিত তথায় তাহার পরিচয় হয়। প্রিয়কুমার অতি সচ্চরিত্র বালক সুরেন প্রথমেই জানিতে পারিয়াছিল। এইজন্য সে প্রিয়কুমারের সহিত সর্ব্বদাই সাধু ব্যবহার করিত। কালক্রমে তাহাদের এই পরিচয় আন্তরিক সৌহৃদ্যে পরিণত হয়।

সুবর্ণপুরে সুরেন স্বাধীন। বয়সও দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ষোল সতর বৎসর বয়ঃক্রম কালে সে একজন ভয়ঙ্কর লম্পট, শঠ ও নৃশংস-দস্যু হইয়া উঠিল। অর্থের অপ্রতুল নাই সুতরাং অভীষ্ট-সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবারও সম্ভাবনা নাই। বিজয় প্রভৃতি অনুচরেরা ভারি প্রভুভক্ত হইয়া উঠিল। ইঙ্গিত পাইলেই বরাঙ্গিনী বারবনিতা ও সুরা দেবীর পঞ্চোপচারে উপাসনা করিত। প্রতিবাসিগণের নিরাপদে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া উঠিল। এইরূপে সুবর্ণপুর জ্বালাতন করিয়া সুরেন্দ্র পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে আপন ভবনে প্রত্যাগমন করিল। মন্ত্রিগণের মন্ত্রণায় ব্রজকিশোরকে দূরীকৃত করিয়া আপনি স্বহস্তে বিষয়ের ভার গ্রহণ করিল। প্রবাহিনী প্রবাহের ন্যায় ভাণ্ডার হইতে অনবরত অর্থস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিবারাত্রি নৃত্য, গীত, সুরাপান ও ইন্দ্রিয় সেবায় সকলে তৎপর। কোথায় কাহার সুন্দরী কন্যা আছে, কোন্ গৃহস্থের সুন্দরী বধূ আছে, কাহার ধন আছে, অনুচরবর্গ নিরন্তর তাহারি অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সুরেন চতুর লোক, প্রকাশ্যে লোকের উপর অত্যাচার করিত না। এইরূপে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথের এই ভয়ঙ্কর চিত্র। এই সময়ে প্রিয়কুমার তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

-০:০:০-

দশম পরিচ্ছেদ।

"Let wreathes of triumph now my temples twine?
The victor cried, The glorious prizo is mine"

Rape of the Lock.

প্রিয়তমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় হস্তগত হইলে সুরেনের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। নির্ব্বাণ-প্রায় আশাপ্রদীপ তাহার হৃদয়ে পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রিয়কুমার স্বহস্তে আপনার পায় কুঠারাঘাত করিলেন।

সুরেন্দ্র ধীরে ধীরে স্বীয় প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া কিরূপে মনোরথ সিদ্ধি হইবে সেই চিন্তায় নিমগ্ন হইল। সে ভাবিতে লাগিল—"এত দিনের পর প্রিয়তমা লাভের পথ পরিষ্কার হইল। এত যে পরিশ্রম করিয়াছি, এত যে অর্থ ব্যয় করিয়াছি এতদিনে বোধ হয় তাহা সার্থক হইবে। অর্থে কি না হয়? বুদ্ধিমান ব্যক্তির সর্ব্বত্রই জয়। প্রিয়তমার জন্য আমি কি কষ্ট না সহ্য করিয়াছি? তাহার সেই অপরূপ রূপরাশি অকলঙ্ক মুখশশী ও নীলনলিনীনিভ বিশাল নয়নযুগল আমার চিত্তমুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার বীণাস্বরবিনিন্দিত সুললিত বাক্য এখনো যেন আমার শ্রবণবিবরে সুধাবর্ষণ করিতেছে। এমন অমূল্য রত্ন যাহার ভাগ্যে ঘটিল না তাহার জন্ম কর্ম্ম বৃথা। এতদিনে করুণানিধান বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। মায়ায় ও কৌশলে অসাধ্য সাধিত হয়। দশচক্রে ভগবান ভূত হন; আমরা যদি চক্রজালে একটী নিরীহ হরিণী শাবককে জড়িত করিতে না পারিলাম, তবে মনুষ্যকুলে কেন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি? বিপদে সম্পদে সুখে ও শোকে যিনি ধীরতা প্রদর্শন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মহাপুরুষ। হতাশ হওয়া মূঢ়ের কার্য্য। একবার দুইবার তিনবার—বার বার চেষ্টা করিয়া দেখ মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছি আরো কিছু অর্থ ব্যয় করিব—আরো একবার চেষ্টা করিব—দেখিব চেষ্টার অসাধ্য কি আছে। আর একবার কোন উপায়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই আশা সফল হইবে।"

সুরেন্দ্র এইরূপ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন আছে, বিজয়চন্দ্র সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সুরেনকে চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসিল—

"শরচ্চন্দ্র আজ মেঘাচ্ছন্ন কেন ?"

"তুমি মেঘাচ্ছন্ন কোথায় দেখিলে ? দেখিয়াছ ?"

এই বলিয়া সুরেন্দ্র অঙ্গুরীয়টী বিজয়ের হস্তে প্রদান করিল।

"ইহার কি দেখিব ?"

"দেখিবার কিছু না থাকিলে তোমায় দেখিতে দিলাম কেন ? এটী বড় কেও নয়! এটী চাঁদ ধরিবার ফাঁদ! আমি যদি এতদিন জানিতাম প্রিয়তমা প্রিয়কুমারের প্রতি অনুরাগিণী এবং প্রিয়কুমার এমন ঔষধ জানেন, তাহা হইলে এত কষ্ট স্বীকার করিতে হইত না। কোন্ কালে সেই কৃশাঙ্গী মৃগলোচনা প্রিয়তমা হৃদয়বাসিনী হইত। এখন আর যায় কোথা!"

"তুমি কি করিয়া জানিলে প্রিয়তমা প্রিয়কুমারের প্রতি অনুরাগিণী ?"

"প্রিয়কুমার আমাকে এ কথা বলিয়াছে। আর এই অঙ্গুরীয়ে প্রিয়তমার নাম ক্ষোদিত রহিয়াছে, দেখ।"

"এক্ষণে কি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছ ?"

"এখনো তা কিছু ঠিক করিতে পারি নাই। দেখ প্রিয়কুমারের সঙ্গে আমি অনেকবার রঘুনাথের বাটীতে গিয়াছিলাম; প্রিয়তমাকে আমি বেশ চিনিতাম; তাহাকে হস্তগত করিবার জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু সে চেষ্টায় কোন ফলোদয় হয় নাই। সে দিবস উভয়ে যখন পাগলীর নৃত্য দেখিতেছিলাম, সেই জীবনতোষিণী পুনর্ব্বার আমার নয়নপথে পতিত হইল। অমনি হৃদয়ের সুষুপ্ত অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। আবার তাহার জন্য মন ব্যাকুল হইল। যত চেষ্টা করিয়াছি তাহা তুমি অবগত আছ। পূর্ব্ব পরিশ্রম বিফল হইল বলিয়া সে সকল কথা তোমাকে বলি নাই। কিন্তু এই অঙ্গুরীয় পাইয়া আশা পুনঃ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমি কল্যাই সুবর্ণপুরে যাইব; তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।

"সুবর্ণপুরে গিয়া কি করিবে ?"

"প্রিয়তমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিব।"

"সে চেষ্টা বিফল।"

"বিফল হয় হউক; কিন্তু এবার ভাল করিয়া দেখিব। আমি প্রতিজ্ঞা

করিয়াছি সহজে যদি কিছু করিতে না পারি, লোক সংগ্রহ পূর্ব্বক রজনী-যোগে তাহাকে হরণ করিয়া আনিব। প্রিয়কুমার যাহাতে না ঘুণাক্ষরে আমাদিগকে সন্দেহ করিতে পারে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকা আবশ্যক। প্রিয়তমা প্রিয়কুমারের শৈশব সহচরী; প্রিয়কুমারের দ্বারা কালে যদি কোন উপকার হয়, এই অভিপ্রায়ে আমি তাহার সঙ্গে পরিচয় হওয়া অবধি সবিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছি। সে অতিশয় সুবোধ ও সচ্চরিত্র, আমি জানি; কিন্তু আমার দুর্ভেদ্য চাতুরীতে তাহাকে এরূপ মুগ্ধ করিয়াছি যে সে আমাকে ঋষি জ্ঞান করিয়া থাকে। যে যেরূপ স্বভাবের লোক তাহার কাছে সেইরূপ ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমাকে প্রিয়কুমার তাহার অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া জানে; যাহাতে না এই বিশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে তাহা করা কর্ত্তব্য।”

বিজয় হাসিয়া উত্তর করিল—

“প্রিয়কুমার নিতান্ত নির্ব্বোধ; আমাদের গূঢ় অভিসন্ধির মর্ম্মোদ্ভেদ করা তাহার সাধ্য নয়। সে জন্য তোমার কোন ভয় নাই। কিন্তু তুমি কিরূপে প্রিয়তমার সহিত দেখা করিবে আমি তাহাই ভাবিতেছি। গোপনে নির্জ্জনে তাহার সহিত দেখা করিতে না পারিলে কোন কাজ হইবে না। তাহার বিবাহের কথা এক প্রকার স্থির হইয়াছে। আমি গোপনে গোপনে সন্ধান লইয়াছি, প্রিয়তমা এ বিবাহে অসম্মত।”

“এ ত মঙ্গলের সংবাদ।” সুরেন হাসিয়া উত্তর করিল। কিম্বা বিবাহ কার্য্য সমাধা না হইতেই কৌশল ক্রমে দেবেন্দ্রনাথকে স্থানান্তরিত করা একান্ত আবশ্যক। কি জানি শেষ যদি রঘুনাথের জেদে সম্মত হয়, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইবে। ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার একটা সহজ উপায় হইলে আর তাহাকে প্রলোভিত করা যাইবে না। স্বামী জীবিত থাকিতেও যে সকল কামিনী পরপুরুষগামিনী হয়, তাহারা প্রণয় জানে না। ইন্দ্রিয়োদ্বেগ তাহাদের অস্বাভাবিক প্রবল। অতএব মাণিকচন্দ্রকে এই কার্য্যে ব্রতী করা যাক; সে চতুর ও বুদ্ধিমান দেবেন্দ্রকে প্রাণে না মারিয়া কৌশলক্রমে স্থানান্তরিত করুক।”

“এ পরামর্শ উত্তম বটে।”

“এখনো আর একটি কাজ বাকি আছে। দেখ বিজয়! আমার কাছে

কোন কাজই ছাপা নাই। প্রিয়কুমারের জবানী একখানি পত্র লিখিতে হইবে; আমি যে লেখা একবার দেখিয়াছি, ঠিক সেইরূপ লিখিয়া দিতে পারি। কিন্তু এখন তুমি ভীম সিংহকে অন্যান্য বন্দোবস্ত করিতে বল। সে আজই সুবর্ণপুরে গমন করিয়া রঘুনাথের দৌবারিক ও প্রহরিবর্গকে আরো কিছু টাকা দিয়া হস্তগত করুক। আমরা কাল প্রত্যুষেই যাইব।"

এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া তাহারা সম্ভোগ মন্দিরে গমন করিল এবং সেই মঞ্জুলনিকুঞ্জ কাননে প্রমোদবিলাসে যামিনীযাপন করিয়া শর্ব্বরী প্রভাত হইতেই অশ্বারোহণে দুই জনে সুবর্ণপুরে গমন করিল। বিজয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া আহারাদির পর সুরেন্দ্র একখানি পত্র রচনা করিয়া বিজয়কে দেখাইল——

"কেমন ঠিক প্রিয়কুমারের ন্যায় লেখা হইয়াছে কি না?"

"তাই ত," বিজয় বিস্মিতভাবে উত্তর করিল "কোন প্রভেদ নাই! অক্ষর গুলি ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। তুমি এ বিদ্যা কোথায় শিখিলে?"

সুরেন্দ্র সহাস্যমুখে কহিল—

"ভায়া! ভবের হাটে বাজার করা সহজ কাজ নয়! অনেকে 'অহং বড়' বলিয়া মাণিক ক্রয় করিতে গিয়া কাচ ক্রয় করিয়া বসেন, কোন্ সময় কোন্ বিদ্যার আবশ্যক হয়, কে বলিতে পারে? এই জন্য সকল বিদ্যাই কিছু কিছু শিখিয়া রাখিয়াছি।"

"এখন আর কি করিবে স্থির করিয়াছ?"

"কল্যই প্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। কোনরূপে তাহার প্রমোদ-কাননে প্রবেশ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এই পত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিব। যদি না পারি, তাহা হইলে হয় বলপূর্ব্বক নয় কৌশলে তাহাকে চুরী করিয়া লইয়া আসিব।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিজয় জিজ্ঞাসিল—

"চুরি করিয়া কোথায় লইয়া যাইবে? রঘুনাথ একজন সামান্য লোক নহেন? তিনি জানিতে পারিলে কি আর আমাদের পরিত্রাণ আছে?"

সে জন্য তোমার চিন্তা নাই। যে ব্যক্তি সাপের মাথা হইতে মণি চুরী করিয়া আনিতে পারে. তাহার আর রঘুনাথকে ভয় কি?"

"তবু কি উপায় করিয়াছ?"

"উপায় এখনো কিছু করি নাই। তুমি জান পঞ্চগ্রামে আমার এক আড্ডা আছে; আমি আপাততঃ তাহাকে সেই স্থানে লুকাইয়া রাখিব।"

"এ পরামর্শ মন্দ নয়।"

"আমি এই বন্দোবস্ত করিবার জন্য তত্রত্য কর্ম্মচারীকে একখানি পত্র লিখিয়াছি। কিন্তু অগ্রে মিষ্ট কথায় দেখিব; যদি একান্ত তাহাতে কোন ফল না হয়, তখন কাজে কাজেই এই পথ অবলম্বন করিতে হইবে।"

"তাহাতে আর ভুল কি? প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা নীচের কার্য্য।"

"তুমি আরো জানিবে কেবল প্রিয়তমার সতীত্ব হরণের জন্য আমি এত ব্যাকুল নই। সে সকল অসদভিলাষ এখন আর আমার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না। আমি তাহাকে বিবাহ করিব।"

বিজয় মনে মনে ভাবিল "এমন সাধু আবার তুমি কবে হলে? প্রকাশ্যে বলিল "তাহাতে আর সন্দেহ কি?"

"ভাল কথা মনে পড়েছে!" সুরেন্দ্র ঈষদ্ ব্যগ্রভাবে কহিল—একবার বিন্দুবাসীর কাছে যাইতে হইবে। তাহার সহিত আমার অনেক কথা আছে। আর বেলাও অধিক নাই; চল দুই জনেই বেড়াইতে বেড়াইতে যাই।"

এই কথা বলিয়া উভয়ে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ইহারা যখন এইরূপে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, সেই সময় পাগলী সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। তাহার কর্ণে প্রিয়তমার নামটি প্রবেশ করিল। সে সুরেন্দ্র ও বিজয়কে বিলক্ষণরূপ চিনিত। প্রিয়তমার কথায় তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, সে একটু অন্তরালে থাকিয়া ইহাদের সমস্ত পরামর্শ শুনিল, কিন্তু কাহাকেও কিছু না বলিয়া—

কাল পড়েছে শক্ত ভারি।
শুন অগো রাজকুমারি॥
দেখ্‌লাম আমি গাছের কোলে।
গলে রজ্জু ধর্ম্ম ঝোলে॥
পাপ দাঁড়ায়ে তাহার তলে।
হায় রে কত কটু বলে।
মার্‌ছে অঙ্গে বেতের বাড়ি॥

এই গানটি গাইতে গাইতে চলিয়া গেল।

———•০:০•———

জাঞ্জিলনের জীবনচরিত।

[সটীক]

আমার সঙ্গে তোমাদের আলাপ নাই, নচেৎ নাম বলিলেই চিনিতে পারিতে—আমি জিলেট নগরের আধুনিক জাঞ্জিলন। এই নগরটী কেলেট নদীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত। নদীর দুর্গন্ধ পচা জল যেন দুকূল খাবার জন্যে নীচে দিয়ে কুল কুল শব্দে বয়ে যাচ্চে; কিন্তু বাস্তবিক নদীতে এক কূল বই দুকূল খায় না, এই জন্য নগরটী টেঁকে আছে। নগরটী বেত ও কসাড় বনে পরিপূর্ণ, দেখ্‌লে তোমাদের ভাল লাগ্‌বে না কিন্তু আমাকে বেশ লাগে। যেন ইন্দ্রভবন বোধ হয়; কেন না আমার জন্মস্থান।

জ্ঞানের উদয় হলে কিরূপে আমার জীবনচরিত লেখা হবে, কিরূপে সকলে আমাকে বড়্‌লোক বল্‌বে এই চিন্তা অজাগর সাপের মত আমাকে গ্রাস করে ফেলিল। লোকে আমার জীবনচরিত লিখ্‌বে কেন? লোকের এত কি গরজ? আমি তাই নিজেই লিখিতে আরম্ভ কল্লম। জীবনটী আবার এমন ধরণে ভাস্‌য়ে ভাস্‌য়ে নে যেতে লাগ্‌লুম যে বাল, বৃদ্ধ, যুবা; স্ত্রী, পুরুষ, গৃহী, অনাশ্রমী; ধনী, দরিদ্র; নীচ, উচ্চ; রাজা, প্রজা; মৃত, জীবিত—সকলেই যেন বেশ উপকার পেতে পারে। আমার জীবনচরিত কেবল আমার নয়,—এ মানুষ মাত্রের চেহারা—এ জগৎ সংসারের চিত্রপট। পড়্‌লেই বুঝ্‌তে পারিবে, পড়্‌লেই কত উপদেশ পাবে। কিন্তু আমার ছেলে বেলার কথা আমি লিখিব না; আমার পিতার নাম আমি বল্‌বো না; আমার সাবেক নাম আমি জানাব না। আমি যে এখন গুটী কেটে প্রজাপতি হয়েছি—আমি আর গোপাল নাই, এখন মথুরার ভূপাল—আমি চূড়া ত্যজে পাগ বেঁধেছি।

আমার নামটী প্রাতঃস্মরণীয়। বিদ্যাবিনোদিনীর পীনোন্নত ঘন-স্তনদ্বয় অপেক্ষা (১) আমার আশয় উচ্চতর; নিতম্ব হইতে হৃদয়

---

(১) "কুচ হতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে। পৃথিবীতে সুমেরু পর্ব্বতের চূড়া সর্ব্বোচ্চ, কিন্তু বিদ্যার পয়োধর সে চূড়াকেও উচ্চতায় পরাজয় করিয়াছে; কিন্তু জাঞ্জিলনের মনের আশয় এতউচ্চ যে সে পয়োধরও তাহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না।

প্রশস্ত (২); কটি হতে বুদ্ধি ক্ষীণতরা (৩) এমন কি আছে কি নাই কেহ বুঝিতে পারে না। সুন্দর হইতেও আমি বিদ্বান ও সুশ্রী। ফলতঃ একাধারে এত গুণের সমাবেশ আমাতে ভিন্ন আর কোথায়ও দেখা যায় না। মনে করে-ছিলুম নিজের মুখে নিজের গুণগুলি কীর্ত্তন কর্‌বো না; কিন্তু শেষ ভেবে দেখ্‌লুম সে বিবেচনাটা ভাল নয়। পর চিত্ত তেলকালীর ন্যায় অন্ধকার। আমার পেটের ভিতর কি আছে অন্যে তা কেমন করে জান্‌বে? হয়ত ক্ষীরোদ সাগরের উপর দিয়ে হীরের সাঁকো বাঁধ্‌য়ে দিয়েছি দেখে লোকে আমাকে মনে মনে দাতা কর্ণ ঠিক দিয়ে রেখেছে; কিন্তু রামমণির আড়াই বছরের ছোট নাতিনী পেটের জ্বালায় আতারি কাতারি খাচ্ছিল তা দেখেও এক মুট অন্ন দিতে পারি নাই।

তোমাদের বিশ্বাস হবে কি না বল্‌তে পারি না,—কারণ প্রত্যক্ষ না দেখ্‌লে অনেকের আবার বিশ্বাস হয় না—আমি আমার পিতার ঔরসে ও জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। গর্ভে জীবের সঞ্চার হলে গর্ভধারিণীর সকল সামগ্রীতে অরুচি হল। মধুময় ছেলে পেলে আর কিছু ভাল লাগ্‌বে কেন? গর্ভ পূর্ণ হল আমি ভুমিষ্ঠ হলুম। সময় পূর্ণ না হলে কোন ফল ফলে না; লোকের ব্যস্ততা কেবল উদ্বেগের কারণ। সকলে বলে আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলুম, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়,—আমার দাই আমাকে যত্ন করে হাতের উপর ধরে নিয়েছিলেন। লোকে কথায় যতটা রটে কাজে ততটা হয় না, সত্য কিছু সিংহ পঞ্চানন নয়। ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি পঞ্চানন ত সদাশিব, তাঁর প্রণয় সুরতরঙ্গে ভাস্‌ত না ভবানীতে ডুব্‌তো?

যখন গর্ভে ছিলুম 'কবে ছেলে হবে কবে ছেলে হবে' বলে প্রতিবাসীরা পাগল হয়ে উঠেছিল। এক দিন পোঁ করে শাঁক বাজ্‌লো, সকলে জিজ্ঞাসা কল্লে ও কি? যারা জানিত তারা বল্লে খোকা হয়েছে। বাস্তবিক তখন

(২) "মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব হেরিয়া।" বিদ্যার নিতম্ব এত প্রশস্ত ছিল যে মেদনী তাহা দৃষ্ট করিয়া মৃত্তিকায় পরিণত হন; কিন্তু জাঞ্জিলনের হৃদয় আবার এত প্রশস্ত যে তদ্দৃষ্টে নিতম্ব যে আবার কি হইবেন তাহার স্থিরতা নাই।

(৩) "কত সরু ডমরু কেশরী মধ্যখান। হর-গৌরী কর পদে আছয়ে প্রমাণ।" বিদ্যার কটি দেশ ডমরু ও কেশরীর মধ্যদেশ হইতেও ক্ষীণতর; কিন্তু জাঞ্জিলনের বুদ্ধি সাতিশয় ক্ষীণতর। বস্তুতঃ সংসারে এত সূক্ষ্মবুদ্ধি বোধ হয় কাহারও নাই।

সাদাসিদে খোকাটীই ছিলুম—ভিতরেও যা বাহিরেও তা। এখন এক এক-বার তাই মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসি আর ভাবি যে ছদ্মবেশের ফল কি? কাপড় চোপড় পল্লে কি সভ্য হয়?

ভূমিষ্ঠের পর নূতন দেশ নূতন আচার। মার গর্ভে জন্ম মার স্বত্বে স্বত্ব-বান; কিন্তু ধাই সকল সম্পর্ক ঘুচ্‌য়ে দিলে। নাড়ী সূত্রে বাঁধা ছিলুম সেটী কাটা গেল, তাই একবার টঁ্যা টঁ্যা করে কাঁদ্‌লুম।

তখন এক একবার উঠ্‌তে যেতুম, দাঁড়াতে চেষ্টা কর্ত্তুম আর ধুপ ধুপ করে পড়্‌তুম। লোকে বল্‌তো ওর আজো ইন্দ্রিয় বশ হয় নাই। কিন্তু এখন তাই ভাবি যে বড় হলুম ইন্দ্রিয় বশ কই? সবগুলি যে কন্‌ কন্‌কচ্চে।

বাবাকে আমি বাবা বল্‌তুম, মাকে মা বল্‌তুম; কিন্তু কাঁঠাল গাছকে যেমন সকলে কাঁঠাল গাছ বল্‌তে পায়, সম্পর্কে সে যোটী নাই। আমি যাঁরে বাবা বল্‌বো সকলেই তাঁরে বাবা বল্‌তে পাবে না। ক্রমে দেখ্‌তে দেখতে কিছু কিছু ডাগর হলুম। লোকে যা বলে যা করে কিছু কিছু বুঝ্‌তে লাগ্‌লুম, লেখাপড়া শিখ্‌তে আরম্ভ কল্লুম। একদিন মুট করে কলমটা ধরে, দোত থেকে ঝপাৎ করে এক কলম কালী নিয়ে, লিখ্‌তে লাগ্‌লুম—'ক লেখো'—'তালুব্য খ লেখো'—'দন্তিকে হ লেখো।' আমার পাশে একটী পড়ো বসেছিল সে বল্লে 'ও কিরে ও কি?' আমি বল্লুম কেন? কত বয়স থেকে কত বয়স পর্য্যন্ত "দন্তিকে স" তা জানিস্? পড়োটী হিহি করে হেসে বল্লে 'ঠিক কথা বলেছ ভাই, আমি গুরু মশাইকে জিজ্ঞাসা করে আসি'—'মশাই! আপনার এখন দন্তিকে স না মাড়িতিকে স?' গুরু মশাই ঝপাস্ করে এক ঘা বেত কসায়ে বল্লেন,—পাগল, বুড় হয়েছি বলে কি তা হয়? জিনিসের ব্যবহার কর্ত্তে না পাল্লে কি জিনিসের নাম ও গুণ যায়?

পৈতে হলো পূজ আচ্ছায় ভারি মন। একদিন শুভক্ষণ—আমার গুরু-করণ হবে, চিনির নৈবিদ্দি আর সব কত আয়োজন। গুরু ইড়ির বিড়ির করে আমার কাণের কাছে এসে বল্লেন—'দ্রীম্।' অমনি 'দ্রীম্ দ্রীম্ দ্রীম্ দ্রীম্ তা দ্রীম্' এই হিন্দীর গজলটী আমার মনে পড়াতে আমি খিল খিল করে হেসে উঠ্‌লুম। গুরু বল্লেন 'ও কি?" আমি বল্লুম দুষ্ট বালককে লোকে ভূত না হয় বানর বলে, তুমি আমাকে শিবরাম মন্ত্রে দীক্ষা দিলে না কেন? ভূমি শস্য দিয়া কৃষককে পালন করে; কিন্তু সার দিয়া আগে

ভূমিকে পালন না কল্লে ভূমি শস্য দেয় না। তবে তোমাকে আগে উপদেশ দিয়ে জ্ঞানী করি তার পর তুমি আমাকে উপদেশ দিও; আমি তোমার কাছে টপ্পা শিখ্‌তে চাই না।

আমি যখন শুয়ে থাক্‌তুম তখন ঠিক হুবহু শুয়ে থাক্‌বার মত দেখাত; যখন বসে থাক্‌তুম তখন দেখলে কে বলবে যে আমি বসে নেই; আবার দাঁড়ালে পরে একেবারে ঠিক দাড়ানর মত দেখাত? এই সকল দেখে শুনে মনটার ভিতরে কিছু ফূর্ত্তি হল। ভাবলুম যে হাঁ একজন মানুষের মত হয়েছি বটে। বাস্তবিক বল্‌বো কি খাওয়া বল পরা বল শোয়া বল বসা বল সব মান্‌ষের মত দেখাত।

ক্রমে উচু দরের বিদ্যে শিখ্‌তে আরম্ভ কল্লুম। যদি শ ও ত বিন্দু একত্রে মিলিত হয় তবে একটী গবাকৃতি রেখা হইয়া পড়ে। এই প্রতিজ্ঞাতে ধাঁ করে একটা তত্ত্ব কথা মনে পড়ে গেল। বিন্দু বিষয় ব্যাপার অগ্রাহ্য,— দেখিতে নাই,— স্পর্শ করিতে নাই,— সে একটা বস্তুর মধ্যেই নয়; কিন্তু অনেক প্রতিজ্ঞা তার উপর খাড়া আছে (৪)। এই পাহাড় পর্ব্বত গ্রহ আদি তবে কোন্ বিন্দুর ঘাড়ে চেপে আছে? গুরু যা শেখাতে পারেন নাই তা শিখলুম,—ঈশ্বরের আকার প্রকার দেখ্‌লুম।

এইবার আমার বিয়ে হবে। কেশেই মানুষের বেশ,—নাপিতকে যেন বাঘ বোধ হতে লাগ্‌লো। বে হবে বে হবে মনে ভাবতুম আর আহ্লাদে গাটা মচ মচ কর্ত্তো। বিয়ে কত্তে যাচ্চি আর মনে মনে ভাব্‌চি লোকে বলে 'স্ত্রী অর্দ্ধ অঙ্গ' তবে আমি কি আদখানা আর তিনি কি আদ খানা? বিয়ে হলে পর জরাসন্ধ রাজার মত একখানা হয়ে যাব? না আমার এই শরীরের আদ খানা তাঁর, বিয়ে হলে পর আদখানা কেটে দিতে হবে? যতক্ষণ বিয়ে হয় নাই ততক্ষণ এর মানে বুঝ্‌তে পারি নাই; যেই বিয়ে হল অমনি যেন শব্দকল্পদ্রুমের ন্যায় ত্রিকাণ্ড শেষের ন্যায় অমরকোষের ন্যায় শব্দ-

(৪) জ্যামিতির বিন্দু কেবল মনে অনুমান করা যায় মাত্র তাহার বিস্তার দৈর্ঘ্য বা গাম্ভীর্য্যাদি কোন গুণই নাই। যথার্থ বুঝিতে হইলে বিন্দুটী কোন পদার্থই নয়; কিন্তু সেই বিন্দুকে অবলম্বন করিয়া কত সত্য ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রতিজ্ঞাগুলি গ্রথিত হইয়াছে। সংসার ব্যাপারেও আমরা সেইরূপ দেখিতে পাই। পরব্রহ্ম বিন্দুরূপ; অনেক শাস্ত্রকারেরাও তাঁহাকে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সেই বিন্দুরূপ জগৎ কর্ত্তাকে আশ্রয় করিয়া এই অখিল সংসারে কত শত ব্যাপার অবস্থিতি করিতেছে।

সরিতের ন্যায় বাচস্পত্যের ন্যায় মানেগুলি একেবারে স্পষ্ট স্পষ্ট দেখাতে লাগ্‌লো,—আজ এ চাই কাল তা চাই,—আজ এ কর্ত্তে হবে কাল তা কর্ত্তে হবে—বলে যেন শ্মশানবাসী শিয়াল কুকুরের ন্যায় গায়ের হাড় মাস ছাল ছিঁড়ে নিতে লাগ্‌লেন; তখন দেখলুম স্ত্রী অর্দ্ধ অঙ্গ কে বলে,—এ যে পনর আনারও অধিক।

বিয়ের বাড়ী সবাই গিয়ে উপস্থিত হলুম। অধ্যাপক ভাট ঘটক পাঠক নাগা রেও সব গিজ গিজ কচ্চে,—খুব ধুমধাম লেগে গিয়েছে। গিরিব্রজ মাঝে সুমেরুর ন্যায়, কুমুদকহ্লারাদির মাঝে প্রফুল্ল শতদলের ন্যায়, নক্ষত্র সমাজে পূর্ণ শশধরের ন্যায় আমি বিরাজ কর্ত্তে লাগলুম। একজন ঘুন্‌য়ে ঘুন্‌য়ে কাছে এসে বল্লেন ' উনি কে ? " আমি মুখ মুচ্‌কে ফিক্ ফিক্ করে হেঁসে ঘাড় হেঁট করে বসে রইলুম। মিদবরটী বল্লে " ও কে দেখতে পাচ্চ না ? তোমার কি চোখ নাই ? উনি মহারাজাধিরাজের পুত্র, স্বয়ং মহারাজ চক্রবর্ত্তী, আজ এই বাড়ীর বর। " তিনি চম্‌কে উঠে বল্লেন " অ্যাঁ রাজার ছেলে। তবে এত মিটমিটে এত মুখচোরা কেন ? আর এমন সাজ সেজেই বা কেন ? " মিদ বরটী বল্লেন ' জান না বরটী না চোরটী ; আর রাজার ছেলে হলেই কি ভাল খাওয়া ভাল পরা সকলের ভাগ্যে ঘটে ? ইন্দ্র অমরাবতীর রাজা হয়েও চোখের জ্বালায় অঙ্গে কুম্ কুম্ কস্তূরী মাখতে পান না।'

পিপড়ের সারের মত বে বাড়ীতে পিল পিল করে মানুষ আস্তে লাগলো আমার সুমুখে সবাই এক একবার বৃষকাঠের মত দাঁড়াতে লাগিলেন আর বল্লেন " বেশ বরটী। " কেউ বল্লেন " আচ্ছা বরটীর বয়স কত হবে বল দেখি ? " কেউ বল্লেন " বত্রিশ " কেউ বল্লেন " ছত্রিশ " কেউ বল্লেন " চল্লিশ। " এই কথা শুনে আমি অমনি অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ করে কেঁদে উঠ্‌লুম। সকলে বল্লেন ও কি গো ও কি ? তোমাকে কেউ মারে নাই, কটু বলে নাই, তুমি কাঁদ কেন ? আমি চোকের জল মুচতে মুচতে বল্লুম " অ্যাঁ আজ আমার বয়স বল্লেন চল্লিশ বছর, আর চল্লিশ বছর পরে বলবেন কি না আশী বছরের বুড় ; তবে আমাকে মর বলে গালি দিতে আর বাকি রইল কি ?" সকলে বল্লেন " বাস্‌রে, এমন করে টেনে টুনে মানে কল্লে ত দায়। তা হলে ত মুখে গো দিয়ে থাকৃতে হয়।

কত দিন পরে একটী ছেলে হল। আহ্লাদে গাটা থম থম কর্ত্তে লাগলো,

আমি যে ছেলের বাপ হয়েছি। কিন্তু শেষে বসুমতীর মত সবুর করে করে গায়ের ঝালটা গায়েই মাল্লুম,—কেন না আমার মনে হল আমারও যে বাবা আছেন অমনি আর মাথা কাড়া দিলুম না,—আর বুক চিতুলুম না।

একদিন বৈকালে বসে বসে ভাবলুম যে যাই—একবার শ্বশুর বাড়ী যাই। অমনি আচড়ে পিচড়ে গাটার মেরামত করে আতর গোলাপ গন্ধ মন্ধ মেখে চুল গুলকে পেঞ্চুটভাবে কায়দাকাননে রেখে, আড় কসে মসলা দেওয়া ছাচি পান চিবুতে চিবুতে, হাড়গিলের মত পা ফেলে ফেলে বাঁকান বাঁটের ছড়ি হাতে করে কাটি গঙ্গার বাঁওড় বাঁয়ে করে হীরু ময়রাণীর দোচালা ফুলুরী দোকানের পূব ধার দিয়ে, এনায়েত হোসেনের কসাই-খানার উত্তর দিয়ে, কাঞ্চন ফুলের ঝোলা ডালটার পাশ দিয়ে ঘাড় হেঁট করে যাচ্চি আর মনে ভাবছি যে এই আমি যাচ্চি, লোকে আমায় দেখে বল্‌বে যে ঐ উনি যাচ্চেন, আবার যখন শ্বশুর বাড়ী গিয়ে পৌঁচব তখন সকলে বলবে যে ঐ উনি এসেচেন। শ্বশুর বাড়ী গিয়ে ভারি লজ্জা,—ঘাড় হেঁট করে খাই, ঘাড় হেঁট করে যাই। সকলে আদর কোরে বল্লেন "বাবা লজ্জা কি এ ঘর দোর তোমার।" কথাটা শুনে কিছু ভর্সা হল; গা হাত পা গুল কিছু চলবোলে হয়ে উঠলো। ঘরে ঢুকি; এ পাড়ি, তা খুলি; ও দেখি,—এই রকম বাড়াবাড়ি কল্লুম, বাড়ী ফিরে আস্তে আর মন হয় না। একদিন শাশুড়ী এক জনের কাছে পরিচয় দিচ্চেন যে 'জামাইটী এসে শেকড় গেড়েছেন যেতে চান না।" জয়ঢাকের মত অমনি কথাটা কাণে আওয়ালো। তখন মনে ভাবলুম ছি ছি লোকে আদর করে যত কথা বলে তার অনেকগুলি "ইৎ" যায় দেখছি।

আমি যে কত কালের মানুষ তার ঠিকানা নাই। যখন আমার পাঁচ বছর বয়েস তখন সুজ্জিটী কেবল মিট মিট করে একটী ছোট জোনাকপোকার মত পুব দিকে উঠতো, খানিক থেকে আর মিলিয়ে যেতো। তখন এত বড় ছিলো না, এত তাপ ছিল, এ ঝাঁজো ছিল না। যখন আমি চার ছেলের বাপ তখন থালা খানার মত হয়ে পড়লো আর তেজটাও কিছু চন-চনে হয়ে উঠলো; কিন্তু ওরকম থাকবে না। তোমরা চাঁদে যে দাগটী দেখতে পাও তখন ও দাগটী ছিল না, দময়ন্তীর মুখ গড়তে বিধি এক খাবল তুলে নিয়ে চাঁদটা ফুটো করে দেছেন। সে রকম সুশ্রী মেয়ে আজ কাল

আর জন্মায় না; জন্মালে চাঁদটা এতদিন নিপুঁজি হতো। কিন্তু বিধাতার কি অন্যায় একের সর্ব্বনাশ আর অন্যের পৌষ মাস!

হিমালয় পর্ব্বতকে তোমরা যত বড় দেখছো তখন ও এত বড় ছিল না। কিন্তু বড় ছিল কি এই রকম ছিল, ঠিক বলা যায় না। কেন না তখন আমরা খুব লম্বা ছিলুম। একটার সঙ্গে আর একটার তুলনা না কল্লে ছোট বড় জানায় না (৫) এখনকার মানুষ সব ছোট ছোট হয়েছে তাই হয়ত পাহাডটা বড় দেখাচ্চে।

একদিন মনে মনে ভাবলুম যে লোকে যে পরের উপকার করে সে কোন নিজের লাভের জন্য করে না সুধুসুধুই করে। এ কথার কিছুই ঠিক কত্তে পাল্লুম না; শেষে একদিন পঞ্চবটী বনে ফুল তুলচি তা দেখলুম যে দশরথ রাজার বড় বউ একটা সন্ন্যাসীকে যেই ভিক্ষে দিতে গেছেন অমনি ভণ্ড তপস্বীটা তাঁর বগল ধরে তুলে নিল; বউটী ঘোমটার ভিতর থেকে বল্লেন——

হায় আমি কি করিলাম? আপনা খাইলাম!
ভিক্ষা দিতে গিয়ে ফল, ভাগ্যে ফলিল কি ফল,
আমি চতুর্ব্বর্গ ফলের গাছ হারালাম?

এই কথা শুনে ভাবলুম যে, 'তাইতো বটে! চতুবর্গ ফলের গাছ যার ঘরে পোতা, সে আবার কি ফল পাবার জন্যে দান কত্তে যায়? তবে ত এ কাজটী ভাল লোকের স্বভাবসিদ্ধ?" শেষে আবার যখন বউটীকে উদ্ধার কর্ত্তে সাগর বাঁধার ধুমধাম পড়ে গেল, তখন এই কথাটা টনটনে করে পাকয়ে নিলুম। কতকগুলোতে জুটে পুটে গাছ, পাথর ফেলে সাগরটাকে বুজয়ে দিলে। তারা মজুরি নিলে না বলে সবাই তাদের বোকা বানর বলতে লাগলো।

একদিন মনে মনে ভারী একটা সাধ হলো। ইচ্ছে হতে লাগলো যে, রাজারা মরে গেলে তাদের পোড়ালে কি হয় দেখব,—সুধু কয়লা হয়, কি পাতরে কয়লা হয়, কি মাণিক হয়, এটা দেখা চাই। এই ভেবে ত চুপ চাপ

(৫) Undoubtedly philosophers in the right, when they tell us nothing is great or little otherwise than by comparison.

Gulliver's travels.

করে আছি, তার পর দশরথ রাজা পুত্রশোকে চোক বুজ্‌লেন। সকলে জুটে পুটে ছাঁকা ঘিতে তাঁকে মাচ ভাজা করে রাখ্‌লেন। পরে রাম বন থেকে এলে তাঁর দাহ হলো। দেখ্‌লুম যে শেষটা এই কয়লা এই ছাই। মনটা বড় খারাপ হলো যে দূর ছাই, ফকির যা আমীরও তা।

এখন বিষয় কর্ম্ম করা আবশ্যক হলো। পাঁচ সাতটী ছেলে হয়েছে, খেতে পর্ত্তে দিতে হবে; কি করি ভেবে ভেবে ঠিক কল্লুম যে রাজ দরবারে যাই; মিথ্যে বল্‌বো বটে; কিন্তু সেটী মুখের উপর, আর দশ টাকা পাওয়াও যাবে। এই ঠাউরে ধৃতরাষ্ট্র রাজার সভায় গিয়ে লম্বা করে এক আশীর্ব্বাদ কল্লুম, বল্লুম—মহারাজ! আপনার চক্ষু নাই বটে, কিন্তু আপনি সব দেখ্‌তে পাচ্চেন। যাহাদের চক্ষু আছে বরং তাহারাই অন্ধ।" মহারাজ তুষ্ট হয়ে এক তোড়া হীরেতে, মুক্তে ঝনাৎ করে আমার কাছে ফেলে দিলেন; চিরকালটা বসে বসে খেলুম।

এক দিন আর্সি ধরে বসে বসে মুখ দেখ্‌চি, দেখ্‌লুম যে চুল পেকেচে, দাঁত পড়েছে, গাল তুব্‌ড়েছে। দেখে ত অবাক! ভাব্‌লুম একি আমারও এ হবে নাকি? আমাকেও কি বুড়ো হতে হবে, মত্তে হবে? শেষে দেখি যে একদিন আর বিছানা থেকে উঠ্‌তে পারি না, হাত পা নড়ে না, গলা ঘড় ঘড় কচ্চে। তখন দেখলুম যে সকলের যে গতি আমারও সে গতি, সত্যি সত্যিই যে মত্তে হয় দেখছি; আগে মরবার কথা বলতুম বটে কিন্তু নিজের কথাটা খুব মনে ধর্ত্তো না। সকলকে কাছে ডেকে বল্লুম যে দেখ—আমার জীবনটী পদ্মপাতার জলের মত ছিল, সুখ দুঃখ আমার গায়ের রঙ করেছিল; তোমরা যেমন আমিও তেমনি; সংসারের কাছে আমি অনেক ঋণী আছি,—অষ্টাদশ শকাব্দে মাঘ মাসে আমার এই জীবনচরিত কল্পদ্রুমে প্রকাশ হলে আমার কাল অঙ্গ গৌর হবে।

——০০:০০——

বাঙ্গালার শেঠ বংশ। (১)

শেঠেরা সচরাচর ভারতবর্ষের "রথচাইল্ড" বলিয়া বর্ণিত হইয়া

(১) Hunter's Statistical Report.
Stewart's History of Bengal.
Orm's History of British India.
Sairi Mutakharim &c.,

থাকেন। ধনে মানে খ্যাতিতে ইহাঁরা ভারতবর্ষের অনেক জমিদারের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী বার্ক স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, শেঠদিগের কারবার ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ন্যায় সুবিস্তৃত। ফলে শেঠগণ ভারতবর্ষের ধনকুবের। ইহাঁরা এক সময়ে রাজদরবার ও সাধারণ সমাজে এমন সম্মান লাভ করিয়াছিলেন যে অনেক সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভূস্বামিগণের অদৃষ্টে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ইহাঁরা এক সময়ে অপ্রতিহত শক্তিপ্রভাবে দিল্লীর আমখাসেও আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহাঁদের অর্থ, ইহাঁদের প্রভুশক্তি ও ইহাঁদের মন্ত্রণা অনেক সময়ে দিল্লীর অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। বাঙ্গালায় ইহাঁদের আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাস অনেক ঘটনা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। বাঙ্গালায় মুসলমান ও ইংরাজ আধিপত্যের অনেক প্রধান প্রধান ঘটনার সহিত শেঠদিগের বিবরণ সংমিশ্রিত রহিয়াছে। শেঠগণ এক সময়ে বাঙ্গালার নবাবকে অর্থে অজেয়, ক্ষমতায় অনমনীয় ও মন্ত্রশক্তিতে অপ্রতিহত রাখিয়াছিলেন, এবং এক সময়ে এই নবাবের বিরুদ্ধেই অভ্যুত্থিত হইয়া তাঁহাকে হতাশ হতমান ও হতসর্ব্বস্ব করিয়া শ্বেতপুরুষকে তাঁহার সিংহাসনে আরোহিত করিয়াছিলেন।

শেঠবংশ দুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। রাজপুত হইতে এই বংশের উদ্ভব হইয়াছে। ভারতবর্ষের য়িহুদী মাড়য়ারীগণ শেঠদিগের মূল। শেঠগণ শ্বেতাম্বরীয় জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত। যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত নাগর ইহাদের আদি বাসস্থান। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহাদের আদিপুরুষ হীরানন্দ সাহ অর্থোপার্জ্জন মানসে পাটনায় আসিয়া উপনিবেশ করেন। হীরানন্দ সাহের সাত পুত্র জন্মে। ইহাঁরা সকলেই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে আপনাদের কারবার চালাইতে প্রবৃত্ত হন। এই সপ্ত ভ্রাতার সর্ব্বজ্যেষ্ঠের নাম মাণিকচাঁদ। ইনি ঢাকায় আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। শেঠগণ এই মাণিকচাঁদকেই বাঙ্গালায় আপনাদের বংশের সংস্থাপয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঢাকা এই সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী ও বাঙ্গালার একটী প্রধান ব্যবসায় ক্ষেত্র ছিল। মাণিকচাঁদ এই ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনার ভাগ্যবর্দ্ধনে মনোনিবেশ করেন। মুরসিদকুলি খাঁ এই সময়ে বাঙ্গালার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। মাণিকচাঁদ বৈষয়িক কার্য্যে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাবলে অল্প সময়ের মধ্যেই

মুরসিদকুলি খাঁর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ১৭০৪ অব্দে মুরসিদকুলি খাঁ ঢাকা হইতে মুরসিদাবাদে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করিলে মাণিকচাঁদ নবাবের সঙ্গে মুরসিদাবাদে গমন করেন। এই স্থানে তাঁহার ক্ষমতা অধিকতর বিকশিত হয়। মুরশিদাবাদের দরবারে মাণিকচাঁদের ক্রমেই ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বাড়িয়া উঠে। মাণিকচাঁদ নবাবের দক্ষিণ হস্ত হন. এবং সমুদায় রাজস্বঘটিত ও রাজনৈতিক বিষয়ে প্রধান মন্ত্রণাদাতা হইয়া উঠেন। বাঙ্গালার যে সমস্ত জমীদার ও তহশীলদার নবাব সরকারে রাজস্ব সমর্পণ করিতেন; তাঁহাদের সকলকেই মাণিকচাঁদের হস্তে দেয় অর্থ প্রদান করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত দিল্লীতে প্রতিবৎসর যে দেড়কোটী টাকা রাজস্ব দিতে হইত, তাহাও মাণিকচাঁদের হাত দিয়া যাইত। নবাব অনেক সময়ে নিজের অর্থাদি মাণিকচাঁদের ধনাগারে জমা রাখিতেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, মাণিকচাঁদ ও বাঙ্গালার নবাব উভয়েরই ক্ষমতা ও প্রতাপ প্রায় তুল্য ছিল। প্রসিদ্ধি আছে, মুরসিদখুলি খাঁ দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ সিয়ারকে অনুরোধ করিয়া ১৭১৫ অব্দে মাণিকচাঁদকে “শেঠ” উপাধি সমর্পণ করেন। কিন্তু মাণিকচাঁদ উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে নিরস্ত থাকেন নাই। শেঠ বংশাবলীর কাগজ পত্রে উল্লিখিত আছে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মাণিকচাঁদ পূর্ব্বের ন্যায় নবাবীপদ রক্ষা করিবার জন্য মুরসিদকুলি খাঁর বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই সময় হইতেই মাণিক চাঁদ ও তাঁহার বংশধরগণ মুরসিদাবাদের শাসন-সমিতির প্রধান সদস্য বলিয়া পরিগণিত হন। রাজ্যশাসন সংক্রান্ত সমুদায় বিষয়েই তাঁহাদের আধিপত্য লক্ষিত হয় এবং তাঁহারা অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে দিল্লীর দরবারের প্রধান অমাত্যকে পত্র লিখিয়া মতামত নির্দ্দেশ করিতে থাকেন।

মাণিকচাঁদ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি ফতেচাঁদ নামক তাঁহার একটী ভ্রাতৃপুত্রকে দত্তক পুত্র করেন। ফতেচাঁদও “শেঠ” উপাধি পাইয়াছিলেন এবং সম্রাট ফিরোক সিয়ারের পরম অনুগ্রহ ভাজন ছিলেন। মাণিকচাঁদ প্রভূত অর্থ ও প্রভূত সম্মানের অধিকারী হইয়া ১৭২২ অব্দে পরলোক গত হন। তাঁহার গৃহীত দত্তক ফতেচাঁদ অবিলম্বে তদীয় পদ অধিকার করেন। মাণিকচাঁদের ন্যায় ফতেচাঁদও

ক্ষমতাপন্ন, কার্য্যকুশল ও যশস্বী হইয়া উঠেন। কেহ কেহ কহেন, ১৭২৪ অব্দে ফতেচাঁদ যখন দিল্লীতে উপস্থিত হন, তখন সম্রাট মহম্মদ সা তাঁহাকে "জগৎশেঠ" উপাধি দান করেন। কোন কোন মতানুসারে ফতেচাঁদ ফিরোক সিয়ারের নিকটে এই উপাধি লাভ করেন। যাহা হউক, ফতেচাঁদই যে সর্ব্ব প্রথমে "জগৎশেঠ" উপাধি প্রাপ্ত হন, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। দিল্লীর দরবারে ফতেচাঁদের এতদূর প্রতিপত্তি ছিল যে, কোন সময়ে মুরসিদকুলি খাঁ সম্রাটের বিরাগভাজন হওয়াতে বাঙ্গালার নবাবী পদ ফতেচাঁদকে দিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু মুরশিদকুলী খাঁ শেঠবংশের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন বলিয়া ফতেচাঁদ এই পদ গ্রহণ করেন নাই। প্রত্যুত, বিশিষ্ট চেষ্টা ও যত্ন করিয়া সম্রাটের সহিত মুরসিদকুলী খাঁর সৌহার্দ্দ করিয়া দেন। এ বিষয়ে দিল্লী হইতে যে ফর্ম্মান (আদেশ পত্র) প্রচারিত হয়, তাহাতে লিখিত ছিল, ফতেচাঁদের আগ্রহাতিশয়ে ও প্রার্থনায় বাঙ্গালার নবাব সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হইলেন। অতঃপর রাজ্যশাসন সংক্রান্ত সমুদায় বিষয়ে নবাব ফতেচাঁদের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতেন। এই সময় হইতে ফতেচাঁদের সন্তানগণ বংশপরম্পরায় দিল্লীর দরবারের অনুগ্রহ পাত্র হইয়া উঠেন। বাঙ্গালার নবাবকে কোন সময়ে খিলাত প্রদান আবশ্যক হইলে জগৎশেঠকেও সেই সঙ্গে সঙ্গে খিলাত দেওয়া হইত। ফতেচাঁদ সম্রাটের নিকট হইতে মণিখচিত একটী উৎকৃষ্ট সিলমোহর উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহাতে "জগৎশেঠ" উপাধি ক্ষোদিত ছিল। শেঠবংশীয়গণ বহুকাল পর্য্যন্ত এই মোহরটী সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৭২৫ অব্দে মুরসিদকুলী খাঁর মৃত্যু হইলে সুজাউদ্দৌলা বাঙ্গালার শাসন দণ্ড গ্রহণ করেন। ফতেচাঁদ শাসনসমিতিতে সুজাউদ্দৌলার নিয়োজিত সভা চতুষ্টয়ের অন্যতম সভ্য হন। এই নবাব ফতেচাঁদের পরামর্শানুসারে চতুর্দ্দশ বর্ষকাল বাঙ্গালার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ইহার পর ১৭৩৯ অব্দে সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হইলেও ফতেচাঁদ শাসনসমিতি হইতে অপসারিত হন নাই। কিন্তু শেষে সরফরাজের ইন্দ্রিয়পরতা ও যথেচ্ছাচারে ফতেচাঁদ সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। অচিরাৎ উভয়ের পরস্পর বিলক্ষণ অসদ্ভাব জন্মিল। ইতিহাস লেখক ওরম সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, ফতেচাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র একটী পরমা সুন্দরী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন।

নবাব তাঁহার রূপলাবণ্যের বিষয় অবগত হইয়া তাহাকে দেখিতে অভিলাষী হইলেন। ফতেচাঁদ নবাবকে এই অনুচিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা পাইলেন, আত্মসম্মান ও আত্মমর্য্যাদার গৌরব রক্ষা করিতে আগ্রহাতিশয়সহকারে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু নবাব এ অনুরোধ রক্ষা করিলেন না; অবলীলাক্রমে অসঙ্কোচে রাজ্যের একজন প্রধান ব্যক্তির বাক্যে উপেক্ষা করিয়া আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ফতেচাঁদ নিরুপায় ও কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। যুবতী পুত্রবধূ নবাবের গৃহে প্রেরিত হইল, নবাব কিয়ংক্ষণ মাত্র স্বীয় নয়নদ্বয় পরিতৃপ্ত করিলেন। যুবতী অক্ষত ও অকলঙ্কিত শরীরে গৃহে প্রত্যাগত হইল। কিন্তু এই ঘটনায় ফতেচাঁদের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরবাসিনী বধূ পরধর্ম্মাক্রান্ত পরপুরুষের মুখ দর্শন করাতে ফতেচাঁদ আপনাকে সাতিশয় অবমানিত জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এ বিরাগ, এ অপমান এ মনঃক্ষোভ বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত হইল না। ফতেচাঁদের মন কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আর অগ্রসর হইল না। ক্ষোভে রোষে ও অপমানে উৎসাহদাতা ও মঙ্গলবিধাতা মুরসিদকুলি খাঁর বংশধরের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আলিবর্দ্দী খাঁর সহিত সম্মিলিত হইলেন।

কিন্তু শেঠ বংশীয়গণ এই ঘটনাটী অন্য ভাবে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন, মুরসিদকুলি খাঁ কার্য্যবশতঃ মাণিকচাঁদের নিকট সাত কোটী টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। এই টাকা আর তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হয় নাই। ইহার পর সরফরাজ খাঁ এই টাকার জন্য ফতেচাঁদকে পীড়াপীড়ি করাতে ফতেচাঁদ নবাবের নিকট কিছু কাল অবসর প্রার্থনা করেন। এই সময়ে আলিবর্দ্দী খাঁ বিহারে বিদ্রোহোন্মুখ হইয়াছিলেন। ফতে চাঁদ এই অবসরেই তাঁহার পৃষ্ঠপূরক হন। এই বিদ্রোহের ফল বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। এ স্থলে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, এই বিদ্রোহেই আলীবর্দ্দী খাঁর সৌভাগ্য সূর্য্যের উদয় হয়। গড়িয়ার যুদ্ধে সরফরাজ নিহত হন এবং তাহার অব্যবহিত পরেই আলীবর্দ্দী বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার শাসন দণ্ড গ্রহণ করেন।

১৭৪৪ অব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। তদীয় দুই পুত্র তাঁহার জীবদ্দশাতেই এক একটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ফতেচাঁদের জ্যেষ্ঠ তনয়ের

পুত্রের নাম মাহাতাব রায় এবং কনিষ্ঠ তনয়ের পুত্রের নাম স্বরূপ চাঁদ। মাহাতাব রায় "জগৎ শেঠ" এবং স্বরূপ চাঁদ "মহারাজ" উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং ইহাঁরা দুই জনেই একত্রিত হইয়া আপনাদের কারবার চালাইতে থাকেন। এই সময়ে শেঠদিগের বাণিজ্য লক্ষ্মী উন্নতির উচ্চতম গ্রামে আরোহণ করে। কথিত আছে, তাঁহাদের মূলধন দশ কোটী টাকা হয়। ১৭৪২ অব্দে মারহাট্টা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত মুরশিদাবাদ বিলুণ্ঠন করেন। ইহাতে শেঠদিগের আড়াই কোটী টাকা অপহৃত হয়। সয়ের মতাক্ষরীণ প্রণেতা গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন, শেঠগণ এক কোটী টাকার বিল দেখিবামাত্র, টাকা দিতে পারিতেন। এরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, শেঠগণ ইচ্ছা করিলে টাকা স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া সুতির নিকট ভাগীরথীর মুখ বন্ধ করিতে পারিতেন। নবাবের শাসন সময়ে টাকা রাখিবার জন্য দেশের সকল স্থানে ক্ষুদ্র ধনাগার সংস্থাপিত ছিল না। জমিদারগণ রাজস্ব আদায় করিয়া মুরসিদাবাদের রাজকীয় ধনাগারে সংরক্ষিত করিতেন। মুরসিদ কুলীখাঁর প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারে রাজস্বঘটিত বার্ষিক বন্দোবস্তের সময় সকল জমীদারকেই তাঁহাদের হিসাবাদি পরিষ্কার করিবার জন্য মুরসিদাবাদে শেঠদিগের ব্যাঙ্কে আসিতে হইত। এ সম্বন্ধে বার্টসন সাহেব ১৭৬০ অব্দে যে বিবরণ লিখেন তাহাতে জানা যায় জগৎ শেঠ শতকরা অর্দ্ধমুদ্রা দিয়া মুরসিদাবাদের টাকশাল হইতে টাকা প্রস্তুত করিয়া লইতেন।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, যাহারা ব্যবসায় করে, সাধারণতঃ তাহাদিগকেই "শেঠ" বলা গিয়া থাকে। বাঙ্গালায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে "শেঠ" উপাধি ধারী অনেক ব্যক্তি অবস্থান করিতেন; ইহাদের সহিত মুরসিদাবাদের বিখ্যাত জগৎ শেঠের কোন সংস্রব ছিল না। ১৭১৫ অব্দে দিল্লীর সম্রাট মাণিকচাঁদকে "জগৎশেঠ" উপাধি দান করেন। অন্যান্য শেঠগণ এই "জগৎশেঠ" উপাধির অধিকারী ছিলেন না। এস্থলে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর একখানি পত্র উদ্ধৃত হইতেছে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, বাঙ্গালার অন্যান্য স্থলে যে সমস্ত শেঠ ব্যবসায় করিতেন, তাঁহাদের সহিত জগৎশেঠের কোন সংস্রব ছিল না। এই পত্র খানি আলিবর্দ্দী খাঁ কলিকাতার ইংরাজদিগের কৌনসিলের সভাপতিকে লিখেন। ১৭৫১ অব্দের ৩০ এ মে ইহা লিখিত হয়:—"আমি শুনিলাম, রামকৃষ্ণ শেঠ নামে এক

ব্যক্তি মুরসিদাবাদে কর না দিয়া কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসায় চালাইতেছে আমি ইহাতে সাতিশয় বিস্মিত হইতেছি এবং অনুমান করিতেছি এই ব্যক্তি কাহারও ভয়ে ভীত নহে! আমি আপনাকে লিখিতেছি, আপনি একজন চোপদার পাঠাইয়া তাহাকে আনয়ন করিবেন এবং যত শীঘ্র পারেন, এখানে পাঠাইয়া দিবেন। আমি যেমন লিখিলাম, তদনুসারেই যেন কার্য্য করা হয়।"

এই পত্র পাইয়া কৌনসিলের অধ্যক্ষ নবাবকে লিখেন যে রামকৃষ্ণ শেঠ কোম্পানীর দাদন লইয়া দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে। তাহার নিকট কোম্পানির অনেক টাকা প্রাপ্য আছে। এজন্য তিনি তাহাকে অবরুদ্ধ করিতে পারেন না। রেভারেণ্ড লঙ্গ সাহেব কলিকাতার যে শেঠবংশের উল্লেখ করিয়াছেন, বোধ হয় এই শেঠগণ সেই বংশীয়। কিন্তু বিখ্যাত জগৎশেঠ ইহাদের সহিত কোন সম্বন্ধে আবদ্ধ নহেন। যাহা হউক, লর্ড-ক্লাইবের চন্দন নগর আক্রমণ প্রসঙ্গে ইতিহাসলেখক ওরম সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, শেঠদিগের সহিত ফরাসীদিগের বন্ধুত্ব ছিল, মহাতাব রায় ও স্বরূপচাঁদ ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে এক কোটী পঞ্চাশলক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছিলেন। অনেকে বিশ্বাস করেন পলাসী-যুদ্ধের পূর্ব্বে শেঠগণ ইংরাজ-দিগকে অনেক টাকা দেন। ব্রিটিশ সৈন্যের করধৃত তরবারির ন্যায় শেঠ-দিগের প্রদত্ত অর্থও মুসলমানকে অপসারিত করিয়া শ্বেত পুরুষকে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহিত করিয়াছে।

———০:০:০———

শ্বাস-নলীতে বাহ্যপদার্থের প্রবেশ।

নাড়ীপরীক্ষার অবশিষ্টাংশ সময়ান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। সম্প্রতি সামান্য অনবধানতা নিবন্ধন যে একটা ঘোরতর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, এমন কি তাহাতে বিপদাপন্ন ব্যক্তির জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়াছে, এবার সেই প্রস্তাবের সবিশেষ সমালোচনা করিয়া পাঠকগণকে সতর্ক করাই আমাদিগের অভিপ্রেত। মনুষ্যের যে পদে পদে কত বিঘ্ন ও বিপত্তি আছে, নিম্নধৃত ইতিবৃত্তটী তাহার পরিচয় করিয়া দিবে।

একদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর একজন ভদ্রসন্তান (জাতিতে ব্রাহ্মণ,

বয়ঃক্রম ৪২) তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে কোন বন্ধুর সহিত কৌতুককর বিষয় লইয়া হাস্যপরিহাস করিতেছিলেন; একবার উচ্চতর হাহা শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। দুরন্তকাল যেন নিকটে ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছিল,—হাস্যোদ্বেগের দীর্ঘশ্বাসগ্রহণ কালে চর্ব্বিত সুপারি-কণা শ্বাসপথে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ শ্বাসনলী-ভুজবায়ুপথে প্রবেশ করিল (১) হঠাৎ ঘন ঘন হাঁচি, শ্বাসকৃচ্ছ্র, কাশী ও হিক্কায় তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। প্রায় ছয় সাত ঘণ্টা নিদারুণ যন্ত্রণার পর উপদ্রবের কিঞ্চিৎ উপশম হইল, কিন্তু তিনি প্রকৃত অনিষ্টের প্রতিবিধানের কোন প্রকার উপায় করিলেন না। বাস্তবিক এরূপ উৎপাতের পরিণাম যে কি ভয়ানক, তাহা সকলে জানেন না। এই অনভিজ্ঞতাই তাঁহার উপেক্ষার একমাত্র কারণ।

দক্ষিণ ফুসফুসের প্রশাখাভূত বায়ুপথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুপারি-কণা সঞ্চিত থাকায় দুই দিবসের পর অত্যুৎকট ফুসফুস প্রদাহ উপস্থিত হইল। উৎকাসের সহিত যে সকল শ্লেষ্মা নির্গত হইতে লাগিল, তাহা ক্ষুদ্র সুপারি কণিকায় পরিপূর্ণ। রোগীর প্রাণরক্ষার জন্য কোন যত্নের ক্রটি হয় নাই; কিন্তু অপরিহার্য্য কাল কোন প্রতিরোধ মানিল না। পীড়ার চতুর্দ্দশ দিবসে রোগী মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

সত্যবটে এরূপ দুর্ঘটনা অতি বিরল; কিন্তু অনবধানতাপ্রযুক্ত মধ্যে মধ্যে এমন বিপদ ঘটিতেও দেখা যায়। শিশু সন্তানের হস্তে সিকি, দু-আনি, এবং অন্য কোন ক্ষুদ্র পদার্থ দেওয়া নিতান্ত নিষিদ্ধ। শিশু যখন কাঁদিতে থাকে জননী তখন কিছুতেই দুগ্ধপান করাইবেন না কিম্বা অন্য কোন সামগ্রী খাইতে দিবেন না এবং যে কোন ব্যক্তি হউক না মুখমধ্যে কোন দ্রব্য রাখিয়া উচ্চ হাস্য, চীৎকার, লম্ফ, দীর্ঘশ্বাসগ্রহণ, আক্ষেপের সহিত কাসী প্রভৃতি ব্যাপার এককালে পরিত্যাগ করিবে। ব্যস্তসমস্ততার সহিত

(১) সম্মুখস্থ কণ্ঠদেশের অব্যহিত পরেই শ্বাসনলী। লারিংস্ (Larynx) ঐ নলীর ঊর্দ্ধভাগ। জিহ্বামূল ও ট্রাকিয়ার (Trachea) মধ্যে উহা অবস্থিত। বায়ুনলী (Trachea) লারিংসের নিম্নে। উহার অধোভাগ দুইটী প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়া একটী বাম ফুস্ফুসে অপরটী দক্ষিণ ফুস্ফুসে প্রবেশ করিয়া অসংখ্য শাখা প্রশাখায় সমস্ত বায়ুকোষ ওতপ্রোতভাবে অন্তর্বিদ্ধ করিয়াছে। শ্বাসনলীর পশ্চাদ্ভাগে অন্ননলী অবস্থিত।

ভোজন করিলে প্রায় সকলেরই কখন কখন কঠিন উৎকাস উপস্থিত হয়; উহাকে আমরা সচরাচর 'বিষম-লাগা' কহিয়া থাকি। জগৎ নির্ম্মাতার এমন কৌশল বটে যে সহসা শ্বাসপথে কিছু প্রবেশ করিতে পারে না; কিন্তু অসাবধান ও ব্যস্ত হইয়া আহার করিলে গিলিত দ্রব্য শ্বাসনালীতে প্রবেশ করিতে পারে। এজন্য সুস্থভাবে ধীরে ধীরে পানভোজন করা সর্ব্বথা আবশ্যক। শ্বাসপথে পেয় কিম্বা আহারীয় সামগ্রীর প্রবেশোপক্রম উক্ত বিষম লাগার কারণ। বিষম লাগার পর যদি শ্বাসকৃচ্ছ্র, বক্ষঃস্থলে ভারবোধ প্রভৃতি কোন প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সত্বর চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

কত বড় পদার্থ শ্বাসনালীতে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে, তাহার কিছু স্থিরতা নাই; কারণ সময়ে সময়ে এরূপ বৃহদ্বস্তু বায়ুরন্ধ্রের অন্তর্নিহিত হইয়াছে যে তচ্ছ্রবণে পাঠক চমৎকৃত হইবেন। কলিকাতায় একবার একটী পঞ্চম বর্ষীয় শিশু লৌহস্ক্রু লইয়া খেলা করিতেছিল। শিশুর স্বভাব, কখন উহা মুখে পুরিতেছে কখন বা বাহির করিতেছে। এইরূপ করিতে করিতে হঠাৎ একবার উহা শ্বাসপথের অন্তর্ভূত হইয়া পড়িল। আসন্ন-বিপদে হতবুদ্ধি হইয়া শিশুটীর জনকজননী অঙ্গুলি দ্বারা উহা নিষ্কাশনের জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু স্ক্রুটী তাহাতে আরো নিম্নগামী হইতে লাগিল। পরিশেষে শ্বাসরোধ জনিত সমস্ত মৃত্যুলক্ষণ উপস্থিত হইল। সঙ্কটাপন্ন গৃহস্থগণ তখন শিশুকে কালেজ হাসপাতালে আনয়ন করিলেন। বিখ্যাত-নামা সার্জ্জন পার্ট্রিজ ট্রাকিয়া ব্যবচ্ছেদ করিয়া স্ক্রু বহির্গত করিলেন। ঈশ্বরানুগ্রহে শিশুর প্রাণের প্রতি ব্যাঘাত জন্মে নাই।

শ্বাসনালীতে কোন বাহ্য পদার্থ প্রবিষ্ট হইলে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, অন্ননালীতেও বাহ্য পদার্থ আকৃষ্ট থাকায় কখন কখন ঠিক সেইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছে। এমন কি সুবিচক্ষণ চিকিৎসকও তথায় প্রতারিত হইয়াছেন। এক ব্যক্তির ভোজন করিতে করিতে হঠাৎ শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং গল প্রদেশে সাতিশয় যন্ত্রণা বোধ হয়। কোন বিখ্যাত চিকিৎসক রোগীর আকার প্রকার ও সমস্ত লক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মীমাংসা করিলেন যে শ্বাস-নালীতেই নিশ্চয় কোন আহারীয় দ্রব্য আকৃষ্ট হইয়া আছে। উক্ত পদার্থ নিষ্কাশনের নিমিত্ত শ্বাসনালী কর্ত্তন করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না,

তজ্জন্য এই স্থির করিলেন যে ফুস্ ফুসীয় বায়ুপথে অবশ্যই ঐ পদার্থ নিম্নগামী হইয়াছে। পরিশেষে রোগীর মৃত্যুর পর শবচ্ছেদ করিয়া দেখিলেন অন্ননালীতে এক খণ্ড অস্থি বিদ্ধ হইয়া আছে।

ঔদ্ভিজ্জ কিংবা জান্তব পদার্থের বিলক্ষণ রসশোষণী শক্তি আছে। এই জন্য ঐরূপ পদার্থ শ্বাসনালীতে প্রবিষ্ট হইলে রসাকর্ষণ করিয়া অচিরেই বৃহত্তর কলেবর ধারণ করে। এরূপ দৃষ্ট হইয়াছে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মটরগুলি অত্যল্প দিবসের মধ্যেই তিন গুণ পরিবর্দ্ধিত হয়। কখন কখন উহা নরম ও গলিত হইয়া উৎকাশের সঙ্গে স্বতই নির্গত হয়।

ভোজনকালে এরূপ উপদ্রব উপস্থিত হইলে প্রতিবিধান দ্বারা কষ্টের শান্তি হইলেও এক কালে নিশ্চিন্ত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, কখন কখন এরূপ ঘটিয়াছে যে শ্বাসকৃচ্ছ্র, কাশী, বক্ষস্থলে ভার বোধ প্রভৃতি উপসর্গ একবারে নিরাকৃত হওয়ায় রোগী সম্পূর্ণ সুস্থভাবাপন্ন হইলেন, শরীর মধ্যে কোন অনিষ্টকর পদার্থ যে সঞ্চিত আছে, এরূপ সন্দেহ করিবার কোন অসুখ অথবা বাহ্য কোনরূপ অনৈসর্গিক লক্ষণ প্রত্যক্ষ হইল না, কিন্তু বহুদিন পরেও সেই বহিঃপদার্থের শ্বাসনালীমধ্যে সমাগমজনিত উৎকট ব্যাধি উপস্থিত হইয়া রোগীর প্রাণসংহার করিয়াছে। লুই একটী রোগীর বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। একজন যুবা পুরুষ চেরি ফল ভক্ষণ করিতেছিলেন। বিষম কাশী ও হিক্কা উপস্থিত হইল, তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, কিন্তু এই যন্ত্রণা অত্যল্পকালমাত্র ছিল। অতঃপর সম্বৎসর ধরিয়া শারীরিক কোন প্রকার গ্লানি অনুভূত হয় নাই। সম্বৎসর পরে হঠাৎ এক দিবস উৎকাসের সঙ্গে একটী বীজ বিনির্গত হইল, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে পূয় ও শ্লেষ্মাদি এত অধিক মাত্রায় নির্গত হইল যে, তিন দিবসের মধ্যেই রোগী অবসন্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন (২) ডাক্তার কণ্ডী আর এক শিশুর যে যন্ত্রণার উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপাঠেও শরীর কম্পিত হইয়া উঠে। দুর্ঘটনার প্রথম সপ্তাহে শিশুটীর দেহে কোনরূপ অসুখের লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। পরিশেষে নিদারুণ ফুস্ ফুস্ প্রদাহ উপস্থিত হইয়া প্রদাহের পঞ্চম দিবসে শিশুটী কালগ্রাসে পতিত হইল। শবচ্ছেদ

(২) Memoir on Bronchotomy, in Memoirs of the Royal Paris Academy of Surgery. Translated by Ottley, 1848.

করিয়া দক্ষিণ ফুস্ ফুসীয় বায়ুনলীতে একটী বীজ দৃষ্ট হইয়াছিল। (৩) লা চ্যারিটীর হাঁসপাতালে এক জন ভৃত্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আহার করিতেছিল, ইত্যবসরে ডাক্তার কর্ভিসার্ট তথায় উপস্থিত হইলেন। ভৃত্যের হঠাৎ ভয় হইল, সে ধরাশায়ী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। পরিশেষে মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইল যে বায়ুনলীর ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ এবং ফুস্ ফুসীয় বায়ুনলী আহারীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। (৪) ডাক্তার ওয়েবষ্টার লিখিয়াছেন যে এক ব্যক্তির শ্বাসনালীতে একটী চেরি বীজ প্রবিষ্ট হইয়া ৬৮ দিবসের পর উহা বহির্গত হয়। উহার উত্তেজনাজনিত ফুস্ ফুস্ প্রদাহ, ফুস্ ফুসে স্ফোটক এবং পূয়জ জ্বর উপস্থিত হইয়াছিল বটে কিন্তু রোগীর প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই। (৫) সার টমাস ওয়াটসন লিখিয়াছেন এক ব্যক্তির শ্বাসপথে একটী গোধূমের শিষ প্রবিষ্ট হয়। রোগী মধ্যে মধ্যে রক্তবমন করিত। সাত বৎসরের পর হঠাৎ এক দিবস উহা আপনা হইতেই নির্গত হইয়া যায় (৬)।

এরূপ দেখা গিয়াছে শ্বাসনালীতে বাহ্য পদার্থ প্রবিষ্ট হওয়াতে কখন কখন উৎকাসের সঙ্গে ক্ষণকালের মধ্যে শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটিয়াছে। অতএব পাঠক দেখুন সামান্য অনবধানতায় কি ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটিতে পারে। সুস্থ ও শান্তভাবে ভোজন করা এবং অবোধ শিশুদিগকে সর্ব্বতোভাবে সাবধানে রাখা মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকাশিত নাড়ীপরীক্ষা প্রস্তাবের ভ্রম সংশোধন।

৩ সংখ্যা	১৭৭ পৃঃ।	অশুদ্ধ ব্রাকিয়ান—	শুদ্ধ ব্রাকিয়াল	(Brachial)	[নিম্ন ১ পংক্তি]
"	ঐ	" রাডিয়ান—	" রাডিয়াল	(Radial)	[নিম্ন ৩ পংক্তি]
"	১৭৯	" সিসেন্‌পাইনস্,	" সিসেল্‌পাইনস্	(Caesalpinus)	[ঊর্দ্ধ ৭ পংক্তি]
"	"	" বৃহদ্ধমনী	" ফুস্ফুসীয় ধমনী	(Pulmonary artery)	[নিম্ন ১৩ পংক্তি]

(৩) Diseases of Clildren, Philadelphia 1850.

(৪) Laenec on Diseases of the Chest. Translated by Forbes, London 1834.

(৫) The Lancet, p. 802, London 1830.

(৬) Lectures on the Principles and Practice of Physic, London 1848.

৪র্থ সংখ্যা	পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পংক্তি
,,	,,	,, হৃদ্ধমনী	,, বৃহদ্ধমনী (Aorta)	[নিম্ন ৬ পংক্তি]
,,	১৮০	,, স্কাইমোগ্রাফ	,, স্ফিগ্মোগ্রাফ (Sphygmograph)	[ঊর্দ্ধ ৮ পংক্তি]
,,	১৮১	,, ভেদ	,, ভেদে	[ঊর্দ্ধ ১২ পংক্তি]
,,	,,	,, ২—৭ ইত্যাদি—	,, নিম্নে সমস্ত বৎসর বুঝিতে হইবে।	
,,	১৮২	,, অনেকস্থলে পীড়িতাবস্থায় নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ হয়।—	শুদ্ধ—অনেকস্থলে পীড়িতাবস্থায় নাড়ী অতিশয় মৃদুগামিনী হয়।	[ঊর্দ্ধ ১৪ পংক্তি]
,,	,,	,, রুগ্নাবস্থায় নাড়ীর বেগ সর্ব্বদা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।—	শুদ্ধ—কিন্তু রুগ্নাবস্থায় নাড়ীর বেগ প্রায় সর্ব্বদা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।	[নিম্ন ৭ পংক্তি]
,,	,,	,, জ্বরের বিচ্ছেদ অবস্থায়—	শুদ্ধ—জ্বরের অবসন্নাবস্থায়	[নিম্ন ২ পংক্তি]
৪ সংখ্যা	২৪০	,, Dicratous—	শুদ্ধ—Dicrotous	[টীকায় নিম্ন ১১ পংক্তি]
,,	,,	,, Tricatous—	,, —Tricrotous	[,, নিম্ন ৯ পংক্তি]
,,	,,	,, Dicratous—	,, —Dicrotous	[,, নিম্ন ৮ পংক্তি]
,,	,,	,, Sphymograph	,, —Sphygmograph	[,, নিম্ন ৫ পংক্তি]
,,	,,	,, Tricratous—	,, Tricrotous	[,, নিম্ন ৩ পংক্তি]
,,	,,	,, Decratous—	,, Dicrotous	[,, নিম্ন ২ পংক্তি]
,,	২৪২	,, রাণ্ডিয়াল—	,, র‍্যাডিয়াল (Radial)	[মূল নিম্ন ৮ পংক্তি]
,,	২৪৩	,, শ্লোক—	,, শ্লোকে	[,, উপর ১ পংক্তি]
,,	২৪৫	Ward	Word	নীচে হইতে ৪।
,,	,,	Notice	Motive	,, ৩।
৫ম সংখ্যা	৩০১	ইদানীং	ইউনানি (হকিমী)	,, ৪।
,,	৩০৩	হৃদ্ধমনীর	বৃহদ্ধমনীর (Aorta)	উপর ,, ১।
,,	৩০৩	হৃদ্ধমনী	ঐ ,,	নীচে ,, ৫।
,,	৩০৬	ঐ	ঐ ,,	,, ১১।
,,	৩০৬	ঐ	ঐ ,,	,, ২।
,,	৩০৭	ঐ	ঐ ,,	উপর ,, ১৬।
,,	৩০৭	বৃহ[illegible]নীর	বৃহৎ বৃহৎ ধমনীর	নীচে ,, ২।
,,	৩০৮	হৃদ্ধমনী	বৃহদ্ধমনী (Aorta)	নীচে ,, ১২।
,,	৩০৯	হৃদ্ধমনী	ঐ ,,	উপর ,, ৬।
,,	৩০৯	Pypor dicrotous	Hyper dicrotous	,, ৮
,,	৩০৯	Dr. Anotic	Dr. Anstic	,, ৯

পদ্য।

কে বাজালে?

-০০:০০-

কি শুনিনু!—কে বাজালে?—কিবা এ বাজিল
সানন্দে জীবন যেন জাগিয়া উঠিল!
কি বাজনা সুরুচির কিবা তান সুগভীর
নীরব গম্ভীর রবে নিখিল ভুবন!
নীরব গম্ভীর বেশ!— যোগে মগ্ন ব্যোমকেশ,—
দেবাত্মা নগাধিরাজ করিছে শ্রবণ!
হিমালয়! বল বল, এ আনন্দ কোলাহল
কেন আজ তবালয়ে? আজি কি উৎসব?
বিজয়ী বাসব সনে আজ কি, নগেন্দ্র, রণে?
তাহা নহে;—কেন তবে এ আনন্দ রব?
কই কোথা পক্ষ তব?— হায়রে স্বপন সব
বিস্তারি নিবিড় তম তম ভয়ঙ্কর
উড় দেখি একবার, আবরি অম্বর।

অসাধ্য এ সাধ তব—যতন বিফল!
বাসবের দর্পে তুমি পর্ব্বত কেবল!
বৃথা বীর্য্য বৃথা বল; গেছে সব পদতল;
পরেছ চরণে সুখে জড়তা শৃঙ্খল!
নাহি জ্ঞান নাহি প্রাণ; হীন তেজ হত মান,
গিয়াছ পাষাণ হয়ে পাপেতে প্রবল!
কি কারণ তবে আর অন্তরে অনল ভার
ভুলাইতে দার্শনিকে করিছ ধারণ
বাহিরে মলিন পরি নীরদ বসন!

এ কি খেলা!—কেন শিরে হেরি স্তূপাকার
রাশি রাশি রাশীকৃত কেবল নীহার?

অদৃষ্টের ফলাফল ভাবি ভাবি অবিরল
হয়েছে কি শিরঃপীড়া ? গভীর গর্জ্জিয়া
অনন্ত-অনল কণা ফণী যেন ঊর্দ্ধ ফণা
আলোড়ি মস্তিষ্করাশি উঠেছে জলিয়া ?
সে পাবক সুশীতল করিতে ঢালিছ জল,—
কেবা তব কবিরাজ ? সে বড় অজ্ঞান !
আত্মায় দংশিলে অহি বাহিরে লেপিলে দহি—
চর্চ্চিলে চন্দনে দেহ, হয় কি নির্ব্বাণ ?
বিষের বিষম জ্বালা ? বাঁচে তায় প্রাণ ?

তবে কেন ?—সেই যদি জীবনে মরণ
ঘটিয়া রয়েছে তব—তব নিকেতন
ভাসিছে আনন্দ জলে ? মদোন্মত্ত দলে দলে
কেশরী শার্দ্দূল শৃঙ্গী ভল্লুক বারণ
ছাড়ি ভীম নাদ ঘন কাঁপাইয়া ত্রিভুবন
পদভরে, ছুটিতেছে মাথি হুতাশন ?
করি করী করাঘাত যেন শত বজ্রপাত !
শৃঙ্গ তুলি শৃঙ্গী, সিংহ দংশিয়া দশন !
করিতেছে ঝর ঝর বিশ্ব নাশী বৈশ্বানর
কর্কশ নির্ঘোষে ঘোষি নির্ঝরিণী হতে ?
ধাতুস্রাব অগ্নি জল আঁধারিয়া নভস্তল
উগারিছ কিংবা কেন তুমি হেন মতে ;
কেন গায় পরীদল ভ্রমি শূন্য পথে ?

সেই ত নয়ন জল— অবিরলধার,
ঝরিছে সহস্র মুখে আজো অনিবার
ব্রহ্মপুত্র সিন্ধুনদী ভাগীরথী নিরবধি
গোমতী যমুনা বেশে শোণিত গলিয়া
ছুটিছে ভাষায়ে বুক— হায় রে মলিন মুখ
হে নগেন্দ্র ! দেখে যায় হৃদয় ফাটিয়া !

অসীম আঁধার ঘেরি   বাজিল গভীর ভেরী
তবে কেন গিরিরাজ! বল প্রকাশিয়া
কে বাজালে? এ উৎসব কিসের লাগিয়া?

অই শোন পুনর্ব্বার বাজিল বাজনা—
অই শোন করে গান অমর অঙ্গনা
দেখ নেত্র উন্মীলিয়া   শুণ্ডে শুণ্ড আকর্ষিয়া
শৈলসম দুই মদ-প্রমত্ত কুঞ্জর
করে খেলা কুতূহলে!   উৎপাটিছে মহীতলে
ভীষণ দশনাঘাতে—এ কিহে ভূধর?
দুই মত্ত মহাবীর   করে শরাসন তীর
এ কি এথা—দেখ চেয়ে করিছে সংগ্রাম!

অসি চর্ম্ম আস্ফালন   জ্যানির্ঘোষ বিভীষণ
ঘন বাণ বরিষণ নাহিক বিশ্রাম।
দন্তে দন্তে কড়মড়   ঘন ঘন কীল চড়
উঠিছে পাবকশিখা-নিনাদ উৎকট;
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ যেন   মনে জ্ঞান হয় হেন
বজ্রাঘাতে চূর্ণ হয়ে পড়িছে বিকট!
সৌদামনী সমশর   উজলিয়া চরাচর
ছুটিছে ভৈরব রবে ঢালি হুতাশন।
সম যোদ্ধা দুই বীর   গম্ভীর প্রবীণ ধীর
যুঝিছে অনন্য মনে নীরবে দুজন!
শত গুণ বিস্তারিত   কোপে আঁখি প্রজ্বলিত
অনল জড়িত মুখ ভাস্করমণ্ডল।
ঘোর হর্ষ—লম্ফ ঝম্প   ঘন ঘন ভূমি কম্প
সিন্ধুভেদি সমুত্থিত প্রকাণ্ড অচল
উদ্গিরিল বাষ্পজল পাবক তরল!

অকালে প্রলয় কেন? কে বা এই দুইজন?
সন্ন্যাসী নিষাদে রণ কেন বা ঘটন?

চিনিলা কি আর্য্যপুত্র— বুঝিলা কি মূলসূত্র
হের কি তুমুল রণ—শোন সবিস্ময়ে
আনন্দের উতরোল ভীষণ সিন্ধু কল্লোল
পটহ দামামা ভেরী দুন্দুভি নিচয়ে
বাজিছে হৃদয়ে অই—— কোথায় ব্রহ্মাণ্ড—কই ?
গেল কি প্রকাণ্ড বিশ্ব অন্তরে মিলিয়া ?
কে বাজালে ? কি বাজিল ? প্রাণ মন কাড়ি নিল
কোথা আমি ? আমি কি—সে ? কে দিবে বলিয়া !
অই দেখ স্তরে স্তরে শ্রেণীবদ্ধ শূন্যপরে
অপ্সরী কিন্নরী পরী বিদ্যাধরী দল
নাচিছে গাইছে সুখে করি কোলাহল।

দেখহ নিষাদনাথ ভূতলে লুণ্ঠিত
শরীর শোণিতসিক্ত নয়ন মুদিত !
প্রমত্ত মাতঙ্গ রাজে দুরন্ত সমর কাজে
নাশিয়া কেশরী যথা করে সিংহধ্বনি,
বসি হর্ষে বক্ষপরে নয়নে অনল ঝরে
ছাড়িছেন সিংহনাদ সন্ন্যাসী তেমনি !
কিঞ্চিৎ চেতনা পেয়ে সন্ন্যাসীর পানে চেয়ে
কহিলা কিরাতনাথ বিনীত বচন ;
ধন্য তুমি ধনুর্দ্ধর, ধন্য পার্থ ধনুঃ শর
ধরেছিলা শুভক্ষণে, সম্বর এখন,—
সম্বর কৃপাণ তব আমি মৃত্যুঞ্জয় ভব
আমারে বধিলে যায় বিধাতার মান ;
উঠ উঠ বীরবর তুষ্ট আজ মহেশ্বর
তোমা প্রতি দিব বর, রাখ মম প্রাণ।
বিধির কর না বীর ! আজি অপমান

শিহরি অন্তরে কিন্তু গম্ভীরে তখন
উত্তরিলা ধনঞ্জয় পাণ্ডুর নন্দন ;

সত্য তুমি মৃত্যুঞ্জয় কি করে প্রত্যয় হয়?
মৃত্যুঞ্জয় হও কিংবা হও অন্য জন;
ছাড়িয়া দিব না আমি; অখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বামী
সত্য যদি কিংবা তুমি রুদ্র ত্রিলোচন;
উঠ তবে করে ধরি ভীম বজ্র যত্ন করি
উঠাও আগেতে এই ললাট লিখন;
উঠাও এ অদৃষ্টের হে শিব দারুণ ফের
লিখ যথা সমুজ্জ্বল কিরণে এখন,
ভূতলে অনন্ত সুখ না হেরিবে দুখ মুখ
দেহান্তে হেলায় যাবে মোক্ষ নিকেতন।
দিব ছাড়ি তবে তোমা ভবানীভাবন।

কে বা এ কিরাতনাথ কেবা এ সন্ন্যাসী
চিনিলে কি অতঃপর অহে বঙ্গবাসী?
ইচ্ছায় প্রলয় লয় মৃত্যু যাঁরে করে ভয়
সেই মৃত্যুঞ্জয় হের পার্থ পদতল!
হের বেশ হের রঙ্গ অগ্নিরাশিময় অঙ্গ
নয়নে অনল জ্বলে মার্ত্তণ্ড মণ্ডল!
তুষ্ট হয়ে শূলপাণি ঘুচাল চক্ষের ছানি
অপূর্ব্ব মূরতি পার্থ দেখিলা হৃদয়ে;
বৃষভবাহন হর পঞ্চমুখ ভয়ঙ্কর
করেতে জীবন্ত শূল; কাঁদিয়া বিনয়ে
হর পাদপদ্ম তলে পড়ি বীর কুতূহলে
আরাধিলা ভক্তিভাবে রাজীব চরণ;
তুষ্ট হয়ে উমানাথ দিলা আলিঙ্গন!

কি হেরিনু—কি শুনিনু? শুনিব কি আর?
কে বাজালে কি বাজিল?—বাজ আরবার?
ভারত সন্তানগণ করি নেত্র উন্মীলন
দেখহ প্রত্যক্ষ পটে ভারত সন্তান

বুদ্ধি বিদ্যা বাহুবলে অদ্বিতীয় ধরাতলে,
পদতলে নত যার হের ভগবান!
আমরা সকলে তবে হায়, এ বিপুল ভবে
হীন কিসে? নহে কি সে আর্য্যের শোণিত
শিরানুশিরাতে আজো আছে প্রবাহিত?

অসাধ্য সাধন হলে হয় সিদ্ধ যোগবলে
চেষ্টার অধীন সব, আমরা সকলে
অসার কৌতুকে কেন কাল ক্ষেপ করি হেন?
পরিয়া ভূষণ ভ্রমে আলস্য শৃঙ্খলে?
থাক্ পুত্র পরিবার জননীর হাহাকার
বিফল বিষম মায়া, এ মায়ার দাস

হয়ে ফল? চল চল, কেন এ বিলম্ব বল,
সাজিয়া যোগীন্দ্রসাজে যাই বনবাস।
যোগেতে যোগীন্দ্রসনে বুঝিব তুমুল রণে
হয় কিনা হয় সাধ দেখিব সফল!
অর্জ্জুন অর্জ্জুন রবে কি কাজ করিনু তবে
আমরা মনুষ্য হয়ে আসি মহীতল?
এক এক পার্থ হয়ে অসি ধনু শর লয়ে
আপন আপন নাম সবাই জাগাব,
সবাই আপন নাম সৌরভে সাজাব,
দেখিব ব্রহ্মাণ্ড ঘেরি গভীর দুন্দুভি ভেরী
হিমাদ্রি অটবী মাঝে বাজে কি না বাজে
এই রূপে এই সুরে সপ্তমেতে তান পূরে
দেখিব নিশ্চিন্ত কেবা রহে মহীমাঝে!

সাংখ্যদর্শন।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সূত্রকার প্রমাণ করিয়াছেন, লৌকিক ও বৈদিক

কোন উপায়ই পুরুষের আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ ত্রয়ের উন্মূলনে সমর্থ নহে, তত্ত্বজ্ঞানই একমাত্র উপায়। বাস্তবিকও সহজতঃ বুঝা যাইতেছে, যে কোন বিষয় হউক, তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ ও যাথার্থ্য জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার ভ্রম ভঞ্জন হয় না, সুতরাং দুঃখেরও নিবৃত্তি হয় না। প্রথমতঃ সাংসারিক বিষয় ধরিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ। আমরা যে সমস্ত সাংসারিক কষ্ট ভোগ করিয়া থাকি, তাহার অধিকাংশই আমাদিগের ভ্রমপ্রমাদ কৃত, বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান না থাকাতেই যেটী বাস্তবিক অনিষ্টকর, তাহাকে আমরা ইষ্টকর জ্ঞান করি, আর যেটী বাস্তবিক ইষ্টকর, তাহাকে অনিষ্টকর বোধ করিয়া থাকি। এ অপরাধের যথোচিত ফল ভোগও হইয়া থাকে। অনেক গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়, চিরন্তন প্রথানুসারে বহুসংখ্য জ্ঞাতি অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে চালে চালে বসতি করিয়া থাকেন। অনেকের মতে এই প্রকার বাস শ্লাঘনীয়। কিন্তু বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান না থাকাতে এ প্রকার বাস প্রণালী যে কি ভয়াবহ অনিষ্টকর, তাহা অধিকাংশ লোকেই বুঝিতে পারেন না। অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে বাস গৃহ নির্ম্মাণ নিবন্ধন অনেক গৃহের বায়ুসঞ্চার এককালে রুদ্ধ হয়, অনেক প্রাঙ্গণ জন্মের মধ্যে সূর্য্যের মুখ দেখিতে প্রায় না। সুতরাং গৃহগুলি দূষিত বাষ্পে পরিপূরিত ও আর্দ্র হইয়া যাবতীয় পীড়ার আকর হইয়া উঠে। অসংখ্য পীড়া প্রচ্ছন্নভাবে ঐ গৃহগুলি অধিকার করিয়া থাকে, ধর্ম্মরাজ সময়ে সময়ে তাহার প্রভাব প্রকাশ করিয়া গৃহস্থগণের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা পাইয়া থাকেন, কিন্তু দুঃসংস্কার বশতঃ বস্তুর তত্ত্ববোধে প্রবৃত্তি না থাকাতেই চৈতন্য হয় না। কখন বিসূচিকা কখন মেলেরিয়া কখন বসন্ত বিক্রম প্রকাশ করিতেছে, গৃহস্থেরা অদৃষ্ট দোষ বা বিধিবিড়ম্বনা ভাবিয়া শরীর পাতিয়া দিতেছেন, কাপুরুষবৎ দৈবের উপরে নির্ভর করিতেছেন, প্রতিক্রিয়ার কোন উপায় করিতেছেন না। অধিক লোক একত্র বাস করিলে স্থান মলমূত্র ও আবর্জ্জনাদি দ্বারা সাতিশয় দূষিত হইয়া উঠে। যদি স্থান তেমন পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলেও তত অনিষ্ট হয় না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে সে ব্যবস্থা নাই, সুতরাং যমের দূতগণ সেই আবর্জ্জনা মধ্যে অদৃশ্যভাবে বাস করিয়া গৃহস্থের সন্তান সন্ততিদিগকে একৈকক্রমে নিজ প্রভুর মন্দিরে লইয়া উপস্থিত করে। ২০ বৎসর পূর্ব্বের কলিকাতা আর এখনকার কলিকাতা ইহার উদাহরণ। তখন কলিকাতা

রীতিমত পরিষ্কৃত হইত না, এক এক সময়ের মৃত্যু সংখ্যা স্মরণ হইলে হৃদয় আতঙ্কে বিহ্বল হয়। পরিষ্কার করিবার সুব্যবস্থা হইবার পর অবধি সেই মৃত্যু সংখ্যা অনেক কমিয়াছে। এখন যেমন কলিকাতাকে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তেমনি যদি ঘন বসতিগুলি বিরল করিয়া দেওয়া হয়, বোধ হয় যমরাজের নিজ পুরে কলিকাতাবাসিকে লইয়া যাইবার ছল পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে। ঘন বসতি কেবল যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনিষ্টকর এরূপ নয়, সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ ও মকদ্দমা মামলা হইয়া গৃহস্থেরা চির অসুখিত হয়, কোন কোন গৃহস্থ এককালে উৎসন্ন হইয়া যায়। ঘন বসতিতে যে ইষ্টলাভ, সে অতি সামান্য, অনিষ্টই অধিক।

সামাজিক রীতি নীতি ও দর্শন কর, বস্তুতত্ত্বজ্ঞান না থাকাতে অনেকে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহকে উপাদেয় বোধ করিতেছেন, কিন্তু ইহা যে সমাজের কতদূর অনিষ্ট করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। প্রাচীন স্পার্টাবাসিরা অপদার্থদিগকে সমাজকণ্টক বিবেচনা করিয়া অন্ধ খঞ্জাদি শিশু সন্তানদিগকে পর্ব্বত গুহায় নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিত। ভারতে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের কল্যাণে সেই সমাজকণ্টক অপদার্থের অভাব নাই। যে দেশ অপদার্থে পরিপূরিত, সে দেশের কখন মঙ্গল হয় না। সে দেশের কখন পরাধীনতা শৃঙ্খল পরিধান ও পরপাদুকা বহন ব্রতের ভঙ্গ হয় না। আমরা পৃথিবীর মধ্যে প্রধান ও প্রসিদ্ধ উর্ব্বর ভূমিতে বাস করিয়াও যে চির দারিদ্র্য ভার বহন করিতেছি, বাল্য ও বহুবিবাহ কি তাহার অন্যতর প্রধান কারণ নয়? অনেকে উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে বহুল সন্তান সন্ততির জন্মদাতা হইয়া উঠেন। বিড়াল কুকুর ছাগ মেষাদির ন্যায় অগণিত অপদার্থ সন্তান জন্মিলেই দেশ সৌভাগ্যশালী হয় না। আর যে সকল সিমন্তিনী অগণ্য সন্তান প্রসব করেন, তাঁহারাও ধন্যবাদার্হ হইতে পারেন না।

কর্ম্মকর্ত্তাদিগের তত্ত্বজ্ঞান না থাকাতে বিচারকার্য্য রাজনীতি চিকিৎসাদি কার্য্যাদিরও এই প্রকার দুর্দ্দশা; তন্নিবন্ধন আমাদিগকে অহর্নিশ অনুক্ষণ নানা কষ্টভোগ করিতে হইতেছে। চট্টগ্রামের এক প্রান্তে এক মুন্সেফ আদালতে একটী মকদ্দমা উপস্থিত হইল, এক আইনের তর্ক লইয়া নানা প্রকার মতামত হইয়া ইংলণ্ডে প্রিবিকৌন্সিলে গিয়া তাহার বিশ্রাম হইল। যে বিষয়টী লইয়া তর্ক উপস্থিত হইল, সে বিষয়টীর স্বরূপ কি, বিচারপতিদিগের যদি

প্রকৃতপক্ষে সে জ্ঞান থাকিত, কখনই এত গোলযোগ হইত না। রাজনীতির ত গতি অতি চমৎকার। লার্ড ডেলহাউসি বিদ্রোহের বীজ বপন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন! লর্ড লিটন অন্যায় যুদ্ধে অনুমোদন করিয়া পূজিত হইলেন। পক্ষান্তরে,লার্ড কানিঙ ন্যায়ানুসারে চলিয়াছিলেন বলিয়া তৎকালে যার পর নাই লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের ত কথাই নাই। প্রত্যক্ষ বিষয়েই বস্তুতত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে যখন এত গোলযোগ, তখন অপ্রত্যক্ষ রোগাদি বিষয়ে চিকিৎসকেরা বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানে যে সমর্থ হইবেন, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদিগের অন্ধকারে সাপ ধরা হয়।

উপরে যে সকল বিষয়ের প্রসঙ্গ করা হইল, তদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইতেছে, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবই আমাদিগের যাবতীয় অনিষ্ট ও কষ্টের কারণ। যে সকল ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান আছে, তাঁহাদিগের অনিষ্ট বা কষ্ট হয় না। এই কারণেই পণ্ডিতের ও মূর্খের এক বিষয়েই কষ্টের ইতর বিশেষ হয়। কারণ, পণ্ডিতের তত্ত্ব বুঝিবার অধিক ক্ষমতা আছে, তিনি বুঝিয়া সাবধান হন, মূর্খের সে বোধ নাই, সে বিপদে পতিত হয়। সংসারে প্রিয় পুত্র কলত্রাদি বিয়োগ জনিত শোক অজ্ঞান বলিয়া মূঢ়ের অধিক লাগে, পণ্ডিতের তত লাগে না। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত পুত্রকলত্রাদির ও আত্মার স্বরূপ বুঝিতে পারেন, ঈশ্বরের সৃষ্টির গতি ও নিয়ম এবং বস্তুজাতের অনিত্যতা বুঝিয়া থাকেন, সুতরাং তিনি প্রিয় বস্তুর বিয়োগে মূঢ়ের মত কাতর হন না। তবেই প্রমাণ হইতেছে, তত্ত্বজ্ঞানই দুঃখত্রয়ের উন্মূলনের মূল। যে প্রণালীতে ও যেরূপে সেই তত্ত্বজ্ঞান হয়, এক্ষণে তাহা বিবৃত ও বিবেচিত হইতেছে। পাঠক কল্পদ্রুমের পঞ্চম খণ্ডে দেখিয়াছেন, সাংখ্যসূত্রকার কহিয়াছেন, পুরুষ ত্রিবিধ দুঃখে নিয়ত তাপিত হইয়া থাকেন। এক্ষণে বিচার করা হইতেছে,সেই দুঃখ পুরুষের স্বাভাবিক নৈমিত্তিক অথবা ঔপাধিক দুঃখ। ইহার বিচারার্থই সপ্তম সূত্রের আরম্ভ করা হইতেছে।

ন স্বভাবতোবদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ।৭॥

দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম মোক্ষ; আর দুঃখযোগের নাম বন্ধ। পুরুষ স্বভাবতঃ দুঃখাভিহত, যদি এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয়, তাহা হইলে মোক্ষের নিমিত্ত সাধনোপদেশ বিধি সম্ভাবিত হয় না। যে দুঃখ স্বাভাবিক, তাহার অন্যথাভাব বা বিনাশ সম্ভাবনা নাই। অগ্নির উষ্ণতাধর্ম্ম স্বাভাবিক। অগ্নি বর্ত্ত-

মান থাকিবে, অথচ তাহার উষ্ণতা ধর্ম্ম দূরাপেত হইবে, ইহা সম্ভাবিত নহে। অগ্নি যতদিন থাকিবে, তাহার উষ্ণতা ততদিন থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক শব্দের অর্থ। পুরুষের দুঃখ যদি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে তাহার নিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং সেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি-সাধনের উপদেশ দেওয়া বিফল হয়। তবে যখন দেখা যাইতেছে পুরুষের দুঃখ হইতে মুক্তি হয়, তখন এই সিদ্ধান্ত হইতেছে, পুরুষের দুঃখ স্বাভাবিক নয়। সূত্রান্তর দ্বারা এই অর্থই দৃঢ়ীভূত করা হইতেছে।

স্বভাবস্যানপায়িত্বাদননুষ্ঠানলক্ষণমপ্রামাণ্যং। ৮॥

স্বভাবের অন্যথা হয় না, তাহা হইতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই, অতএব তৎসাধনের অননুষ্ঠান স্বতঃসিদ্ধ হইতেছে, তাহার আর প্রমাণের অপেক্ষা রহিতেছে না।

যদি বল শ্রুতিই তৎসাধনের অনুষ্ঠানের প্রমাণ, সূত্রকার তদুত্তরে কহিতেছেন:—

নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেঽপ্যনুপদেশঃ। ৯॥

যে ফল সাধ্যায়ত্ত নয়, তৎসাধনের উপদেশ বিধি সঙ্গত নয়; উপদেশ দিলেও সে উপদেশ উপদেশ নয়। তাহাতে কোন ফল হয় না।

এ স্থলে এই আশঙ্কা করা হইতেছে:—

শুক্লপটবৎ বীজবচ্চেৎ। ১০॥

শুক্ল বস্ত্রের শুক্লতা স্বাভাবিক হইলেও যদি ঐ বস্ত্রকে নীলপীতাদি বর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করা যায়, তাহার যেমন শুক্লতা বিনষ্ট হয়, এবং বীজের অঙ্কুরজননী শক্তি আছে, কিন্তু অগ্নি দ্বারা যদি ঐ বীজকে ভর্জ্জিত করা যায়, তাহার সেই অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি যেমন বিনষ্ট হয়, সেইরূপ পুরুষের দুঃখযোগ স্বাভাবিক হইলেও সাধনোপদেশ দ্বারা তাহার বিনাশ সম্ভাবনা আছে। এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার সমাধান করিতেছেন:—

শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ। ১১।

উপরে শুক্লপট ও বীজের যে দুটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, তাহাতে শক্তির আবির্ভাব বা তিরোভাব হয় এইমাত্র, কিন্তু স্বাভাবিক শক্তির বিনাশ হয় না। বোধ কর, শুক্ল পটে লোহিত রঙ মাখান হইল, তাহা যদি উঠাইয়া ফেলা যায়, বস্ত্রের আবার সেই শুক্লবর্ণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ

আবির্ভাব ও তিরোভাব-কারণে দুঃখের এককালে নিবৃত্তি হয় না। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। দুঃখের তিরোভাবকে আত্যন্তিক নিবৃত্তি বলা যায় না।

মনুসংহিতা।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

পাঠক! একবার স্মরণ করিয়া দেখুন, পঞ্চম খণ্ড কল্পক্রমে প্রতিপন্ন হইয়াছে, মনু অদৃষ্টবাদী, তাঁহার মতে যে প্রাণির যেমন কর্ম্ম, তাহার তেমনি জন্মান্তর লাভ ও জন্মান্তরে সুখ দুঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু বাইবলকর্ত্তা জন্মান্তরবাদী নন। যে যেমন শুভাশুভ কর্ম্ম করে, শেষ-বিচারের দিনে তাহার সেই কর্ম্মের বিচার হইয়া তদনুরূপ দণ্ড হয়। যে পুণ্য কর্ম্ম করে, তাহার উৎকৃষ্ট লোক প্রাপ্তি হয়, আর যে পাপ কর্ম্ম করে, তাহার চির দুস্তর নরক ভোগ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, একের অপরাধে অপরের দণ্ড হওয়াও বাইবলের অনভিমত নয়। আদম শয়তানের প্রলোভিত স্ত্রীর বাধ্য হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া জ্ঞান তরুর ফল ভোজন করেন, তিনি অপরাধ করিলেন কিন্তু তাঁহার সন্তানেরা অদ্যাপি সেই পাপ কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছেন। ইউরোপীয়দিগের অবলম্বিত রাজনীতিও ইহার অনুসারিণী। ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান অপরাধ করিলেন, ফরাসী রাজ্য তাহার ফলভোগী হইল। সুলতানের কর্ম্মচারিগণ অত্যাচারী, অতএব তাহারাই অপরাধী, কিন্তু তুরস্কের সমুদায় মুসলমান তাহার ফলভোগ করিল। রুষ ইংরাজের চক্ষে অপরাধী কিন্তু কাবুলের আমীর তাহার ফলভোগী হইলেন।

ভগবান্ মনু জীব সৃষ্টি বর্ণন করিয়া নিম্নলিখিতরূপে তাহার উপসংহার করিতেছেন।

এবং সর্ব্বং স সৃষ্ট্বেদং মাঞ্চাচিন্ত্যপরাক্রমঃ।
আত্মন্যন্তর্দধে ভূয়ঃ কালং কালেন পীড়য়ন্॥ ৫১॥

সেই অচিন্ত্যশক্তি প্রজাপতি উল্লিখিতরূপে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ ও আমাকে সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টিকালকে প্রলয় কাল দ্বারা নিপীড়িত করিয়া আত্মাতে অন্তর্দ্ধান (শরীর পরিত্যাগ) করিলেন।

যদা স দেবোজাগর্ত্তি তদেদঞ্চেষ্টতে জগৎ।
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতি ॥ ৫২ ॥

সেই দেব প্রজাপতি যখন জাগরিত হন, সৃষ্টিস্থিতি ইচ্ছা করেন, সেই সময়ে এই জগৎ শ্বাস প্রশ্বাস ও আহারাদি চেষ্টা লাভ করে; আর যখন তিনি প্রলয় বাসনা করিয়া নিবৃত্তেচ্ছ হইয়া নিদ্রা যান, সেই সময়ে জগৎ প্রলয় প্রাপ্ত হয়।

উক্ত অর্থই বিশদ করিয়া বলা হইতেছে।

তস্মিন্ স্বপতি তু স্বস্থে কর্ম্মাত্মানঃ শরীরিণঃ।
স্বকর্ম্মভ্যোনিবর্ত্তন্তে মনশ্চ গ্লানিমৃচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥

সেই প্রজাপতি নিবৃত্তস্পৃহ হইয়া নিদ্রিত হইলে স্বকর্ম্মলব্ধদেহ জীবসকল দেহ গ্রহণ ব্যাপার হইতে বিনিবৃত্ত হয়, এবং মনও ইন্দ্রিয় সহিত বৃত্তিরহিত হয়।

খণ্ডপ্রলয়ের বিষয় বর্ণন করিয়া এক্ষণে মহাপ্রলয়ের বিষয় বর্ণন করা হইতেছে।

যুগপত্তু প্রলীয়ন্তে যদা তস্মিন্মহাত্মনি।
তদায়ং সর্ব্বভূতাত্মা সুখং স্বপিতি নির্বৃতঃ ॥ ৫৪ ॥

যখন সমুদায় স্থাবর জঙ্গম জগৎ সেই পরমাত্মাতে যুগপৎ লয় প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে এই সর্ব্বভূতাত্মা নির্ব্বৃত হইয়া সুষুপ্ত হন। তখন আর তাঁহার জাগ্রৎ স্বপ্ন ব্যাপার থাকে না।

———০:০:০———

কল্পদ্রুম।

বাঙ্গালার শেঠ বংশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বোধ হয়, শ্রেষ্ঠি শব্দের অপভ্রংশ শেঠ। হিন্দু রাজার অধিকার কালে বৈশ্যেরা ধনরক্ষকের কাজ করিত, এবং রাজার অসময়ে তাহারা টাকা কর্জ্জ দিয়া রাজ্যের সবিশেষ সাহায্য করিত। যেগুলি অর্থাগমের প্রকৃত ও উৎকৃষ্ট উপায়, তাহা বৈশ্যদিগেরই হস্তগত ছিল। ভগবান্ মনু বৈশ্যের যে কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা এইঃ—

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥

পশুপালন, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন, বাণিজ্য কার্য্য, সুদ লওয়া, ও কৃষিকার্য্য এই কয়টী বৈশ্যের কার্য্য।

বাণিজ্য, কৃষি, পশুপালন ও ঋণদান, এ কয়টীই অর্থাগমের প্রশস্ত দ্বার। এই প্রশস্ত উপায় কয়টীই বৈশ্যের হস্তগত। অতএব তাহারা যে অন্য বর্ণের অপেক্ষা উন্নত ও সৌভাগ্যশালী ছিল, তাহা স্পষ্ট অনুমান হইতেছে। ধন থাকিলে লক্ষ্মীর শ্রী হয়। তাহারা যে সভ্য ভব্য ও রাজার প্রিয়পাত্র ছিল, তাহাদিগের প্রতি রাজার বিশ্বাস ও আদর দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। মিতাক্ষরাকার লিখিয়াছেন, রাজসভাকে কতিপয় বণিক দ্বারা উপশোভিত করিবে। হিন্দু রাজা ও রাজমন্ত্রিরা যে তাহাদিগকে অধিক বিশ্বাস করিতেন, মুদ্রারাক্ষসের রাক্ষসব্যবহার দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। উপাধ্যায় চাণক্যের মন্ত্রণাবলে নন্দবংশ ধ্বংস হইলে রাক্ষস যখন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যান, সেই সময়ে শ্রেষ্ঠি উপাধি বিশিষ্ট বণিক চন্দনদাসের নিকটে নিজ কলত্র পুত্রাদি রাখিয়া গিয়াছিলেন। বণিকেরাও প্রাণপণে বিশ্বাস রক্ষা করিতেন। চাণক্য চন্দনদাসের প্রাণদণ্ডের ভয় প্রদর্শন করিয়া রাক্ষসের

পরিবারকে তাঁহার হস্তে সমর্পণের নিমিত্ত অতিশয় পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু চন্দনদাস নিজ প্রাণ বিসর্জ্জনে সম্মত হইয়াছিলেন, তথাপি রাক্ষসের পরিবারকে চাণক্যের হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হন নাই।

মুসলমান রাজারাও হিন্দু রাজগণের ন্যায় বণিকদিগের সাহায্য গ্রহণ করিয়া অর্থকৃচ্ছ্ররূপ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাদিগের প্রত্যুপকার সাধনে পরাঙ্মুখ হইতেন না। মুরসিদ কুলিখাঁ সেই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থই হীরানন্দ সাহের বংশধর মাণিকচাঁদকে "জগৎ শেঠ" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। নবাবদিগের সহিত ইংরাজদিগের বিষয় সম্পর্ক হইলে যে শুভাশুভ ঘটনা হয়, তাহাতে জগৎশেঠের বংশধরেরা বিশেষ রূপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। পঞ্চমসংখ্য কল্পদ্রুমে পাঠক ইহার কতক সংবাদ পাইয়াছেন। অবশিষ্ট বৃত্তান্ত এই সংখ্যায় বর্ণিত হইতেছে।

১৭৪৯ অব্দে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ যখন কাশীমবাজারের কুঠি আক্রমণ করেন, সেই সময়ে ইংরাজেরা ১২ লক্ষ টাকা দিয়া অব্যাহতি পান। এই টাকা শেঠদিগের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল। ১৭৫৩ অব্দে বিলাতের ডিরেক্টর সভা কলিকাতার কৌন্সিলের অধ্যক্ষকে কলিকাতায় একটী টাকশাল স্থাপন করিবার অনুরোধ করেন। কিন্তু কৌন্সিলের অধ্যক্ষ শেঠদিগের ধনবাহুল্যের উল্লেখ করিয়া এই অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ হইলেন। তিনি ডিরেক্টরের সভাকে এতৎসম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে এই কথা লিখিলেন, আমরা নবাবকে যে পরিমাণে টাকা দিব, জগৎ শেঠ তদপেক্ষা অনেক অধিক টাকা দিয়া নবাবকে বশীভূত করিবেন। সুতরাং নবাবের নিকট হইতে টাকশাল স্থাপনের অনুমতি পাইবার সম্ভাবনা নাই। ইহার পর ডিরেক্টর সভার অধ্যক্ষ কলিকাতার কৌন্সিলকে দিল্লীর দরবার হইতে অতি গোপনে জগৎ শেঠের অজ্ঞাতসারে টাকশাল স্থাপনের অনুমতি আনিবার পরামর্শ দিলেন। এজন্য অন্ততঃ দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। অতঃপর ইংরাজেরা ১৭৫৭ অব্দে কলিকাতায় টাকশাল করেন। কিন্তু জগৎ শেঠের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কার্য্য করা তাঁহাদিগের পক্ষে সহজ হয় নাই। জগৎদাস নামে একজন সমৃদ্ধিপন্ন ব্যবসায়ীর সহিত কোম্পানির টাকা লেনা দেনা ছিল। কলিকাতার টাকশাল হইবার এক বৎসর পরে জগদ্দাস ইংরাজদের

মুদ্রিত টাকা লইয়া কারবার চালাইতে অসম্মত হইলেন। তাঁহার অসম্মতির কারণ এই, তিনি বলিলেন জগৎ শেঠ মুর্শিদাবাদের টাকার মূল্য অনায়াসে ন্যূন করিয়া আপনার কারবার চালাইবেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ইংরাজদের মুদ্রিত সিক্কা টাকার মূল্য কম করিতে পারিবেন না। শেঠবংশ যে কেমন প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী ছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

১৭৫৭ অব্দে আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হয়। এই সময় অবধি শেঠেরা ইংরাজদের সহিত ক্রমে ঘনিষ্ঠতাসূত্রে বদ্ধ হইতে থাকেন। নবাব সেরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ ও অবরোধ করিলে শেঠেরাই প্রধানতঃ নবাবের সহিত ইংরাজদের সৌহার্দ্দ সম্পাদনের চেষ্টা পান। ইংরাজেরা নবাবের আক্রমণে সন্ত্রস্ত হইয়া যে সময়ে কলিকাতা হইতে পলাইয়া ফলতার নিকট উপস্থিত হন এবং জাহাজে থাকিয়াই নবাবকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিবার গূঢ় মন্ত্রণা করেন, সেই সময় অবধিই শেঠদিগের সহিত ইংরাজদিগের বিশিষ্ট সংস্রবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ২২এ জুন কলিকাতা নবাবের অধিকৃত হয়। ২২এ আগষ্ট ইংরাজদের কৌন্সিল সভা নবাবের সহিত সম্মিলন করিবার অভিপ্রায়ে আহ্লাদ সহকারে জগৎ শেঠকে একখানি পত্র লিখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা শকতজঙ্গ সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলে মীরজাফর ও অন্যান্য প্রধান সেনানীগণ তাঁহার দমনার্থ প্রেরিত হইলেন। এই সময়ে নিম্ন লিখিত কারণে বাঙ্গালার নবাবের সহিত জগৎ শেঠের অসদ্ভাব জন্মিল। জগৎ শেঠ স্বয়ং চেষ্টা পাইয়া দিল্লী হইতে সনন্দ আনিয়া নবাবকে দেন নাই, এই তাঁহার এক অপরাধ। ইহাতে নবাব অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে যার পর নাই তিরস্কার করিলেন। তাঁহার অপর অপরাধ এই, নবাব তাঁহাকে বণিকদের নিকট হইতে তিন কোটী টাকা তুলিয়া দিতে বলেন। ইহাতে তিনি এই উত্তর করিলেন, এরূপে টাকা তুলিতে গেলে অতিশয় অত্যাচার হইবে। ঐ কথা শুনিয়া নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, এবং তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। মীরজাফর এই সংবাদ অবগত হইয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, শীঘ্রই পূর্ণিয়া হইতে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং

জগৎ শেঠকে কারামুক্ত করিয়া দিবার নিমিত্ত নবাবকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। কিন্তু নবাব এ অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। মীর জাফরের যত্ন সর্ব্বতোভাবে বিফল হইল। জগৎ শেঠ কারাগৃহে অবরুদ্ধ রহিলেন। অতঃপর সিরাজের অদৃষ্টচক্র যে অধোগামী হয়, এই তাহার সূত্রপাত হইল।

এইরূপে অপমানিত হইয়াই জগৎ শেঠ ইংরাজদের সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং সিরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ১৭৫৬ অব্দের ২৩ এ নবেম্বর কৌন্সিল সভার সভ্যগণ পূর্ব্বের ন্যায় ফলতাতে থাকিয়াই গোপনে চক্রান্ত করিতে থাকেন। তাঁহাদিগের অনুরোধে মেজর কিলপাট্রিক জগৎ শেঠকে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে লিখিত ছিল "ইংরাজেরা সমুদায় বিষয়ের সুন্দর বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত কেবল জগৎ শেঠের উপরেই নির্ভর করিতেছেন।" প্রকাশ হইলে পাছে নবাব তাঁহাদিগের উপরে নিতান্ত ক্রূর আচরণ করেন, এই ভয়ে শেঠেরা প্রকাশ্য ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা রণজিৎ রায়কে কর্ণেল ক্লাইবের সহিত সমুদায় বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার অনুমতি করিয়া দিলেন। ১৭৫৭ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের যে সন্ধিপত্রানুসারে সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের সমুদয় প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তাহা এই রণজিৎ রায়ের উদ্যোগেই সম্পন্ন হয়। ইহার পর ক্লাইব চন্দননগর অধিকার করিলেন। চন্দননগর অধিকারের পর নবাবের সহিত ইংরেজদের পুনর্ব্বার যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল। এই সময় অবধি শেঠেরা ইংরেজদের বিশেষরূপে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আলয় সিরাজউদ্দৌলার পদচ্যুতির ষড়যন্ত্র করিবার আলয় হইল। তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থ ইংরেজদের ক্ষমতাকে দ্বিগুণিত করিয়া তুলিল এবং তাঁহাদের প্রভাব ও ক্ষমতা ইংরেজের বাঙ্গালার আধিপত্য লাভের প্রধান সহায়ভূত হইল।

এই ষড়যন্ত্রে সিরাজউদ্দৌলা পদচ্যুত ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া নির্দ্দয় ঘাতকের হস্তে আত্ম প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন এবং মীর জাফর তাঁহার পদে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হইলেন। ১৭৫৭ অব্দের ৩০ এ জুন (পলাশীযুদ্ধের সাত দিন পরে) জগৎ শেঠের গৃহে ষড়যন্ত্রকারিদিগের প্রাপ্য বিষয়ের মীমাংসা হইল। এই স্থানেই শ্বেত ও লোহিতবর্ণ সন্ধিপত্রের মর্ম্ম উদ্ভিন্ন হইল এবং ক্লাইবের প্রবঞ্চনায় উমীচাঁদ যার পর নাই মর্ম্মব্যথা পাইলেন।

ইহাতে শেঠদিগের কি লাভ বা ক্ষতি হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। কিন্তু ইংরেজ দরবারে শেঠদিগের সম্মান ও সমাদর যে অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মন্ত্রণা ও তাঁহাদের অর্থবলে ইংরেজের যে আধিপত্য লাভ হয়, ইংরেজ এই মহোপকার বিস্মৃত হন নাই। ১৭৫৯ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নবাব মীর জাফর ও জগৎ শেঠ কলিকাতায় আগমন করেন। ইংরেজেরা সাতিশয় সমাদর সহকারে তাঁহাদিগের যথোচিত আতিথ্য সংকার করিয়াছিলেন। কেবল নবাবের অভ্যর্থনাজন্য ইংরেজেরা ৮০,০০০ টাকা ব্যয় করেন এবং জগৎ শেঠের পরিচর্য্যার্থ ১৭,৩৭৪ অর্কট মুদ্রা ব্যয়িত হয়।

শেঠেরা ষড়যন্ত্র করিয়া সিরাজের বিনাশসাধন করিলেন বটে, কিন্তু অতঃপর তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। তাঁহারা যত্ন করিয়া মীর জাফরকে মুরসিদাবাদের সিংহাসনে অধিরোহিত করিলেন বটে কিন্তু নবাবের প্রার্থনা পরিপূরণে একান্ত অসমর্থ হইলেন। মীর জাফর তাঁহাদিগকে টাকার জন্য বারম্বার বিরক্ত করিতে লাগিলেন। শেঠেরা তাঁহার প্রার্থনানুরূপ অর্থদান করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, শেঠদিগকে দীর্ঘকাল এই অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না। শীঘ্রই মীর জাফরের কার্য্যকাল শেষ হইয়া আসিল। তিনি পদচ্যুত হইলেন। তাঁহার স্থলে মীর কাসিম বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলেন।

মীর কাসিম ১৭৬০ অব্দের অক্টোবর মাসে নবাব হইলেন। তিনি সকল বিষয়েই সমান দক্ষতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শেঠদিগের প্রতিও তাঁহার সৌজন্য বিকশিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে শীঘ্রই এ অনুগ্রহ বিলুপ্ত হইল। মীর কাসিম ইংরেজদের বিষনয়নে পতিত হইলেন। সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মীর কাসিম এই সময়ে মহাতাব রায় জগৎ শেঠ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদকে কারারুদ্ধ করিলেন; এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া মুঙ্গেরের দুর্গে লইয়া গেলেন। ইংরেজদের সহিত শেঠগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সুতরাং তাঁহাদের কারারোধের সংবাদে কলিকাতার কৌন্সিল সভা সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। এ সম্বন্ধে ইংরেজ গবর্ণর নবাবকে ১৭৬৩ অব্দের ২৪এ এপ্রেল একখানি পত্র লিখেন। নিম্নে সেই পত্রের অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

" আমি এইমাত্র আমিয়টের পত্রে অবগত হইলাম যে, মহম্মদ তকি খাঁ ২১ এ রাত্রিতে জগৎ শেঠ ও স্বরূপচাঁদের গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে হীরাঝিলে আনয়ন করিয়া সৈন্যগণের পাহারায় রাখিয়াছেন। আমি ইহাতে সাতিশয় বিস্মিত হইতেছি। যখন আপনি শাসনকর্তৃত্ব পদ গ্রহণ করেন, তৎকালে আপনার আমার ও শেঠগণের সাক্ষাতে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, আপনি শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে শেঠদিগের সাহায্য গ্রহণ করিবেন এবং কখনই তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে অপদস্থ অথবা হৃতসর্ব্বস্ব করিতে সম্মত হইবেন না। যখন আমি আপনার সহিত মুঙ্গেরে সাক্ষাৎ করি, তখনও আমি এই সম্বন্ধে এই ভাবে আপনাকে অনেক কথা কহিয়াছিলাম; আপনিও কখন শেঠদিগের কোন প্রকার অনিষ্ট করিবেন না বলিয়া আমার হৃদয় আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদিগকে গৃহ হইতে আনিয়া অবরুদ্ধ করা যার পর নাই অনুচিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের সম্মানের সম্পূর্ণ হানি হইয়াছে। আমাদেরও সন্ধিবন্ধন শ্লথ হইতেছে; এবং আপনার ও আমার উভয়েরই সম্মান বিনষ্টপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই আমাদের দুর্নাম করিবে। পূর্ব্ববর্ত্তী নবাবেরা কেহ কখন শেঠদিগকে এরূপ অপদস্থ করেন নাই।" ইত্যাদি। কিন্তু গবর্ণরের এই অনুরোধ ও এই অনুযোগ সকলই বিফল হইল। উদয় নালার যুদ্ধে পরাজয়ের পর মীর কাসিম ক্রোধে অধীর হইলেন। পাটনায় ইংরেজদের নিদারুণ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল। সেই সঙ্গে মহাতাব রায় ও স্বরূপচাঁদও নৃশংসরূপে নিহত হইলেন।

মহাতাব রায় ও স্বরূপচাঁদ উভয়েরই জ্যেষ্ঠ সন্তানদ্বয় স্ব স্ব পিতার উত্তরাধিকারী হইলেন। সম্রাট সাহ আলম ১৭৬৬ অব্দে মহাতাব রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশলচাঁদকে " জগৎ শেঠ " উপাধি দান করিলেন। স্বরূপচাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়চাঁদ পিতার উপাধির (মহারাজ উপাধির) অধিকারী হইলেন। এক্ষণে ইঁহারা উভয়ে একত্র হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কারবার চালাইতে লাগিলেন।

মীর কাসিমের পর মীরজাফর পুনর্ব্বার বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী পদ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর অবধি শেঠদিগের অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল। মীর কাসিম যখন মহাতাব রায় ও স্বরূপ চাঁদকে অবরুদ্ধ করেন, তখন মহাতাবের কনিষ্ঠ পুত্র শেঠ গোলাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদের কনিষ্ঠ

পুত্র বাবু বিহিরচাঁদ আপন আপন পিতার সঙ্গে ছিলেন। এই অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতৃদ্বয় পরিশেষে দিল্লীর সম্রাট ও অযোধ্যার উজীরের হস্তে সমর্পিত হন। ইহাদের কারামুক্তি প্রার্থনা করাতে উজীর বহুসংখ্যক অর্থ প্রার্থনা করিলেন। কুশল চাঁদ ও উদয় চাঁদ এতন্নিবন্ধন ক্লাইবকে একখানি অনুনয়পূর্ণ পত্র লিখিয়া আপনাদের দীনতা ও দুরবস্থার বিষয় জানাইলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের বিনয়পূর্ণ প্রার্থনা ক্লাইবের হৃদয় দ্রবীভূত করিতে পারিল না। ক্লাইব কঠোর ভাবে ১৭৬৫ অব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহাদিগের পত্রের নিম্ন লিখিত প্রকার উত্তর প্রদান করিলেন " আমি কিরূপ যত্ন সহকারে আপনাদের পিতার পক্ষ সমর্থন ও এই পরিবারের অন্য অন্য ব্যক্তিদের প্রতি কিরূপ সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছি, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। এক্ষণে আপনাদের প্রতিপত্তি রক্ষা এবং সাধারণের উপকারের জন্য আপনাদিগকে কি কি কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা আপনারা বিশেষ রূপে বিবেচনা করিতেছেন না, এ জন্য আমার সাতিশয় ক্ষোভের উদয় হইতেছে। + + + আমি দেখিতেছি, আপনাদের সমস্ত ধন আপনাদের গৃহে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। + + + আমি অবগত হইয়াছি, যখন জমীদারগণের নিকট গবর্ণমেণ্টের পাঁচ মাসের খাজনা বাকি রহিয়াছে, আপনারা তখন তাঁহাদিগের নিকট হইতে আপনাদের পিতার প্রদত্ত ঋণ আদায় করিবার জন্য তাঁহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিতে ত্রুটি করেন নাই। আমি কখনই এ প্রকার কঠোর কার্য্যপ্রণালীর অনুমোদন করিতে পারি না। আপনারা এখনও সাতিশয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু আমার বিলক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে, আপনাদের এই অর্থকামুতাই পরিশেষে আপনাদের উন্নতির প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে এবং আপনারা সর্ব্বদা সাধারণের উপকারে সমুদ্যত বলিয়া আমার যে সংস্কার আছে, তাহাও বিনষ্ট করিবে।"

শেঠেরা ইহার পরবর্ত্তী বৎসরে ইংরেজের নিকটে ৫০। ৬০ লক্ষ টাকার দাবী করেন। এই টাকার ২১ লক্ষ মীরজাফরকে, তাঁহার ও কোম্পানীর সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রদত্ত হইয়াছিল। ক্লাইব এই শেষোক্ত ২১লক্ষ টাকার দেনা স্বীকার করেন এবং ইহা কোম্পানী ও নবাব উভয়েই সমান অংশে পরিশোধ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। এই বৎসরেই কলিকাতার

দ্বিতীয় কৌন্সিল সভা শেঠদিগের নিকটে আবার দেড় লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে উদ্যত হন।

লর্ড ক্লাইবের যত্নাতিশয়ে ১৭৬৫ অব্দে কোম্পানী যখন সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন, সেই সময়ে কুশলচাঁদ জগৎশেঠ কোম্পানীর ব্যাঙ্কর হন। তখন কুশলচাঁদের অষ্টাদশ বৎসর বয়স। ১৭৬৬ ও ১৭৭০ অব্দের সন্ধি অনুসারে দুইজন নবাব যখন পর্য্যায় ক্রমে বাঙ্গালার গদিতে আরোহণ করেন, সে সময়েও জগৎশেঠ সর্ব্ব প্রধান শাসন সমিতিতে তিন জন মন্ত্রীর একতম ছিলেন।

লর্ড ক্লাইব কুশলচাঁদকে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা বৃত্তি দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু কুশলচাঁদ ইহার গ্রহণে সম্মত হন নাই। কুশল চাঁদের মাসিক ব্যয় লক্ষ টাকা ছিল। ঊনত্রিংশৎ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। কুশলচাঁদ জীবদ্দশাতে আপনাদের পুণ্যক্ষেত্র পরেশনাথ পাহাড়ে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া যান। তত্রত্য অনেক গুলি দেব বিগ্রহ তাঁহার প্রদত্ত অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনেকে অনুমান করেন, কুশল চাঁদের অপরিমিত ব্যয়েই শেঠদিগের দৈন্যদশা উপস্থিত হয়। কিন্তু ইহার অন্য কয়েকটী কারণ আছে। ১৭৭০ অব্দের দুর্ভিক্ষে শেঠেরা বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৭২ অব্দে গবর্ণমেণ্টের ধনাগার মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় উঠাইয়া আনেন। শেঠেরা তদবধিই ইংরেজদিগের ধনরক্ষক পদে নিযুক্ত হন। এই জন্যই ক্রমে তাহাদের দুরবস্থা উপস্থিত হয়। শেঠেরা তাঁহাদিগের অবনতির আরো একটী স্বতন্ত্র কারণের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন কুশলচাঁদ বহুসংখ্য অর্থ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; হঠাৎ তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তিনি সে কথা কাহাকে বলিয়া যাইতে পারেন নাই; আর কেহই এ বিষয় অবগত ছিলেন না; সুতরাং যেখানকার টাকা সেই খানেই রহিল, কেহই মৃত্তিকা হইতে তাহার উত্তোলন করিতে পারে নাই।

কুশলচাঁদের পুত্র ছিল না। তিনি তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র হরক চাঁদকে দত্তক রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা দিল্লীর দরবারের অনুমতি না লইয়াই এই হরক চাঁদকে "জগৎশেঠ" উপাধি প্রদান করেন। হরক চাঁদের

প্রথমে অর্থের নিতান্ত অসচ্ছল হইয়াছিল, পরিশেষে তাঁহার দ্বিতীয় পিতৃব্য গোলাপ চাঁদের সম্পত্তি হস্তগত হওয়াতে সচ্ছল হন। হরক চাঁদেরও প্রথমে পুত্র হয় নাই। পুত্র কামনায় তিনি স্বীয় ধর্ম্ম পদ্ধতির অনুমোদিত অনেক ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোরথ সিদ্ধ না হওয়াতে পরিশেষে একজন বৈরাগীর পরামর্শে জৈন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেন। শেষে তাঁহার পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি ইন্দ্রচাঁদ ও বিষ্ণুচাঁদ নামে দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গত হন। ইহাঁরা উভয়েই পিতৃসম্পত্তি সমান ভাগ করিয়া লন, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্রচাঁদ "জগৎ শেঠ" উপাধির অধিকারী হন। ইন্দ্রচাঁদের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র গোবিন্দচাঁদ পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া অতুল ধনরাশি সমুদায় নষ্ট করিয়া ফেলেন। কিছু দিন তিনি স্বীয় বংশের সঞ্চিত মণিমুক্তাপ্রবালাদি বিক্রয় করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন; পরিশেষে কোম্পানী তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের কৃত উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার বার্ষিক ১২০০০ টাকা বৃত্তি অবধারণ করিয়া দেন। গবর্ণমেণ্ট গোবিন্দ চাঁদকে কোন উপাধি দান করেন নাই। সুতরাং তাঁহারা পাঁচ পুরুষ ধরিয়া যে বহুমানিত জগৎশেঠ উপাধির অধিকারী হইয়া আসিতেছিলেন, তাহা ইন্দ্রচাঁদের সহিত সর্ব্বসংহারক কালের কুক্ষিশায়ী হইল। গোবিন্দচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃব্য পুত্র কৃষ্ণচাঁদ শেঠ বংশের অভিনেতা হইলেন। ইনি এক্ষণে বার্ষিক ৮০০০ টাকা মাত্র বৃত্তি পাইতেছেন। কোন উৎসব বা পর্ব্ব উপস্থিত হইলে কৃষ্ণচাঁদকে মুরসিদাবাদের নবাবের পার্শ্বে গদি দেওয়া হইয়া থাকে। এক্ষণে শেঠদিগের পূর্ব্বগৌরব পূর্ব্ব মহত্ত্ব ও পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য সমস্তই প্রলয় পয়োধি জলে নিমগ্ন হইয়াছে। কৃষ্ণচাঁদ পূর্ব্বতন গৌরবভ্রষ্ট ভগ্নদশাপন্ন মুরসিদাবাদে স্বীয় বংশের গৌরব পঞ্জরের কঙ্কাল স্বরূপ হইয়া আছেন।

———•০:০•———

সাংখ্যদর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রাচীন দর্শনকারদিগের সকলেরই মতের প্রায় কিছু কিছু অদ্ভুত ও নূতন ভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু সাংখ্যদর্শনকারের মতটী বড়ই অদ্ভুত। তিনি বলিতেছেন, পুরুষ আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ দ্বারা নিয়ত তাপিত হইতেছেন, তত্ত্বজ্ঞান

নিঃসৃত মুক্তিরূপ সুশীতল সলিল দ্বারা সেই অনল জ্বালা নির্ব্বাণ করিবার প্রস্তাবও করিতেছেন, কিন্তু এদিকে বলিতেছেন, পুরুষের সেই দুঃখ স্বাভাবিক বা নৈমিত্তিক নয়, সে দুঃখ ঔপাধিক, প্রকৃতিরই দুঃখ ভোগ হয়, পুরুষে উহা আরোপিত হইয়া থাকে। পুরুষের দুঃখ ভোগ যে স্বাভাবিক নয়, ষষ্ঠসংখ্য কল্পদ্রুমে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সাংখ্যকারের যুক্তি এই, যে দুঃখ স্বাভাবিক হইলে পুরুষ কখন তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন না। অগ্নির স্বাভাবিক উষ্ণতা ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বমত সমর্থিত হইয়াছে। এক্ষণে, পুরুষের সেই দুঃখ ভোগ যে নৈমিত্তিক নয়, কয়েকটী সূত্র দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

ন কালযোগতোব্যাপিনোনিত্যস্য সর্ব্বসম্বন্ধাৎ। ১২॥ সূত্র।

নাপি কালসম্বন্ধনিমিত্তকঃ পুরুষস্য বন্ধঃ। কুতঃ ব্যাপিনোনিত্যস্য কালস্য সর্ব্বাবচ্ছেদেন সর্ব্বদা মুক্তামুক্তসকলপুরুষসম্বন্ধাৎ। সর্ব্বাবচ্ছেদেন সদা সকলপুরুষাণাং বন্ধাপত্তেরিত্যর্থঃ। ভাষ্য।

কালিক সম্বন্ধে পুরুষের দুঃখ ভোগ হয়, এ কথা বলা সঙ্গত হয় না। কারণ এই, কাল নিত্য ও ব্যাপক, মুক্তামুক্ত সকল পুরুষেই ইহার সম্বন্ধ আছে। অতএব পুরুষের কালিক সম্বন্ধে দুঃখ ভোগ হয়, এ সিদ্ধান্ত করিতে গেলে মুক্ত পুরুষেরও দুঃখ সম্বন্ধ ঘটিয়া উঠে। কিন্তু বাস্তবিক মুক্ত পুরুষের দুঃখ ভোগ হয় না।

ভাল, কালিক সম্বন্ধে পুরুষের দুঃখ ভোগ যেন না হইল, দৈশিক সম্বন্ধে দুঃখ ভোগ হয়, এই কথা বলিব, এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রান্তরের আরম্ভ করা হইতেছে।

ন দেশযোগতোঽপ্যস্মাৎ। ১৩॥ সূত্র।

দেশযোগতোঽপি ন বন্ধঃ। কুতঃ পূর্ব্বসূত্রোক্তান্মুক্তামুক্তসর্ব্বপুরুষসম্বন্ধাৎ। মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তেরিত্যর্থঃ। ভাষ্য।

দৈশিক সম্বন্ধে পুরুষের দুঃখ ভোগ হয়, এ কথা বলাও সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে মুক্তামুক্ত উভয় পুরুষেই দুঃখ সম্বন্ধ ঘটিয়া উঠে। পূর্ব্ব সূত্রেই ইহা বিবৃত হইয়াছে।

অর্থাৎ পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইয়াছে, কালিক সম্বন্ধে পুরুষের দুঃখ ভোগ স্বীকার করিলে দুঃখমুক্ত পুরুষেরও দুঃখ সম্বন্ধের আপত্তি উপস্থিত হয়।

কারণ, কাল নিত্য ও ব্যাপক। কাল যদি নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী হইল, আমি দুঃখবদ্ধ, আমার উপরে কালের যেমন প্রভাব আছে, দুঃখমুক্ত ব্যক্তির উপরেও সেইরূপ প্রভাব আছে; দুঃখবদ্ধ ও দুঃখমুক্ত উভয় পুরুষের উপরে কালের যদি তুল্য প্রভাব হইল, তাহা হইলে কাশীস্থ ব্যক্তি দুঃখমুক্ত হইলেও কাল সম্বন্ধে তাহারও দুঃখ সম্বন্ধের আপত্তি হইয়া উঠে। দৈশিক সম্বন্ধে পুরুষের দুঃখ ভোগ স্বীকার করিলে ঐরূপ আপত্তি হয়। আমি দুঃখবদ্ধ, আমি যেমন ভারতবাসী, দুঃখমুক্ত কাশীস্থ ব্যক্তিও তেমনি ভারতবাসী; কিন্তু দৈশিক সম্বন্ধে দুঃখ ভোগ স্বীকার করিলে কাশীস্থ ব্যক্তি দুঃখমুক্ত হইয়াও দুঃখমুক্ত হইলেন না। এই দুস্তর আপত্তি উপস্থিত হয় বলিয়া দৈশিক সম্বন্ধে পুরুষের দুঃখ ভোগ হয়, এ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয় না।

যদি বল, পুরুষের দুঃখ কাল বা দেশ নিমিত্ত যেন না হইল, অবস্থা নিবন্ধন হয়, এই কথা বলিব, এই আশঙ্কা করিয়া তাহার খণ্ডনার্থ সূত্রান্তর করা হইতেছে।

নাবস্থাতোদেহধর্ম্মত্বাৎ তস্যাঃ। ১৪ ॥ সূত্র।

সংঘাত বিশেষরূপতাখ্যা দেহরূপা যাবস্থা ন তন্নিমিত্ততোঽপি পুরুষস্য বন্ধঃ। কুতঃ তস্যা অবস্থায়া দেহধর্ম্মত্বাৎ। অচেতনধর্ম্মত্বাদিত্যর্থঃ। অন্য ধর্ম্মস্য সাক্ষাদন্যস্য বন্ধকত্বেঽতিপ্রসঙ্গাৎ। মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তেরিত্যর্থঃ। ভাষ্য।

অবস্থানিবন্ধন পুরুষের দুঃখ সম্বন্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা নয়। কারণ, অবস্থা দেহেরই ধর্ম্ম, দেহ অচেতন। অচেতন যে দেহ তাহার ধর্ম্ম সচেতন পুরুষের দুঃখের কারণ হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নয়। এটী যুক্তিসঙ্গত হইলে দুঃখমুক্ত পুরুষের দুঃখ সম্বন্ধ ঘটনারূপ পূর্ব্বোল্লিখিত দুস্তর আপত্তি উত্থাপিত হয়।

অবস্থা যে পুরুষের দুঃখের কারণ নয়, তাহার বাধক কি, এক্ষণে সূত্রকার তাহার উল্লেখ করিতেছেন।

অসঙ্গোঽয়ং পুরুষ ইতি। ১৫ ॥ সূত্র।

ইতি শব্দোহেত্বর্থে। পুরুষস্যাসঙ্গত্বাদবস্থায়াদেহমাত্রধর্ম্মত্বমিতি পূর্ব্ব সূত্রেণান্বয়ঃ। পুরুষস্য অবস্থারূপবিকারস্বীকারে বিকারহেতুসংযোগাখ্যঃ সঙ্গঃ প্রসজ্যেতেতি ভাবঃ। ভাষ্য।

যেহেতু পুরুষ অসঙ্গ, নির্লেপ, দেহের ধর্ম্ম যে অবস্থা, তাহার পুরুষে সম্পর্ক হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভাল, দেশ কাল অবস্থা যেন পুরুষের দুঃখের কারণ না হইল, শুভাশুভ কর্ম্ম নিবন্ধন পুরুষের সুখ দুঃখ ভোগ হয়, এই কথা বলিব, এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার তাহার নিরাকরণ করিতেছেন।

ন কর্ম্মণা অনাত্মধর্ম্মত্বাৎ অতিপ্রসক্তেশ্চ। ১৬॥ সূত্র।

নহি বিহিতনিষিদ্ধকর্ম্মণাপি পুরুষস্য বন্ধঃ। কর্ম্মণামনাত্মধর্ম্মত্বাৎ। অন্যধর্ম্মেণ সাক্ষাদন্যস্য বন্ধে চ মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তেঃ। নন্থ স্বস্বোপাধিকর্ম্মণা বন্ধাঙ্গীকারে নায়ং দোষ ইত্যাশয়েন হেত্বন্তরমাহ অতিপ্রসক্তেশ্চেতি। প্রলয়াদাবপি দুঃখযোগবন্ধাপত্তেশ্চেত্যর্থঃ। ভাষ্য।

সংখ্যমতে পুরুষ নির্লেপ ও নিষ্ক্রিয়, কর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম নয়। কর্ম্ম যদি পুরুষের ধর্ম্ম না হইল, তদ্দ্বারা তাহার দুঃখভোগ স্বীকার করিলে দুঃখমুক্ত পুরুষেরও দুঃখভোগ সম্ভাবনার আপত্তি হইয়া উঠে।

যদি বল দুঃখ চিত্তের ধর্ম্ম, চিত্তেরই দুঃখভোগ হয়, পুরুষে দুঃখ কল্পনার প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কা করিয়া বলা হইতেছে।

বিচিত্রভোগানুপপত্তিরন্যধর্ম্মত্বে। ১৭॥ সূ।

দুঃখযোগরূপবন্ধস্য চিত্তমাত্রধর্ম্মত্বে বিচিত্রভোগানুপপত্তিঃ। পুরুষস্য দুঃখযোগং বিনাপি দুঃখসাক্ষাৎকারাখ্যভোগস্বীকারে সর্ব্বপুরুষ দুঃখাদীনাং সর্ব্বপুরুষভোগ্যতা স্যান্নিয়ামকাভাবাৎ। ততশ্চায়ং দুঃখভোক্তা অয়ঞ্চ সুখভোক্তা ইত্যাদিরূপভোগবৈচিত্র্যং নোপপদ্যেতেত্যর্থঃ। অতো ভোগবৈচিত্র্যোপপত্তয়ে ভোগনিয়ামকতয়া দুঃখাদিযোগরূপোবন্ধঃ পুরুষেঽপি স্বীকার্য্যঃ। ভা।

দুঃখ ভোগ যদি একমাত্র চিত্তের ধর্ম্ম হয়, ইনি সুখভোক্তা ইনি দুঃখভোক্তা ইত্যাদি রূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভোগের কথা অনুপপন্ন হইয়া উঠে।

প্রকৃতি যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পুরুষের দুঃখ ভোগের নিমিত্ত কারণ নয়, সূত্রকার এক্ষণে সেই কথা বলিতেছেন।

প্রকৃতিনিবন্ধনাচ্চেন্ন তস্যাঅপি পারতন্ত্র্যং। ১৮॥ সূ।

নন্থ প্রকৃতিনিমিত্তাবন্ধোভবত্বিতি চেন্ন যতস্তস্যাঅপি বন্ধকত্বে সংযোগপারতন্ত্র্যমুত্তরত্র বক্ষ্যমাণমস্তি। সংযোগবিশেষং বিনাপি বন্ধকত্বে প্রলয়াদাবপি দুঃখবন্ধপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। ভা।

পুরুষের দুঃখ ভোগের প্রতি প্রকৃতি নিমিত্ত কারণ নয়। যে হেতু প্রকৃতি স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্যকারিণী হয় না। পুরুষের সহিত সংযোগ ব্যতিরেকে প্রকৃতি পুরুষের দুঃখের কারণ হইতে পারে না। তবেই এই সিদ্ধান্ত হইল, পুরুষের দুঃখ ভোগ স্বাভাবিক বা নৈমিত্তিক নয়, ঔপাধিক দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। প্রকৃতির সংযোগই সেই উপাধি। যেমন অগ্নি সংযোগে জলের উষ্ণতা হয়, তেমনি প্রকৃতি সংযোগে পুরুষের দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তই সূত্রান্তর দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্যোগস্তদ্যোগাদৃতে। ১৯। সূ।

তস্মাৎ তদ্যোগাদৃতে প্রকৃতিসংযোগং বিনা ন পুরুষস্য তদ্যোগো বন্ধসম্পর্কোঽস্তি। অপি তু সএব বন্ধঃ। * * * তত্র নিত্যশুদ্ধত্বং সদাপাপপুণ্যশূন্যত্বং নিত্যবুদ্ধত্বমলুপ্তচিদ্রূপত্বং। নিত্যমুক্তত্বং সদাপারমার্থিকদুঃখাযুক্তত্বং। প্রতিবিম্বরূপদুঃখযোগস্ত্বপারমার্থিকোবন্ধ ইতি ভাবঃ। ভা।

পুরুষ সদা পাপপুণ্যশূন্য, চিদ্রূপ ও বাস্তবিক দুঃখ সম্পর্ক রহিত, তবে যে তাঁহার দুঃখ ভোগ হয়, তাহা ঔপাধিক। প্রকৃতি সংযোগ ব্যতিরেকে সেই ঔপাধিক দুঃখ ভোগ সম্ভাবিত নয়। যেমন স্ফটিক স্বচ্ছ পদার্থ, জবাপুষ্পের সংযোগ হইলে তাহার বর্ণ রক্ত হয়, আবার সেই জবা অপসারিত হইলে যে স্বচ্ছ স্ফটিক, সেই স্বচ্ছ স্ফটিক থাকে, সেইরূপ প্রকৃতি সংযোগ হইলেই পুরুষের সুখ-দুঃখের অভিমান জন্মে, আবার প্রকৃতি অপসারিত হইলে যে দুঃখমুক্ত নির্লিপ্ত পুরুষ, সেই দুঃখমুক্ত নির্লিপ্ত পুরুষ থাকেন।

—o:o—

যোগিনী।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

That strain again ;—it had a dying fall
Oh, it came o'er my ear like the sweet south,
That breathes upon a bank of violets,
Stealing and giving odour—

Shakspeare.

প্রিয়তমার মনের সুখ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়কুমারের সহিত পলায়ন করিয়াছে। প্রিয়তমা জীবিত আছেন—কিন্তু দেহে জ্ঞানের কার্য্য লক্ষিত হয়

না। তিনি পাগলিনীর ন্যায় আপনা আপনি কত কথা বলেন—সে কথার অর্থ নাই। কখন নির্জ্জনে বসিয়া হাসেন, কখন বা কাঁদেন; কিন্তু কেন হাসেন বা কাঁদেন, তাহা তিনি জানেন না। শরীরে চেতনা আছে; কিন্তু জ্ঞান নাই। তিনি সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছেন। এই সংসার কি? বৃক্ষ, লতা, ফল, পুষ্প, বন, উপবন, সরোবর, নদ, নদী, পর্ব্বত, জীব, জন্তু—এ সকল কি? আমি কে? সুখ, অসুখ, শোক তাপ এ সকল তিনি কিছুই অনুভব করিতেছেন না। তাঁহার হৃদয়ে সুখও নাই অসুখও নাই। পৃথিবী শূন্য! তাঁহার নয়নে জগৎ স্বপ্ন! কাহারও সহিত কথা কহেন না; আহার নাই, নিদ্রা নাই। কোথাও স্থির নন। যেন কি হারাইয়াছেন—সর্ব্বত্রই তাহার অন্বেষণ করেন। গৃহের ভিতর, পুষ্করিণীর ঘাটে, তটিনীর তটে, বৃক্ষতলে—তাহারই অন্বেষণ!

দুহিতার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া রঘুনাথ ও সুমতি নিতান্ত চিন্তিত হইলেন। ইহার কারণ কি তাহা নিরূপণ করিতে পারিলেন না। কত কৃতবিদ্য কবিরাজ নিয়োজিত করিয়া দিলেন, কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই বয়সেই যে কন্যার সরস হৃদয় পদ্মে দুর্ম্মর-বিরহ-কীট প্রবেশ করিয়া তাহা ছিন্ন ও শুষ্ক করিয়া ফেলিতেছে, তাঁহারা তাহা বুঝিলেন না। কত বুঝাইলেন কিন্তু বুঝিবে কে? রোগের কারণ ও রোগ নির্ণয় না হইলে ঔষধের ব্যবস্থা কিরূপে হইতে পারে? সে ঔষধেই বা কি ফল দর্শিবে? প্রণয় স্বাধীন। প্রণয় আর নদীর স্রোত কাহারও নিষেধ মানে না। প্রিয়কুমারের মনে প্রিয়তমা মন ঢালিয়া দিয়াছেন—দুটি মনেই মিশিয়া গিয়াছে; এখন আর তাহা দুটি হয় না। প্রিয়কুমারের সঙ্গে প্রিয়তমার মন চলিয়া গিয়াছে। নিষেধক উপদেশ কে শুনিবে? প্রিয়তমার সেই অভূতপূর্ব্ব অভিনব শরীরকমল দিন দিন শীর্ণ জীর্ণ ও মলিন হইতে লাগিল। মুখমণ্ডলের সেই আনন্দময় নির্ম্মল কৌমুদী শোভা দিন দিন ম্লান হইতে লাগিল। যে সুচারু আরক্ত সরস মধুর অধরে অমৃতমাখা মৃদু মধুর হাসি মৃদু মধুরভাবে ঢল ঢল করিত, তাহা শুষ্ক হইয়া গেল। প্রণয় কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন! বিরহ কি হৃদয় বিদারণ ব্যথা! আশাভঙ্গ কি মর্ম্মভেদী প্রহার!

এক দিবস ভগবান মরীচিমালী উজ্জ্বল অগ্নিময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অস্তাচলের

ক্রোড় আশ্রয় করিতেছেন; সন্ধ্যাকালীন ভাস্করের সেই নীল লোহিত কান্তি তাল, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ ও পর্ব্বতের শিখরদেশে কেলি করিতেছে; কুলায়গামী বিহঙ্গমগণের কলরবে গগনমণ্ডল পরিপূরিত হইতেছে; মৃদুমধুরগামিনী কলনাদিনী তরঙ্গিণীর প্রশস্ত বক্ষে উন্মত্ত তরঙ্গমালার উপর সায়ংকালীন সূর্য্যদেবের কিরণনিকর পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। সুস্নিগ্ধ মন্দ সমীর হিল্লোলে তরুশাখা ও বনলতাগুলি ঈষদ্ আন্দোলিত তরঙ্গিত ও বিকম্পিত হইতেছে। প্রিয়তমা গবাক্ষদ্বারে মুখ দিয়া পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। মন্দ-মারুতযোগে কৃষ্ণ অলকাগুচ্ছ যেন নৃত্য করিতেছে। বোধ হইতেছে যেন বিকসিত শতদলে মধুলোভী মধুকরপুঞ্জ মধুপানার্থ উড়িতেছে—বসিতেছে। সম্মুখে নগাধিপনন্দিনী তরলতরঙ্গে অট্টালিকার কটিতট ধৌত করিয়া গম্ভীর কল কল নিনাদে প্রবাহিত হইতেছে। নাবিকগণ তরঙ্গাকুলিত তরঙ্গিণী বক্ষে ক্ষেপণী নিক্ষেপ ও উচ্চস্বরে গান করিতে করিতে নৌকা চালন করিতেছে। প্রিয়তমা এক দৃষ্টে কি দেখিতেছেন? তিনি কি তরঙ্গের নৃত্য দেখিতেছেন? অথবা নাবিকদিগের গীত তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে? তিনি কি এখনো জলের ঢেউ গণনা করিতেছেন? প্রিয়তমা এ সকলের কিছুই করিতেছেন না। তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত কি নিমীলিত, তিনি তাহা অবগত নহেন। তিনি উপবিষ্ট আছেন, নয়ন উন্মীলিত আছে; ধীরে ধীরে নিশ্বাস বহিতেছে, কিন্তু জ্ঞান নাই। জীবনের এইরূপ চিত্র ভয়ঙ্কর চিত্র! এই অবস্থা ভয়ঙ্কর অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর!

প্রিয়তমার সহসা যেন নিদ্রা ভঙ্গ হইল—জ্ঞানের ঈষৎ উদ্রেক হইল। যূথভ্রষ্ট হরিণীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে একবার চঞ্চল নয়ন নিক্ষেপ করিলেন। হৃদয় ভেদ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত হইল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে ভূতল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মনে আবার কি ভাবের উদয় হইল, সত্বর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে গমন করিলেন। সুশীলা এত ক্ষণ নীরবে বিষণ্ণ বদনে সহচরীর সন্নিধানে উপবিষ্ট ছিল, সেও তাঁহার পশ্চাদ্গামিনী হইল।

তাঁহারা বাহিরে গমন করিয়া দেখিলেন পাগ্‌লী গান করিতেছে। প্রিয়তমা পাগ্‌লীকে বড় ভাল বাসিতেন; পাগলীর গান তাঁহাকে বড় মিষ্ট

লাগিত। পাগলীকে দেখিলে তিনি সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইতেন। যত্নে পাগলীকে আপনার নিকটে বসাইয়া কত কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, কত কথা বলিতেন। স্বহস্তে তাহার মাথায় গায় তেল মাখাইয়া চুলগুলি আঁচড়াইয়া দিতেন। ভাল ভাল সামগ্রী আহার করিতে দিতেন। আবার পাগলীর দুঃখে কাতর হইয়া সময়ে সময়ে কত কাঁদিতেন। আজ সেই পাগলীর পরিচিত স্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল—হৃদয়ের যন্ত্রসকল নৃত্য করিয়া উঠিল। প্রিয়তমা স্থির থাকিতে পারিলেন না। পাগলী যেখানে গান করিতেছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কেন আসিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অন্য সময়ে পাগলীকে লইয়া কত কৌতুক করিতেন, আজ কিছুই করিলেন না। পাগলী নাচিতে নাচিতে গান করিতে লাগিলঃ—

পাগল আমি নই মা তারা।
পাগল বলে পাগল যারা॥
ভস্মরাশি মাথা গায়।
ভ্রমে যোগী পাগল প্রায়॥
হৃদকমলে তপন জ্বলে॥
সহজ নয় বুঝ্‌তে পারা॥
শুক্তিগর্ভে মুক্তা ধরে।
কে জানিত চরাচরে॥
উচিত নয় গো চন্দ্রাবলি।
বামন দেখে তুচ্ছ করা॥

প্রিয়তমার চিত্তাকাশ অন্ধকারময়। এই গানটি তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিল। অন্ধকার ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হইয়া আসিল। যাহাকে ভাল বাসি দুঃখের সময় তাহাকে দেখিলে দুঃখের অনেক লাঘব হয়; হৃদয়ে এক প্রকার অভিনব আনন্দরসের সঞ্চার হয়। পাগলীকে দেখিয়া পাগলীর গান শুনিয়া প্রিয়তমার অসুখের অনেক শান্তি হইল। গান শেষ হইলে সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল—

" পাগলী আর তুমি এস না কেন?

পাগলী উত্তর করিল—

[illegible] বলে, বাহির হই ;
পথের মাঝে ভুলে রই ॥

পাগলীর পাগলের মন। সেও প্রিয়তমাকে বড় ভাল বাসিত। তাঁহার সহিত কত পাগলামী করিত। অনেকক্ষণ পরে প্রিয়তমা কহিলেন, "পাগলী! তোর মাথাটা রুক্ষ হয়ে রয়েছে, আয় একটু তেল মাখাইয়া দি। তোর ভাত খাওয়া হয়েছে?"

এই কথা শুনিয়া পাগলী হাসিয়া উঠিল—আবার গান আরম্ভ করিল—প্রিয়তমার হস্ত ধরিয়া নাচিতে নাচিতে গান আরম্ভ করিল।—

বোল্‌তে যায় বুক বিদরে ;—
সোল্‌তে নাই তেলের ঘরে !
হায় কি লাজ ! বিষম কাজ
শচীর পতি জয় সংহতি
হয়ে বক্র করে চক্র
ছল্‌তে কমলারে ॥
কুটিল অতি কালের খেলা,
সাবধান গো এই বেলা,
সথা নয় সে সাপের চেলা
বোল্‌তে এলাম করে ধরে ॥

পাগলী এই গানটী গাইয়া ছুটিল। প্রিয়তমা কত ডাকিলেন সে আর কিছুতেই ফিরিয়া আইল না। পাগলী প্রকৃত পাগলীর ন্যায় নাচিতে নাচিতে ছুটিল, আলুলায়িত কেশপাশ পৃষ্ঠে দুলিতে লাগিল।

পাগ্‌লী চলিয়া গেল। প্রিয়তমার যেন মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। পাগ্‌লী কি পাগল? এই প্রশ্ন তাঁহার হৃদয়ে উত্থিত হইল। এ কথা তিনি অনেকবার ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু মীমাংসা হয় নাই। পাগলীর শেষ গানটীতে তিনি অল্প ভীত ও চকিত হইলেন। এটা কি পাগলের গান? অথবা ইহার কোন গভীর অর্থ আছে? পাগলী স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিল না কেন? শচীনাথ কমলাকে হরণ করিবার জন্য জয়ের সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন। কমলিনি! সাবধান হও। শচীপতি কে? দেবেন্দ্র—না,—কাহাকে লক্ষ্য করিয়া সে এ কথা বলিল? আমিই কি কমলিনী? সে ত আমারই হস্ত ধারণ করিয়া

ঐ গানটী গাহিয়াছে। তবে কি আমার অদৃষ্টে এখনো অনেক লাঞ্ছনা আছে? শচীনাথ!—এ কি সুরেন্দ্র? জয় কে? জয়ন্ত—জয়চন্দ্র; জয়চন্দ্র আমাদের চিরশত্রু। এক মার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়া জয়চন্দ্র পিতার উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়াছেন, সে কথা ভাবিলেও হৃদয় কম্পিত হয়। তিনি আমার কি করিবেন? তিনি আমার খুড়া; তিনি কি এতই মনুষ্যত্বহীন হইয়াছেন? তিনি এখন কোথা?—তবে জয় সুরেন্দ্রের অন্য একজন সহচর হইবে।—জয়—বিজয়? হাঁ আমি বিজয়ের নাম শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমার অপরাধ কি? তাহারা আমার উপর অত্যাচার করিবে কেন? সুরেন্দ্র অতি সচ্চরিত্র লোক—তাহার মনে কি আছে কে বলিতে পারে? কিন্তু এ সন্দেহ বৃথা। সে প্রাণপ্রিয়তম প্রিয়কুমারের পরম হিতৈষী বন্ধু। এ তবে পাগলের গান। এইরূপ নানা চিন্তা তাঁহাকে আকুল করিল; ললাটে অল্প অল্প স্বেদবিন্দু মুক্তারাজির ন্যায় উজ্জ্বল হইল। তিনি ধীরে ধীরে আপনার গৃহে গমন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

Heaven first taught letters for some wretch's aid.
Some banished lover or some captive maid.
They live, they speak, they breathe what love inspires,
Warm from the soul and faithful to its fires.

Pope.

সূর্য্যদেব অদৃশ্য হইলেন; পৃথিবী নিজ কলেবরকে ক্রমে ক্রমে তিমিরাবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিত করিলেন। প্রিয়তমা শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন; কিন্তু বহুক্ষণেও নিদ্রা নয়নাগ্রবর্ত্তিনী হইল না। দারুণ চিন্তা যাহার হৃদয়ে জলন্ত লৌহ শলাকা বিদ্ধ করে, তাহার নিদ্রার সম্ভাবনা কি? প্রিয়তমা উঠিলেন; বাতায়ন পথে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, গঙ্গার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। গঙ্গার দুই ধারে আলোকশ্রেণী নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতেছে। দেবমন্দিরের মঙ্গলবাদ্যের মধুর গম্ভীর ধ্বনি অম্বর প্রদেশ অবধি আন্দোলিত করিতেছে। ভাগীরথীর হৃদয়বিহারিণী তরঙ্গাবলী ধীরে ধীরে গমন করিতেছে; নৌকার ভিতরে মৃদুমন্দভাবে আলোক জ্বলিতেছে। প্রিয়তমা স্থির নেত্রে প্রকৃতির রমণীয় স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। সায়ন্তন

সুশীতল সমীরণ তাঁহার শরীর শীতল করিয়া তুলিল। তিনি সুশীলাকে কহিলেন "সুশীলা তুমি এইখানে থাক, আমি এখনি আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া প্রিয়তমা তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে উদ্যানস্থিত সরোবর তীরে উপনীত হইলেন। চতুর্দ্দিক অন্ধকার; আকাশ নির্ম্মল—মেঘশূন্য। সেই নির্ম্মল নীল আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সম্মুখে সরোবর; কুমুদকহ্লার প্রভৃতি নানাজাতি পুষ্প জল আলো করিয়া বিকসিত রহিয়াছে; কদাচিৎ দুই একটা মধুকর গুন্ গুন ধ্বনি করিতেছে। পৃথিবী নীরব নিস্তব্ধ গম্ভীর। প্রিয়তমা একাকিনী এই নীরব নিস্তব্ধ রজনীতে সেই প্রিয় কুসুমকাননের সরসী সোপানে উপবিষ্ট হইলেন। চিন্তাতরঙ্গ তাঁহার হৃদয় আকুলিত করিয়া তুলিল। পাগলীর শেষ গানটী কেবল তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। যত মনে পড়িতে লাগিল, ততই তিনি কাতর হইতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে হৃদয়ের বেগ গভীরতর; প্রগাঢ় ও উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সরস বনকুসুম কতক্ষণ প্রবল প্রভঞ্জনের তুমুল হিল্লোল সহ্য করিতে পারে? প্রিয়তমা একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিলেন "প্রিয়কুমার! তুমি এত নির্দ্দয় তাহা আমি জানিতাম না। ভালবাসা যুগপৎ অমৃত ও গরলময়, তাহা আমি জানিতাম না। প্রিয়কুমার! প্রাণাধিক! তুমি সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছ? সেই ভাব, সেই ভালবাসা, তোমার কি কিছুই স্মরণ নাই? হায়। আমারই সমস্ত দোষ। আমি যদি তাঁহাকে বলিতাম প্রিয়তম! প্রাণনাথ! তুমি এই দুঃখিনীর গতি; দুঃখিনী তোমারই অনুরাগিণী, মনে মনে তোমাতেই জীবন ও মন সমর্পণ করিয়াছি। পিতামাতা আমাকে পরিত্যাগ করুন, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না। তাহা হইলে তিনি কি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন? হায়! তাঁহার সরল মন এই মায়াবিনীর কঠিন মায়া বুঝিতে পারে নাই। আমি তাঁহাকে কেন খুলিয়া বলিলাম না? হায়! কত দিন কতবার মনে করিয়াছিলাম আজ খুলিয়া বলিব—হৃদয়েশ! দুঃখিনী তোমারি। কত বার বলি বলি করিয়াও বলিতে পারি নাই। কতবার ভাবিয়াছিলাম আজ জিজ্ঞাসা করিব তুমি কি আমায় ভাল বাস?—পাপীয়সী লজ্জা আমাকে বলিতে দেয় নাই। লজ্জা কি? হায়! আমি কেন তাহার কথা শুনিলাম? এখন সে পাপীয়সী কোথা?

প্রিয়তমা নীরব হইলেন। দুঃখবেগ অসহ্য হইয়া আসিল—আর কথা কহিতে পারিলেন না। সেই নির্জ্জন সরসীতীরে বসিয়া কত রোদন করিলেন। "কেঁদ না" বলিবে নিকটে এমন কেহ নাই। হৃদয় একটু শান্ত হইলে আবার বলিতে লাগিলেন।

"আমার বামেতর অক্ষি ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে। অবশ্যই আমার অদৃষ্টে এখনো অনেক কষ্ট আছে। পিতামাতা মায়া মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া আমার মুখ পানে চাহিলেন না। যাঁহার চরণে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তিনিও অদৃষ্টগুণে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। হৃদয়বল্লভ! এটী কি তোমার উচিত কাজ হইয়াছে? এখন আর আমার লজ্জা কি! প্রাণধন প্রাণপতি! প্রিয়তম! আজ আমি তোমাকে সকলি বলিব। প্রিয়কুমার! প্রাণেশ! আমার দশা কি হইবে একবার কি ভাবিয়া দেখা উচিত বোধ করিলে না?"

প্রিয়তমা এইরূপে মনে মনে রোদন করিতেছেন, সহসা একটী বৃদ্ধা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রিয়তমা অনন্যমনে প্রিয়কুমারের পবিত্র-মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছিলেন, বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন না। বৃদ্ধা ক্ষণকাল নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া ধীরে ধীরে অমৃতময় সুললিত স্বরে কহিলেন "বৎসে! আর রোদন করিও না।"

কুস্বপ্ন দেখিয়া লোকে যেরূপ সিহরিয়া উঠে, অকস্মাৎ এই কথা শুনিয়া প্রিয়তমা সেইরূপ সিহরিয়া উঠিলেন। তিনি যদিও ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না, তথাপি রাত্রিকাল, তিনি একাকিনী, চতুর্দ্দিক অন্ধকার; সুতরাং শঙ্কিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটী বৃদ্ধা দণ্ডায়মানা রহিয়াছে।

প্রিয়তমাকে এইরূপ ভীত হইতে দেখিয়া বৃদ্ধা কহিলেন "বাছা প্রিয়তমে! আমি ভূত প্রেত বা রাক্ষসী নহি; আমি মানুষী; তোমার অনিষ্ট সাধনও আমার উদ্দেশ্য নয়। বাছা! তোমার কোন ভয় নাই; যে জন্য আসিয়াছি এখনি শুনিতে পাইবে।

প্রিয়তমার একটু সাহস হইল। কিন্তু মনের সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল না। জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে? কি জন্য আসিয়াছেন সত্বর বলুন?"

"বৎসে! চিন্তা দূর কর। বিলাপ পরিত্যাগ কর। বিধাতা তোমার মনোরথ—"

প্রিয়তমা আগ্রহাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি প্রিয়-কুমারের কোন সংবাদ বলিতে পারেন? মাতঃ! আপনি কি আমাকে সেই প্রিয় সংবাদ দিতে আসিয়াছেন?"

বৃদ্ধা ঈষদ্‌ হাস্য করিয়া কহিলেন "প্রিয়তমে! তোমার বিলাপের নিশা অবসান হইয়াছে। আমি এখনি তোমাকে প্রিয়কুমারের কুশল সংবাদ দিব। অথবা আমার বলিবার প্রয়োজন কি? এই পত্রখানি পাঠ কর।" বৃদ্ধা তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন।

প্রিয়তমা যেন-হস্তে আকাশের চাঁদ পাইলেন। ব্যস্ত হইয়া সেই পত্র-খানি গ্রহণ করিয়া কহিলেন। "পত্র! তুই বাক্‌শক্তিহীন, চেতনাশূন্য—জড় পদার্থ! তুই জানিতে পারিতেছিস না, প্রিয়তমার তুই কত আদরের সামগ্রী, আয় তোরে হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নি শীতল করি। পত্র! তুই মধু অপেক্ষাও মধুর, প্রিয় হইতেও প্রিয়তর। পত্র! তুই—

বৃদ্ধা প্রিয়তমার এই ভাব দেখিয়া ধীরে ধীরে একটী লাণ্ঠন বাহির করিয়া কহিলেন "বাছা! শোকবেগ সম্বরণ কর; প্রিয়কুমার কুশলে আছেন; আমি আলো ধরিতেছি, পত্রখানি পাঠ কর। আমি যে কত কৌশল করিয়া ভয়ে ভয়ে এখানে আসিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। এই পত্রখানি তিনি তোমার হস্তে দিতে বলেন—তজ্জন্য অন্য কাহারও হস্তে দিতে পারি নাই। আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিব না।"

"মাতঃ! একটু অপেক্ষা করুন। আপনি আমার যে উপকার করিলেন, তদনুরূপ পারিতোষিক দিবার ক্ষমতা নাই। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।" এই বলিয়া পত্রখানি আলোর নিকটে ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন—

"হাঁ, এ তাঁহারই হস্তের লেখা। ইহা সেই প্রিয়—" বৃদ্ধা কুপিতভাবে আবার কহিলেন "বৎসে! তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস করিতেছ? তবে পত্রখানি আমাকে দাও, আমি চলিয়া যাই।" প্রিয়তমা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপনার মনে কহিতে লাগিলেন "ইহা সেই প্রিয়হস্তের লেখা। প্রাণনাথ! এতদিনে কি অভাগিনীকে স্মরণ হইয়াছে?—সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মুক্তামালার ন্যায় বর্ণগুলি। রে অজ্ঞান বর্ণ! তুই কি

আনন্দের খনি! তোরে দেখিয়া আজ হৃদয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইতেছে! কোন্ শুভলগ্নে কোন্ অমৃতময় পাদ্মের নিভৃততম কোষে তোমার জন্ম! বোধ হয় বিধাতা প্রথমে কোন প্রণয়বিধুর যুবতী বা যুবকের হৃদয়-বেদনা শীতল করিবার জন্য তোমাকে লোকাতীত রূপরসে ভূষিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কি প্রণয়ী কি প্রণয়িনী, কি পুরুষ কি লজ্জাশীলা সুশীলা অবলা কুলকামিনী নির্ভয়ে অসঙ্কুচিত চিত্তে তোমার কাছে মনের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেয়। পত্র! তুই কি প্রিয়সামগ্রী! আয় পত্র! প্রাণাধিক কি লিখিয়াছেন দেখি।—” প্রিয়তমা পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

“প্রিয়তমে! আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া তোমাদিগের বাটী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এ জন্য পিতা আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিতে পারেন। কিন্তু কি করিব? কেন আসিয়াছি প্রকাশ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। তোমাকে বলিয়া আসা উচিত ছিল; কিন্তু তোমাকেও বলিয়া আসি নাই—আমার সে সাহস হইল না। প্রিয়তমে! সংসার অনিত্য! দেশাচার স্বপ্ন! আমি তোমাকে ভাল বাসিতাম—কেন ভাল বাসিতাম তাহা জানিতাম না—জানি না। এখনো ভাল বাসি—এখনো তুমি আমার হৃদয়মন্দিরে নিরন্তর বিরাজ করিতেছ। তোমারই মুখচন্দ্র ধ্যান করিয়া আমি জীবিত আছি। কিন্তু কখন যে এই তিমিরময় নিবিড় গগনে আবার সেই সুধাংশু উদয় হইয়া চিত্ত-চকোরকে পরিতৃপ্ত ও প্রাণ কুমুদকে বিকসিত করিবে সে আশা নাই। তোমার জন্য আমি এত কষ্টভোগ করিতেছি কেন? তুমি আমার কে? কে এই প্রশ্নের উত্তর দিবে? তুমি পরিণীতা হইবে, এ সংবাদ মঙ্গলের সংবাদ—আমি সেই সুখ সংবাদ সহ্য করিতে পারিলাম না কেন? তুমি আমার কে? আমার শৈশবের সহচরী মাত্র! তোমার ন্যায় স্বর্গীয়-রত্ন আমার অদৃষ্টে লাভ হইবে, এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। তথাপি আমি তোমাকে ভাল বাসিতাম, এখনো ভালবাসি। প্রিয়তমে! প্রাণাধিকে! তোমাকে আমি অন্য কোন সম্বোধন করিতে পারি না, যাহা বলিতেছি, তাহাও ভয়ে ভয়ে—তুমি আমার নহ। প্রিয়তমা আমার নহে? প্রিয়তমে! ইহাও কি সম্ভব?—শৈশবসঙ্গিনি! যদিও তুমি আমার হইলে না, কিন্তু কখন মনে করিও না, আমি তোমাকে বিস্মৃত হইব। যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে, যত দিন বাক্শক্তি থাকিবে, তোমার নাম উচ্চারণ করিতে পারিব

ততদিন তোমার রূপ ধ্যান ও তোমার সেই মধুময় নাম গান করিয়া এই পৃথিবী পর্য্যটন করিব। দেহান্তেও তোমার সহিত বিচ্ছেদ হইবে না। তোমাকে আমি অনন্তকালের জন্য মনের সহিত—এই নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর মৃণ্ময় দেহের মধ্যে যেটি পবিত্র ও অবিনশ্বর—আমি সেই পরম পদার্থের সহিত তোমাকে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে আমার এই মাত্র কামনা তুমিও আমাকে মনে রাখিও। আর যে কখন দেখা হইবে সে সম্ভাবনা নাই। তবে যদি প্রসন্নময়ী কখন প্রসন্ন হন, তাহা হইলে দেখা হওয়া অসম্ভব নয়। বিদায় তোমারি—

প্রিয়কুমার।

প্রিয়তমা এক চিত্তে পত্রখানি পাঠ করিলেন। পাঠকালে তাঁহার হৃদয়ে কতপ্রকার ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল, বর্ণনা করা দূরে থাকুক কেহ তাহা অনুভব করিতে পারিবেন না। যাঁহার জন্য প্রিয়তমা পাগলিনী, যাঁহার জন্য সংসার সুখে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, শয়নে, স্বপনে, ভ্রমণে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র যাঁহার অন্বেষণ, আজ তাঁহারই সংবাদ পাইলেন। এই অনির্ব্বচনীয় আনন্দবেগ ধারণ করিতে তিনি সমর্থ হইলেন না। তিনি বার বার পত্র খানিকে চুম্বন, বক্ষে ধারণ, পাঠ আবার চুম্বন করিতে লাগিলেন। দরবিগলিত ধারে বিশাল নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল, বাক্‌শক্তি রোধ হইয়া গেল, হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত ও শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। মারুতহিল্লোলে সুললিত স্বর্ণলতিকা যেরূপ আন্দোলিত হয়, তাঁহার সেই সুকোমল দেহলতা সেইরূপ দুলিতে লাগিল। চরণযুগল আর শরীরের ভার ধারণ করিতে পারিল না। প্রিয়তমা ভূতলে পতিত হইলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিল। প্রিয়তমার চৈতন্য নাই। বৃদ্ধা অনিমিষ নয়নে ক্ষণকাল তাঁহার সেই অকলঙ্ক চন্দ্রবদন সেই ক্ষীণালোকে নিরীক্ষণ করিলেন।

-০——

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

A female form at last virtumnus wears
With all the marks of reverend age appears
This when the various gods had urged in vain,
He straight assumes his native form again
Pope.

অনেক যত্নে প্রিয়তমার অল্প চৈতন্য হইল। তিনি ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন একটী যুবকের উরুদেশে তাঁহার মস্তক রহিয়াছে। যুবককে তিনি চিনিতে পারিলেন না। যুবা এক দৃষ্টে তাঁহার পানে চাহিয়া আছেন, তিনি স্বপ্নের ন্যায় এইটী দেখিলেন। অনাহারে অনিদ্রায় চিন্তায় শরীর একে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর আজ অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনা—দুর্ঘটনা ভিন্ন ইহাকে আর কি কহিব?—শরীর আরো দুর্ব্বল হইয়াছে। উঠিবার চেষ্টা করিলেন, উঠিতে পারিলেন না। চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। আবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন যেন কোন নির্জ্জন গহনকাননে তিনি একাকিনী পতিত রহিয়াছেন; চতুর্দ্দিকে ব্যাঘ্র ভল্লুক সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল গভীর ধ্বনি করিতেছে; কোন্ দিকে গমন করিলে পথ পাইবেন, তাহা তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। ভয়বিহ্বলান্তঃ-করণে ইতস্ততঃ করিতেছেন; সহসা একজন কৃষ্ণবর্ণ উন্নতকায় দীর্ঘশ্মশ্রু-বিশিষ্ট সাক্ষাৎ যমদূত সদৃশ পুরুষ আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিল; তিনি হাহাস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।"

বস্তুতঃ প্রিয়তমা যথার্থই চীৎকার করিয়া উঠিলেন। যুবা ধীরে ধীরে কহিলেন "প্রিয়তমে ভয় কি? এখন কি অসুখ একটু সারে নাই? এই কথা বলিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে অল্প অল্প সুশীতল বারি সিঞ্চন করিলেন। অনেকক্ষণ পরে প্রিয়তমা আবার নেত্র উন্মীলন করিলেন, কহিলেন "আমি কোথায় আসিয়াছি?"

"কেন তুমি কি চিনিতে পারিতেছ না? এই তোমার সেই প্রমোদ কানন।"

প্রিয়তমা আবার একটু নীরব রহিলেন। অনিমিষ নয়নে যুবকের মুখ পানে চাহিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিলেন—ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি? সুরেন্দ্র?"

পাঠক! পাপিষ্ঠ সুরেন্দ্রই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বৃদ্ধা সাজিয়া সরলহৃদয়া প্রিয়তমাকে ছলিতে আসিয়াছে। কিঞ্চিৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান থাকিলে সুরেন্দ্র আজ এই দুঃসাহসিক ঘৃণাকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। কিন্তু নরহত্যাকারী পাষণ্ড দস্যুগণ উপর্য্যুপরি নরহত্যা করিয়া স্নেহ মমতা ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে; নরহত্যা যে মহাপাপ এ কথা ভ্রমেও তখন তাহাদের মনে উদয় হয় না। চৌর্য্যব্যবসায়ী তস্করদিগের ধর্ম্মজ্ঞান কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং আর তাহাদিগকে স্বকৃত দুষ্কর্ম্মজনিত মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতে হয় না। তখন অনায়াসে তাহারা শাণিত কুঠারাঘাতে আত্মীয় স্বজন ও স্বজাতির হৃদয় বিদারণ করিতে পারে। তাহাদিগের কিছুমাত্র চিত্তসঙ্কোচ বা চিত্তবিকার হয় না। সেইরূপ আজীবন পাপানুষ্ঠান দ্বারা সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিসকল এককালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব ও দেবোচিত গুণে ভূষিত হইয়াও কিরূপে এইরূপ কদর্য্য কার্য্যে আসক্ত হয়, কে ইহার উত্তর দিবে?

পাপাত্মা সুরেন্দ্র সুবর্ণপুরে আগমন করিয়া প্রথমে অর্থ দ্বারা দৌবারিক ও প্রহরীদিগকে বশীভূত করিল। অর্থ ও রমণী ভয়ঙ্কর সামগ্রী! এমন কার্য্য নাই যাহা ইহাদের নিমিত্ত সাধিত না হয়। অর্থ ও রমণী ভীরুকে সাহসী, দুর্ব্বলকে বলবান্, মৃতকে জীবিত ও অমরকে অসুর করিয়া তুলে। দেবে দানবে মানবে এমন কেহই নাই, অর্থের ও মোহিনীর মোহন গুণে যাঁহাকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ না হয়। এমন যে সংসারত্যাগী যোগিরাজ ব্যোমকেশ, তিনিও ভবানীর ভাবে নিরন্তর নিমগ্ন হইয়া আছেন। ইন্দ্রের অশনি, কুবেরের গদা, শিবের ত্রিশূল বা বিষ্ণুর চক্র সামান্য অস্ত্র মাত্র; মন্মথ সুকুমার কুসুম শরে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড মন্থন করিয়া থাকেন। মনুষ্যের হৃদয় দর্পণবৎ স্বচ্ছ বা সলিলবৎ তরল। যে কোন বস্তু তাহার সম্মুখে ধরিবে, সেইটীই তাহাতে প্রতিফলিত হইবে। অধিক পরিমাণে যাহার অনুশীলন করিবে, তাহারই শ্রী পরিবর্দ্ধিত হইবে। পাঁচটী রিপুর যেটীর সেবা করিবে, সেইটীই দিন দিন প্রবল ও অন্য গুলি ক্ষীণ হইয়া পড়িবে।

সুরেন্দ্র সমস্ত দিবস সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল; সূর্য্যদেবকে অস্তগত হইতে দেখিয়া বৃদ্ধা রমণীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক একটী গুপ্ত পথ দিয়া প্রমোদ

উদ্যানে প্রবেশ করিয়া প্রিয়তমার আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে। প্রিয়তমা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তথায় আসিতেন, সে সে সংবাদ লইয়াছিল। তাহার আশাও সফল হইল। যখন প্রিয়তমা অকস্মাৎ প্রবল আনন্দবেগ ধারণ করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন, সেই সময়ে সে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনে ব্যস্ত হয়।

যে প্রিয়তমার সমাগম কামনায় সুরেন্দ্র ক্লেশকে ক্লেশ ও অর্থকে অর্থ বলিয়া গণনা করে নাই; যাহাকে হস্তগত করিবার জন্য কোন প্রকার কৌশলেরই অবলম্বনে বিমুখ হয় নাই। আজ সেই প্রিয়তমা তাহার উরুদেশে মস্তক রাখিয়া অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় শয়িত আছেন! আজ সেই প্রফুল্ল কমল সুরেন্দ্রের হৃদয়পদ্মে শোভা পাইতেছে! দূর হইতে যাঁহার লাবণ্য দেখিয়া সুরেন্দ্র উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ সেই প্রিয়তমা তাহার অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন। পাঠক! একবার নয়ন মুদ্রিত করুন, মন স্থির করুন, বাহ্য জ্ঞান বিস্মৃত হউন, তাহার পর হৃদয় ও নয়ন উন্মীলন করিয়া সুরেন্দ্রনাথের হৃদয় পরীক্ষা করুন; দেখুন, সেই পঙ্কিল জলরাশি কিরূপ তরঙ্গিত, ঘূর্ণিত ও আলোড়িত হইতেছে! প্রিয়তমা শারদীয় কৌমুদীর ন্যায় সেই উদ্বেলিত সিন্ধু-সলিলে আন্দোলিত হইতেছেন। যেমন কেন চিত্রকর হউন, সুরেন্দ্রের হৃদয়ের এই ভয়ঙ্কর চিত্রের ভাব রক্ষণে কেহই সমর্থ হইবেন না। রৌরবের পাবকোচ্ছ্বাস কৃতান্তের হাস্য ও কালভুজঙ্গের হলাহল মিশ্রিত করিয়া সেই চিত্র রঞ্জিত করিলেও তাহার অনুরূপ হইবে না। প্রিয়তমার অঙ্গ স্পর্শ মাত্র সুরেন্দ্র উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

প্রিয়তমা জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি সুরেন্দ্র?" সুরেন্দ্রের চিত্ত তখন চঞ্চল ও মদবিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে, মুখ দিয়া সহসা বাক্য নিঃসরণ হইল না। কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া সে উত্তর করিল—হাঁ আমি সুরেন্দ্র।"

এই বাক্যে প্রিয়তমার মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল, ভয়ে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; মুখ রক্তবর্ণ হইল। শরীরে যেন তিনি দ্বিগুণ বল পাইলেন; সত্বর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসিলেন—"বৃদ্ধা কোথায়?" "তুমি এখানে কিরূপে আসিলে?"

সুরেন্দ্র তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিল "সুন্দরি! ভীত হইও না, আমিই বৃদ্ধা!"

প্রিয়তমা বলপূর্ব্বক সুরেন্দ্রের মুষ্টি হইতে স্বীয় হস্ত নিষ্কাশিত করিয়া মরালনিন্দি শ্বেতোজ্বল গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন; সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির ভীম গম্ভীর ছটা সুরেন্দ্রকে স্তম্ভিত করিল। প্রিয়তমার ললাটে, গণ্ডে, নাসিকায়, নয়নে অধরে এক প্রকার রক্তবর্ণ শিখা জ্বলিতে লাগিল। আহত ভুজঙ্গী ফণা ধরিয়া এইরূপে গর্জ্জন করিতে থাকে।

সুরেন্দ্রের পাষাণ হৃদয় সেই সকোপ গম্ভীর সৌদামনী মূর্ত্তি সন্দর্শনে আজ বিচলিত হইল; কিন্তু এ ভাব মুহূর্ত্তের জন্য। অবিলম্বে চলিত চিত্তকে কিঞ্চিৎ সুস্থির করিয়া নির্ভয় ভাবে মৃদু মধুর মোহন বাক্যে কহিল "অয়ি জীবন-তোষিণি! দাসেরে আর দগ্ধ করিও না। তোমার জন্য আমার প্রাণ বিয়োগ হইতেছে। সুন্দরি!—

তাহার এই বাক্য শেষ না হইতে প্রিয়তমা জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন,—নির্লজ্জ! পাপাত্মন্! তোর কি কিঞ্চিৎ ভয় নাই, লজ্জা নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই? তুই এখনি এখান হইতে দূর হ।"

"সুকেশিনি! আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে তুমি এত তিরস্কার করিতেছ? তোমার সতীত্ব হরণের উদ্দেশে আমি এখানে আসি নাই। প্রিয়তমে! প্রাণাধিকে! আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসি, আমার প্রতি সদয় হও।"

"পাপিষ্ঠ! আমি আবার নিষেধ করিতেছি ওরূপ কুৎসিত বাক্য আর মুখ দিয়া বাহির করিস্ না। তুই এখনি এখান হইতে দূর হ।" এই বলিয়া প্রিয়তমা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। সে তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিয়া কহিল "হৃদয়-বাসিনি! আমাকে এরূপে পরিত্যাগ করিও না। আমার একটী কথা শুন সোহাগিনি!—

"দেখ সুরেন্দ্র আমার পা ছাড়িয়া দাও। প্রিয়কুমারের বন্ধু জানিয়া তোমাকে আমি ক্ষমা করিতেছি। তোমার মুখাবলোকন করিতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না।"

"চারুনেত্রে! মধুরহাসিনি!—

তুমি যদ্যপি আমার পা না ছাড়িয়া দাও আমি এখনি সকলকে ডাকিব; কেন বল সাধে সাধে আপনাকে কষ্টভাগী করিবে। আমি তোমার কথা শুনিতে চাহি না। তুমি পা ছাড়িয়া দাও।"

প্রিয়তমা পদযুগল তাহার করবন্ধন হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, সে ছাড়িল না। কেশরিণী নিষাদের জালে আবদ্ধ হইয়া যেরূপ গর্জ্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ ভীম গম্ভীরভাবে প্রিয়তমা গর্জ্জন করিলেন—তাঁহার সেই প্রচণ্ডা ভৈরবী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সুরেন্দ্রের হৃদয় আবার কাঁপিয়া উঠিল।

"নরাধম! নির্লজ্জ! পা ছাড়িবি না? অজ্ঞান! আমি ভোগলালসাতুরা বারবিলাসিনী নই।—এই বলিয়া বামপদ এমনি জোরে আকর্ষণ করিলেন যে, সে তাহা ধরিয়া রাখিতে পারিল না। প্রিয়তমা চলিয়া যাইবেন, সে উঠিয়া আবার পদ ধারণ করিবার চেষ্টা করিল। প্রিয়তমা আর দারুণ ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া সবলে তাহার বক্ষে এরূপ একটী পদাঘাত করিলেন যে সে তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইল। প্রিয়তমা গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সে তাহাতেও কুপিত হইল না। গাত্রোত্থান করিয়া বিনয়নম্র বচনে কহিল—"চারুনেত্রে! তোমার এই চরণ আমার সাধনের সামগ্রী। আর কেন, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল ত? এক্ষণে অভাগার প্রতি প্রসন্ন হও।"

প্রিয়তমা উত্তর করিলেন "তোমার কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই, মানাপমান জ্ঞান নাই?

সে কাতরভাবে বলিল "হরিণলোচনে! তোমার জন্য আমি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি। আর আমাকে কষ্ট দিও না।"

"সুরেন্দ্র! তুমি মনুষ্য হইয়াও বনের বানর অপেক্ষা অধম। তোমার এই অকিঞ্চিৎকর ঘৃণিত জীবনে কোন ফল নাই। তোমার এই পাপময় প্রাণ পরিত্যাগ করাই ভাল। অই শোন, পতিতপাবনী অনিন্দ্য নগেন্দ্রনন্দিনী জাহ্নবী তোমাকে আহ্বান করিতেছেন; যাও, ঐ পবিত্র সলিলরাশিতে ঝাঁপ দিয়া তোমার কলুষরাশি প্রক্ষালন কর।

প্রিয়তমা আবার যাইবার উপক্রম করিলেন। সুরেন্দ্র পদতলে পতিত হইয়া বলিল "প্রিয়তমে! আমার একটী কথা শুন।"

প্রিয়তমা বলিলেন—"তোমার আর কি কথা শুনিব? তোমার সহিত কথা কহিলেও হৃদয়ে পাপসঞ্চার হয়। ভাল কি বলিবে-বল?"

সুরেন্দ্র আশ্বাসিত হইয়া কহিল,—“ শশিমুখি!

আমি তোমার “শশিমুখি!” শুনিতে চাই না; যদি বলিবার বিশেষ কিছু থাকে বল।

“প্রিয়তমে! তোমাকে কলঙ্কিত করা আমার ইচ্ছা নয়। তুমি আমাকে বিবাহ কর। তুমি যাহার আশায় আমাকে পরিত্যাগ করিতেছ, এ জন্মে তাহার সহিত আর তোমার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই।”

প্রিয়তমা কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া বলিলেন—“ তোমাকে আমি বিবাহ করিতে পারি না, তুমি আমার আশা পরিত্যাগ কর।”

তিনি আর দাঁড়াইলেন না; দ্রুতগমনে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। সুরেন্দ্র সাক্ষাৎ হতাশমূর্ত্তির ন্যায় ক্ষণকাল তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া বিষণ্ণ বদনে প্রজ্বলিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে গৃহে প্রতিগমন করিল।

-০০:০০-

চোখ গেল পাখী।

পাতার ভিতরে থাকি “ চোখ গেল ” বলে,
কি দুখে কাঁদিস্ তুই কূজনের ছলে?
কি তোর মনের কথা কি তোর চোখের ব্যথা
কিবা দেখে আঁখি তোর দুখানলে জ্বলে?
কানন মাঝারে থাকি তোরও বনের পাখী
হৃদয় ব্যথিত নাকি মানবের তরে?
তোরও আমার মত সদা আঁখি ঝরে?

ইন্দ্রজালময় এই ভাবের ভবন;
মায়া মোহ মুগ্ধ মন জ্ঞানহীন জন;
জরা মৃত্যু ভাবী ভয় শোক তাপ রিপুচয়
নহে দীপ্ত তোর মনে; কভু চিন্তানলে
দগ্ধ নয় দেহ প্রাণ, সুখে দুখে সম জ্ঞান,
আশার ধার না ধার; রাখি পদতলে
অজ্ঞান নরের আশা আকাশেতে তোর বাসা
উড়িয়া বসিস তুই আপন ইচ্ছায়।

দুরাশার বশ নও আপন অধীন হও
সুখেতে কাটাও কাল যথায় তথায়।
ক্ষুধা পেলে বন ফলে খাও তুমি কুতূহলে
অল্পেতে সন্তুষ্ট তুমি ; কি করে তোমার
বাড়িবে সম্পদ মান, গাবে সবে যশ গান ;
কি করে রাখিবে তুষ্ট পুত্র পরিবার ;
অসার ঐশ্বর্য্য আশে দুরাশার পাশে পাশে
মনুষ্যের মত তুমি না কর ভ্রমণ
কনকপ্রাসাদ তব অটবী বিজন।

অসুখের কিছু তব পাথী নাহি মহীতে ;
তবু কেন কাঁদ তুমি পারি না হে বুঝিতে !
নিশা অবসান হলে হায় ! চোখ গেল বলে
নিত্য তুমি ধর তান তরু শাখে বসিয়া।
এর কোন বল পাখি গূঢ় অর্থ আছে না কি ?
অবোধ অবাক তুমি—সদা যায় ভাসিয়া
নহে কেন তব প্রাণ, ঘূর্ণ জলে শত খান
হয়ে, রে বিহঙ্গবর বিষাদের সলিলে ?—
স্পষ্ট করে বল পাথী—যদি তুমি বলিলে ?

ভাবে কিন্তু বোধ হয় পাখীর এ বুলি——
নাহি অর্থ নাহি সার চীৎকার কেবলি।
কোনই ভাবনা যার নাহি মনে এক বার
স্মরণ—মরণ শত্রু-চিন্তা বিবর্জ্জিত,
যথা ইচ্ছা তথা যায় যাহা ইচ্ছা তাহা খায়
নাহি লজ্জা উপরোধ গুমান কিঞ্চিত ;
নাহি প্রভু নাহি জ্যেষ্ঠ আপনি আপন শ্রেষ্ঠ
প্রভু—গুরু—রুষ্ট হবে নাহি কোন ভয় ;
নাহি অপমান জ্ঞান স্বাধীন সচ্ছন্দপ্রাণ..
উদরের তরে নয় ব্যাকুল হৃদয়

গ্রীষ্মের প্রচণ্ডানলে বর্ষার অজস্র জলে,
না যায় শীতের শীতে জমিয়া জীবন
শিরস্বেদ ফেলে পায় খাটিতে না হয়, হায়,
পরিশ্রম কয় কায় না জান কখন
নাহি আশা—আশাভঙ্গ ব্যথা নাহি জানে অঙ্গ ;
জগৎ সংসার যার বাস নিকেতন
তার কেন ঝরে আঁখি সতত এমন ?

কিসের অভাব তব ভব-হেম ভবনে ?
বল না খুলিয়া পাখি কি ব্যথা ও নয়নে
নিজ ক্ষুদ্র নিকেতনে সাজাতে মনুষ্যগণে
করে কত যত্ন সদা মণি মুক্তা ভূষণে !
কৃত্রিম মুকুতা ফলে কৃত্রিম প্রবাল দলে
কৃত্রিম কাঞ্চন-মণি—শতদল কাননে ;
গগনের অনুবাদে বসায়ে কৃত্রিম চাঁদে
কৃত্রিম নক্ষত্রপুঞ্জে কুঞ্জালয় করিয়ে
কৃত্রিম ঝালরে ঝুলে গুঞ্জমালা বনফুলে ;
বিফল গুমরে মরে নানা সাজ সাজিয়ে ;—
কুঙ্কুম কস্তূরী রসে বৃথা মাখে মোহ বশে,
বৃথা অহঙ্কার করে মনুষ্য না বুঝিয়া
বৃথাই তাহার যত্ন রতনের লাগিয়া।
মঞ্জুল নিকুঞ্জ বন পাখি তব নিকেতন
বিমল কৌমুদী ভাতি প্রকাশিয়া হরিষে ;
হিরণ্য কুসুমদল পূর্ণ পূত পরিমল
চৌদিকে ফুটিয়া কত সুধারস বরিষে !
ঝালরে মুকুতা ঝুলে গাঁথা চারুকান্তি ফুলে
যোগীন্দ্র মানস ভুলে সে সৌন্দর্য্য নেহারে।
ছড়াইয়া মকরন্দ গন্ধবহ মন্দ মন্দ
ললিত বঙ্কিম ভাবে নাচাইয়া লতারে

হাসায়ে প্রসূনদলে সাজায়ে ধরণী তলে
বহে সদা জুড়াইয়া পাখী তব জীবন ;
গুঞ্জরে ভ্রমরপুঞ্জ আমোদিত করি কুঞ্জ
কুহরে কোকিলকুল নাচে সুখে খঞ্জন।
মণি মুক্তা বিখচিত শতদলে সুশোভিত
তব চর্ম্ম্যতল পাখি অতুলনা ভুবনে।
ফুলমঞ্চ সিংহাসন কিশলয় সুশোভন
চাঁদের চাঁদিনী তব নীলোজ্জল গগনে !
কল্পতরু ফুলমঞ্চে নন্দনে যে নিশি বঞ্চে
সে কেন রে কাঁদে হেন চোখ গেল বলিয়া ?—
পাখি, ও পাখির বুলি বুঝিলাম ভাবিয়া

অমনি আবার পাখি চোখ গেল বলিয়ে
উঠিল শাখায় বসি উচ্চ শব্দে ডাকিয়ে।
বুঝেছি এখন পাখি যে জন্যে হে থাকি থাকি
কাতর করুণ স্বরে উঠ তুমি কাঁদিয়ে।
কলিতে কালের গতি বিচিত্র—দুর্জ্ঞেয় অতি—
মানুষের নিদারুণ দুরবস্থা দেখিয়ে,
তোমার আনন্দ নাই নিরানন্দে নিত্য তাই
বরিষ বিষাদধারা তরুশিরে বসিয়ে !
ভবের পূর্ব্বের ভাব হইয়াছে তিরোভাব
এখন অদ্ভুত ভাবে ধরা গেছে ডুবিয়ে—
পার না দেখিতে তাহা তাই উঠ কাঁদিয়ে !

আনন্দে বিহঙ্গ তুমি আকাশে থাকিয়া,
দেখেছ অনেক কাণ্ড উড়িয়া উড়িয়া।
দীপ্ত প্রভাকর অংশ দীপ্ত প্রভাকর বংশ
উৎপন্ন হইলা যবে শুভদিন ক্ষণে,
দেখেছ সে দিন তুমি, দেখেছ আকাশ ভূমি
প্লাবিত আলোক পুঞ্জে উজ্জল কিরণে !

সেই বংশধর গণে ভবনাট্য-নিকেতনে
দেখেছ আকাশে থাকি, কি খেলা খেলিল;
সেই সূর্য্য শূর বংশ কাল ক্রমে হলো ধ্বংস
গৌরব গরিমা কীর্ত্তি কলঙ্কে ডুবিল।
অসার সংসার সুখে ঢালি হুতাশন মুখে—
দেবতাত্মা গুণী গুরু জ্ঞানেতে গভীর
দেখেছ ব্রাহ্মণ গণে পশিয়া গহন বনে
ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণে যোগাসনে ধীর,
জগতের হিত তরে যুগ যুগান্তর ধরে
সনাতন বেদব্যাখ্যা সাধনে মগন!
শুভ্রবর্ণ শ্মশ্রুরাশি পরশিছে নাভি আসি
শিরে জটাজূট ভার—মুদ্রিত নয়ন!
কর রাখি বক্ষস্থলে আশ্রম তরুর তলে
প্রসন্ন গম্ভীর মূর্ত্তি আর্য্য ঋষিগণ
মহামান্য জিতেন্দ্রিয় বাসব বিরিঞ্চিপ্রিয়
দেখেছ ব্রহ্মণ্য দেবে—প্রদীপ্ত তপন!
বিন্ধ্য নত পদতলে অনন্ত অর্ণবজলে
হেলায় করিলা পান গণ্ডূষে ধরিয়া!
শিশু শৃঙ্গী তার বাক্য অমোঘ বিধির লক্ষ্য
করেছ বশিষ্ঠ ব্যাস নারদে দর্শন
দেখেছ ব্রহ্মণ্য তেজ শমনশমন!

পতিগতপ্রাণা গুরু-সেবা-পরায়ণা
পবিত্র পুতলী-প্রেম আর্য্যের ললনা
ঐশ্বর্য্য সম্পদ ধনে তুচ্ছ করি নিকেতনে
পতি সনে বনে সদা করিত ভ্রমণ,
দেখেছ বিজন বনে মৃত প্রাণ পতিধনে
কোলে করি কাঁদাইল শমনের মন;
সতীর সতীত্ব বল পতিভক্তিপরিমল

সত্যনিষ্ঠা দেবপূজা কতই প্রবল,
দেখেছ বিস্ময়ে আর্য্য-কুলশতদল !

দেখিয়াছ আমাদের পূর্ব্ব পিতৃগণে
সত্য ধর্ম্ম ব্রত রত, রত্ন আভরণে
ভূষিত সবল তনু করে খর শর ধনু
মুকুট মণ্ডিত জ্ঞান উৎসাহ সাহসে ;
শুনেছ মঙ্গল গীত সুগম্ভীর সুললিত
উঠিত বিদারি ব্যোম উৎসব দিবসে !
দীর্ঘ দেহ শালপ্রাংশু তেজে দীপ্ত অনলাংশু
অমিত বিক্রমশালী, জ্ঞানে মৌন দানে
শ্লাঘাহীন, ক্ষমাসক্ত, ভক্তের পরম ভক্ত
দুষ্টের সাক্ষাৎ যম ! বিহিত বিধানে
সাধিলা ভবের হিত ; দীর্ঘজীবী, পরিমিত
ছিল পান আহারাদি, না ছিল অকাল ব্যাধি
ইচ্ছার অধীন মৃত্যু—দেখেছ সকল
আজিকে উজান বয় প্রবাহ প্রবল !
আজি সব বিপরীত, আর্য্যবংশ বিদলিত,
দূর শূন্যে শোভে সূর্য্য খদ্যোত যেমন !
আজিকে আমরা হায় শৃঙ্খল পরিয়া পায়
অভিমানে চলি ভাবি অমূল্য ভূষণ !

হায় রে কোথায় আজ আর্য্য যোগিগণ !
বিভুতত্ত্বধ্যানধারী পবিত্র ব্রাহ্মণ !
যাগযজ্ঞ বেদাচার ভ্রষ্ট দ্বিজ কুলাঙ্গার
আজিকে আমরা এই অধর্ম্মেতে রত।
জগতের হিত ভুলে পাপ স্বার্থতরুমূলে
কাঞ্চন অর্জ্জন আশে ব্যাপৃত নিরত !
অজ্ঞানের পদ সেবে পিতৃগণে মূর্খ ভেবে
উন্মত্ত সবাই নাম জাগাতে আপন ;

বেদবিধি হীন কর্ম্ম নাহি জ্ঞান ধর্ম্মাধর্ম্ম
মাটির পুতুল মাত্র সজীব যেমন।

নাহি তেজ অভিমান আতঙ্কে শুকায় প্রাণ
হেরিয়া সম্মুখমার্গে গোষ্পদ-সাগর!
চণ্ডাল পাদুকা হানে বুকে বসে শ্মশ্রু টানে
নাহি সে ব্রহ্মণ্য তেজ—পবিত্র প্রখর!
এ চিত্র বনের পাখি দেখিয়া কাতর নাকি
চোখ গেল বলে তাই জানাও বেদন?
কি ছিল কি হল দেখে ব্যথিত নয়ন?

দেখেছ সাবিত্রী সেই দেখিয়াছ সীতারে—
আবার দেখিছ আজ আর্য্য-কুল-বামারে!
সতত কলহপ্রিয়া ঈর্ষানলে দগ্ধ হিয়া
অপ্রিয়বাদিনী পতি-বক্ষে কাল সাপিনী!
কুলধর্ম্ম বিবর্জ্জিতা অসন্মার্গে পরিণীতা
অসার কৌতুকপ্রিয় আজি আর্য্য কামিনী!

সতীর সতীত্ব শোভা সতীত্ব ভূষণ,
সতীর সতীত্ব বল অশনি যেমন!
এ শোভা ভূষণ বল গেছে সব রসাতল
তাপদগ্ধ শুষ্ক লতা আজি আর্য্য নলিনী—
বিষহীন মণি হীন মৃতপ্রায় ফণিনী!
বিশ্বের বিচিত্র গতি এ সব দুর্জ্ঞেয় অতি!
কি ছিল কি হল দেখে ব্যথিত নয়ন;—
বুঝেছি, বিহঙ্গ! তাই কাঁদ অনুক্ষণ!

দেখিয়া আমার হায় নিদ্রা বশে মৃতপ্রায়
প্রহরেক কাল রবি উঠিল গগনে
অসহ্য তোমার নাকি হয় রে বনের পাখি
জাগাতে আমার ডাক গভীর নিস্বনে?

জাগিব না আমি পাখি বৃথা তুমি ডাকি ডাকি
যে ঘুমে ঘেরেছে আঁখি সে ঘুম কি আর
ভাঙ্গিবে তোমার ডাকে, বিহঙ্গ! ডাকিছ কাকে
বৃথাই নয়ন ব্যথা জানাও তোমার ;—
বাঁচিলে দেখিবে আরো বিচিত্র ব্যাপার!

বৈদ্যুতিক প্রভাব।

মনুষ্য আপনার সুখসচ্ছন্দতা ও অবস্থার উৎকর্ষ সাধন জন্য প্রত্যহ কত অত্যাশ্চর্য্য নূতন যন্ত্রাদির সৃষ্টি করিতেছেন, ভাবিলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়; বস্তুতঃ মনুষ্যের অনেকগুলি কার্য্য আপাততঃ অলৌকিক বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। বসুমতী যত বৃদ্ধা হইতেছেন, মনুষ্যও আশ্চর্য্য বুদ্ধি-বলে ততই আপনার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। পূর্ব্বকালে একস্থান হইতে দূরতর প্রদেশে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে মন্থরগামী মনুষ্য দূত দ্বারা পাঠাইতে হইত, তদ্ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। ক্রমে ক্রমে নৌকা, অর্ণবযান, অশ্ব, অশ্বশকট এবং পরিশেষে বাষ্পীয় শকট প্রভৃতি আবিষ্কৃত ও মনুষ্যের প্রয়োজন সাধনে পরিগৃহীত হইল। কিন্তু মনুষ্য এরূপ অচিন্তনীয় দ্রুতগমনে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছিলেন যে, অতি দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকটও তাঁহার প্রয়োজন সাধনে পর্য্যাপ্ত হইল না। সুতরাং নিমেষ মধ্যে যাহাতে এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে বার্ত্তা প্রেরিত হইতে পারে, উন্নতি-শীল মনুষ্য এক্ষণে সেইরূপ কোন যন্ত্রের আবিষ্কারে মনোনিবেশ করিলেন।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা অরণি নামে এক প্রকার কাষ্ঠের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে অগ্নির উৎপাদন করিয়া যজ্ঞের হোমাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেন। অতি পূর্ব্ব কালে ইউরোপ খণ্ডের অনেকে চন্দরূপে বৈদ্যুতিক অস্তিত্বের বিষয় অবগত ছিলেন। কিন্তু ঐ বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা বিজ্ঞানের কোনরূপ উন্নতি বা মনুষ্যের প্রয়োজন সাধন হইবার সম্ভাবনা আছে কি না বহুকাল অবধি কেহই তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই। ১৬০০ খ্রীঃ অব্দে গিলবার্ট নামক একজন ইংরাজ ডাক্তার প্রথমে এই বিষয়ের পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া বৈদ্যুতিক প্রভা বিষয়ক এক খানি পুস্তক

রচনা ও প্রচার করেন। তাহাতে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে কেবল চন্দকুষ কেন অনেক বস্তু হইতেই ঘর্ষণ দ্বারা তড়িৎ শিখা নির্গত হইয়া থাকে। তৎপরে রয়েল, গয়েরিক, নিউটন এবং তদানীন্তন আরো কয়েকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এ বিষয়ের অনেক উন্নতি সাধন করিয়া যান। ইলেক্‌ট্রিসিটি শব্দের প্রকৃত অর্থ তড়িৎ বা বিদ্যুৎ নয়। গ্রীক ভাষায় চন্দকষকে ইলেক্ট্রন কহে। সেই ইলেক্ট্রন শব্দ হইতে ইলেক্ট্রিসিটি শব্দের উৎপত্তি; এবং এই শব্দ এক্ষণে বিদ্যুৎ শক্তির সাধারণ সংজ্ঞা হইয়াছে। ১৮০০ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই তাড়িত শক্তির বিষয় একটী অভিনব বিজ্ঞানের রূপ ধারণ করে। ঐ অব্দের মধ্য সময়ে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন হইতে এই নূতন বিজ্ঞানের সবিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। ঘুড়ি উড়াইবার ছলে আমেরিকার অন্তঃপাতী ফিলেডেলফিয়া নামক নগরে ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে ফ্রাঙ্কলিন ইলেক্ট্রিসিটির পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করেন যে ইলেক্ট্রিসিটি ও বিদ্যুৎ একই পদার্থ। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত বিদ্যুতের দ্বারা লোকের কোনপ্রকার হিত সাধিত হয় নাই। এই উনবিংশ শতাব্দীতেই এই বিজ্ঞানের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

রুষের রাজধানী সেণ্টপিটার্শবর্গবাসী অধ্যাপক রিচমন সাহেব গগন-মণ্ডলস্থিত বিদ্যুতের পরীক্ষা করিবার জন্য আপনার আবাসগৃহে একটী যন্ত্র স্থাপিত করিয়া রাখেন। তিনি এক বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। একদা সেই বিদ্যালয় হইতে একটী বজ্রপতনের শব্দ শুনিতে পাইয়া সত্বর আপনার ভবনস্থিত যন্ত্রের নিকটে গমন করিয়া সেই যন্ত্রে বিদ্যুৎ প্রভা সঞ্চার হয় কি না, এই পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, সহসা ঐ যন্ত্রে যে বিদ্যুৎ পরিচালক তার ছিল, তন্মধ্য হইতে বিদ্যুদগ্নি নির্গত হইয়া তাঁহার কপোলদেশে প্রবেশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই দুর্ঘটনা খ্রীষ্টীয় ১৭৫০ অব্দের আগষ্ট মাসে ঘটিয়াছিল।

ইউরোপীয় প্রাচীন জাতিরা চন্দকুব ও চুম্বক পাথরের আকর্ষণ শক্তি দর্শন করিয়া ঐ দুই পদার্থকে সজীব বিবেচনা করিতেন। ঐ সমস্ত প্রাচীন জাতির মধ্যে কেহ কেহ কৌশলক্রমে মেঘমণ্ডল হইতে বিদ্যুৎ-প্রভা নিঃসৃত করিতে পারিতেন। এইরূপ প্রবাদ আছে, রোমের সম্রাট টলস হষ্টিলিয়স মেঘমণ্ডল হইতে বিদ্যুৎ নিঃসৃত করিবার জন্য বহু প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পরিশেষে বিদ্যুদগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

যাহা হউক, গিলবার্ট সাহেবের প্রবর্ত্তিত পথ অবলম্বন করিয়া হক্সলি, গ্রে, মস্কেনব্রুক এবং ডাক্তার পৃষ্টলি এ বিষয়ের সবিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

যে যন্ত্র ও যে তাড়িত-প্রভা প্রভাবে টেলিগ্রাফের কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহার নাম ভল্টাইক বা গ্লাবানিক যন্ত্র এবং ঐ বিদ্যুতের নাম ভল্টাইক বা গ্লাবানিক বিদ্যুৎ। ১৭০০ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে ইটালী দেশোদ্ভূত গ্লাবানি নামে এক পণ্ডিত দুই প্রকার ধাতু নির্ম্মিত দুটী শলাকা একটী সদ্যোমৃত ভেকের দুই পদতলে বিদ্ধ করিয়া ঐ শলাকা দ্বয়ের অপর প্রান্ত পরস্পরে সংযোজিত করিয়া দেন, তাহাতে ঐ মৃত ভেকের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠে। এই প্রকার ধাতু সংযোগে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিবার জন্য গ্লাবানি সাহেব একটী যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। তাঁহার নামানুসারে ঐ যন্ত্রের নাম ভল্টাইক বা গ্লাবানিক যন্ত্র হইয়াছে। এই যন্ত্র কি প্রকার, কি কি উপাদানে নির্ম্মিত হইয়া থাকে এবং কিরূপেই বা এই যন্ত্রের কার্য্য চলিতেছে, যথা সময়ে যথা স্থানে এ বিষয় পর্য্যালোচিত হইবে।

বিদ্যুৎ কি পদার্থ এ পর্য্যন্ত তাহার মীমাংসা হয় নাই। তবে ইহা একপ্রকার জ্যোতির্ম্ময় অতি সূক্ষ্ম লঘু পদার্থ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহা এত লঘু যে ইহার পরিমাণ হয় না। ইহা স্থিতিস্থাপকতাগুণবিশিষ্ট। বিদ্যুৎ কেবল মেঘমণ্ডলের নিজস্ব নয়, প্রায় সকল পদার্থেই ইহার সত্তা আছে।

সকল বস্তুতেই বিদ্যুৎ অবাধে গমন করিতে পারে না। যে সমস্ত বস্তুতে ইহা নির্ব্বিঘ্নে গমন করে, তাহাকে পরিচালক কহে এবং যাহাতে সহজে গমন করিতে পারে না, তাহাকে অপরিচালক বলে। লৌহ প্রভৃতি ধাতুর মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ অনায়াসেই গমন করিয়া থাকে, এই কারণে প্রায় সমুদায় ধাতব পদার্থই পরিচালক নামে অভিহিত হইয়াছে। রজন, মোম, কাচ, কাচকড়া, রেশম, তুলা, লাক্ষা, হীরক, পশুর লোম, পালক, শুষ্ক কাগজ চর্ম্ম, বায়ু, শুষ্ক বাষ্প, শুষ্ক খড়ি, চূর্ণ, গন্ধক, বরফ, বৃক্ষ বা মৃতদেহাদির ভস্ম, সর্জ্জরস বা ধূনা চন্দরুষ, শুষ্ক কাষ্ঠ, কর্পূর এবং তৈল প্রভৃতি পদার্থে বিদ্যুতের গতি মন্দ হইয়া পড়ে।

বৈদ্যুতিক তেজ যে বস্তুর উপর দিয়া সত্বর সম্পূর্ণরূপে প্রবাহিত

হইয়া যায়, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচালক, আর যে বস্তুর উপর দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে থাকে, তাহা নিকৃষ্ট পরিচালক। যে বস্তুর একস্থানেই বৈদ্যুতিক তেজ আবদ্ধ থাকে, তাহা প্রকৃষ্ট অপরিচালক; কিন্তু তেজ যে বস্তুর একস্থানে কতক্ষণ স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র গমন করিতে থাকে, তাহা প্রকৃষ্ট অপরিচালক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় না। একটী লৌহ তারের একপার্শ্ব অগ্নিতে সন্তপ্ত করিলে অতি শীঘ্রই সমস্ত তারটী উষ্ণ হইয়া উঠে, সুতরাং লৌহ প্রকৃষ্ট পরিচালক, কিন্তু একখণ্ড কাচের একপার্শ্ব সন্তপ্ত করিলে সেরূপ হয় না, অধিক বিলম্বে সেই সন্তাপ কাচময় ব্যাপ্ত হয়, এমন কি সকল স্থানেও ব্যাপ্ত হয় না, এই জন্য কাচকে প্রকৃষ্ট অপরিচালক বলা যায়। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৯১০০০ মাইল পথ যায়। ধাতুনির্ম্মিত শলাকায় বিদ্যুৎ প্রভাও আলোকের ন্যায় দ্রুত গতিতে গমন করিয়া থাকে। অতএব ধাতু প্রধান পরিচালক বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। ধাতু দ্রব্যের পরেই অঙ্গার। অঙ্গারেও তেজ শীঘ্র পরিব্যাপ্ত হয়। অঙ্গারের পরেই প্রবল এসিডে ও আল্কালিতে বিলক্ষণ পরিচালকগুণ লক্ষিত হয়। জল নিকৃষ্ট শ্রেণীর পরিচালক। জন্তু সমূহের শরীরে প্রচুর পরিমাণে জল থাকাতে জন্তুদিগের দেহেও পরিচালকতাগুণ আছে। কিন্তু শুষ্ক মৃতদেহে এ গুণের বহু পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। শুষ্ক বায়ু অপরিচালক। জল পরিচালক বটে, কিন্তু জমিয়া বরফ হইয়া গেলে আর ইহার ঐ গুণ থাকে না।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, অপরিচালক বস্তু গালা চন্দরুস ও কাচ ঘর্ষণ করিলে বিদ্যুৎশিখা প্রকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু একটী প্রকৃষ্ট পরিচালক বস্তু যে লৌহ তাহা ঘর্ষণ করিলে ঐরূপ শিখা নির্গত হয় না। ধাতব পদার্থ ঘর্ষণ দ্বারা বিদ্যুৎ প্রভা প্রকাশ হয় না, তাহার কারণ এই, ঘর্ষণ দ্বারা ঐ ধাতব পদার্থ যত উত্তপ্ত হয়, বিদ্যুৎবেগ ততই ধাতুর স্বভাবিক পরিচালকতা শক্তিদ্বারা প্রবাহিত হইয়া যায়। সুতরাং লৌহে বিদ্যুৎ প্রভার চিহ্ন দৃষ্ট হয় না; কিন্তু কাচ কিম্বা অন্য কোন অপরিচালক বস্তু ঘর্ষণ করিলে লৌহের ন্যায় বিদ্যুৎবেগ প্রবাহিত হয় না, বেগ একস্থানেই নিবদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং বিদ্যুৎপ্রভা প্রকাশ পায়। এক্ষণে তাড়িত বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, পৃথিবীর সকল পদার্থেই বৈদ্যুতিক শক্তি আছে। কিন্তু অপরিচালক যাবতীয় পদার্থেই যে বিদ্যুৎপ্রভা প্রকাশ পায়, ইহা সিদ্ধান্ত

বাক্য নয়। অল্পকাল গত হইল ফ্যারাডে প্রমাণ করিয়াছেন, সরস কণিকাহীন নিরবচ্ছিন্ন শুষ্ক বায়ুপ্রবাহ অতি প্রবলবেগে একটী ছিদ্রদ্বারা কোন নিরেট পদার্থে প্রবেশ করিলেও বৈদ্যুতিক প্রভা প্রকাশ হয় না; পক্ষান্তরে বায়ুস্রোতের সঙ্গে জলবিন্দু সকল সংযুক্ত থাকিলে প্রবল বিদ্যুৎ প্রভা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সকল বস্তু বৈদ্যুতিক আকর্ষণ শক্তিদ্বারা উত্তেজিত হয়, সেই সমস্ত বস্তুকে বিদ্যুদুত্তেজিত কহে।

যে শক্তির প্রভাবে কোন পদার্থ উদ্দীপ্ত পদার্থের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তাহাকে প্রতিরোধক শক্তি বলা যায়। বিদ্যুৎপ্রভাপ্রদীপিত পদার্থে এই শক্তি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। একগাছি রেশমী সুতায় একটী অতি ক্ষুদ্র কাষ্ঠগোলক ঝুলাইয়া ফ্লানেল দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া এক খণ্ড কাচ উহার নিকটে লইয়া গেলে ঐ কাচখণ্ড ঐ কাষ্ঠ গোলককে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে; তাহাতে ক্রমে ক্রমে ঐ গোলকটী কাচ খণ্ডের উপর লাগিয়া যায়। কিন্তু ঐ কাচে অঙ্গুলি স্পর্শ না হয়, এমত ভাবে ঐ কাচখণ্ড কাষ্ঠনির্ম্মিত গোলকের নিকট হইতে সরাইয়া আনিয়া যদি পুনর্ব্বার ঐ কাচ গোলকের নিকটে পূর্ব্বমত রাখা যায়, তাহা হইলে ঐ গোলক কাচের অভিমুখে না যাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। কিন্তু যদি তখন কাচের পরিবর্ত্তে এক খণ্ড গালা ঐ গোলকের নিকটে লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ গোলক পূর্ব্বমত প্রথমে আকৃষ্ট হইয়া অল্পক্ষণ পরেই প্রতিনিবৃত্ত হয়। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে এই দুটী বৈদ্যুতিক শক্তি বিশিষ্ট পদার্থ—কাচ ও গালা—আপনাদের তেজ অন্য বস্তুতে দান করিবার পূর্ব্বে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, এবং নিজ তেজ সেই বস্তুতে দান করিবামাত্রই প্রতিনিবৃত্ত হয়। ধাতব পদার্থ বিদ্যুৎ প্রভায় প্রদীপিত পদার্থকে স্পর্শ করিবামাত্রই প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক আকর্ষণ শক্তি দ্বারা দুটী বস্তু বিদ্যুৎ প্রভায় প্রদীপিত পদার্থে সংলগ্ন হইলে পরক্ষণেই দুই বস্তু স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। গভীর অন্ধকারময় গৃহে এক হস্ত পরিমিত দীর্ঘ একটী নিরেট কাচদণ্ড এক খানি অতি সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিলে কাচদণ্ডের চতুর্দ্দিক হইতে নীল আভা বিশিষ্ট জ্যোতিঃ এবং চট্‌পট্‌ শব্দসহকারে বহ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয়। আবার যদি একটী ধাতু গোলক উত্তমরূপে রেশমী বস্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া ঐ কাচদণ্ডের নিকটে

রাখা যায়, তাহা হইলে ঐ গোলক ক্রমে ক্রমে কাচদণ্ডের নিকটবর্ত্তী হয়। কিন্তু যত সন্নিকৃষ্ট হইতে থাকে, ততই ঐ কাচদণ্ড হইতে বহ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। আবার ঐ গোলকের নিকট কাচদণ্ড বা কাচদণ্ডের নিকট গোলক না লইয়া গিয়া যদি একটী অঙ্গুলি লইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলেও ঐরূপ পাবকস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইবে, এবং যিনি ঐরূপ অঙ্গুলি লইয়া যাইবেন, তিনি স্বীয় শরীরে বৈদ্যুতিক বেগ সঞ্চার স্পষ্ট অনুভব করিবেন।

যদি রেশম, কার্পাশ অথবা চুলের দড়িতে একটী ধাতু গোলক বা কাচনির্ম্মিত নল ঝুলাইয়া কোন প্রকার বিদ্যুদ্দীপ্ত পদার্থ দ্বারা ঘর্ষণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ গোলক হইতে অনলস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। কিন্তু কোন বিদ্যুৎ প্রদীপিত পদার্থের অপর পদার্থের সহিত সংযোগ হইলে ঐ পদার্থের বৈদ্যুতিক শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। যেমন কোন উত্তপ্ত পদার্থ অন্য পদার্থকে স্পর্শ করিলে ঐ উত্তপ্ত পদার্থের সন্তাপ স্পৃষ্ট পদার্থে প্রবিষ্ট হয় এবং সন্তপ্ত পদার্থটী শীতল হইয়া পড়ে; সেইরূপ তাড়িতবেগ এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে প্রবেশ করিয়া থাকে। কোন বিদ্যুৎ প্রদীপিত গোলকে অঙ্গুলি, লৌহ অথবা অন্য কোন ধাতু নির্ম্মিতশলাকা স্পর্শ হইবা-মাত্রেই ঐ গোলক হইতে সমস্ত বৈদ্যুতিক প্রভা অঙ্গুলিতে অথবা ঐ শলাকাতে প্রবিষ্ট হইয়া যায় এবং ঐ গোলক বিদ্যুৎ প্রভাশূন্য হইয়া পড়ে। কিন্তু ঐ গোলকে বা শলাকায় অঙ্গুলি স্পর্শ না করিয়া যদি কাচনির্ম্মিত একটী শলাকা সংলগ্ন করা যায়, তাহা হইলে ঐ গোলকের বৈদ্যুতিক তেজের কিছুমাত্র হ্রাস হয় না।

সচরাচর বৈদ্যুতিক প্রভা, সম ও বিষম এই দুটী বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে বিবেচনা করিতে গেলে ইহাদের কিছুমাত্র প্রভেদ বা ইতর বিশেষ হয় না। দুটী একত্রিত করিলেই এই বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। তখন তাহারা দুটী ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট পদার্থের ন্যায় বিপরীত ভাব প্রকাশ করিতে থাকে। এটী অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে এক সময়ে এবং সমভাবেই দুটী প্রভা উৎপন্ন হয়। একখণ্ড কাচ রেশমী বস্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিলে রেশমী বস্ত্রে যত টুকু বিষম প্রভা উৎপন্ন হইবে, কাচেও ঠিক তত টুকু সমপ্রভা উৎপন্ন হইবে এবং যে কোন বিদ্যুৎ প্রদীপিত পদার্থ একটী প্রভা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইবে, সেইটীই অপরটী দ্বারা আকৃষ্ট হইবে। ধাতুর

মধ্যে কতক গুলি সম এবং কতক গুলি বিষম প্রভা বিশিষ্ট; যথা,—বিস্-মত, প্লাটিনা, সীসা, রঙ্গ, তাম্র, স্বর্ণ, রূপা, দস্তা, লৌহ, হরীতাল এবং রসাঞ্জন। যদি রসাঞ্জনের উপর বিসমত রাখা যায়, তাহা হইলে বিসমতে বিষম এবং রসাঞ্জনে সম প্রভা উৎপন্ন হইবে। সীসার উপর লৌহ ঘর্ষণ করিলে লৌহে সম এবং সীসায় বিষম প্রভা প্রকাশ হইবে।

বিদ্যুতের এই সম ও বিষম অবস্থা জানিবার কয়েকটী বিশেষ নিয়ম আছে। দুটী বস্তুতে ঘর্ষণ করিলে যে বস্তুর উপর অধিক ঘর্ষণ লাগে, সেইটী বিষম প্রভাবিশিষ্ট। এক প্রকারের দুটী বস্তু পরস্পর ঘর্ষণ করিলে তাহাদের উপরিভাগ যদি সমান অর্থাৎ মসৃণ থাকে, তাহা হইলে ঐ দুই পদার্থ বিদ্যুৎ প্রভায় প্রদীপিত হয় না, কিন্তু একটীর উপরিভাগ মসৃণ, আর অপরটীর উপ-রিভাগ যদি বন্ধুর হয়, তাহা হইলে বন্ধুর পদার্থটীতে বিষম এবং মসৃণ পদার্থ-টীতে সম প্রভা প্রকাশ পায়। যে পদার্থে স্বভাবতঃ যে পরিমাণে বৈদ্যুতিক তেজ থাকে, কৌশলক্রমে সেই বস্তুতে তাহার অধিক তেজ উৎপাদিত বা প্রবেশিত করাইতে পারিলে সেই দ্রব্য বৈদ্যুতিক সম প্রভাবিশিষ্ট এবং যে বস্তুতে যে পরিমাণে বৈদ্যুতিক প্রভা থাকে, কৌশলক্রমে তাহা হইতে সেই প্রভার কিয়দংশ অপসারিত করিলে তাহাকে বৈদ্যুতিক বিষম প্রভাবিশিষ্ট বলে। বিদ্যুৎপরিমাপক যন্ত্র দ্বারা বৈদ্যুতিক প্রভার সম ও বিষম ভাবের নির্ণয় করা যায়। এই যন্ত্রের স্বরূপ এই—একটী গ্লাসের চুঙ্গির ভিতর পিতলের তারে দুই খণ্ড সুবর্ণের পাত লম্বমান ভাবে ঝুলান থাকে। যখন ঐ দুটি পাত বৈদ্যুতিক প্রভায় প্রদীপিত না হয়, তখন পরস্পরে সম্মিলিত ভাবে অবস্থিতি করে। যখন প্রদীপিত হয়, তখন ভিন্ন হইয়া পড়ে। তাড়িত গতির সম বা বিষম অবস্থা পরীক্ষা করিতে হইলে এক খণ্ড মার্জ্জিত গালা ঐ যন্ত্রের নিকটে আনিতে হয়। যদি ঐ গালায় বৈদ্যুতিক বিষম প্রভা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে যন্ত্র মধ্যস্থিত ঐ দুই খানা স্বর্ণের পাত পরস্পর দূরবর্ত্তী এবং যদি সম প্রভা থাকে, তাহা হইলে সন্নিহিত হয়।

বিদ্যুতের আকর্ষণ শক্তি আছে। কোন দ্রব্য তাড়িত প্রভায় পূর্ণ করিয়া যদি এরূপে স্থাপিত করা যায় যে তন্মধ্য হইতে সেই প্রভা বহির্গত হইতে না পারে, তাহা হইলে বিদ্যুতের স্বাভাবিক শক্তি প্রভাবে ঐ বিদ্যুৎপূর্ণ দ্রব্য প্রতিরোধক গুণপ্রাপ্ত হয়। এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা নামক গ্রন্থে

উল্লিখিত হইয়াছে যে কোন বৈদ্যুতিক প্রভাবিশিষ্ট পদার্থকে সম অথবা বিষম বিদ্যুতে পূর্ণ করিয়া ঐ পদার্থকে কোন বিদ্যুৎ প্রভাহীন দ্রব্যের নিকট স্থাপিত করিলে বিদ্যুৎপ্রভাহীন দ্রব্যের যে ভাগ বিদ্যুৎ পূর্ণ পদার্থের নিকটে থাকিবে, সেই ভাগে বৈদ্যুতিক প্রভার প্রতিকূল এবং যে দিক দূরবর্ত্তী থাকিবে, সেই দিকে অনুকূল চিহ্ন দৃষ্ট হইবে এবং ঐ বিদ্যুৎ প্রভা-হীন পদার্থের মধ্যে বৈদ্যুতিক তেজের সঞ্চার হইয়া ঐ দ্রব্যদ্বয় পরস্পর আকর্ষণ ও প্রত্যাকর্ষণ করিবে। সম অথবা বিষম গুণ বিশিষ্ট দুটী পদার্থ একটু নিকটানিকটি রাখিলে বৈদ্যুতিক সম প্রভান্বিত পদার্থের প্রভা বিষম প্রভান্বিত পদার্থে এবং বিষম প্রভাবিশিষ্ট পদার্থের প্রভা সমপ্রভাবিশিষ্ট পদার্থে প্রবিষ্ট হইবে। দুই গাছি অতি সূক্ষ্ম রেশমী সূত্রে দুটী গঁদের গুলি (তন্মধ্যে একটী গুলিকে সুবর্ণের পাতে মণ্ডিত করিতে হইবে) অল্প অন্তরে অন্তরে ঝুলাইয়া যদি বিদ্যুৎ প্রদীপিত এক খণ্ড কাচ বা গালা তাহার নিকট লইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ সোনালি মণ্ডিত গুলিটী অতি দ্রুতবেগে আসিয়া ঐ গালায় সংলগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু যে গুলিটী স্বর্ণপাত মণ্ডিত নয়, সেটী তত দ্রুতবেগে বা তত শীঘ্র আকৃষ্ট হয় না। কারণ ঐটিতে বিদ্যুৎ প্রভা প্রকাশ করিবার তত শক্তি নাই। এটী সোনালি মণ্ডিত গুলির ন্যায় শীঘ্র আকৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহার ন্যায় প্রভান্বিত হইয়া ঐ কাচের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এটী বিলম্বে আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু কাচে অধিকক্ষণ সংলগ্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে স্বর্ণপাত মণ্ডিত গুলিটী যেমন শীঘ্র আকৃষ্ট হয়, তেমনি শীঘ্র আবার ঐ কাচের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

-০O০-

জিগীষা ও তাহার দারুণ পরিণাম।

জিগীষা জীবমাত্রেরি স্বাভাবিক মনোবৃত্তি ধর্ম্ম। এ বৃত্তিটী যখন জগদীশ্বরের প্রদত্ত, তখন ইহা জগতের মঙ্গলের কারণ সন্দেহ নাই। জগতের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত জিগীষার সৃষ্টি, যদি এ কথা স্বীকার করা না যায়, জগদীশ্বরের মঙ্গলময় ও করুণাময় কল্পনার প্রতি দুস্তর দোষারোপ ঘটিয়া উঠে। অনুধাবন করিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারা যায়, জিগীষা উন্নতির একটী প্রশস্ত দ্বার। মানবগণ

যখন পরস্পর জিগীষু হইয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে, আত্মোৎকর্ষ বিধানে বা স্বাবলম্বিত ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনে ব্যাপৃত হয়, তখন ঐ জিগীষা কামধেনু হইয়া অপরিমিত ও অগণিত উপাদেয় ফল প্রদান করিয়া থাকে। জিগীষা শিল্প ও বিজ্ঞানাদি চর্চ্চার একটী প্রধান উদ্দীপক ও উত্তেজক। ইউরোপ-খণ্ড ও আমেরিকাবাসী ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা পরস্পর জিগীষু হইয়া কেবল যে শিক্ষা কার্য্যের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিয়াছে ও করিতেছে এরূপ নয়, সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানাদিরও অদ্ভুত শ্রী সম্পাদন করিয়াছে। তবে জিগীষা এত নিন্দিত কেন? জিগীষার নামে আতঙ্ক উপস্থিত হইবার কারণ কি? জিগীষু ব্যক্তিকে জগতের পাপময় ভয়ঙ্কর শত্রু বলিয়া মনে হয় ইহারই বা কারণ কি?

এই জিগীষা যদি ন্যায়পরতা করুণা হিতৈষিতাদিগুণ দ্বারা নিয়ম্যমান না হইয়া দ্বেষ হিংসা লোভাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দ্বারা নীয়মান হয়, তাহা হইলেই ইহা অনর্থের হেতুভূত হইয়া উঠে। জিগীষা আবার যখন জিঘাংসার সহচরী হয়, তখন ইহা মানুষকে নিকৃষ্ট পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট করিয়া তুলে। পশুর কোন লক্ষ্য ও স্বার্থ সিদ্ধির বাসনা নাই, উন্নতিও সীমাবদ্ধ। উপকারের উদ্দেশে জগদীশ্বর তাহাকে যে জিগীষাবৃত্তি দান করিয়াছেন, সহজে ইহা বুঝা যায় না। বোধ হয়, ঈশ্বর মনুষ্য ও পশু উভয় সাধারণ কতকগুলি প্রবৃত্তি ও মনোবৃত্তি ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন, জিগীষা তাহার অন্যতর। জিগীষা মানুষের সহিত সাধারণ্যে পশুকেও দেওয়া হইয়াছে। পশুও উহার স্বাভাবিক শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। মানুষের ন্যায় উহার বুদ্ধি, বিবেচনা, ইচ্ছা, ন্যায়ান্যায় বোধ ও দয়াদি বৃত্তি নাই। সুতরাং জিগীষানিবন্ধন পশুর বিশেষ লাভালাভ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার জিগীষা, ন্যায়পরতা ও দয়াদি বৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। সে জিগীষার স্বাভাবিক শক্তিতে প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। প্রতিযোগী অপর পশু দর্শন করিলেই তাহার জিগীষা ও জিঘাংসাবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে, সে অবিলম্বে তাহাকে আক্রমণ করে, যতক্ষণ তাহার শরীরে বলদর্প থাকে, যতক্ষণ সেই দর্পের ক্ষয় না হয়, সে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধে বিরত হয় না, পরিশেষে অন্যতর যোদ্ধার শারীরিক বলক্ষয় হইলেই সে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া দূরে প্রস্থান করে; যে জয়ী হয়, সে জয়গর্ব্বে উদ্ধত হইয়া হর্ষসূচক

নানা প্রকার ভঙ্গী করে এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া দিগ্বিদিক্ পরিপূরিত করিয়া তুলে। কিন্তু সে পরাজিত পলায়মান বিপক্ষের অনুসরণ করে না এবং প্রতিযোগী আত্মমান রক্ষার্থ তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া সেই ক্রোধে অধীর হইয়া সে পরাজিতের বংশলোপে প্রবৃত্ত হয় না। ন্যায়পরতারূপ বন্ধন ভ্রষ্ট স্বার্থপর মানুষের ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পরাজিত বিপক্ষ পলায়ন করিলেও তাহাকে ক্ষমা করা নাই। বিপক্ষ তাহার কার্য্যে বাধা দিয়াছিল বলিয়া জেতা ক্রোধে মত্ত হইয়া তাহাকে সবংশে উন্মূলন করিবার প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়, কেবল মাত্র বাক্যে প্রতিজ্ঞা নয়, কার্য্যেও প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। জেতার কোপে পড়িয়া অনেক বীর বংশ উন্মূলিত হইয়াছে। জিগীষুর ক্রোধনিবন্ধন জগতের কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহার বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। ক্ষত্রিয় ও রজঃপূতদিগের সহিত যবন জাতির যুদ্ধ ইহার প্রধান প্রমাণ স্থল। তৈমুর ও জেঙ্গিস খাঁ ও তৃতীয় মামুদ প্রভৃতির নাম স্মরণ করিলে আজও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কত নিরপরাধ স্ত্রী বালক বৃদ্ধের শোণিতে নদী প্রবাহিত হইয়াছে, কত সমৃদ্ধিসম্পন্ন জনপদ ছারখার হইয়া গিয়াছে, কত লোক সর্ব্বস্বান্ত ও গৃহশূন্য হইয়া পথের ভিকারী হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জিগীষা ও জিঘাংসা বৃত্তি প্রবল হইয়া ইউরোপ খণ্ডের কি শোচনীয় দশা না করিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীস ও রোম জিগীষা ও জিঘাংসামূলক হত্যাকাণ্ডের প্রধান অভিনয় স্থল। তত্তৎ দেশের ইতিহাসে সেই সেই দারুণ হত্যাকাণ্ড সবিস্তর বর্ণিত দৃষ্ট হইবে। একটী বিষয় লইয়া পাঠক কিঞ্চিৎকাল আমাদিগের সহিত আলোচনা কর, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, স্বার্থমূলক অন্যায় জিগীষানিবন্ধন জগতের কিরূপ অনিষ্ট হইয়াছে। আমরা মুসলমানদিগের ভারতবর্ষ জয়ই উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। মুসলমানদিগের কৃত জয়নিবন্ধন ভারতবর্ষের পর্ব্বত প্রমাণ অনিষ্টই হইয়াছে, তিল প্রমাণও ইষ্ট লাভ হয় নাই, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। মুসলমানেরা দীর্ঘকাল ভারতে আধিপত্য করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগের জয় ও আধিপত্যকালে কত যে সুসমৃদ্ধ হিন্দু গ্রাম নগর জনপদ লুণ্ঠিত, দাহিত ও উৎসাদিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। বহুকাল ধরিয়া বহুকষ্টে বহুযত্নে যে সমস্ত বহুমূল্য রত্ন ও সম্পত্তি সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাই যে কেবল বিলুণ্ঠিত ও নাশিত

হইয়াছিল এরূপ নয়, অত্যদ্ভুত শিল্প বিজ্ঞানাদির প্রমাণভূত অতুল কীর্ত্তি-সকলও বিলোপিত হইয়াছে। এইমাত্র নয়, মুসলমানদিগের হইতে ভারতের আরো শত শত অনিষ্ট ঘটিয়াছে, এস্থলে আমরা সে সকলের উল্লেখ না করিয়া যে তিনটী বিশেষ অনিষ্টের উল্লেখ করিতেছি, কোনকালে কোনরূপে কিছুতেই তাহার আর প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রথম, মুসলমানেরা জিগীষুবেশে ভারতে প্রবেশ না করিলে আর্য্যেরা যে সকল বিষয়ের উদ্ভাবন আবিষ্ক্রিয়া ও উন্নতিসাধনে সমর্থ হইতেন, জিগীষু মুসলমানদিগের উপদ্রবে তাহা করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়, আর্য্যেরা যে সকল বিষয়ের নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়া উন্নতি সাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ণতা সম্পাদনে সমর্থ হন নাই। যথা—ভূগোল বিদ্যা। পৌরাণিকেরা বলেন, পৃথিবী পদ্মপত্রের ন্যায় গোলাকার। ইহাতে জম্বু প্লক্ষ প্রভৃতি সাতটী দ্বীপ আছে। এ কয়েকটী দ্বীপ লবণেক্ষু সুরা প্রভৃতি সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত, সমুদায়ের শেষে লোকালোক পর্ব্বত, তাহার পর অন্ধকার বেষ্টন। এই প্রচলিত পৌরাণিক মত খণ্ডন করিয়া ভাস্করাচার্য্যাদি পণ্ডিতগণ এই মত প্রচার করেন যে পৃথিবী কদম্ব পুষ্পের ন্যায় গোলাকার। ইহার উভয় পৃষ্ঠেই লোকের বসতি। ইহা স্বশক্তিতে শূন্যে আছে, সূর্য্য ইহার উভয় পৃষ্ঠ পরিক্রম করিয়া গোলাকার পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। প্রচলিত পৌরাণিক মত খণ্ডন করা অল্প সাহসের কর্ম্ম নয়। ভাস্করাচার্য্যাদি সে সাহসও প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মুসলমানদিগের উপদ্রব নিবন্ধন নির্ব্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তমনে চর্চ্চা করিয়া উহা সাঙ্গ ও সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তৃতীয়, অনেক সুসমৃদ্ধ নগর দাহের সঙ্গে সঙ্গে অনেক গ্রন্থ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, হিন্দুদিগের ঐতিহাসিক বুদ্ধি ছিল না। যাঁহাদিগের বুদ্ধি সকল বিষয়েই খেলিয়াছে, তাঁহাদিগের বুদ্ধি ইতিহাস বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই, এ সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কার্য্য। ইতিহাস লিখিবার রীতি যদি না থাকিত "ইতিহাস" এ শব্দটী কখন বিরচিত হইত না। অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে ইতিহাস ছিল, মূর্খ ও গোঁড়া মুসলমানদিগের কোপানলে উহা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

মুসলমানদিগের জিগীষানিবন্ধন কেবল যে ভারতবাসী আর্য্যজাতিরই

অনিষ্ট হইয়াছিল এরূপ নয়, মুসলমানদিগেরও ঘোর অনিষ্ট ঘটিয়াছিল। তাহাদিগের যে অতুল বলবীর্য্য সাহস ও অধ্যবসায়াদি ছিল, ভারতবর্ষে বাস নিবন্ধন সে সকল বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহারা নিরতিশয় ইন্দ্রিয়াসক্ত ও ব্যসননিমগ্ন হইয়া পড়ে। আমরা নিম্নে তৃতীয় মামুদ ও তৈমুরের ভারত জয় বৃত্তান্তের কিয়দংশ মাত্রের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম, পাঠক দেখুন মুসলমানের জিগীষা নিবন্ধন ভারতের কেমন ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিয়াছে।

ইতিহাস লেখক মরে বলেন " তগলিকের পুত্র জোনা তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। জোনা তৃতীয় মামুদ এই উপাধি গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার পিতার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন না। তিনি কুকর্ম্মে অতিশয় রত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বাধিকারীরা যিনি যত কুকর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহার কুক্রিয়া সকলকে ছাড়াইয়া উঠিল। তিনি সাতাইস বৎসর রাজত্ব করেন, তিনি পূর্ব্বাঞ্চলের অভিশাপ স্বরূপ হইয়াছিলেন। মোবারিক লাম্পট্যের ও মামুদ নৃশংসতার মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। শিকারদিগের মধ্যে যাহারা অতি জঘন্য, তাহারা যে সকল অন্যায় ও অত্যাচার ও কুকার্য্য করে, মামুদের অত্যাচার ও কুকার্য্য তাহার সকলকে অতিক্রম করিয়াছিল। কোন নগরের বা জনপদের কোন সম্প্রদায়ের লোকের উপরে তাঁহার ক্রোধ জন্মিলে তিনি আপনার যোদ্ধাদিগকে একত্রিত করিয়া বলিতেন, মনুষ্য শীকার করিতে হইবে। সেই কোপভাজন স্থানের যাবতীয় লোককে হয় নির্ব্বিচারে হত্যা করা হইত, নয় তাহাদিগের চক্ষু উৎপাটিত হইত এবং তাহাদিগের মস্তক দিল্লীতে নীত হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রাচীরে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত।" ইত্যাদি।

বোধ হয়, পাঠক এ পাপিষ্ঠের পাপাচরণের কথা আর শুনিতে চান না। আমাদিগের লেখনীও আর বর্ণন করিতে অগ্রসর হইতেছে না। পাঠক! আর এক গুণ পুরুষের কিঞ্চিৎ গুণানুবাদ শ্রবণ করুন।

উক্ত ইতিহাস লেখক আর এক স্থলে লিখিয়াছেন " জিগীষু (তৈমুর) তাঁহার সকল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যেমন তিনি যাইতে লাগিলেন, অমনি পার্শ্বস্থ দেশ সকল উৎসন্ন করা হইতে লাগিল। অন্য কোন স্থানে যদি তাঁহা হইতে কিছু মঙ্গল হইয়া থাকে; কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁহাকে লোকে কুকর্ম্ম ও ভয়ের অবতার বলিয়া

জানিত। তিনি অসংখ্য লোককে বন্দীভূত করিয়াছিলেন। একদা তাঁহার মনে এই ভয় হইল, পাছে বন্দীগণ বিদ্রোহী হয়, এই শঙ্কায় তিনি অবিলম্বে তাহাদিগকে হত্যা করিবার অনুমতি দিলেন। নিদারুণ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল, লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল।” ইত্যাদি।

পাঠক কি মনে করিতেছেন, প্রাচীন কালের লোকেরা অসভ্য ছিল, ন্যায়পরতা, সদ্বিবেচনা, দয়া ও হিতৈষিতাদি গুণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাহাদিগের জিগীষা ছিল না। অতএব তাহাদিগের হইতে জগতের যে ঘোর অনিষ্ট ঘটিয়াছে, এখন আর তাহা ঘটে না। এখন লোকের আর সে প্রকার উচ্ছৃঙ্খল জিগীষা নাই। অতএব এখন আর জিগীষা নিবন্ধন জগতের পূর্ব্বের ন্যায় অনিষ্ট ঘটিতেছে না। পাঠক! যদি এ বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত করিয়া থাক, নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়াছ। পুরাতন ও ইদানীন্তন জিগীষায় কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, বরং এক্ষণকার জিগীষা প্রবল স্বার্থযোগে অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বকার বীরগণের অধিকাংশই প্রায় অতি নীচ স্বার্থপরতা প্রণোদিত হইয়া জয়ার্থী হইতেন না। জগতে বীর বলিয়া যশ ঘোষিত হইবে, এই আশয়ে প্রায় তাঁহারা দিগ্বিজয় করিতেন। বীরত্বের অভিমান চরিতার্থ হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতেন। বিপক্ষকে তাঁহারা সবংশে উন্মূলন করিতেন না। বিপক্ষ আপনার লঘুতা স্বীকার করিলেই জিগীষু তাঁহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিতেন। কিন্তু সে যশোবাসনা এখনকার জিগীষার উত্তেজক নয়, এখন নীচ স্বার্থই উহার উত্তেজক। সুতরাং সেই স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত যদি বিপক্ষগণকে উন্মূলন করিতে হয়, তাহাতে অসঙ্কোচ নাই। যাঁহারা প্রাচীনকালের জিগীষুদিগের বিপক্ষ হইতেন, তাঁহাদিগের প্রাণপণে জিগীষুর কার্য্যের বাধা দিবার প্রয়োজন হইত না। তাঁহারা কিঞ্চিৎ নম্রতা স্বীকার করিলেই উৎপাতের শান্তি হইত। তাঁহাদিগের স্বাধীনতার বা রাজ্যের কোন ব্যাঘাত হইত না। কিন্তু এখন সে সম্ভাবনা নাই। এখনকার জিগীষুরা বিপক্ষের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম স্বাধীনতারত্ন হরণ এবং অন্ততঃ রাজ্যের কিয়দংশ হরণ না করিয়া বিরত হন না। সুতরাং যাহারা জিগীষুর এক লক্ষ্য হয়, তাহারা সাধ্যসত্ত্বে পরাজয় স্বীকারে সম্মত হয় না। কাজে কাজেই তাহাদিগকে নির্ম্মূল হইতে হয়; তবে যাহারা অধীনতা

স্বীকার করিয়া অধীন প্রজার ন্যায় মৌনভাবে নির্ব্বিচার চিত্তে জিগীষুর আজ্ঞা পালন করে, তাহাদিগের বড় উন্মূলনের শঙ্কা থাকে না।

বোধ হয়, পাঠক! জিগীষা সম্বন্ধে আমাদিগের মতটী কি, তাহা বুঝিতে পারিলেন। সৎ জিগীষাই জগতের কল্যাণের নিদান, আর অসৎ জিগীষা অনিষ্টের কারণ। অন্যায় রাজ্য বৃদ্ধি বা অর্থবৃদ্ধি যে জিগীষার মূল, তাহাই অসৎ জিগীষা। এস্থলে কেহ কেহ এই কথা বলিবেন, জিগীষা ন্যায়ানুগত হউক, আর অন্যায় হউক, ইহা হইতে জগতের অনেক মঙ্গল হয়। তাঁহারা এই প্রমাণ দিবেন, গ্রীসের এথেন্স স্পার্টা প্রভৃতি নগরবাসিরা যদি পরস্পর-বিজিগীষু না হইতেন, তত্তন্নগরের সেই অদ্ভুত উন্নতি হইত না। পিরহস ও হানিবল প্রভৃতি বীরগণের জিগীষা নিবন্ধনই রোমের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি লাভ হয়। রোমকেরা আবার জিগীষু হইয়া অনেক রাজ্যে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে জিগীষুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া ভারতবাসিরা এই নূতন প্রকারের সভ্যতার মুখ দেখিতে পাইয়াছেন।

সত্য বটে আমরা স্বীকার করিলাম, অনেক স্থলে অসৎ জিগীষা হইতেও জগতের কতক মঙ্গল হয়, কিন্তু সে মঙ্গল বিশুদ্ধ বা স্থায়ী হয় না। রোম অনেক প্রদেশে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু রোমের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে সে সভ্যতার পতন হইয়া যায়। ইংরাজেরা মুসলমানদিগের হস্ত হইতে ভারতবর্ষ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতে সভ্যতা-জ্যোতির বহুল বিস্তার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন সত্য, কিন্তু সে সভ্যতা মুসলমানদিগকে স্পর্শ করে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে মুসলমান, সেই মুসলমানই আছে। ইংরাজদিগের প্রবর্ত্তিত সভ্যতা প্রভাবে হিন্দু জাতির উপকার লাভ হইয়াছে বটে কিন্তু সে উপকার স্থায়ী নয়। ইংরাজেরা যদি আজ ভারত ত্যাগ করিয়া যান, কাল হিন্দুদিগের অনন্ত দুরবস্থা ঘটিয়া উঠিবে। কিন্তু হিন্দু জাতির স্বাধীনতা থাকিয়া যদি এক্ষণকার শ্রীবৃদ্ধি লাভ হইত, তাহা যথার্থ মঙ্গলের হইত সন্দেহ নাই। তবেই সিদ্ধান্ত হইতেছে, অসৎ জিগীষা নিবন্ধন যদি কাহার উপকার হয় হউক, তাহা বলিয়া অসৎ জিগীষা শ্লাঘনীয় হইতে পারে না। এস্থলে পাঠক বলিবেন, ইংরাজদিগের জিগীষা নিবন্ধন ভারতবাসী মুসলমান বা হিন্দুদিগের সবিশেষ উপকার লাভ

হউক না হউক, জেতা ইংরাজদিগের অশেষবিধ মহোপকার লাভ হইয়াছে। তাঁহাদিগের প্রভুশক্তি ধন মান প্রতাপ সকলেরই বৃদ্ধি হইয়াছে। তাঁহারা ভারতের অধীশ্বর হইয়াছেন বলিয়া কেহ আর তাঁহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সাহসী হন না। রুষরাজ কিঞ্চিৎ গর্ব্বিত ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে স্বপ্রভাব দেখাইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণ ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য লইয়া ইউরোপ খণ্ডে উপনীত করিলেন। এক সামান্য কাবুল যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া অনেকের প্লীহা চমকিয়া উঠিয়াছে। অর্থ লাভের ত কথাই নাই, ইংলণ্ড ভারতের অর্থে পরিপুষ্ট হইতেছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এক জিগীষার প্রভাবে ইংলণ্ডের শত শত মঙ্গলদ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তবে জিগীষা মন্দ কিসে?

জিগীষা ইংরাজের পক্ষে আপাততঃ মন্দ বলিয়া বোধ হইতেছে না বটে কিন্তু রোমের জিগীষামূলক উন্নতি ও অবনতি দর্শন করিয়া এবং ইংরাজদিগেরও হৃদয়ে জিগীষার সবিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিয়া উহার দারুণ পরিণাম শঙ্কা আমাদিগের চিত্তকে বিকল করিয়াছে। এক জিগীষা প্রভাবে রোমের অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, ইংরাজদিগের ন্যায় রোমকেরাও সম্পূর্ণ সৌভাগ্যশালী হইয়াছিল, শেষে আবার ঐ জিগীষাই তাহাদিগের অধঃপাতের কারণ হইল। রোমের একজন ইতিহাসলেখক ডাক্তার লিয়োনার্ড স্মিত্ লিখিয়াছেন,——

"প্রাচীন ও নব্য উভয় কালের লেখকদিগের সাধারণ্যে সংস্কার এই, ম্যাসিডোনিয়া ও এণ্টিয়কের উপরে জয়লাভের পর রোমকেরা অতিশয় বিলাসী হয় এবং ধনতৃষ্ণা ও তাহার অনুচর যে সকল পাপকার্য্য তাহাতে মগ্ন হয়। এই সময়ে (খৃঃ পূঃ ২১৫—১৯২) ঐ সকল পাপ অতিশয় ভয়ঙ্কর ভাবে প্রকাশমান হইতে আরম্ভ হয়। সেই সেই জয় ঐ অনিষ্টের প্রকৃষ্ট কারণ নয়, উহার গভীরতর মূল আছে। তবে তত্তৎ জয়ে সেই সেই পাপ প্রকাশের বিলক্ষণ অবসর প্রদান করিয়াছিল। নিরন্তর নিষ্ঠুর মারাত্মক যুদ্ধ কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মনীতির যে বিপর্য্যয় দশা বটে, তাহা ঐ সকল পাপের অন্যতর মূল কারণ। দরিদ্রেরা সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছিল। মধ্য শ্রেণীর লোক প্রায় ছিল না। যে সকল দেশ জয় করা হইত, তথাকার লুণ্ঠিত ধন রোমের ধনিরাই গ্রাস করিয়া ফেলিত। কত বহুমূল্য লুণ্ঠিত ধন যে রোমে নীত

হইত, আমরা তাহার এতাবৎ মাত্র অনুমান করিতে পারি যে পি. কর্ণিলিয়স সিপিও একবার ৩৬০,০০০ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে অভিযোগ হয় কিন্তু সেই টাকা সামান্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছিল। অপরিমিত অর্থ বিনা পরিশ্রমে হস্তগত হইলে সচরাচর যে ফল ফলিয়া থাকে, অসংখ্য অর্থ সহসা হস্তগত হওয়াতে অনেক রোমকের সেই দশা ঘটিয়াছিল। তাহারা অর্থের অর্জ্জন ও ব্যয়ে অভ্যস্ত ছিল না। সুতরাং তাহারা প্রতিবেশী গ্রীকদিগের অনুকরণ করিয়া জঘন্য আমোদ প্রমোদে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে লাগিল, মিত ব্যয়ে ও সামান্য ভাবে তাহাদিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের যে রীতি ছিল, তাহা পরিত্যক্ত হইল। তাহারা অতি ঘৃণাকর ঔদরিকতা ও লাম্পট্য দোষে লিপ্ত হইল। যে দাস ভাল পাক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিত, বাজারে অন্য দাসের অপেক্ষা তাহার অধিক মূল্য হইত। সুসমৃদ্ধ সৌধ নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইল এবং রোমের পূর্ব্বের সরল গ্রাম্য ভাবকে উৎসন্ন দিয়া সর্ব্ব প্রকার বিলাসিতা রোমে প্রবেশ করিল। সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীলোকেরা এমনি বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে সেই বিলাসিতার দমনার্থ আইন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ২১৫ অব্দে সি, ওপিয়স এই আইন করেন যে, স্ত্রীলোকেরা এক কাঁচ্চার অধিক স্বর্ণ ধারণ ও উজ্জ্বল রঙ্গিল বস্ত্র পরিধান করিতে ও ধর্ম্মোৎসব ব্যতিরেকে দুই ঘোড়ার গাড়িতে চড়িতে পারিবেন না। কিন্তু এই আইনে বিলাসিতার নিবারণ করিতে পারে নাই। ইহার ২০ বৎসর পরে খ্রীঃ পূঃ ১৯২ অব্দে স্ত্রীলোকেরা চীৎকার আরম্ভ করিয়া ঐ আইন রহিত করেন। তদানীন্তন কন্সল কেটো ঐ আইনের উপযোগিতা সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়া উহা অব্যাহত রাখিবার বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ইহার নয় বৎসর পরে ধর্ম্মনীতিবন্ধন এক কালে উচ্ছিন্ন হয় এবং স্ত্রী পুরুষ সাধারণে বিশেষতঃ রমণীদলে অসচ্চরিত্রতার যার পর নাই বৃদ্ধি হয়। স্ত্রীলোকেরা রাত্রিকালে ভৈরবী চক্র করিয়া নিতান্ত নির্লজ্জ ও অভদ্র ব্যবহার করিত। এই কুৎসিত ব্যাপার সেনেট সভার গোচর হইবার পর সভা কঠিন আইন করিয়া ইহার নিষেধ করেন”। ইত্যাদি।

জিগীষার এই শোচনীয় দারুণ পরিণাম। রোমের ন্যায় ইংলণ্ডের হৃদয়েও আজ কাল আমরা এই শোচনীয় জিগীষার প্রাদুর্ভাব দেখিতেছি।

রোমের ন্যায় ইংলণ্ডেও যে এই জিগীষার দারুণ পরিণাম হইবে না, তাহার প্রমাণ নাই। ইংলণ্ডে আজও বর্ণিত প্রকার ধর্ম্মনীতি ভ্রংশ জনিত জঘন্য পাপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয় নাই বটে কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ইংলণ্ডের আর সেই পূর্ব্বের মত দৃঢ়তর ধর্ম্মনীতি বন্ধন নাই। যত রাজ্য বৃদ্ধি হইতেছে, ততই ধর্ম্মনীতির পদ স্খলিত হইতেছে। ইংরাজেরা একে ত বিলাসী জাতি, জয়স্রোত বর্দ্ধিত হইলে তাহাদিগের বিলাসিতার যে অধিকতর বৃদ্ধি হইবে না, তাঁহার সম্ভাবনা নয়। রোমের জয়জনিত দারুণ পরিণাম দর্শন করিয়া ইংলণ্ডেরও সেইরূপ পরিণাম শঙ্কা করিবার অনেক গুলি কারণ আছে। রোমের সহিত ইংলণ্ডের বহু অংশে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। রোমের রাজনীতি, রোমের শাসনপ্রণালী, রোমের সেনেট সভা বহুল পরিমাণে ইংলণ্ডের আদর্শ। সন্ধি বিগ্রহাদি চিন্তাও রোমের অনুকরণে হইয়া থাকে। সেনেট সভায় কোন বিষয় উপস্থিত হইলে যেমন তর্কাতর্কি ও মতামত হইয়া তাহার মীমাংসা হইত, ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট সভায়ও সেইরূপ হইয়া থাকে। রোমের যখন অবনতির দশা উপস্থিত হয়, সেই সময়ে যেমন নিরপেক্ষ ভাব, ন্যায়ানুগামিতা ও সমদর্শি ভাব সেনেট সভাকে পরিত্যাগ করে এবং পম্পি, সিজার ও ক্রেসস প্রভৃতির দলবলে সেনেট সভা পরিপূরিত হয়, ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট সভারও সেই প্রকার দশা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্ত জন্ ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণের সময়ের ইংলণ্ডীয়েরা রাজার সহিত ঘোরতর বিরোধ করিয়া যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করেন, এখন তাহা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এখন আর পার্লিয়ামেণ্ট সভায় স্বাধীন ভাবে সকল বিষয়ের তর্কবিতর্ক হয় না। অঙ্গাঙ্গি ভাব উপস্থিত, এখন প্রধানের উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত। সুতরাং ন্যায় যুক্তি ও ধর্ম্মানুসারে সকল বিষয় বিবেচিত আন্দোলিত ও অবলম্বিত হয় না। এটীও বিষম শঙ্কার কারণ। ধর্ম্ম বিচার পরিত্যক্ত হইলেই রোমের ন্যায় দলাদলি, কাটাকাটি, মারামারি হইয়া ইংলণ্ডের উৎসন্ন যাইবার অসম্ভাবনা নয়। গৃহবিবাদে অনেকেই উৎসন্ন গিয়াছে। ইহার সহস্রাধিক উদাহরণ আছে। যদুবংশ এক কালে দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছিল। শেষে আপনারা মারামারি কাটাকাটি করিয়া উৎসন্ন গেল।

এক্ষণে ইউরোপের মধ্যে—পৃথিবীর মধ্যেও বলিলে হয়—দুটী জিগীষু রাজ্য দৃষ্ট হইতেছে। এক, রুষ; দ্বিতীয় ইংলণ্ড। জিগীষার রাজ্য বৃদ্ধি ও

আর বৃদ্ধির ইচ্ছারূপ যে এক ভয়ঙ্কর সহচর আছে, জিগীষু রুষ ও ইংলণ্ড উভয়ের হৃদয়েই তাহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। রুষ মধ্য আসিয়া জয় করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতেছেন, ইংলণ্ডও ক্রমে আগিয়া যাইতেছেন। এ সম্বন্ধেও উভয় জিগীষুর কার্য্য প্রণালীর রোমের সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। উক্ত ইতিহাস লেখক বলেনঃ—

"বিদেশীয় রাজগণের সহিত রোমের সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ ও জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই রোমের সর্ব্বদেশে রাজনীতি প্রকাশের সুযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। রোমের প্রভুশক্তির বৃদ্ধি ও অন্য অন্য রাজশক্তির উচ্ছেদ সাধনই ঐ রাজনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য। রোমের যে দূতগণ আফ্রিকা আসিয়া ও গ্রীসে প্রেরিত হইত, তাহারাই ঐ সকল দেশের অনিষ্টকর ভয়ঙ্কর শত্রুতার কাজ করিত। তাহারা মৈত্রী বন্ধন ও শান্তি সংস্থাপনের ছল করিয়া যাইত, কিন্তু তত্তৎ রাজ্যের যে সকল দোষ অভাব ও ছিদ্র ছিল, দূতেরা কৌশলে সেই গুলির উদ্ভাবন করিয়া রাজ্যগুলি উৎসন্ন দিবার উপায় করিত। সেই সেই রাজ্যমধ্যে গৃহবিচ্ছেদের ও ভাবী যুদ্ধের বীজ বপন করা হইত। সুবিধা উপস্থিত হইলেই রোম যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিতেন। বিদেশীয় রাজগণের মধ্যে যাহারা পরাক্রান্ত, ছলে ও কৌশলে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া অসমর্থ করিয়া ফেলা হইত, আর যাহারা দুর্ব্বল, তাহাদিগকে লোক দেখান স্বাধীনতা দেওয়া হইত, ইচ্ছা হইলেই সে স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ করা হইত। মিত্র রাজগণের কার্য্যের প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখা ও অধীন প্রজার ন্যায় তাঁহাদিগের স্কন্ধে গুরুতর ভার নিক্ষেপ করা হইত। যে সকল জাতি বা যে সকল রাজাকে দেখিয়া রোমকদিগের কোন প্রকার শঙ্কা ছিল না, তাহাদিগের ক্রোধের উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের প্রতি গর্ব্বিত ব্যবহার করা হইত। তাহারা ক্রুদ্ধ হইলেই সেই ছল ধরিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অধীন করা হইত। রোমকেরা কখন কখন অন্যের প্রতি যে আপনাদিগের নিস্পৃহতা ও বদান্যতা প্রদর্শন করিত, তাহাও চতুর রাজনীতির ফল। পশ্চাৎ অধিকতর লাভ করাই তাহার উদ্দেশ্য"। ইত্যাদি।

জিগীষার অপর দারুণ অনিষ্ট ফল এই, বিজিত নূতন রাজ্যের প্রজাগণেরই কেবল অরাজকতা জনিত দস্যু তস্করাদির উপদ্রব ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যাপার

নিবন্ধন ধন মান প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে এরূপ নয়, জিগীষুর নিজ রাজ্যেরও প্রজাগণের যার পর নাই কষ্ট উপস্থিত হয়। পররাষ্ট্র জয় করিতে গেলে যে কত অর্থ ব্যয় হয়, তাহা প্রতিরোধহীন কাবুল যুদ্ধেই সপ্রমাণ হইয়াছে। তবু যদি সম্মুখ-সংগ্রাম হইত, নিস্তার থাকিত না। যুদ্ধের ব্যয়ের টাকা অকুলান পড়িলেই নূতন কর করিবার প্রয়োজন হয়। প্রজার তখন সচ্ছল বা অসচ্ছলের অবস্থা, জিগীষুর সে বিবেচনা থাকে না। জিগীষু রাজা নানাবিধ নূতন করের সৃষ্টি করিয়া প্রজার নিকট হইতে যত অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকেন, ততই প্রজার বিরাগ বৃদ্ধি হয়। অনেক স্থলে বিদ্রোহাদি ঘটনা ও নিরপরাধের প্রাণ বধ তাহার আনুষঙ্গিক ফল হইয়া উঠে। এখন ইংলণ্ডের ও ভারতের লোকের অবস্থা ভাল নয়, কিন্তু ইংলণ্ডের সমর প্রবৃত্তি নিবন্ধন উভয় স্থানেরই প্রজার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহাতে উভয় দেশের প্রজাই অসুখিত হইবে সন্দেহ নাই। রোমের ইতিহাস লেখকেরা বলেন, পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ ঘটনা নিবন্ধন রোমের দরিদ্র লোকেরা নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল চিন্তা করিয়া সভ্য রাজার জিগীষা ব্যাপার হইতে বিনিবৃত্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কিন্তু বিধাতার কেমন বিড়ম্বনা, যত সভ্যতা বৃদ্ধি হইতেছে, তত জিগীষা যেন শতমুখী হইয়া মনুষ্য সংহারে প্রবৃত্ত হইতেছে।

-০:০:০-

জীবন ও মৃত্যু।

মানবদেহ—আয়ুষ্কাল—দৈব ও পুরুষকার—আয়ুর ক্ষয়বৃদ্ধি—কৌলিক-দেহস্বভাব—ধাতু—স্ত্রীপুরুষ—বয়ঃক্রম—বায়ু—আবাসস্থান—ব্যবসায়াদি।

মনুষ্যদেহ একটী উৎকৃষ্ট যন্ত্র স্বরূপ। শারীর তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিলে এমনি জ্ঞান হয় যে জগন্নির্ম্মাতার বিশ্বসংসারের সমস্ত কৌশল যেন এই ক্ষুদ্র যন্ত্রে নিহিত রহিয়াছে। মানুষের নৈপুণ্য যতই কেন সংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত হউক না, এরূপ উন্নত পদবীতে কখনই অধিরোহণ করিতে পারিবে না,—মানুষের কারুকার্য্য কখনই এরূপ বিশুদ্ধ হইবে না। এ রচনার অনুকরণও সাধ্যায়ত্ত নয়। দেহের রচনা এমনি চমৎকার যে ইহার পরিপোষণী, সংরক্ষণী ও দোষসংশোধনী শক্তি ইহাতেই অবস্থিতি করিতেছে।

দেহের কয়েকটী প্রধান প্রধান স্থানে প্রতিনিয়ত কয়েকটী প্রধান প্রধান ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। সেই প্রক্রিয়া দেহের পরিচালন ও প্রধান ইন্দ্রিয় সমূহের সংরক্ষণের উপায়। স্নায়ুমণ্ডল ও তদন্তর্ব্বর্ত্তী মস্তিষ্ক ও কশেরু মজ্জা হইতে বোধ, ইচ্ছা ও চিন্তাক্রিয়া সিদ্ধ হয়; পরিপাক যন্ত্রে ভুক্ত পদার্থ জীর্ণ হয়; সেই জীর্ণ দ্রব্যোপলব্ধ নূতন পরিপোষণ রস তৎপূর্ব্বের সমস্ত শোণিতরাশিতে মিশ্রিত হইয়া যায়, পরে সঞ্চালন যন্ত্র দ্বারা উৎপ্লুত হইয়া সকল শরীর মধ্যে সঞ্চরণ করে। স্রাবণযন্ত্র দ্বারা রক্তের দূষিত পদার্থ নিয়ত সংশোধিত হইতেছে; এবং সূক্ষ্ম স্নায়ুজাল হইতে আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমূহ স্ব স্ব কার্য্যসাধনক্ষম হইয়া থাকে। এই সকল ক্রিয়া সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইলে সুস্থাবস্থা বলা যায়, এবং ইহার অন্যথা ঘটিলেই পীড়া হয়।

বিশ্বব্যাপারের যে কোন বিষয়ে আমরা দৃষ্টিপাত করি, তাহাতেই কার্য্যকারণ ভাবের একটী নিরূপিত নিয়ম সর্ব্বত্র বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সকল কাজেরই একটী নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। মৃত্তিকায় একটী বীজ বপন কর, তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্কুর উদ্গত হইবে না। তাহার অঙ্কুরোদ্গম, পত্র, শাখা, পুষ্প, ফল সকলই একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর হইয়া থাকে। মনুষ্যজীবনেরও যাবতীয় পরিবর্ত্তনে আমরা একটী নির্দ্ধারিত কাল নিয়ম দেখিতে পাই। সন্তানের জন্ম, দন্তোদ্গম, যৌবনারম্ভ প্রভৃতি সকলই একটী নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত না হইলে কখন ঘটে না। মৃত্যুরও তদ্রূপ একটী নিরূপিত সময়ে ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু কখন কখন অপক্কাবস্থাতেও গর্ভস্রাব হয়, আবার কখন কখন ১৪।১৫ মাস পর্য্যন্তও স্ত্রীলোককে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখা গিয়াছে; কোন কোন শিশু দন্তসহ জন্মপরিগ্রহ করে, কাহারও আবার সম্বৎসরে একটীও দন্ত দৃষ্ট হয় না; কোন কোন বালিকাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি ঋতুমতী দেখা যায়, কাহারও বা জন্মাবচ্ছিন্নে রজোনিঃসরণ হয় না। এগুলি অনৈসর্গিক ঘটনা; কোন বিশেষ কারণ ভিন্ন এরূপ হয় না। মৃত্যুর পক্ষেও ঠিক এই নিয়ম। বিশেষ কারণ উপস্থিত না হইলে সকলেরই এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে যেরূপ বৈসাদৃশ্য, জীবনের অন্য কোন পরিবর্ত্তনে সেরূপ বৈষম্য দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ এই একটী পদার্থকে ধ্বংস করিবার যেমন নানাবিধ উপায় আছে, তাহার অবস্থান্তর করিবার তত উপায় নাই। তাহার

দৃষ্টান্ত এই—আমরা সদ্যঃপ্রসূত একটী শিশুকে কোনক্রমেই একদিনে কথা কহাইতে পারি না, কোনক্রমেই একদিনে তাহার ক্ষুদ্র কোমল দেহ বিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবার ন্যায় দৃঢ় ও দীর্ঘ করিতে পারি না, কিন্তু তাহার প্রাণনাশ চকিতমাত্রে সম্পাদিত হইতে পারে। একটী বীজ অঙ্কুরিত হইয়া এক দিনেই উচ্চ তরু হইতে পারে না, কিন্তু নিমেষ মধ্যে তাহার অঙ্কুরণশক্তির ধ্বংস হইতে পারে। প্রত্যহ আমরা যে সকল কার্য্যাদি করিয়া থাকি, তন্মধ্যে অনেকগুলি আমাদের জীবনের পক্ষে যার পর নাই অতিশয় অনিষ্টকর। এতদ্ভিন্ন আরো নানাবিধ কারণ আছে, তাহাতে আয়ু ক্ষয় হইয়া থাকে। সেই সকল কারণের সবিস্তার বিবরণ পশ্চাৎ লিখিত হইবে। সেই সকল ক্রিয়াদির বৈষম্য নিবন্ধন আয়ুষ্কাল ভিন্ন ভিন্নরূপ হইয়া থাকে।

সচরাচর সকলে কহিয়া থাকেন মনুষ্য ও হস্তী প্রায় একশত বিংশতি বৎসর জীবিত থাকিতে পারে (১)। বাস্তবিক এ কথা মিথ্যা নয়। স্বাস্থ্য-রক্ষার সমস্ত নিয়ম-প্রতিপালন করিতে পারিলে অনেকের ভাগ্যেই এই দীর্ঘায়ু ঘটিবার সম্ভাবনা। পরমায়ু আর কিছুই নয় কেবল প্রাণধারণক্ষম কতকগুলি উপায় সমষ্টিমাত্র। অভিধানকার অমর বলেন, জীবিত কালের নামই আয়ু (২)। যে যতদিন বাঁচিয়া থাকে সেই তাহার পরমায়ু। পরমায়ু নিয়ত বলিয়া সাধারণের যে সংস্কার আছে, তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। কেহ পঞ্চম বর্ষে, কেহ বা ষোড়শ বর্ষে দেহ ত্যাগ করে, কেহ বা দীর্ঘকাল জীবিত থাকে,—ইহা প্রাক্‌নির্ব্বন্ধ বিধিলিপি নহে। অনেকের বিশ্বাস এই দেহের প্রতি যতই কেন আঘাত হউক না, আয়ুঃসত্ত্বে কিছুতেই মৃত্যু হয় না। এ প্রকার কুসংস্কার অতিশয় ঘৃণাকর। বিপদ উপস্থিত হইলে যাহারা প্রাক্তনের উপর নির্ভর করিয়া তৎপ্রতিবিধানের উপায় চিন্তা না করে, তাহারা মূঢ়। সে প্রকার অজ্ঞ লোকদিগকে ইহ জন্মে চির দুঃখভাগী হইয়া কালযাপন করিতে হয়।

আয়ু যে একটী নির্দ্দিষ্ট আছে ভগবান অত্রিপুত্র ইহা স্বীকার করিতেন না। তিনি প্রিয় শিষ্য অগ্নিবেশকে এতৎ সম্বন্ধে এই উপদেশ দেন—সক-

---

(১) শতং বর্ষাণি বিংশত্যা নিশাভিঃ পঞ্চভিঃ সহ।
পরমায়ুরিদং প্রোক্তং নরাণাং করিণামিহ॥

(২) আয়ুর্জীবিতকালো না।

সেই আয়ুষ্কাল নিয়ত যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে দীর্ঘ আয়ুর কামনায় মন্ত্রৌষধি মণিমঙ্গল বলি উপহার হোম নিয়ম প্রায়শ্চিত্ত উপবাস স্বস্ত্যয়ন প্রণিপাতাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রয়োজন হয় না। এবং উদ্ভ্রান্ত চণ্ড চপল বৃষ, গজ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও মহিষাদি ও দূষিত বায়ু পরিত্যাগ চেষ্টা আবশ্যক হয় না। (৩)।

অত্রিনন্দন যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। অনেক স্থলে যখন সদুপায় দ্বারা আমরা আসন্নবিপত্তি হইতে পরিত্রাণ পাই, তখন আয়ুকে নিয়ত বলিয়া স্বীকার করা মূঢ়তা সন্দেহ নাই। জরাজীর্ণ জনকজননীর সন্তানসন্ততি অল্পায়ু হয়। এতদ্ভিন্ন বাসস্থানের জলবায়ু ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ ও আচার ব্যবহার দোষে আয়ুর ক্ষয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ব্বতন ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন যে ঐহিক জীবনে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্যের ফল বর্ত্তিয়া থাকে। পূর্ব্ব জন্মের ক্রিয়াকে তাঁহারা দৈব এবং ইহ জন্মের কর্ম্মকে পুরুষকার কহিতেন। তাঁহাদের মতে পূর্ব্ব দেহের কর্ম্মবলের অর্থাৎ প্রাক্তনের ঐহিক জীবনের কর্ম্ম দ্বারা ক্ষয় বৃদ্ধি হইতে পারে (৪)। পূর্ব্ব দেহের কথা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু জন্মগ্রহণের পূর্ব্বের একটী কথা আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি। জনকজননী যদি সন্তানোৎপাদনকালে সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকেন, তাহা হইলে সন্তান দীর্ঘায়ু হয়; আর পিতামাতা তৎকালে যদি রুগ্ন থাকেন, সন্তানের শতায়ু লাভের সম্ভাবনা থাকে না। সন্তান পিতামাতার প্রসাদে দৈহিক মূলোপকরণ প্রাপ্ত হইলেও তাহাকে পুরুষকার দ্বারা তাহা রক্ষা করিতে হইবে, তোষিণীতে উল্লিখিত হইয়াছে,—সদা-পথ্যাশী, ধর্ম্মপরায়ণ, সুশীল ও সদ্বংশজাত জিতেন্দ্রিয় পুরুষই দীর্ঘায়ু লাভ করে; ইন্দ্রিয়াসক্ত লোভপরতন্ত্র পাপী ব্যক্তির ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে না। (৫)। ধর্ম্মপরায়ণতা দেহ রক্ষার যে প্রধান উপায়, ইহা মানব ধর্ম্ম-

---

(৩) যদি হি নিয়তকালপ্রমাণমায়ুঃ সর্ব্বং স্যাত্তদা নায়ুঃকামানাং মন্ত্রৌষধিমণিমঙ্গলবল্যুপহারহোমনিয়মপ্রায়শ্চিত্তোপবাসস্বস্ত্যয়নপ্রণিপাতাগমনাদ্যাঃ ক্রিয়া ইষ্টয়শ্চ প্রযুজ্যেরন্। নোদ্ভ্রান্তচণ্ডচপলগোগজোষ্ট্রখরতুরগমহিষাদয়ঃ পবনাদয়শ্চ দুষ্টাঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুঃ।

(৪) দৈবমাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎ পৌর্ব্বদৈহিকং
স্মৃতঃ পুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যদিহাপরং।
দৈবং পুরুষকারেণ দুর্ব্বলং হ্যপহন্যতে॥

(৫) পথ্যাশিনঃ সধর্ম্মা যে সচ্ছীলাঢ্যা জিতেন্দ্রিয়াঃ
শুক্রদেবদ্বিজে ভক্তাস্তেষামেবায়ুরীরিতং।

শাস্ত্রে ও বৈদ্যক গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে (৬)। এ কথা সর্ব্বাংশে সঙ্গত। অধার্ম্মিক লোক যথেচ্ছাচারী হয়, সে স্বাস্থ্যরক্ষার কোন নিয়ম প্রতিপালন করে না; সুতরাং তাহার দেহ অচিরে বিনষ্ট হইয়া যায়। সুরাপায়ী বারাঙ্গনাসেবীকে দর্শন করিলে এ বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। তাহার কদাচারে দেহের প্রতি যে প্রকার অত্যাচার হয়, তাহার দেহ লৌহসম হইলেও সে সকল অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং অকালে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া দেহাত্যয় ঘটিয়া উঠে। অসময়ে পান ভোজন, অযথা স্ত্রীসংসর্গ স্বাস্থ্যের পক্ষে সাতিশয় অনিষ্টকর। বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার একটী উত্তম দৃষ্টান্ত আছে। (৭) ভগবান আত্রেয় কহিতেছেন,—হে অগ্নিবেশ! শ্রবণ কর। যেমন শকটের প্রকৃত গুণসম্পন্ন চক্র সুনিয়মে বাহ্যমান হইলে অল্পে অল্পে ক্ষয় হইয়া যথাকালে লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বলবান ব্যক্তির আয়ু প্রকৃতি অনুসারে যথাবিধি উপচীয়মান হইয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়। তাহাকেই কাল মৃত্যু বলে। কিন্তু শকট যেমন অতিভারাক্রান্ত হইলে, উদ্ঘাতিনী ভূমিতে চালাইলে, চক্রভঙ্গ হইলে, বাহ্যবাহকের দোষ ঘটিলে, অক্ষাগ্রকীলক ভঙ্গ হইলে, নেমিতে জল ও তৈলাদি না দিলে এবং অতিরিক্ত পর্য্যটন করাইলে অকালেই বিনষ্ট হয়; জীবনের পক্ষেও সেইরূপ সাধ্যাতীত শ্রম, অতিশয় সন্তাপ, অযথা পান ভোজন, অতিমৈথুন, মলমূত্রাদির বেগরোধ, অসঙ্গত অঙ্গবিন্যাস, আঘাত, অসৎ

যে পাপা লুব্ধ কৃপণা দেবব্রাহ্মণনিন্দকাঃ
বন্ধুগুর্ব্বাঙ্গনাসক্তাস্তেষাংমৃত্যুরকালজঃ ॥

(৬) অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্বর্ষশতায়ুষঃ। মনুঃ
পুরুষাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্বিংশতায়ুষঃ। বৈদ্যকং

(৭) শৃণু চাগ্নিবেশ! যথা যানসমাযুক্তোঽক্ষঃ প্রকৃত্যৈবাক্ষগুণৈঃ সমেতঃ স্যাৎ, স চ সর্ব্বগুণোপপন্নো বাহ্যমানো যথাকালং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেব অবসানং গচ্ছেৎ, তথায়ুঃ শরীরোপগতং বলবতঃ প্রকৃত্যা যথাবদুপচীয়মানং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেব অবসানং গচ্ছতীতি স মৃত্যুকালঃ। যথাচ স এবাক্ষোঽতিভারাধিষ্ঠিতত্বাৎ, বিষমপথাদপথাচ্চ অক্ষচক্রভঙ্গাৎ বাহ্যবাহকদোষাৎ আণিমোক্ষাৎ অনুপাঙ্গাৎ পর্য্যসনাচ্চ অন্তরাব্যসনমাপদ্যতে। তথায়ুঃ অযথাবলমারম্ভাৎ অযথাগ্ন্যভ্যবহারাৎ বিষমাভ্যবহারাৎ অতিমৈথুনাৎ উদীর্ণবেগবিধারণাৎ বিষমশরীর ন্যাসাৎ অভিঘাতাৎ অসৎসংশ্রয়াৎ ভূতবিষাগ্ন্যুপতাপাৎ আহারপ্রতীকারবর্জ্জনাৎ অন্তরা ব্যপদ্যতে, স মৃত্যুকালঃ।

সংশ্রব, বিষময় বায়ুসেবন, আহার বর্জ্জন জন্য অকাল মৃত্যু হয়।

ফলতঃ অতি যত্নে দেহ রক্ষা করিতে হয়, যেমন কোন যন্ত্রের উপকরণ উত্তম হইলে এবং সাবধান হইয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিলে, যন্ত্র দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়; শরীর সম্বন্ধেও আমরা সেইরূপ দেখিতে পাই। জন্মকালে পিতামাতা সুস্থ ও সবল থাকিলে, এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পর অবধি স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্ত নিয়ম যত্নপূর্ব্বক পালন করিলে মনুষ্য দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

পুত্র পিতামাতার সকল স্বত্বেই স্বত্ববান। অপত্যের ভাবী সৌভাগ্য পিতামাতার হস্তেই সমর্পিত হইয়াছে। পুত্রকে অসুস্থ ও রুগ্ন দেখিলে পুত্রবৎসল জনকের হৃদয় বিদীর্ণ হয়; কিন্তু সন্তানের ললাটলিপি তিনিই স্বহস্তে অধিকাংশ লিখিয়া থাকেন। কৌলিক দেহস্বভাব অতি প্রবল। অনেককে দেখিয়া এইরূপ বোধ হয় যেন বিধাতা তাঁহার পিতাকে সম্মুখে রাখিয়া অতি সাবধান হইয়া তুলী দিয়া চিত্রটী অঙ্কিত করিয়াছেন। পৈতৃক স্বভাব, গুণ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক সন্তানে অবিকল লক্ষিত হয়। অষ্ট্রিয়া রাজবংশের স্থূল ওষ্ঠ, মিরাবো পরিবারের উগ্রস্বভাব, গ্রেকাইদিগের সদাশয়তা ও বিনয় নম্রতা, ক্লডিয়ানদিগের নিষ্ঠুরতা এবং গ্রেগরিদিগের বুদ্ধিপ্রাখর্য্য সন্তানপরম্পরায় প্রত্যক্ষবৎ বর্ত্তমান ছিল। অনেক খঞ্জ ও অন্ধ পিতার, পুত্রও খঞ্জ ও অন্ধ হইয়া থাকে। পীড়ার ত কথাই নাই। কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, কাশ, প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধি পিতামাতা হইতে পুত্রে সংক্রামিত হয়।

যে স্থলে পুত্র পিতার সকল গুণের ও সকল রোগের অধিকারী হয়, সে স্থলে পুত্রগুলি প্রায় এক বয়সে কোন উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এ প্রকার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে কোন কোন ব্যক্তির সন্তানগুলি পঞ্চম বর্ষের হইলেই উদরাময় রোগে প্রাণত্যাগ করে। এইরূপে অনেকের সন্তান ঠিক এক বয়সে এক একটী উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।

পিতামাতার শরীরগত কোনরূপ দোষ না থাকিলেও ভূমিষ্ঠ হইবার পর অবধি যাবজ্জীবন কোন কোন পুত্রকে রুগ্ন ও বিশেষ ব্যাধিপ্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। পিতামাতার বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিত দোষই ইহার মূল কারণ। বৃদ্ধের সহিত বালিকার বিবাহ হইয়া যে সন্তান জন্মে, সে প্রায় রুগ্ন হয় এবং শুক্রশোণিতের নিকট সম্বন্ধেও যে বিবাহ হয়, সে বিবাহের সন্তানও প্রায়

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সুলক্ষণাক্রান্ত হয় না। এই কারণে শাস্ত্রকারেরা সমান গোত্র ও সমান প্রবরাদিতে বিশেষ করিয়া বিবাহ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন (৮)।

মুসলমানেরা স্ববংশোদ্ভব পুত্র কন্যার সচরাচর পরস্পর বিবাহ দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার বিপরীত ফলও ফলিয়া থাকে। এই বিরুদ্ধ পরিণয় সম্বন্ধ নিবন্ধনই বোধ হয় ঐ জাতির মধ্যে খঞ্জ, অন্ধ, ও আতুর এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজেরাও তিন পুরুষের অধিক পিণ্ডদোষ গণনা করেন না, কিন্তু নিকট সম্বন্ধে পুত্রকন্যার পরস্পর বিবাহ যে সাতিশয় দূষণীয় তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন (৯)।

বিশেষ বিশেষ ধাতুতে বিশেষ বিশেষ ব্যাধি ঘটিয়া থাকে। যথা, রক্তপ্রধান ব্যক্তির সচরাচর প্রদাহ, রক্তস্রাব, রক্তসঞ্চয়, ও শ্লেষ্মাঘটিত ব্যাধি হয়। পিত্তপ্রধান ব্যক্তির উদরাময় ও চিত্তবিকার এবং বায়ুপ্রধান ব্যক্তির উন্মাদাদি রোগ জন্মে।

পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই প্রায় দৃষ্ট হয় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক কাল জীবিত থাকে। ইহার কারণ এই, স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ের পীড়া ভিন্ন স্ত্রীলোকের দেহ অন্যান্য যে সকল পীড়ায় আক্রান্ত হয়, সে সকল পীড়া পুরুষ জাতির পীড়া অপেক্ষা সহজ ও সুসাধ্য। তদ্ভিন্ন সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য পুরুষ জাতিকে সর্ব্বদা সাধ্যাতীত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, পান ভোজনের কিছুই নিয়ম থাকে না এবং স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ জন্য বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, স্বাস্থ্যভঙ্গের এই কারণগুলি স্ত্রীলোকের প্রায় ঘটে না, এই জন্যই স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ অল্পায়ু হয়।

মনুষ্যের বয়ঃক্রম জীবন পরিবর্ত্তনের এক একটী সন্ধিস্থল এবং এক একটী পীড়া ঘটিবার সময়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, পৃথিবীমণ্ডলে তাহার পক্ষে সকলই নূতন হইল। মাতৃগর্ভে থাকিয়া তাহাকে এরূপ বায়ু, শৈত্য, উষ্ণতা

---

(৮) অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীং। অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীমসমানার্ষগোত্রজাং। পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা।

ত্রিংশদ্বর্ষোবহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্। ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ।

(৯) Marriages contracted too early or too late in life, or between parties too nearly allied in blood, or presenting great disparity of age, are open to this objection. (Hooper.)

প্রভৃতি কিছুই সহ্য করিতে হয় নাই; ভুমিষ্ঠ হইবার পর নূতন পরিবর্ত্তনে তাহার দেহ যে কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইবে, তাহা অসম্ভাবিত নয়। এই পৃথিবীতে বাস আমাদিগের অভ্যাস হইয়াছে, তথাপি ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় আমাদিগের শরীর কত অসুস্থ ও ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সুকোমল দেহ শিশুর পক্ষে এ নূতন পরিবর্ত্তন যে কেমন মারাত্মক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই কারণে শৈশব সময়ে পীড়া ও মৃত্যু অধিক পরিমাণে ঘটিয়া থাকে।

ভূমিষ্ঠ হইবার পর দন্তোদ্গমের কাল জীবনের দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন সময়। এ সময় প্রায় সকলেরই উদরাময়, জ্বর, আহারে অনিচ্ছা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ উপস্থিত হয়; সকল জনক জননীই তাহা বিশেষরূপে জানেন।

দুধে দাঁত ভাঙ্গিয়া পুনরায় দন্ত উঠিবার সময়টীও বালকদিগের মহা সঙ্কট সময়। ষষ্ঠ ও অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমে অনেক বালক জ্বরাদি পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।

ইহার পর যৌবনারম্ভ। এ সময়ে দৈহিক ক্ষয়ের সূত্রপাত হয়। অতএব এ সময় জীবনের পক্ষে যে বিষম ভয়ঙ্কর, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই কারণেই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যৌবনের প্রারম্ভে অনেকেরই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

জীবনের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে উপরে যে সকল কথা কথিত হইল, তদ্ভিন্ন আরো কয়েকটী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। শৈশবাবস্থায় শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকে, সুতরাং দৈহিক সন্তাপও প্রয়োজনানুরূপ সমুদ্ভূত হয় না। এগুলিও এক একটী মহোৎকট পীড়ার প্রধান কারণ। অন্ত্রমধ্যে কৃমিসঞ্চার সচরাচর প্রায় স্ত্রীলোক ও শিশুদিগেরই ঘটিয়া থাকে।

শিশুর যত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই উদরের সহিত মস্তকের বৈসাদৃশ্যের লাঘব হয়; সুতরাং অন্ত্র ও পাকস্থলী সংক্রান্ত যাবতীয় পীড়া ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকে।

———:০:———

মনুসংহিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মনুর আর একটী মত এই, জীবাত্মা লিঙ্গশরীর বিশিষ্ট হইয়া এক

দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করেন, প্রলয় প্রসঙ্গে সে মতটীও এ স্থলে ব্যক্ত করা হইতেছে।

তমোঽয়ন্তু সমাশ্রিত্য চিরন্তিষ্ঠতি সেন্দ্রিয়ঃ।
ন চ স্বং কুরুতে কর্ম্ম তদোৎক্রামতি মূর্ত্তিতঃ॥ ৫৫॥

এই জীব অজ্ঞান আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয় সহিত বহুকাল অবস্থিতি করেন, শ্বাস প্রশ্বাসাদি করেন না, তাহার পর পূর্ব্ব দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহে গমন করেন।

কোন্ সময়ে জীব দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এক্ষণে তাহাও কথিত হইতেছে।

যদাণুমাত্রিকোভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি॥ ৫৬॥

যে সময়ে সেই জীব অণুমাত্র হইয়া বৃক্ষাদি ও মানুষাদির কারণ রূপ বীজে প্রবিষ্ট হয়, সেই সময়ে স্থূল দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গ সঙ্গতিক্রমে জীবের দেহান্তর প্রাপ্তির উল্লেখ করিয়া এক্ষণে উপসংহার করা হইতেছে।

এবং স জাগ্রৎস্বপ্নাভ্যামিদং সর্ব্বঞ্চরাচরম্।
সংজীবয়তি চাজস্রম্প্রমাপয়তি চাব্যয়ঃ॥ ৫৭॥

সেই অবিনাশী প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপ নিজ জাগরণ ও নিদ্রা প্রভাবে এই চরাচর সমুদায় জগতের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন।

ইদং শাস্ত্রন্তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ।
বিধিবৎ গ্রাহয়ামাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্॥ ৫৮॥

সেই ব্রহ্মা এই শাস্ত্র করিয়া সৃষ্টির আদিতে আমাকে যথাবিধি অধ্যয়ন করান, আমি আবার মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে অধ্যয়ন করাই।

এ স্থলে একটী সংশয় এই, ব্রহ্মা যদি এ গ্রন্থ রচনা করিলেন, তবে ইহার নাম মনুসংহিতা হইল কেন? টীকাকারেরা তাহার এই মীমাংসা করিয়াছেন, মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ দ্বারা মনু প্রথম প্রচার করেন বলিয়া মনুর নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে।

ভগবান মনু সমাগত ঋষিদিগের নিকটে এই পর্য্যন্ত কহিয়া বিরত হইবার অভিপ্রায়ে বলিলেন।

এতদ্বোয়ং ভৃগুঃ শাস্ত্রং শ্রাবয়িষ্যত্যশেষতঃ।
এতদ্ধি মত্তোঽধিজগে সর্ব্বমেষোঽখিলং মুনিঃ॥ ৫৯॥

এই ভৃগু এই শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগকে শুনাইবেন। ইনি আমার নিকট হইতে অধ্যয়ন করিয়াছেন।

ততস্তথা সতেনোক্তোমহর্ষির্ম্মনুনা ভৃগুঃ।
তানব্রবীদৃষীন সর্ব্বান্ প্রীতাত্মা শ্রূয়তামিতি॥ ৬০॥

ভৃগু মনু কর্তৃক সেই প্রকার উক্ত অতএব প্রীতমনা হইয়া আপনারা শুনুন এই কথা বলিয়া সেই সকল ঋষিকে কহিলেন।

স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোঃ ষড়্বংশ্যামনবোঽপবে।
সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বামহাত্মানোমহৌজসঃ॥ ৬১॥

ব্রহ্মার পৌত্র এই স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে আর ছয় জন মনু জন্মেন। সেই মহাত্মা মহৌজা মনুসকল স্ব স্ব অধিকার কালে স্ব স্ব প্রজা সৃজন করিয়াছেন।

স্বারোচিষশ্চোত্তমিশ্চ তামসোরৈবতস্তথা।
চাক্ষুষশ্চ মহাতেজাবিবস্বৎসুতএবচ॥ ৬২॥

তাঁহাদিগের নাম এই—স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত।

স্বায়ম্ভুবাদ্যাঃ সপ্তৈতে মনবোভূরিতেজসঃ।
স্বে স্বেঽন্তরে সর্ব্বমিদমুৎপাদ্যাপুশ্চরাচরং॥ ৬৩॥

স্বায়ম্ভুব আদি এই সাত জন মনু স্ব স্ব অধিকারকালে এই চরাচর জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন।

মন্বন্তর সৃষ্টির কথা বলা হইল। কত কালে এক একটী মন্বন্তর হয় এবং প্রলয় কালেরই বা পরিমাণ কি? তন্নির্ণয়ার্থ নিমেষ কাষ্ঠা কলা মুহূর্ত্তাদি হইতে কাল গণনা আরম্ভ করা হইতেছে।

নিমেষাদশ চাষ্টৌচ কাষ্ঠা ত্রিংশত্তু তাঃ কলা।
ত্রিংশৎ কলামুহূর্ত্তঃ স্যাদহোরাত্রন্তু তাবতা॥ ৬৪॥

অক্ষিপক্ষ্মের স্বাভাবিক উন্মেষ ও সঙ্কোচের নাম নিমেষ। অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা হয়। ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা। ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত্ত। ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্রি।

অহোরাত্রে বিভজতে সূর্য্যোমানুষদৈবিকে ।
রাত্রিঃ স্বপ্নায় ভূতানাং চেষ্টায়ৈ কর্ম্মণামহঃ ॥ ৬৫ ॥

সূর্য্য মানুষ ও দৈব উভয়বিধ দিবারাত্রির বিভাগ করেন। রাত্রি নিদ্রার নিমিত্ত ও দিবা কর্ম্মের নিমিত্ত।

পিত্র্যে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তু পক্ষয়োঃ ।
কর্ম্মচেষ্টাস্বহঃ কৃষ্ণঃ শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্ব্বরী ॥ ৬৬ ॥

মানুষের এক মাসে পিতৃলোকের এক দিবারাত্রি হয়। মানুষের এক মাস দুই পক্ষে বিভক্ত। কৃষ্ণপক্ষ পিতৃগণের দিবাভাগ, দিবাভাগ তাঁহাদিগের কর্ম্ম কাল; আর শুক্লপক্ষ রাত্রি, রাত্রিতে তাঁহারা নিদ্রা যান।

দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ ।
অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নং ॥ ৬৭ ॥

মানুষের এক বৎসরে দেবতাদিগের দিবারাত্রি হয়। ঐ এক বৎসর উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এই দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তরায়ণ দৈব কর্ম্মের কাল, আর দক্ষিণায়ন রাত্রি।

ব্রাহ্মস্য তু ক্ষপাহস্য যৎপ্রমাণং সমাসতঃ ।
একৈকশোযুগানান্তু ক্রমশস্তন্নিবোধত ॥ ৬৮ ॥

ব্রহ্মার দিবারাত্রির ও কৃতাদি যুগের যে পরিমাণ, তাহা ক্রমশঃ সংক্ষেপে বলিতেছি আপনারা শুনুন।

চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণান্তু কৃতং যুগং ।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ ৬৯ ॥

দিব্য মানের চারি হাজার বৎসরে সত্য যুগ। ঐ পরিমাণের চারি শত বৎসর সত্য যুগের পূর্ব্ব সন্ধ্যা, আর চারি শত বৎসর উত্তর সন্ধ্যা। শেষোক্তকে সন্ধ্যাংশ কহে।

ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু ।
একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানিচ ॥ ৭০ ॥

দিব্য মানের তিন হাজার বৎসরে ত্রেতা যুগ, তাহার সন্ধ্যা তিন শত বৎসরে এবং সন্ধ্যাংশ তিন শত বৎসরে হয়। ঐরূপ দ্বাপর দুই হাজার বৎসরে এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই দুই শত বৎসরে হয়। কলির পরিমাণ এক হাজার বৎসর এবং তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের মান এক এক শত বৎসর।

কল্পদ্রুম।

দুর্য্যোধন নিরো ও সিরাজ উদ্দৌলা।

পৃথিবী মানুষের ভার বহন করিতে পারেন না বলিয়া হউক, আর বিধাতা মানুষের সুখ ও উন্নতি দর্শনে অসহিষ্ণু বলিয়া হউক, দুর্ভিক্ষ মারী-ভয় সংগ্রামাদির ন্যায় দুরাত্মাদিগকেও সময়ে সময়ে রাজসিংহাসনে অধিরোহিত করিয়া থাকেন। দুরাত্মারা জগতের অভিশাপ ও কণ্টকস্বরূপ। প্রতিবেশবাসিগণের মধ্যে যদি এক জন দুরাত্মা থাকে, তাহার উপদ্রবে লোককে যার পর নাই ব্যতিব্যস্ত হইতে ও কত কষ্ট পাইতে হয়, আর রাজা দুরাত্মা হইলে যে কত কষ্ট ও কিরূপ অনিষ্ট, তাহা বুদ্ধিমান পাঠক সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। অসংখ্য লোকের সহিত রাজার সংস্রব। অসংখ্য লোক তাঁহার অধীন। অধিকাংশ লোকের জীবন মরণ তাঁহার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। অতএব রাজা দুরাত্মা হইলে জগতের যে কিরূপ অকল্যাণ হয়, তাহা বুঝিয়া লওয়া কঠিন হইতেছে না। আমরা উপরে যে তিন বিগ্রহের নামোল্লেখ করিলাম, ইহারা তিনটীই অতি দুরাত্মা বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। আরো অনেক দুরাত্মা অনেক সময়ে রাজনাম কলঙ্কিত ও রাজাসন কলুষিত করিয়াছে। দুরাত্মার অনেক প্রকার ভেদ আছে। ধর্ম্মের নাম করিয়া ও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যাহারা অধর্ম্ম করে, তাহারা যেমন ভয়ঙ্কর, যে সকল রাজা আইন করিয়া প্রজার মুখ বন্ধ করিয়া দৌরাত্ম্য করে, তাহারা তেমনি ভয়ঙ্কর। তাহারা মঙ্গলের ছল করিয়া অনেক প্রকার দারুণ অত্যাচার করিয়া জগতকে বিষম বিব্রত করিয়াছে ও করিতেছে। আমরা তাহাদিগকে ও অন্য অন্য দুরাত্মা নরপতিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ তিন ব্যক্তির বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি,

তাহার কারণ এই, ঐ তিন ব্যক্তির কার্য্য চরিত্র ও ব্যবহারগত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে!

এটীও বিধাতার একটী বিচিত্র কাণ্ড যে ঐ তিন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু উহাদিগের কার্য্য ও ব্যবহারগত অতি চমৎকার সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। দুর্য্যোধন বারণাবতে জতুগৃহে পাণ্ডবদিগকে দগ্ধ করিবার চেষ্টা পায়, নিরো রোমে অগ্নি দান করিয়া তামাসা দেখে এবং সিরাজ উদ্দৌলা অতি সঙ্কীর্ণ গৃহে (১) ইংরাজদিগকে রুদ্ধ করিয়া উহাদিগের প্রাণবধ করে। এই কার্য্যগুলির দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, ঐ তিন ব্যক্তিরই স্বভাব অতি ক্রূর ও লোকের সুখ দুঃখে তাহাদিগের সুখ দুঃখ বোধ ছিল না। তাহারা তিন জনেই শৈশবকালে নিতান্ত দুর্লালিত হয়। তাহাতেই স্বভাব দোষ অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

দুর্য্যোধনকে তাহার পিতা নিরোকে তাহার মাতা ও সিরাজ উদ্দৌলাকে তাহার মাতামহ প্রশ্রয় দিয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন। তাঁহারা যদি উহাদিগের শৈশবাবধি দুষ্প্রবৃত্তিনিবারণের যথোচিত চেষ্টা পাইতেন, উহারা বোধ হয় তত মন্দ হইত না। উহারা যে কেবল ক্রূর স্বভাব ছিল এরূপ নয়, কাপুরুষের সচরাচর যে যে লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, সে সমুদায়ই উহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছিল। কাপুরুষের শঙ্কা অধিক, উহারা সামান্য শত্রু হইতেও ঘোর অনিষ্ট শঙ্কা করে এবং যেখানে অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই সেখানেও অনিষ্ট স্বপ্ন দর্শন করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হয়। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কাপুরুষেরা প্রকাশ্যরূপে শঙ্কাকারণের উন্মূলনে সাহসী না হইয়া গোপন হত্যাদিরূপ জঘন্য উপায় অবলম্বন করিয়া আপনাদিগকে চির কলঙ্কিত করিয়া তুলে। উল্লিখিত দুর্য্যোধনাদি দুরাত্মারা সেই সেই পাপ উপায়ের অবলম্বনে ক্ষণকালও বিমুখ ছিল না। শেষে তিন জনেই কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিয়া শত্রু হস্ত হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা পায়, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। পাঠক অবহিত হইয়া উহাদিগের চরিত্র বর্ণন শ্রবণ করুন, ক্রমে উহাদিগের কাপুরুষতার পরিচয় পাইয়া আপনার অন্তঃকরণে ঘৃণার একান্ত উদয় হইবে।

---

(১) এই অত্যাচার কাণ্ড অন্ধকূপ হত্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ

যাহারা মহাভারত পাঠ করিয়াছেন অথবা পাঠ শ্রবণ করিয়াছেন, পাণ্ডব-গণের প্রতি দুর্য্যোধনের বিদ্বেষ বৃত্তান্ত তাঁহাদিগের অবিদিত নাই। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের প্রতি দুর্য্যোধনের বিদ্বেষ বুদ্ধি সমধিক গাঢ়তর ছিল। ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়ের এক দিবসে জন্ম হয়। সমবয়স্ক হইলে সচরাচর পরস্পরের হৃদয়ে অনুরাগ ও প্রীতি সঞ্চার হইয়া থাকে। ভীম ও দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণে তাহার কিছুই ছিল না, প্রত্যুত বিপরীত ভাবেরই উদয় হয়। দুর্য্যোধন সর্ব্বদা ভীমের অনিষ্ট চেষ্টা পাইত, এক বার ভীমকে বিষ পান করায়, আর একবার নিদ্রিত অবস্থায় তাহাকে বদ্ধ করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করে। ভীম গদা যুদ্ধে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া দুর্য্যোধন তাহার পরাভবের ইচ্ছায় অস্ত্র শিক্ষাকালে সবিশেষ যত্ন সহকারে গদাযুদ্ধ শিক্ষা করে। কপট দ্যূত, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পাণ্ডবগণের বনগমন, অজ্ঞাত বাস প্রভৃতি পাণ্ডবগণের অবমাননা ও ক্লেশকর যে যে ঘটনা হয়, সে সমুদায়ই দুর্য্যোধনের ক্রূর ও কুটিল বুদ্ধির ফল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের এই সমস্ত অন্যায় আচরণ ও অনার্য্য চেষ্টার অনুমোদন করিতেন। তিনি যদি বিরোধী হইতেন, দুর্য্যোধন কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতি ধার্ম্মিকগণ দুর্য্যোধনের কার্য্যের কখন অনুমোদন করেন নাই। ধৃতরাষ্ট্রও যদি অনুমোদন না করিতেন, দুর্য্যোধন সেই অনার্য্য কার্য্যে প্রবৃত্তি বিধানে কখনই সাহসী হইত না। তাহার প্রশ্রয়-দান-দোষেই কৌরবকুল ও নিখিল ক্ষত্রিয় ক্ষয়কর দারুণ সংগ্রাম ঘটনা হয়। ভীষ্ম দ্রোণাদি উভয়-হিতৈষী যে সকল ব্যক্তি যে সকল সদুপদেশ দেন, তাহার শ্রবণে ও গ্রহণে ধৃতরাষ্ট্রের রুচি হইত না। আর কর্ণ শকুনি প্রভৃতি দুর্ম্মন্ত্রিরা যে সকল দুর্ম্মন্ত্রণা দিত, তাহাই ধৃতরাষ্ট্র হৃষ্ট অন্তঃকরণে শ্রবণ করিতেন। এক দিবস দুর্য্যোধন বলিল:—

পিতঃ আমি প্রজাদিগের অর্থ দান ও মান বর্দ্ধন করিয়াছি, তাহারা নিশ্চয়ই আমাদিগের সহায় হইবে। অমাত্যগণ আমাদিগের পক্ষ, রাজভাণ্ডারও আমাদিগের হস্তগত। আপনি কৌশলে বারণাবত নগরে পাণ্ডবদিগকে বিবাসিত করুন। আমাদিগের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে পর কুন্তী পুত্রগণ সহিত পুনরায় আগমন করিবেন। ধৃতরাষ্ট্র উত্তর করিলেন, দুর্য্যোধন! আমারও হৃদয়ে এই ভাবের উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু

অভিপ্রায় ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া আমি ব্যক্ত করিতে পারি না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, কখন পাণ্ডবগণের বিবাসনে অনুমোদন করিবেন না। তাঁহাদের নিকটে আমরাও যেমন, পাণ্ডবেরাও তেমনি। তাঁহারা ধার্ম্মিক ও মনস্বী; তাঁহারা ইতর বিশেষ করিবার ইচ্ছা করিবেন না। পাণ্ডবদিগকে বিবাসিত করিলে আমরা সকলেরই দারুণ কোপে পড়িব। দুর্য্যোধন বলিল ভীষ্মকে সর্ব্বদা উদাসীন দেখিতে পাই, তিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না। দ্রোণপুত্র অশ্বথামা আমার পক্ষে আছেন। অশ্বথামা যে পক্ষে থাকিবেন, দ্রোণও সেই পক্ষে হইবেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। ইহাঁরা দুজনে যে পক্ষে, কৃপাচার্য্য সেই পক্ষে হইবেন। তিনি কখন ভগিনীপতি ও ভাগিনেয়কে পরিত্যাগ করিবেন না। বিদুর আমাদিগের অর্থে বদ্ধ, গোপনে তাঁহার বিপক্ষ পক্ষে যোগ আছে বটে, কিন্তু তিনি একাকী পাণ্ডবের নিমিত্ত আমাদিগকে বাধা দিতে শক্ত হইবেন না। অতএব আপনি পাণ্ডুপুত্রদিগকে কুন্তীর সহিত বিবাসিত করুন। তাহারা আজ যাহাতে বারণাবতে যায়, তাহা করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের হৃদয়ে শল্যের ন্যায় প্রবিষ্ট কষ্টদায়ক এই শোকাগ্নিকে এই কার্য্য দ্বারা আপনি নির্ব্বাণ করুন।

ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রকার প্রশ্রয় দোষেই যাবতীয় অনর্থ আপতিত এবং কুরুক্ষেত্রে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিহত হয়। পরিশেষে দুরাত্মা দুর্য্যোধন পুত্র পৌত্র জ্ঞাতি বান্ধব হীন হইয়া কাপুরুষের ন্যায় প্রাণ ভয়ে পলাইয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ করে এবং ভীমের সহিত গদা যুদ্ধে নিহত হয়। দুর্য্যোধন জাতিতে ক্ষত্রিয়, ভারতবর্ষের অতি প্রসিদ্ধ পুণ্য স্থান হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়। অতঃপর আমরা যে দুরাত্মার চরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি, সে একদা রোমের সম্রাট পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিল। রোম ইউরোপ খণ্ডের অন্তর্গত ইটালীর অন্তঃপাতী। রোমকেরা এক সময়ে অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রভাবে পৃথিবীর তৎকালবিদিত সর্ব্বপ্রদেশ জয় করিয়া অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিল। রোমকদিগের অদৃষ্টবৈগুণ্যে নিরো সেই রোমের সম্রাট পদবীতে অধিরূঢ় হয় এবং যার পর নাই অত্যাচার করিয়া রোমকদিগকে জ্বালাতন করিয়া তুলে।

সি, এন, ডমিটিয়স আহেনোবারবসের ঔরসে এগ্রিপিনার গর্ভে নিরোর জন্ম হয়। অনন্তর রোমের সম্রাট ক্লডিয়স এগ্রিপিনার পাণিগ্রহণ করিয়া

নিরোকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। ক্লডিয়সের নিজ ঔরসজাত পুত্র ছিল, তাহাকে রাজ্য হইতে বর্জ্জিত করা হইল। নিরোই সিংহাসনে আরোহণ করিল। সে একে দত্তক, তাহাতে যথার্থ রাজ্যাধিকারিকে বঞ্চনা করিয়া তাহার রাজ্য লাভ, অতএব তাহা হইতে রোমের যে মঙ্গল হইবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প। যা কিছু সম্ভাবনা ছিল, নিরোর যে কিছু স্বাভাবিক গুণ ছিল, প্রশ্রয় দোষে তাহা বিনষ্ট হইয়া মঙ্গলের আশা রুদ্ধ হইয়া যায়। ক্লডিয়সের হত্যার পর এগ্রিপিনা কয়েক দিবস তাঁহার হত্যা বৃত্তান্ত গোপন করিয়া রাখে, তাহার পর বুরস নামে একজন কর্ম্মচারী প্রিটোরিয়ান গার্ডের সম্মুখে নিরোকে লইয়া উপস্থিত করেন। প্রিটোরিয়ান গার্ড নামে একদল সৈনিক রোমের অবসন্ন দশায় রোমের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া উঠে। রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল তাহাদিগের হস্তগত হয়। তাহাদিগের অনুমোদন ব্যতিরেকে সম্রাট নিয়োগ সুসিদ্ধ হইত না। নিরো তাহাদিগের শিবিরে নীত হইয়া সৈনিকদিগকে বিপুল অর্থ দানের অঙ্গীকার করিল। তাহারা তাহাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল। সেনেট সভা তাহাদিগের মতের সমর্থন করিলেন। প্রজারাও কোন উচ্চবাচ্য করিল না। নিরো ৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ই ডিসেম্বর আণ্টিয়মে জন্মগ্রহণ করে। যখন সে সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়, তখন তাহার বয়ঃক্রম সতর বৎসর মাত্র। সে স্বভাবতঃ নির্গুণ ছিল না। তাহার রুচি ও প্রবৃত্তিও স্বভাবতঃ মন্দ ছিল না। কেবল প্রশ্রয় সংসর্গ শিক্ষা ও অভ্যাস দোষে তাহার গুণগুলি বিকৃত হইয়া উঠিল। রাজসংসারের লোকেরা সকলেই ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত এবং ছলনা বঞ্চনা ও চাতুরীতে পূর্ণ। তাহার মাতার অন্তঃকরণ গাঢ় দ্বেষ ও দুরাকাঙ্ক্ষায় একান্ত আক্রান্ত ছিল। সেই মাতাই তাহাকে অধিকতর প্রশ্রয় দেয়। সেনেকা ও বুরস নামে যে দুই ব্যক্তির উপরে তাহার শিক্ষা দান ভার সমর্পিত হয়, তাহারা বিষম অর্থগৃধ্নু, তাহারা স্বশিষ্যের চরিত্র শোধন ও সুশিক্ষা সম্পাদন অপেক্ষা নিজ অর্থলাভকে শ্রেয়ো জ্ঞান করিত। যে এক সেনেট নামে মন্ত্রিসভা ছিল, তাহার সভ্যেরা এবং বন্ধুবান্ধবগণ চাটুকারের ন্যায় চাটুবাক্যে কেবল স্তব করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের বচনপরিপাটী জলন্ত অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাহার কুকর্ম্মপ্রবৃত্তিকে সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলিল। ভ্রমপ্রমাদাদি প্রদর্শন করিয়া তাহার কুকর্ম্মপ্রবৃত্তির নিরোধ করে, এরূপ লোক বিরল হইল। এরূপ অবস্থাতেও তাহার প্রথম পাঁচ বৎসর রাজত্বকাল মন্দ যায়

নাই। তিনি ঐ সময়ে অধীনস্থ প্রদেশবাসিদিগের টাক্স ভার অনেক লঘু করিয়া দেন এবং সেনেট সভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। ঐ সময়ে তাহার শিক্ষক সেনেকা ও বুরস তাহার স্বভাব দোষ দমন করিবার সবিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু তাহার মাতার দোষে সমুদায় বিফল হইয়া যায়। তাহার মাতার রাজ্যশাসন বাসনা একান্ত বলবতী হয়। সেনেকা ও বুরস তাহার বাধা দেওয়াতে তাহার ক্রোধ অতিশয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং পুত্রের সহিত প্রকাশ্যরূপে তাহার বিবাদ উপস্থিত হয়। তিনি এই বলিয়া নিরোকে ভয় প্রদর্শন করিলেন যে ক্লডিয়সের পুত্র ব্রিটানিকসকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ঐ কথা শুনিয়া নিরোর অন্তঃকরণে অতিশয় ভয় জন্মিল। সে ব্রিটানিকসকে বিষ পান করাইয়া বধ করিবার আদেশ দিল। অতঃপর তাহার নানাপ্রকার চরিত্রদোষ উত্তরোত্তর প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। তাহার অন্য অন্য দোষের ন্যায় লাম্পট্যদোষ অতিশয় প্রবল ছিল। সে ক্লডিয়সের কন্যা অক্টেভিয়ার পাণিগ্রহণ করে কিন্তু তাহাকে ভাল বাসিত না। সে তাহার বন্ধু সালভিয়স ওথোর স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়। তদবধি অক্টেবিয়ার প্রতি তাহার অধিকতর অবজ্ঞা জন্মে। ওথো নিজ স্ত্রীর চরিত্রদোষ দেখিয়াও দেখিত না, নিরো তাহাকে স্পেনের অন্তঃপাতী লুসিটেনিয়ার গবর্ণর করিয়া পাঠাইল। যে কিছু বিঘ্ন ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় একটী কুকর্ম্ম অপর কুকর্ম্মের প্রসূতি হইয়া থাকে। ওথোর স্ত্রীর সহিত নিরোর প্রসক্তি তাহার মাতৃহত্যার কারণ হইয়া উঠিল। ওথোর স্ত্রী নিরোকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। নিরোর মাতা এগ্রিপিনার এ বিষয়ে মত ছিল না। তাহাকে এ বিবাহের অন্তরায় মনে করিয়া তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা জন্মিল। নিরো নিজ মাতাকে বধ করিবে স্থির করিয়া জাহাজের অধ্যক্ষের প্রতি ঐ নৃশংস কার্য্য সম্পাদনের ভার অর্পণ করিল। জাহাজের অধ্যক্ষ ঐ উদ্দেশে এরূপ কৌশলে একখানি নৌকা প্রস্তুত করিল যে ইচ্ছা করিলেই স্বল্পায়াসে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা যায়। অতঃপর নিরোর মাতাকে নিরোর সহিত সদ্ভাব করিয়া দিবার ছল করিয়া তাহাকে সেই নৌকায় আরোহিত করা হইল এবং কিয়দ্দূরে লইয়া গিয়া তাহাকে জলমগ্ন করা হইল। নিরোর মাতা সন্তরণ দ্বারা তৎকালে আত্মরক্ষা করিয়াছিল কিন্তু নিরোর প্রেরিত ঘাতকেরা গোপনে গিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিল।

নিরো শকট চালাইতে বড় ভাল বাসিত। উত্তম বাদ্যকারক নর্ত্তক ও কবি বলিয়া খ্যাতিলাভের তাহার বড় ইচ্ছা ছিল। সেনেকা ও বুরসকে তাহার যথেচ্ছাচারিতার কতক বিঘ্ন বলিয়া বোধ ছিল। ৬২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ উভয় ব্যক্তির হস্ত হইতে নিরোর মুক্তি লাভ হয়। ঐ অব্দে বুরসের মৃত্যু হইল। অনেকে অনুমান করেন নিরো বিষ পান করাইয়া তাহার বধসাধন করিয়াছিল। ঐ অব্দে সেনেকাও বিবাসিত হন। তাহার পর অবধি নিরো অধিকতর স্বচ্ছন্দচারী হইল। নিজ স্ত্রী অক্টেভিয়াকে পাণ্ডাটেরিয়া দ্বীপে বিবাসিত করিয়া দিল। দুরাত্মা কেবল বিবাসিত করিয়াই বিরত হইল না। অব্যবহিত পরে তাহার প্রাণবধ করিল। ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রোমে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হয়। ঐ অগ্নি ছয় দিন থাকে। ঐ অগ্নিতে নগরের অধিকাংশ স্থান ও অনেক স্মরণচিহ্ন ভস্মসাৎ হইয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস এই, ট্রয় নগর যেরূপে দগ্ধ হইয়াছিল, তাহার অনুরূপ অগ্নিকাণ্ডের দর্শন বাসনায় নিরোর আদেশক্রমে ঐ অগ্নি প্রদত্ত হয়। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে পর নগরের পুনর্নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। তখন দুরাত্মার অত্যাচারের পরিসীমা রহিল না। জোর করিয়া লোককে খাটাইয়া লওয়া ও দস্যুবৎ বলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করা প্রভৃতি ঘোর অত্যাচারের কার্য্য হইতে লাগিল। স্বর্ণনিকেতন বলিয়া নিরোর নিজের এক সৌধ নির্ম্মিত হয়। তাহার সদৃশ বৃহদায়তন উজ্জ্বল গৃহ তৎকালে ছিল না। নিরোর সময়ে বিজিত প্রদেশগুলি অবাধে লুণ্ঠিত হইত, এবং সেই ধনে নানাপ্রকার উৎসবের অনুষ্ঠান ও ভোজ দান করিয়া নগরের অলস ও অপদার্থ লোকদিগকে আনন্দিত ও মোহিত করিয়া রাখা হইত।

নিরোর অত্যাচার ক্রমে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল তাহাকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোকে চক্রান্ত করিল। এল, কালপরনিয়স পাইসো প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা। কিন্তু মিলিকস নামে দাসত্বমুক্ত এক ব্যক্তি এই চক্রান্তের বিষয় প্রকাশ করিয়া দিল। তন্নিবন্ধন অনেকগুলি লোক হত হইল। সেনেকা এই চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন, এই সন্দেহ হওয়াতে নিরো তাহাকে এই অনুমতি করিল যে তিনি আপনার শরীরের শিরা সকল ছিন্ন করিয়া প্রাণত্যাগ করুন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে নিরো ওথোকে স্পেনে পাঠাইয়া দিয়া তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করে। উহার নাম পপিয়া সেবিনা। সে গর্ভবতী হইলে নিরো একদিন ক্রোধবশে তাহাকে এমনি এক দৃঢ় পদাঘাত করে যে

তাহাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। তাহার পর দুরাত্মা ক্লডিয়সের কন্যা আণ্টোনিয়ার পাণিগ্রহণার্থী হইল। সে তাহাতে সম্মত না হওয়াতে দুরাত্মা তাহার প্রাণসংহার করিল। তাহার পর সে ষ্টেটিলিয়া মেসেলিনা নামে এক বিবাহিত রমণীকে বিবাহ করিল। দুরাত্মা অনেক দিন পূর্ব্ব অবধি ঐ স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার দোষে লিপ্ত ছিল। এই ব্যভিচার নিবন্ধনই উহার স্বামীকে পূর্ব্বে হত্যা করা হয়। ইতিহাস গ্রন্থে নিরোর এইরূপ শত শত অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে। একজন গায়কের গলার স্বর তাহার স্বর অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া গায়কের প্রাণবধ করা হয়। জগতে অনেক দুরাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছে বটে কিন্তু নিরোর মত দুরাত্মা বোধ হয় দ্বিতীয় জন্মে নাই। নিরো অতঃপর ওলিম্পিয়ার উৎসব দর্শনার্থ গ্রীসদেশে যায়, এবং তত্রত্য নগর ও দেবমন্দির সকল লুণ্ঠন করিয়া বিস্তর বহুমূল্য সম্পত্তি আনয়ন করে।

নিরো গ্রীস্ দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর গলনামক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। গলের প্রতি দারুণ অত্যাচারই এ বিদ্রোহের কারণ। এই বিদ্রোহই নিরোর অধঃপাতের কারণ হইল। প্রিটোরিয় গার্ডেরা সর্ব্বিয়স গালবা নামে এক ব্যক্তিকে সম্রাট বলিয়া মনোনীত করিল। সকলে নিরোর পক্ষ পরিত্যাগ করিলে দুরাত্মা রোম হইতে পলাইয়া ফেয়ন নামে দাসত্ব-মুক্ত এক ব্যক্তির বাটীতে উপস্থিত হইল। তথায় ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া এক দিবস অবস্থিতি করে। যাহারা তাহার অন্বেষণে নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহারা যেমন তথায় উপনীত হইল, দুরাত্মা তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা সম্পাদন করিল।

অতঃপর আমরা যে ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি, সে নিরোর অপেক্ষা দৌরাত্ম্য অংশে কোন প্রকারে নিকৃষ্ট নহে। তাহার নাম সিরাজ উ দ্দৌলা। ট্রয় নগর কিরূপে দগ্ধ হইয়াছিল রোমে অগ্নি দিয়া দুরাত্মা নিরো তদ্দর্শনের বাসনা চরিতার্থ করে, আর সিরাজ উদ্দৌলার বিষয়ে এদেশে এই প্রবাদ ও প্রসিদ্ধি আছে, গর্ভে সন্তান কিরূপে থাকে, সিরাজউদ্দৌলা জীবিত গর্ভবতীর গর্ভ বিদারণ করিয়া তাহা দর্শন করিয়াছিল এবং লোকে ঝড়ের সময়ে নৌকা ডুবি হইয়া কিরূপে মরে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত নৌকা মানুষপূর্ণ করিয়া গঙ্গার মধ্যস্থলে লইয়া নৌকা বুড়াইয়া দিত। এইরূপ

অমানুষ নৃশংস আচরণের শত শত প্রবাদ আছে। এই প্রবাদ নিবন্ধন সিরাজউদ্দৌলা ব্যাঘ্রের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালা দেশের অন্যতর ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর দৌহিত্র। আলিবর্দ্দি একজন উপযুক্ত সাহসবান্ রাজনীতিজ্ঞ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না। তিনটী কন্যা ছিল। আপনার তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত তিন কন্যার বিবাহ দেন। সিরাজউদ্দৌলা জিমুদ্দিনের ঔরসজাত। আলিবর্দ্দি খাঁ তাহাকে পুত্ররূপে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাহাকে যার পর নাই ভাল বাসিতেন। সেই অসঙ্গত স্নেহ নিবন্ধন তিনি তাহার দুর্ব্বিনয় নিবারণের চেষ্টায় সমর্থ হইতেন না, প্রত্যুত প্রকারান্তরে তাহার অনুমোদন করিতেন। তাহাতেই সিরাজের চরিত্র দূষিত ও স্বভাব অতিশয় জঘন্য হইয়া যায়। মানুষের চিত্ত যে কেমন দুর্ব্বল, মানুষের হৃদয় যে কেমন ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ, সিরাজের প্রতি আলিবর্দ্দির অসঙ্গত স্নেহ তাহার একটী সুন্দর প্রমাণ স্থল। আলিবর্দ্দি সকল বিষয়েই বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রশ্রয় দোষে সিরাজের যে ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হইতেছে, স্নেহান্ধতা হেতু তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেন না। সিরাজের প্রতি তাঁহার যে কেমন অসঙ্গত স্নেহ ছিল, নিম্নে যে উদাহরণটী প্রদর্শিত হইতেছে, তদ্দ্বারা তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইবে। পাঠক সেই বৃত্তান্তটী বিদিত হইলে হতজ্ঞান হইবেন সন্দেহ নাই।

সিরাজের কয়েকজন অসৎ সহচর তাহাকে একদা আলিবর্দ্দির হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক বাঙ্গালার নবাবী পদ গ্রহণের পরামর্শ দিল। যে নিজে অসৎ, অসতের উপদেশ তাহার বড় উপাদেয় বোধ হয়। সহচরগণের সেই পরামর্শ দুরাত্মার অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইল। সে আলিবর্দ্দির সেই স্নেহ, সেই মমতা, সেই বাৎসল্য, সেই পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন, সেই উপকার, সমুদায় বিস্মৃত হইয়া গেল এবং সহচর গণের সেই নৃশংস পরামর্শকে গুরূপদেশের ন্যায় গ্রহণ করিয়া তদনুসারী আচরণ আরম্ভ করিল। আলিবর্দ্দি সিরাজকে নাম মাত্র পাটনার গবর্ণর পদ প্রদান করিয়াছিলেন। জানকীরাম তাহার প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিতেন। সিরাজ বিদ্রোহী হইয়া পাটনার অভিমুখে যাত্রা করিল এবং তথায় সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। আলিবর্দ্দি

মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রব নিবারণার্থ তৎকালে মেদনীপুরে ছিলেন। তিনি ঐ সংবাদ শুনিয়া মহাশঙ্কিত ও ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার শঙ্কার বিশেষ কারণ এই, পাছে সিরাজের সহিত জানকীরামের যুদ্ধ ঘটনা হয়, আর সেই যুদ্ধে সিরাজ নিহত হয়! তিনি এই চিন্তায় নিতান্ত আকুল হইয়া দ্রুতপদে মুরসিদাবাদে আগমন করিয়া তথা হইতে পাটনার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ওদিকে জানকীরাম কৌশলক্রমে সিরাজকে বন্দী করিলেন। আলিবর্দ্দি তাহাকে জীবিত দেখিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাহাকে কোনপ্রকার অনুযোগ বা তিরস্কার করা দূরে থাকুক, নিজ বাহু দ্বারা তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া বারম্বার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। লোকে দেখিয়া অবাক হইল, অনেকে পরোক্ষে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। সিরাজউদ্দৌলা স্বভাবতঃ উদ্ধত অশিক্ষিত দুর্ল্লালিত ও নির্ব্বোধ, তাহার উপর এই বীভৎস প্রশ্রয় দান, অতএব তাহার চরিত্র যে দূষিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।

দুরাত্মা দুষ্ট সহচরগণ সমভিব্যাহারে যখন নগর ভ্রমণার্থ বহির্গত হইত, তখন নাগরিক লোকেরা ত্রাহি ত্রাহি করিত। কতক্ষণে দুরাত্মা নিজ গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইবে, দেবগণের নিকটে এই প্রার্থনা ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিত। তাহার নিকটে সম্রান্তের সম্ভ্রম মানির মান গুণির গুণগৌরব বিদ্বানের সমাদর কুলবধূর কুলমান কাহারই পরিত্রাণ ছিল না। লোকে তাহাকে দস্যু তস্কর বৃক ব্যাঘ্রাদি অপেক্ষা অধিক ভয় করিত। আলিবর্দ্দি খাঁ তাহার দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারের বিষয় জানিয়া শুনিয়াও কিছু বলিতেন না। প্রকারান্তরে বরং তাহাতে অনুমোদন করিতেন। ঢাকার প্রতিনিধি গবর্ণর হোসেন কুলিখাঁ ও তাঁহার পরিজনগণের উপরে দুরাত্মার বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিল। সে তাহাদিগকে উৎসন্ন দিবার সংকল্প করিল। সে একদিবস আপনার এক অনুচরকে ঢাকায় পাঠাইয়া দিল। প্রেরিত অনুচর দিবাভাগে সর্ব্বসমক্ষে হোসেন কুলিখাঁর ভ্রাতৃপুত্রের প্রাণসংহার করিল। অতঃপর দুরাত্মা নিজ মাতামহের নিকটে হোসেন কুলিখাঁর প্রাণসংহারের প্রার্থনা জানাইল। তিনি কহিলেন, হোসেনের প্রভু নোয়াস মহম্মদের মত ব্যতিরেকে তাহার হত্যাকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। এই কথা কহিয়া তিনি মৃগয়া করিতে গেলেন, কিন্তু সিরাজের সংকল্পিত নৃশংস কার্য্যের কোন প্রকার নিষেধ বা নিবারণের কোন উপায় করিলেন না। ওদিকে দুরাত্মা হোসেন কুলিখাঁর প্রাণসংহার করিল।

সিরাজ উদ্দৌলা ১৭৫৬ অব্দের ১০ ই এপ্রেল বাঙ্গলা দেশের নবাবী পদে অধিরূঢ় হয়। তখন তাহার বয়ঃক্রম চতুর্ব্বিংশতি বৎসর। সে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই নিজ পিতৃব্য পত্নীর ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া নিজ শুভ রাজত্বের স্বস্তি বাচন করিল। তাহার পিতৃব্য নোয়াস মহম্মদ ষোল বৎসর ঢাকার শাসন কার্য্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। মৃত্যুকালে বিপুল বিভব রাখিয়া যান। তাঁহার পত্নী সমুদায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেন। দুরাত্মার তাহাতে লোভ পড়িল। সে সৈন্য পাঠাইয়া দিয়া সমুদায় লুটিয়া আনিল। রাজবল্লভ অনেক দিন ঢাকার প্রতিনিধি শাসন কর্তৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিও বিলক্ষণ বিভশালী হন। তিনি তৎকালে মুরসিদাবাদে ছিলেন। দুরাত্মা তাঁহাকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করিল এবং তাঁহার সম্পত্তি লুণ্ঠনার্থ ঢাকায় লোক পাঠাইয়া দিল। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস ঐ সংবাদ পাইয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গম দর্শনের ছল করিয়া সমুদায় অর্থ ও পরিবার লইয়া কলিকাতায় উপনীত হইলেন। কলিকাতার তদানীন্তন গবর্ণর ড্রেক সাহেব তাহাকে আশ্রয় দিলেন। নবাব ঐ সমাচার শুনিয়া অগ্নিস্থ বাতস্থ হইয়া উঠিলেন এবং কৃষ্ণদাসকে নবাবের নিকটে পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত ড্রেক সাহেবকে এক পত্র লিখিলেন। ড্রেক সাহেব সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিলেন, তিনি কৃষ্ণদাসকে ছাড়িয়া দিবেন না। ইহাই ইংরাজদিগের সহিত বিরোধের মূল সূত্র।

সিরাজ উদ্দৌলার অন্যতর পিতৃব্য সায়দ মহম্মদ পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। শকত জঙ্গ নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। সায়দ মহম্মদের মৃত্যুর পর শকত জঙ্গ সমুদায় সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনিও নোয়াস মহম্মদের পত্নীর ন্যায় সিরাজের ধন তৃষ্ণাপথের পথিক হইলেন। সিরাজ তাঁহার সম্পত্তি লুণ্ঠনার্থ সৈন্য লইয়া পূর্ণিয়ার অভিমুখে যাত্রা করিল। সে রাজমহলে উপস্থিত হইয়া গঙ্গা পার হয়, এমন সময়ে ড্রেক সাহেবের পত্র পাইল এবং ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া পূর্ণিয়ায় না গিয়া কলিকাতার দিকে চলিল। তাহার সঙ্গে ৪০। ৫০ হাজার সৈন্য ছিল। পক্ষান্তরে, তৎকালে ইংরাজদিগের দুর্গের অবস্থা অস্ত্র শস্ত্র ও গোলাগুলি প্রভৃতি ভাল ছিল না। দুর্গ রক্ষার্থ এক শত সত্তর জন সৈন্য ছিল, তাহার মধ্যে ষাটি জন মাত্র ইউরোপীয়। এই সকল দেখিয়া ও ভাবিয়া চিন্তিয়া ইংরাজেরা সন্ধিপ্রার্থী হইয়া নবাবের

নিকটে পুনঃ পুনঃ পত্র পাঠাইল, কিন্তু নবাব কোন কথাই কর্ণগোচর করিল না। ১৬ ই জুন তাহার অগ্রগামী সেনাদল চিৎপুরের উপনীত হইল। ইংরাজেরা ইতিমধ্যে চিৎপুরে একটী মুর্চ্চা প্রস্তুত করিয়াছিল। সেখান হইতে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। নবাবের সেনাগণ অগ্রগামী হইতে না পারিয়া হটিয়া গেল এবং দমদমায় গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল।

১৭ ই জুন নবাবের সেনাগণ নগর বেষ্টন করিয়া রহিল। পর দিন চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ আরম্ভ করিল। দুর্গের বাহিরে যে কিছু গৃহাদি ছিল, সমুদায় নবাবের অধিকৃত হইল। ঐ দিবস বিস্তর লোক হতাহত হয়। ইংরাজেরা বাহিরে তিষ্ঠিতে না পারিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। দুর্গের চতুর্দ্দিকে যে সকল ঘর ছিল, তাহাতে আগুন দেওয়া হইল। প্রবল বেগে অগ্নিশিখা উত্থিত হইতে লাগিল। ইংরাজেরা কর্ত্তব্য স্থির করিবার নিমিত্ত পরামর্শ করিতে বসিল, শেষে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করা অবধারিত হইল। দুর্গস্থ প্রায় অৰ্দ্ধেক লোক পলাইয়া জাহাজে ও হাবড়ায় গেল, আর অৰ্দ্ধ অংশ দুর্গ মধ্যে রহিল। নবাবের সেনাগণ ১৯ এ পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ২০ এ পুনরায় আক্রমণ করাতে ইংরাজেরা ভাবিল, আর আত্ম রক্ষার প্রয়াস পাওয়া বিফল। অতএব তাহারা সন্ধি প্রার্থী হইয়া নবাবের সেনাপতি মাণিকচাঁদকে এক পত্র লিখিল। বিপক্ষপক্ষ সন্ধিসূচক চিহ্ন প্রদর্শন করিল, ইংরাজেরা গোলাবর্ষণে ক্ষান্ত হইল। ইংরাজেরা যেমন ক্ষান্ত হইল, বিপক্ষ পক্ষ অমনি বেগে আসিয়া দুর্গ অধিকার করিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। দুর্গ মধ্যে তৎকালে এক শত ছচল্লিশ জন ইউরোপীয় ছিল। তাহারা বন্দীকৃত হইল। আঠার ফীট দীর্ঘ ও চৌদ্দ ফীট প্রশস্ত এক গৃহ মধ্যে তাহাদিগকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। সেই দারুণ গ্রীষ্মের সময়ে সেই সংকীর্ণ গৃহ মধ্যে অধিকসংখ্য লোক নিরুদ্ধ হওয়াতে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অনেকে প্রাণত্যাগ করিল। পরদিন প্রাতঃকালে দেখা হইল ২৩ তেইস জন মাত্র জীবিত আছে। এই হত্যাকাণ্ড অন্ধ কূপ হত্যা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অনেকে বলেন, নবাব ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারেন নাই। কিন্তু ২১ এ জুন যখন তিনি এই সংবাদ পাইলেন, তাঁহার অন্তঃকরণে কোন প্রকার দুঃখের ভাব প্রকাশ পাইল না।

নবাব জয়লাভে একান্ত উল্লাসিত হইয়া মুরসিদাবাদে গমন করিলেন। কিন্তু তিনি শকত জঙ্গকে বিস্মৃত হন নাই। তিনি পূর্ণিয়ায় সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং রণস্থলে শকত জঙ্গকে নিহত করিয়া তাহার অন্তঃপুরিকাগণ সহ যাবতীয় অর্থ লুণ্ঠন করিয়া আনিলেন।

অতঃপর সিরাজ উদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত চক্রান্ত আরম্ভ হইল। যাহারা চক্রান্তে লিপ্ত হয়, ইংরাজেরা জগৎ শেঠ মীরজাফর অমিচাঁদ ও খোজা ওয়াজিদ তন্মধ্যে প্রধান। চক্রান্ত পরিপক্ক হইলে পর সিরাজ উদ্দৌলা পলাসির যুদ্ধে পরাভূত হইল এবং বহুমূল্য অর্থ ও স্ত্রী কন্যাদি পরিজন সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিল। রাজমহলে উপনীত হইয়া এক ফকিরের কুটীরের নিকটে আপনার স্ত্রী ও কন্যার নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে, ফকির জানিতে পারিল এবং যে সকল ব্যক্তি তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে সংবাদ দিল। সিরাজ উদ্দৌলা পূর্ব্বে ঐ ফকিরের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করে, এক্ষণে সে সেই বৈরসাধন করিল। বিপক্ষেরা আসিয়া তাহাকে বন্দীভূত করিল। সে অনেক অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু তাহারা কোন কথাই কর্ণগোচর করিল না। তাহার সঙ্গে যে সমস্ত স্বর্ণ ও রত্ন ছিল, সমুদায় লুটিয়া লইল এবং তাহাকে বন্দী করিয়া মুরসিদাবাদে লইয়া গেল। যে সময়ে তাহারা মুরসিদাবাদে উপস্থিত হয়, তৎকালে মীরজাফর নিদ্রিত ছিল। তাহার পুত্র মীরান তাহাকে আপনার মহলের নিকটে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে বলিল। মীরানও সিরাজ উদ্দৌলার ন্যায় অতি অসচ্চরিত্র ছিল। সে কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার বান্ধবগণকে সিরাজ উদ্দৌলার প্রাণ সংহার করিতে বলিল, কিন্তু কেহই তাহাতে সম্মত হইল না। অবশেষে মহমম্মদী বেগ নামে এক হতভাগ্য তাহাকে হত্যা করিল।

পাঠক! দুর্য্যোধন, নিরো ও সিরাজ উদ্দৌলার শোচনীয় অন্তিম দশা দর্শন করিয়া কি এই সিদ্ধান্ত হইতেছে না যে দুরাত্মা হইলে প্রায়ই এইরূপ পরিণাম হইয়া থাকে? তিন জনেই যে অতিশয় কাপুরুষ ছিল, অন্তিমকালে প্রাণভয়ে পলায়ন দ্বারা কেবল যে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে এরূপ নয়, তাহাদিগের অন্য অন্য কার্য্য দ্বারাও তাহার পরিচয় হইতেছে। দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের শঙ্কায় সতত শঙ্কিত ছিল। তাহার মনে কখন এ সাহসের উদয় হয় নাই যে সে অন্য সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া পাণ্ডবগণের পরাভবে

সমর্থ হইবে। সে নিয়ত মহাবীর কর্ণের সাহস ও বলের উপরে নির্ভর করিত। এটী প্রধান কাপুরুষলক্ষণ। বীরপুরুষের মনের ভাব কখন এরূপ হয় না। বিপক্ষ পক্ষ যেরূপ বলবান ও যোদ্ধা হউক, সে তাহাকে তৃণ জ্ঞান করে। নিরো ও সিরাজউদ্দৌলা স্বার্থনাশ শঙ্কায় অথবা স্বার্থ লাভের আশায় নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের যে প্রকার নৃশংস হত্যাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, বীরপুরুষে তাহাতে ঘৃণা প্রদর্শন করে। এ অংশে দুর্য্যোধন প্রশংসনীয়। সেনেকা নিরোর শিক্ষাদাতা ও অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। নিরো সন্দেহ করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করে। পক্ষান্তরে, ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর প্রভৃতি প্রকাশ্যভাবে পাণ্ডবগণের জয়াকাঙ্ক্ষা করিতেন, কিন্তু দুর্য্যোধন এক দিনের নিমিত্ত তাঁহাদিগের প্রতি অবিনীত ব্যবহার করে নাই। প্রজার প্রতিও তাহার পীড়ন ছিল না। বরং প্রজাদিগকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত সতত তাহাদিগের মান বর্দ্ধন ও অর্থদান করিত। ফলতঃ নিরো ও সিরাজউদ্দৌলা যে প্রকৃতির দুরাত্মা, দুর্য্যোধন সে প্রকৃতির নয়। দুর্য্যোধন জ্ঞাতিবিরোধেই মত্ত ছিল। জ্ঞাতিগণ প্রবল। পাছে তাহাদিগের হইতে আপনাকে হৃতসর্ব্বস্ব ও অপদস্থ হইতে হয়, তাহার এই বিষম শঙ্কা ছিল। তাহাতেই সে পাণ্ডবগণের প্রতি অনার্য্য আচরণ করে। দায়াদগণের প্রতি হিংসা দ্বেষ ঈর্ষ্যা অনৈসর্গিক নয়। তবে দুর্য্যোধনের মহৎ দোষ এই, সে যদি পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ দান করিত, দারুণ সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইয়া নিখিল ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় হইত না। আর একটী বিষয় জানিতে পারা যাইতেছে, কাপুরুষেরা ভাই বন্ধু পুত্র কলত্র বিষয় বিভব সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারে, তথাপি প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে না। যুদ্ধের পর দুর্য্যোধনের জীবিত থাকিয়া কোন স্বচ্ছন্দ ছিল না, জীবিত থাকিবার কোন কারণও ছিল না। সেই প্রিয়তম সহোদরগণ সেই প্রাণপ্রতিম পুত্র পৌত্রাদি সেই দেবরাজ সদৃশ রাজপদ সেই কুবের সদৃশ অতুল সম্পদ, চক্ষের উপরে সমুদায় বিনষ্ট হইল, তথাপি হতভাগ্য প্রাণের মমতায় রণস্থল হইতে পলাইয়া দ্বৈপায়নহ্রদে গিয়া লুকাইয়া রহিল। শত শত ভৃত্য যে সিরাজউদ্দৌলার আজ্ঞাবাক্য শ্রবণার্থ দীনভাবে সতত উন্মুখ হইয়া থাকিত, যাহার আজ্ঞামাত্র সহস্র সহস্র লোক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়া নিমেষ মধ্যে প্রলয় উপস্থিত করিত, সেই সিরাজউদ্দৌলা শেষে প্রাণের নিমিত্ত কাতর বাক্যে অতি সামান্য লোকেরও নানাপ্রকার অনুনয়

বিনয় করিল, কিন্তু তেজস্বী পুরুষেরা অমরত্ব ও ইন্দ্রত্ব লাভ হইলেও শক্রর পদানত হইয়া কখন এরূপ কাপুরুষতা প্রদর্শনে উৎসুক হয় না।

বর্ণবিভাগ জাতীয় ভাব ও জাতীয় উন্নতির মূল।

মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়া কতকগুলি কর্ত্তব্যঋণে ঋণী হয়। ঈশ্বরসম্বন্ধে, আমরা যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তৎসম্বন্ধে, প্রতিবেশিসম্বন্ধে, পরিবার সম্বন্ধে এবং আমাদিগের নিজের সম্বন্ধে অনেকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। আমরা যদি সেইগুলি যথাবিধি সম্পন্ন করিতে পারি, কেবল যে আমাদিগের নিজের উন্নতি হয় এরূপ নয়, স্বজাতির সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। স্বজাতির উন্নতি ব্যতিরেকে আমাদিগের স্ব স্ব উন্নতি শোভমান ও স্থায়ী হয় না। প্রত্যেকে জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত যত্নবান্ না হইলেও জাতীয় উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা যদি কেবল নিজ সুখের অন্বেষণার্থ ব্যস্ত হই, উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইলেই আপনাকে চরিতার্থ বোধ করি, স্বজাতীয়েরা অধঃপাতে যাউক, আর প্রতিবেশিরা ব্যসনে নিমগ্ন হউক, যদি আমরা সেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ না করি, জাতীয় উন্নতি নিরুদ্ধ হইয়া যায়। সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা জাতীয় উন্নতি কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে পারে না। পান ভোজনাদি দ্বারা কথঞ্চিৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ হইলেই তাহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। যে জাতির যতদিন ধর্ম্মনীতিজ্ঞান প্রবল ও ধর্ম্মনীতির প্রতি ভক্তি বলবতী থাকে, ততদিন সেই জাতি উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। ইহার বিপরীত ঘটনা হইলে উন্নত জাতিরও ক্রমে অধোগতি হইতে থাকে। রোমের সাধারণতন্ত্রের সময়ে ধর্ম্মনীতির প্রতি লোকের ও সাধারণতন্ত্রের উন্নতিকল্পে সকলের সবিশেষ যত্ন ছিল, তাহাতেই সাধারণতন্ত্র অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পরে আবার যখন লোকে সাধারণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশূন্য ধর্ম্মনীতির প্রতি আদরহীন ও নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া উঠে, তখন সাধারণতন্ত্র শ্রীহীন হইতে আরম্ভ হয়। শেষে আর সাধারণতন্ত্র স্বজীবনরক্ষায় সমর্থ হইল না, সাম্রাজ্যে পরিণত হইল। তখনকার লোকে এমনি অসার অপদার্থ ও আত্মম্ভরি হইয়া উঠিয়াছিল যে সাধারণতন্ত্রের সময়ের রোমকদিগের সহিত

তুলনা করিয়া তাহাদিগকে রোমক বলিয়া বোধ হইত না। সেনেট সভার সে পূর্ব্ব গৌরব অস্তমিত হইয়াছিল। সভ্যগণের সেই গাম্ভীর্য্য সেই পূজনীয় ভাব সেই স্বাধীন চিন্তা সেই স্বাধীন বক্তৃতা সেই স্বাধীন কার্য্যকারিতা তাহার কিছুই ছিল না। তাঁহারা তখন এক এক জন অধিনায়কের বশবর্ত্তী হইয়া উঠেন। অধিনায়কের মতই তাঁহাদিগের মত এবং অধিনায়কের আজ্ঞাই তাঁহাদিগের শিরোধার্য্য হয়, তাঁহাদিগের স্বাতন্ত্র্যে কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছিল না।

ভারতবাসিদিগের অবস্থা অবিকল এইরূপ হইয়াছে। ইহাদিগের সেই পূর্ব্ব জাতীয় ভাব আর নাই, ইহারা আর স্বজাতীয়ের গৌরবে গৌরব বোধ করে না, স্বজাতির উন্নতি চেষ্টায় আর কাহারই আন্তরিক যত্ন নাই। নিজের কিঞ্চিৎ সৌভাগ্য লাভ হইলেই জগৎকে সুখিত মনে করিয়া থাকে। ইহা-দিগের ইদানীন্তন ভাব দেখিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন, হিন্দুজাতির কখন জাতীয় ভাব ছিল না। ইহারা বরাবর স্বার্থপর জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এটী বাস্তবিক কথা নয়। পূর্ব্বে ইহাদিগের বিলক্ষণ জাতীয় ভাব ছিল। সেই জাতীয় ভাবের বলেই ইহারা এককালে বিলক্ষণ উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগই তাহার প্রমাণ। প্রাচীন আর্য্যেরা জাতীয় উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় বর্ণ বিভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উপরে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার সমর্পণ করেন। এই বর্ণবিভাগে প্রাচীন আর্য্যগণের যে কি অনির্ব্বচনীয় বুদ্ধিকৌশল ও স্বজাতি প্রেমের পরিচয় হই-তেছে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। এক এক বর্ণের উপরে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ভার সমর্পিত হওয়াতে সকলেই সবিশেষ যত্ন সহকারে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তাহাতেই অদ্ভুতরূপ জাতীয় উন্নতি লাভ হয়। ব্রাহ্মণের উপরে প্রধানতঃ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ভার অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহারাও যতদূর সাধ্য ঐ বিষয়ের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, কৃতকার্য্যও হইয়াছি-লেন। তাঁহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে যে অত্যুদার মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আরও কোন সভ্য জাতি তাহা অতিক্রম করিতে পারিলেন না। সভ্য জাতীয় পণ্ডিতগণ আনন্দসহকারে তাহার নিকটে মস্তক নত করিয়া থাকেন। কেবল ঈশ্বর বিষয়ক মত নয়, এতম্মূলক বেদ বেদাঙ্গাদির যে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও ঐ বর্ণ বিভাগের অত্যুৎকৃষ্ট উপাদেয় ফল।

ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ক্ষত্রিয়েরাও বিলক্ষণ জাতীয় উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। অস্ত্রশস্ত্র প্রবীণ ধনুর্ব্বিদ্যাপারদর্শী এমন অনেক ক্ষত্রিয় ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া অতিরথ মহারথ প্রভৃতি পূজনীয় উপাধি দ্বারা বিভূষিত হন। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণ এমনি সংগ্রাম বিদ্যা পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে তাঁহারা দেবাংশ সম্ভূত ও দেবানুগৃহীত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা ধনুর্ব্বিদ্যায় এমনি পরম প্রবীণ হইয়াছিলেন যে তাঁহাদিগের রচিত অগ্নি বরুণ পবনাদি বাণের বিষয়ে এখন বিশ্বাস হয় না। এগুলি এখন অত্যুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, পরস্পর শরাঘাতে অগ্নির উৎপত্তি, শরজাল বেষ্টনে পবনের বেগ ভঙ্গ, শরের গতিভেদে বাষ্প সঞ্চয় হইয়া বারি পতন অসম্ভাবিত বোধ হয় না।

বৈশ্যেরাও কৃষি বাণিজ্যাদির বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করেন। পুরাণ ইতিহাস কাব্য নাটকাদি পাঠে স্পষ্ট জানিতে পারা যায় পূর্ব্বে নদ নদী সমুদ্রাদি পথে গমনাগমন করিয়া বাণিজ্য করা হইত। মনু বৈশ্যের যে কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা এই:—

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিকপথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥

পশুরক্ষা দান যজ্ঞ অধ্যয়ন বাণিজ্য সুদগ্রহণ ও কৃষিকার্য্য। কুল্লুকভট্ট বণিকপথ শব্দের স্থল জলে বাণিজ্য এই অর্থ করিয়াছেন।

রত্নাবলী নাটিকায় লিখিত হইয়াছে, সিংহলেশ্বরদুহিতা রত্নাবলী যান ভঙ্গ হওয়াতে সমুদ্রে নিমগ্ন হন। এই নিমিত্ত তাঁহার নাম সাগরিকা হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, সমুদ্রে সচরাচর গতিবিধি ছিল। অধিক কথা কি, শাস্ত্রকারেরা কলির প্রারম্ভে সমুদ্র যাত্রা স্বীকার নিষেধ করিয়াছেন। সমুদ্রে গমনাগমন বিধি না থাকিলে তাহার প্রতিষেধ প্রসক্তি কি? অন্য কার্য্যার্থ সাগরে গতিবিধি ছিল, বাণিজ্যার্থ ছিল না, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রাচীনকালে অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য চর্চ্চার যে প্রাচুর্য্য ছিল, সময়ান্তরে প্রস্তাবান্তরে তাহা সপ্রমাণ করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা রহিল।

যে সময়ে অনুলোম ও বিলোমক্রমে সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয়, সেই অবধি আর্য্য জাতির উদার জাতীয় ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে

কেবল এক মাত্র ক্ষত্রিয় জাতির উপরে রাজ্য রক্ষা ও নূতন রাজ্য বিজয়ের ভার অর্পিত ছিল, তাহার পর যখন ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে মূর্দ্ধাবসিক্ত বলিয়া একটী স্বতন্ত্র জাতি হইল এবং সেই নূতন জাতিকে ক্ষত্রিয়কর্ত্তব্য কার্য্যের অংশগ্রাহী করা হইল, তখন ক্ষত্রিয়ের স্বকর্ত্তব্যসাধনে যে দৃঢ়তর আস্থা ছিল, তাহা শিথিল হইয়া গেল। বৈশ্য জাতি সম্বন্ধেও ঐরূপ ঘটনা ঘটিল, সুতরাং ক্রমে জাতীয় ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। ক্রমে উদার জাতীয় ভাবের অন্তর্দ্ধান হইয়া অতি নিকৃষ্ট আত্মম্ভরি ভাবেরই আবির্ভাব হইতে আরম্ভ হইল। মধ্যে এই আত্মম্ভরি ভাবের এমনি বৃদ্ধি হইয়াছিল যে আর্য্য জাতির কখন জাতীয় ভাব ছিল, এরূপ বোধ হইত না। ইংরাজদিগের গৌরবের ও শ্লাঘার বিষয় এই, তাহাদিগের কল্যাণে ইংরাজীতে শিক্ষিত যুবকদিগের হৃদয়ে সেই জাতীয় ভাব পুনরুজ্জীবিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এই আশীর্ব্বাদ করি, উত্তরোত্তর তাঁহাদিগের এই সুমতি বৃদ্ধি হইয়া তাঁহারা যে সেই প্রাচীন আর্য্যগণের সন্তান, গুণ ও কার্য্য দ্বারা তাহার পরিচয় দিতে আরম্ভ করুন। তাঁহারা কিছু নন বলিয়া সভ্য জাতীয়দিগের যে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহা শীঘ্র দূরগত হউক।

আর্য্যেরা যে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে, আর্য্যদিগের অত্যুদার বিশুদ্ধ জাতীয় ভাব ছিল। কোন একটী উৎসব উপস্থিত হইলে আর্য্যেরা সমাজের যাবতীয় লোককে নিমন্ত্রণ ও ভোজন করাইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। সমাজের কাহাকেই ভিন্ন ভাবিতেন না। অতি বিশুদ্ধ জাতীয় ভাব না থাকিলে কখন এরূপ হয় না। এই সামাজিক প্রীতি ভোজন প্রথায় আর্য্য দিগের ধর্ম্মনীতি বন্ধনে দৃঢ়তর আস্থার একটী প্রমাণ পাওয়া যায়। কেহ দোষী হইলে আর্য্যেরা তাহাকে অশ্রদ্ধেয় অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া সমাজবর্জ্জিত করিয়া রাখিতেন। দোষীর সামাজিক দণ্ডবিধান করিয়া সমাজকে বিশুদ্ধ ভাবে রাখিবার চেষ্টা উদার জাতীয় ভাবের পরিচয় সন্দেহ নাই। যত দিন আর্য্যদিগের ধর্ম্মনীতি বন্ধনে দৃঢ়তর আস্থা ছিল, তত দিন এই রীতি অবিকৃত ভাবে চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর যে সময়ে ঐ ধর্ম্মনীতি বন্ধন শ্লথ হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময়ে সমাজ মধ্যে দোষ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। ঐ সময়েই দলাদলির সৃষ্টি হয়। দলাদলি ধর্ম্মনীতিবন্ধনের প্রবল

শক্র। দলাদলি দোষীর দণ্ডের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। কতকগুলি লোক যদি দোষীর সপক্ষ হইল, দোষীর দণ্ড হইবার সম্ভাবনা কি? আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অনেকে দলাদলির উপরে চটা। দলপতিরা লোককে পীড়ন করেন বলিয়া তাঁহারা দলাদলিকে সামাজিক উপদ্রব মনে করিয়া বিরক্ত হন। তাঁহারা যে ভাবে বিরক্ত হউন, দলাদলি যে সমাজের অনিষ্টকারক, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা উপরেই বলিয়াছি দলাদলির সৃষ্টি হওয়াতেই দোষীর সামাজিক দণ্ডের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। দলাদলি হইতে আবার যে কিছু ইষ্ট লাভ ছিল, তাহাও ক্রমে অন্তর্হিত হয়। সুতরাং ধর্ম্মনীতির বলও ক্রমে হ্রাস হইয়া যায়। এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষার গুণে প্রকারান্তরে সেই ধর্ম্মনীতির পুনর্জ্জীবন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। যদি ক্রমে ইহা বদ্ধমূল হয়, তবেই মঙ্গলের আশা।

যোগিনী।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

Man is but dust :— etherial hopes are his,
Which, when they should sustain themselves aloft,
Want due consistence; like a pillar of smoke,
That with majestice energy from earth
Rises, but having reached, the thinner air
Melts, and dissolves. and is no longer seen.

Wordsworth.

সুরেন্দ্র সুবর্ণপুরে গমন করিলে প্রিয়কুমারের চিত্তাকাশ ক্রমে ক্রমে তিমিরাছন্ন হইয়া উঠিল। তিনি সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া আপনার অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেন। বিপ্রদাস মধ্যে মধ্যে হাস্যরসোদ্দীপক উপদেশপূর্ণ উপাখ্যান শুনাইয়া তাঁহার মনোবেদনার অনেক লাঘব করিত। বিপ্রদাস সামান্য কিঙ্করের ন্যায় বাটীতে থাকিত বটে; কিন্তু সে বেতন গ্রহণ করিত না। রঘুনাথের বাটীতে যখন ছিল, তখনও তাহাকে বেতন গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই। সে নিয়তকাল স্থির হইয়া কোথায়ও থাকিত না। মাসের মধ্যে দশ বার দিবস সে কোথায় থাকিত, তাহা কেহ জানিত না। সে

এক প্রকার প্রিয়কুমারের শিক্ষাগুরু। কাল্পনিক ব্যূহ সংস্থাপন করিয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সাজাইয়া সমরশাস্ত্রে সে প্রিয়কুমারকে সর্ব্বদাই শিক্ষা দিত। সেই শিক্ষাবলে অসামান্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রিয়কুমারও কালক্রমে একজন বিখ্যাত বীরপুরুষ ও যোদ্ধা হইয়া উঠিলেন। শৈশব হইতেই প্রিয়কুমার উন্নতকায়, দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার বক্ষস্থল বিস্তৃত, ললাট উন্নত, নাসিকা সুদীর্ঘ, বাহুদ্বয় বর্ত্তুল ও বিপুল, চক্ষু কর্ণান্ত বিশ্রান্ত ও উজ্জ্বল এবং মুখমণ্ডলের ভাব প্রসন্ন অথচ গম্ভীর। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার শরীরের কান্তি ও মুখশ্রী অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল।

এক দিবস প্রিয়কুমার স্বীয় কক্ষে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে রঘুবংশ পাঠ করিতেছেন।

'পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।'

এই চরণটী পাঠ করিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভারতবর্ষই যে আর্য্যদিগের সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী ছিল না, ইহার দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি আনন্দিত মনে পুনর্ব্বার পড়িতে লাগিলেন। সহসা বিপ্রদাস সেই গৃহে প্রবেশ করিল। প্রিয়কুমার এত নিমগ্নভাবে সেই কাব্য পাঠ করিতেছিলেন—রঘুর সঙ্গে সঙ্গে সেই তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ রথী পদাতি প্রভৃতি অসংখ্য সৈন্য সামন্ত পরিপূর্ণ ভীষণ রণক্ষেত্রের এত নিকটে নিকটে ভ্রমণ করিতেছিলেন যে, বিপ্রদাসকে দেখিতে পাইলেন না। বিপ্রদাস ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—বৎস! কি পুস্তক পাঠ করিতেছ? তখন প্রিয়কুমারের চৈতন্য হইল। তিনি মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং বিপ্রদাসকে দেখিয়া বসিতে বলিলেন। বিপ্রদাস বসিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল—

'ওখানি কি পুস্তক?'

'রঘুবংশ।'

'কোন সর্গ পাঠ করিতেছ?'

'রঘুর দিগ্বিজয়। তুমি রঘুবংশ পড়িয়াছ?'

'একসময়ে পড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন সব স্মরণ নাই।'

প্রিয়কুমার আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন "বিপ্রদাস! কালিদাস এই কাব্যে অলৌকিক কবিত্বশক্তি ও সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার

কল্পনা চাতুর্য্য, বর্ণনা মাধুর্য্য, শব্দবিন্যাস সকলি উৎকৃষ্ট। বিপ্রদাস! তুমি সকুন্তলাও পাঠ করিয়া থাকিবে। মনুষ্য হইতে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্যের প্রত্যাশা করা যায় না। কালিদাস বাগ্‌দেবীর বরপুত্র বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে সেই প্রবাদ অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

বিপ্রদাস উত্তর করিলেন—"বস্তুতঃ কালিদাসের ন্যায় সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যবান্ কবি বোধ হয় ভূমণ্ডলের কোন দেশেই জন্মগ্রহণ করেন নাই। আমি যৌবনে সংসারসুখে বিসর্জ্জন দিয়া ব্রহ্মচারী বেশ ধারণ করিয়া মিসর, পারস্য, গ্রীস, আরব, রোম, চীন প্রভৃতি অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়াছি। এই সকল দেশের ভাষা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, যুদ্ধ, বিগ্রহ, সন্ধি প্রভৃতি নানা বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছি। কিন্তু ভারতবর্ষের তুল্য সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যবান দেশ আমি কোথায়ও দেখি নাই। ভারতের বেদ, ভারতের বিজ্ঞান, ভারতের দর্শন—সকল বিষয়েই ভারত সর্ব্বাগ্রগণ্য। ভাল, তুমি রঘুর দিগ্বিজয় পাঠ করিতেছ, এ স্থানটী কেমন?

প্রিয়কুমার কহিলেন "আমার এই স্থানটী অতি মনোহর বোধ হইয়াছে। বোধ হয় রঘুর ন্যায় সর্ব্ব গুণসম্পন্ন নরপতি ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই বা করিবেন না। তাঁহার চরিত্রে কোন দোষ লক্ষিত হয় না। বিপ্রদাস!

'স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।'

এই চরণটী পাঠ করিলে হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে কি ভক্তিরস উচ্ছলিত হয় না? রঘু এইরূপ দেবোপম পিতার পুত্র, কেনই বা না সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইবেন? অতঃপর রঘুর চরিত্র কিরূপ পবিত্র কিরূপ নির্ম্মল, পরাজিত নরপতিগণের প্রতি তাঁহার সৌজন্য সাধু ও উদার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করিলেন।

এই বাক্য শুনিয়া বৃদ্ধ বিপ্রদাস হাস্য করিয়া কহিলেন "বৎস প্রিয়কুমার! তুমিও কেন রঘুর ন্যায় হইতে চেষ্টা কর না? তোমারও কি ঐরূপ দিগ্বিজয়ী হইতে ইচ্ছা হয় না?

প্রিয়কুমার গম্ভীরভাবে কহিলেন "বিপ্রদাস! আমি পরিহাস করিতেছি না।"

বিপ্রদাস উত্তর করিলেন " আমিও পরিহাস করিতেছি না। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তীকে ভিখারী ও ভিখারিকে রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। জগতের এইরূপ নিয়ম। তুমি আজ পরপ্রত্যাশী হইয়া জীবনাতিপাত করিতেছ,—অসম্ভব নয়, যে কাল তুমি রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হইবে। অতএব রঘুর মত রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতে তোমার কি ইচ্ছা হয় না ? তখন কি তুমি আমাকে স্মরণ করিবে ?

" বিপ্রদাস ! তুমি পরিহাসচ্ছলে যাহা বলিতেছ, তাহা যে সত্য হইতে পরে সে বিষয়ে সন্দেহ কি ? তবে আমি যে কাল রাজা হইব, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। রাজ্য পদ পাইয়া রঘুর ন্যায়-রাজ্য শাসন করিতে কাহার না ইচ্ছা হয় ? "

" এটি তোমার ভ্রম। সকলে গোলাপের গুণ জানে না। দেবগণ যে পদ্ম পুষ্পকে সাদরে মস্তকে ধারণ করেন, প্রমত্ত মাতঙ্গযূথ সেই নয়নসুখকর মনো-মোহ-করপ্রফুল্ল পঙ্কজকে চরণে বিদলিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বিদ্বান ও জ্ঞানী হইয়াও অনেকে জ্ঞানের ও বিদ্যার মহিমা জানে না।

এ কথা সত্য। কিন্তু বিপ্রদাস ! তোমাকে আমি পিতার ন্যায় পূজ্য-জ্ঞান করি, বন্ধুর ন্যায় ভালবাসি ; তোমাকে দেখিলে আমি সুখী হই। খুলিব না মনে করিলেও তোমার কাছে হৃদয়ের দ্বার আপনি খুলিয়া যায়। বাস্তবিক বিপ্রদাস ! আমার আশাপ্রবাহিণী অতি উর্দ্ধগামিনী। যদি আমি রাজা হইতাম, এইরূপে প্রজাপালন করিতাম। কিরূপে প্রজাদিগকে সুখী করিতে হয়, সকলকে দেখাইতাম—এইরূপ চিন্তা সর্ব্বদা আমার হৃদয় আকুল করে। এইরূপ অসম্ভব উচ্চ অভিলাষ যে ঘোর অনিষ্টের মূল, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। ঐ সকল চিন্তা হৃদয় হইতে দূরীভূত করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টাও করিয়া থাকি ; তথাপি ঐরূপ চিন্তাতরঙ্গে আমার হৃদয় উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে। "

এই বাক্যে বিপ্রদাসের মন আহ্লাদে পরিপূরিত হইয়া উঠিল। মুখ মণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতি বিভাসিত হইল। তিনি ভাবিলেন সিংহশাবক শৃগালপালিত হইলেও বয়ো বৃদ্ধি হইলে আপনিই বুঝিতে পারে সে পশুরাজ। মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন " তোমার মন

যে এরূপ উন্নত, ইহাতে বড় সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু বৎস! তোমাকে সত্বর এইস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। এখানে থাকিয়া ভাবিষ্যতে তোমার কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করিতে না পারিলে মনুষ্য জন্মই বৃথা। দ্বিপদ মাত্রেই মনুষ্য নহে।"

বিপ্রদাস সুরেন্দ্রের চরিত্র উত্তমরূপ বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন সুরেন্দ্র যেরূপ অসচ্চরিত্র যুবা তাহার সংসর্গে থাকিলে প্রিয়কুমারের পবিত্র চিত্ত কালে কলুষিত হইতে পারে। কিন্তু প্রিয়কুমার সুরেনকে অতি সচ্চরিত্র যুবা এবং তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া জানেন; হঠাৎ আজ তাহার হৃদয় নরকময় বলিয়া বর্ণন করিলে তিনি বিশ্বাস করিবেন না। এই জন্য বিপ্রদাস সুরেন্দ্রের চরিত্র বিষয়ে কোন কথা বলিলেন না। কৌশলে প্রিয়কুমারকে স্থানান্তর করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন।

প্রিয়কুমার তাঁহার কথা শুনিয়া কহিলেন "এ কথা সত্য। এখানে থাকিলে আমার উন্নতির আশা নাই। আমি বহুপূর্ব্বেই এস্থান পরিত্যাগ করিতাম, কেবল সুরেন্দ্রের জন্য পারি নাই। বিপ্রদাস! আমি সুরেন্দ্রের ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমার নিকট আমি জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছি, তুমি আমার পরম মাননীয় গুরু, রঘুনাথের অন্নে আমি প্রতিপালিত হইয়াছি, রঘুনাথ আমার পিতার ন্যায় পূজনীয়, এবং সুরেন্দ্র আমার পরম হিতৈষী বন্ধু, আর প্রিয়—প্রিয়কুমার আর বলিলেন না। বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিলেন "চুপ করিলে যে?" প্রিয়কুমার নীরব রহিলেন, একটী দীর্ঘনিশ্বাস হৃদয় ভেদ করিয়া বহির্গত হইল। বিপ্রদাস আর জিজ্ঞাসা করিলেন না—বুঝিলেন। "সে যাহাহউক প্রিয়কুমার!" তিনি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন; "তোমার এখন ওসকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া মানুষের মত হইবার চেষ্টা করা উচিত হইয়াছে। তুমি প্রস্তুত হইয়া থাক, আমি যে মুহূর্ত্তে বলিব সেই মুহূর্ত্তে তোমাকে আমার অনুগমন করিতে হইবে। কেমন সম্মত আছ ত?"

"তুমি এই মুহূর্ত্তে বলনা, আমি তোমার সঙ্গে গমন করিতে প্রস্তুত আছি।" প্রিয়কুমার উত্তর করিলেন।

"আর একটী কথা আছে" বৃদ্ধ বলিলেন; যে কয় দিবস আমরা এখানে আছি তুমি আমার অনুমতি না লইয়া কোন কার্য্য করিবে না।

তুমি পৃথিবীর বিষয়ে আজও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; কে কি অভিপ্রায়ে ফিরিতেছে, তাহা তুমি জান না। অতএব আমার এই উপদেশ বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে; নতুবা পরিশেষে পরিতাপ করিতে হইবে।"

এই কথা বলিয়া বিপ্রদাস চলিয়া গেলেন।

যোগিনী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

Heaven's gates are not so highly arched
As prince's palaces; they that enter there
Must go upon their knees.

Webster.

সুরেন্দ্র প্রিয়তমা কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া বিষণ্ণ বদনে বিজয়ের বাটীতে প্রত্যাগমন করিল। জলন্ত ক্রোধানলে তাহার মন দগ্ধ হইতে লাগিল। সে রাত্রিতে আহার করিল না। শয়ন করিল, নিদ্রা হইল না; অবগাহন করিল —শরীর শীতল হইল না। মনে মনে কতই ভাবিতে লাগিল—আপনা আপনি কতই বলিতে লাগিল; কিন্তু একবারও অনুতাপ করিল না।

যামিনী প্রভাত হইল। মধুর লাবণ্যময়ী উষাদেবী বিকসিত কুসুমদামে বিভূষিত হইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। সুস্নিগ্ধ প্রভাত সমীরণ ধীরে ধীরে সঞ্চরিত হইতে লাগিল। বিহঙ্গমগণ মধুর কোলাহলে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত করিয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে দিবাকর রক্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উদয়াচলে দেখা দিলেন। বেলা এক প্রহর হইল। সুরেন্দ্র গাত্রোত্থান করিতেছে না। সে কিরূপে লোক সমাজে মুখ দেখাইবে; বিজয় জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিবে? কেন তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল না? এইরূপ চিন্তা তাহাকে কাতর করিতেছে।

বেলা অধিক হইল; কিন্তু সুরেন্দ্র উঠিল না। বিজয় আর নিশ্চিন্ত থকিতে না পারিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। বিজয়কে দেখিয়া সুরেন্দ্র বিষণ্ণভাবে কহিল "ভাই বিজয়! কাল আমি যেরূপ অপমানিত হইয়াছি, সে অপমান মরিলেও যাইবে না।

বিজয় সে কথায় দুঃখ প্রকাশ না করিয়া হাসিয়া বলিল, তোমাকে আমি বুদ্ধিমান বলিয়া জানিতাম, আজ দেখিতেছি তুমি ভারি নির্বোধ। আমি বুঝিয়াছি প্রিয়তমা তোমাকে অপমানিত করিয়াছে; ভাল, তাহাতে দুঃখ কি? অপমানই বা কিসের? এ কার্য্যের নিয়মই এই। দুঃখ না করিলে সুখলাভ হয় না, তা কি তুমি অবগত নও? এখন উঠ।"

"ভাই! আমার মন প্রবোধ মানিতেছে না! কাল ভুজঙ্গ যেন আমার অন্তরাত্মাকে দংশন করিতেছে। আমার কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু আমার ন্যায় অসুখী জগতে আর কেহ আছে কি না সন্দেহ। এই বলিয়া সুরেন্দ্র একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

মনে মনে বিজয়ের ভারি আনন্দ। সে ভাবিল এখনি তোমার হয়েছে কি? তোমাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে, একমুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে হইবে; তুমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেও কেহ তোমার পানে ফিরিয়া চাহিবে না। তুমি যদি অসুখী হইবে না তবে অসুখী কে হইবে? আমি তোমার মঙ্গলের চেষ্টা পাইয়াছিলাম, আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া বিজয় বলিল "এখন ও সকল চিন্তা পরিত্যাগ কর।" এই বলিয়া সুরেনের হস্তে এক গেলাস "শান্তিরস" অর্পণ করিল।

"মাতঃ সুরেশ্বরি! দুর্গতি নাশিনি! অধমতারিণি! ললিততরঙ্গরঙ্গিণি! বোতলবাসিনি! দেবি! মৃতসঞ্জীবনি! অধমকে নিস্তার কর মা।" বলিয়া সুরেন্দ্র সমস্ত উদরস্থ করিল। "দেখ বিজয়!" ভগবতী সুরাদেবীর প্রসাদে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া সুরেন্দ্র কহিল "আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সেই যৌবনমদাভিমানিনী দাম্ভিকা প্রিয়তমাকে যেরূপে পারি" বিজয়! আমি আবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যেরূপে পারি ইহার সমুচিত প্রতিফল দিব। আমি তাহার এরূপ দুর্গতি করিব যে শৃগাল কুক্কুরকেও তজ্জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইবে। আমি আর তাহাকে চাই না; কিন্তু নীচবংশোদ্ভব পাষণ্ডদিগের দ্বারা তাহার অপমান করিব। উদ্ধত স্বভাবা রমণীগণকে কিরূপ ফলভোগ করিতে হয়, তাহাকে তাহার উদাহরণ স্থল করিব।"

বিজয় উত্তর করিল "এ কথা তুমি পাঁচশত বার বলিতে পার। এরূপ

প্রতিজ্ঞা পুরুষের যোগ্য বটে; নতুবা অপমানিত হইয়াছি কল্পনা করিয়া আহার নিদ্রাদি ত্যাগ করা, মনকে কষ্ট দেওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য। উঠ, হস্ত মুখ প্রক্ষালন কর। আমি যাহাই বলি, তুমি কি মনে করিয়াছ পাপীয়সীর এই অবিমৃষ্যকারিতার সমুচিত দণ্ড বিধান না করিয়া আমি ক্ষান্ত থাকিব?"

সুরেন্দ্র একটু সাহস পাইয়া উঠিয়া বসিল; বলিল—"কি উপায় করি বল দেখি? আমি ত স্থির করিয়াছি কৌশলে উহাকে আজ রাত্রিতেই স্থানান্তরিত করিব।"

"না, আজ এ কাজ হইতে পারে না।" বিজয় গম্ভীরভাবে উত্তর করিল। তাহাকে এই ঘটনা বিস্মৃত হইতে দাও।"

"এ উত্তম পরামর্শ বটে। আর একটী কথা আছে। প্রিয়কুমারকে হস্তগত করিয়া রাখিতে হইবে; পাপীয়সী সাবধান হইয়াছে, প্রিয়কুমারের দ্বারা এই কাজ করিতে হইবে।"

"দেখ, টাকার কাছে কিছুই কঠিন নয়। আমার উপর তুমি এই ভার দাও, আমি এমন কৌশলে প্রিয়তমাকে তোমার কাছে আনিয়া দিব, প্রিয়কুমার দূরে থাকুক, দেবতারাও সে ফন্দি বুঝিতে পারিবেন না, বরং প্রিয়কুমার তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হইবে। তবে তোমাকে কিছু টাকা ব্যয় করিতে হইবে।"

আমি টাকার জন্য চিন্তিত নই।"

"তবে এক পরামর্শ শুন। কিছু দিন বিলম্ব কর, এবং প্রিয়কুমারকে সত্বর এখানে আসিতে একখানি পত্র লেখ। আর যাহা কিছু করিতে হইবে, সে আমার ভার।"

"প্রিয়কুমার এখানে আসিয়া কি করিবে?"

"তাহারে কিছু করিতে হইবে না, কেবল আমাদের সঙ্গে থাকিবে"

"যদি সে বুঝিতে পারে?"

"উঃ! বুঝিতে পারিবে! সে ভাবনায় তোমার কাজ নাই। সেই অঙ্গুরীয়টী তোমার কাছে আছে ত?"

সুরেন্দ্র অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া কহিল—"এই আছে।

"ভাল, এখন একখানি পত্র লেখ, আমি বলিতেছি।"

সুরেন্দ্র লিখিতে আরম্ভ করিলঃ—

"শৈশবসহচরি!—অথবা তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব আমি জানি না। প্রিয়তমে 'শৈশবসহচরি' ভিন্ন আমার কি আর কিছু বলিবার অধিকার আছে? প্রাণাধিকে! আমি কি লিখিব জানি না,—লিখিবার অনেক কথা আছে; কিন্তু মন খুলিয়া লিখিতে সাহস হইতেছে না। তুমি কি মনে করিবে;—আমার এই ভয় হইতেছে। কিন্তু আজ আর লজ্জা করিব না, ভয় করিব না—ভয় করিয়া লজ্জা করিয়া আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে; আজ হৃদয় খুলিয়া তোমাকে দেখাইব। প্রিয়তমে! রাগ করিও না।

"আমি না বলিয়া পলায়ন করিয়া আসিয়াছি,—তুমি আমার আচরণ দেখিয়া কি মনে করিতেছ?—হায়! আজ একে একে শৈশবের সকল কথা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে! প্রিয়তমে! কি সুখেই আমাদের সেই পবিত্র শৈশবাবস্থা অতিবাহিত হইয়াছে! কখন ভাবি নাই পরিণামে এই মর্ম্মান্তিক পরিতাপ উপস্থিত হইবে। আমি যদিও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি,—কিন্তু তোমাকে ভুলি নাই, কখন ভুলিব না।

"আমি কার্য্যান্তরে দূরদেশে গমন করিতেছি; আর যে তোমার সঙ্গে কখন দেখা হইবে. সে সম্ভাবনা নাই। কিন্তু একবার তোমাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে, তুমি কি আমার এই প্রার্থনাটী পূর্ণ করিবে? প্রাণাধিকে! আমরা কেহই কখন মনের কথা খুলি নাই—প্রকাশ করিয়া বলি নাই; কিন্তু বলিবার আবশ্যকতা কি ছিল? আজ বলিলাম প্রিয়তমে! আমি তোমাকে ভাল বাসি।"

"আমার এই দেখা করিবার একটী গভীর উদ্দেশ্য আছে, তোমার মঙ্গলকামনা আমার জীবনের প্রধান ব্রত। কুলদেবতা যেমন অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া অনিষ্ট বিনাশ করেন, আমিও অদৃশ্য থাকিয়া তোমার শত্রুগণের কৌশল বিফল করিতেছি। তোমার চতুর্দ্দিকেই বিপদ। তুমি অবলা—সরলা—বালিকা; তোমাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া আমার উচিত। তুমি পিতার জেদে কেবল দেবেন্দ্রকে বিবাহ করিতেছ, তাহা আমি জানি। তোমার অপরাধ কি? সকলি আমার অদৃষ্টের দোষ। এখন তুমি সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে; সাক্ষাৎ হইলে সকল কথা খুলিয়া বলিব।

"তোমাকে একবার দেখিবার আমার বড় ইচ্ছা। প্রিয়তমে! এ সাধ কি পূর্ণ হইবে? রবিবার রাত্রি এগারটার সময় আমি সেই বকুলতলায়—

আহা! এই বকুলতলায় আমরা কতই আনন্দ কতই সুখ উপভোগ করিয়াছি!—তোমার জন্য অপেক্ষা করিব,—সেইখানে তোমার নিকট জন্ম-শোধ বিদায় লইব।

"তুমি যে অঙ্গুরীয়টী আমায় দিয়াছিলে, সেই তোমার সেই প্রিয়নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টী এই পত্র মধ্যে প্রত্যর্পণ করিলাম। অঙ্গুরীয় সহ পত্র পাইলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিবে নতুবা আসিবে না। সাবধান।

তোমারই প্রিয়কুমার।"

পত্র লেখা শেষ হইলে সুরেন্দ্র আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া বলিল "বিজয়! তোমাকে ধন্য! আজ জানিলাম আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। তুমি আমাকে যে কি ঋণজালে বদ্ধ করিলে তাহা বলিতে পারি না। তোমার পেটে এত বুদ্ধি তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।"

বিজয় একটু হাস্য করিল; মনে মনে ভাবিল, আর কিছু দিন থাক তোমায় পথের কাঙ্গাল করিয়া ছাড়িব। এই পাপের ফল তোমাকে যে এক-দিন ভোগ করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যলক্ষ্মী আজ কাল আমার প্রতি যেরূপ প্রসন্ন, তাহাতে আমি যে অল্পকাল মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ধনী ও সম্ভ্রান্ত এবং সকলের মাননীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিব, এ আশা আছে। আমি কি ছিলাম আর কি হইয়াছি! ভাবিলে সকলি স্বপ্ন বোধ হয়। আমার পিতা মাতা দুই বেলা উদর পূরিয়া অন্ন পান নাই; আমিও বাল্যকালে যার পর নাই কষ্ট পাইয়াছি,—কিন্তু শুভক্ষণে আমি সুরেনের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। এই ঐশ্বর্য্য এই ইমারত বালাখানা—এ সকলই এই নির্ব্বোধের অর্থে! এই গাড়ি, ঘোড়া, দাস দাসী এ সব কার প্রসাদে? বাবাজি! এখনো হয়েছে কি? বিজয়কে এইরূপ চিন্তাকুল দেখিয়া সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসিল "প্রিয়কুমারকে কিরূপ পত্র লিখিব?

"তাহাকে এখানে আসিতে লিখিয়া দাও। আরও লিখিয়া দাও, না আসিলে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইবে।"

সুরেন্দ্র পত্র লিখিয়া সেই দিবসেই একজন লোক দ্বারা ইন্দ্রপুরে পাঠাইয়া দিল। "প্রিয়তমার পত্র কে লইয়া যাইবে?" প্রিয়কুমারের পত্র লইয়া ভৃত্য চলিয়া গেলে সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল। "আচ্ছা এই লেখাটী কি ঠিক প্রিয়কুমারের হাতের লেখার মত হয় নাই?"

বিজয় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল "লেখাটী ঠিক হইয়াছে কিন্তু পত্র খানি কে লইয়া যাইবে, আমিও তাই ভাবিতেছি। একজন বিশ্বাসী লোক চাই—সেই লোক আবার প্রিয়তমারও বিশ্বাসী হইবে। কিন্তু এই পত্রখানি আজ পাঠান হইবে না; কাল এই ঘটনা হইয়াছে, দুই দিন চুপ করিয়া থাকা কর্ত্তব্য।"

"আচ্ছা বিন্দুর হস্তে এই পত্র দিলে হয় না? সে ত এখন আমাদেরই?"

"বেশ বলেছ! সেই এ পত্র লইয়া যাইবে।"

এইরূপ স্থির করিয়া আনন্দিতচিত্তে উভয়ে সুরাপান করিতে বসিল।

যোগিনী।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

Had we never loved so kindly,
Had we never loved so blindly,
Never met or never parted,
We had never been broken-hearted Burns.

একদা প্রিয়তমা আপনার কক্ষে বসিয়া একখানি পত্র পাঠ করিতেছেন; সুমতি সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রিয়তমা পত্রখানি লুকাইয়া ফেলিলেন। সুমতি তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহার শিরশ্চুম্বন করিয়া কহিলেন "বাছা! আমি তোমার জন্য যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত আছি, বলিতে পারি না। তুমি নিতান্ত অবোধ বালিকা, সংসারের বিষয় কিছুই অবগত নও। তোমার কি এখন চিন্তা করিবার বয়স? এরূপে আপনার শরীরকে নষ্ট করা উচিত নহে। তুমি একেবারে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছ, কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কও না, কেবল সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা কর। তোমার শরীরে কি আছে! তেমন যে সোণার রূপ কালী হইয়া গিয়াছে? দেখ মা বাপ কখন সন্তানের শত্রু হয় না; তাঁহারা যাহা করেন সে কেবল সন্তানের মঙ্গলের জন্য। বাছা! তোরে দশ মাস দশ দিন এত ক্লেশে উদরে ধারণ করিয়া, এতদিন এত ক্লেশে এত যত্নে লালনপালন করিয়া, আজ আমি তোর শত্রু হইব? বৎসে! এ কথা মনেও ভাবিও না। অবাধ্য হইও না, যাহা বলিতেছি, শোন। ভাল! নার

মনে ব্যথা দিতে তোর কি একটুও দুঃখ হয় না? মার কি দুঃখ, বৎসে! মা ভিন্ন তাহা কেহই জানিতে পারে না, কেহই তাহা অনুভব করিতে পারে না। সেই মার প্রাণে তুই দিবানিশি এত আঘাত করিতেছিস! বাছা! তোর বিবাহ হইবে শুনিয়া সকলেই সুখী—কিন্তু তুই যে সর্ব্বদা এরূপ দুঃখিত থাকিস্ ইহাতে কি মার প্রাণ সুখী হইতে পারে? আয় বাছা, একটু স'রে আয়; তোর মুখ মলিন দেখ্‌লে আমি জগৎসংসার মলিন দেখি। একবার হাসিমুখে কথা কও। প্রিয়তমে! তুমি যে কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে না, হাসিবে না, এবং নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিবে, তাহা আমি দেখিতে পারিব না। দেখ দেবেন্দ্র একজন সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র। পরমেশ্বর তোমার উপর সন্তুষ্ট; তুমি অতি সৌভাগ্যবতী, তাই এরূপ পতি পাইতেছ। আমরা তোমাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিতে পাইয়া যার পর নাই সুখী হইতেছি।"

প্রিয়তমা এতক্ষণ একটীও কথা কহেন নাই। সুমতি নীরব হইলে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "মা আমি তোমাকে আর কতবার বলিব যে এখন আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই। তুমি যাহা বলিতেছ আমি সব জানি, কিন্তু না জানিয়া কার্য্য করিবার আমার ক্ষমতা নাই। তুমি আমার কাছে আর বিবাহের কথা কহিও না। আমি তোমার চরণে ধরিয়া বিনয় করিয়া বলিতেছি, আমাকে ক্ষমা কর। কখন তোমাদের অবাধ্য হই নাই, কেন আমাকে সেই পাপে পাতিত কর। আমি তোমাকে অনেকবার বলিয়াছি আমি বিবাহ করিব না; কিন্তু তুমি যখন নিতান্ত আমার কথা শুনিলে না তখন দুঃখের সহিত নির্লজ্জ হইয়া তোমাকে আজ মনের কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি,—অপরাধ ক্ষমা করিও। দেবেন্দ্র সুশিক্ষিত সদ্বংশজাত, এ কথা সত্য, কিন্তু মা! পরের চোখে কি ভাল মন্দ বিচার সম্ভব হয়? আমি মা দেবেন্দ্রকে ভাল দেখি না। মা! তুমি ত সকল জান, তবে কেন আর আমাকে কষ্ট দেও। আর আমাকে বিবাহের কথা বলিও না, আমি তোমাদের এ কথাটী রাখিতে পারিব না।"

সুমতি দুঃখিত হইয়া কহিলেন "বাছা! আর তোর মাকে মারিস্ না। বাছা কি ছিলাম—কি হয়েছি—এই ভাবিয়াই মরিয়া আছি; এই দগ্ধ দেহ আর তুইও দগ্ধ করিস্ না। তোর মুখ চেয়েই আমরা আজও গৃহবাসী হইয়া আছি।" বলিতে বলিতে সুমতির নয়নযুগলে ঝর ঝর করিয়া জলধারা

বিগলিত হইতে লাগিল। কতক্ষণে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া আবার কহিলেন "বাছা জেদ পরিত্যাগ কর। তুমি জান, তোমার বাপ কাহারও কথা শুনেন না।"

তবে তোমরা আমাকে নিতান্তই চিরদুঃখিনী চিরকলঙ্কিনী করিবে? প্রিয়তমা ঈষদ্ সরোষভাবে উত্তর করিলেন। তা কখনই হইবে না। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কখনই হইবে না—বরং এ ছার প্রাণ পরিত্যাগ করিব। ভালবাসা—প্রণয়—একটি নদী। হৃদয় যখন তাহার বেগ আর ধারণ করিতে পারে না তখন তাহা উচ্ছলিত হইয়া পড়ে। এক বিন্দু হইতে আমার ভালবাসা এক্ষণে গভীর সমুদ্রের ভাব ধারণ করিয়াছে;—এই ভাবসমুদ্র এক্ষণে উন্মত্ত—তরঙ্গিত—কে ইহাকে দমন করিতে পারে? মৃদুগামিনী—তরঙ্গিণীর ন্যায় আমার এই ভালবাসা স্রোত সেই প্রিয় শিশুর গভীর হৃদয়ে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। নদী নিম্নগামিনী, ভালবাসা ঊর্দ্ধগামিনী। আমার এই ভালবাসার গতি ফিরিবার নহে—এ কালের গতি; অতএব মা আর বৃথা চেষ্টা পাইও না। অধর্ম্মপথে লইয়া যাইতে আর আমাকে উত্তেজিত করিও না। আমি প্রিয়কুমারের, আমাতে আর কাহারও অধিকার নাই—মা এই আমার মনের কথা।"

একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়তমা নীরব হইলেন। নয়নযুগল জল ভারাক্রান্ত ইন্দীবরের ন্যায় অবনত হইল। দেখিয়া সুমতির কিছু দুঃখ হইল; তনয়াকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন "বাছা! তুমি নিতান্ত বালিকা—অবোধ, তাই বুঝিতে পারিতেছ না। আমরা কখন তোমার অমঙ্গলের চেষ্টা পাইব না। যাহাতে তুমি সুখী হও, এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা। কেন বল অবাধ্য হইয়া আপনাকে চিরজীবনের জন্য অসুখী করিবে? আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি আমাদের বাক্যে অবহেলা করিলে তোমাকে অশেষ যন্ত্রণা অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখ প্রিয়কুমারকে তুমি কিছু জান না, আমরাও কিছু জানি না; বিশেষতঃ সে আপনার উদরের জন্য কাতর, আর ইহাও বেশ বোধ হইতেছে এ জগতে তাহার কেহ আপনার নাই। এস্থলে তাহাকে বিবাহ করা কি কখন উচিত হয়? আমরা কখন তোমাকে ভাসাইয়া দিতে পারিব না। আবার দেখ, সে ত এখন এখানে নাই। বোধ হয় আর কখন আসিবেও

না; তবে তার জন্য এত কাতর হওয়া উচিত নহে। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার বিবাহ হইলে তুমি রাজরাণী হইবে। এবং চিরকাল সুখে যাইবে। অতএব প্রিয়কুমারকে বিস্মৃত হও, আমাদের কথা শুন। কেন বল, আপনি অসুখী হইয়া আমাদিগকেও অসুখী করিবে?"

"কি বলিলে মা"—প্রিয়তমা কহিলেন—"প্রিয়কুমারকে—আমার সেই প্রাণাধিক প্রিয়তম প্রাণের প্রিয়কুমারকে বিস্মৃত হইব! অসম্ভব! বজ্ররূপ লেখনী দ্বারা কঠিন প্রস্তরে নিয়তির হস্তলিখিত লেখা উঠিয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই হৃদয় হইতে তাঁহার মধুর মূর্ত্তি কখনই উঠিতে পারে না। অতি যত্নে অতি আদরে যাহা আমি এই পাষাণ হৃদয়ে ক্ষোদিয়া রাখিয়াছি তাহাও কি মা উঠিতে পারে? সম্পদ—মান—ঐশ্বর্য্য—এ সকল স্বপ্নমাত্র—অসার! আমার ও সকলের কিছুতেই প্রয়োজন নাই; রাজরাণী হইবারও আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। প্রিয়কুমার দরিদ্র নহেন—তিনি জ্ঞানধনে ধনী; এ ধনীর পদাশ্রয় পাইলে চিরজীবন অপার সুখে যাপন করিতে পারিব। কি শ্মশানে কি মশানে কি ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র বনজন্তুসংকুল নিবিড় গহন কাননে, উত্তুঙ্গ গিরিশিখরে, উত্তাল তরঙ্গাকুল গভীর সাগরে, কি পরিচারিকাগণ পরিবেষ্টিত মণিকাঞ্চনখচিত সুরম্য রাজভবনে; নলিনীদল বিরচিত সুকোমল কুসুমশয্যায় কি পর্ণকুটীরে পর্ণশয্যায়, প্রিয়কুমারের সঙ্গে যথায় থাকিব, সেই আমার ইন্দ্রের নন্দনকানন। সেই স্থানেই আমার পরম সুখ। আমি মনে মনে তাঁহার প্রফুল্ল চরণারবিন্দে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া আজ কেমন করিয়া তোমাদের কথা রক্ষা করিব? মা তুমি বৃদ্ধা হইয়াও যে বুঝিতেছ না, বড় দুঃখের বিষয়। প্রিয়কুমার আমার পতি গতি সম্পদ ও সম্ভ্রম—মা এই আমার পণ—এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

প্রিয়তমা আর বসিলেন না, এই কথা বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। সুমতি ভাবিলেন প্রিয়তমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে।

যোগিনী।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

-This ring———

This [illegible]tle ring, with nicromantic force
Has raised the ghost of pleasure to my fears,
Conjured the scenes of honor and of love,
Into such shapes.——— ———

The Fatal Marraige.

সুরেনের পত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়কুমার স্থির থাকিতে পারিলেন না। বিপ্রদাসের উপদেশ বাক্য স্মরণ হইল বটে, কিন্তু তাহা কার্য্যকারী হইল না। তিনি রজনীযোগে বিপ্রদাসকে কোন কথা না বলিয়া ইন্দ্রপুর হইতে প্রস্থান করিলেন; এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সুবর্ণপুরে পৌঁছিলেন। সুরেন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদ প্রকাশ করিল, কিন্তু মনে মনে ভাবিল " আমি যেমন দেখ্‌তে, তেমন নই।"

প্রিয়কুমার অন্য কথা পরিত্যাগ করিয়া প্রথমেই প্রিয়তমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুরেন্দ্র কহিল " ভাই! তুমি আপনার বুদ্ধির দোষে এত ক্লেশ পাইয়াছ। আমাকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ ছিল না। তুমি যদি আমাকে মনের কথা বলিতে, এতদিন কোন্ কালে তোমার মনোরথ সিদ্ধি হইত। তোমার জন্য আমি যে কি পরিশ্রম করিয়াছি, তাহা ভগবান জানেন।"

প্রিয়কুমার নিতান্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, ভাই সুরেন! তোমার ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিব না। অধিক কি জন্মজন্মান্তরে আমি যেন তোমার মত বন্ধু পাই।"

সু। ভাই আমি তোমার কিছুই করিতে পারি নাই, তুমি আমাকে বৃথা লজ্জা দিতেছ। যাহা হউক, আমাদের পরিশ্রম যে বিফল হয় নাই, ইহাই পরম আনন্দের বিষয়।"

প্রিয়। ভাই সুরেন! প্রিয়তমা কি বলিয়াছেন?

ই কথা শুনিয়া ধূর্ত্ত সুরেন্দ্র একবার বিজয়ের পানে চাহিল এবং একটু হা করিয়া কহিল " প্রিয়কুমার অপরিচিত দরিদ্র যুবক, তাঁহাকে বিবাহ

করিলে আমাকে ভবিষ্যতে কষ্ট পাইতে হইবে; তবে আপনি যখন এত অনুরোধ করিতেছেন, সুতরাং আমি আপনার বাক্যে উপেক্ষা করিতে পারি না।”

প্রিয়কুমারের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল—হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল; ক্ষণকাল ভূমণ্ডল শূন্য বোধ করিলেন; কণ্ঠতালু শুষ্ক বোধ হইল, বিস্ময়-স্তিমিতভাবে বলিলেন “প্রিয়তমা এই কথা বলিলেন! আমি তাঁহার অপরিচিত! যাঁহার জন্য আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি সেই প্রাণাধিক প্রিয়তমা এই কথা বলিলেন! ভাই সুরেন্দ্র—

তাঁহার কথা সমাপ্ত না হইতেই সুরেন্দ্র কহিল “তুমি এত কাতর হইও না। প্রিয়তমা তোমারই হইবে। সে তোমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। “ভাই সুরেন!” ভগ্নহৃদয় প্রিয়কুমার কাতরভাবে কহিলেন “প্রিয়তমাকে বিবাহ করা আর আমার উচিত হয় না। যদিও এ কথা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু কি করিব? বাস্তবিক আমি দরিদ্র, আমি সেই স্বর্ণসরোজিনীকে সমুচিত যত্নে রাখিতে পারিব না।”

এই কথায় সুরেনের মন আহলাদে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু শঠশিরোমণি প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া কহিল “তবে আমি তোমার পর? আমার ধন কি তোমার নিজের ধন নয়? তুমি দরিদ্র কিসে?

প্রিয়। ভাল এখন আমাকে কি করিতে হইবে? প্রিয়তমার বিবাহের কথা ত স্থির হইয়াছে?

সু। সে কথা সত্য। কিন্তু তোমার তজ্জন্য চিন্তা নাই। প্রিয়তমাকে লইয়া এস্থান হইতে পলায়ন করিতে হইবে।”

প্রিয়। প্রিয়তমাকে লইয়া পলায়ন করিতে হইবে! এ কাজ আমি পারিব না। ভাই সুরেন! আর তোমরা বিফল চেষ্টা পাইও না, প্রিয়তমা আমার হইবে না।

সু। তুমি একবারেই হতাশ হও কেন? প্রিয়তমা তোমার পক্ষ থাকিলে আর ভয় কিসের? রবিবার রাত্রি দুই প্রহরের সময় প্রিয়তমার প্রমোদ-উদ্যানস্থিত বকুলতলায় তুমি তাহার দেখা পাইবে। যাহা তাহাকে বলিতে হইবে পরে বলিয়া দিব। তোমার পশ্চাতে চারি জন বাহক ও একখান পাল্কি থাকিবে; আমরা বাহিরে অপেক্ষা করিব। তোমার কোন ভয়

নাই। প্রিয়তমা স্ত্রীজনসুলভ ভীরুস্বভাববশতঃ প্রথমে অসম্মত হইতে পারেন, কিন্তু তুমি জেদ করিয়া ধরিলেই তিনি সম্মত হইবেন।"

প্রিয়কুমার আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া সুরেন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন।

বৃহস্পতি, শুক্র, শনিবার গত হইল। আজ রবিবার। প্রিয়তমা উত্তাল-তরঙ্গমালাকুলিত ভীষণ অর্ণবসলিলে ভাসিতেছেন—। তাঁহার হৃদয়কন্দর স্থিত চিন্তাবেগ প্রবলভাবে চালিত ও ঘূর্ণিত হইতেছে, যে দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই দিকেই অপার অনন্ত নীল জলরাশি তরঙ্গিত! দাঁড়াইবার স্থল নাই। তিনি প্রিয়কুমারকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন—কিন্তু পিতা মাতা অন্য একজনের সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন! কে তাঁহাকে পরামর্শ দিবে? তিনি কার কাছে মনের কথা খুলিয়া বলিবেন? কে তাঁহার দুঃখে দুঃখ করিবে? বিবাহের দিন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছে, বাটীতে থাকিলে তাঁহার নিস্তার নাই। "এখানে থাকিতে আর আমার এক তিলও ইচ্ছা নাই।" প্রিয়তমা ভাবিতে লাগিলেন—"পিতা মাতা দুহিতার মুখ পানে চাহিলেন না; প্রিয়কুমার আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক আর আমি এখানে থাকিব না। আজ রজনীতেই আমি এই পাপপুরী পরিত্যাগ করিব।"

তিনি নির্জ্জনে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, "বিন্দু তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। তিনি একান্তচিত্তে সেই পত্রখানি বারম্বার ফিরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিলেন, শিরোনামটী দুই তিনবার পড়িলেন, লেখাটী তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেন—তথাপি যেন মনের সন্দেহ দূর হইল না। বিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ পত্র তোমাকে কে দিল?"

বিন্দু। তুমি যেন জান না? আমাকে আর ঢাকিতে হইবে না। এই কথায় প্রিয়তমার অনেকটা ভরসা হইল। তবু তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি জানি আর নাই জানি, তুমি কেন বল না এ পত্র তুমি কাহার কাছে পাইলে?"

বিন্দু। জান যদি তবে বলিবার আবশ্যকতা কি? আমি দেখে শুনে বুড়ো হয়ে গেলুম, তুমি কি মনে করেছ আমি কিছু বুঝিতে পারি না?

"আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি তাই বল।" প্রিয়তমা একটু ক্রুদ্ধ ভাবে কহিলেন "এ পত্র তোমাকে কে দিল?"

বিন্দু। যে তোমারে ভাল বাসে—অথবা—যারে তুমি ভাল বাস।

প্রিয়তমা। আমি কাহাকেও ভাল বাসি না।

বিন্দু। ভালবাসনা?—তবে পত্র ফিরাইয়া দাও। ও পত্র তোমার নয়। আমার ভুল হয়েছে।"

প্রিয়তমা। বিন্দু! সত্যই কি প্রিয়কুমার স্বহস্তে তোমাকে এই পত্র দিয়াছেন? তিনি এখন কোথায় আছেন? তাঁরে সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন?

বিন্দু। প্রিয়কুমার স্বয়ং আমাকে এই পত্র দিয়াছেন। তিনি কোথায় আছেন, আমি জানি না। তালপুকুরের ঘাটে তিনি আমাকে এই পত্র দেন।"

বিন্দুর উপর প্রিয়তমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। বস্তুতঃ বিন্দু আপনার কন্যার ন্যায় তাঁহাকে ভাল বাসিত। আজ অর্থ লোভে সে যে তাঁহাকে এইরূপে প্রবঞ্চনা করিবে, তাহা তিনি ভাবেন নাই। ভাবিবার কারণও ছিল না। তিনি বিন্দুকে বিদায় করিয়া পত্রখানি ধীরে ধীরে কম্পিতকলেবরে খুলিলেন; খুলিতেই অঙ্গুরীয়টী পড়িয়া গেল—তিনি ব্যস্ত হইয়া তুলিয়া লইলেন। অঙ্গুরীয় হস্তে পতিত হইতেই তিনি আপনার অঙ্গুরীয় চিনিলেন—যে কিছু সন্দেহ ছিল, এইখানেই চিত্ত হইতে অপসারিত হইল। আনন্দে দর দর করিয়া নয়নযুগলে জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি উপর্য্যুপরি তিনবার পাঠ করিলেন।

"একি দুষ্টদিগের চক্র?" তিনি ভাবিলেন। "তাই বা কিরূপে হইবে? এটী যে আমার সেই অঙ্গুরীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি বিপদে পড়িয়াছি প্রিয়কুমার জানিতে পারিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই।—এখন বেলা কত? বোধ হয় কালী এতদিনে অভাগীকে কূল দিলেন।" এইরূপ চিন্তার পর প্রিয়তমা পত্রখানি আবার পাঠ করিতে লাগিলেন।

সূর্য্যদেব যে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবেন সে অবসর নাই। আমরা এক ঘণ্টা অধিক পরিশ্রম করিতে হইলে ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠি। দিনমণি মরীচিমালীর মরিবারও অবসর নাই, কিন্তু তিনি তথাপি প্রভুর উপর বিরক্ত নন। সদাই হাস্য করিতেছেন। এ কেবল মুখের হাসি নয়। মুখের হাসি হইলে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড হাসিবে কেন? অন্তরের সহিত না হাসিলে অন্যকে

হাসান যায় না। বস্তুতঃ মহাত্মাদিগের এই রীতি। রজনী আসিল। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মনুষ্য সকলেই বিশ্রাম বাসনায় নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে শয়ন করিল; কিন্তু দিনদেবের নিদ্রা নাই। অনভিজ্ঞ লোক ভাবিল অস্তাচলের শিখরস্থিত সুরম্য হর্ম্ম্যতলে কুসুমশয্যায় শয়ন করিলেন। কিন্তু তাহা নহে। তিনি আবার পশ্চিম রাজ্যে এইরূপে খাটিতে গেলেন। অজর অমর দেবতা হইয়া সূর্য্যদেবকে দিবারাত্রি সমভাবে পরিশ্রম করিতে হয়, তথাপি তিনি প্রভুর উপর অসন্তুষ্ট নন। কি আশ্চর্য্য মনুষ্যের দেখিয়াও জ্ঞানোদয় হয় না। মনুষ্য কৃতঘ্ন জীব। সে আপনার উদরান্নের জন্যও পরিশ্রম করিতে কাতর হয়! অথবা তাহাই যদি না হইবে তবে রত্নপ্রসবা পৃথিবী ধনধান্যে পূর্ণ হইয়াও নরককুণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর স্থান হইবে কেন?

সমাজ সংস্কার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সমাজ সংস্কার বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবে আমরা মনের ভাব সকল সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে পারি নাই। সকল বিষয়ের মীমাংসা করিবার অবকাশও ছিল না। সুতরাং সকলের সকল প্রকার আপত্তির নিরাকরণ হয় নাই। হইবার সম্ভাবনাও নয়। এখন আমরা দেখিতেছি, কোন কোন অংশে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। এই কারণে এ বিষয়ের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। পূর্ব্বে আমরা এই মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, যতদিন লোকের মন সত্য শ্রবণে অনুরক্ত ও তাহার গ্রহণে সমর্থ ও তদনুসারী অনুষ্ঠান ও আচরণে উৎসুক না হয়, ততদিন সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করিয়া বিশিষ্ট ইষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। অসময়ের চেষ্টায় উপকার না হইয়া বরং অপকার হইবারই সম্ভাবনা। এ বিষয়ে কেহ কেহ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন "উপযুক্ত সময় না আসিলে যে কোন সংস্কারকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না ইহা সত্য বটে; কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা হস্ত পদ সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া থাকিব? সময় আসুক আর নাই আসুক, যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, তাহা অকুতোভয়ে প্রচার করা এবং তদনুযায়ী কার্য্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। তজ্জন্য কষ্ট যন্ত্রণা বহন করিতে হয় হউক।" উপযুক্ত সময় না আসিলে সংস্কার কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, অথচ

যখন কোন সমাজে কোন কুপ্রথা বা কুরীতি প্রচলিত হইতে দেখিব, তখনই কালাকাল বিচার না করিয়া তাহার উন্মূলন চেষ্টা পাইব, এই দুটী বাক্য যে কেমন পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিশুদ্ধ যুক্তির অননুমোদিত, তাহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই নিঃসন্দিগ্ধরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। বোধ কর, একটী গ্রামে বন্যার বড় উপদ্রব আছে। সে উপদ্রব রহিত না করিলে গ্রামের মঙ্গল নাই। বাঁধ দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু সেই বাঁধটী কখন দিতে হইবে? যখন ঘোর বর্ষাকাল, বন্যার জল দারুণ বেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার সম্মুখে তৃণ ধরিলে দুইখান হইয়া যায়, সেই সময়ে সেই বাঁধ বাঁধিবার উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য? না, গ্রীষ্মের প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য? তবে কেহ কেহ এ স্থলে এই কথা বলিবেন "উপযুক্ত সময় না আসিলে সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হয় না বলিয়া আমাদিগের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়, যাহাতে ঐ সময় শীঘ্র আইসে, এমন উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ঐ সকল উপায়ের মধ্যে শিক্ষা কি প্রধান উপায় নহে? আর শিক্ষাকে ফলোপধায়িনী করিতে হইলে উহাকে কেবলমাত্র বাক্যে পর্য্যবসিত না করিয়া কার্য্যে পরিণত করা উচিত। যদি সমাজ মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে চাহ, তাহা হইলে কেবল মুখে উপদেশ দিলে চলিবে না, বিধবার বিবাহ দিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন আবশ্যক। দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইলে তবে লোকে উহার অনুসরণ করিবে।" ইহার উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, দৃষ্টান্ত সকলের পক্ষে সমানরূপে ফলোপধায়ী হয় না। যে ব্যক্তি যে বিষয়ের তত্ত্ববোধে সমর্থ হইয়াছে, তাহারই নিকটে সেই বিষয়ের দৃষ্টান্ত ফলোপধায়ক হয়। বিধবাবিবাহের ঔচিত্য যাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাহারই নিকটে ঐ বিবাহের দৃষ্টান্তে ফল হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত বিবাহকে মহাপাপ বলিয়া জ্ঞান করে, অন্যে বিধবা বিবাহ করিল দেখিয়া কি তাহার মনে তৎপ্রবৃত্তি জন্মে? এ পর্য্যন্ত আমরা কতশত লোককে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে দেখিলাম, কই তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ত আমরা কিছু মাত্র বিচলিত হই নাই। পাঠকবর্গ যেন এরূপ মনে না করেন যে আমরা কার্য্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কেবল মৌখিক উপদেশেরই প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিতেছি। কার্য্য না করিলে কার্য্যের মহিমা বুঝা যায় না, যুদ্ধ না করিলে যুদ্ধে পরিপক্ব হওয়া যায় না, এ কথার যাথার্থ্য আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু কার্য্য আরম্ভ

করিবার দেশ কাল পাত্র বিবেচনা আছে। যুদ্ধ না করিলে যুদ্ধে পরিপক্ক হওয়া যায় না বলিয়া কি কল্য প্রাতে পল্লীগ্রামস্থ কৃষকদিগকে সংগ্রহ করিয়া কাবুলের আমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিব? কৃষকদিগকে লইয়া যদি যুদ্ধকার্য্যে যাইতে হয়, অগ্রে তাহাদিগের মনকে কৃষিকার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া যুদ্ধকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে এবং অস্ত্রচালনাদি কার্য্যে সুশিক্ষিত করিতে হইবে, তাহার পর যুদ্ধ করিতে গেলে যুদ্ধে পরিপক্ক হওয়া যাইবে। সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে যে যে বিষয়ের সংস্কার আবশ্যক বলিয়া বোধ হইবে, তত্তদ্বিষয়ে অগ্রে লোকের মতের ও মনের ভাবের পরিবর্ত্তন চেষ্টা পাওয়া আবশ্যক। যদি বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে চাহ তাহা হইলে প্রথমে লোকদিগকে উক্ত বিবাহের বৈধতা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেও। যদি আমাদিগকে খ্রীষ্টিয়ান করা উচিত মনে কর, তবে অগ্রে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের সত্যতা আমাদের নিকটে প্রতিপন্ন কর; নচেৎ সহস্র বৎসর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে কোন ফল ফলিবে না।

যাঁহারা কেবল ব্যক্তিগত স্বাধীন ভাবের স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধনে অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে কালাকাল বিচার না করিয়া যে কোন কার্য্যে হউক, প্রবৃত্ত হওয়া শোভা পাইতে পারে। আমি অন্য লোকের কোন হানি না করিয়া দেশীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশীয় পরিচ্ছদ অবলম্বন করিতে পারি। অন্যে আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুক আর না করুক, আমি আমার বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে পারি, হিন্দুদিগের পক্ষে যাহা অভক্ষ্য তাহা ভক্ষণ যাহা অপেয় তাহা পান করিতে পারি। আমি জাতি বিচার না করিয়া অসবর্ণে পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে পারি, উপবীত ত্যাগ করিতেও পারি। আমার স্বাধীনতার উপর অপরের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু আমি যদি কেবল নিজে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট না হই, যদি আমি সমাজের মঙ্গল সাধনে অগ্রসর হই, তাহা হইলে এমন অনেক সময় আসিবে যখন আমাকে আমার স্বাধীন ভাবের সংকোচ করিতে হইবে। তখন হয়ত বিদেশীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশীয় পরিচ্ছদ পুনরবলম্বন আবশ্যক বলিয়া বোধ হইবে। বিধবা কন্যা বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও যদি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি যে সমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে অবিবাহিত থাকিবায় যে কষ্ট ও যন্ত্রণা বিবাহিত হইলে তাহার সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাইবে,

পক্ষান্তরে কিছু দিন বিলম্ব করিলে ঐ বিবাহের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে এবং শুদ্ধ আমার নহে অপর সাধারণের বিধবা কন্যার বিবাহেরও সুবিধা হইবে, তাহা হইলে সে স্থলে বিবাহ যাহাতে শীঘ্র না হয় এমত চেষ্টা পাওয়াই বিধেয়। কেন না পুত্র কন্যার সুখান্বেষণ করাই পিতামাতার প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম। যদি বিবাহ হইলে ঐ সুখে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহা হইলে এমন বিবাহ নাই হইল। যে স্থলে পাঁচ জনকে লইয়া কার্য্য করিতে হইবে, সে স্থলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি অগ্রসর হইলে কি প্রকারে তাহাদের উপকার করা যায়? তাহাতে আপনার মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে বটে; কিন্তু পরের উপকার করা হয় না। যদি আমি একাকী ভ্রমণার্থ বহির্গত হই, দ্রুতবেগে যাই, আর মন্দ গতিতে গমন করি, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। কিন্তু পাঁচ জনের সহিত গমন করিয়া একাকী অগ্রসর হওয়া যায় না। পাঁচ জনের মনোরক্ষা করা আবশ্যক হয়।

উপরে যেরূপ লিখিত হইল, তাহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ এইরূপ কহিবেন " যে এত কালাকাল বিচারের প্রয়োজন কি? শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল। অসময়ে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া সংস্কারকেরা তাঁহাদের জীবদ্দশায় ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে অসমর্থ হন হউন, কিন্তু তদ্দ্বারা ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের যে কার্য্য পথ প্রস্তুত হইবে, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। উইকলিফ প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারকগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল বলিয়াই লুথারের কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। সর্ব্বপ্রথমে মধুসূদন গুপ্ত মেডিকেল কলেজে শব ব্যবচ্ছেদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার পরবর্ত্তী লোকেরা হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ উক্ত কার্য্য সম্পাদনে সাহসী হইয়াছিল। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথমে কন্যা প্রেরণ করিয়া মদনমোহন তর্কালঙ্কারও ঐরূপ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। অসময়ে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে অনেক কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, কারণ পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া সমাজসংস্কার হয় না। কিন্তু অতি কষ্টে যে শস্য বপন করা হয়, লোকে সুখে তাহার ফলভোগ করে। সত্যের জন্য এক বিন্দু রক্তও কখন বৃথা পতিত হয় নাই।"

আমরা এক্ষণে এই প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি যে সমাজের অবস্থা বিশেষে এক বিন্দু রক্তপাত না করিয়া যে কার্য্য পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে সুসম্পন্ন হইতে পারিত, রক্তের স্রোতস্বতী বহমান হইলেও হয় ত দুই শত

বৎসরে তাহা সুসিদ্ধ হইবে না। অবস্থা বিশেষে এরূপ হইবারও সম্ভাবনা, পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কারকদিগের দ্বারা ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের পথ পরিষ্কৃত না হইয়া বরং ঐ পথ দুস্তর কণ্টকে আকীর্ণ হইয়া থাকে। আমাদিগের স্থির বিশ্বাস এই, অনেক সময়ে সংস্কারকগণ অসাময়িক কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া লোকের ভাল করিতে গিয়া মন্দ করিতেছেন। শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন করিতে গিয়া মহাবিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা যে সরল চিত্তে ও সদভিপ্রায়ে ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন এবং সত্যের অনুরোধে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহাদের অনভিজ্ঞতা ও অদুরদর্শিতা নিবন্ধন যে ঘোর অনিষ্ট হইয়াছে, তাহাও ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের শিক্ষার নিমিত্ত ব্যক্ত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

মানুষের অবস্থা বিদ্যা বুদ্ধি সংসর্গ ও বহুদর্শিতা যেরূপ, তাহার বিশ্বাসও ঠিক তদনুরূপ হয়। কারণ যেরূপ, তাহার ফলও যে তদনুরূপ হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মনুষ্যের জ্ঞান যেরূপ, তাহার ধর্ম্মভাব ও সামাজিক ভাব যে তদনুরূপ হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই (১)। অসভ্য ও মূর্খ লোকের অবস্থা যেপ্রকার, তাহাতে তাহার রাজাকে ঈশ্বর জ্ঞান করা অনৈসর্গিক ও অনুপযোগী নয়, সুসভ্য পণ্ডিতের পক্ষে তাঁহাকে কেবল মাত্র শান্তিরক্ষক মনে করাও ঠিক সেইরূপ উপযোগী। অশিক্ষিত লোকের পক্ষে মৃৎপিণ্ড কিম্বা পাষাণ খণ্ডকে ঈশ্বর বোধে পূজা করা যেমন সঙ্গত, উন্নতমনা ধর্ম্মপরায়ণ বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে বিশ্বের একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান রচয়িতার ধ্যানধারণা তেমনি ন্যায়ানুমোদিত। অশিক্ষিত হিন্দুর পক্ষে জগন্নাথের রথচক্রে প্রাণ ত্যাগ করা যেমন সঙ্গত, পূর্ব্বকার হিন্দু বিধবাদিগের পক্ষে সহমরণও সেইরূপ অবস্থার উপযোগী। তাহাদিগের মতে এক মুহূর্ত্ত কষ্ট ভোগ করিলে যদি অনন্ত স্বর্গ লাভ হয়, সে চেষ্টা না পাওয়া কাপুরুষের কার্য্য। ক্যাথলিক সম্প্রদায়স্থ খ্রীষ্টীয়ানেরা বাল্যকাল অবধি যেরূপ শিক্ষা পান ও যেরূপ সংসর্গে থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে মন্দির প্রতিষ্ঠা বা পুরোহিতকে অর্থ দান করিলে, মন্ত্র তন্ত্র পাঠ করিলে, বা লোক বিশেষের শরণাগত হইলে নরকযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায় বা স্বর্গ লাভ করা যায় এরূপ বিশ্বাস অনৈস-

(১) " **Religion is to each individual according to the inward light with which he is endowed. Buck B.**

র্গিক নহে। পাপী মনুষ্যের জন্য অপরে কত কষ্ট ভোগ করে, তাহা দেখিয়া প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয়ানেরা যদি মনে করেন যে সেই পতিতপাবন দয়ার সাগর ঈশ্বর পতিত লোকের পরিত্রাণের নিমিত্ত আপনার একমাত্র পুত্রকে অবনীমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ঐ পুত্র সমগ্র মানবজাতির পাপ স্বশিরে বহন করিয়াছেন, ইহা বিচিত্র নহে। (২) পদ স্খলিত হইয়া শিশু ভূতলে পতিত

(২) The belief in a community of nature between himself and the object of his worship, has always been to man a satisfactory one, and he has always accepted with reluctance those successively less concrete conceptions which have been forced upon him. Doubtless, in all times and places, it has consoled the barbarian to think of his dieties as so exactly like himself in nature that they could be bribed by offerings of food; and the assurance that dieties could not be so propitiated, must have been repugnant, because it deprived him of an easy method of gaining supernatural protection: To the Greeks it was manifestly a source of comfort that on occasions of difficulty they could obtain, through oracles, the advice of their Gods—nay might even get the personal aid of their *gods in battle*; and it was probably a very genuine anger which they visited upon philosophers who called in question these gross ideas of their mythology. A religion which teaches the Hindoo that it is impossible to purchase eternal happiness by placing himself under the wheel of Juggernaut, can sacrcely fail to seem a cruel one to him; since it deprives him of the pleasurable consciousness that he can at will exchange miseries for joys. Nor is it less clear that to our Catholic ancestors the beliefs that crimes could be compounded for by the building of churches, that their own punishments and those of their relatives could be abridged by the saying of masses and that devine aid or forgiveness might be gained through the intercession of saints, were highly solacing ones; and that Protestantism, in substituting the conception of a God so comparatively unlike ourselves as not to be influenced by such methods, must have appeared to them hard and cold. Naturally therefore we must expect a further step in the same direction to meet with a similar resistance from outraged sentiments. Herbert Spencer's first Principles 3d Edition P. 114–115.

ও তথা হইতে পুনরুত্থিত হইয়া ভূমিকে জীব ভ্রমে যে পদাঘাত করে, সেটী তাহার নৈসর্গিক অবস্থা, ঐরূপ মনুষ্যের যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় এবং অসভ্য অর্দ্ধসভ্য বা পূর্ণসভ্যাবস্থায় সচরাচর যে যে ভাবের বা বিশ্বাসের বিকাশ হইতে দেখা যায়, সেই ভাব ও সেই বিশ্বাস যে ঐ ঐ অবস্থার উপযোগী, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব আমরা যখন কোন সমাজে কোন প্রকার বিশ্বাস বা ঐ বিশ্বাসপ্রসূত রীতি নীতি প্রচলিত থাকিতে দেখি, তখন ঐ বিশ্বাস ও ঐ রীতি নীতি যে ঐ সমাজের অবস্থার উপযোগী, এই সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়াই উচিত বোধ হয়। (৩) কারণ, ঐ বিশ্বাস ঐ সমাজস্থ লোকের পক্ষে অনুপযোগী হইলে তাহা কখনই প্রচলিত হইত না। কেহ কখন জানিয়া শুনিয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না। যে যাহা বিশ্বাস করে, তাহা সত্যমূলক জ্ঞান করিয়াই করিয়া থাকে। আর যত লোকে যে পরিমাণে ঐ বিশ্বাস হইতে শান্তি সুখ ভোগ করিবে, সেই পরিমাণে ঐ বিশ্বাস তাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। (৪) আমরা এমত বলিতেছি না যে, যে অবস্থায় মনুষ্য যে বিশ্বাস

---

(৩) "Adhering to our relative, in opposition to the absolute, view, we must conclude the social state regarded as a whole, to have been as perfect, in each period, as the co-existing condition of humanity and of its environment would allow. Without this view, history would be incomprihensible × × × × " Comte's Positive Philosophy, translated by Miss Marteneau Vol. II P. 89.

"Speaking generally, the religion current in each age and among each people has been as near an approximation to the truth as it was then and there possible for men to receive ; the more or less concrete forms in which it has embodied the truth, have simply been the means of making thinkable what would otherwise have been unthinkable ; and so have for the time being served to increase its impressiveness. If we consider the conditions of the case, we shall find this to be an unavoidable conclusion." "Herbert Spencer's First Principles " P. 116.

(৪) "The presumption that any current opinion is not wholly false, gains in strength according to the number of its adherents. Admitting, as we must, that life is impossible unless through a certain agreement

করে, তাহা অভ্রান্ত সত্যমূলক। অভ্রান্ত সত্য জ্ঞাত হওয়া মনুষ্যের ভাগ্যে প্রায় ঘটিয়া উঠে না। আমাদের সত্যজ্ঞান ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ আপেক্ষিক। এক্ষণকার লোকে যে বিশ্বাস করে, পরবর্ত্তী লোকের বিশ্বাসের সহিত তুলনা করিলে তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হইবে, আবার পূর্ব্ববর্ত্তী লোকের বিশ্বাসের সহিত তুলনা করিলে সত্যমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। যখন অরণ্য মধ্যে কুন্তী তাঁহার পুত্রদিগকে বলিলেন "অদ্য তোমরা যে দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তোমরা পাঁচ জনে অংশ করিয়া লও" তখন তাঁহারা সেই আদেশানুসারে একটী কন্যাকে যে পাঁচ জনে এককালে বিবাহ করেন; রামচন্দ্র, প্রজারঞ্জন রাজার প্রধান ধর্ম্ম মনে করিয়া নিরপরাধা জানকীরে যে বনে প্রেরণ করেন; পরশুরাম পিতার আদেশে মাতার যে শিরশ্ছেদন করেন; তাঁহারা তৎকালোচিত কর্ত্তব্য ও নীতিজ্ঞান অনুসারেই ঐ সকল কার্য্য করিয়াছিলেন। তদানীন্তন লোকেরাও ঐ কার্য্যগুলির সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছিল, এমন কি উহারা দেবোচিত অমানুষিক কার্য্য বলিয়া উহাতে বিশ্বাস করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণকার লোকের বিশ্বাস উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এক্ষণকার নীতিজ্ঞান অনুসারে বিবাহাদি বিষয়ে পুত্রের স্বাধীনতার উপর পিতামাতার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। যদি তাঁহারা অনধিকার চর্চ্চা করেন, পুত্রের অমতে বিবাহ দেন, আর পুত্র তাহার স্বীয় স্বাধীন ভাবের সঙ্কোচ করিয়া পিতা মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে পুত্রের তাহাতে যেমন গৌরব পিতা মাতার তেমনি অগৌরব হয়। প্রজারঞ্জন যে রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা এক্ষণকার সকল লোকেই স্বীকার করিবে; কিন্তু রাজা যদি সেই প্রজারঞ্জন জন্য নিরপরাধীকে অপরাধী করিয়া দণ্ড বিধান করেন, কেহ তাহাতে অনুমোদন করিবে না। সেইরূপ পিতা মাতা পরম গুরু হইলেও তাঁহাদের আদেশানুসারে আমরা জ্ঞানকৃত অধর্ম্মাচরণে অনুমত নহি, এ কথার যাথার্থ্য এক্ষণকার সকলেই স্বীকার করিবে।

যেরূপ প্রদর্শিত হইল তাহাতে এই প্রতিপন্ন হইল, মানুষ যে অবস্থায় যে বিশ্বাস করে, তাহা সেই অবস্থার উপযোগী। যদি এ কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আর একটী কথারও যাথার্থ্য অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ—মনুষ্যের জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে

যেমন তাহার বিশ্বাস জন্মে, তেমনি আবার তাহার বিশ্বাসানুসারে কার্য্য-শৃঙ্খলা, ক্রিয়াকলাপ রীতি নীতি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; অতএব যদি লোকের রীতি নীতি পরিবর্ত্তিত করিতে হয়, তাহা হইলে যে বিশ্বাস হইতে উক্ত রীতি নীতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন বা উন্মূলন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। আবার বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করিতে হইলে অগ্রে যাহাতে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এবং বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় এমত উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। ইহার অন্যথাচরণ করিলে ক্রমোন্নতির দ্বার রুদ্ধ করা এবং নৈসর্গিক বিকাশের পথ অবরুদ্ধ করা হয়।

প্রকৃত সমাজ সংস্কারকেরা সকলেই উপরি উক্ত প্রকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। আর অনভিজ্ঞ অপরিণামদর্শী সংস্কারকেরা উহার বিপরীত প্রথা অবলম্বন করেন। তাঁহারা লোকের বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত বা উন্মূলিত হইবার পূর্ব্বে ঐ বিশ্বাসোৎপন্ন কার্য্যকলাপের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে যান সুতরাং অকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া বসেন। কেন না লোকে যে সকল অনুষ্ঠান তাহাদের এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলামঙ্গলের কারণ বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহা কি কখন তাহারা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে? এ অবস্থায় যত পীড়াপীড়ি করিবে, যত রক্তপাত হইবে, ততই লোকের রাগ দ্বেষাদি উত্তেজিত হইবে, ততই তাহাদের কুসংস্কার পরিবর্দ্ধিত হইবে। সামান্য তর্কবিতর্ক করিতে করিতে যখন লোকের শোণিত কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া উঠে, তখন দেখা যায় যে সহজে বলিলে যে কথার ভাবার্থ এক নিমেষে বোধগম্য হইত, তাহা তাহারা এক প্রহরেও বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সংস্কার বিষয়েও ঠিক সেইরূপ। অসাময়িক সংস্কার চেষ্টা নিবন্ধন সমাজবিপ্লব রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি মহান অনর্থ সকল সংঘটিত হইয়া থাকে। ঐরূপ দারুণ সময়ে লোকের যে কত কষ্ট ও কত যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাহা ইতিহাসপাঠক

between internal convictions and external circumstances; admitting therefore that the probabilities are always in favour of the truth or at best the partial truth, of a conviction; we must admit that the convictions entertained by many minds in common are the most likely to have some founation." Ibid. P. 4.

মাত্রেই অবগত আছেন। তাহা মনে হইলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। উন্নতির কথা দূরে থাকুক, লোকে তখন সদসৎ বিবেচনা বর্জ্জিত হইয়া পশুবৎ, পিশাচবৎ আচরণ করে। তখন ধর্ম্মের নামে যে কত অধর্ম্ম আচরিত হয়; উন্নতির নামে যে লোকে কত দূর অধোগমন বা পশ্চাদ্গমন করে; কত লোকের রক্তপাত, কত নিরপরাধীর প্রাণ নাশ হয় তাহার ইয়ত্তা করা অসাধ্য। সৌভাগ্য ক্রমে আমাদের দেশে অসাময়িক সংস্কার চেষ্টা নিবন্ধন ঐরূপ শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইতে প্রায় দেখা যায় নাই। এখানকার লোকের শোণিত এমন শীতল, যে উহা সহসা কিছুতেই উষ্ণ হইবার নহে। যে দেশের লোকে অনুকরণকে জীবনের সার কর্ম্ম মনে করে, যাহারা বিলাতে কিছুকাল বাস করিলে সাহেব হয়; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থান করিলে হিন্দুস্থানী হয়; উড়িষ্যায় গিয়া ক্যায়াবাঙ্গালী হয়; যাহারা এক টুকরা ফিতা কিম্বা সামান্য একটী উপাধি পাইলে আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করে, তাহারা কি কখন বিপ্লবের হাঙ্গামায় যায়? কিন্তু ভিন্নজাতীয় তেজস্বী বীর্য্যবন্ত লোকের নিকটে যথেচ্ছ কার্য্য করিলে বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে; অসাময়িক চেষ্টায় অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না। আমাদের দেশে সমাজবিপ্লবরূপ ভয়ানক কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায় না বলিয়া যে অসাময়িক সংস্কার চেষ্টায় কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই এমনও নহে। যুবকদলের মধ্যে অনেকে এক প্রকার পৌত্তলিকতার পরিহার করিয়া অন্য প্রকার পৌত্তলিকতা অবলম্বন করিয়াছেন। কেহ কেহ ভক্তিভাজন পিতা স্নেহময়ী মাতার সেবা শুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া আত্মাভিমানী দাম্ভিক লোক বিশেষের পদলেহন করিতেছে। কেহ বা বিদ্যানুশীলনে জলাঞ্জলি দিয়া জোষ্ঠতাতের ন্যায় বক্তৃতা করিতে শিখিয়াছেন আর ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন; কেহ বা আপনার কাম ক্রোধ লোভ মোহাদির ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতেছেন। অনেক পরিবার হইতে শান্তিসুখ জন্মের মত অন্তর্হিত হইয়াছে, কত পিতা ভগ্নহৃদয় ও কত মাতা পাগলিনীপ্রায় হইয়াছেন।

আমরা উপরে যুক্তি দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন করিলাম, সমগ্র ইতিহাস তাহার যাথার্থ্য বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে। বিখ্যাতনামা ইতিহাসলেখক ও দার্শনিক বকল কহিয়াছেন, অসাময়িক সংস্কার চেষ্টা নিবন্ধন ফ্রান্স ও

জর্ম্মণি প্রদেশে সংস্কারকগণ স্বাধীনতা প্রচার করিতে গিয়া পরাধীনতাকে অধিকতর বদ্ধমূল করিয়াছিলেন; উপধর্ম্মের লোপ করিতে গিয়া উহাকে অধিকতর স্থায়ী করিয়াছিলেন। (৫) মুসলমানেরা নিজ রাজত্বকালে ছলে বলে কৌশলে এদেশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টার কিছু মাত্র ক্রটি করে নাই। যদিও সমুদয় সাম্রাজ্য তাহাদের হস্তগত ছিল, যদিও তাহাদের ক্ষমতার ও ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না, তথাপি তাহারা লোকের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছিল বলিয়া অভীষ্ট লাভে সমর্থ হয় নাই। ইউনাইটেড ষ্টেটে সাধারণ তন্ত্র কেমন সহজে প্রতিষ্ঠিত হইল, কেন না ঐ প্রদেশস্থ লোকের মন উহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু উহা দেখিয়া যখন ফরাশিরা আপনাদের দেশে ঐরূপ শাসনপ্রণালী সংস্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কি ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত না হইয়াছিল? এবং কেমন সহজে নেপোলিয়ান একনায়ক তন্ত্র স্থাপন করিয়া উহা আপনার হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের পাঠকবর্গ সকলেই অবগত আছেন। সাধারণ তন্ত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসিদিগের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত হইলে নেপোলিয়ান অত সহজে কখনই তাহার পরিবর্ত্তে আপনার সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিতেন না। (৬) পরে নেপোলিয়ান যেরূপ স্বেচ্ছাচারিতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তাহাও আবার ঐ সময়ের পক্ষে অনুপযোগী হওয়াতে ঐ স্বেচ্ছাচারিতা অচিরাৎ

(৫) এতৎসম্বন্ধে বকল যাহা কহিয়াছেন তাহা আমাদের প্রথম প্রস্তাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য কয়েক পংক্তি পুনরুদ্ধৃত করা গেল। " × + + This (Viz the reaction in favor of superstition and despotism brought on by premature action on the part of reformers) happens merely because men will not bide their time but will insist on precipitating the march of affairs. Thus for instance, in France and Germany, it is the friends of freedom who have strengthend tyranny it is the enemies of superstition who have made superstition more permanent ."

(৬) " France failed through the want of that moral preparation for liberty without which the blessing cannot be secured. She was not ripe or the good she sought. " Channing's "Essay on Napoleon."

অন্তর্হিত হইল এবং এক্ষণে সাধারণ তন্ত্র পুনরায় ফরাসিদেশে সংস্থাপিত হইয়াছে।

স্পেনের ইতিহাসও আমাদের মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করিতেছে। খ্রীষ্টীয় শকের পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ফর্ডিনেণ্ড ও আইসাবেলা পঞ্চম চার্লস ও দ্বিতীয় ফিলিপ ঐ রাজ্যের অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। ফলতঃ রোম রাজ্য ধ্বংস হইবার পর অত বড় বিস্তীর্ণ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত রাজ্য আর ইউরোপখণ্ডে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। স্পেনের রাজপতাকা পৃথিবীর সকল অংশেই উড্ডীয়মান হইয়াছিল। স্পেনের লোকেরা ইউরোপীয় সমস্ত জাতির অগ্রগণ্য হইয়াছিল। রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক হইয়াও লোকের কিছু মাত্র বিরাগভাজন হন নাই। দ্বিতীয় ফিলিপ অন্যায় যুদ্ধে রাজ্যের ধনক্ষয় ও লোকের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন; নানাপ্রকার শুল্ক সংস্থাপন করিয়া প্রজাকে যার পর নাই কষ্ট দিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ও অহঙ্কারী ছিলেন। সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ লোকেরাও তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত না হইলে তিনি তাহাদিগকে বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে দিতেন না। তিনি যখন কথাবার্ত্তা কহিতেন, স্পষ্টরূপে মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন না। তিনি মনে করিতেন লোকে তাঁহার অর্দ্ধস্ফুট বাক্য ও ইঙ্গিত বুঝিয়াই কার্য্য করিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এমন নরাধমকেও স্পেনের লোকেরা অন্তরের সহিত ভাল বাসিত এবং শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, এমন কি উহাকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া জ্ঞান করিত। মনুষ্যের সুখ দুঃখ রথচক্রের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ হয়। ষোড়শ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের সুখের দিন অবসান হইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেনের দুঃখের পরিসীমা ছিল না। বাণিজ্য ব্যবসায় ও লোক-সংখ্যা হ্রাস হইল; শিল্পের ও সাহিত্যের উন্নতি রোধ হইল; দারিদ্র্য দেশ-ব্যাপী হইয়া উঠিল এবং দস্যুতস্করাদির উপদ্রবে দেশ উৎসন্ন যাইবার উপ-ক্রম হইল। পূর্ব্বকার রাজারা যেমন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত উদ্যোগী ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন, এক্ষণকার রাজারা তেমনি অকর্ম্মণ্য, অলস ও ইন্দ্রিয়পরা-য়ণ হইয়া উঠিলেন। ধর্ম্মযাজকদিগের ক্ষমতা ও যথেচ্ছাচারিতা নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিল। "ইনকুইজিসন" নামক বিচার সভা তাঁহাদের হস্তগত থাকাতে লোকের মান মর্য্যাদা ধন প্রাণ সুখ দুঃখ সকলই তাঁহাদের আয়ত্ত

হইল। মানুষের অবস্থা চির দিন সমান যায় না, চক্রনেমিক্রমে দশা বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। স্পেনবাসিদিগের যখন দুঃখের চূড়ান্ত হইল, সেই সময়ে ভিন্নবংশীয় রাজা স্পেনের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বুর্বনবংশীয়দিগের সমাগমে স্পেনে সুখসূর্য্য পুনরুদিত হইল। উক্ত বংশীয়দিগের বিশেষতঃ তৃতীয় চার্লসের রাজত্বকালে স্পেনের যে কি পর্য্যন্ত সুখসমৃদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ধর্ম্মযাজকদিগের ক্ষমতার হ্রাস হইল, ইনকুইজিসন নামক বিচার সভা মৃতপ্রায় হইল, বাণিজ্যের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইল; পথ ঘাট নির্ম্মিত হইল; খাল খনন করা হইল; বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইল; প্রজাবর্গ দস্যুর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিল এবং নানাপ্রকার শুল্ক ও কর হইতে অব্যাহতি পাইল; বিদ্বান ব্যক্তিদিগের সম্মাননা ও উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইল; ফলতঃ যে স্পেন রাজ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে তৃতীয় শ্রেণীর রাজ্য বলিয়াও পরিগণিত হইত কি না সন্দেহ, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইল। কিন্তু স্পেনের ভাগ্যে স্থায়ী সুখ নাই। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় চার্লসের মৃত্যু হইল। চতুর্থ চার্লস সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। স্পেনের সুখসূর্য্য পুনরায় অস্তমিত হইল। বুর্বন বংশীয় রাজারা ৮৮ বৎসরে স্পেনের যে অপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহার সমুদয় অন্তর্হিত হইল। আবার ধর্ম্মযাজকদিগের ক্ষমতা অপরিসীম হইয়া উঠিল। আবার ইনকুইজিসন নামক বিচার সভা ভ্রূকুটি বিস্তার পূর্ব্বক লোকের নির্যাতনে চতুর্গুণ উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হইল। আবার দুঃখে ও দারিদ্র্যে কষ্টে ও যন্ত্রণায় লোক মৃতপ্রায় হইল। সেই শোচনীয় অবস্থা হইতে স্পেনের লোকেরা এখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কারকেরা ঐ রাজ্যের শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন ও লোকের স্বাধীনতা পরিবর্দ্ধন করিতে যতবার যত্নবান হইয়াছেন, ততবারই তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হইয়াছে। ১৮১২।১৮২০ এবং ১৮৩৬ অব্দে তাঁহারা উপর্য্যুপরি ঐরূপ সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন বারেই সফলযত্ন হইতে পারেন নাই। স্পেনের যে দুরবস্থা সেই দুরবস্থা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ইহার কারণ কি? নানাবিধ নৈসর্গিক ও সামাজিক কারণে স্পেনের লোকেরা বহুকাল উপধর্ম্মে মগ্ন ছিল। ধর্ম্মযাজকদিগের প্রতি তাহাদের

ভক্তির সীমা ছিল না। ঐ যাজকদিগকে অর্থ দান করা, তাহাদের সুখ বর্দ্ধনে যত্নবান হওয়া, উপাসনালয় স্থাপন করা, বিধর্ম্মীদিগকে নির্য্যাতন করা, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া, এই সকল কর্ম্মই স্পেনের লোকেরা জীবনের সার বলিয়া মনে করিত। বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা ভিন্ন কখন উপধর্ম্মের উচ্ছেদ ও কুসংস্কারের উম্মূলন হয় না। স্পেনে প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞানচর্চ্চা কখন হয় নাই। সুতরাং স্পেনের লোকেরা কখন উপধর্ম্ম ও কুসংস্কারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ক্ষমতাশালী রাজারা সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া নিজ বাহুবলে বা বুদ্ধিবলে প্রজার যে উন্নতি সাধন করেন, তৎকালে তাহা শোভমান হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বকালে যে টুকু মঙ্গল সাধিত হয়, অপকৃষ্টরাজাদের শাসনকালে আবার তাহা সম্পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয়। কারণ, সকল উন্নতির মূল যে আভ্যন্তরিক উন্নতি, তাহা সম্পাদিত হয় নাই। ইংলণ্ডে লোকের ব্যক্তিগত ও সমাজগত আভ্যন্তরিক উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে রাজার মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। অপকৃষ্ট রাজারা তাহাদের উন্নতিস্রোতের গতিরোধ করিতে পারেন নাই। প্রত্যুত, অপদার্থ শাসনকর্ত্তাদের সময়েই ইংলণ্ডের লোকের স্বাধীনতা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্পেনে ক্ষমতাশালী রাজাদের মধ্যে যাঁহারা আবার প্রজাবর্গের ও ধর্ম্মযাজকদিগের সহিত একমতাবলম্বী হইয়া কার্য্য করেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত সহজেই ঐ প্রদেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে সক্ষম হইয়াছিলেন। ফার্ডিনেণ্ড ও আইজাবেলা, পঞ্চম চার্লস ও দ্বিতীয় ফিলিপের সময় স্পেনের লোকেরা যেরূপ সৌভাগ্যশালী হয়, এমন আর কখন হয় নাই। মত ও বিশ্বাস বিষয়ে রাজার ও প্রজার এরূপ ঐকমত্য বোধ হয় আর কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দ্বিতীয় ফিলিপ প্রজাপীড়ক অত্যাচারী হইয়াও যে তাঁহার প্রজাবর্গের অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ এই, ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার সহিত তাঁহার প্রজাবর্গের কোন মতভেদ ছিল না। তিনি বহুকাল ধর্ম্মযুদ্ধে অতিবাহিত করেন; তাঁহার আদেশানুসারে সহস্র সহস্র বিধর্ম্মীর প্রাণ নাশ করা হয়; বিধর্ম্মীদিগের উপর রাজত্ব করা অপেক্ষা আদৌ রাজত্ব না করা ভাল এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল; তাঁহারই যত্নে লুথারকৃত সংস্কৃত ধর্ম্ম স্পেনরাজ্যে প্রবেশ করিতে পায় নাই। তিনি যে ইউরোপ খণ্ডে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিবার ইচ্ছা করিয়া

ছিলেন এবং ইংলণ্ডের আক্রমণ মানসে বিখ্যাত "আরমেডা" অর্থাৎ রণতরী তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, রাজ্যলোভ বা ধনলোভ তাহার প্রধান কারণ নহে, আনুষঙ্গিক কারণ মাত্র। যাহাতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রচার না হয়, যাহাতে ক্যাথলিক ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যাহাতে ধর্ম্মযাজকদিগের গৌরব বৃদ্ধি হয়, এই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। একে স্পেনদেশীয় লোকেরা বিজাতীয় রাজভক্ত, তাহাতে আবার রাজা যখন তাহাদের মতের ও বিশ্বাসের অনুগামী হইয়াছিলেন, তখন সহস্র অত্যাচার সত্ত্বেও যে তাহারা তাঁহাকে ভক্তি করিবে, তাহা বিচিত্র নহে। আবার দেখ বুর্বনবংশীয় রাজা তৃতীয় চার্লস্ সাধারণপ্রজা ও যাজকগণের অপেক্ষা অনেক উন্নতমনা ছিলেন। সুতরাং তিনি নানা বিষয়ে যে উন্নতি সম্পাদন করিয়াছিলেন লোকে তাহার মর্ম্মগ্রহে সমর্থ হয় নাই। তিনি অতি ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার মতের বিরুদ্ধ আচরণ করিতে সাহসী হয় নাই। এই কারণে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, তিনি ও তাঁহার বংশীয় রাজগণ স্পেনে প্রায় ৯০ বৎসরে যে অপূর্ব্ব উন্নতি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা পাঁচ বৎসরের মধ্যে উন্মূলিত হয়। যে যাজকগণের উৎপাতে প্রজাগণ আলাতন হইয়াছিল, তাহাদের ক্ষমতা পুনরায় অপরিসীম হইয়া উঠিল; যে ইন্কুইজিসন্ নামক বিচার সভার নাম স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে শিরাতে শোণিত দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়, তাহা পুনরুজ্জীবিত হইল; লোকে দ্বিরুক্তি মাত্র করিল না, তাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত অনুমোদন করিল। এখন পাঠক বুঝিতে পারিলেন অসাময়িক সংস্কার চেষ্টা কেমন বিড়ম্বনার বিষয়।

আর এক প্রমাণ দেখ ষোড়শ শতাব্দীতে লুথারকৃত সংস্কৃত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম জর্ম্মণী, ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত হয়। কিন্তু স্পেনরাজ্যে যখন সংস্কারকগণ উক্ত ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন কি হইল? অভীষ্ট লাভ করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের অসাময়িক সংস্কার চেষ্টা নিবন্ধন লোকের যে কি পর্য্যন্ত দুর্গতি হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় ব্যথিত হয়। সে দুঃখের কথা লিখিয়া প্রস্তাব বাহুল্য করিবার প্রয়োজন নাই। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সেই সময়ে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত হলাণ্ড ও বেলজিয়ম প্রদেশে

প্রায় ৪০,০০০ লোকের প্রাণ নাশ করেন। স্পেনের লোকেরা পূর্ব্বেও ক্যাথলিক ধর্ম্মাক্রান্ত ছিল, এখনও আছে, পরেও যে কত কাল থাকিবে, তাহার স্থিরতা নাই, মধ্য হইতে কত লোকের কত যন্ত্রণা ও কত নির্দ্দোষীর প্রাণনাশ হইয়া গেল! অপরিণামদর্শী সংস্কারক হইতে লোকের এইরূপ মহৎ অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া বোধ হয় হস্তপদ সঙ্কুচিত করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা শ্রেয়, তথাপি অসময়ে সংস্কার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে। ফলতঃ দুর্ভিক্ষ, মারিভয়, জলপ্লাবন, অগ্ন্যুৎপাত, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি যেমন মনুষ্যের পরম শত্রু, অসাময়িক সংস্কার চেষ্টাও সেইরূপ শত্রু।

যাঁহারা বলেন লুথারের অভ্যুদয় না হইলে ইউরোপে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত হইত না, তাঁহাদের পক্ষে স্পেনের ইতিহাস বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত। লুথার যে সময়ে জীবিত ছিলেন, তখন জর্ম্মণি ও স্পেন একই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অথচ তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম ঐ রাজ্যের এক অংশে গৃহীত ও অপর অংশে পরিত্যক্ত হইল—ইংলণ্ডে প্রচারিত ও আয়র্লাণ্ডে অগ্রাহ্য হইল। ইহার কারণ কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জ্ঞানের চর্চ্চা বাহুল্যই উপধর্ম্মবিনাশের এক মাত্র উপায়। জর্ম্মণী ও ইংলণ্ডের লোকের মন বিজ্ঞানশাস্ত্রাদির সমধিক আলোচনায় মার্জ্জিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা নূতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিল; স্পেন ও আয়র্লাণ্ডে ঐরূপ জ্ঞান চর্চ্চা হয় নাই, সেই জন্য ঐ প্রদেশস্থ লোকেরা ঐ সংস্কৃত ধর্ম্ম গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইল। সহস্র লুথারের যুগপৎ অভ্যুদয় হইলেও ইহার অন্যথাচরণ হইত না; যদি বা হইত তাহা কখনই স্থায়ী হইত না। চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও গুরু নানক প্রতিষ্ঠিত শিখ ধর্ম্মের ন্যায় উহা অনতিবিলম্বেই উপধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইত। সর্ব্বপ্রথমে মধুসূদন গুপ্ত মেডিকেল কালেজে শব ব্যবচ্ছেদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার কিছুকাল পরেই যে, লোকে তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিল, তাহার কারণ এই, পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাবে সেই সময়ে কিম্বা তাহার অনতিবিলম্বে লোকের মন অনেকটা কুসংস্কার বিবর্জ্জিত হইয়াছিল, নচেৎ তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধ ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে কখনই সাহসী হইতেন না। যদি মধুসূদন গুপ্ত জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলেও ঐ উন্নতির স্রোত কখন অবরুদ্ধ থাকিত না।

তিনি যে বলে বলীয়ান হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অন্য লোক যে সে বলে বলীয়ান হইত না, তাহার প্রমাণ কি? ফলতঃ লোকে যখন যে বিষয়ের অভাব অনুভব করে, ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখা যায় যে সে অভাব উপযুক্ত সময়ে নিশ্চয়ই দুরীভূত হইয়া থাকে (৭)। পরিণামদর্শী সংস্কারকগণ দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া কার্য্য করেন বলিয়া ঐ অভাব অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণ হয়, নচেৎ দশ বৎসরের কার্য্য পঞ্চাশৎ বৎসরেও সম্পন্ন হয় না। বারুদে অগ্নি সংযুক্ত হইলে তাহা যেমন নিশ্চয়ই প্রজ্বলিত হয়, জল যেমন নিম্ন দিকেই গমন করে, বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রভাবে কুসংস্কার সেইরূপ তিরোহিত হয়। মধুসূদন গুপ্ত জন্মগ্রহণ না করিলে তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্পাদিত হইতে হয় ত কিছু বিলম্ব হইত। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বিলম্বে কার্য্য আরো সুচারুরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে লুথার যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন, আর সামান্য মূর্খ লোকদিগকে যদি ক্যাথলিক ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দেওয়া না হইত, তাহা হইলে ঐ ধর্ম্ম আরো প্রগাঢ়রূপে পরিশোধিত এবং সত্য আরো সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইত (৮)। মধুসূদন গুপ্তের অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্বন্ধেও আমরা সেইরূপ বলিতে পারি।

---

(৭) " We have already seen in various signal instances, that the chief progress of each period, and even of each generation was a necessary result of the immidiately preceding state ; so that the men of genius, to whom such progression has been too exclusively attributed, are essentially only the proper organs of a predetermined movement which would in their absence, have found other issues. We find a verification of this in history, which shows that various eminent men were ready to make the same great discovery at the same time, while the discovery required only one organ. " Camte's Positive Philosophy, Martineau's Translation Vol II P. 86

(৮) কল্পদ্রুম তৃতীয় সংখ্যা ১৩৭ পৃষ্ঠা দেখ। " + × + Learned Protestants of Germany have even belived, that the overthrow of popish error and establishment of purer truth would have been brought about more equally and profoundly, if Luther had never lived, and the passions of the vulgar had never been stimulated against the externals of Romanism. " Newman's. " Phases of Faith."

এস্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক হইল। কেহ কেহ বলেন যে "নূতন সংস্কারকদিগের অভ্যুদয় নিবন্ধন কখন কখন প্রচলিত কুসংস্কার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়ীভূত হয়। কিন্তু যখন দ্বিতীয় বার সেই সংস্কারের চেষ্টা হয়, তখন পূর্ব্বে একবার আন্দোলন হইয়াছিল বলিয়া বিংশতি বৎসরের কাজ দশ বৎসরে সম্পন্ন হয়।" এ কথাটী মন্দ নয়!! অসাময়িক সংস্কার চেষ্টা নিবন্ধন আপাততঃ লোকের যত কষ্ট হয় হউক ক্ষতি নাই। লোকে উন্নতির নামে অধোগতিকে প্রাপ্ত হয় হউক, অগ্রসর না হইয়া পশ্চাদ্গমন করে করুক, পৃথিবী রক্তস্রোতে প্লাবিত হয় হউক, ক্ষতি নাই; কেন না দ্বিতীয় বার যখন সংস্কার চেষ্টা হইবে, তখন বিংশতি বৎসরের কাজ দশবৎসরে সম্পন্ন হইবে!! অনেক সময় তাহা ঘটিয়া উঠে না। যে বালক পাটীগণিত বীজগণিত ও জ্যামিতি শিক্ষা করে নাই, তাহাকে যদি জ্যোতিষ শিখাইবার জন্য প্রয়াস পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ যত্ন ও প্রয়াস নিশ্চয়ই বিফল হইবে। যতবার এরূপ চেষ্টা করা যাইবে, ততবারই উহা বিফল হইবে। প্রত্যুত, জ্যোতিষের প্রতি ঐ বালকের এমনি অশ্রদ্ধা ও বিরক্তি জন্মিবে যে উহার নাম শুনিবামাত্রেই সে জ্বলিয়া উঠিবে। সংস্কার বিষয়ে ঠিক সেইরূপ। যে বিষয়ে সংস্কার আবশ্যক বলিয়া বোধ হইবে, সে বিষয়ে যদি লোকের মন সসজ্জ না হয়, তাহা হইলে তুমি হাজার কেন সংস্কারের চেষ্টা কর না, উপরি উক্ত বালকের জ্যোতিষ শিক্ষার ন্যায় তাহা নিষ্ফল হইবে সন্দেহ নাই। প্রথম সংস্কার চেষ্টার কালে যে কারণে কুসংস্কার পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল, দ্বিতীয় বার যদি সেই কারণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে উভয় সময়েই যে সমান ফল ফলিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব প্রথমবার যে উদ্যম নিষ্ফল হইল, দ্বিতীয়বার যে তাহা নিশ্চয়ই সফল হইবে, এ কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। প্রথমবার সংস্কার চেষ্টার সময় লোকের জ্ঞান ও বুদ্ধি যেরূপ ছিল, দ্বিতীয় বার চেষ্টার কালে যদি উহা অপেক্ষা উন্নত হইয়া থাকে, তাহা হইলেই শেষ চেষ্টা অধিক ফলোপধায়ী হইবে, নচেৎ নহে। লোকের জ্ঞান ও বুদ্ধি উন্নত এবং মনের ভাব পরিবর্ত্তিত না হইতে হইতে তুমি যতবার সংস্কার চেষ্টা করিবে, ততবারই ঐ চেষ্টা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিবে। প্রথমে তাহাদের কুসংস্কার যেরূপ দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল, দ্বিতীয়

বারেও ঠিক সেইরূপ হইবে। স্পেনের ইতিহাস এই বাক্যেরও যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে। ইংলণ্ড অপেক্ষা স্পেনে অগ্রে সভ্যতার চর্চ্চা হয় এবং ঐ সভ্যতার উন্নতির জন্য সময়ে সময়ে যত্নের ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে জ্ঞানালোচনা না হওয়াতে প্রত্যেক বারে ঐ চেষ্টা বিফল হইয়াছে। স্পেন কোথায় পড়িয়া আছে, আর ইউরোপের মধ্যে ইংলণ্ড প্রথম শ্রেণীভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

আমরা জানি রক্তবর্ণ বস্ত্র দেখিলে বৃষেরা যেমন ক্ষিপ্তপ্রায় হয়, সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলে আমাদের যুবা সংস্কারকগণ সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু আমরা যে মতের সমর্থন করিতেছি, বর্ত্তমান সময়ের চিন্তাশীল গ্রন্থকারেরা প্রায় সকলেই তাহার পোষকতা করিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে বকল যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং নিম্নে আরো কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল (৯)। অসময়ের সংস্কার

(৯) আমরা স্পেনের ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহা বকল্ কৃত ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিবৃত্ত নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ মধ্যে তিনি অনেক স্থলে আমাদের মতের পোষকতা করিয়াছেন আমাদের পাঠকগণকে আমরা অনুরোধ করি তাঁহারা যেন অন্ততঃ ঐ গ্রন্থের স্পেন বিষয়ক অধ্যায়টী পুনরায় পাঠ করেন। ঐ অধ্যায় হইতে আমরা আর কয়েকটা পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম —"The only remedy for superstition is knowledge. Nothing else can wipe out that plague spot of the human mind. Without it, the leper remains unwashed, and the slave unfreed. It is to a knowledge of the laws and relations of things, that European civilization is owing; but it is precisely this in which Spain has always been deficient. And until that deficiency is remedied, until science with her bold and inquisitive spirit has established her right to investigate all subjects, after her own fashion, and according to her own method, we may be assured that in Spain, neither literature, nor universities, nor legislators, nor reformers of any kind, will ever be able to rescue the people from that helpless and benighted condition into which the course of affairs has plunged them, That no great political improvement, however plausible or attractive it may appear, can be productive of lasting benifit, unless it is precided by a change in public opinion, and that every change of public opinion is preceded by changes in knowledge, are propositions

চেষ্টা করিলে যে তাহাতে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হয়, ইহা হার্বার্ট স্পেনসর মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন (১০)। কি রাজনীতি কি বিজ্ঞানশাস্ত্র, যে

---

which all history verifies, but which are particularly obvious in the history of Spain. " Buckle's History of Civilization, New Edition Vol. II P 582–583.

(১০) " During each stage of evolution, men must think in such terms of thought as they possess. While all the conspicuous changes of which they can observe the origin have men and animals as antecedents, they are unable to think of antecedents in general under any other shapes ; and hence creative agencies are of necessity conceived by them in these shapes. If during this phase, these concrete conceptions were taken from them, and the attempt made to give them comparatively abstract conceptions the result would be to leave their minds with none at all ; since the substituted ones could not be mentally represented. Similarly with every successive stage of religious belief, down to the last. Though, as accumulating experiences slowly modify the earliest ideas of causal personalities, there grow up more general and vague ideas of them ; yet these cannot be at once replaced by others still more general and vague. Further experiences must supply the needful further abstractions, before the mental void left by the destruction of such inferior ideas can be filled by ideas of a superior order. And at the present time, the refusal to abandon a relatively concrete notion for a relatively abstract one, implies the inability to frame the relatively abstract one ; and so proves that the change would be premature and injurious. Still more clearly shall we see the injuriousness of any such premature change, on observing that the effects of a belief upon conduct must be diminished in proportion as the vividness with which it is realized becomes less. * * Forms of religion, like forms of Government, must be fit for these who live under them ; and in the one case as in the other, that form which is fittest is that for which there is an instinctive preference. As certainly as a barbarous race needs a harsh terrestrial rule, and habitually shows attachment to a despotism capable of the necessary vigour ; so certainly does such a race need a belief in a celestial rule that is similarly harsh, and habitually shows attachment to such a belief.

কোন বিষয়ই হউক, উপযুক্ত সময়ে কার্য্য না করিলে যে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অগষ্ট কম্‌ট তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন (১১)। লোকের মত ও বিশ্বাসের পরিবর্ত্তনই যে সকল উন্নতির মূল, জন ষ্টুয়ার্ট মিল এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিয়াছেন (১২)।

And just in the same way that the sudden substitution of free institutions for tyrannical ones; is sure to be followed by a reaction ; so, if a creed ful of dreadful ideal penalties is all at once replaced by one presenting ideal penalties that are comparatively gentle, there will inevitably be a return to some modification of the old belief. The parallelism holds yet further. During those early stages in which there is an extreme incongruity between the relatively best and the absolutely best, both political and religious changes, when at rare entervals they occur, are necessarily violent and necessarily entail violent retrogressions. But as the incongruity between that which is that which should be, diminishes, the changes become more moderate, and are succeeded by more moderate retrogressions." Herbert Spencer's First Principles. Third Edition P. 116, 117 119.

(১১) "It has been sensibly remarked by Fergusson, that even the action of one nation upon another, whether by conquest or otherwise, though the mo... intense of all social forces, can effect merely such modific tions as are in accor a ce with its existing tendencies ; so that in fact, the action merely accele ates or extends a development which would have taken place without it. In politics, as i science. Opportuneness is always the main condition of all great and durable influence, whatever may be the personal value of the superior man to whom the multitude attribute social action of which he is merely the fortunate organ." Comte's Positive Philosophy Voll II. P. 93.

(১২) " Every considerable change historically known to us in the condition of any portion of mankind, when not brought about by [illegible]ernal force, has been preceded by a change of proportional extent, in the state of their knowledge or in their prevalent beliefs.* * Every con iderable advance in material civilization has been preceded by an advance in knowledge ; and when any great social change has came to pass, either in the way of gradual development or of sudden conflict, it has had for its precursor a great change in the opinions an modes of thinking of society.* * The order of human progression in all respect

এখন বোধ হয় পাঠকগণ স্বীকার করিবেন যে যুক্তি ও ইতিহাস যেমন আমাদের মতের সমর্থন করিতেছে, চিন্তাশীল উন্নতমনা গ্রন্থকারেরা তেমনি তাহার অনুমোদন করিতেছেন। ফলতঃ কি বহির্জগৎ কি অন্তর্জগৎ উপযুক্ত সময় না আসিলে কোন জগতেরই কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু সকল যথানিয়মে উপযুক্ত সময়ে পরিবর্ত্তিত হয়; উপযুক্ত সময়ে মনুষ্য কৌমার হইতে যৌবন, যৌবন হইতে প্রৌঢ়াবস্থা, প্রৌঢ়াবস্থা হইতে বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হয়; বৃক্ষ সকল সামান্য বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইয়া উপযুক্ত সময়ে প্রকাণ্ড কায় ধারণ করে; নদী সকল উত্তুঙ্গ শৈল হইতে রেখাকারে নিঃসৃত হইয়া কালে বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া সমুদ্রে গিয়া লীন হয়, যদি সকল কার্য্যেরই দেশ কাল পাত্র বিবেচনা রহিল, কেবল সংস্কার কার্য্যের দেশ কাল পাত্র বিবেচনা নাই, ইহা কি সম্ভাবিত? লার্ড ডেলহাউসি কতকগুলি প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই অনুরোধ করিয়া যান যে লোকে যেন পঞ্চাশৎ বৎসর অতীত না হইলে ঐ প্রস্তাবগুলি পাঠ না করেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, পঞ্চাশৎ বৎসর অতীত না হইলে লোকে ঐ প্রস্তাবগুলির মর্ম্মগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে না। ব্যবস্থাপকগণকেও ঐরূপ উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে, তবে কি কেবল সমাজ সংস্কারকদিগের পক্ষে কালাকাল বিচার করাই যত অনর্থের মূল? লোকে সত্যের মর্ম্মোবোধে সমর্থ হউক আর নাই হউক, আপাততঃ ঐ সত্য প্রচার করিলে লোকের ইষ্ট হইবে কি অনিষ্ট হইবে, এইরূপ চিন্তায় মস্তিষ্ক বিলোড়িত না করিয়া অন্ধের ন্যায় মূঢ়ের ন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই কি প্রকৃত সমাজ সংস্কারকের ধর্ম্ম? প্রত্যেক মনুষ্যের জ্ঞান ও বুদ্ধির উন্মেষ অনুসারে যেমন তাহাকে শিক্ষা দিতে হয় আবার মনুষ্য সমাজের অবস্থানুসারেও কি সেইরূপ শিক্ষার তারতম্য করা উচিত নহে? উনবিংশ শতাব্দীতে যেরূপে ও যে প্রণালীতে শিক্ষা দান করিতে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও কি সেইরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত? সময়ভেদে প্রচার প্রণালী ও কার্য্যশৃঙ্খলার কি কোন তারতম্য করা বিধেয় নহে? যুবা সংস্কারকগণ যদি ইহার অন্যথাচরণ করেন, তাহা হইলে ফল এই হইবে যে তাঁহারা প্রকৃতির

---

will mainly depend on the order of progression in the intellectual convictions of mankind, that is, on the law of the successive transformations of human opinions'' Mills Logic, Sixth Edition P. 522—523.

পরিবর্ত্তন কখনই করিতে পারিবেন না। অন্যান্য দেশের ইতিহাসে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার প্রতিচ্ছায়া ভারতবর্ষেও নিশ্চয় প্রতিফলিত হইবে।

সাংখ্যদর্শন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ক্ষণিকবিজ্ঞানাত্মবাদী বৌদ্ধ বিশেষের মত এই, প্রকৃত্যাদি অন্য বাহ্য বস্তু নাই, অতএব তদ্যোগে পুরুষের দুঃখ বন্ধ হওয়া সম্ভাবিত নয়, কেবল অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান নিবন্ধন বন্ধ সম্ভাবনা। সাংখ্য সূত্রকার এক্ষণে সেই মতের নিরাকরণ করিতেছেন।

নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ। ২০। সূ।

অপিশব্দঃ পূর্ব্বোক্তকালাদ্যপেক্ষয়া। অবিদ্যাতোঽপি ন সাক্ষাৎ বন্ধযোগঃ। অদ্বৈতবাদিনাং তেষামবিদ্যায়া অপি অবস্তুত্বেন তয়া বন্ধানৌচিত্যাৎ। নহি-স্বপ্নরজ্জ্বা বন্ধনং দৃষ্টমিত্যর্থঃ। ভা।

অবিদ্যা হইতেও পুরুষের দুঃখবন্ধ সম্ভাবিত নহে। অবিদ্যা বস্তু নয় অবস্তুদ্বারা পুরুষের বন্ধন হওয়া সঙ্গত হয় না। স্বপ্নদৃষ্ট রজ্জু দ্বারা বন্ধন হইয়াছে, ইহা কেহ কখন দেখেন নাই।

বস্তুত্বে সিদ্ধান্ত হানিঃ। ২১। সূ।

যদি বা বিদ্যায়াবস্তুত্বং স্বীক্রিয়তে তদা স্বাভ্যুপগতস্য অবিদ্যানৃতত্বস্য হানিরিত্যর্থঃ। ভা।

যদি অবিদ্যার বস্তুত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে তুমি স্বয়ং অবিদ্যাকে মিথ্যা পদার্থ বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছ, তাহার হানি হয়।

বিজাতীয়দ্বৈতাপত্তিশ্চ। ২২। সূ।

কিঞ্চ অবিদ্যায়া বস্তুত্বে ক্ষণিকবিজ্ঞানসন্তানাদ্বিজাতীয়ং দ্বৈতং প্রসজ্যেত। তচ্চ ভবতামনিষ্টমিত্যর্থঃ। সন্তানান্তঃপাতিব্যক্তীনামানন্ত্যাৎ সজাতীয় দ্বৈতমিষ্যত এবেত্যাশয়েন বিজাতীয়েতি বিশেষণং। ভা।

আর এক কথা এই, তুমি বল ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মা ভিন্ন আর কোন বস্তু নাই, কিন্তু অবিদ্যার বস্তুত্ব স্বীকার করিলে দ্বিতীয় বস্তু স্বীকাররূপ দ্বৈতাপত্তি দোষ ঘটিয়া উঠে।

বিরুদ্ধোভয়রূপা চেৎ। ২৩। সূ।

নন্থু বিরুদ্ধং যদুভয়ং সদসচ্চ সদসদ্বিলক্ষণং বা তদ্রূপৈব অবিদ্যা বক্তব্যা অতো ন তয়া পারমার্থিকদ্বৈতভঙ্গ ইতিচেদিত্যর্থঃ। স্বয়ংতু সদসত্বং প্রপঞ্চস্য যদ্বক্ষ্যতি তত্র সত্বাসত্বে ব্যক্তাব্যক্তত্বরূপত্বাদ্বিরুদ্ধে এব ন ভবতইতি সূচয়িতুং বিরুদ্ধপদোপাদানং। ভা।

ভাল এই কথা বলিব, অবিদ্যা বস্তু ও অবস্তু উভয় স্বরূপ অর্থাৎ সদসদাত্মক, তাহা হইলে দ্বৈতাপত্তি দোষ ঘটিবার শঙ্কা নাই, এই আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেনঃ—

ন তাদৃক্ পদার্থাপ্রতীতেঃ। ২৪। সূ।

সুগমং। অপিচ অবিদ্যায়াঃ সাক্ষাদেব দুঃখযোগাখ্যবন্ধহেতুত্বে জ্ঞানেন অবিদ্যাক্ষয়ানন্তরং প্রারব্ধভোগানুপপত্তিঃ। বন্ধপর্য্যায়স্য দুঃখভোগস্য কারণ নাশাদিতি। অস্মদাদিমতেতু নায়ং দোষঃ সংযোগদ্বারৈব অবিদ্যাকর্ম্মাদীনাং বন্ধহেতুত্বাৎ। জন্মাখ্যশ্চ সংযোগঃ প্রারব্ধসমাপ্তিং বিনা ন নশ্যতীতি। ভা।

এমন কোন পদার্থ নাই যে তাহা বস্তু ও অবস্তু উভয় স্বরূপ অর্থাৎ সদসদাত্মক এই বিরুদ্ধ গুণ বিশিষ্ট হয়।

পুনরায় এই আশঙ্কা করা হইতেছে।

ন বয়ং ষট্পদার্থবাদিনোবৈশেষিকাদিবৎ। ২৫। সূ।

নন্থু বৈশেষিকাদ্যাস্তিকবন্ন বয়ং ষট্ষোড়শাদিনিয়ত পদার্থবাদিনঃ। অতোহপ্রতীতোহপি সদসদাত্মকঃ সদসদ্বিলক্ষণোবা পদার্থোঽবিদ্যেত্যভ্যুপেয়মিতি ভাবঃ। ভা।

যদি বল আমরা বৈশেষিকাদি আস্তিকগণের ন্যায় নিয়ত ষট্ষোড়শাদি পদার্থবাদী নহি। অতএব সদসদাত্মক পদার্থ প্রসিদ্ধ না হইলেও আমাদিগের মতে এরূপ পদার্থ থাকা অসম্ভাবিত নয়। অবিদ্যা সেই পদার্থ।

সূত্রকার এই আশঙ্কার নিম্নলিখিতরূপে পরিহার করিতেছেন।

অনিয়তত্বেঽপি নাযৌক্তিকস্য সংগ্রহোঽন্যথা বালোন্মত্তাদিসমত্বং। ২৬। সূ।

পদার্থনিয়মোমাস্তু তথাপি ভাবাভাব বিরোধেন যুক্তিবিরুদ্ধস্য সদসদাত্মক পদার্থস্য সংগ্রহোভবদ্বচনমাত্রাৎ শিষ্যাণাং ন সম্ভবতি। অন্যথা বালকাদ্যুক্তস্যাপ্যযৌক্তিকস্য সংগ্রহঃ স্যাদিত্যর্থঃ। শ্রুত্যাদিকং চাস্মিন্নর্থে স্ফুটং নাস্তি যুক্তিবিরোধেন চ সন্দিগ্ধ শ্রুতেরর্থান্তরসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। ভা।

ভাল তোমাদিগের মতে নিয়ত পদার্থ না থাকুক, কিন্তু যুক্তিবিরুদ্ধ

পদার্থের সংগ্রহ হইতে পারে না, যুক্তিবিরুদ্ধ পদার্থের সংগ্রহ বালক ও উন্মত্তাদি বাক্যের তুল্য হইয়া উঠে।

আরো কতকগুলি নাস্তিক আছে, তাহারা বলে ক্ষণিক যে সকল বাহ্য বিষয় আছে, তাহার বাসনায় জীবের দুঃখ বন্ধ হয়! সূত্রকার এ মতকেও দূষিতেছেন।

নানাদিবিষয়োপরাগনিমিত্তকোঽপ্যস্য। ২৭। সূ।

অস্যাত্মনঃ প্রবাহরূপেণ অনাদির্যা বিষয় বাসনা তন্নিমিত্তকোঽপি বন্ধো ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। ভা।

অনাদি বিষয় বাসনানিবন্ধনও জীবের দুঃখ বন্ধ সম্ভাবিত নয়। তাহার কারণ এই:—

ন বাহ্যাভ্যন্তরয়োরুপরঞ্জ্যোপরঞ্জকভাবোঽপি দেশব্যবধানাৎ স্রুঘ্নস্থ পাটলিপুত্রস্থয়োরিব। ২৮। সূ।

তন্মতে পরিচ্ছিন্নোদেহান্তস্থএবাত্মা তস্যাভ্যন্তরস্য ন বাহ্যবিষয়েণ সহ উপরঞ্জ্যোপরঞ্জকভাবোঽপি সম্ভবতি। কুতঃ স্রুঘ্নস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব দেশব্যবধানাদিত্যর্থঃ। সংযোগে সত্যেব হি বাসনার্থউপরাগোদৃষ্টঃ। যথা মঞ্জিষ্ঠাবস্ত্রয়োঃ যথা বা পুষ্পস্ফটিকয়োরিতি। অপিশব্দেন স্বমতেঽপি সংযোগাভাবাদিঃ সমুচ্চীয়তে। স্রুঘ্ন পাটলিপুত্রৌ বিপ্রকৃষ্টৌ দেশবিশেষৌ। ভা।

স্রুঘ্ন ও পাটলিপুত্র নামে দুটী দেশ, ইহারা পরস্পর দূরবর্ত্তী। এই পরস্পর দূরবর্ত্তী দেশদ্বয়ের যেমন উপরঞ্জ্য উপরঞ্জক ভাব সম্ভাবিত নয়, তেমনি দেহের অভ্যন্তরস্থ আত্মার বাহ্য বিষয়ের সহিত উপরঞ্জ্য উপরঞ্জক ভাব সম্ভাবিত নয়। যেখানে সংযোগ সম্বন্ধ থাকে, সেইখানেই উপরঞ্জ্য উপরঞ্জক ভাব সম্ভাবিত হয়। যেমন মঞ্জিষ্ঠারঙ্গের যোগে বস্ত্রের কিম্বা স্ফটিকযোগে পুষ্পের উপরঞ্জ্য উপরঞ্জক ভাব হয়। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, বাহ্য বিষয় বাসনা দ্বারা অন্তরস্থ আত্মার দুঃখ বন্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

মনুসংহিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যদেতৎ পরিসংখ্যাতমাদাবেব চতুর্যুগং।
এতদ্দ্বাদশসাহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে। ৭১ ॥

সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ লইয়া বার হাজার বৎসরে মানুষের যে চারি যুগের কথা বলা হইল, মানুষের সেই চারি যুগে দেবতার এক যুগ।

দৈবিকানাং যুগানান্তু সহস্রং পরিসংখ্যয়া।
ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিরেব চ। ৭২ ॥

দেবতাদিগের সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং ঐ সহস্র যুগে এক রাত্রি।

তদ্বৈ যুগসহস্রান্তং ব্রাহ্মং পুণ্যমহর্বিদুঃ।
রাত্রিঞ্চ তাবতীমেব তেঽহোরাত্রবিদোজনাঃ। ৭৩ ॥

যুগসহস্রপরিমিত পুণ্য ব্রাহ্ম দিন ও যুগসহস্রপরিমিত পুণ্য ব্রাহ্ম রাত্রি যাহারা জানেন, তাঁহারা অহোরাত্রবেত্তা। এ শ্লোকটী স্তুত্যর্থ। ব্রাহ্মদিন ও ব্রাহ্মরাত্রি জ্ঞানে পুণ্য হয়, ইহা জানাইবার নিমিত্তই এ শ্লোকের আরম্ভ।

তস্য সোঽহর্নিশস্যান্তে প্রসুপ্তঃ প্রতিবুধ্যতে।
প্রতিবুদ্ধশ্চ সৃজতি মনঃ সদসদাত্মকং। ৭৪ ॥

ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্ত স্বীয় অহোরাত্রের অবসানে জাগরিত হন এবং মনকে সৃষ্টিকার্য্যে নিযোজিত করেন।

মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া।
আকাশং জায়তে তস্মাৎ তস্য শব্দং গুণং বিদুঃ। ৭৫ ॥

পরমাত্মার সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে মন সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহা হইতে আকাশ জন্মে। আকাশের গুণ শব্দ।

আকাশাত্তু বিকুর্ব্বাণাৎ সর্ব্বগন্ধবহঃ শুচিঃ।
বলবান্ জায়তে বায়ুঃ সবৈ স্পর্শগুণোমতঃ। ৭৬।

আকাশ হইতে সর্ব্বগন্ধ বহ নির্ম্মল বলবান্ বায়ু জন্মে, তাহার গুণ স্পর্শ।

বায়োরপি বিকুর্ব্বাণাৎ বিরোচিষ্ণু তমোনুদং।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে ভাস্বৎ তদ্রূপগুণমুচ্যতে। ৭৭ ॥

বায়ু হইতে তমোনাশক শোভমান অগ্নি উৎপন্ন হয়। তাহার গুণ রূপ।

জ্যোতিষশ্চ বিকুর্ব্বাণাৎ আপোরসগুণাঃ স্মৃতাঃ।
অদ্ভ্যোগন্ধগুণাভূমিরিত্যেষা সৃষ্টিরাদিতঃ। ৭৮ ॥

অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হয়, তাহার গুণ রস। জল হইতে পৃথিবী হয়, তাহার গুণ গন্ধ।

যৎপ্রাকদ্বাদশসাহস্রমুদিতং দৈবিকং যুগং।
তদেকসপ্ততিগুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে। ৭৯ ॥

বার হাজার বৎসরে মানুষের চারি যুগে দেবতাদিগের যে এক যুগ হয়, তাহার একাত্তর যুগে এক মন্বন্তর হয়। উহাই এক এক মনুর সৃষ্টি প্রভৃতির অধিকার কাল।

মন্বন্তরাণ্যসংখ্যানি সর্গঃ সংহারএবচ।
ক্রীড়ন্নিবৈতৎ কুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃ পুনঃ। ৮০ ॥

মন্বন্তর যে কত আছে তাহার সংখ্যা নাই, সৃষ্টি ও প্রলয়েরও সংখ্যা নাই, প্রজাপতি এ সকল যেন খেলা করিতে করিতে করিয়া থাকেন। পুরাণে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর পরিগণিত হইয়াছে বটে কিন্তু কতবার সৃষ্টি ও কতবার প্রলয় হয়,তাহার সংখ্যা না থাকাতে মন্বন্তর অসংখ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

চতুষ্পাৎ সকলোধর্ম্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতে যুগে।
নাধর্ম্মেণাগমঃ কশ্চিন্মনুষ্যান্ প্রতিবর্ত্ততে। ৮১ ॥

সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ অর্থাৎ সম্পূর্ণ এবং সত্য প্রধান, শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া কেহ ধন বা বিদ্যাদি উপার্জ্জন করে না। ধর্ম্মকে বৃষরূপ করিয়া বর্ণন করা হয়, এই নিমিত্ত চতুষ্পাদ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

ইতরেষ্বাগমাৎ ধর্ম্মঃ পাদশস্ত্ববরোপিতঃ।
চৌরিকানৃতমায়াভির্ধর্ম্মশ্চাপৈতি পাদশঃ। ৮২ ॥

ত্রেতাদি যুগে চৌর্য্য মিথ্যা ছলনাদি প্রভৃতি কারণে ধর্ম্ম এক এক পাদ হীন হয়।

অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ। ৮৩ ॥

সত্য যুগে মানুষের আয়ু চারি শত বৎসর। ত্রেতাদিতে ক্রমে এক এক পাদ আয়ুর হ্রাস হয়। সত্যযুগে মানুষের রোগ থাকে না এবং সকল অভিলাষ পূর্ণ হয়।

বেদোক্তমায়ুর্মর্ত্ত্যানামাশিষশ্চৈব কর্ম্মণাং।
ফলন্ত্যনুযুগং লোকে প্রভাবশ্চ শরীরিণাং। ৮৪ ॥

মানুষের বেদোক্ত আয়ু, কর্ম্মের ফল এবং ব্রাহ্মণাদির শাপ দিবার ও অনুগ্রহ করিবার ক্ষমতা যুগানুরূপে ফলিয়া থাকে।

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ। ৮৫।

সত্য যুগে ধর্ম্ম এক প্রকার, ত্রেতায় অন্য এক প্রকার, দ্বাপরে অন্য প্রকার এবং কলিযুগে আর এক প্রকার, যুগ হ্রাসানুরূপ ধর্ম্মবৈলক্ষণ্য হয়।

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দ্দানমেকং কলৌ যুগে। ৮৬ ॥

সত্যযুগে তপস্যা প্রধান ; ত্রেতায় জ্ঞান ; দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিযুগে দান।

সর্ব্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং সমহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ। ৮৭ ॥

সেই মহাতেজা প্রজাপতি এই সমুদায় সৃষ্টির রক্ষার্থে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের পৃথক কর্ম্ম কল্পনা করিলেন।

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ। ৮৮ ॥

অধ্যাপন অধ্যয়ন যজন যাজন দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্ম ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট হইল।

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ। ৮৯

প্রজারক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং স্রক্‌চন্দন বনিতাদিতে অনাসক্তি, ক্ষত্রিয়ের এই পাঁচটী কর্ম্ম।

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ। ৯০ ॥

পশুরক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, স্থলজলাদিতে বাণিজ্য, সুদ লওয়া ও কৃষিকার্য্য, বৈশ্যের এই সাতটী কর্ম্ম কল্পিত হইয়াছে।

একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া। ৯১ ॥

ব্রহ্মা শূদ্রের এক মাত্র কর্ম্মের আদেশ করিলেন। সে কর্ম্মটী এই যে শূদ্র দ্বেষ না করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা করিবে। শূদ্রের এইটীই প্রধান কর্ম্ম, অন্য কর্ম্মে অধিকার নাই এরূপ নয়।

কল্পদ্রুম।

কল্পদ্রুম প্রচারের বিলম্ব কারণ।

কল্পদ্রুম সোমপ্রকাশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। যেথানে ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ আছে, সেখানে একের প্রাণ বিয়োগ অপরের যে কিপ্রকার বিপত্তি সহৃদয় পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। সোমপ্রকাশের মৃত্যু হওয়াতে এই বিলম্ব ঘটিয়াছে। তদ্ভিন্ন আরো দুটী প্রতিবন্ধক হয়। তন্মধ্যে সম্পাদকের পীড়া প্রধান। বিঘ্ননাশনের কৃপায় সে দুটীর শান্তি হইয়াছে। সোমপ্রকাশের বিয়োগজনিত যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহারও উপশম হইয়াছে। এখন যদি জগদীশ্বর প্রসন্ন হন, সম্পাদকের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, কল্পদ্রুম পূর্ব্ববৎ নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে। এখন কেবল গ্রাহকগণের উৎসাহদান অপেক্ষিত। এখন আর প্রিয়তম সোমপ্রকাশ নাই, এখন কল্পদ্রুমই সম্পাদকের আদরের ধন হইয়াছে। পূর্ব্বে সম্পাদকের সময়ের ও পরিশ্রমের উভয়ে অংশী ছিল, এখন একমাত্র কল্পদ্রুমই অংশী হইল। এখন সম্পাদক নিশ্চিন্ত মনে কল্পদ্রুমেরই কার্য্য করিবেন। অতএব ইহার কার্য্য নিয়মিতরূপে সম্পাদিত হইবারই সম্ভাবনা, তবে সমুদায়ই জগদীশ্বরের হাত। উপসংহারে গ্রাহকগণের নিকট বিনীত অনুরোধ এই, তাঁহারা কল্পদ্রুম মূলে উৎসাহবারি সেচন করুন। যাঁহার নিকটে ইহার মূল্য পড়িয়া আছে, তিনি সত্বর পাঠাইয়া দিয়া অনুগৃহীত করুন এবং গ্রাহকগণ নিজ নিজ বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়গণকে ইহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা পাইয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন।

—o—

অযোগ্য পাত্রে কন্যা দান।

অযোগ্য পাত্রে কন্যাদান বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যের একটী প্রধান কারণ হইয়াছে। এখানকার ভূমি অতি উর্ব্বরা। যেখানে যে শস্য উৎপাদন করিবার ইচ্ছা কর, কিঞ্চিৎ পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিলেই স্বচ্ছন্দে উৎপাদন করিতে পার।

বঙ্গদেশের এই গুণ দেখিয়াই বোধ হয় আভিধানিকেরা " সর্ব্বশস্যসম্পন্ন ভূমিকে উর্ব্বরা কহে "(১) এই লক্ষণ করিয়াছেন। অনেকগুলি নদ নদী থাকাতে বাণিজ্যের পক্ষেও ইহার বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। অন্যদেশীয়েরা বহুল পরিমাণে বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদন ও নীল রেশম প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা সংগ্রহ করিতেছেন এবং কিয়ৎকাল এখানে বাস করিয়া বিপুল ধনশালী হইয়া স্বদেশে যাইতেছেন। কিন্তু যাহাদিগের এদেশে জন্ম কর্ম্ম, যাঁহারা এই বাণিজ্যোপযোগী রত্নপ্রসূ সর্ব্বসুখাস্পদ ভূমিতে চির জীবন ক্ষেপণ করিতেছেন, তাঁহারা হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন এবং বিদেশীয়ের দাস্যবৃত্তি করিয়া কথঞ্চিৎ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন! পাঠক! এতদ্দ্বারা কি বঙ্গদেশীয়দিগের অপদার্থতার পরিচয় হইতেছে না? আমরা যদি কিঞ্চিৎ বুদ্ধি চালনা করিয়া দেখি, আমরা কি বুঝিতে পারি না যে আমাদিগের তুল্য অপদার্থ আর নাই? বুদ্ধিমান সুবিবেচক পাঠক! আপনারা সরল ভাবে বলুন দেখি, যখন আমরা এই বিষয়টির গাঢ়তর আলোচনা করিতে বসি, তখন কি আমাদিগের জীবনে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয় না? এ অপদার্থতার কারণ কি? অযোগ্যপাত্রে কন্যাদান প্রথা ইহার এক মাত্র না হউক, প্রধানতম কারণ সন্দেহ নাই। ফুল না ঘুচিতে ঘুচিতে বিবাহ হইয়া যায়। পিতামাতার মনে বড় আহ্লাদ দুই হাত এক হইল, ছেলের সংস্থান হইয়া গেল! কিন্তু ছেলের ও বৌয়ের অন্নসংস্থানের যে কি হইল তাহা একবার ভাবেন না। ছেলের দুটাকা আনিবার ক্ষমতা না হইতে হইতে তিনি চৌদ্দ বুড়ী ছেলে মেয়ের বাপ হইয়া বসিলেন, ওদিকে তাঁহার প্রধান অবলম্বন যে পিতা মাতা ছিলেন, তাঁহারা বৈতরণী পার হইলেন। তখন সেই চৌদ্দবুড়ি ছেলে মেয়ের বাপ ছেলে বিষম বিব্রত। তাঁহার দশ টাকা আনিবার ক্ষমতা নাই। তিনি কিরূপে ছেলে মেয়ে প্রতিপালন করিবেন, কিরূপেই বা তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইবেন ভাবিয়া অস্থির হইলেন, শেষে অপরকে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিলেন। বঙ্গদেশীয়দিগের যে চিরপ্রসিদ্ধ দানশক্তি ও দয়াবৃত্তি আছে, তিনি ক্রমে তাহাকে শুষ্ক করিয়া তুলিলেন। ভিক্ষায় কি হয়? লোককে কেবল জ্বালাতন করা সার হয়। নীতিশাস্ত্রকারেরা বলেন বাণিজ্যে লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ শুভ দৃষ্টি, কৃষিকার্য্যে তাহার

(১) উর্ব্বরা সর্ব্বশস্যাঢ্যা। অমরকোষঃ।

অর্দ্ধেক, রাজসেবায় তাহার অর্দ্ধ, ভিক্ষায় কিছুই নয় কিছুই নয় (২)। পাঠক ত দেখিতেই পাইতেছেন, ভিক্ষায় সংগ্রহ করিয়া উদরান্নের সংস্থান হওয়াই ভার, সেই অন্নে ছেলেপুলের লেখাপড়া কিরূপে সম্ভবিবে? সুতরাং ছেলে গুলি লেখাপড়ার অভাবে গণ্ডমূর্খ ও ঘোরতর অপদার্থ হইয়া অপদার্থ দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তুলে। বঙ্গদেশ এইরূপে ক্রমে অপদার্থ দলে পরিপূরিত হইয়া উঠিতেছে। যে দেশে এত অপদার্থ, সে দেশ যে সৌভাগ্য সম্পদবিহীন হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? আমরা এত নির্ব্বীর্য্য কেন? পাঠক যদি সে কারণের অনুসন্ধান করেন, অযোগ্যপাত্রে কন্যাদান প্রথাতেই তাহা দেখিতে পাইবেন। যে গৃহস্থ ভিক্ষাজীবী হইল, তাহার সন্তান সন্ততির যথাবিধি ভরণপোষণ সামর্থ্য কি? শিশুরা যদি সময়ে আহার না পাইল, তাহাদিগের শরীরপুষ্টি ও বলবীর্য্য বৃদ্ধি হইয়া বলবান পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইবার সম্ভাবনা কি? ক্রমে তাহাদিগের শরীর ক্ষয় হইতে লাগিল। সেই অনাহার, অপর্য্যাপ্ত আহার বা কদর্য্য আহার দেহপোষক ধাতু মেদ মজ্জা ও অস্থিকে শুষ্ক করিয়া তাহাদিগের জীবনকালকে হ্রস্ব করিয়া আনিল। অতএব অযোগ্য পাত্রে কন্যাদান কেবল আমাদিগের নির্ব্বীর্য্যতার নয়, অকাল মৃত্যুরও এক নিদান। অকাল মৃত্যুর প্রভাবে বঙ্গদেশের অনেক প্রধান ও গণ্ডগ্রাম নির্জ্জন অরণ্যপ্রায় হইয়াছে এবং অনেক গ্রাম তিন ভাগ বা দুই ভাগ লোক শূন্য হইয়াছে। আমরা প্রামাণিক লোক মুখে শুনিয়াছি, উলা (বীরনগর) বঙ্গদেশের মধ্যে একটী প্রধান গণ্ডগ্রাম, ম্যালেরিয়ার পূর্ব্বে সেখানে ২৫।২৬ হাজার মানুষ ছিল, এখন ৫।৬ হাজারে ঠেকিয়াছে। সূতিকাগৃহে যে অসংখ্য শিশুর মৃত্যু হয়, উহা একটী অন্যতর প্রধানতম প্রমাণ। ভাল রূপ আহার বিহার, ভাল স্থানে ও ভাল গৃহে বাস ও পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন না করিলে শরীর নীরোগ থাকিয়া যে বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ট হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ। যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ চিন্তাশীলতা আছে, তাঁহারা অহরহঃ ইহা দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন। যাহার শরীরে তেজ না থাকে, তাহার মনেরও তেজ ও বেগ থাকে না। সুতরাং অনুৎসাহশীলতা ও কাপুরুষতা আসিয়া সেই মনকে আশ্রয় করে। অবস্থা দোষে

(২) বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

যে অকাল মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব হয়, বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবও কলিকাতা গেজেটে একপ্রকার স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। (৩)।

নীতিশাস্ত্রকারদিগের মহার্থ বাক্য আছে, বৃদ্ধের বচন গ্রহণ করিয়া চলিতে হইবে। আমরা সেই পূজনীয় আর্য্য বৃদ্ধ ঋষিগণের বাক্য পদে পদে পদ দ্বারা দলিত করিতেছি। অন্য বিষয়ে যেরূপ হউক, আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, প্রস্তাবিত বিষয়ে সেই বচন লঙ্ঘনের বিলক্ষণ ফলভোগ হইতেছে। মনু প্রভৃতি মাননীয় মুনিগণ অযোগ্য পাত্রে কন্যাদানের বিশেষ রূপে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কেবল নিষেধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, যাহাতে আর্য্য সন্তানেরা অযোগ্য পাত্রে কোনরূপে কন্যাদান করিতে না পারেন, তাহার দৃঢ়তর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এমনি মহোদয় ও মহাপুরুষ যে তাহা ভোজনের সময়ের গণ্ডূষের সঙ্গে ভূস্বাহা করিয়া ফেলিয়াছি। শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্ম-চারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমের (৪) ব্যবস্থা করিয়াছেন।

---

(৩) This is certainly the general impression based upon the widespread prevalence of fevers of a malarious type, and it is fully borne out by the statistics of registration where they can be relied upon. Thus in Calcutta the registered mortality in 1878 was 38.1 per mille, as against 31·9 per mille in 1877, and this in spite of deaths from cholera having declined from to 1,418 to 1,338. In the suburbs the registered mortality was 66·94 per mille against 62·38 in 1877, cholera, however, increasing from 2,018 in 1877 to 2,364 in 1878.

These statistics, all converging as they do to the same conclusion, and corroborating the a priori probability that high prices would conduce to an anæmic condition among the poorer classes with fixed incomes, and especially among the very old or very young and pauper community, seem to the Leutenant-Governor almost decisive in proof of an increase of general mortality in 1878 as compared with 1877, and show that accurate registration in the rural circles has fallen off relatively even more than it has done absolutely.

CALCUTTA GAZETTE, JULY 2, 1879.

(৪) ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থোভিক্ষুকস্তুইয়ে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুকুলে বাস করিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত। ঐ আশ্রমে কেবল যে বেদবেদাঙ্গাদির শিক্ষা হইত এরূপ নয়, জিতেন্দ্রিয়তা বিনয় সদাচার প্রভৃতিরও সুন্দর শিক্ষা লাভ হইত। ব্রহ্মচারী বিদ্যা ও শীল সম্পন্ন হইয়া সমাবর্ত্তন স্নান করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। প্রাচীন আর্য্যেরা সেই বিদ্যা ও শীল সম্পন্ন যোগ্যপাত্রে কন্যাদান করিয়া চিরসুখী হইতেন। তাঁহারা যে প্রকার পাত্রে কন্যাদান করিতেন, পাঠক তাহা শ্রবণ করুন।

মনু বলেন বিদ্যাবান ও সচ্চরিত্র পাত্রকে আহ্বান করিয়া বস্ত্রালঙ্কার শোভিত কন্যাদানের নাম ব্রাহ্মবিবাহ (৫) যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন, পূর্ব্বে যে গুণের কথা বলা গেল, বরের সে সকল গুণ থাকিবে, কোন প্রকার দোষ থাকিবে না, বিশেষ গুণ এই, বর কন্যার সবর্ণ বা উৎকৃষ্ট বর্ণ হইবে, কোনক্রমে হীনবর্ণ হইবে না, এতদ্ভিন্ন বর শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন বুদ্ধিমান যুবা ও লোকপ্রিয় হইবে। (৬) বিষ্ণুসংহিতায় আছে, গুণবান্ পাত্রকে আহ্বান করিয়া কন্যাদানের নাম ব্রাহ্মবিবাহ (৭)। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। কন্যাগণ স্বয়ং গুণবৎ পাত্র মনোনীত করিয়া বরণ করিতেন। এ প্রথায় অযোগ্য পাত্রের সহিত বিবাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এক্ষণে ইউরোপীয় সমাজে কন্যা ও পাত্র উভয়ে উভয়কে মনোনীত করিয়া বিবাহ করে। সুতরাং অধিকাংশ স্থলে কন্যার কপালে অযোগ্য পাত্র ঘটনা হয় না। প্রাচীন রোমে এদেশের ন্যায় পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের মতানুসারে পুত্র কন্যার বিবাহ হইত, কিন্তু পুত্র যোগ্য ও পূর্ণাবয়ব না হইলে বিবাহ হইত না। হতভাগ্য বঙ্গদেশে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

---

(৫) আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং। আহূয় দানং কন্যায়াব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। মনুঃ। বিদ্যাচারবন্তং অপ্রার্থকং বরমানীয় ইত্যাদিঃ। মনুসংহিতা টীকাকৃৎ কুল্লূকভট্টঃ।

(৬) এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়োবরঃ। যত্নাৎ পরীক্ষিতঃ পুংস্ত্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ। এতৈরেব পূর্ব্বোক্তৈর্গুণৈর্যুক্তোদোষৈশ্চ বর্জ্জিতোবরোভবতি তস্য চায়মপরোবিশেষঃ সবর্ণ উৎকৃষ্টো বা ন হীনবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ঃ স্বয়ঞ্চ শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নঃ। যত্নাৎ প্রযত্নেন পুংস্ত্বে পরীক্ষিতঃ। + + + + যুবা ন বৃদ্ধঃ। ধীমান্ লৌকিকবৈদিক ব্যবহারেষু নিপুণমতিঃ। জনপ্রিয়ঃ স্মিতমৃদুপূর্ব্বাভিভাষণাদিভিঃ অনুরক্তজনঃ। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাটীকাকৃৎ বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য্যঃ।

(৭) আহূয় গুণবতে কন্যাদানং ব্রাহ্মঃ। বিষ্ণুসংহিতা।

বঙ্গদেশে সচরাচর যে সময়ে বিবাহ হইয়া থাকে, যোগ্যতা পরীক্ষা দূরে থাকুক কোন বিষয়ে কোন গুণেরই পরীক্ষা হয় না। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা উৎকৃষ্ট পাত্রে কন্যাদানের পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন। একজন গ্রন্থকার বলেন পূর্ব্বে যদি কোন পাত্রে কন্যার বাগ্‌দান করা হয়, আর তাহার পর শ্রেষ্ঠ বর পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই পূর্ব্ব পাত্রে না দিয়া শ্রেষ্ঠ পাত্রে কন্যাদান করিবে (৮)। অযোগ্যপাত্রে কন্যাদানের পাঁচটী কারণ সচরাচর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। প্রথম, বৃথা কৌলীন্যাভিমান। পরে পাছে স্বযোগ্য ঘরের বর পাওয়া না যায়, এই শঙ্কায় বালক বৃদ্ধ যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা না করিয়া পাত্র উপস্থিত হইলেই তাহাতে কন্যাদান করা হইয়া থাকে। অতিশয় দুঃখের বিষয় এই, শাস্ত্রকারেরা যে কেমন পাত্রে কন্যাদান করিবার কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা একবার চিন্তাপথে আনয়ন করা হয় না। শাস্ত্রকারেরা বৃদ্ধ ও বালককে, মূর্খ ও অসচ্চরিত্রকে বিশেষ করিয়া কন্যাদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কন্যা স্নেহের পাত্রী, কন্যার ভাবী সুখ স্বচ্ছন্দ অন্বেষণ করা পিতামাতার একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু হায়! বঙ্গবাসীরা এমনি নির্দ্দয় ও অবিবেচক যে কুলীন পুত্র পাইলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হন, কুলীনপুত্র অব্রুবাণ হউক ষণ্ডা হউক আর জরাতুর হউক তাহাকে কন্যাদান করিতে অরুচি জন্মে না। এ স্থলেও বঙ্গবাসীদিগের বিপরীত আচরণ। যাঁহারা কুলীনের পদমর্য্যাদা বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা মূর্খ ও অবিবেচক ছিলেন না। তাঁহারা অসৎকে কুলীন করিয়া যান নাই। তাঁহারা বিনয় বিদ্যাদি সম্পন্ন ব্যক্তিকেই কৌলীন্য পদ প্রদান করিয়াছেন (৯) কিন্তু বঙ্গভূমির দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গবাসীরা এমনি দুরাগ্রহগ্রস্ত যে সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন না।

দ্বিতীয়, কন্যা বিক্রয় করিয়া লাভ করিবার ইচ্ছা। গোমহিষাদিবিক্রেতার ন্যায় কন্যাবিক্রেতার দয়া মায়া ও কন্যার প্রতি স্নেহ থাকে না। টাকার প্রতিই স্নেহ ও মমতা। যে অধিক টাকা দেয়, সেই বাপের ঠাকুর। অধিক টাকার কথা হইলে কন্যা বিক্রেতার মাথা ঘুরিয়া যায়, তখন আর

(৮) দত্তামপি হরেৎ কন্যাং শ্রেয়াংশ্চেৎ বরআব্রজেৎ।

(৯) আচারো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥

বালক ও বৃদ্ধ বলিয়া বিবেচনা থাকে না। এ স্থলেও শাস্ত্রকারদিগের বচন তৃণবৎ অবজ্ঞাত হইয়া থাকে। কন্যা বিক্রয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। শাস্ত্রে কন্যাদানের যেমন প্রশংসা, কন্যা বিক্রয়ের তেমনি নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রকারেরা বলেন, বিবাহকাল উপস্থিত হইলে যাঁহারা যোগ্য বরে যথাশক্তি অলঙ্কৃত কন্যা প্রদান করেন, তাঁহারা যজ্ঞ করিবার ফল প্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগের পিতৃপিতামহাদি কন্যাদান সংবাদ শ্রবণ করিয়া সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম লোকে গমন করেন। পিতা ভূষণ আচ্ছাদন ও আসন দ্বারা ভূষিত কন্যাদান করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। যম বলিয়াছেন যে ব্যক্তি সাধারণের উপকারার্থ কূপ উপবন জলসত্র ও সেতু করিয়া দেয়, বৃক্ষাদি রোপণ ও কন্যা সম্প্রদান করে, সে নিঃসংশয় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। (১০)

কন্যা বিক্রয়ে যে কিরূপ দোষ তাহা এক্ষণে পাঠক শুনুন। যে ব্যক্তি কন্যা পালন করিয়া ধনলোভে বিক্রয় করে, সে কুম্ভীপাক নরকে গমন করিয়া থাকে। সেই পাতকী চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবস্থিতিকাল সেই কুম্ভীপাক নরকে কৃমি কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া কন্যার মূত্র পুরীষ ভক্ষণ করে। কন্যা বিক্রেতা মৃত্যুর পর ব্যাধযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া দিবানিশ মাংস ভার বহন ও তাহার বিক্রয় করে। কাশ্যপ কহিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি লোভ মোহিত হইয়া শুল্ক গ্রহণ করিয়া নিজ কন্যা পাত্রসাৎ করে, সেই আত্মবিক্রয়ী মহাকিল্বিষকারী ঘোর নরকে পতিত হয় এবং সাত পুরুষকে নরকে পাতিত করে। (১১) যে বিবাহে অর্থলুব্ধ পিতা অর্থ গ্রহণ করে, শাস্ত্রকারেরা তাহার আসুর নাম প্রদান করিয়াছেন। নামটী সমুচিতই হইয়াছে। যাহারা

(১০) কন্যাং যে তু প্রযচ্ছন্তি যথাশক্তি স্বলঙ্কৃতাং। বিবাহকালে সংপ্রাপ্তে যথোক্ত সদৃশে বরে। ক্রমাৎ ক্রমং ক্রতুগতমনুপূর্ব্বং লভন্তি তে। শ্রুত্বা কন্যাপ্রদানন্ত পিতরঃ প্রপিতামহাঃ। বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাপেভ্যোব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি তে। তাং দত্বাতু পিতা কন্যাং ভূষণাচ্ছাদনাসনৈঃ। পূজয়ন্ স্বর্গমাপ্নোতি নিত্যমুৎসববৃত্তিষু। যমঃ। কূপারামপ্রপাকারী তথা বৃক্ষাদিরোপকঃ। কন্যাপ্রদঃ সেতুকারী স্বর্গমাপ্নোত্যসংশয়ং।

(১১) যঃ কন্যাপালনং কৃত্বা করোতি যদি বিক্রয়ং। বিক্রেতা ধনলোভেন কুম্ভীপাকং স গচ্ছতি। কন্যামূত্রপুরীষঞ্চ তত্র ভক্ষতি পাতকী। কৃমিভির্দংশিতঃ কাকৈর্যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। মৃতশ্চ ব্যাধযোনৌ চ স লভেজ্জন্ম নিশ্চিতং। বিক্রীণীতে মাংসভারং বহত্যেব দিবানিশং। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং। শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্বসুতাং লোভমোহিতাঃ। আত্মবিক্রয়িণঃ পাপামহাকিল্বিষকারিণঃ। পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চাসপ্তমং কুলং।

অকিঞ্চিৎকর অর্থকে চিন্তামণিতুল্য অমূল্য পদার্থ জ্ঞান করিয়া ক্রোড়লালিত স্নেহময়ী কন্যার স্নেহ বিস্মৃত হইয়া অপাত্রে কন্যাদান করে, তাহারা অতি নিষ্ঠুর নির্দ্দয় অসুরপ্রকৃতি লোক সন্দেহ নাই। তাহাদিগের প্রদত্ত বিবাহের আসুর নাম নির্দ্দেশ কোনক্রমেই অসঙ্গত হয় নাই। যাহাদিগের অর্থের প্রতি এত মমতা, তাহাদিগের কন্যার বিবাহদানকালে যোগ্যপাত্র বিবেচনা হইবার সম্ভাবনা কি?

তৃতীয়, কুলীন মৌলিক বংশজ শ্রেণী বিভাগ। এই শ্রেণী বিভাগ থাকাতে সকল সময়ে স্ব শ্রেণীর করণীয় ঘরে পাত্র পাওয়া যায় না। কন্যার বিবাহ যোগ্য দশা উপস্থিত হইলে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয়। তখন একেবারে দিশাহারা হইতে হয়। বরের যোগ্যাযোগ্যতা পরীক্ষা করিবার অবসর থাকে না। গোরু পার করিবার ন্যায় তখন কোনরূপে কন্যা পার করিবার চেষ্টা জন্মে। কৃষ্ণবর্ণ কাণ খঞ্জ মূক বধির যে কোন পাত্র উপস্থিত হউন, তিনিই আদরণীয় হইয়া উঠেন। কনককান্তি কুসুমসুকুমারী কন্যা সেই লৌহমূর্ত্তি কাপুরুষের হস্তে পতিত হয়। সংসার তাহার অতুল সুখের অগার না হইয়া চির যন্ত্রণার আধার হইয়া উঠে।

চতুর্থ, কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে পাছে রজস্বলা হয় এই শঙ্কা। শাস্ত্রে আছে, দশম বৎসর অতীত হইলেই কন্যার রজস্বলা কাল আগত হয় (১২) অতএব পিতা কন্যার বয়স দশ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে পাত্রের ভাবনায় আকুল হন। সুতরাং সকল পিতার ও সকল কন্যার ভাগ্যে যোগ্যপাত্র ঘটনা হয় না। যদি কন্যার দশ বৎসর বয়স অতীত হইল, পিতা কর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হইলেন, সম্মুখে যে পাত্র উপস্থিত হইল, পিতা তাহাকেই কন্যাদান করিলেন, পরে যদি কন্যা অসুখী হইল, পিতা এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন কন্যার অদৃষ্টে আছে ঐরূপ পাত্রের সহিত মিলন হইবে, কে তাহার অন্যথা করে? বিধিলিপি খণ্ডন করে, কাহার সাধ্য? এ স্থলেও আমাদিগের সামাজিক বঙ্গবাসিগণের বিষম ভ্রমের পরিচয় হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা কন্যার সকাল সকাল বিবাহের বিধি দিয়াছেন বটে, কিন্তু অযোগ্যপাত্রে কন্যাদানের বিধি দেন নাই। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন, কন্যা ঋতুমতী হইয়া আমরণ

(১২) অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী। দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতঊর্দ্ধং রজস্বলা। তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকাবুধৈঃ। প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ।

কাল গৃহে থাকুক, কিন্তু তাহাকে কদাচিৎ গুণহীন পাত্রে (১৩) সমর্পণ করিবে না। রাঢ়ীয় কুলীন কন্যারা এই বচন অবলম্বন করিয়া চির কৌমার ব্রত ধারণ করিয়া থাকেন এবং পিতৃগৃহে শত শত বার ঋতুমতী হইয়া শেষে বিবাহ হইল না এই খেদে দেহত্যাগ করেন। কন্যার সকাল সকাল বিবাহ দিবার ব্যবস্থাদান বিষয়ে শাস্ত্রকারেরা যে এত ত্বরাবান্ তাহার কারণ এই, তাঁহাদিগের মতে পুত্রদত্ত পিণ্ডে পিতার সদ্‌গতি লাভ হয়। পুত্র উৎপাদন বিবাহের প্রয়োজন। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের গুণ বর্ণনাবসারে কহিয়াছেন, রঘুবংশীয়েরা সন্তানের নিমিত্ত বিবাহ করিতেন (১৪)। কন্যার অধিক বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা দিলে তাহারা যদি পিতৃগৃহে থাকিয়া ঋতুমতী হয় এবং যৌবন মদে মত্ত হইয়া বিপথ গামিনী হয়, তাহা হইলে গর্ভের অশুদ্ধি হইয়া পিণ্ড দোষ ঘটিবে, পিণ্ড দোষ ঘটিলে পিতার সদ্‌গতি লাভের বিঘ্ন জন্মিবে। কন্যার পিতৃগৃহে স্বচ্ছন্দচারিতা হয়। যৌবনকালে কন্যা পিতৃগৃহে বাস করিলে পাছে তাহার ব্যভিচার দোষ স্পর্শে এই শঙ্কায় শাস্ত্রকারেরা সকাল সকাল তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে পতিগৃহবাসিনী করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু অযোগ্যপাত্রে কন্যা দানের বিধি দেন নাই। বঙ্গদেশের ভাগ্যদোষেই বঙ্গবাসীরা সমুদায় বিষয়ের বিপরীত সিদ্ধান্ত ও বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পঞ্চম, ছোট বেলায় পুত্র কন্যার বিবাহ দিবার পিতামাতার ইচ্ছা। তাঁহাদিগের বড় সাধ ছোট ছোট ছেলেগুলির বিবাহ হয়। তাহারা বর সাজিয়া যখন পাল্কিতে উঠে, রাস্তা যেন আলো করিয়া যায়। ছোট ছোট বৌগুলি আসিয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় দেখিতে বড় সুন্দর দেখায়। এই সাধে তাঁহারা গলিয়া গিয়া ছোট বেলায় পুত্রকন্যার বিবাহ দেন। কিন্তু অনেকের পক্ষে ঐ সাধের সুখময় পরিণাম না হইয়া বিষময় পরিণাম হয়। অযোগ্য পাত্রে কন্যাদান করিলে যে কি দারুণ পরিণাম হয়, ছোট বেলায় যাঁহারা পুত্র কন্যার বিবাহ দেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কাহার অনুভব শক্তি থাকে, তিনি নিঃসংশয় সেই দারুণ ফল অনুভব করিয়া থাকেন।

---

(১৩) কামমামরণাৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি। নচৈবেনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ। মনুঃ।

(১৪) প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাং। রঘুবংশঃ।

আজ কাল আমরা দেখিতেছি অনেকের যোগ্যপাত্রে কন্যাদান করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মিয়াছে। কিন্তু বঙ্গভূমির দুর্ভাগ্যতাদোষে এ অংশেও বিপরীত ঘটনা ঘটিয়াছে। এরও ক্রম হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা কিঞ্চিৎ লেখা-পড়া শিখিয়া একটু যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পিতামাতার লেজ ফুলিয়া উঠিয়াছে। লেজ কুড়ালে কোপান যায় না। কন্যার পিতা দ্বারস্থ হইলে তাঁহারা আঙ্গট পাত বিছাইয়া বসেন। ঘড়ী গাড়ি ঘোড়ায় তাঁহাদিগের মন উঠে না। জমীদারীর, যাহার জমীদারী নাই, তাহার জমীজমার ও বাটীর অর্দ্ধেক লইবার ইচ্ছা হয়। পিতামাতার অতি লোভ দোষে উপাধিধারিরাও ক্রমে ডুমুরের ফুলের ন্যায় দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতেছেন। যদি এরূপ দুর্ঘট ঘটিল, তবে যোগ্যপাত্র লাভের উপায় কি? এক্ষণে একবার তদ্বিষয়ের চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক হইতেছে। আমরা যে যোগ্য পাত্র পাই না, শ্রেণীবিভাগই তাহার প্রধান কারণ। শ্রেণীবিভাগগুলি যদি রহিত হইয়া যায়, অনেক সুবিধা হয় সন্দেহ নাই। শ্রেণীবিভাগ থাকাতেই করণীয় ঘরগুলি অল্প হইয়া পড়িয়াছে। যদি শ্রেণীবিভাগ উঠিয়া যায় নিঃসন্দেহ প্রশস্ত ক্ষেত্র পাওয়া যায়। তাহা হইলে আর যোগ্য পাত্র লাভের কষ্ট থাকে না। পাঠক যেন মনে করেন না, আমরা সঙ্করবিবাহের প্রস্তাব করিতেছি। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যগত যে শ্রেণীবিভাগ আছে, সেইগুলি উঠাইয়া দেওয়াই আমাদিগের অভিমত। ব্রাহ্মণের মধ্যে রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পরস্পর যৌন সম্বন্ধ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয়। ইহাদিগের পরস্পরের কন্যা আদান প্রদান প্রথা প্রচলিত হইলে পাতিত্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। তবে শাস্ত্রে পিতৃ ও মাতৃ পক্ষে যে সাপিণ্ড্য ও অন্য অন্য নিষেধ আছে, তাহা (১৫) প্রতিপালিত হইলেই হইল। শ্রেণীবিভাগ উঠিয়া গেলে স্বগোত্র সমান প্রবর ও সপিণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যদি কন্যার আদান প্রদান করা যায় এক্ষণকার ন্যায় যোগ্যপাত্র লাভ দুর্ঘট হয় না। কায়স্থ জাতির বিবাহ সম্বন্ধে দারুণ অভিমানের বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং উহাদিগের সৎপাত্র লাভ অন্য অন্য জাতির অপেক্ষা অধিকতর

---

(১৫) অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রাচ যা পিতুঃ। সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে। উদ্বাহতত্ত্বং।

দুরূহ হইয়াছে। কিন্তু উহাঁরা যদি পরামর্শ পূর্ব্বক রাঢ় গৌড় বঙ্গের সমুদায় কায়স্থ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, এক্ষণকার ন্যায় সৎপাত্র লাভের কষ্ট থাকে না। শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

হেন্‌রী সেণ্ট জর্জ্জ টুকর (১)।

যাঁহারা ভারতবর্ষে সুদীর্ঘকাল অধিবাস করিয়াছেন, সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্য্যাদিতে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন এবং সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা, অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অপরিমেয় কর্ত্তব্যকুশলতা প্রভাবে সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষে সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছেন, হেন্‌রী টুকর তাঁহাদের শিরঃস্থানীয়। টুকর পঞ্চাধিক ষষ্টিবর্ষকাল ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ কাল তিনি সাধারণের সমান শ্রদ্ধা ও সমান ভক্তির পাত্র হইয়া নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বভাব উন্নত ছিল, কর্ত্তব্যজ্ঞান গভীর ছিল, এবং হৃদয়কোমলতা ও মাধুর্য্যে নিরন্তর পরিপূর্ণ ছিল। কিছুতেই তাঁহার সাধনা স্খলিত হইত না এবং কিছুতেই তাঁহার মানসিক শক্তি অবনত হইয়া পড়িত না। টুকর সামান্যভাবে ও অপরিণত বয়সে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, সামান্য ভাবে ও অপরিণত বয়সে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, এবং পরিশেষে স্বীয় অভিজ্ঞতা ও কর্ত্তব্যপ্রিয়তায় সকলের বরণীয় হইয়া বিপুল সম্পত্তি ও অনন্ত তৃপ্তির অধিকারী হইয়া উঠেন।

সামান্য ব্যক্তিও একটী সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের কার্য্যে বহুকাল ব্যাপৃত থাকিলে তাঁহার জীবনী ও মত যখন সাধারণের জানিবার ইচ্ছা হয় তখন টুকারের জীবন চরিত জানিবার যে ইচ্ছা জন্মিবে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। টুকর সাধারণ শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁহার অসাধারণ যত্ন ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাঁহার জীবনীকে সংসার প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণের অবশ্য পাঠ্য করিয়া রাখিয়াছে। টুকর ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কোন রাজপুরুষ তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, কোন রাজ

(১) The Life and Correspondeuce of Henry St Gorge Tucker. By Jhon William Kaye.

পুরুষ তাঁহার ন্যায় শাসনকার্য্যের উন্নতি সাধনে সমর্থ হন নাই। টুকরের জীবন অধ্যবসায় ও কার্য্যপটুতা শিক্ষার্থীর জীবনের আদর্শ।

১৭৭১ অব্দের ১৫ ই ফেব্রুয়ারি হেন্‌রী সেণ্ট জর্জ্জ টুকর সেণ্টজর্জ্জ দ্বীপে জন্মপরিগ্রহ করেন। এই সেণ্ট জর্জ্জ দ্বীপের নামানুসারেই বোধ হয় তাঁহার সেণ্ট জর্জ্জ নামকরণ হইয়াছে। তাঁহার বাল্যকাল শারীরিক পরিশ্রমপটু লোকের বাল্যকালের ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছিল। সেণ্ট জর্জ্জ দ্বীপে কোন বিদ্যালয় ছিল না। কয়েকখানি পুস্তক ও কয়েকজন সমবয়স্ক বালকই সেই দূরবর্ত্তী দ্বীপে টুকরের চিত্তবিনোদনের উপকরণ ছিল। অশ্বারোহণ ও নৌবাহনেই টুকরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। এই প্রকার ব্যায়ামে কোমল বালকের কোমল অঙ্গ ক্রমেই দৃঢ়িষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে লাগিল; টুকর ক্রমেই নির্ভীক, দৃঢ় ও অবিচলিত স্বভাব হইতে লাগিলেন। দশ বৎসর বয়সে টুকর ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। এই স্থানে বসন্ত রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করে। টুকর এই রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া হাম্‌ষ্টেডের বালকাশ্রমে প্রবেশ করেন। এই আশ্রমে তাঁহার কিঞ্চিদধিক চারি বৎসর অতিবাহিত হয়। শিক্ষা বিষয়ে তিনি এই কয়েক বৎসরে কোন উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। যৎসামান্য লিখন পঠন জ্ঞানই তাঁহার এক মাত্র অভিজ্ঞতাভাণ্ডার হয়। কিন্তু হাম্‌ষ্টেডে টুকরকে অধিক কাল থাকিতে হইল না, তাঁহার পিতৃব্যপত্নী তাঁহাকে ভারতবর্ষে পাঠাইতে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং ভারতবর্ষগামী কোন জাহাজে তাঁহাকে কোন একটী সামান্য কর্ম্মে প্রবেশিত করিয়া দিলেন। টুকর এই জাহাজের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতবর্ষে যাত্রা করেন।

জাহাজ নিরাপদে মান্দ্রাজে উপস্থিত হইল। টুকর মান্দ্রাজে দশ দিন অতিবাহিত করিয়া বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন। জাহাজ ডায়মণ্ডহারবরে উপনীত হইলে টুকর উহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং একখানি বজরায় আরোহণ পূর্ব্বক কলিকাতায় তাঁহার পিতৃব্য ও গবর্ণমেণ্টের অন্যতম সেক্রেটারী ক্রসের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রাবণের ধারা সম্পাতে কলিকাতা প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। এই অস্বাস্থ্যকর সময়ের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু নবাগত ইংলণ্ডীয় যুবকের দেহে বিলক্ষণ বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু টুকর ইহাতে একবারে অবসন্ন বা ভীত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ

করিতে অভিলাষী হইলেন না। তিনি নূতন দেশের নূতন জলবায়ুতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ক্রমে বর্ষার প্রকোপ অতিক্রান্ত হইল। প্রসন্ন শরৎকাল প্রসন্নভাবে বঙ্গদেশে আগমন করিল। টুকর শরৎ সমাগমে প্রফুল্ল হইয়া ১৭৮৬ অব্দে গয়ায় যাইয়া টমাস লা সাহেবের আতিথ্য স্বীকার করিলেন।

টমাস লা লর্ড এলেনবরার ভ্রাতা এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান নিয়ামক। টুকর ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশে কি কোন কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া গয়ায় গিয়াছিলেন, তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। লা এই সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সাতিশয় অভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী অল্পবয়স্ক অতিথির সমক্ষে আহ্লাদ সহকারে রাজস্ব সম্বন্ধে আপনার অভিমত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, অতিথি এই সমস্ত অভিমত মনোযোগসহকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন এবং মনোযোগ সহকারে রাজস্ব সংক্রান্ত জটিল বিষয় অনুধাবন পূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়া লাকে বিস্মিত করিয়া তুলিলেন। লা অপরিণতবয়স্ক অতিথির সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা, গভীর জ্ঞান ও স্থির বুদ্ধি দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইলেন। তাঁহার হৃদয় টুকরের উন্নতি সাধনে সমুদ্যত হইল, এবং তাঁহার চেষ্টা টুকরের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিধানে উন্মুখ হইয়া উঠিল। লা এই অবধি “টুকর তাঁহার প্রিয় শিষ্য” এই বলিয়া সাধারণের সমক্ষে অভিমান প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং এই অবধি তিনি টুকরের পিতৃস্থানীয় হইয়া উঠিলেন।

টুকর লার সহিত এক বৎসর অতিবাহিত করেন। গয়ায় এই এক বৎসর কি কার্য্যে অতিবাহিত হইল, তদ্বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক কে সাহেব কহেন, তিনি কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী আফিসে কোন কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। এই অভিনব কার্য্য গ্রহণ করিবার জন্য একটী বিশেষ সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রাক্কালে তিনি গয়ায় অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই নির্দ্দেশ তাদৃশ সমীচীন বোধ হয় না। লা ইহার অব্যবহিত পরে টুকরকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রে এই বাক্যটী নিবদ্ধ ছিল “আমি আহ্লাদিত হইতেছি, গয়া বার্লোকে তোমাকে

এবং আমাকে উৎপাদন করিয়াছে।” এই বাক্যে স্পষ্ট বোধ হয় টুকর গয়ায় লার আফিসে কোন কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। গয়ার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট না হইলে “গয়া টুকরকে উৎপাদন করিয়াছে” এরূপ বাক্য কখনও প্রয়োজিত হইতে পারে না। এ বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই, টুকর গয়ায় থাকিয়া কার্য্য শিক্ষা করিয়া কাজের লোক হন। স্পষ্ট বোধ হইতেছে লা সাহেব জ্ঞান শিক্ষাকেই উৎপত্তি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন মনু ব্রাহ্মণের দ্বিজন্মা আর একটী নাম দিয়াছেন। মনুর মতে ব্রাহ্মণের উপনয়নই দ্বিতীয় জন্ম। তাহার কারণ এই, উপনয়নের পর ব্রাহ্মণের বেদাদি শিক্ষা হইয়া জ্ঞান শিক্ষা হইয়া থাকে। যাহা হউক, টুকর মাসিক ২০০ টাকা বেতনে স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই কার্য্য তিনি ১৭৮৮ অব্দের শেষ পর্য্যন্ত সুনিয়মে নির্ব্বাহ পূর্ব্বক তাঁহার উর্দ্ধতন রাজপুরুষদিগের নিকট সমুচিত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অপরিণত বয়সে পরিণত-বয়স্কোচিত কার্য্যে প্রবিষ্ট হন এবং অপরিণত বয়সে পরিণতবয়স্কের ন্যায় গভীর চিন্তা ও প্রগাঢ় সাধনা বলে দুর্গম কার্য্যপথ সুগম করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই অপরিণতবয়স্ক যুবা রাজনীতিসংক্রান্ত যে সমস্ত মত লিপিবদ্ধ করিতেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার একটী বর্ণও পরিবর্ত্তন করিতে সাহসী হন নাই।

এই কার্য্যে এক বৎসর অতিবাহিত করিয়া টুকর কুমারখালি ও হরিপালের বাণিজ্য সংক্রান্ত সহকারী রেসিডেণ্ট হন। এই সময়ে তাঁহাকে সাতিশয় পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রতিদিনই রাশি রাশি কাগজ পত্র তাঁহার টেবিলে পুঞ্জীকৃত হইতে থাকে, এবং প্রতিদিনই এই সমস্ত কাগজ পর্য্যবেক্ষণ করিতে তাঁহার কোমল মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইয়া উঠে। কিন্তু তিনি ঈদৃশ কার্য্যভারে প্রপীড়িত হইলেও আপনার কর্ত্তব্য পথ হইতে অণুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি ধীর ভাবে সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, ধীর ভাবে তৎসমুদায়ের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তুলিলেন এবং ধীর ভাবে সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলাসহকারে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন। এই সময়ে তিনি প্রধানতঃ রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়েই মনোযোগী হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি লাকে যে সমস্ত পত্র লিখেন, ইদানীন্তন রাজপুরুষগণ তৎসমুদায় তরুণমতি যুবকের সারল্যময়ী লেখনী বিনির্গত বলিয়া

কৌতূহলসহকারে পাঠ করেন না, কিন্তু মহামূল্য মহার্থজ্ঞাপক ও মহা-আদরণীয় পদার্থ বলিয়া তাহা আগ্রহসহকারে দেখিয়া থাকেন। যদিও এই সমস্ত পত্র অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক বালকের লেখনী হইতে বিনিঃসৃত হয়, তথাপি কেহই তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা বা তাচ্ছীল্য প্রদর্শনে সাহসী হন নাই। সকলেই বিস্ময়স্তম্ভিতনেত্রে বালকের এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিতেছিলেন, এবং সকলেই তাঁহার মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা, কল্পনার প্রখরতা, ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির স্থিরতা দেখিয়া তাঁহাকে ভবিষ্য জগতের নিয়ন্তা বলিয়া মনে করিতেছিলেন। ঈদৃশ বয়সে ঈদৃশী ক্ষমতার সমকক্ষ দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

১৭৮৯ অব্দের শেষে টুকর কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাণীমুদীগলির একটী অপ্রশস্ত গৃহে বাস করেন। এ সময়ে তাঁহার কোন বিষয়কর্ম্ম ছিল না। লা তাঁহাকে প্রতি মাসে ৬০ টী টাকা দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই ৬০ টাকাতেই তিনি সামান্য ভাবে স্বীয় ভরণপোষণ নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এই সামান্য অবস্থায় তাঁহাকে দীর্ঘকাল থাকিতে হয় নাই। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার বিকাশ দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে আদর সহকারে ও বহু মান পূর্ব্বক কার্য্যে নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। ১৭৯০ অব্দে তিনি বাণিজ্য সংক্রান্ত বোর্ডের সহকারী একাউণ্টাণ্ট ও সুপ্রসিদ্ধ সার উইলিয়ম জোন্সের প্রাইবেট সেক্রেটারী হন। এই উভয় কার্য্যে তাঁহার প্রতি মাসে ৬০০ টাকা আয় হইতে থাকে। বাণিজ্য সংক্রান্ত বোর্ডের হিসাব পর্য্যবেক্ষক হইয়া তিনি প্রগাঢ় রাজস্ববিৎ বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ও আদরণীয় হইয়া উঠেন। পক্ষান্তরে সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী জোন্সের পাদ মূলে উপবেশন করিয়া তিনি জ্ঞানানুশীলনে যত্নবান হন। এইরূপে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও বৈষয়িক বুদ্ধি ক্রমেই উন্নত হইতে লাগিল। এই দুই বিষয়ই তাঁহার কর্ত্তব্যপথের প্রধান উপদেষ্টা ও পরিচালক হইয়া উঠিল। ১৭৯১ অব্দের শেষ ভাগে তিনি বিখ্যাত জন পামার কোম্পানীর অংশী হইবার কল্পনা করেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা একরূপ অপরিজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে। যাহা হউক; তিনি এই সময়ে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন, কিন্তু ঋণগ্রস্ত হইয়াও তিনি সাংসারিক বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে কাতর হইলেন না। তিনি যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের সংকল্প করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, কিছুতেই সে সংকল্প পর্য্যুদস্ত হইল

না। তিনি সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ধীরভাবে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৭৯২ অব্দে কোম্পানির সিবিল সর্ব্বিসে তাঁহার নিয়োগ সংবাদ প্রচারিত হইল। সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করাতে তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তিনি ১৭৯২ অব্দের ২৬ এ অক্টোবর সহ-কারী একাউন্টাণ্ট জেনারল হন। এই কার্য্যে থাকিয়া তিনি প্রথম বৎসর প্রতি মাসে দুইশত টাকার অধিক পাইতেন না। তিনি কিয়ৎকাল এই কার্য্যের সহিত আর একটী কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন বটে; কিন্তু বোধ হয়, তিনি তজ্জন্য অতিরিক্ত বেতন প্রাপ্ত হন নাই। ১৭৯৩ অব্দের বসন্তকালে তিনি রাজসাহী জেলার আদালতে রেজিষ্টার হন। এই স্থানে সংস্কৃত শাস্ত্র পারদর্শী খ্যাতনামা হেনরী কোলব্রুকের সহিত তাঁহার আজীবনস্থায়ী দুশ্ছেদ্য বন্ধুত্ব সংঘটিত হয়।

১৭৯৩ অব্দে লর্ড কর্ণোয়ালিস সার জন মোরের হস্তে ভারতবর্ষের শাসন ভার সমর্পণ করিয়া ইংলণ্ডে প্রস্থান করেন। কিন্তু অধিনায়কের পরিবর্ত্ত হওয়াতে টুকরের ভবিষ্য উন্নতির পথ কোনরূপে কণ্টকিত হইল না। টুকর কর্ণোয়ালিসের নিকট সবিশেষ প্রতিপন্ন ছিলেন। কর্ণোয়ালিস এই নবীন রাজস্ববিদের ব্যবস্থা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেন। এক্ষণে টুকরের গষার বন্ধু লা ও বার্লো তাঁহাকে সার জন মোরের নিকট পরিচিত ও প্রতি-পন্ন করিয়া দিবার নিমিত্ত সাতিশয় চেষ্টান্বিত হইয়া উঠিলেন। মোর গুণীর গুণরাশির অমর্য্যাদা করিতেন না। তিনি তরুণবয়স্ক টুকরের কার্য্যতৎপ-রতা ও রাজস্ববিচক্ষণতার সম্মান করিতে লাগিলেন, এবং অবিলম্বে তাঁহাকে সদর কোর্টের ডেপুটী রেজিষ্টার ও গবর্ণমেণ্টের দেওয়ানী এবং রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী করিয়া দিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে তিনি পাটনার রেজিষ্টারের পদে মনোনীত হন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সেক্রে-টারী পদে থাকিবার প্রার্থনা করাতে তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। তিনি পাটনার রেজিষ্টারের পদের অর্থবাহুল্যের মমতা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতাতেই অবস্থান করিলেন। ১৭৯৬ অব্দে বার্লো গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারি পদে উন্নীত হন, এবং টুকর তাঁহার স্থলে দেওয়ানী ও রাজস্ব বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে টুকর আপনার প্রতিভা ও কল্পনা বিকাশের সমুচিত অবসর পাইলেন। এই পদে থাকাতে

তাঁহার প্রতি মাসে ১০০০ টাকা আয় হইতে লাগিল। তিনি এক্ষণে এই টাকায় পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলেন। স্বল্পকাল মধ্যে তিনি ঋণমুক্ত হইলেন।

১৭৯৮ অব্দের ১৮ ই মে লর্ড ওয়েলেস্‌লী (লর্ড মর্ণিংটন) ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া কলিকাতায় পদার্পণ করেন। তাঁহার উপস্থিতিতে ব্রিটিশাধিকৃত ভারত ইতিহাসের একটী নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। লর্ড ওয়েলেস্‌লীর শাসনকাল ভিন্ন অন্য কোন সময়ে ভারতবর্ষ ঘটনাবলির তরঙ্গে সমধিক তরঙ্গায়িত হয় নাই। সমস্ত ভূমণ্ডলেই ইহা একটী বিস্ময়কর সময়ের মধ্যে পরিগণিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর তিরোভাবে পৃথিবীর চারিদিকেই নূতন নূতন ঘটনাস্রোত নবীকৃত পথে প্রধাবিত হইতে লাগিল; চারিদিকেই মনীষাসম্পন্ন মহৎ লোক আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্বতন কুসংস্কার ও পূর্ব্বতন বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করিতে অগ্রসর হইলেন। কোম্পানির ভারত সাম্রাজ্যও এই সময়ে নূতন সংস্করণের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল; এবং নবাগত উনবিংশ শতাব্দী একজন মনীষাসম্পন্ন সংস্কর্ত্তার অপেক্ষা করিতেছিল। নূতন গবর্ণর জেনরেল এই সংস্করণের উপযুক্ত উপদেষ্টা ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর তিরোভাবে ভারতবর্ষের ধনাগার শূন্য হয়, আয় ও ঋণের সংখ্যা প্রায় তুল্য হইয়া উঠে, এবং রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট ব্যয় সঙ্কুলনে অসমর্থ হইয়া পড়ে। ঈদৃশ সঙ্কটাপন্ন সময়ে কোন ক্ষীণবুদ্ধি ক্ষীণতেজা ব্যক্তি ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলে অবশ্যই বিব্রত হইয়া পড়িতেন এবং অবশ্যই এই মহাগৌরবকর ও মহাসম্মানজনক পদ অপরের জন্য রাখিয়া আপনি অবসর লইতে উন্মুখ হইতেন।

কিন্তু লর্ড ওয়েলেস্‌লী ঈদৃশ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহার ক্ষমতা কার্য্যতৎপরতা ও বৈষয়িক বুদ্ধি তাঁহাকে সর্ব্বাংশে এই আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার মূলোৎপাটনের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার অপনয়নে অবিলম্বে অভিনিবিষ্ট হইলেন। তদীয় ক্ষমতা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল, এক্ষণে সেই সুযোগ পাইয়া সমুদয় বিষয় করায়ত্ত করিতে সমুদ্যত হইল। ওয়েলেসলী প্রথমেই তিন প্রেসিডেন্সির সমুদয় ব্যয় সংক্ষেপ করিবার সংকল্প করিলেন। এই সংকল্প অনুসারে একটী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইল। ওয়েলেস্‌লী স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন,

যে কমিশন সংগঠিত হইবে, যৌবনের তেজস্বিতা ও প্রৌঢ়ত্বের বহুদর্শিতা উভয়ই সেই কমিশনের কার্য্যক্ষেত্রের প্রদর্শক না হইলে অভীষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। এই জন্য তিনি কার্য্যকুশল তেজস্বী যুবক ও বহুদর্শী প্রৌঢ় লইয়া এই কমিশন সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রেবিনিউ বোর্ডের সভাপতি, বাণিজ্য সংক্রান্ত বোর্ডের একজন মেম্বর এবং একাউণ্টাণ্ট জেনরেল এই কমিশনের মেম্বর হইলেন। চতুর্থ মেম্বর টুকর। ইহা ব্যতীত টুকরের হস্তে কমিশনের সেক্রেটারীর কার্য্যভারও সমর্পিত হয়। তিনি বিশিষ্ট পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতা সহকারে এই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এ জন্য তিনি গবর্ণর জেনরলের সমুচিত প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র হন।

ইহার পর টুকর গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে একটী ব্যাঙ্ক স্থাপনে মনোযোগী হন। তিনি এই ব্যাঙ্ক স্থাপনের সমুদয় বিষয় ঠিক করিয়া স্বাভিপ্রায় ও স্বমত লর্ড ওয়েলেসলীর গোচর করেন। যদিও টুকরের এই সংকল্প গবর্ণর জেনরলকে জানাইবার পরক্ষণেই কার্য্যে পরিণত হয় নাই; তথাপি উহা একবারে বিফল হইল না। কতিপয় বৎসর পরে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। টুকর যেরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সেইরূপ অভিপ্রায় অনুসারেই বেঙ্গাল ব্যাঙ্কের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। এক্ষণে এই ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টের ও সাধারণের সমূহ উপকার সাধন করিতেছে। ঐ সময়ে টুকরের হৃদয় অন্য একটী নূতন বিষয়ের দিকে প্রধাবিত হয়। অন্য একটী নূতন বিষয় তাঁহাকে আয়ত্ত করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্বভাবাপন্ন করিয়া তুলে।

ঐ সময়ে ভারতবর্ষ নেপোলিয়নের আক্রমণ ভয়ে শঙ্কাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার ইংলণ্ডীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ পূর্ব্বক ঐ সময়ে বলণ্টিয়ার শ্রেণীতে সন্নিবেশিত হইতেছিলেন। টুকর এই ব্যাপারের প্রধান পরিচালক ও উৎসাহদাতা। তিনি স্বয়ং অশ্বারোহী দলের অধিনায়কতা গ্রহণ করেন। তিনি এই কার্য্যে সবিশেষ আগ্রহ সহকারে প্রবৃত্ত হন এবং এ কার্য্যও তাঁহার আগ্রহে বিশিষ্ট সত্বরতা সহকারে সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদিত হয়। কিন্তু নেপোলিয়ন ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন না। তাঁহার সৈন্যদল ভারত সাম্রাজ্যে প্রলয় কাণ্ড সংঘটিত করিতে পরিচালিত হইল না। ক্রমে নেপোলিয়নের আক্রমণ সংবাদ অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে লাগিল, ক্রমে বিশ্বজনীন

আশঙ্কা তিরোহিত হইয়া উঠিল, এবং ক্রমে টুকর স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিক দলের অধিনায়কতা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। ওয়েলেসলী ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইলে টুকর এই কালেজ স্থাপনার্থ কার্য্যের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলেন। সিবিলিয়ানদিগের পরীক্ষার্থ একটী পরীক্ষক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। টুকর সেই সমাজের অন্যতর মেম্বর হইলেন। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত (১)।

মানবদেহতত্ত্ব।

কোন একটী অদ্ভুত যন্ত্র দেখিলে স্বতঃ তাহার নির্ম্মাণ কৌশল জানিবার জন্য আমাদের অভিলাষ জন্মে। বাষ্পযান ও বার্ত্তাবাহী তাড়িত যন্ত্র মনুষ্য বুদ্ধির আশ্চর্য্য কৌশল। উহা দেখিলে তত্তৎ পরিচালনার গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিবার নিমিত্ত সকলেরই ইচ্ছা হয়। কিন্তু বিশ্ববিধাতার বিচিত্র কৌশল এই মনুষ্য দেহ—যাহার স্বচ্ছন্দতায় আমরা স্বচ্ছন্দে থাকি এবং যাহার বৈকল্যে আমাদের প্রাণান্ত হয়,—তাহার বিষয় অবগত হওয়া কেবল যে কৌতূহল চরিতার্থ করা একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা নয়, আমাদের প্রাণ রক্ষার জন্যও এই তত্ত্ব অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

এই দেহরূপ সজীব যন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন রূপান্তর ও নিরবচ্ছিন্ন ক্ষয় ভিন্ন আর কিছুই স্পষ্ট লক্ষণ নাই। এক দিকে জীবনের সূত্রপাত হয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে অপর দিকে তাহার মৃত্যু—ক্ষয় আরম্ভ হইয়া থাকে। ক্রিয়াসম্পাদনই জীবিতাবস্থার লক্ষণ, ক্রিয়াতেই ক্ষয় এবং ক্ষয়েই পরিপোষণ (২)। যখন কোন কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য পরিশ্রম করিতে হয়, তখন দৈহিক উপাদানের ক্ষয় হইতে থাকে এবং বিশ্রামকালে ঐ ক্ষতির পরিপূরণ হয়।

---

(১) কল্পদ্রুমের প্রবন্ধ লেখকদিগের নিতান্ত ইচ্ছা তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ হয়। এই কারণে এইবার অবধি প্রত্যেক প্রস্তাবের শেষে লেখকের নাম সন্নিবেশিত হইবে। নাম সন্নিবেশিত করিবার আর একটী কারণ এই, যিনি যে প্রবন্ধ লিখেন, সেই প্রবন্ধগত মতের ঔচিত্যানৌচিত্যের তিনিই দায়ী, সম্পাদক তাহার দায়ী নহেন। নাম না থাকিলে পাঠক সম্পাদককে সকল প্রবন্ধেরই মতের দায়ী মনে করিতে পারেন। কিন্তু নাম প্রকাশ হইলে এ ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। স।

(২) To die is to nourish.

প্রয়োজনোপযোগী তৈল দান কর জীবনদীপ চৈত্র নক্ষত্রের ন্যায় প্রদী-পিত থাকিবে।

গমনাগমন, হাস্য পরিহাস, কথাবার্ত্তা প্রভৃতি বাহ্য ক্রিয়া ব্যতীত দেহ-ধারণ যোগ্য অবশ্য কর্ত্তব্য কতকগুলি বিশেষ কাজ নিয়তই সম্পন্ন হই-তেছে। তন্মধ্যে কতকগুলি স্পষ্ট ও অনায়াসবোধ্য, কতকগুলি বিশেষ মনোযোগ সাপেক্ষ এবং অবশিষ্ট কতকগুলি বৈজ্ঞানিক কৌশলাদির সাহায্য ভিন্ন উপলব্ধ হয় না। জাগরিত অবস্থায় অক্ষিপুট নিক্ষেপ এবং কি জাগরিত বা নিদ্রিত সকল অবস্থাতেই পঞ্জরের উন্নতি ও অবনতি আমরা স্পষ্ট জানিতে পারি; আবার কিঞ্চিৎ মনোযোগ পূর্ব্বক হস্ত বিনিবেশ দ্বারা হৃৎপিণ্ড ও ধমনী স্পন্দন এবং নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রশ্বাস অনুভূত হয়। কিন্তু সমীপস্থ ও দূরস্থ বস্তুর দৃষ্টিকালে চক্ষুর কি প্রকার অবস্থা হয়; স্নায়ুকে উত্তে-জিত করিলে তাহার কিরূপ ভাব হইয়া থাকে; রক্ত ও মাংস কি কি উপা-দান সংসৃষ্ট এবং কোন আঘাতের বেদনায় জীবের কিরূপ মর্ম্মোদ্রেক হয় যে তাহা হইতে সে চমকিয়া উঠে,—এই সকল তত্ত্ববোধ বহু আয়াসসাধ্য। এই সকলের মীমাংসা করিতে হইলে নানাবিধ যন্ত্র, সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ, রসায়ন তত্ত্ব এবং অনুমান ও প্রমাণসিদ্ধ তর্কের সাহায্য ভিন্ন কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না।

জীবমাত্রেই কোনরূপ কাজ না করিয়া কিছুতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারে না। অতএব দৈহিক ক্ষয়ও অপরিহার্য্য।

একটী তুষার নির্ম্মিত সৌধের বাহ্যাভ্যন্তরে যদি তুষারসদৃশ সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, তবে ঐ সৌধ কিছুতেই দ্রবীভূত হইতে পারে না। এক জন সুস্থকায় ব্যক্তি আপনার দেহের গুরুত্ব সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করিয়া যদি সেই সৌধসোপানে গমনাগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহার দেহের উত্তোলন এবং পদপ্রক্ষেপ প্রভৃতি ক্রিয়া জনিত শ্রম হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সন্তাপ বিনিঃসৃত হইবে; সুতরাং তুষারও বিগলিত হইয়া পড়িবে। সাধারণ বায়ু সংযোগে যে ক্ষারজান আছে তাহার পরিমাণ অতি স্বল্প, এজন্য চূণের জলে ঐ বায়ু সংলিপ্ত হইলে উহাতে মেঘমেচকবৎ শুভ্র আম্লজানিক চূর্ণ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু প্রশ্বাসিত বায়ু ঐ জলে সংযুক্ত হইলে জলের বর্ণ দুগ্ধবৎ হইয়া পড়ে। দেহ হইতে যথেষ্ট ক্ষারজান নির্গত হইতেছে, ইহাই ঐ বর্ণ পরিবর্ত্ত-

নের কারণ। উক্ত গৃহটী যদি এরূপ কোন আবরণে পরিবেষ্টন করা যায় যে দ্রব্যমান তুষারোদ্গত বাষ্পরাশি বহির্গত হইতে না পারে, তবে প্রশ্বাসিত বায়ু নিবিড় অভ্রপুঞ্জের ন্যায় স্তবকে স্তবকে উড়িতে থাকিবে। এইরূপ কিয়ৎকাল ভ্রমণাদি প্রক্রিয়ার পর সেই ব্যক্তি যদি পুনর্ব্বার আপনাকে ওজন করেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে তাঁহার গুরুত্বের হ্রাস হইয়াছে। এই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রমশীল জীবন্ত ব্যক্তির দেহ নিয়তই পরিচালিত হইতেছে এবং সন্তাপ, অম্লজান, জল, ইউরিয়া ও পার্থিব লবণ বিনিঃস্থত হইয়া দৈহিক ক্ষয় সম্পাদন করিতেছে।

যদি এরূপ ক্ষয় একাদিক্রমে অধিক কাল পর্য্যন্ত হইতে থাকে, তবে জীবের দেহ মহালয়ে বিলীন হইয়া যায়। এজন্য নিয়মাতীত উপাদান সূত্রের ক্ষয়ের পূর্ব্বেই ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা সেই অভাব অনুভূত হয়। ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি জন্য এবং দেহের পূর্ব্ব গুরুত্ব সম্পাদন ও সন্তাপাদি নিঃসরণ উপযোগী করিবার নিমিত্ত প্রধানতঃ তিনটী সামগ্রী সেবন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সেই তিনটী পদার্থ এই—স্নিগ্ধ নির্ম্মল বায়ু, দ্রবদ্রব্য এবং ভোজ্য সামগ্রী। যে সকল দ্রব্যে ক্ষারজান অম্লজান জলজান এবং যবক্ষারজান আছে, তাহাতেই জীবনরক্ষা হইতে পারে; কিন্তু বিশিষ্টরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে তৈল, শ্বেতসার ও শর্করাও সেবন করা আবশ্যক। অতএব জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ ভিন্ন কেবল পার্থিব লবণ ভক্ষণ করিয়া কেহ জীবিত থাকিতে পারে না।

দেখিতে পাওয়া যায় ভুক্ত দ্রব্যের সমস্ত অংশই দেহের প্রয়োজনোপযোগী হয় না। মলমূত্রাদিরূপে তাহার কিয়দংশ নির্গত হইয়া যায়। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে আহার করিলে পরিত্যক্ত বিষ্ঠাদিতে চতুর্জান দ্রব্য ও শ্বেতসারাদি উপলব্ধ হয় না। সকল ভুক্ত দ্রব্যই জল, ক্ষারাম্ল, ইউরিয়া ও অন্যান্য বিমিশ্র লবণরূপে দেহ হইতে নির্গত হয়।

রাসায়নিক বিসমাস দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে ভুক্ত দ্রব্যে যে পরিমাণে অম্লজান থাকে, মল মূত্রাদিতে তাহার অধিক দৃষ্ট হয়। নিশ্বাসিত বায়ু সহযোগে যে অম্লজান দেহ মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইতেই উহার মাত্রা বৃদ্ধি হয়, নচেৎ মল মূত্রে আর অধিক অম্লজান উপলব্ধ হইবার উপায় নাই।

যদি কোন ব্যক্তির দৈহিক গুরুত্বের হ্রাস বৃদ্ধি না হয়, তবে যে পরিমাণ দ্রব্য দেহে প্রবিষ্ট হইবে, নির্গমন কালেও তাহার মাত্রার কিছুই ব্যতিক্রম

ঘটিবে না। অতএব ক্ষয় অনুসারেই ভোজ্য সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহাতে আর সংশয় নাই। শরীর কিরূপেই বা পুষ্ট হইতেছে, কোন্ অংশে কিরূপই বা কার্য্য সাধিত হইতেছে, এই সকল বোধগম্য করিবার জন্য দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিষয় কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া আবশ্যক। অতএব তাহার সংক্ষেপ বিবরণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

মনুষ্য দেহ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—মস্তক, মেরুখণ্ড এবং উর্দ্ধ ও অধঃ শাখা চতুষ্টয়। মস্তিষ্কের মধ্যে মজ্জাকোষ হইতে আস্যদেশ পৃথক। মেরুখণ্ডে উদর ও বক্ষঃ প্রদেশ অবস্থিত। দেহের অভ্যন্তরনিহিত যন্ত্রাদি ভিন্ন কেবল দক্ষিণ ও বাম প্রদেশ দ্বয়ের গঠন প্রণালী একরূপ।

পৃষ্ঠদেশের মধ্যস্থলে মেরুদণ্ড। ইহার অভ্যন্তরে কশেরু মজ্জা অবস্থিতি করে। এই কশেরু মজ্জা স্নায়ুমণ্ডলের একটী মূল স্থান। বক্ষঃকোষ ও উদরের মধ্যবর্ত্তী মাংসবৎ ঝিল্লি সমন্বিত ডাএফ্রাম এই উভয় বিভাগের প্রাচীর স্বরূপ। অন্ননালী এই ডাএফ্রামকে বিদীর্ণ করিয়া অধোগমন করিয়াছে। বক্ষোগহ্বরে ফুস্ ফুস্ ও হৃৎপিণ্ড অবস্থিতি করে। বামভাগে ফুস্ফুসের দুইটী কোষ এবং দক্ষিণ পার্শ্বে উহার তিনটী কোষ। ফুস্ফুস দ্বয় উর্দ্ধে জত্রু প্রদেশ হইতে নিম্নে ডাএফ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তারিত। ইহাই শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র।

হৃৎপিণ্ড বাম পার্শ্বের স্তন্য প্রদেশে গ্রথিত। ইহার মধ্যে চারিটী গহ্বর আছে এবং ইহা একটী আবরণে রক্ষিত। উর্দ্ধ ও অধঃ ভেনাকেভা নামক প্রধান শিরা হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত এবং ইহার মোহানা দক্ষিণ উর্দ্ধ হৃদ্‌গহ্বরের সহিত মিলিত। দেহের সমস্ত মলিন শোণিতরাশি ঐ মোহানা দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে। এওটা নামক প্রধান ধমনী বাম ভাগের নিম্ন হৃদ্‌গহ্বর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই ধমনীপথে শোধিত রক্ত উৎপ্লুত হইয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়। দক্ষিণ নিম্ন হৃদগহ্বর হইতে ফুস্‌ফুসীয় ধমনী উদ্গত হইয়া দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বের ফুস্ফুসে প্রবেশ করিয়াছে। এই ধমনীপথে অপরিশুদ্ধ রক্ত ফুস্ফুসে গমন করিয়া থাকে। ফুস্‌ফুসীয় শিরা বামপার্শ্বের উর্দ্ধ হৃদ্‌গহ্বরের সহিত মিলিত। এই শিরাপথে পরিশোধিত শোণিত হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিয়া থাকে। ফুস্ফুসী ধমনী ফুস্ফুসীয় শিরা এবং বৃহদ্ধমনীর মোহানাতে কবাট আছে। সেই হেতু

সঞ্চালিত রক্ত প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না। শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

(ক্রমশঃ)

বিদ্যাসুন্দর।

(মহাকবি আঞ্জিলন কাব্যরত্নাকর অনুবাদিত।)

বিদ্যাসুন্দর সংস্কৃত ভাষায় একখানি অপূর্ব্ব কাব্য। কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই ইহার অনুপম মধুর রসাস্বাদনে প্রীত হইয়া থাকেন। কিন্তু মুদ্রাঙ্কন কার্য্য এদেশে প্রচলিত না থাকায় উহার এ প্রকার পাঠান্তর ঘটিয়াছে যে একখানি পুস্তক পাঠ করিলে অন্য একখানি পুস্তক পাঠের ফল উপলব্ধ হয় না। এ জন্য আমি দ্রাবিড় কাশী কাশ্মীর মিথিলা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে বিদ্যাসুন্দরের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া তাহার অবিকল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে মানস করিয়াছি; কিন্তু এই বৃহদ্ব্যাপার সম্পন্ন করা বিস্তর ব্যয়সাধ্য সুতরাং এদেশীয় সম্ভ্রান্ত রাজা ও জমিদারদিগের দ্বারস্থ হইতে আমি বাধিত হইয়াছি। সহৃদয় ভূপতিগণ সানুগ্রহচিত্তে আমাকে বিস্তর অর্থ দান করিয়াছেন। এক্ষণে জনসমাজে আমার প্রার্থনা এই যে মহাত্মা কালীপ্রসন্নসিংহ যেমন মহাভারত বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়া কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, আমিও যেন সেইরূপ কীর্ত্তি লাভ করি,—আমারও যশঃ যেন শরচ্চন্দ্রমরীচিবৎ ধপ ধপ করিতে থাকে,—আমারও নামের যেন একটা ঢি ঢি কাণ্ড পড়ে যায়।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পান চিবুতে চিবুতে সভায় বসে তাকিয়া হেলান দিয়া গুড়গুড়ীতে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে টান দিতে দিতে আমাকে বল্লেন,—'কবিবর! বিদ্যাসুন্দরের অপূর্ব্ব আখ্যানটী বঙ্গভাষায় প্রকাশ কর।' রাত্রে আহারের পর শুয়ে শুয়ে ঐ রাজ হুকুমটী মনে মনে ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুম্যে পড়্‌লুম। এমন সময়ে স্বপ্নে দেখলুম যে বাগ্বাণী স্বরস্বতী আমার জননীর বেশে শিয়রে বসে বল্লেন—'বাছা আঞ্জিলন'! তুমি ভয় করো না, আমি অভয় দিতেছি তুমি বই লেখ।' আমি বল্লুম—মা! আমি অতি মূঢ়মতি, আমার জ্ঞান বুদ্ধি কিছুই নাই, আমি কেবল পরের নিন্দে কত্তেই মজ্‌বুত, পেটে ক অক্ষর গো-মাংস, আমি কেমন করে বই লিখ্‌বো'? বাগ্বাণী বল্লেন—আজ্‌ কালের বাজারই ঐরূপ। তুমি যত পরের লেখার নিন্দে কর্ব্বে, ততই সকলে বুঝ্‌বে তোমার লেখা ভারী উত্তম। আমি' যে আজ্ঞা

জননি!' বলে এক প্রণাম ঠুক্‌লুম। পর দিন প্রাতঃকালে দোয়াত কলম নিয়ে এই পুস্তক লিখ্‌তে আরম্ভ কল্লুম—এখন সভাজন নিবেদনে অবধান করুন—আমার একবার গুণপণাটা দেখুন।

সরস্বতী বন্দনা।

হে বাগ্বাণি! তোমার ধবল রোগ নাই অথচ তোমার বর্ণ ফুলখড়ীর ন্যায় সাদা। তুমি মাছীও নও,—ভোমরাও নও, অথচ তুমি পদ্ম ফুলের পাপ্‌ড়ীর উপর বাস কর। তুমি লক্ষ্ণৌয়ের তরফীওয়ালী নও, অথচ তোমার হাতে বীণ্‌। তুমি ডাক্তারি কোনরূপ যন্ত্র নও, অথচ তুমি বোবাকে কথা কহাতে পার। অতএব বাগ্বাণি! তোমাকে নমস্কার। তুমি আসরে এসে উর—তুমি নায়কের আশা পূর।

যশোরের যুদ্ধের পর মান সিং ও ভবানন্দ মজুন্দার বর্দ্ধমানে এসে ছাউনি কল্লেন। দুজনে খাচ্চেন দাচ্চেন, কোন ভাবনা চিন্তে নাই,—বেস আছেন। একদিন দুজনে ঘোড়া চড়ে টাপের উপর টপাস টপাস করে সহর বেড়াতে গেলেন। যেতে যেতে মান সিং রাস্তায় একটা বড় সুড়ঙ্গ দেখ্‌তে পেলেন। সুরঙ্গটী উর্দ্ধে চৌদ্দ পোয়া, প্রস্থে সাত পোয়া (বাট্‌খরার ওজন নয় হাতের মাপ)। একজন গোলাল গালাল ভুঁড়ে মানুষ রাজার বাড়ীর আদ্য শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ খেয়ে অনায়াসে সেই গর্ত্ত দিয়ে মাথা উঁচু করে চলে যেতে পারে, আশে পাশে কোথাও ঠেকে না। মানসিং সেই সুড়ঙ্গ দেখে ভবানন্দকে জিজ্ঞাসা কল্লেন—'মজুন্দার মশাই এ কিসের গর্ত্ত?' মজুন্দার বলিলেন মশাই! এ গর্ত্তের বড় আশ্চর্য্য গল্প আছে; যদি শুন্তে ইচ্ছা করেন এই খানে বসুন আগা গোড়া বর্ণনা করি। এই কথা শুনে রেকাবের উপর পায়ের ডগার ভর দিয়ে মান সিং ঘোড়া হতে টপ করে নাপ্‌য়ে পড়্‌লেন, মজুন্দারও ঝুপ করে পড়্‌লেন। মান সিং বটের একটা উচ শিকড়ের ওপর বসে উড়ে বেহারার মত চুরট টানতে টানতে একবার বাঁ কস্‌দে একবার ডান কস্‌দে পাঁজটার মত ধোঁ বার কত্তে লাগ্‌লেন আর সুড়ঙ্গের কথা শোনবার জন্য গাল কাত করে রইলেন। মজুন্দার সত্যবতীসুত মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়নের ন্যায় অমৃতলহরীমধুর আখ্যায়িকা আরম্ভ করিলেন—

মহাশয়! দেখুন এটা পাহাড়ী সাপের গর্ত্ত নয়, তা হলে গর্ত্তের গা তেল

পানা হতো, এটী শিয়ালের গর্ত্তও নয়, তা হলে গর্ত্তের মুখে লেজ মুচ্‌ড়ে উত্ত হয়ে বসে সন্ধ্যাকালে যখন হুয়া হুয়া করে ডাকে তার দাগ থাক্তো। এটী মশাই সিঁধেল চোরের গর্ত্ত। পূর্ব্বে এইখানে বীরসিংহ নামে একজন রাজা ছিলেন। বর্ত্তমান যে রাজবংশ দেখ্‌ছেন এঁরা তাঁরে যুদ্ধে পরাজয় করে এখন এখানে রাজত্ব কচ্ছেন। বীরসিংহের বিদ্যা নামে একটী কন্যা ছিল। বিদ্যার বর্ণ কাচা হোলুদের মত, চাঁপা ফুলের মত, হাপরের তপ্ত সোণার মত। দেখ্‌লে পরে চক্ষু ঠিক্‌রে পড়্‌তো। দুচার কলম লেখা পড়াও জানা ছিল। তাতে গুমরে গাটা একেবারে আম্‌লে উঠ্‌লো। বাবার কাছে পণ করে বস্‌লো যে, বিচারে তারে যে হারাবে তাকেই সে বিয়ে কর্ব্বে। বীরসিংহও হস্তিমূর্খ,—কন্যার কথায় আর কথাটী কইলেন না, একেবারে বলে বস্‌লেন—'বেস তাই হবে।' ক্রমে চারি দিক থেকে সব রাজার ছেলে আসতে লাগলো কিন্তু বিচারে কেউ তারে আঁটতে পারে না। বিদ্যা মেয়ে নয় ত মেয়ের বাবা। কন্যাটী ক্রমে বড় হলো—ছেলের মার বয়েস হয়ে পড়্‌লো। বীরসিংহের ভাবনায় চিন্তায় আর অন্ন জল রুচে না, শেষে নববিভাকরে, হিন্দুহিতৈষিণীতে, ভারতমিহিরে প্রতি পংক্তিতে দেড় আনার হিসাবে খরচা দিয়া এই বিজ্ঞাপন দিলেন—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এতদ্দ্বারা সকল রাজকুমারকে জানান যায় যে আমার রূপবতী বিদ্যাবতী বিদ্যা নামে এক কন্যা আছে। বিচারে যিনি তারে হারাবেন তিনিই সেই কন্যা রত্নকে বিয়ে করিবেন। স্বীয় স্বীয় নাম ধাম গুণ স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া আমার নিকট আবেদন করিবেন। বিয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

বর্দ্ধমান
৫ ম মন্বন্তর
৩ রা আষাঢ় } বর্দ্ধমানাধিপতি
শ্রীবীরসিংহ দেব।

রাজকুমারেরা এই বিজ্ঞাপন পাঠ করে বিবেচনা কর্ল্লেন যে বিদ্যার অবশ্যই কোন অপরাধ হইয়া থাকিবে নচেৎ তাহার বিবাহ সহজে হইতো, এবং সে যখন বিচারের প্রার্থনা করিতেছে তখন অবশ্যই তাহার চরিত্রে কোন দোষ ঘটিয়া থাকিবে। রাজপুত্রেরা এই বিবেচনা করিয়া কলিকাতার টাউনহলে একটী সভা করিয়া বীরসিংহকে এই মর্ম্মে পত্র লিখলেন—'আপ-

নার কন্যাকে আমরা বিয়ে করিতে চাই না। বিচারে তাঁর হারি হউক আর জিত হউক সে মকদ্দমা আমাদের গ্রহণ করিবার ইচ্ছা নাই। তবে যদি আপনি একান্ত বিচার করাইতে অভিলাষ করেন তবে ভাল উকীল দিয়া কলিকাতার হাইকোর্টে মকদ্দমা রুজু করুন। সেখানে ভাল ভাল বিচারপতি আছেন বিদ্যার যা হউক একখানা করে দেবেন।'

রাজা এই সংবাদ পাইয়া ভাবলেন তাই তো, হাইকোর্টে রাত্রিকে দিন আবার দিনকে রাত্রি করিতে পারেন এমন অনেক মহাত্মা আছেন অতএব সেই ত বিচারের উপযুক্ত স্থান। এই ভাবিয়া অসূর্য্যম্পশ্য বিদ্যাবিনোদিনীর একজন আমমোক্তারকে দিয়া হাইকোর্টে এইরূপ দরখাস্ত করাইলেনঃ—

'যে হেতু কন্যা আমি বীরসিংহের অধীশ্বর বর্দ্ধমানের। রূপবতী বিদ্যাবতী বিদ্যা নাম আমার হয়। হারাবে যে বিচারে আমায় বরণ কর্ব্বো তারে আমি'।

এই দরখাস্ত করায় মকদ্দমা একেবারে তুল হইয়া উঠিল। বিদ্যার পক্ষে হাকিমের রায় খারাব দেখিয়া বিদ্যার উকিল বল্লেন ও দরখাস্তটী পাগ্‌লামী। হাকিম বল্লেন যদি পাগলামী হয় তবে তাহাকে পাগ্‌লা গারদে কয়েদ করা কর্ত্তব্য। শেষে অনেক তর্কের পর বিদ্যার কঠিন পরিশ্রম সহিত ছয় মাস ফাঁশীর হুকুম হয়ে গেল।

সাধ্য হউক আর অসাধ্য হউক উপরওয়ালারা হুকুম দিয়ে নিশ্চিন্ত, নীচেওয়ালাদিগকে হুকুম তামিল কত্তে হবে। কাজে কাজে নীচের কর্ম্মচারীদের ভাবনায় মাথা ঘুরে গেল। ছমাস ফাঁশী কিরূপে হবে কেহই স্থির কত্তে পারে না। শেষে শ্রীরাম শিরোমণিকে, কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতিকে এবং ধর্ম্মরাজের সভাসদ আর আর বড় বড় তর্কসিদ্ধান্ত বাগীশদিগকে নিতী ধোবানীর দ্বারা পত্র প্রেরণ করা হইল এবং ইহার কোনরূপ মীমাংসার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপককে সবিশেষ জ্ঞাত করা হইল। তিনি অনেক আঁক জোঁক কেটে শেষে এই স্থির কল্লেন যে দেড় ইঞ্চ পরিধির শ্বাস নালী যদি এককালে বদ্ধ করিলে পনর মিনিটে প্রাণ বিয়োগ হয় তবে প্রত্যহ কত পরিমাণে তাহা রোধ করিলে ছয় মাসে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে। এই ত্রৈরাশিক কসিয়া তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন যে বিদ্যার গলায় একটী রজ্জু দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে এক সূত্র নলী

রোধ করিতে করিতে বোক্‌না বাছুরের মত তাকে পথে পথে টেনে নিয়ে বেড়াইবে, ইহাতে কঠিন পরিশ্রমও হবে এবং ছয় মাসে প্রাণ বিয়োগও হইতে পারিবে।

রাজা বীরসিংহ হুকুম শুনে একেবারে হতজ্ঞান। কপালে আঘাত করিয়া বল্লেন—হায়! বিচারে হারিলে কোথায় বিদ্যার বিয়ে, না ফাঁশী? কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

বিদ্যা রাজনন্দিনী,—অন্তঃপুরবাসিনী—চন্দ্র সূর্য্যও তাহার মুখ দেখিতে পায় না, তিনি ফাঁশীকাটে কিরূপে চড়্‌বেন? রাজা মন্ত্রিদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিদ্যার মৃত্যু খবর রট্‌য়ে দিলেন। মকদ্দমাটা কাজে কাজে কিছু দিন পরে নিবে গেল।

মকদ্দমাটা যা হউক যো সো করে ত ফাঁকি দিলেন; কিন্তু আইবড় মেয়ে ত ঘরে—রাজার এক তিল মনের সুখ নাই। একদিন বৈকালে ঘুমের পর চোক মুচ্‌তে মুচ্‌তে উঠে—বল্লেন—'কৈ হৈ হুঁয়া?' দরজায় ভগীরথ সিং বসে ছিল ব্যস্ত হয়ে বল্লে—'হাজির মহারাজ' বীরসিংহ অনুমতি কল্লেন—'জল্‌দি গঙ্গাভাটকো বোলায়কে লে আও।' ভগীরথ সিং—'যো হুকুম মহারাজ!' বলিয়া গঙ্গাভাটের বাসায় চলিয়া গেল।

গঙ্গাভাট আহারান্তে নিদ্রার পর মাথায় গামছা দিয়া এক গাড়ু জল নিয়া বাহিরে যাচ্ছে এমন সময় ভগীরথ সিং এসে বল্লে—'মহারাজ জল্‌দি বোলাতে হৈঁ।' গঙ্গাভাট ভাব্‌লেন হাতে পূর্ণঘট যাত্রাটা ভাল দেখ্‌ছি, কিছু লাভ হবার সম্ভাবনা, অতএব গাড়ুটা রেখে যাওয়া হবে না। এই ভেবে গাড়ু হাতে করেই রাজদরবারে চল্লেন। ভগীরথ সিং আগে আগে, গঙ্গা ভাট পাছু পাছু সগরবংশ উদ্ধারের মত বীরসিংহের বংশ উদ্ধারের জন্য চল্লেন। রাজা তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বাঁ হাতটী গালে, ভাবনায় একেবারে ডুবু ডুবু, যেন চিত্রপটটীর মত বসে আছেন। গঙ্গাভাট গিয়ে বল্লে—'মহা-রাজের জয় হোক।' মহারাজ ব্যস্ত ও কাতর হয়ে বল্লেন—গঙ্গা আমি ত বড়ই দায়ে পড়্‌লুম, এখন কন্যাটী কাহাকেও দিতে পাল্লে বাঁচি।' গঙ্গা বল্লে—মহারাজ যদি কন্যাটীর দায়ে এতই কাতর হয়েছেন, আমি আপনার অনেক খেয়েছি—অনেক পরেছি, তবে কন্যাটী আমাকেই দিন, আপনার দায় আমি না ঘুচবো ত আর কে ঘুচোবে?' রাজা বল্লেন—'ওরে পাগ্‌লা

তা নয়, তা নয় ; একটী পাত্র পাই যদি তবে তারে এই কন্যাটী দান করি। গঙ্গা বল্লে—‘ মহারাজ ! আপনার জন্যে আমি সকলি সইতে পারি, সকলি কর্ত্তে পারি, তা এই জল পাত্রটী আমি আড়াই টাকায় কিনেছি, যদি আপনার কন্যাদায় ঘোচে, তবে এই পাত্রটী আমি আপনাকে দেই, আপনি আমাকে কন্যাদান করে চিন্তা দূর করুন।’ এই বলে গাড়ুটী তুলে রাজার হাতে দিতে গেলেন। রাজা বল্লেন ‘ নির্ব্বোধ ! আমি একটী রাজকুমার পেলে তার সঙ্গে আমার কন্যার বিয়ে দিই, তুমি দেশ বিদেশ তত্ত্ব করে একটী রাজপুত্র আন।’ গঙ্গাভাট বল্লে—‘ মহারাজ ! এতে আর কি ক্লেশ আছে আমি শীঘ্র এনে দেব।’

গঙ্গা ভাট রাজার কাছে পথখরচ নিয়ে, একটী ভাল দিন দেখে, সকাল সকাল চারটী আহার করে যাত্রা কল্লেন। কাণে বিল্লিপত্তর, কপালে ধপধপে দইয়ের ফোটা, কোমরে কাপড়ের বুচকী, ডান হাতে একগাছি ছড়ী, বাঁ হাতে ছোট কলি হুঁকো, ভুড়ুৎ ভুড়ুৎ করে তামাক টান্‌ছেন, কসকাত করে বত্রিশটে দাঁত মেলে পান চিবুচ্ছেন আর হনর হনর করে চল্‌ছেন। এ পাড়া দে, ও পাড়া দে, এ গাঁ দে ও গাঁ দে, মাট ঘাট, হ্রদ নদ নদী খাল ঝিল বিল, পাহাড় পর্ব্বত, বন জঙ্গল, এ রাজ্য সে রাজ্য—খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি—কত্তে কত্তে যাচ্ছেন, শেষে কাঞ্চীপুরে গিয়ে পৌঁছিলেন।

কাঞ্চীপুরের রাজার নাম গুণসিন্ধু। একবার পশ্চিম সমুদ্রের কতকগুলি সওদাগর গুণের বোরায় মাল বন্ধ করে জাহাজ বোঝাই কচ্ছিলেন, এমন সময় দেবতা বলে আমি আর কোথায় আছি—ঝড় বৃষ্টি একেবারে ভেঙে পড়্‌লো। ডিঙি, পানসি, জাহাজ সব ডুবে গেল। কিছু দিন পরে ডুবরিরা সেই সকল গুণের বোরা তুলে রাজবাড়ীতে বিক্রি করে। গুণসিন্ধুর মা তখন গর্ভবতী ছিলেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে, তিনি তারে চুবু চুবু করে তেল মাখিয়ে সেই গুণে শোয়ায়ে রৌদ্রে চিংড়ীপোড়া কত্তেন। এই জন্যে ছেলের নাম হলো গুণসিন্ধু (সিন্ধোরুদ্ধৃতে গুণে শুক ইতি গুণসিন্ধুঃ।)

গুণসিন্ধুরাজার সুন্দর নামে একটী ছেলে ছিলো। ছেলেটী দিব্যি টুকটুকে ফুটফুটে, দেখলে চক্ষু জুড়ুতো। পড়া শুনোতে তাঁর এত দৌড় যে রোজ ময়না, কাকাতুয়া, টিয়া প্রভৃতি হাজার হাজার পাখীকে তিনি একলাই পড়াতেন, গঙ্গাভাট তাঁকে গিয়ে বিদ্যার সংবাদ দিলেন। বিদ্যার রূপ গুণের

কথা শুনে সুন্দরের মন একেবারে মচকে গেল। তাঁর আর খাওয়া দাওয়া নাই, অমনি একটী শুকপাখী ও ব্যাগ হাতে নিয়ে মেল ট্রেণে এসে চড়লেন কোন ষ্টেষণেও জর্ণি ব্রেক কল্লেন না। প্রাতঃকালে বৰ্দ্ধমানে পৌঁছিলেন। গাড়ীর কষ্ট, আহার নাই, নিদ্রা নাই—একটী পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে এসে স্নান কল্লেন এবং বিকারী রুগীর মত আপনি কিছু ডালিম খেলেন এবং শুক-কেও খাওয়াইলেন। ঘাটের উপর চুপ করে বসে আছেন, কোথায় যাবেন কি কর্বেন কিছুই ঠিক কর্ত্তে পাচ্চেন না, ক্রমে বেলা গেল, গাছের ডগায় রৌদ্র ঝিক্‌মিক কচ্ছে এমন সময় একজন মালিনী পাড়ায় পাড়ায় ফুল তুলতে তুলতে সেই দিকে এলো। মালিনীর বয়সটা কিছু ভাঙা ভাঙা হয়েছে, একখানি শাদা সাড়ী পরে আছে, ডান হাতে সাজি ঘড়ীর পেণ্ডুলমের মত আগু পাছু দুল্‌ছে, বাঁ হাত দিয়ে এলো চুল কুন্‌চে, কাঁকালখানি কত রকমে নড়্‌ছে, দেখে তার সব ধরণগুলি বোঝা যাচ্ছে—সে মালিনী নয় ত যেন পুতুল নাচের ছবি। সুন্দরের কাছে এসে উপস্থিত হলো;—ছেলের রূপ দেখে অবাক। কেমন করে একবার কথা কবে কেবল তাই ভাবছে; শেষে বল্লে—'বাছা! তুমি এখানে কতক্ষণ আছ? এখানে এক-জন মোটা মালিনী সাজি হাতে করে আসে নাই?' সুন্দর বল্লেন—'না মা, কই দেখি নাই।'

সুন্দর ও মালিনীতে কথা হচ্চে, এমন সময় কতকগুলি সহুরে মেয়ে কলসী কাকে করে জল নিতে এলো। সুন্দরের রূপ দেখে সকলেই মোহিত। কলসীতে জলপুরে সার দিয়ে সব আসছে আর আগের মেয়েগুলি আপনার আপনার পাছের মেয়েদের পানে চাইচে আর বলচে— 'চলে আয় না লো"। পাছের মেয়েটী পাছু পানে চাইচে আর বলচে আমাদের সঙ্গে বুঝি আর কেউ আসে নি। এইরূপ ছলে একবার পাছু পানে চাইছে আর কেবল সুন্দরকে দেখচে। কাহারও ইচ্ছে নয় যে সেখান থেকে যায়—পা যায় ত মন যায় না, আবার জোর করে যত এগুচ্ছে ততই চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য " হচ্ছে।

এক ধনী বড় রসিকা ছিলো—সুন্দরকে ফেলে কিছুতেই যেতে পারে না, কি ছলেই বা থাকে তাই ভাবছে এমন সময় তার মনে হলো—'সহি! মতি হার টুটালো "—আবার তখন তার স্মরণ হলো—' অহিনবকুসহই পরি-

কথদং মে চলনং ”। অমনি এক ধনীর পায়ে পা লাগায়ে ঝুপ করে জলের কলসী ফেলে বসে পড়ে বল্লে—ভাই গিচিয়ে? সকলেই ব্যস্ত হয়ে আপনার আপনার কলসী নামায়ে তার গায় হাত বুলুতে বুলুতে সুন্দরকে দেখতে লাগলো, কিন্তু অগ্নির মন্দাগ্নি হয় তবু চক্ষুর মন্দাগ্নি হয় না। ছল করে ক্ষণেক থেকে কি সুন্দরের রূপ দেখা শেষ হয়? কিছুক্ষণ পরে সকলে চলে গেল।

মালিনী সুন্দরের মুখ দেখে বল্লে—‘বাছা! তোমার বাড়ী কোথা? মুখ শুকনো দেখছি, এখনো কি তোমার খাওয়া দাওয়া হয়নি?” সুন্দর বল্লেন—‘আহা এ কথা ত এতক্ষণ আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে নি। তুমি আমার মার সমান মাসী;— তুমি আমার পরম হিতাশী। আমার বাড়ী কাঞ্চীপুর, আমি টোলে পড়বার জন্যে এখানে এসেছি একটী বাসা পেলে থাকি।

মালিনী সুন্দরের কথা শুনে বল্লে—‘বাছা! আমার ঘরে তোমাকে বাসা দেবো। আমাকে যখন তুমি মাসি বলেছ তখন তুমী আমার গলার কলচে—আমার নাড়ীর টান।” এই বলে সুন্দরের ব্যাগটী ও খাচাটী হাতে করে নিয়ে আগে আগে চল্লেন সুন্দর পথ আলো করে পাছু পাছু যেতে লাগলেন। ক্রমে মালিনীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত।

সন্ধ্যার পর আহার করিয়া সুন্দর শয়ন কল্লেন, মালিনী কাছে বসে তাঁর তত্ব বার্ত্তা জিজ্ঞাসা কত্তে লাগলেন। একথা ওকথা সে কথার পর বিদ্যার কথা পড়লে সুন্দর গঙ্গার কাছে বিদ্যার কথা শুনেছিলেন আবার মালিনীর কাছে শুনে আরও চঞ্চল হলেন। রাত্রি অধিক হইল, মালিনী শয়ন করিল, কিন্তু সুন্দরের আর ঘুম হইল না। কত কষ্টে রাত পোহালো। মালিনী বিদ্যার ফুল দিতে গিয়া সব কথাগুলি বল্লে। এখানে সুন্দর চঞ্চল ওখানে আবার বিদ্যাও চঞ্চল হয়ে উঠলো।

মালিনী ঘরে ঘরে ফুলের রোজ দিয়ে বাড়ী এসে সুন্দরের খাবার আয়োজন কচ্ছে এমন সময় চিলেছাতে বিদ্যা চুল এলো করে বসে আছেন দেখে মালিনী সুন্দরকে ডেকে দেখালে যে—‘বাপা ঐ দেখ বিদ্যা’। বিদ্যার কাছেও এক জন সখী ছিল সে সুন্দরকে দেখে বিদ্যাকে বল্লে— আজনন্দিনি! ঐ ওঁর কথা বুঝি তখন হীরে বল্‌ছিলো’। এইরূপে দুজনের দেখা দেখি হওয়ায় দুজনে আরও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সুন্দর আহারের পর

হীরেকে বল্লেন—মাসী আমার আজ বড় ঘুম পেয়েছে, দোএরে খিল দিয়ে ঘুমুই আমাকে ডেকো না। এই বলে দোর বন্ধ করে, ঘরের ভিতর একটা খন্তা ছিল তাই দিয়ে সিঁদ দিতে আরম্ভ কল্লেন। মাটী কেটে মাটী কেটে বিদ্যার ঘরে গিয়া যখন মেজে ফুটতে কেবল তিন আঙুল বাকি রৈল তখন ক্ষান্ত হয়ে বাসায় ফিরে এলেন এবং হীরের ঘরের সিঁদপথে একটা মাদুর পেতে তার এক পাশে বসে রইলেন। সন্ধ্যার পর সুন্দরের আহার হলো। মালিনীও আহার করে শয়ন কল্লে। সুন্দর দিব্য করে চুলগুলি ফিরায়ে, লেভেণ্ডার, পমেটম লাগায়ে সাজ গোজ করে বিদ্যার ঘরের মেজের নীচেতে গিয়ে দাড়ালেন, বিদ্যা খাটের ওপর শুয়ে একবার এ বালিসে মাথা, একবার ও বালিসে মাথা, একবার এ পাশ, একবার ও পাশ, এইরূপ শয্যাকণ্টকী রুগীর মত বিছানায় ধড় ফড় কচ্ছেন। সখীরা বলছে—হায়! কিকর্ব্বো, হায়! কি হবে। আজ যাঁরে দেখলুম তিনি রাজার ছেলে হন, আর ফুস করে এই ঘরে এসে এখন ওঠেন তবে বিদ্যার প্রাণ জুড়ায়'। সুন্দর একেবারে ঠিক হয়ে ছিলেন, সখীর মুখ থেকে এই কথা বাহির না হতে হতেই মাথার চাড় দিয়ে তিন আঙুল মাটী ভেঙ্গে একেবারে হুপ করে ঘরের ভেতর এসে পড়লেন। এ বলে 'ও কিরে'? ও বলে 'এ কিরে'? সুলোচনা সিঁদেল চোর ভেবে বিদ্যার গার হীরে, মতি মুক্তা সব খুলে আইরণ চেষ্টে চাবি দিল। সুন্দর বল্লেন—'নারীগণ! তোমরা ভয় পেওনা আমি মানুষ—আমি হীরে মতির চোর নই,—আমি মন চোর। আমি কাঞ্চীপুরের গুণসিন্ধু রাজার পুত্র,—আমার নাম সুন্দর—হীরে মালিনীর ঘরে আমার বাসা। গঙ্গাভাটের মুখে বিদ্যার কথা শুনে আমি তোমাদের সখীকে দেখতে এসেছি— বিচারের কথা আর বলবো কেমন করে হাই কোর্টে ত তা নিষ্পত্তি হয়েছে।

হাই কোর্টের কথা শুনে বিদ্যা অধোবদনে রইলেন। কি করি, কেমন করে কথা কই এই ভাবছেন এমন সময় ঘরের কানাচে একটা শিয়াল— হুয়া হুয়া, ক্যাহুয়া ক্যাহুয়া, খ্যাক খ্যাক খ্যাক করে ডেকে উঠলো। বিদ্যা সখীদের উপলক্ষ করে সুন্দরকে জিজ্ঞাসা কল্লেন 'ও কি ডাকলো'? সুন্দর বুঝলেন সখীদের উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু কথাটা আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি উত্তর কল্লেন—

কুর্কট গহ্বরে লেজ করায়ে প্রবেশ।
কর্কট ধরিতে যার চাতুরী অশেষ।
গলিত রুধির মাংস খায় সাধ ভরে।
ডাকিল শ্মশানবাসী হুয়া হুয়া করে।

শ্লোকের ছটায় সুন্দরীর গা একেবারে ডগমগ করে উঠলো। আহ্লাদে গান্ধর্ব্ব বিবাহ করে দুজনে সুখ স্বচ্ছন্দে বাস কত্তে লাগলেন।

কিছু দিন পরে বিদ্যাবিনোদিনীর গর্ভ সঞ্চার হলো। পেটটী একটু একটু ডাগর, সোণার জিনিস খেতেও সাধ নাই, রাত দিন মুখে পিচ পিচ করে জল উঠছে, মুখখানি সকাল বেলার মিড়মিড়ে চাঁদের মত পাণ্ডুবর্ণ; মার কাছে গিয়ে বল্লেন—'মা আমার কি ভারী ব্যামো হলো!' রাণী ব্যস্ত হয়ে রাজাকে জানালেন। রাজা মহাশয় সভাস্থ হইয়া পাত্র মিত্র সভাসদের সহিত পরামর্শ করে অন্তঃপুরে কবিরাজকে পাঠালেন। বিদ্যা ঘরের ভেতর থেকে চিকের ফাঁক দিয়ে গাঁটকাটা চোরের মত বাঁ হাতটী বার করে দিলেন। বৈদ্যরাজ ব্যামোর আগা গোড়া হালটী শুনে, সেতারার তার টেপার মত করে নাড়ী চার পাঁচ বার টিপে বল্লেন—আচ্ছা বেস,—রোগ ঠিক হয়েছে, এখন মহারাজের কাছে গিয়ে ব্যবস্থা করি।

বৈদ্য রাজার কাছে গিয়ে বল্লেন—মা, কোন চিন্তা নাই। দুধ আগমী খাইতে দেবেন, তাতে পীড়ারও শান্তি হবে গর্ভেরও কোন ব্যাঘাত জন্মিবে না। রাজা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লেন—'সে কি? গর্ভ কেমন?' বৈদ্য বল্লেন—'ক্ষামতা গরিমা কুক্ষেঃ মূর্চ্ছা চ্ছর্দ্দিররোচকম। জৃম্ভা প্রসেকঃ সদনং রোমরাজ্যাঃ প্রকাশনম্।' রাজা এই কথা শুনে রেগে টং। রাণীর কাছে গিয়ে বাত ঝাড়তে লাগলেন—'তুমি মিথ্যে মানুষ, তুমি মিথ্যে পাটরাণী; তোমার গিন্নেপনা নেই। কোঁদোলে পাড়ায় মানুষ টেঁকতে পারে না। পাড়ার লোকের দোষ দেখলে তুমি নেচে উঠো এখন তোমার ঘরে কি হয়েচে তা তুমি দেখো না। বিদ্যার গর্ভ—কি সর্ব্বনাশ! আমি কালামুখ আর কাকেও দেখাবো না।' রাণী বল্লেন, 'তা ভয় কি, গর্ভ হয়েচে হয়েচে।' এমন কি আর কারও হয় না? কুলীনের ঘরে দুবেলা কি হচ্চে? তুমি ভেব না আমি এখুনি হীরেকে ডাকাচ্চি, হীরে ওসব কাজে খুব ভাল।" রাজা বল্লেন—'তা এদিকে যা কত্তে হয় যে সব তুমি কর,

আমি চোর ধরবার উপায় করি। এই বলে দারগা বক্সি কোটাল সকলকে হুকুম দিলেন—'জলদি চোর পাকড়কে লে আও। তারা সব বিদ্যার ঘর খুঁজতে খুঁজতে সুড়ঙ্গ দেখতে পেলে এবং সুড়ঙ্গ দিয়ে যেতে যেতে হীরের ঘরে উঠলো। রাজবাটীতে হ্যাঙ্গমা শুনে সুন্দর চম্পট করেছেন কেবল ব্যাগটী নিয়ে যেতে মনে নাই। খানাতল্লাশী কত্তে কত্তে ব্যাগটী পেয়ে খুলে দেখলে তার ভেতর খানকত কাপড় ছুটী ইসটিল পেনের মোচ, পাঁচখানি চিঠির কাগজ, ছুটী লুসিফারের বাক্স আর একখানি লেখা চিটী। চিটীখানি খুলিয়া সকলে পড়িল। তার মর্ম্ম এই—

পরম কল্যাণীয়বর

শ্রীযুক্ত মহারাজা গুণসিন্ধু দেব

পিতা ঠাকুর শ্রীচরণেষু

পত্র—লেখা—কাঞ্চীপুর রাজবাটী আমি এসে বর্দ্ধমানে, বিয়ে করেছি রাজার মেয়ে। করো না ভাবনা আমার জন্যে বাড়ী যাব শীগ্‌গির আমি।

সেবক

শ্রীসুন্দরচন্দ্র দেব।

চিঠি খানি পড়ে আমলাদের আর আহ্লাদ ধরে না। দৌড়ে রাজাকে গিয়া খবর দিলে। রাজা একেবারে আহ্লাদে আটখানা। তখনি সিঁদুর চুপড়ি, মাথাঘসা, আলতা, কাপড় এনে চারিটা বেহারায় ডুলি করে বিদ্যাকে কাঞ্চীপুর পাঠায়ে দিলেন। বিদ্যা সুন্দর পরম সুখ স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না কত্তে লাগলেন। এই পুণ্য কথা শুনলে বংশজের বিয়ে হয়, কুলকামিনীর গর্ভ কলঙ্ক হলে সে কলঙ্ক দূর হয়, গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়।

শ্রীমহাকবি জাক্সিলনকৃত বিদ্যাসুন্দরকথা সমাপ্ত।

শ্রীরঙ্গলাল শর্ম্মা।

রাজার আত্মবিস্মৃতি তাঁহার অত্যাচারী হইবার কারণ।

ভারতের প্রধান নীতিশাস্ত্রকার মহামহোপাধ্যায় চাণক্য বলেন, আপনাকে অজর ও অমর মনে করিয়া বিদ্যা শিক্ষা ও অর্থ চিন্তা করিবে। যদি

আপনাকে অজরামরবৎ বোধ করা না হয়, এখনই মৃত্যু হইবে, সর্ব্বদা এরূপ ভাব মনে উদয় হয়, তাহা হইলে সংসারে বৈরাগ্য জন্মে। বৈরাগ্য জন্মিলে পড়াশুনা বা অর্থ উপার্জ্জন ইহার কোন দিকেই মন যায় না। সুতরাং এ উভয়ের বিষম বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু ধর্ম্মের পক্ষে এ ব্যবস্থা নয়। সে অংশে উপাধ্যায় লিখিয়াছেন, যম যেন কেশে ধরিয়া আছে এই ভাবিয়া ধর্ম্ম আচরণ করিবে (১)। কখন্ মৃত্যু হয় বলা যায় না, সর্ব্বদা যদি এই ভাব মনে জাগরূক থাকে, অধর্ম্ম ও অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, মুহূর্ত্ত কাল পরে যদি মৃত্যু হয়, কেন অধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া পরকাল নষ্ট করি, সর্ব্বদা মনে এই ভয় হইতে থাকে। মৃত্যু আসন্নতরবর্ত্তী, এ বোধ থাকিলে মানুষের যেমন অধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে না, রাজা যদি তেমনি আপনাকে কালকর-গৃহীত-কেশ পাশের ন্যায় ভাবিয়া স্ব স্ব স্বরূপ চিন্তা ও স্বরূপ অবগত হইয়া রাজধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং সর্ব্বদা সেই ভাব মনোমধ্যে জাগরূক থাকে, তাহা হইলে তাঁহার অত্যাচার করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকি, যাঁহার হস্তে রাজশক্তি থাকে, তিনি প্রায় আত্মবিস্মৃত হন। তিনি যে প্রজার প্রতিনিধি হইয়া তাহাদিগের রক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যে কিছুই নন, প্রজার শক্তিতেই তাঁহার শক্তি, প্রজার ধনেই তাঁহার ধন, প্রজার মতেই তাঁহার মত, প্রজার মঙ্গলেই তাঁহার মঙ্গল, প্রভুশক্তিমদে মত্ত হইয়া রাজারা প্রায়ই এ চিন্তা ভুলিয়া যান। সুতরাংই স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী হইয়া উঠেন। যে সকল প্রজা অবিদ্য নির্ব্বোধ ও দুর্ব্বল, তাহারা নিরুপায় হইয়া সেই অত্যাচার সহ্য করে, তাহার প্রতিকার করিতে পারে না। রাজা পদস্থ ও প্রবল, তিনি উত্তরোত্তর স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী হইতে থাকেন, কিন্তু যে দেশের অধিকাংশ প্রজা সাহসী বলবান কৃতবিদ্য এবং রাজা ও প্রজার স্বরূপ বোধে সমর্থ, তাহারা দীর্ঘকাল রাজার সেই স্বেচ্ছাচার ও অন্যায় ব্যবহার সহ্য করে না। তাহারা ক্রমে সমুচিত উপায় অবলম্বন করিয়া রাজার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলে, অথবা তাঁহার হস্ত হইতে রাজশক্তি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের রক্ষাভার আপনারা গ্রহণ করিয়া থাকে। এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র প্রভৃতি শাসনপ্রণালীর নানা অকৃতি হইয়া থাকে।

(১) অজরামরবৎ প্রাজ্ঞোবিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।

অত্যাচারের স্বরূপ একরূপ নয়। তাহারও আকার নানাপ্রকার। কেবল যে প্রজার শ্রমোৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বলপূর্ব্বক হরণ ও তাহার পরিশ্রমলব্ধ অর্থ গ্রহণ এবং তাহার কন্যা কলত্রাদির সতীত্ব হরণ করিলেই অত্যাচার হয়, আর ঐ সকল কার্য্য না করিলে অত্যাচার হয় না, তাহা নয়। প্রজারা যে কাজ ভাল বাসে না, রাজা যদি সেই কাজ করেন, প্রজারা যে করভার বহনে সমর্থ নয়, রাজা যদি বলপূর্ব্বক তাহাদিগের স্কন্ধে সেই ভার নিক্ষেপ করেন, আর প্রজা অনভ্যস্ত বলীবর্দ্দের ন্যায় সেই ভার নিজ স্কন্ধ হইতে দূরে ক্ষেপ করিবার চেষ্টা পায়, আবার রাজা দণ্ডবিধান দ্বারা তাহার হস্ত বন্ধন করিয়া সেই ভার তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দেন, কিম্বা কৌশল করিয়া এক বিষয়ে দুই তিন প্রকার কর গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও অত্যাচার হয়। রাজা যদি আবার আইন দ্বারা প্রজার মুখ বন্ধ করিয়া ঐ কাজগুলি করেন, উহা ঘোরতর অত্যাচার বলিয়া বর্ণিত নিন্দিত ও ধিকৃত হইয়া থাকে।

প্রজার সহিষ্ণুতাগুণ অধিক। রাজার প্রতি প্রজার ভক্তিও অধিক। বোধ হয় বিধাতা রাজা ও প্রজা উভয়ের মঙ্গলার্থেই ঐ ভক্তি প্রজার হৃদয়ে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি নিষ্ঠুরপ্রকৃতি স্বার্থপর রাজারা সেটী বুঝেন না। প্রজারা যত সহিষ্ণুতাগুণ প্রদর্শন করে, ততই তাঁহাদিগের অত্যাচার বাড়িতে থাকে। শেষে তাহাদিগের সেই ধৈর্য্যগুণের সীমা সঙ্কোচ হইয়া আইসে। তখন তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিদ্রোহ যে কেবল অত্যাচারী রাজার দণ্ড স্বরূপ এরূপ নয়, ইহা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, প্রবল পরাক্রমশালী পদস্থ গর্ব্বিত দুর্ব্বৃত্ত রাজারা সকল সময়ে এই বিধিনির্ব্বন্ধের মহিমা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অবশেষে আপনারা অধঃপাতে যান, রাজ্যচ্যুত হন, কেহ বা ছাগপশুর ন্যায় সমরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর বলিভূত হইয়া থাকেন, কেহ বা দস্যুর ন্যায় বন্দীভূত হইয়া ঘাতকের অস্ত্রের ও ঘাত স্থানের শোভা বর্দ্ধন করেন। চিরকাল যে এই কাণ্ড ঘটিয়া আসিতেছে, বিদ্রোহ শব্দ দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইতেছে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তথাপি রাজপদমত্ত গর্ব্বান্ধ রাজগণের চৈতন্য হয় না। সকল রাজাই এই প্রকৃতির, আমরা এই কথা বলিতেছি, পাঠক যেন এমন মনে করেন না। সাধু সদাশয় রাজারা প্রজার চিত্তারাধনে তৎপর, তাঁহারা প্রজা

পীড়ন মহাপাপ জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগের হইতেই রাজন (২) এই শব্দটী অন্বর্থ হইয়া থাকে। তাঁহারা নিজ ঔদার্য্যগুণে শাসনপ্রণালীগত নিজ দোষের সতত সংশোধন চেষ্টা পান। রাজা রামচন্দ্র একদা দুর্ম্মুখ নামে চরকে প্রজারা তাঁহার চরিত্র বিষয়ে কে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করে জানিতে পাঠাইয়া দেন। দুর্ম্মুখ ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার গুণেরই নানাপ্রকার প্রশংসা আরম্ভ করিল। তাহাতে অত্যুদারপ্রকৃতি প্রজারঞ্জন রাম লজ্জিত হইয়া বলিলেন, প্রশংসা থাকুক, কে কি আমার দোষের কথা কহিয়াছে, তাহা বল, তাহার আমি সংশোধন (৩) করিয়া লই।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, দুর্ব্বল নিরীহ প্রজারা পরধনলুব্ধ বলবান দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে ধন জন রক্ষায় সমর্থ না হইয়া ক্ষমতাশালী যোগ্যপাত্র দেখিয়া এক ব্যক্তির হস্তে সেই রক্ষার ভার সমর্পণ করে। শেষে তাহাদিগের ব্যাধভয়ে পলায়িত ব্যাঘ্র গর্ত্তে প্রবিষ্ট হরিণের দুর্দ্দশা ঘটিয়া উঠে। পরিশেষে বহু ক্লেশে সেই পাষণ্ডরাজগণের দণ্ডবিধান করিয়া তাহাদিগের চৈতন্য সম্পাদন করিতে হয়। প্রাচীন ও নব্য সকল কালেই এই ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে।

বেণ রাজা যখন দারুণ অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন, তখন ঋষিগণ বারম্বার তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন। তিনি তাঁহাদিগের কোন কথাই শুনিলেন না। তখন তাঁহারা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার বধসাধন করিলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে, পরাশর বলিলেন মৃত্যুর সুনীথা নামে প্রথমে যে কন্যা জন্মে, অঙ্গের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সেই সুনীথার গর্ভে বেণ জন্মগ্রহণ করে। সেই বেণ মাতামহ দোষে দুষ্ট প্রকৃতি হইল। ঋষিগণ তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলে পর তিনি এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, কেহ কদাচ যজ্ঞ হোম ও দান করিতে পারিবে না। যজ্ঞের ভোক্তা আর কেহ নাই, আমিই যজ্ঞপতি। তাহার পর ঋষিগণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বিনয় পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ শুনুন,

---

(২) রঞ্জয়তি এই বাক্যে রঞ্জ ধাতু হইতে রাজন শব্দটী ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। কালিদাসের রঘুবংশে আছে " রাজা প্রকৃতি রঞ্জনাৎ। "

(৩) দুর্ম্মুখঃ উবথ্ বত্তি দেঅং পৌরজাণবদা বিহ্মরিদা অজ্জে মহারাঅ দসরহস্য রামভদ্দেণত্তি।

রামঃ। অর্থবাদ এষঃ দোষন্তু কঞ্চিৎ কথয় যেন স প্রতিবিধীয়তে। উত্তরচরিত।

আমরা আপনাকে যে কথা বলিতে আসিয়াছি, তাহাতে রাজ্যের আপনার দেহের ও প্রজার হিত হইবে। আমরা দীর্ঘযজ্ঞ করিয়া সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরির পূজা করিব, তোমারও তাহাতে অংশ থাকিবে। মহারাজ! আমরা যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বর হরির প্রীতি বিধান করিলে তিনি তোমার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ করিবেন। বেণ এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, আমার অপেক্ষা বড় আর কে আছে, তোমরা যাহার আরাধনা করিবে? তোমরা যাহাকে যজ্ঞেশ্বর হরি বলিতেছ, সে কে? ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র বায়ু বরুণ সূর্য্য চন্দ্র যম অগ্নি বিধাতা ভূমি, ইহারা ও অন্য যে সকল দেবতা আছে, তাহারা রাজার শরীরস্থ। যেহেতুক রাজা সর্ব্বদেবময়। ইহা জানিয়া আমি তোমাদিগকে আজ্ঞা দিতেছি, তোমরা দান হোম ও যজ্ঞ কর না। ঋষিরা পুনরায় কহিলেন, মহারাজ অনুজ্ঞা দিউন, ধর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত না হউক। পরাশর বলিলেন, মুনিগণ বার বার এইরূপ জানাইলেও বেণ যখন আজ্ঞা দিলেন না, তখন তাঁহারা কোপান্বিত হইয়া পাপাত্মাকে হনন কর হনন কর এই কথা পরস্পর বলিয়া উঠিলেন। যে অধম অনাদিনিধন যজ্ঞপুরুষ হরির নিন্দা করে, সে রাজপদ যোগ্য নয়। এই কথা বলিয়া মুনিগণ মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা রাজার প্রাণ সংহার করিলেন। ঐ অধম ভগবানের নিন্দা করিয়া পূর্ব্বেই হত হইয়াছিল। তাহার পর মুনিগণ দেখিলেন, ধূলিরাশি উড়িয়া দিক আচ্ছন্ন করিয়াছে। তাঁহারা নিকটবর্ত্তী এক ব্যক্তিকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কহিল, রাজ্য রাজাশূন্য হওয়াতে চোরেরা পরের ধন অপহরণ করিতেছে। তাহাদিগের দৌড়াদৌড়িতে এই ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল ব্যাপিয়াছে। বেণ রাজার পুত্র ছিল না। মুনিগণ মন্ত্রণা করিয়া তাহার পুত্রার্থ তাহার উরু মন্থন করিলেন। সেই মথ্যমান উরু হইতে অতি হ্রস্বাকৃতি দগ্ধস্থূণ সদৃশ খর্ব্বটাস্য এক পুরুষ নির্গত হইল। সেই পুরুষ ত্বরান্বিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি করিব? মুনিগণ তাহাকে কহিলেন তুমি বস। মুনিগণ তাহাকে "নিষীদ" এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই সে ও পাপকর্ম্মকারী তাহার সন্তানগণ বিন্ধ্যশৈলবাসী নিষাদ হইল। উহার দ্বারা বেণ রাজার পাপ নির্গত হইয়া গেল। তাহার পর ঋষিগণ বেণ রাজার দক্ষিণ বাহু মন্থন করিলেন, তাহাতে পৃথু রাজার জন্ম হইল (৪)।

(৪) পরাশর উবাচ। সুনীথা নাম যা কন্যা মৃত্যোঃ প্রথমতোঽভবৎ। অঙ্গস্য ভার্য্যা সা

পাঠক চমৎকার দেখুন, বিষ্ণুপুরাণ কহিতেছেন; ঋষিরাই বেণ রাজাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনাদিগের ও সাধারণ প্রজাগণের রক্ষাভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাঁহারা তাঁহার রাজশক্তির মূল, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদিগের অভিমত যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান নিষেধ করিয়া দিলেন। ঋষিরা প্রবল প্রজা বলিয়াই তাঁহার সমুচিত শাসন

দত্তা তস্যাং বেণোব্যজায়ত। স মাতামহদোষেণ তেন মৃত্যোঃ সুতাত্মজঃ। নিসর্গাদেব মৈত্রেয় দুষ্টএব ব্যজায়ত। অভিষিক্তোযদা রাজ্যে সবেণঃ পরমর্ষিভিঃ। ঘোষয়ামাস সতদা পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ। ন যষ্টব্যং ন হোতব্যং ন দাতব্যং কদাচন। ভোক্তা যজ্ঞস্য কস্ত্বন্যোহ্যহং যজ্ঞপতিঃ প্রভুঃ। ততস্তমৃষয়ঃ পূর্ব্বং সংপূজ্য জগতীপতিং। উচুঃ সামকলং সম্যক্ মৈত্রেয় সমুপস্থিতাঃ। ঋষয়উচুঃ। ভোভো রাজন্ শৃণুষ ত্বং যদ্বদামস্তব প্রভো। রাজ্যদেহোপকারায় প্রজানাঞ্চ হিতংপরং। দীর্ঘসত্রেণ দেবেশং সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরং হরিং। পূজয়িষ্যাম ভদ্রং তে তত্রাংশস্তে ভবিষ্যতি। যজ্ঞেন যজ্ঞপুরুষোহরিঃ সংপ্রীণিতোনৃপ। অস্মাভির্ভবতঃ কামান্ সর্ব্বানেব প্রদাস্যতি। যজ্ঞৈর্যজ্ঞেশ্বরোযেষাং রাষ্ট্রে সংপূজ্যতে হরিঃ। তেষাং সর্ব্বেপ্সিতাবাপ্তিং দদাতি নৃপ ভূভুজাং। বেণ উবাচ। মত্তঃ কোহভ্যধিকোহন্যোহস্তি যশ্চারাধ্যোমমাপরঃ। কোহয়ং হরিরিতি খ্যাতো যোহয়ং যজ্ঞেশ্বরোমতঃ। ব্রহ্মা জনার্দনঃ শম্ভুরিন্দ্রোবায়ুর্যমোরবিঃ। হুতভুগ্বরুণোধাতা পূষা ভূমির্নিশাকরঃ। এতে চান্যে চ যে দেবাঃ শাপানুগ্রহকারিণঃ। নৃপস্যৈতে শরীরস্থাঃ সর্ব্বদেবময়োনৃপঃ। এতৎ জ্ঞাত্বা ময়াজ্ঞপ্তং যথাবৎ ক্রিয়তাং তথা। ন দাতব্যং ন হোতব্যং ন যষ্টব্যঞ্চ বোদ্বিজাঃ। ঋষয় উচুঃ। দেহ্যনুজ্ঞাং মহারাজ মাধর্ম্মোযাতু সংক্ষয়ং। পরাশরউবাচ। ইতি বিজ্ঞাপ্যমানোঽপি সবেণঃ পরমর্ষিভিঃ। যদা দদাতি নানুজ্ঞাং প্রোক্তঃ প্রোক্তঃ পুনঃ পুনঃ। ততস্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে কোপামর্ষসমন্বিতাঃ। হন্যতাং হন্যতাং পাপ ইত্যূচুস্তে পরস্পরং। যোযজ্ঞপুরুষং দেবমনাদিনিধনং প্রভুং। বিনিন্দত্যধমাচারো নসযোগ্যোভুবঃ পতিঃ। ইত্যুক্ত্বা মন্ত্রপূতৈস্তে কুশৈর্মুনিগণা নৃপং। নিজঘ্নুর্নিহতং পূর্ব্বং ভগবন্নিন্দনাদিনা। ততশ্চ মুনয়োরেণুং দদৃশুঃ সর্ব্বতোদ্বিজ। কিমেতদিতিচাসন্নং পপ্রচ্ছুস্তে জনং তদা। আখ্যাতঞ্চ জনৈস্তেষাং চৌরীভূতৈররাজকে রাষ্ট্রে তু লোকৈরারব্ধং পরস্বাদানমাতুরৈঃ। তেষামুদীর্ণবেগানাং চৌরাণাং মুনিসত্তমাঃ সুমহান্ দৃশ্যতে রেণুঃ পরবিত্তাপহারিণাং। ততঃ সংমন্ত্র্যতে সর্ব্বে মুনয়স্তস্য ভূভৃতঃ। মমন্থুরুরুং পুত্রার্থং অনপত্যস্য যত্নতঃ। মথ্যতশ্চ সমুত্তস্থৌ তস্যোরোঃ পুরুষঃ কিল। দগ্ধস্থূণাপ্রতীকাশঃ খর্ব্বটাস্যোঽতিহ্রস্বকঃ। কিং করোমীতি তান্ সর্ব্বান বিপ্রান্ প্রাহ ত্বরান্বিতঃ। নিষীদেতি তমূচুস্তে নিষাদস্তেন সোহভবৎ। ততস্তৎসম্ভবাজ্জাতাবিন্ধ্যশৈলনিবাসিনঃ। নিষাদামুনিশার্দ্দূল পাপকর্ম্মোপলক্ষণাঃ। তেন দ্বারেণ তৎ পাপং নিষ্ক্রান্তং তস্য ভূপতেঃ। নিষাদাস্তে ততোজাতা বেণ কল্মষনাশনাঃ। ততোহস্য দক্ষিণং হস্তং মমন্থুস্তস্য তে দ্বিজাঃ। মথ্যমানে চ তত্রাভূৎ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্। ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরাণ।

হইল। কিন্তু তাঁহারা যদি দুর্ব্বল হইতেন, তাঁহাদিগকে নিরুপায় ও কৃতকর্ম্ম হইয়া বেণ রাজার সমুদায় অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। বেণ তাহাদিগের সমক্ষে যে কোন অন্যায় কাজ করুন, তাঁহারা জড় পদার্থের ন্যায় শুষ্ক স্থাণুর ন্যায় তাহা দর্শন করিতেন, দুই ঠোঁট এক করিতে পারিতেন না। অভিশাপ দিন, গালি দিন, মনে মনে দিতেন, ফুটিয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সাহস হইত না।

ভারতীয় ঋষিগণ বিষয়নিস্পৃহ। তাঁহারা সাধারণকে বেণ রাজার অত্যাচারপীড়িত দেখিয়া তদ্দুখে দুঃখিত হইয়াছিলেন। বেণ রাজা সিংহাসনচ্যুত হইলেই তাঁহাদিগের সে দুঃখের শান্তি হইল এবং বেণ রাজার দক্ষিণ বাহু মন্থনজাত পৃথুরাজকে সুরাজা দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রজারা যে পুনরায় অত্যাচারনিপীড়িত হইবে, তাঁহাদিগের সে শঙ্কা ও উৎকণ্ঠা রহিল না। তাঁহারা স্থির চিত্তে পুনরায় ধ্যান ধারণায় অভিনিষ্ট হইলেন। কিন্তু ইউরোপের ঘটনা এরূপ নয়। তত্রত্য প্রধান লোকেরা ঋষি প্রকৃতির লোক নহেন। তাঁহারা ঘোর বিষয়ী। অত্যাচারী রাজার অত্যাচার নিবারণ করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা আপনাদিগের ও সাধারণ্যে প্রজাগণের অধিকার ও স্বত্ব বুঝিয়া লইয়া তবে রাজাকে ছাড়িয়াছেন। প্রথমে পাঠক ইংলণ্ডেরই ইতিহাস দেখুন। আজ কাল ইংলণ্ড আমাদিগের পাল্‌টিঘর হইয়াছে বলিলে হয়। অতএব অগ্রে তাহারই ইতিহাস দেখা কর্ত্তব্য। জন নামে ইংলণ্ডের যে রাজা হন, তিনি প্রজাদিগের কোন প্রকার স্বত্ব স্বীকার করিতেন না। তিনি সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন। তিনি যে প্রতিনিধীভূত হইয়া প্রজার রক্ষকতা কার্য্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন, ভ্রমেও একবার এ কথা তাঁহার মনে উদিত হইত না। তাঁহারই রাজ্য প্রজারা তাঁহার ভোগের সাধন মাত্র তাঁহার এই সংস্কার ছিল। তিনি যে ইচ্ছা করিবেন, প্রজাদিগকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। তিনি যে আজ্ঞা করিবেন, প্রজাদিগকে অবিসম্বাদে তাহা পালন করিতে হইবে। তাহাতে তাহাদিগের স্বার্থহানি হউক, আর ধনমান যাউক, রাজার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি বেণ রাজার ন্যায় স্বভাবতঃ অসৎ ছিলেন। তাঁহার নিকটে মান্য ব্যক্তির মান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্ভ্রম ছিল না। জন কেবল যে স্বেচ্ছাচারী নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন এরূপ নয়, ও দিকে আবার বিষম ভীরু ও কাপুরুষ ছিলেন। রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিরা

তাঁহার উপরে ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মনোমালিন্য জন্মিল। প্রধান ব্যক্তিদিগের তৎকৃত অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা হইল। রাজা ইতিপূর্ব্বে পোপের কোপে পতিত হইয়াছিলেন। পোপ স্বেচ্ছানুসারে ইংলণ্ডের ধর্ম্মসংক্রান্ত কর্ম্মচারী নিয়োজিত করিতেন। জন রাজার সময়ে কাণ্টেরবরির আর্চ্চবিশপের পদ খালি হয়। পোপ ষ্টিফেন ল্যাঙটন নামে এক জন ইংরাজকে তৎপদে মনোনীত করেন। কিন্তু জন তাহাতে সম্মত হন না। পোপ ক্রুদ্ধ হইলেন। তৎকালে তাঁহার এই প্রকার অভিমান ছিল যে তিনি যাহাকে যে রাজ্য দান করিবেন, তিনি সেই রাজ্য পাইবেন। তিনি কুপিত হইয়া ফ্রান্সের তদানীন্তন ভূপতি ফিলিপকে ইংলণ্ডের রাজমুকুট প্রদান করিলেন। ফিলিপ সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে চলিলেন। মহাভীরু জন এই সকল কাণ্ড দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং দীন ও কাপুরুষভাবে পোপের বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন। পোপ দেখিলেন, তাঁহার দ্বিগুণ অভীষ্ট লাভ হইল। এক, তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি কাণ্টরবরির আর্চ্চ বিশপের পদ পাইল। দ্বিতীয়, রাজ্যের বিনিয়োগ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতার সবিশেষ বৃদ্ধি হইল। তিনি জন রাজাকে ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে দিলেন। কাণ্টরবরির নূতন আর্চ্চ বিশপ পদাভিষিক্ত সেই ষ্টিফেন ল্যাঙটন এক্ষণে অগ্রণী হইয়া রাজার অত্যাচার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। কাপুরুষ জন তাঁহাদিগকে উদ্যতায়ুধ দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইলেন, শেষে তাঁহাদিগের প্রার্থিত ও মনোরথ পূর্ণ করিয়া তাঁহাদিগের সান্ত্বনা করিলেন। একটী সনন্দ প্রস্তুত হইল। ১২১৫ খ্রীঃ অব্দে রণিমিডি নামক স্থানে রাজা তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন। ঐ সনন্দ দ্বারা সাধারণ্যে প্রজার স্বত্ব নির্ণীত হইল এবং ইহাও স্থির হইল যে রাজা রাজ্যের প্রধান লোক ও পুরোহিতদিগের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। জন রাজা স্বয়ং ও তাঁহার পূর্ব্ব রাজগণ প্রজার যে স্বত্ব লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তাহা পুনরুদ্ধৃত হইল এবং নূতন স্বত্বও সংস্থাপিত হইল। ইহাও স্থির হইল, রাজ্যে যে আইন প্রচলিত আছে, তাহা লঙ্ঘন করিয়া রাজা হউন, আর অন্যে হউন কেহ কাহার প্রতি অত্যাচার, কাহার অনিষ্ট সাধন কিম্বা কাহাকে কারাগৃহে প্রেরণ করিতে পারিবেন না। দেশের সাধারণ কৌন্সিল সভার সম্মতি ব্যতিরেকে নূতন কর নির্দ্ধারিত হইবে না। এই সন-

করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি বাসন্তীয় কোকিলের ন্যায় 'রাম রাম' স্বরে যে অপূর্ব্ব তানলয়বিমিশ্রিত মনোহর গান গাইয়া গিয়াছেন, অনন্তকাল পর্য্যন্ত সমুদায় ভারতবর্ষ——সমুদায় সাহিত্য জগৎ—তাহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকিবে। আজি পর্য্যন্তও এ দেশের সামান্য কৃষক সন্তান, ও বিপণিকার পর্য্যন্ত ইহা বৃক্ষতলে, পর্ণকুটীরে, প্রকাশ্য পথ প্রান্তে, প্রান্তরে, বিপণি মধ্যে একটু অবকাশ পাইলেই অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পাঠ করিয়া থাকে এবং ভাবে এমনই বিগলিত হইয়া যায় যে, চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুধারা নিপতিত হইতে থাকে। কোন কোন প্রাচীন সম্প্রদায় ইহার সম্বন্ধে এতদূর সংস্কারবদ্ধ যে পাঠ করিবার সময় অবিশুদ্ধ স্বর সংযোগে উচ্চারণবৈষম্য সংঘটিত হইলে আপনাদিগকে প্রত্যবায়গ্রস্ত ও প্রনষ্টশক্তি মনে করেন। ফলতঃ, ইহা এমনই এক অদ্ভুত পদার্থ যে, ইহার দোহাই দিয়া ভারতবর্ষে কতশত অনাথ দরিদ্র আজি পর্য্যন্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সমগ্র পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। জর্ম্মণীতে স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া রাম সীতা নাম উচ্চারণ করে এবং প্রতিদিনই জনকদুহিতার অমানুষী সুশীলতা লইয়া আলোচনা করিয়া থাকে। (৪)।

কতদিন হইল মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনারূপ অপূর্ব্ব লীলা করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, কতদিন হইল তিনি ভারতীয় সাহিত্য সমাজকে রামনাম সুধা পান করাইয়া উন্মত্তপ্রায় করিয়া পলাইয়া গিয়াছেন, তাহার সহজে মীমাংসা হয় না। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় তমোময় পুরাবৃত্ত আমাদিগকে সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয় না, এবং আধুনিক ইতিবৃত্ত সমূহও এতদূর অসত্য কল্পনা দ্বারা অতিরঞ্জিত বিকৃত ও বিভূষিত হইয়াছে যে, ঋষিসত্তম বাল্মীকির জীবনী সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে কোন সার কথা বলিতে সাহস হয় না। যাহা হউক, অদ্য আমরা বাল্মীকির জীবনী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মূল রামায়ণ পরিত্যাগ করিয়া রামায়ণের উত্তরকাণ্ড ও তৎসম্বলিত অন্যান্য বিবিধ সারগর্ভ তত্ত্বেরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

country? Far ours was a most glorious part."——An address on the study of Indian History. P. 14 and 20.

(৪) Vide a letter from Mr, Nisi Kanta Chatterjee from Germany to the Editor of the East. (East. August 1877.

তাঁহারই পদছায়া অনুসরণ করিয়া অন্যান্য যে সকল রামায়ণের সৃষ্টি হই-য়াছে, তাহার সমালোচনা, তদন্তর্গত কৌতূহলকর রহস্যের উন্মেষ, তৎসম্বন্ধে মতাবলীর ঔচিত্যানৌচিত্যের নির্ব্বাচন ও প্রমাণ সহকারে তৎসংক্রান্ত সকল প্রকার অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সৎ যুক্তি প্রদর্শন ও মীমাংসা করাই আমাদের এই প্রস্তাব অবতারণার মুখ্য উদ্দেশ্য।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত মূল রামায়ণে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক, পঞ্চাশৎ সর্গ এবং সাতটী কাণ্ড আছে। এ কথা তাঁহার প্রণীত রামায়ণের এক স্থলেই উল্লিখিত হইয়াছে। যথা——

" প্রাপ্ত রাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবান ঋষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ॥ ১
চতুর্ব্বিংশৎ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষিঃ।
তথা স্বর্গশতান পঞ্চ ষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরং॥ ২॥
বালকাণ্ড। ৪ র্থ সর্গ।

এই সাতটী কাণ্ডের নাম বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, অরণ্য কাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড। এই শেষ কাণ্ডটী (অর্থাৎ উত্তরকাণ্ডটী) রামায়ণের উপসংহার ভাগ বলিয়া ইহাকে কেহ কেহ "রামায়ণ-পরিশিষ্ট" কেহ কেহ বা "শেষরামায়ণ" বা "উত্তর রামায়ণ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। গর্ভবতী সীতার বনে পরিত্যাগ বৃত্তান্তই উত্তরকাণ্ডের প্রধান প্রতিপাদ্য। জানকী লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে তাঁহার কাতরতা, গঙ্গা প্রবাহে দেহ সমর্পণ, তন্মধ্যে অত্যদ্ভুত যমজ সন্তান প্রসব, গঙ্গা ও পৃথিবী কর্ত্তৃক তাঁহার ও শিশুদিগের রক্ষা, সীতার পাতাল প্রবেশ, তৎপ্রসঙ্গে ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ, দশানন প্রভৃতির শক্তি, সাহস, বীরত্ব, চরিত্র প্রভৃতির বর্ণন, লঙ্কাপুরীর নির্ম্মাণ কৌশল, রাক্ষস জাতির সমরসাধনা প্রভৃতি বিষয় উত্তর রামায়ণে বিবৃত হইয়াছে। ইহার রচনা কিরূপ, তাহা পাঠকগণের গোচর করিবার নিমিত্ত কয়েকটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা——

লোকাপবাদোবলবান্ যেন ত্যক্তা হি মৈথিলী।
সেয়ং লোকভয়াদ্ব্রহ্মপাপেত্যভিজানতা॥

পরিত্যক্তা ময়া সীতা তদ্ভবান ক্ষন্তুমর্হতি।
জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ॥

× × + × ×

তমাসনগতাং দৃষ্ট্বা প্রবিশন্তীং রসাতলং।
পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকৃণৎ॥
সাধুকারশ্চ সুমহান্দেবানাং সহসোত্থিতঃ।
সাধু সাধ্বিতি বৈ সীতে যস্যাস্তে শীলমীদৃশং॥

× × × ×

অন্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সর্ব্বস্থাবরজঙ্গমাঃ।
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপঃ॥
কেচিদ্বনে দুঃসংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ।
কেচিদ্রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচেতসঃ॥
সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তন্মুহূর্ত্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ॥

অনেকে এই উত্তর রামায়ণ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, ইহা বাল্মীকিপ্রণীত নহে। অধিকাংশ সংস্কৃত শাস্ত্রালোচক পণ্ডিত উত্তর রামায়ণকে মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত বলিয়া স্বীকার করেন না। (৫)। ইউরোপস্থ সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া এ কথা বলেন, তাহার সমুদায়াংশ সার না হউক আমি তাঁহাদের সহিত অবশ্যই এক মত হইয়া বলিতেছি,—উত্তরকাণ্ড কথনই ঋষিবর বাল্মীকির লেখনীপ্রসূত নহে। আমার এ অনুমান যে সত্য তাহার অসংখ্য প্রমাণ আছে, প্রস্তাব দৈর্ঘ্য ভয়ে সে সকলের উল্লেখ না করিয়া আমি কেবল ছয়টী যুক্তি দ্বারা স্বমত সমর্থনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

(প্রথমতঃ) উত্তর রামায়ণ ও মূল রামায়ণ এ উভয়ের রচনাপ্রণালী বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই মনোমধ্যে একটী গভীর ও গুরুতর প্রশ্নের উদয় হয়। প্রশ্নটী এই—" এ উভয় গ্রন্থের মধ্যে এত রচনাগত বিভিন্নতা কেন ? " প্রাচীন বঙ্গের জয়দেব ও বিদ্যাপতির রচনায় যে প্রভেদ

(৫) " ভারতীয় প্রস্তাবলী। " ১ ম খণ্ড। ১৬ পৃষ্ঠার টীকা। এবং Vide " an essay on the religious sects of the Hindoos as stated in the Ramayana " P. 62 By R. N. Dutta.

এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনায় যে প্রভেদ, উত্তর ও মূল রামায়ণের রচনায় ঠিক সেইরূপ প্রভেদ। গীতগোবিন্দ ও প্রসন্ন রাঘবের ভাব যেরূপ বিভিন্ন, উত্তর ও মূল রামায়ণের ভাবও তদ্রূপ বিভিন্ন। এক লেখনীপ্রসূত হইলে এরূপ অসাধারণ বৈলক্ষণ্য কখনই লক্ষিত হইত না। ন্যায়নির্ব্বূঢ় মতির কঠোর লেখনী হইতে সুললিত কাব্য বিনির্গত হওয়া যেমন নিতান্ত অসম্ভাবিত, সেইরূপ কবিবর বাল্মীকির সুধাময়ী লেখনী হইতে উত্তরকাণ্ড বিনিঃসৃত হওয়া অসম্ভাবিত।

উত্তর রামায়ণকার বহিঃ প্রকৃতির কবি, কিন্তু মূল রামায়ণকার অন্তঃ প্রকৃতির কবি। মহর্ষি বাল্মীকি অন্তঃ প্রকৃতির বর্ণনায় অসাধারণ পারদর্শিতা ও অন্তঃ প্রকৃতির মহত্ত্ব ও নীচত্বের বর্ণনায় ক্ষমতার পরা কষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু বহিঃ প্রকৃতির বর্ণনায় তিনি অপটু ছিলেন না। উভয় প্রকৃতির বর্ণনাতেই তিনি সমধিক ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাতেই পাঠক বুঝিয়া লউন, উভয় গ্রন্থের কত প্রভেদ। উত্তর রামায়ণের অনেক স্থল খুলিয়া বীর রসের পরিবর্ত্তে করুণ রস, পবিত্র ঈশ্বর প্রীতির পরিবর্ত্তে বাল্য প্রেম, সরলতার পরিবর্ত্তে কপটতা, কোমলতার পরিবর্ত্তে কঠিনতা, এবং দয়াময় ঈশ্বরের অকৃত্রিম পবিত্র প্রেমের সহিত সাধারণ মনুষ্য জাতির কৃত্রিম ও ক্ষণস্থায়ী প্রেমের সংযোজনা দেখান যাইতে পারে। সকল অধ্যায়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়া আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, সর্ব্বত্রই যেন স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ শ্রেণীর কবির উচ্চ ভাবের অভাব রহিয়াছে,—যেখানে বীররসের সমাবেশ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, সেই খানেই কবি যেন অতি কষ্টে সে রসের সমন্বয় করিয়াছেন। এমন কি অনেক স্থলে তিনি উপহাসাস্পদ ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছেন। মূল রামায়ণের ছয়টী কাণ্ডের বর্ণনা ও ভাব সকল যেমন স্বাভাবিক এবং উচ্চ শ্রেণীর, একাণ্ডটীতে তাহার কিছুই নাই। সরল প্রেমিক মুক্তকণ্ঠ বালকদিগের মানসিক ভাব যেমন নির্ম্মল ও তাহাদের মুখের কথাগুলি যেমন মিষ্ট এবং সহজ ভাবে অক্লিষ্টরূপে বহির্গত হয়, মূল রামায়ণে ঠিক সেইরূপই হইয়াছে, কিন্তু উত্তরকাণ্ডের প্রণেতা ইহার অনুকরণ করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ ও অকৃতকার্য্য হইয়া উঠিয়াছেন। আমার এ অনুমান হয়ত অনেকের নিকট প্রীতিপ্রদ না হইতে পারে, কিন্তু অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইউরোপীয় লেখক এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (৬)।

(৬) এতদ্বিষয়ে সবিস্তারে Griffith's Ramayan, Vol. I. Intro. P. XXIII to

(দ্বিতীয়তঃ) অনেকেই উত্তরকাণ্ডকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া গণনা করিয়াছেন। এই জন্য ইহা 'উত্তর রামায়ণ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার। ২৩৯০০ টীকা আছে। যে গ্রন্থের এত টীকা, সে গ্রন্থ যে সহজ নয়, তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতেছে। বাল্মীকির সারল্যময়ী লেখনী প্রসূত হইলে কখনই এত টীকার প্রয়োজন হইত না।

(তৃতীয়তঃ) বালকাণ্ডের ৪ র্থ সর্গের একটী শ্লোকার্দ্ধ পাঠে জানা যায় যে, পঞ্চশত সর্গ, ছয়টী কাণ্ড এবং তথা "উত্তরকাণ্ড" রামায়ণে গ্রথিত হইয়াছে। যথা—

"তথা স্বর্গ শতান্ পঞ্চ ষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরং॥"

এই শ্লোকার্দ্ধের 'তথা' শব্দে এবং 'তথোত্তরং' শব্দে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মে। কেন তিনি ত একেবারে "সপ্ত কাণ্ডানি" লিখিতে পারিতেন? একটী দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহার পরে আর একটী দ্রব্য নির্ম্মিত হইলেই লোকে "তথা" শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। বোধ হয় অপর কোন ব্যক্তি উত্তর রামায়ণ প্রস্তুত করিয়া মূল শ্লোক পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক "তথা" শব্দের সংযোজনা করিয়া থাকিবে। এরূপ পরিবর্ত্তন অনেকবার ধরা পড়িয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের ভূতপূর্ব্ব তত্বাবধায়ক বোনাম সাহেব, কয়েকবার এইরূপ জাল শ্লোক ধরিয়াছিলেন (৭)।

(চতুর্থতঃ) অনেকে আবার ইহাকে আদৌ কাব্য বলিয়াই নির্দ্দেশ

XXV দেখ——"There is every reason to believe that the seventh book is a latter addition" নূতন সংযোজন সম্বন্ধে "Whole chapters thus betray their origin by their barrenness of thought and laborious mimicry of the epic spirit, which in the case of the old parts spontaneously burst out of the heart's fullness like the free song of a child, &cc." Westminister Review, Vol. I.

গেরিসিও উত্তরকাণ্ড পাঠ করিয়া বলিয়াছেন—" + + + This is mere a latter addition, and distantly connected with the other six books."—Gorrisis.

(৭) "Extracts from the reports of the examiners of Fort William College." Edited by M. Twiss with remarks. London edition. Vol. II. P. 31-36. আর্য্যচরিত প্রথম ভাগ। ১০ পৃষ্ঠার টীকা। এবং ভারতীয় প্রস্তাবলী ১ ম খণ্ড, ৭৬ ও ৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

করিতে ইচ্ছা করেন না। সাহিত্য দর্পণকার "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং" রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য এই লক্ষণ করিয়াছেন। রচনাই রসজ্ঞানের প্রধান উপকরণ। যে রচনায় পাঠকের কর্ণকুহরে সুধা ঢালিয়া দেয়, যে রচনায় পাষাণহৃদয় দ্রবীভূত হয় এবং হৃদয়ের আভ্যন্তর অস্ত্র পর্য্যন্ত তরে তরে তালে তালে নাচিয়া উঠে, সে রচনা উত্তর রামায়ণে নাই। এক লেখনী-প্রসূত হইলে এ প্রকার রচনার কখনই অভাব ঘটিত না। যিনি এক স্থলে লোককে সুধা পান করাইয়া উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছেন, যিনি এক স্থলে বীরত্বের অপরূপ ভীষণ অথচ মোহনমূর্ত্তি দেখাইয়া পাঠককে কাঁপাইয়া দিয়াছেন, আর এক স্থলে তিনি যে সে সুধার নাম পর্য্যন্তও জানিলেন না, এ কথা শুনিলে কাহার মনে বিস্ময় ও সন্দেহের উদয় না হয়?

(পঞ্চমতঃ) কেহ কেহ বলেন উত্তর রামায়ণ নাটকাকারে লিখিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কবি ভবভূতি প্রণীত উত্তর রাম চরিতের চতুর্থ অঙ্কে লব-জনকসংবাদে আছে।

লবঃ—নায়ং কথাপ্রবিভাগোঽস্মাভিরন্যেন বা শ্রুতপূর্ব্বঃ।

জনকঃ—কিং ন প্রণীতঃ কবিনা?

লবঃ—স কিল ভগবান্ তমপ্সরোভিঃ প্রয়োজয়িষ্যতীতি॥"

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে—রামায়ণের শেষভাগ বাল্মীকি নাটকাকারে লিখিয়া অভিনয় করিবার জন্য নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনির নিকট প্রেরণ করেন ইত্যাদি। এ কথা কতদূর সঙ্গত দেখা আবশ্যক। মূল উত্তর রামায়ণ আমরা পাঠ করিয়াছি এবং তাহার মুদ্রিত ও হস্ত লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ আমাদের নিকট আছে। কিন্তু ইহা নাটকাকারে যে প্রণীত তাহা কিছুতেই জানা গেল না। ইহার কোন অংশই নাটকাকারে গ্রথিত হয় নাই। প্রত্যুত কোন এক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের এক স্থলে লিখিত দৃষ্ট হইল,—

(ক) তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্ব্বাচার্য্যবিনির্ম্মিতাম্।

(খ) "অপূর্ব্বং পাঠ্যজাতিঞ্চ গেয়েন সমলঙ্কৃতাম্।

(ক) টীকা। গাথকানাং গানসিদ্ধয়ে পূর্ব্বাচার্য্যেণ ভরতেন নির্ম্মিতাম।

(খ) টীকা। পাঠ্য জাতিং পাঠ্যস্য গেয়স্য জাতিং ষড়্‌জাদিস্বররূপাম। গেয়েন গান ধর্ম্মেণ স্বর বিশেষণ সমলঙ্কৃতাং। প্রমাণৈর্ব্ব নিপদ্বিচ্ছেদসাধনৈস্তমধ্যাবিলম্বিতাবৃত্তিভি র্বহু প্রকারাভি র্ব্বদ্ধিতাম॥

প্রমাণৈবর্হুভির্বদ্ধাং তন্ত্রীলয়সমন্বিতাম্। ”

এতৎপাঠে জানা যায় যে, ভরতমুনি স্বরসংযোজনা করিয়া উত্তর কাণ্ড খানি নাটকাকারে প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

ইহা ও উত্তর চরিতের উদ্ধৃত অংশটুকু দেখিয়া অনেকেই উত্তরকাণ্ডকে ভরতমুনি প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন। কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটী আশ্চর্য্য রহস্য আছে, এ পর্য্যন্ত তাহার উদ্ভেদ কেহই করেন নাই। প্রকৃত কথা এই যে, বাল্মীকি উত্তর রামায়ণের আদৌ প্রণেতা নহেন, ইহা তাঁহার লেখনী প্রসূত নহে। অপর কোন ব্যক্তি ইহার প্রণয়ন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির নামেই তাহার প্রচার করিয়াছেন, নাট্যকার ভারতমুনি তাহাই লইয়া নাটকরূপে পরিণত করিয়াছেন, তাহাই অভিনীত হয়। সেই রামায়ণখানিই উত্তর রামায়ণ নামে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। ইহার সুচতুর গ্রন্থকার আপনার নামে গ্রন্থ প্রচার না করিয়া বাল্মীকির বলিয়াই ঘোষণা করেন এবং ‘ কাণ্ড ’ এই সংজ্ঞা সংযোজিত করিয়া, ছয় কাণ্ড রামায়ণের সহিত একত্রিত করিয়া দেন। বিশেষতঃ মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত ছয় কাণ্ড রামায়ণের শেষাংশ পাঠ করিলে স্পষ্ট জানা যায় যে, তিনি তাঁহার লিখিতব্য সমুদায় বিষয়ই একবারে লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন। রামকে সীতাসহ বন হইতে আনাইয়া সিংহাসনে বসাইলেন, কৌশল্যার আদরের ধনকে কৌশল্যার ক্রোড়ে বসাইয়া তাঁহার চির দুঃখ মোচন করিলেন, এবং রাম ও জানকীর চিরস্পৃহণীয় মিলন সম্পাদন করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিলেন। তাহার পর যে তিনি উত্তর কাণ্ডের অবতারণা করিয়া বিষম শোচনীয় কাণ্ড ঘটাইবেন, ইহা সম্ভাবিত নহে। কাজেই তাঁহার গ্রন্থকে অসম্পূর্ণ বলা যায় না। বাণভট্টের হর্ষচরিত পাঠ করিয়াও অনেকে এইরূপ অসম্পূর্ণতা দোষারোপ করেন, কিন্তু তাহা মহান ভ্রম। (৮)॥—আমরা কলিকাতার ফোর্ট উইমিয়ম কালেজের প্রকাশিত নাট্যকার ভরতমুনির উত্তর রামায়ণ নাটক দর্শন করিয়াছি। তাহাতে ৩৪১ অঙ্ক ১২৮ গর্ভাঙ্ক, এবং ১৪১ টী গীত পরিদৃষ্ট হয়। এখানিকে “ উত্তর মহানাটক ” নামে নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত হয়। এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, উত্তর রামায়ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। পূর্ব্ব ও উত্তর দুইখানি রামায়ণ দুই জনের প্রণীত। এক্ষণকার প্রচলিত উত্তর রামায়ণ এবং

(৮) ভারতীয় গ্রন্থাবলী ১ মখণ্ড। ৬৮ পৃষ্ঠা।

নাটকাকারে নিবদ্ধ উত্তর রামায়ণ এ দুখানি আবার স্বতন্ত্র গ্রন্থ।

*(ষষ্ঠতঃ) আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি এক সময়ে দয়া ও ক্ষমা ঔদার্য্য প্রভৃতি অত্যুদার গুণের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যে ব্যক্তি এক সময়ে একটী ক্রৌঞ্চীর মৃত্যু যন্ত্রণা দেখিয়া শোকে একান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন, তিনি যে আর এক স্থলে অবর্ণনীয় অহৃদয়তা প্রকাশ করিবেন, এ কথা প্রাচীন আর্য্যদিগের পক্ষে সম্ভাবিত নহে এবং তাহা আর্য্য কবিদিগের পক্ষে কখনই শোভা পায় না। রামায়ণকার মহর্ষি বাল্মীকি যেন দয়া ও ক্ষমাগুণের অবতার স্বরূপ হইয়াই ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য প্রান্তরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং পৃথিবীতে রাম নাম সার করিয়া রঘুকুলের হিতের জন্যই যেন জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু উত্তর রামায়ণকার সেরূপ গুণশালী হওয়া দূরে থাকুক, কাব্যপ্রান্তরে অবতীর্ণ হইয়া 'সতী সাধ্বী অবলা রমণী' জানকীকে চিরদুঃখিনী করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে বিনা দোষে অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করিলেন, কতই না মর্ম্মভেদী বিলাপ করাইলেন, এবং একবারও সেই সরলহৃদয়া কোমলাঙ্গী অবলার ক্রন্দন ধ্বনিতে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন না। এরূপ নির্দ্দয় কবিকে কখনই বাল্মীকির পবিত্র হৈম সিংহাসনে বসিতে স্থান দেওয়া সঙ্গত হয় না। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

মনুসংহিতা।

সৃষ্টিপ্রকরণ উক্ত হইল। মনুর মতে ব্রাহ্মণ সেই সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। তাঁহার সর্ব্ব প্রধান হইবার যে যে কারণ আছে, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে উক্ত হইতেছে।

ঊর্দ্ধং নাভের্ম্মেধ্যতরঃ পুরুষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মান্মেধ্যতমন্বস্য মুখমুক্তং স্বয়ম্ভুবা। ৯২।

পুরুষ পবিত্র, পুরুষের নাভির ঊর্দ্ধ অধিকতর পবিত্র, মুখ তাহার অপেক্ষাও অধিক পবিত্র।

উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জৈষ্ঠ্যাৎ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতোব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ। ৯৩॥

মুখের অপর নাম উত্তমাঙ্গ। ব্রাহ্মণ সেই উত্তমাঙ্গ হইতে জন্মগ্রহণ করি-

এই ইংরাজ জাতির স্বাধীনতার ভিত্তি, পার্লিয়ামেণ্ট সভার পত্তনভূমি এবং বর্ত্তমান ইংরাজ শাসন প্রণালীর মূল স্বরূপ। এই সনন্দ রাজশক্তিকেও সঙ্কুচিত করিয়া আনিয়াছিল। সনন্দে যে সমস্ত নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়, রাজা তাহা লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন না। যে রাজা সেই সনন্দের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যা ইচ্ছা তাই করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহারই সহিত প্রজাগণের ঘোর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। যিনি দুর্ব্বুদ্ধি দোষে দুরাগ্রহ পরিত্যাগ না করিয়াছেন, তিনিই বিষম বিপদে পতিত হইয়াছেন।

ইতিহাস সময়ে সময়ে আমাদিগের সমক্ষে যে সকল জঘন্য রাজাকে উপস্থিত করে, জন রাজা তাহাদিগের মূর্দ্ধন্য না হউন, সেই জঘন্য দলের এক জন প্রধান সন্দেহ নাই। তিনি অব্যবস্থিতের সংপূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত ছিলেন। তিনি যেমন প্রতিজ্ঞা করিলেন, সনন্দে স্বাক্ষর করিলেন, পরক্ষণে আবার তাহার ভঙ্গ করিলেন। কিন্তু ইংলণ্ড সৌভাগ্যশালী। সহসা তাঁহার মৃত্যু হইল।

তৃতীয় হেনরি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি ১২১৬ খ্রীঃ অব্দ অবধি ৭২ বৎসর পর্য্যন্ত ছাপ্পান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। উহার অধিকাংশ সময় উল্লিখিত সনন্দ লইয়া প্রজার সহিত তাঁহার বিবাদ চলিয়াছিল। এস্থলেও ইংলণ্ডের সৌভাগ্যশালিতার একটী সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তাহার ভাগ্যগুণে হেনরি ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন না। তিনি অতি অসার ও অপদার্থ ছিলেন। অপদার্থ বলিয়াই প্রজারা তাঁহাকে স্বল্পায়াসে স্বাভিলষিত পথে আনয়ন করিয়া স্বাভীষ্ট সাধন করিয়া লয়। তিনি যদি পরাক্রমশালী প্রবল রাজা হইতেন, প্রজারা স্বচ্ছন্দে পূর্ণমনোরথ হইতে পারিত না। প্রজার আগ্রহের অতিক্রমে অসমর্থ হইয়া তিনি পুনরায় সনন্দ প্রদান করিলেন এবং নিজের কার্য্য দ্বারাও উহার সফলতা সম্পাদন করিলেন। তিনি কখন স্বয়ং স্বমতে নূতন কর নির্দ্ধারণ করেন নাই। তাঁহার যখন টাকার প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি সাধারণ কৌন্সিল সভার মত করিয়া নূতন কর করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারেই পার্লিয়ামেণ্ট সভা প্রকৃতরূপে গঠিত হইয়াছিল। তৎকালে এই নিয়ম হয়, সকল প্রকার প্রজার প্রতিনিধিগণ পার্লিয়ামেণ্ট সভায় উপস্থিত হইয়া রাজকর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিবেন। তদবধি পার্লিয়ামেণ্ট সভা তিন অংশে বিভক্ত হয়। প্রথম, রাজা ও তাঁহার মন্ত্রিগণ। দ্বিতীয়, প্রধান

পুরোহিত ও লার্ডগণ। তৃতীয়, সাধারণ প্রজার প্রতিনিধিগণ। প্রত্যেক প্রধান নগর ও জিলা দুই জন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে লইয়াই কমন্স সভা। এক্ষণে ঐ কমন্স সভায় ৬৫০ প্রতিনিধি সভ্য আছেন। উল্লিখিত সনন্দ অনুসারে রাজা পার্লিয়ামেণ্ট সভার মত ব্যতিরেকে নূতন আইন ও নূতন কর নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না, কিন্তু স্ব ইচ্ছায় সন্ধি বিগ্রহ করিতে পারেন। শেষোক্ত বিধিটী দুগ্ধপূর্ণ কুম্ভে গোমূত্রবিন্দুর ন্যায় হইয়াছে। প্রজারা অতি সাবধান হইয়া রাজশক্তির সঙ্কোচ করিয়া অনিবার যে এত চেষ্টা পাইয়াছে, সন্ধি বিগ্রহ বিষয়ে রাজার এক স্বাধীনতা থাকাতে সে সমুদয় বিফল হইয়াছে। তাহারা বিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে নাই। রাজা মনে করিলে যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে তাহাদিগকে লইয়া যাইতে পারেন। রাজা স্বেচ্ছামত যুদ্ধের ঘোষণা করিয়া দিলেন। টাকার অনটন হইল, সভ্যগণকে জানাইলেন। তখন তাঁহাদিগকে নিরুপায় হইয়া টাকা দিতে হইল। যদি টাকা না দেন, আর যুদ্ধে পরাজয় হয়, সে কলঙ্ক রাখিবার স্থান নাই। এখন ইংলণ্ড অত্যুন্নত পদে অধিরূঢ় হইয়াছেন। এখন এই অনিষ্টকর দোষের সংশোধন করিয়া লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

ইংলণ্ডীয় রাজগণের স্বেচ্ছাচারিতা ও পার্লিয়ামেণ্ট সভার তাহার সঙ্কোচ চেষ্টা নিবন্ধন যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তৃতীয় হেনরির রাজত্বকালে তাহার নিষ্পত্তি হইল, বিরোধানল নির্ব্বাণ হইয়া গেল, পাঠক যেন এরূপ মনে করেন না। হেনরির পরবর্ত্তী রাজগণের সহিতও সময়ে সময়ে পার্লিয়ামেণ্ট সভার ঘোর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, রাজ্যের অলঙ্কারভূত অনেক প্রধান ও ভাল লোক ঐ অনলে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, শোণিত নদী বাহিত হইয়াছে, যুদ্ধে যে যে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, সে সমুদায় ঘটিয়াছে; অবশেষে প্রথম চারল্‌স অলিবর ক্রমওয়েলের চক্রে পড়িয়া ঘাতকের হস্তে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। পাঠক ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করুন, ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত দেখিতে পাইবেন। প্রথম চারল্‌স যদি স্বেচ্ছাচারী না হইতেন; তিনি যদি প্রজাগণের অনভিমত আচরণ না করিতেন, কখন তাঁহার কলঙ্কর শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিত না।

যে রোম ইংলণ্ডের আদর্শ, যাহাকে ইংলণ্ডের গুরু বলিলেও হয়, সেই

রোমেই রাজশক্তি ও রাজশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষমতার সঙ্কোচ নিমিত্ত কি ঘোরতর তুমুল কাণ্ড না হইয়াছে? টারকুইনস স্থপর্ব্বস যখন ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন, তাঁহার পুত্র সেক্সটস যখন লুক্রিসিয়ার সতীত্বরত্ন হরণ করিল, তখন রোমকদিগের রাজভক্তিরূপ দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল, তাঁহারা উদ্দাম-দ্বিরদের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বিচরণ আরম্ভ করিল, দাবানলের ন্যায় রাজ-কুলের সহিত রাজশক্তিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। টারকুইনস সপরিবারে দূরীভূত হইলেন। রোমে সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত হইল। তন্ত্রের সাধারণ বিশেষণ দেওয়া হইল বটে কিন্তু বাস্তবিক প্রভুশক্তি কতকগুলি প্রধান লোকের হস্তগত হইল। প্রভুশক্তির এমনি মাদকতা শক্তি আছে যে উহা যাহার হাতে যায়, তাহাকে মোহিত করিয়া তুলে। যাঁহারা টারকুইনস স্থপর্ব্বসের যথেচ্ছাচারিতা সহ্য করিতে না পারিয়া অধীর হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার প্রভুশক্তিমদে মত্ত হইয়া নিম্ন শ্রেণীর যে একদল লোক ছিল, তাহাদিগের উপরে যার পর নাই অত্যাচার ও স্বৈরাচার আরম্ভ করি-লেন। দীর্ঘকাল উভয় দলে তুমুল বিবাদ চলিয়াছিল, শেষে শেষোক্ত দল প্রথমোক্ত দলের রাজবল খর্ব্ব করিয়া আনিল। প্রথমোক্ত দল যে সকল অত্যাচার করিতেছিল, তাহার অনেকগুলি অন্তর্হিত হইল। শেষোক্ত দল রাজ্যের প্রধান পদ লাভে বঞ্চিত ছিল, এখন সে দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। তাহারা ডিক্টেটর ও কন্সল প্রভৃতি উচ্চতম পদ লাভে অধিকারী হইয়া উঠিল। যাহা হউক, রোমের সাধারণতন্ত্রের সময়ের লোকেরা এমনি রাজশক্তির বিদ্বেষী হইয়াছিল যে জুলিয়স সীজার রাজোপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া হত হইলেন। সীজার একজন সমরদক্ষ সবিশেষ ক্ষমতাপন্ন উচ্চমনা রাজ-নীতিজ্ঞ ছিলেন। অনেকে বলেন, তাঁহার মৃত্যুতে রোমের সবিশেষ অনিষ্ট হয়। তাঁহার মৃত্যুতে রোমের যে প্রকার সত্বর শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটে, তিনি জীবিত থাকিলে সেরূপ ঘটিত না।

ফ্রান্সের লোকদিগকে এক প্রকার অদ্ভুত জীব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহারা সাধারণ্যে অন্য অন্য দেশের লোকের অপেক্ষা অধিকতর কৃতবিদ্য ও বুদ্ধিসম্পন্ন। বাতরোগগ্রস্তের হিম বায়ুর ন্যায় রাজশক্তি বন্ধন কোনক্রমে তাহাদিগের সহ্য হয় না। রাজা যে সদা অত্যাচার করিয়া বেড়ান, এই নিমিত্ত তাহারা রাজশক্তির বিপক্ষ, তাহা নয়। রাজকৃত অনেক কাজ তাহা-

দিগের অভিমত হয় না বলিয়া তাহারা রাজার উপরে তুষ্ট নয়। আমরা উপরে বলিয়াছি, প্রজার অনভিমত কার্য্যের অনুষ্ঠানও রাজার অত্যাচার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এই ধাতুর অত্যাচার নিবন্ধন ফ্রান্সে কয়েকবার রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি রাজশক্তি যাহার হস্তগত হয়, তাহাকে উন্মাদিত করিয়া তুলে। রবস্পিয়র সেণ্টজষ্ট প্রভৃতি এক অনিষ্ট নিবারণ করিতে যান, কিন্তু রাজশক্তি হস্তগত পাইয়া প্রলয়কাল উপস্থিত করেন। যাঁহারা ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত জানিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ফ্রান্সের ইতিহাস পাঠ করুন। প্রাচীন গ্রীসেও এ ঘটনার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

পাঠক! আমরা উপরে যে ঘটনাগুলির বর্ণন করিলাম, ইহার কারণ কি? রাজগণের প্রজার অনভিমত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও অত্যাচারই কি তাহার কারণ নয়? রাজারা যদি আত্মবিস্মৃত না হন, তাঁহারা প্রজার প্রতিনিধি, প্রজার মঙ্গলার্থই রক্ষকরূপে তাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন, এই জ্ঞান যদি সর্ব্বদা তাঁহাদিগের মনে জাগরূক থাকে, তাহা হইলে প্রজার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় না। তাঁহারা প্রজার মনোমত কার্য্য করিয়া আপনারাও সুখী হইতে পারেন, তাহাদিগকেও সুখী করিতে পারেন।

যাঁহারা জগন্মঙ্গলার্থ, জগতে শান্তি স্থাপনার্থ রাজাকে দেবতা (৫) বলিয়া সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহারাও রাজা পাছে দুর্ব্বিনয়সম্পন্ন হইয়া জগতের অকল্যাণ সাধন করেন, এই শঙ্কায় রাজাকে বিনীত ও প্রজাবৎসল করিয়া তুলিবার বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছেন। মনু এই উপদেশ দিয়াছেন রাজা বেদজ্ঞ পবিত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে নিত্য সেবা করিবেন। বৃদ্ধসেবী রাজা রাক্ষসকর্ত্তৃকও পূজিত হন। অতএব রাজা স্বভাবতঃ বিনীত হইলেও ঐ সকল বৃদ্ধের নিকট হইতে বিনয় শিক্ষা করিবেন। বিনীতাত্মা ভূপতির কখন বিনাশ হয় না। অনেক রাজা পদস্থ হইয়াও অবিনয় হেতুক বিনষ্ট হইয়াছেন, আবার অনেক রাজা বনস্থ হইয়াও বিনয়ের গুণে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। বেণ নহুষ সুদাস যবন সুমুখ ও নিমি নামে রাজগণ অবিনয়ের দোষে বিনষ্ট হইয়াছেন, আবার পৃথু ও মনু বিনয়

(৫) বালোহপি নাবমন্তব্যো মনুষ্যইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥

গুণে রাজ্য পাইয়াছেন এবং ঐ বিনয়ের মাহাত্ম্যে কুবের ঐশ্বর্য্য ও বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন (৬)। পাছে রাজা দুর্ব্বিনীত হন এই শঙ্কায় মনু রাজাকে অত্যধিক ইন্দ্রিয় সেবা, মৃগয়া ও দ্যূতক্রীড়াদি পরিত্যাগের ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন। বিস্তার ভয়ে আমরা সে গুলি এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না, পাঠক মূল গ্রন্থে দর্শন করিবেন। মনুর ন্যায় সাধু সদাশয় গ্রন্থকারমাত্রেই রাজাকে অবসরে এই প্রকার সদুপদেশ দানে বিরত হন নাই। বাণভট্ট প্রণীত কাদম্বরী গ্রন্থে শুকনাসের উপদেশ ইহার একটী প্রধান প্রমাণ। বাণভট্ট শুকনাস মুখ দ্বারা চন্দ্রাপীড়কে যে সদুপদেশ দিয়াছেন, যিনি তাহা পাঠ করেন, তাঁহারই হৃদয় আনন্দ ও বিস্ময় রসে একান্ত অভিভূত হয়। আমরা আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিতেছি, পাঠক একবার কাদম্বরীর ঐ স্থানটী পাঠ করিবেন।

রাজা পাছে লোভার্ত্ত হইয়া প্রজার সাধ্যাতীত অত্যধিক কর গ্রহণ করিয়া প্রজাপীড়ন করেন, এই আশঙ্কায় যে রীতিতে ও যে পরিমাণে কর গ্রহণ করিতে হইবে, মনু তাহারও বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মনু বলেন কর্ম্মকর্ত্তা যাহাতে নিজ পরিশ্রমের ফলভোগী এবং রাজা রক্ষাকার্য্যের ফলভোগী হন, এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজা রাজ্যে সতত কর কল্পনা করিবেন। জলৌকা বৎস ও মধুকর যেমন অল্পে অল্পে শোণিত দুগ্ধ ও মধু পান করে, তেমনি রাজা অল্প অল্প বার্ষিক কর গ্রহণ করিবেন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই প্রজার যাহাতে কষ্ট না হয়, এইরূপে রাজা কর গ্রহণ করিবেন। সে করের পরিমাণও স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মনু বলিতেছেন পশু

(৬) বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং সেবেত বিপ্রান্ বেদবিদঃ শুচীন্।
বৃদ্ধসেবী হি সততং রক্ষোভিরপি পূজ্যতে। ৩৮।
তেভ্যোঽধিগচ্ছেৎ বিনয়ং বিনীতাত্মাপি নিত্যশঃ।
বিনীতাত্মাহি নৃপতির্ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ ॥ ৩৯ ॥
বহবোঽবিনয়ান্নষ্টারাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ।
বনস্থাঅপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে। ৪০ ॥
বেণোবিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাসোযবনশ্চৈব সুমুখোনিমিরেবচ। ৪১।
পৃথুস্তু বিনয়াদ্রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ।
কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্য্যং ব্রাহ্মণ্যঞ্চ গাধিজঃ। ৪২ ॥

ও হিরণ্যের পঞ্চাশৎভাগ এবং ধান্যের অষ্টম ষষ্ঠ কিম্বা দ্বাদশ ভাগ (৭)। ধান্যের অবস্থা ভেদে পরিমাণ বিকল্প, কিন্তু রাজা যদি লোভবশতঃ ইহার অধিক গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই পাপী হইবেন। ষষ্ঠাংশ গ্রহণেরই সচরাচর প্রথা ছিল। কালিদাস শকুন্তলায় লিখিয়াছেন "ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম্মএষঃ"। কিন্তু বিস্ময় ও দুঃখের বিষয় এই, এই সকল মহার্থ উপদেশ সত্ত্বেও রাজারা প্রজার প্রতি অত্যাচার করিবার, প্রজাপীড়ন করিবার এবং ছলে বলে কৌশলে অত্যধিক কর গ্রহণ করিবার চেষ্টায় বিরত হন না। শ্রীদ্বারকাথ বিদ্যাভূষণ।

রামায়ণের উত্তর কাণ্ড ও বিবিধ রামায়ণ।

ভারতবর্ষীয় সুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্য মধ্যে যতগুলি মহাকাব্য প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে রামায়ণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। (১)। পণ্ডিতগণ যে গুণগুলিকে মহাকাব্যের দ্যোতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, রামায়ণে তাহার যথেষ্ট সমাবেশ আছে। সাহিত্য দর্পণকার রামায়ণ প্রণেতার গভীর গবেষণা, শব্দচাতুরী, অমিত প্রতিভা এবং অনন্য সাধারণ কবিত্ব শক্তি লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যতই আলোচনা করিয়াছেন, ততই প্রভূত পুলকে ও বিস্ময়ে অবশচিত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রাচীন কালের বাগ্মী ও মনীষিগণ এবং কূট সমালোচকদিগের অনেকেই রামায়ণ সম্বন্ধে বাক্য ব্যয় করিতে সাধ্যসত্ত্বে ত্রুটি করেন নাই। অনেকে ইহার এক একটী অধ্যায় লইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বশেষে সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত ভিন্ন

(৭) যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাং।
তথাবেক্ষ্য নৃপোরাষ্ট্রে সততং কল্পয়েৎ করান্। ১২৮ §
যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্য্যোকোবৎসষট্পদাঃ।
তথাল্পাল্পোগ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ॥
পঞ্চাশৎ ভাগ আদেয়োরাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমোভাগঃ ষষ্ঠোদ্বাদশএব বা। ১৩০॥ ১৩০॥

(১) কেহ কেহ রামায়ণকে প্রাচীন না বলিয়া মহাভারতকে প্রাচীন বলিতে চাহেন। মহাভারত যে রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, ইহার বিশেষ প্রমাণ জন্য "ভারতীয় গ্রন্থাবলী" ১ ম খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠা দেখুন। এবং Vide Colonel Rayne's "Discourses on the progress of oriental literature" No, IV. PP 34-42.

ভারতের আর কোন মহাকাব্যই ইহার তুল্য বা ইহার অপেক্ষা প্রধান হইতে পারে না। কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি সমরনীতি, কি বর্ণনা, কি রচনা, কি গুণ, কি রীতি, কি অলঙ্কারসন্নিবেশ সমুদায় বিষয়ই এই প্রাচীনতম মনোহর গ্রন্থে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। রামায়ণ যে কেমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, তাহার বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। ইহা পাঠ করিয়া সভ্যতম ইউরোপ, আমেরিকা এবং আসিয়াবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার প্রণেতাকে অগণ্য সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন এবং স্ব স্ব ভাষায় ইহার অনুবাদ না করিয়া স্থির হইতে পারেন নাই। সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ও অনুসন্ধিৎসু ইউরোপীয় সমাজ যখনই রামায়ণের কোন কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তখনই এতৎপ্রণেতাকে অসংখ্য প্রশংসাবাদ প্রদানে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন নাই।

রামায়ণের রচনা অতিশয় মধুর ও হৃদয়গ্রাহিণী। এই করুণ রস প্রধান কাব্যে রঘুবংশের বিবরণ, রাম ও রাবণের যুদ্ধ, আনুষঙ্গিক অন্যান্য অসংখ্য ঘটনা, কৃষি বাণিজ্য শিল্প ধর্ম্মোপদেশ সমাজনীতি সমরনীতি প্রভৃতি নানা বিষয় অতীব পাণ্ডিত্য ও গাম্ভীর্য্য সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা কাপ্তেন ট্রটার স্বপ্রণীত ভারতেতিহাসের এক স্থলে বলিয়াছেন "হিন্দুদিগের প্রাচীনতম মহাকাব্য রামায়ণ গ্রন্থের প্রত্যেক স্থলই মধুর ও পবিত্র ঈশ্বর-চিন্তা-তত্ত্বে পরিপূরিত রহিয়াছে; সর্ব্বত্রই প্রত্যেক সদ্গুণের পরা কাষ্ঠা সৎ দৃষ্টান্ত সহ প্রদর্শিত রহিয়াছে, এবং পিতৃ মাতৃ ভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, দাম্পত্য প্রণয়, পবিত্রতা, অনুরাগিতা, আত্মবিসর্জ্জন, ক্ষমা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, সহিষ্ণুতা, অসমসাহসিকতা, গার্হস্থ্যমহিমা, রাজভক্তি, প্রজানুরাগিতা, সামাজিক সৌহার্দ্দ, মানববুদ্ধিজাত কৌশল এবং অনন্ত ক্ষমতাশালী অনন্তকার ঈশ্বরের অসংখ্য প্রকার মহিমা ও কীর্ত্তি-গৌরব, এ সকলের ওজস্বিনী বর্ণনা দ্বারা রামায়ণ যেন বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে। (২)।" আর একজন

(২) "Ramayan, the oldest poem of the Hindoos, teems, with tender and Holy thoughts, glows all over with ex amples of every virtue; is crowned with pictures of fatherly and fraternal love, of filial submission, of wifely purity, faithfullness, self surrender, of manly tenderness, courage, firmness, long-suffering, of sexual love free from all earthlier taint, of far-famed allegiance as well as of condecension towards subject, of

লব্ধপ্রতিষ্ঠ বক্তা বলিয়াছেন—" আমাদিগের বীররসপ্রধান মহাকাব্য রামায়ণ আমাদিগের পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষদিগের সাধুতার চিরস্মরণীয় স্তম্ভ স্বরূপ। রাম কি যুধিষ্ঠির অপেক্ষা আর কোথায় আমরা মহান্ লোক দেখিতে পাইব? রামায়ণে যে সকল সৎশিক্ষা ও সাধুভাব নিহিত আছে, তাহা কি আর কোথাও পাওয়া যায়? রামায়ণ বর্ণিত সাধ্বী রমণীগণের পবিত্রতা, সরলতা, সহানুভূতি, পিতৃভক্তি, আত্মসংস্কার, পরোপকার জন্য আত্মবিসর্জ্জন প্রভৃতি পাঠ করিলে নিতান্ত মূর্খ পাঠকেরও মনে একটী অত্যুজ্জ্বল পবিত্র ধর্ম্মভাবের উদয় হয়। মহর্ষি বাল্মীকির ওজস্বিনী ও প্রাঞ্জল বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যদিগের মহত্ত্বের কথা যখন মনে হয়, তখন কোন্ সহৃদয় হিন্দুর মন আর্য্যগৌরবে পরিপুষ্ট না হয়? আমাদের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক তত্ত্ব সমূহ লইয়া আলোচনা করিবার সময় যখন পূর্ব্বতন সভ্যতা, সৌভাগ্য ও উন্নতির কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখন কোন্ হিন্দুর মন স্বদেশ গৌরবে আত্মগৌরব জ্ঞান করিয়া নৃত্য করিয়া না উঠে?" (৩)। ফলতঃ, মনোহর সাহিত্য তরুর কবিতা শাখায় উপবেশন

domestic harmoney, social well being, of unaffected pleasure in the beautifull things of earth and air and human handiwork."——Vide Captain Trotter's History of India.

(৩) "Our great epic poem—the Ramayana—is a monument of the moral worth of our ancestors. Where shall we find a nobler characters than that of a Rama or of a Judistir? Where shall we find sublimer precepts of morality, than those taught in the Ramayan? The solemnity of pledges the great duty of filial obedience, the absolute necessity of self-sacrifice in the discharge of solemn obligations, the supreme virtue of chastity, the sacredness of truth, the heinousness of perjury, are all enforced with a degree of eloquence, of pathos, of sincerity, of depth of conviction, as can not fail to leave an impression on the mind of even the most careless reader of the Ramayan. × + + + I ask, what Hindoo is there, who does not feel himself a nobler being, altogether, as he recalls to mind the proud list of his illustrious countrymen, graced by the immortal Valmikee? I ask, what Hindoo is there, whose patriotism is not stimulated, whose self-respect is not increased, as he contemplates the past history of his

য়াছেন এবং ক্ষত্রিয়াদি অন্য অন্য বর্ণ জন্মিবার অগ্রে জন্মিয়াছেন, আর বেদের অধ্যাপন ও ব্যাখ্যানাদির দ্বারা বেদ ধারণ করিতেছেন, এই সকল কারণে ব্রাহ্মণ এই সমুদয় জগতের প্রভু।

তং হি স্বয়ম্ভূঃ স্বাদাস্যাৎ তপস্তপ্ত্বাদিতোঽসৃজৎ।
হব্যকব্যাভিবাহ্যায় সর্ব্বস্যাস্যচ গুপ্তয়ে। ৯৪।

ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া দৈব পিত্র হব্য কব্য বহন ও জগতের রক্ষার নিমিত্ত আপনার মুখ হইতে ব্রাহ্মণকে সর্ব্বাগ্রে সৃষ্টি করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ যেরূপে হব্য কব্য বহন করেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে।

যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকন্ততঃ। ৯৫।

শ্রাদ্ধাদি স্থলে যে ব্রাহ্মণের মুখ দ্বারা দেবগণ হব্য ও পিতৃগণ কব্য সর্ব্বদা ভক্ষণ করেন, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী আর কে আছে?

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ। ৯৬॥

স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থজাতের মধ্যে যাহাদিগের প্রাণ আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ। কীটাদি প্রাণিগণের মধ্যে স্বাভাবিক বুদ্ধিশালী পশ্বাদি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিজীবির মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ।

ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসোবিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ। ৯৭॥

ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। বিদ্বানের মধ্যে যাঁহাদিগের শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বিষয়ে কর্তব্যতা বুদ্ধি আছে, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। কৃতবুদ্ধির মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্রেষ্ঠ।

উৎপত্তিরেকা বিপ্রস্য মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
সহিধর্ম্মার্থমুৎপন্নোব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ৯৮॥

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণদেহে জন্ম মাত্র, তাহার মূর্ত্তি ধর্ম্মের মূর্ত্তি, কারণ ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মোক্ষের যোগ্য।

ব্রাহ্মণোজায়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে। ৯৯॥

পৃথিবীতে ব্রাহ্মণজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। কারণ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সকলের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন।

সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎ কিঞ্চিৎ জগতীগতং।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি। ১০০॥

পৃথিবীগত যে কিছু ধন আছে, সে সমুদায়ই ব্রাহ্মণের। ব্রাহ্মণ জন্মগত শ্রেষ্ঠতানিবন্ধন সে সমুদায়েরই গ্রহণ যোগ্য।

স্বমেব ব্রাহ্মণোভুঙ্‌ক্তে স্বম্বস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যাৎ ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতেহীতরে জনাঃ। ১০১॥

ব্রাহ্মণ যে পরের অন্ন ভোজন, পরের বস্ত্র পরিধান এবং পরের ধন অপরকে দান করেন, সে ব্রাহ্মণেরই নিজের। ব্রাহ্মণেরই অনুগ্রহে অন্যে ভোজনাদি করিয়া থাকে।

তস্য কর্ম্মবিবেকার্থং শেষাণামনুপূর্ব্বশঃ।
স্বায়ম্ভুবোমনুর্ধীমান্ ইদং শাস্ত্রমকল্পয়ৎ। ১০২॥

সেই ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়াদিবর্ণের আনুপূর্ব্বিক কর্ম্মজ্ঞানার্থ ব্রহ্মার পৌত্র সর্ব্বজ্ঞ মনু এই শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন।

বিদুষা ব্রাহ্মণেনেদমধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ।
শিষ্যেভ্যশ্চ প্রবক্তব্যং সম্যক্ নান্যেন কেনচিৎ। ১০৩॥

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন এবং সম্যকরূপে শিষ্যদিগকে বলিবেন, ক্ষত্রিয়াদি অন্য কেহ শিষ্যের নিকটে এ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন না।

ইদং শাস্ত্রমধীয়ানোব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ।
মনোবাগ্‌দেহজৈর্নিত্যং কর্ম্মদোষৈর্ন লিপ্যতে। ১০৪॥

ব্রাহ্মণ নিয়মপূর্ব্বক এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দেহ মন ও বাক্যকৃত পাপে লিপ্ত হন না।

পুনাতি পংক্তিং বংশ্যাংশ্চ সপ্ত সপ্ত পরাবরান্।
পৃথিবীমপি চৈবেমাং কৃৎস্নামেকোঽপি সোঽর্হতি। ১০৫॥

এই শাস্ত্রের অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণ ভোজনাদির নিমিত্ত যে পংক্তিতে উপবেশন করেন, সেই পংক্তিকে এবং পূর্ব্বাপর সাত পুরুষকে পবিত্র করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ সকল ধর্ম্মজ্ঞ, অতএব সৎপাত্র বলিয়া একাই ব্রাহ্মণ এই সমুদায় পৃথিবীর গ্রহণযোগ্য হন।

ইদং স্বস্ত্যয়নং শ্রেষ্ঠমিদং বুদ্ধিবিবর্দ্ধনং।
ইদং যশস্যমায়ুষ্যমিদং নিঃশ্রেয়সং পরং। ১০৬॥

এই শাস্ত্রের অধ্যয়নে পরম মঙ্গল, বুদ্ধি যশ ও আয়ুর বৃদ্ধি ও মোক্ষ লাভ হয়। এ গুলি কেবল ফল শ্রুতি নয়। যুক্তি দ্বারাও ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। মনুসংহিতা অধ্যয়ন করিলে নানা বিষয় জানিতে পারা যায়, তাহাতেই বুদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এতৎ পাঠে পাণ্ডিত্য জন্মে, পণ্ডিত হইলেই যশ হয়। মানবশাস্ত্র প্রণীত নিয়মানুসারে যদি চলা যায়, যে সমস্ত শারীরিক অত্যাচারে আয়ু ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা, সে সম্ভাবনা থাকে না; প্রত্যুত, আয়ুর পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এতদ্‌গ্রন্থে মোক্ষের উপদেশ আছে। ইহার এই সকল পূজনীয় গুণ থাকাতে এতৎ পাঠে যে পরম মঙ্গল হয়, তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে।

অস্মিন্‌ ধর্ম্মোঽখিলেনোক্তোগুণদোষৌ চ কর্ম্মণাং।
চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারশ্চৈব শশ্বতঃ। ১০৭॥

এই শাস্ত্রে সম্পূর্ণ ধর্ম্ম, কর্ম্মের গুণদোষ ও চতুর্ব্বর্ণের পারম্পর্য্যক্রমাগত আচারের কথা বলা হইয়াছে।

আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্তএবচ।
তস্মাদস্মিন্‌ সদা যুক্তোনিত্যং স্যাদাত্মবান্‌ দ্বিজঃ। ১০৮॥

আচার পরম ধর্ম্ম, শ্রুত্যুক্ত হউক আর স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত হউক। অতএব আত্মহিতেচ্ছু ব্রাহ্মণ আচার বিষয়ে সতত যত্নবান হইবেন।

আচারাদ্বিচ্যুতোবিপ্রোন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্‌ ভবেৎ। ১০৯॥

ব্রাহ্মণ আচারচ্যুত হইলে বৈদিক ফললাভে সমর্থ হন না; আর আচারান্বিত হইলে সম্পূর্ণ ফলভাগী হন।

এবমাচারতোদৃষ্ট্বা ধর্ম্মস্য মুনয়োগতিং।
সর্ব্বস্য তপসোমূলমাচারং জগৃহুঃ পরং। ১১০॥

আচার হইতে ধর্ম্ম প্রাপ্তি হয়, ইহা দেখিয়া মুনিগণ সমুদায় তপস্যার (চান্দ্রায়ণাদির) মূল যে আচার তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

মানব শাস্ত্রে যে যে বিষয় আছে, শিষ্যের সুখ বোধার্থ এক্ষণে তাহা বিস্তারিত রূপে উল্লিখিত হইতেছে।

জগতশ্চ সমুৎপত্তিং সংস্কারবিধিমেব চ।
ব্রতচর্য্যোপচারঞ্চ স্নানস্য চ পরং বিধিং। ১১১ ॥

সৃষ্টিপ্রকরণ, জাতকর্ম্মাদি সংস্কারবিধি, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুসেবা, গুরুকুল বাসের পর সমাবর্ত্তন স্নান।

দারাধিগমনঞ্চৈব বিবাহানাঞ্চ লক্ষণং।
মহাযজ্ঞবিধানঞ্চ শ্রাদ্ধকল্পঞ্চ শাশ্বতং। ১১২ ॥

সমাবর্ত্তন স্নানের পর বিবাহ, ব্রাহ্মাদি ভেদে বিবাহের লক্ষণ, বৈশ্বদেবাদি পঞ্চযজ্ঞ ও শ্রাদ্ধবিধি।

বৃত্তীনাং লক্ষণঞ্চৈব স্নাতকস্য ব্রতানি চ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যঞ্চ শৌচঞ্চ দ্রব্যানাং শুদ্ধিমেব চ। ১১৩ ॥

জীবনোপায় যে ঋতোঞ্ছাদি তাহার লক্ষণ, গৃহস্থের নিয়ম, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার, মরণাদিতে ব্রাহ্মণাদির দশাহাদি দ্বারা শৌচ ও জল দ্বারা দ্রব্য শুদ্ধি।

স্ত্রীধর্ম্মযোগং তাপস্যং মোক্ষং সন্ন্যাসমেব চ।
রাজ্ঞশ্চ ধর্ম্মমখিলং কার্য্যাণাঞ্চ বিনির্ণয়ং। ১১৪ ॥

স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম, বানপ্রস্থের ধর্ম্ম, মোক্ষ, সন্ন্যাসধর্ম্ম, রাজার ধর্ম্ম, ঋণাদি নির্ণয়।

সাক্ষিপ্রশ্নবিধানঞ্চ ধর্ম্মং স্ত্রীপুংসয়োরপি।
বিভাগধর্ম্মং দ্যূতঞ্চ কণ্টকানাঞ্চ শোধনং ॥ ১১৫।

সাক্ষিপ্রশ্ন বিষয়ে যে কর্ত্তব্য, স্ত্রীপুরুষ ধর্ম্ম, ধনবিভাগ, দ্যূতক্রীড়া চৌরাদি উপদ্রবের নিবারণ।

বৈশ্যশূদ্রোপচারঞ্চ সঙ্কীর্ণানাঞ্চ সম্ভবম্।
আপদ্ধর্ম্মঞ্চ বর্ণানাং প্রায়শ্চিত্তবিধিং তথা ॥ ১১৬।

বৈশ্য ও শূদ্রের ধর্ম্ম, অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে সঙ্করজাতির উৎপত্তি, আপৎকালে জীবিকার উপদেশ, আর প্রায়শ্চিত্তের বিধান।

সংসারগমনঞ্চৈব ত্রিবিধং কর্ম্মসম্ভবং।
নিঃশ্রেয়সং কর্ম্মণাঞ্চ গুণদোষপরীক্ষণং। ১১৭।

শুভাশুভ ত্রিবিধ কর্ম্মহেতুক দেহান্তর প্রাপ্তি, আত্মজ্ঞান, বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্মের গুণ দোষ পরীক্ষা।

দেশধর্ম্মান্ জাতিধর্ম্মান্ কুলধর্ম্মাংশ্চ শাশ্বতান্।
পাষণ্ডগণধর্ম্মাংশ্চ শাস্ত্রেঽস্মিন্নুক্তবান্ মনুঃ। ১১৮।

ভিন্ন ভিন্ন দেশ প্রচলিত ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, পাষণ্ড(বেদবহিভূ্র্ত) দিগের ধর্ম্ম ও বণিগাদির ধর্ম্ম, মনু এই সকল এই শাস্ত্রে কহিয়াছেন।

যথেদমুক্তবান্ শাস্ত্রং পুরা পৃষ্টোমনুর্ম্ময়া।
তথেদং যূয়মপ্যদ্য মৎসকাশান্নিবোধত। ১১৯।

ভৃগু কহিতেছেন, আমি মনুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি পূর্ব্বে আমাকে যেরূপ কহিয়াছিলেন, হে ঋষিগণ! আজ আপনারা আমার নিকট হইতে অবিকল সেইরূপ শুনুন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

সাংখ্য দর্শন।

পাঠক অষ্টম খণ্ডে দেখিবেন, সাংখ্যসূত্রকার বাহ্য বিষয়ের ক্ষণিকতাবাদী কতকগুলি নাস্তিক মত তুলিয়া তাহা দূষিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যদি নাস্তিকেরা এ কথা বলে, অনাদি বিষয়বাসনায় জীবের দুঃখ বন্ধ হয়, সূত্রকার অষ্টাবিংশ সূত্র দ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়া কহিয়াছেন, আত্মা অভ্যন্তরস্থ ও বিষয় বহিস্থ। ব্যবহিত এক পদার্থ দ্বারা অপর পদার্থের উপরক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। উভয় পদার্থ পরস্পর সংযুক্ত না হইলে উপরঞ্জ্য উপরঞ্জক ভাব হয় না। মঞ্জিষ্ঠার সহিত বস্ত্রের যখন সংযোগ হয়, তখনই বস্ত্র রঞ্জিত হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে নাস্তিকেরা যদি এরূপ আপত্তি করে যে ইন্দ্রিয়ের ন্যায় আত্মারও বিষয় সন্নিকর্ষ হইয়া উপরক্ত ভাব হইয়া থাকে। সূত্রকার তৎখণ্ডনার্থ উনত্রিংশ সূত্রের আরম্ভ করিতেছেন।

দ্বয়োরেকদেশলব্ধোপরাগান্ন ব্যবস্থা। ২৯। সূ।

দ্বয়োর্ব্বদ্ধমুক্তাত্মনোরেকস্মিন্ বিষয়দেশে লব্ধবিষয়োপরাগান্ন বন্ধমোক্ষব্যবস্থা স্যাৎ। মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তিরিত্যর্থঃ। ভা।

আত্মার বিষয় সংযোগ স্বীকার করিলে দুঃখমুক্ত আত্মারও দুঃখবন্ধ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। দুঃখমুক্ত ও দুঃখবদ্ধ উভয় আত্মারই এক বিষয় সংযোগ হইল, কিন্তু একের বন্ধ ও অপরের মোক্ষ এই উভয়বিধ ব্যবস্থা সঙ্গত হয় না।

অদৃষ্টবশাচ্চেৎ। ৩০॥ সূ॥

নন্বেকদেশসম্বন্ধেন বিষয়সংযোগসাম্যেঽপি অদৃষ্টবশাদেবোপরাগনিয়ম ইতি চেদিত্যর্থঃ। ভা ॥

যদি বল, বদ্ধ ও মুক্ত উভয় আত্মার একদেশসম্বন্ধে বিষয়সংযোগসাম্য থাকিলেও অদৃষ্টবশে একের বন্ধ অপরের মোক্ষ হয়। সূত্রকার একত্রিংশ সূত্রদ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন।

ন দ্বয়োরেককালাযোগাদুপকার্য্যোপকারকভাবঃ। ৩১ ॥ সূ।

ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাৎ দ্বয়োঃ কর্তৃভোক্ত্রোরেককালাসত্ত্বেন নোপকার্য্যোপকারকভাবঃ। ন কর্তৃনিষ্ঠাদৃষ্টেন ভোক্তৃনিষ্ঠোবিষয়োপরাগঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। ভা ॥

তোমরা বিষয়ের ক্ষণিকত্বাবাদী নাস্তিক। তোমাদিগের মতে একের অদৃষ্টবলে অপরের বিষয়োপরাগ সম্ভাবিত নয়। যিনি শুভকর্ম্ম করিলেন, তাঁহার যে অদৃষ্ট হইল, তাহা দ্বিক্ষণস্থায়ী হইল না। সুতরাং তাঁহার অদৃষ্ট নিবন্ধনভোক্তার কোন প্রকার উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তোমরা অদৃষ্টবশে বন্ধ মোক্ষের যে ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছে, তাহা ঘটিতেছে না।

পুত্রকর্ম্মবদিতি চেৎ। ৩২ ॥ সূ ॥

ননু যথা পিতৃনিষ্ঠেন পুত্রকর্ম্মণা পুত্রস্যোপকারোভবতি তদ্বৎ ব্যধিকরণেন অদৃষ্টেন বিষয়োপরাগঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ভা ॥

একের কর্ম্মদ্বারা অপরের যে উপকার হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। যথাঃ—পিতা পুত্রেষ্টি যাগ করিলেন, পুত্রের উপকার হইল। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন, যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, তাহা ফলে ঘটিতেছে না।

নাস্তি হি তত্র স্থির একাত্মা যোগর্ভাধানাদিনা সংস্ক্রিয়তে। ৩৩ ॥ সূ।

পুত্রেষ্ট্যাপি ত্বন্মতে পুত্রস্যোপকারো ন ঘটতে হি যস্মাৎ তত্র ত্বন্মতে গর্ভাধানমারভ্য জন্মপর্য্যন্তং স্থায়ী এক আত্মা নাস্তি যোজন্মোত্তরকালীনকর্ম্মাধিকারার্থং পুত্রেষ্ট্যা সংস্ক্রিয়েতেতি দৃষ্টান্তস্যাপ্যসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। অস্মন্মতে তু স্থৈর্য্যাভ্যুপগমাৎ তত্রাপ্যদৃষ্টসামানাধিকরণ্যমেবাস্তি পুত্রেষ্ট্যা জনিতেন পুত্রোপাধিনিষ্ঠাদৃষ্টেনৈব পুত্রোপাধিদ্বারা পুত্রস্যোপকারাদিত্যস্মন্মতেঽপি ন দৃষ্টান্তাসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। ভা।

তোমরা ক্ষণিকতাবাদী নাস্তিক, তোমাদিগের মতে স্থির এক আত্মা নাই। গর্ভাধান অবধি জন্ম পর্য্যন্ত পুত্রের যদি স্থায়ী আত্মা না রহিল, পুত্রেষ্টি দ্বারা কাহার সংস্কার হইবে? অতএব উপরে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, সে দৃষ্টান্ত সিদ্ধি হইতেছে না। পক্ষান্তরে সূত্রকারের মতে এ দোষ ঘটিতেছে না। সূত্রকার স্থির আত্মাবাদী। তাঁহার মতে গর্ভাধানের সময়ে পুত্রের যে আত্মা আছে, জন্মের পরও পুত্রের সেই আত্মা। অতএব পুত্রেষ্টি যাগ দ্বারা তাহার উপকারের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বং। ৩৪ ॥ সূ।

বন্ধস্যেতি শেষঃ। ভাবস্তূক্তএব। অত্রায়ং প্রয়োগঃ বিবাদাস্পদং বন্ধাদি-ক্ষণিকং সত্বাৎ দীপশিখাদিবৎ ইতি। ন চ ঘটাদৌ ব্যভিচারস্তস্যাপি পক্ষসমত্বাৎ। এতদেবোক্তং স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেরিতি। ভা।

ক্ষণিকতাবাদী নাস্তিক মতে স্থির কার্য্য নাই, সমুদায়ই ক্ষণিক। অতএব বলিব অনিয়ত কারণজাত পুরুষের দুঃখবন্ধও ক্ষণিক, এই আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধান করা হইতেছে।

ন প্রত্যভিজ্ঞাবাধাৎ। ৩৫। সূ।

ন কস্যাপি ক্ষণিকত্বমিতি শেষঃ। যদেবাহমদ্রাক্ষং তদেবাহং স্পৃশামীত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞয়া স্থৈর্য্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বস্য বাধাৎ। প্রতিপক্ষানুমানেনেত্যর্থঃ। তদ্‌যথা বন্ধাদি স্থিরং সত্বাৎ ঘটাদিবৎ ইতি। অস্মন্মতএব অনুকূলতর্কসত্বেন অসৎপ্রতিপক্ষতা। প্রদীপাদৌ চ সূক্ষ্মানেকক্ষণানাকলনেন ক্ষণিকত্বভ্রমএব পরেষামিতি। ভা।

আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাই স্পর্শ করিতেছি, এই জ্ঞান যখন হয়, তখন স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে কার্য্য স্থির, ক্ষণিক নয়। অতএব জীবের দুঃখ যে ক্ষণিক নয়, তাহা সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে। এক্ষণে প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রুতিন্যায়বিরোধাচ্চ। ৩৬। সূ।

সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ তমএবেদমগ্রআসীদিত্যাদিশ্রুতিভিঃ কথমসতঃ সজ্জায়েতেত্যাদি শ্রৌতাদিযুক্তিশ্চ কার্য্যকারণাত্মকাখিলপ্রপঞ্চে ক্ষণিকত্বানুমানবিরোধান্ন ক্ষণিকত্বং কস্যাপীত্যর্থঃ। ভা ॥

পদার্থ যে ক্ষণিক, ইহার কোন শ্রুতি নাই, যুক্তি দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে না।

দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ। ৩১॥ সূ॥

প্রদীপশিখাদিদৃষ্টান্তে ক্ষণিকত্বাসিদ্ধেশ্চ ন ক্ষণিকত্বানুমানমিত্যর্থঃ। ভা॥

প্রদীপশিখাদির যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহাও ঘটিতেছে না, অর্থাৎ তদ্দ্বারাও ক্ষণিকত্ব সপ্রমাণ হইতেছে না।

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

———:•:———

কল্পদ্রুম।

——————:০:——————

ভারতই ভারতীয় আর্য্যজাতির উৎপত্তি স্থান।

সংস্কৃত ল্যাটিন গ্রীক জার্ম্মণ স্যাকসন প্রভৃতি কয়েকটী ভাষার কয়েকটী শব্দগত আংশিক সাদৃশ্য দর্শন করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কেল্টিক স্লাবনিক জর্ম্মণ গ্রীক ইটালিক পারসীক হিন্দু, ইহারা এক জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ জাতির নাম আর্য্য। আসিয়া খণ্ডে ঐ আদিম আর্য্যজাতির বসতি ছিল। বংশবৃদ্ধি হইলে ঐ বংশের কতক ইউরোপে কতক পারস্যে কতক ভারতবর্ষে গমন করে। যাহারা ভারতবর্ষে আইসে, তাহারা হিন্দু। এ সিদ্ধান্ত বড় কৌতুককর। বিধাতা যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রকৃতি ভিন্ন, জল বায়ু ভিন্ন, জীব জন্তু ভিন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন ভারতের মনুষ্য ভারতে সৃষ্ট না হইয়া অন্যত্র সৃষ্ট হইয়া এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে, এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা কিরূপে সঙ্গত হয়? ভারতের বন জঙ্গলে যে পশু পক্ষী আছে, ভারতের নদ নদী ও সরোবর প্রভৃতি জলাশয়ে যে মৎস্য আছে, তাহারা কি ভারতজাত নয়? তাহারা কি অন্য দেশ হইতে আসিয়া বাস করিয়াছে? অন্য দেশের কথা দূরে থাকুক, এই বাঙ্গালা দেশেরই এক অংশের পশু পক্ষী ও মৎস্য প্রভৃতি অপর অংশে দৃষ্ট হয় না। ২৪ পরগণার লোণা খালে ভেটকী পারশে প্রভৃতি যে সকল মৎস্য জন্মে, বর্দ্ধমানের লোকে তাহা স্বগ্রামে বসিয়া দেখিতে পান না। সুন্দরবনে যে ব্যাঘ্র জন্মে, অন্য বনজাত ব্যাঘ্রের সহিত তাহার বহু বৈলক্ষণ্য আছে। এইমাত্র নয়, ইউরোপে যত প্রকার পশুপক্ষী আছে, বঙ্গদেশে তাহার সমুদায় প্রকার নাই। আবার বঙ্গদেশে যে সকল পশুপক্ষী আছে, ইউরোপে তাহার অধিকাংশ নাই। অন্য কথা কি তরুলতা

জন্মাদিরও বহুল বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে যখন সিংহ শার্দ্দূল নাগ কাকোলূক দংশমশকাদি ভিন্ন ভিন্ন জীবজন্তু জন্মিবার ব্যবস্থা হইল, তখন ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য না জন্মিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

দ্বিতীয়; যদি বল ভিন্ন দেশ হইতে মনুষ্য আসিয়া ভারতে বাস করিয়াছে, এই একটী চির প্রবাদ আছে, সে প্রবাদটীও সত্য। যদি সেই প্রবাদটী সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ইউরোপীয় ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা সেই প্রবাদের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেটী প্রকৃত নহে। তাহার অন্য কারণ আছে। সে কারণ এই, পৃথিবী এককালে মানুষের বাসযোগ্য হয় না। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, প্রথমে মৎস্য তাহার পর সরীসৃপ তাহার পর পক্ষী তাহার পর মনুষ্য ইত্যাদি ক্রমে জন্ম হইয়া থাকে (১)। যে রীতিক্রমে মানব সৃষ্টি হউক, সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই যে মনুষ্য এককালে সমতল ভূমিতে বাস করিয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। পর্ব্বতেই মনুষ্যের প্রথম জন্ম। প্রবাদও আছে মানুষ আদিম অবস্থায় পর্ব্বত গুহায় বাস ও নির্ঝর জল পান এবং মৃগয়া মৃগের মাংস ভোজন ও ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। তাহার পর পৃথিবী যখন সাগর সলিল হইতে উত্থিত হইয়া কৃষিকার্য্যের যোগ্য হইল, সেই সময়ে মানুষ পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া উপত্যকায়, উপত্যকা হইতে সমতলভূমিতে বাস করিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিল। কৃষিকার্য্য দ্বারা সম্পত্তি সঞ্চিত হইলে রক্ষকরূপ রাজার সৃষ্টি ও সমাজ বন্ধনের প্রয়োজন হয়। তাহার পর যত বংশ

(১) But we can affirm with certainty and this is a great point gained that one rock-system is younger than another; that these rock-systems follow in the order above given; that according to our present knowledge invertebrate life preceeded the vertebrate; that fishes preceeded reptiles, reptiles birds and birds mammalia. We can also affirming what is the object of the present sketch to prove, as there has been an ascent in time from lower to higher forms of life, so man, being the highest known creature, comes latest on the geological stage, and that evidences of his existence are to be found only in the most recent and superficial formations.

Geology by Dabid Page.

বিস্তার হয়, প্রথম বসতি স্থানে বাস সমাবেশ দুরূহ হইয়া উঠে, তখন তাহারা বাসোপযোগী সুখকর স্থান অন্বেষণ করিতে থাকে। যে দিকে শস্য সম্পত্তির সুবিধা দৃষ্ট হয়, সেই দিকেই ধাবমান হয়। ভারতীয়েরা এই রীতিক্রমে হিমালয়ের বাসযোগ্য অংশে উপন্ন হইয়া ক্রমে দক্ষিণে ও পূর্ব্বে গমন করেন। বাঙ্গলা দেশে ক্রমে এইরূপে বসতি হইয়াছে। হিমালয়ের বাসযোগ্য অংশে মনুষ্য সৃষ্ট হইয়া যেমন পঞ্জাবাদি বলবীর্য্যকর শস্যভূয়িষ্ঠ উৎকৃষ্ট প্রদেশে বাস করিয়াছিল, তেমনি বিন্ধ্য শ্রেণীতেও প্রথম মনুষ্য উৎপন্ন হইয়া দাক্ষিণাত্যের সমতল ভূমিতে বাস করে। পঞ্জাবাদি শস্যপূর্ণ স্বাস্থ্যকর প্রদেশে যাহারা বাস করে, তাহারা দাক্ষিণাত্যবাসিদিগের অপেক্ষা অধিকতর বলিষ্ঠ হয়। ঐ বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা ক্রমে অগ্রসর হইয়া দাক্ষিণাত্যবাসিদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের অধিকৃত স্থান অধিকার করিয়া তাহাদিগকে আপনাদিগের অধীনস্থ করিয়া লয়। ইহাই ভারতীয় আর্য্যদিগের ভারতের বহির্ভাগ হইতে ভারতে আসিবার প্রবাদ প্রচলিত হইবার কারণ। বাস্তবিক, ভারতীয় আর্য্যেরা ভারতেরই লোক, ভারতই ইহাদিগের জন্মভূমি, ইহাঁরা অন্যত্র হইতে আসিয়া ভারতে বাস করেন নাই। ইটালিক, গ্রীক, পারসীক জার্ম্মণ প্রভৃতির যে বীজপুরুষ, ইহাদিগের সে বীজপুরুষ নহে।

তৃতীয়; ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যে বলেন, এক সময়ে এক স্থানে আর্য্যনামে এক জাতির বসতি ছিল, তাহারই বংশধরেরা গ্রীস ইটালি পারস্য ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করিয়াছে, এ কথা কোনক্রমেই সমূলক বলিয়া আদৃত ও পরিগৃহীত হইতে পারে না। তাহার কারণ এই, অমরসিংহ আর্য্য শব্দের সৎকুলোদ্ভব অর্থ করিয়াছেন। অন্য অন্য আভিধানিকেরা বলেন, আর্য্য শব্দের অর্থ পূজ্য। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যে জাতির সন্তান সন্ততিগণের যে সময়ে নানাস্থানে গমনের কথা বলেন, সে সময়ে সে জাতি আর্য্য নামের যোগ্য হয় নাই। তখন সে জাতির আদিম অতি অসভ্য অবস্থা। তখন সে জাতির সমাজবন্ধন ও কুলের সৃষ্টি হইয়া কুলীন মৌলিক বংশজ এ বন্ধনও হয় নাই, সুতরাং তাহাদিগের সৎকুলোদ্ভব ও পূজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবার অভিমান জন্মে নাই। যদি বল, সে জাতির সন্তান সন্ততিগণ যখন নানাস্থানে গমন করে, তখন তাহারা সভ্যপদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিল এবং তাহাদিগের আর্য্য এই বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইবার অভিমান জন্মিয়াছিল।

এ বাক্যটীকেও বক্তার স্বকপোলকল্পিত বিনা প্রমাণসঙ্গত বলিয়া আদর করা যায় না। রোমকেরা যে সময়ে ইংলণ্ড জয় করিতে যায়, সে সময়ে সেখানে যে সকল লোক বাস করিত; তাহারা ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে ঐ অনুমিত জাতির বংশসম্ভূত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদিগের তদানীন্তন অবস্থা ইতিহাসে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে তাহারা কোনক্রমেই আর্য্য নামের যোগ্য হইতে পারে না। রোমকেরা তাহাদিগকে অতি অসভ্য দর্শন করিয়াছিল। তাহারা এমনি অসভ্য যে ডারউইন বানর হইতে মনুষ্য সৃষ্টির যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত যদি রোমকদিগের সময়ে প্রচারিত থাকিত, তাহারা ব্রিটনদিগকে দেখিয়া সেই মতের যাথার্থ্য স্বীকার করিত সন্দেহ নাই। ব্রিটনেরা যদি বাস্তবিক আর্য্য (সৎকুলোদ্ভব) হইত, তাহাদিগের কখন তাদৃশ শোচনীয় অবস্থা দৃষ্ট হইত না। ইতিহাসলেখকেরা বলেন, রোমকদিগের সময়ের ব্রিটনেরা নরমাংস ভোজন করিত। আর্য্যনামধারীদিগের এ প্রকার রাক্ষসবৎ অনৈসর্গিক ঘৃণিত ব্যবহার হওয়া সম্ভাবিত নহে।

চতুর্থ; এদেশে একটী চির প্রচলিত কথা আছে "আকুরে টানে।" ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় উভয়ের যদি এক বীজপুরুষ হইত, উভয়ের শিরায় যদি এক শুক্র ও এক শোণিত প্রবাহিত হইত, বহু অংশে উভয়ের সৌসাদৃশ্য থাকিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, উভয়ের স্বভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কোন অংশে কিছুমাত্র সাদৃশ্য আছে এমন বোধ হয় না। ইউরোপীয়েরা ঘোর সংসারী। তাহারা সাংসারিক কাজের নিমিত্ত সদা ব্যগ্র, ধন যাউক, প্রাণ যাউক, মান হউক, কার্য্য সম্পন্ন করিব, এই তাহাদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তাহাদিগের স্বাধীনতানুরক্ততা ও স্বাধীনতা প্রবৃত্তিও অতিশয় প্রবল। আপনারা স্বাধীন থাকিয়া অপরকে পরাধীন করিয়া রাখিব; তাহাদিগের সতত এই চেষ্টা। ইউরোপীয়ের মত স্বার্থ ও কার্য্যতৎপর দ্বিতীয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কার্য্যসাধনকালে ন্যায্য উপায়ে যদি একান্ত না হয়, অন্যায্য উপায়ের অবলম্বনেও বিমুখতা নাই, তথাপি কার্য্য সাধন করিতে হইবে। সাহসকার্য্যে ও সংশয়ে আরোহণ করিতেও ইহারা বিলক্ষণ উদ্যমশীল। ইহারা কখন কোন বিষয়ে ভগ্নোৎসাহ হয় না, কোন কার্য্যে অকৃতার্থ

হইলে দ্বিগুণতর উৎসাহ পরিশ্রম ও যত্নসহকারে পুনরায় সেই কার্য্য আরম্ভ করে। শ্রম বিষয়ে ইহাদিগের অণুমাত্র কাতরতা নাই। যদি কেহ কার্য্যপথে বিঘ্ন উপস্থিত করেন, তাঁহার নিস্তার থাকে না। অপরজাতীয় কেহ যে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া জয়ী হইবে, সে যো নাই। ইউরোপীয় ছলে বলে কৌশলে তাহাকে পরাজয় করিয়া তবে নিশ্বাস ফেলিবে। আমরা সাধারণ্যে ইউরোপীয়ের যে এই স্বভাবের কথা কহিলাম, সাধারণ্যে ভারতবাসীর স্বভাব ইহার বিপরীত। ভারতবাসীর সাংসারিক বিষয়ে একান্ত অনাস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাধীন ভাবে পরিশ্রম করিয়া সাংসারিক বিষয়ের সহিত আত্মোন্নতি সাধন করিব, ভারতবাসির এ চেষ্টা বিরল। কার্য্য আরম্ভকালে সাধারণ্যে ভারতবাসী পরিণামে কি অনিষ্ট ঘটিবে কি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে এই চিন্তায় আকুল হয়, সুতরাং সাহস করিয়া উৎসাহসহকারে কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি বিধান করিতে সমর্থ হয় না। সংশয়ে আরোহণ না করিলে মানুষের মঙ্গল হয় না (২)। যাহারা নীচপ্রকৃতি, তাহারা বিঘ্ন হইবার ভয়ে কার্য্য আরম্ভ করে না। যাহাদিগের প্রকৃতি মধ্যম প্রকার, তাহারা কার্য্য আরম্ভ করে বটে, কিন্তু যদি বিঘ্ন হইল, ক্ষান্ত হইল। কিন্তু তোমার মত উত্তম প্রকৃতির লোকেরা কার্য্য আরম্ভ করিলে যদি পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন হয়, কার্য্য পরিত্যাগ করেন না (৩)। মুদ্রারাক্ষসের বৈতালিকেরা এই বাক্যগুলি কহিয়া নন্দবংশের অনুরক্ত মন্ত্রী রাক্ষসের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রকারদিগের এই প্রকার অনেক মহার্থ উপদেশ বাক্য আছে বটে, কিন্তু তাহার উদাহরণ বিরল। কোন প্রকারে দিনপাত হইলেই হইল, এই ভারতবাসীর সিদ্ধান্ত। ইহাঁরা সাধারণ্যে শ্রম বিষয়ে নিতান্ত কাতর। শ্রমকাতর বলিয়া স্বল্পায়াসে মহালাভের যদি কেহ উপায় বলিয়া দেয় বা প্রলোভন প্রদর্শন করে, সেই দিকে ইহাঁদিগের চিত্ত নিতান্ত লোলুপভাবে ধাবমান হয়। এরূপ এক গোঁসাই আসিয়াছেন, রূপার টাকা দিলে শোণার টাকা করিয়া দেন; এরূপ এক নবাব আসিয়াছেন, তাহার সহিত খেলা করিলে এক শত টাকায় দশ

(২) ন সংশয় মনারুহ্য নরোভদ্রাণি পশ্যতি।

(৩) প্রারভ্যতে নখলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ
প্রারব্ধমুত্তম গুণাত্বমিবোদ্বহন্তি।

হাজার টাকা ভিতিয়া আনা যায়, ভারতবাসীর সমক্ষে এইরূপ গল্প কর, তাহার কর্ণ অন্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তৎশ্রবণে উৎসুক ও একান্ত অনু- রক্ত হইবে। সে কেবল সেই গল্প শুনিয়াই বিরত হইবে না, গোঁসাইকে অনুসন্ধান করিয়া আপনার বাটীতে আনিয়া আপনার সর্ব্বস্ব তাহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিবে। তাহার পর ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক গোঁসাই চক্ষুর্দান দিয়া যখন প্রস্থান করিবে, তখন হতভাগা ভারতবাসী হাহতোহস্মি করিতে থাকিবে। ধূর্ত্তেরা নবাব সাজিয়া প্রতিবৎসর কত লোককে ঠকাইতেছে, প্রতিবৎসর কত লোক প্রতারিত হইতেছে, কিন্তু নবাব সাজা বন্ধ নাই, হতভাগা ভারত- বাসির ঠকিয়া হাহাকার করাও বন্ধ নাই। শ্রমকাতর বলিয়াই ভারতবাসির স্বাধীন কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্যে তাদৃশ উৎসাহ ও প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে ভারতবাসির ধর্ম্মবিষয়ে যে দৃঢ়তা ছিল, পারত্রিক কল্যাণ লাভের আশায় যে কঠোর ক্লেশ সহিষ্ণুতা ছিল, এখন তাহাও অদৃশ্যপ্রায় হইয়াছে। ইউরোপীয় ও ভারতবাসী এক বীজপুরুষের ঔরসে ও এক মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে কখন স্বভাবের এ প্রকার বৈচিত্র্য ও বৈসাদৃশ্য ঘটিত না।

পঞ্চম; আর্য্যজাতির যে কোন্ স্থানে প্রথম বসতি ছিল, আর কোন্ সময়ে আর্য্য সন্তানেরা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া নানা স্থানগামী হন, কোন পণ্ডিতই তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। এদেশে একটী সংস্কৃত বাক্য প্রচলিত আছে "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং" যাঁহার মত ভিন্ন নয়, তিনি মুনিই নন। আমরাও ঐরূপ বলিতে পারি, ইউরোপীয় পণ্ডিত- গণের অভিমত আর্য্যজাতির বাসস্থানের ও তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততির সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনের সময়ের বিষয়েও যে পণ্ডিতের মত ভিন্ন নয়, তিনি পণ্ডিতই নন। আর্য্যজাতির বাসস্থান ও ঐ জাতির সন্তান সন্ততির তৎস্থান পরিত্যাগ সম্বন্ধে প্রতি পণ্ডিতই স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিয়াছেন। যখন এ দুটী বিষয়ে দুইজন পণ্ডিতের মতের ঐক্য হইতেছে না, তখন স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে প্রাচীন গ্রীক রোমক পারসীক হিব্রু হিন্দু ইংরাজ জাতি প্রভৃতি এক আর্য্যজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এ মতটাই আদৌ সমূলক নহে।

ষষ্ঠ; অধ্যাপক মক্ষমূলার লিখিয়াছেন কোন ইতিহাস লেখক বলিতে

পারেন না যে আর্য্যেরা কি প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া আসিয়ার মধ্য দিয়া ইউরোপের অন্তঃপাতী দ্বীপ ও সাগর উপকূলে গমন করিয়াছে (৪)। এটীও আমাদিগেরই মতপরিপোষিণী অনুকূল যুক্তি। এ অংশেও ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতের ঐক্য নাই। যে বিষয়ে পরস্পরের মত বিসম্বাদী, তাহার মূল নাই এই সিদ্ধান্ত। এ স্থলে পাঠকও একবার তলপ্রবেশী হইয়া সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের উল্লিখিত মত আদরযোগ্য কি না? তাঁহারা আর্য্য সন্তানগণের যে সময়ে ইউরোপ গমনের কথা বলেন, সে সময়ে তাহারা অতি অসভ্য অবস্থাসম্পন্ন ছিল সন্দেহ নাই। তখন তাহাদিগের দুরন্ত নদ নদী পার হইবার যোগ্য পোত নির্ম্মাণে অধিকার, দুর্গম হিমানীপূর্ণ অরণ্যানী প্রবেশ সামর্থ্য ও দুশ্ছেদ্য পর্ব্বত ছেদনের ক্ষমতা জন্মে নাই। অতএব তাহাদিগের তদবস্থায় ইউরোপের উপকূলে ও দ্বীপে গমন সম্ভাবিত কি না? ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে সময়ে আর্য্য সন্তানগণের নানাস্থানে গমনের কথা বলেন, সে সময়টী যে অতি প্রাচীন উক্ত অধ্যাপকই সে কথা কহিয়াছেন। তিনি বলেন, আর্য্য সন্তানগণ পৃথিবী ব্যাপিয়া যখন প্রথম গমন আরম্ভ করেন, সে সময়ের কথা ইতিহাসে লিখিত হয় নাই। তখন ইউরোপের ভূমি কেল্টিক জার্ম্মণ স্লাবনিক রোমক ও গ্রীক ইহাদিগের কাহারও পদস্পৃষ্ট হয় নাই (৫)।

সপ্তম; পৃথিবীর সমুদায় জাতির মধ্যে একমাত্র ইহুদি জাতির প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের ন্যায় একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানের প্রতি যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইয়াছিল; আর সেই স্থানে তিনি আর্য্যজাতির সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের সন্তান সন্ততিকে যে নানা স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণই নাই, কেবল ইটালিক গ্রীক জার্ম্মণ প্রভৃতি কয়েকটী ভাষার কয়েকটী শব্দগত সাদৃশ্যই একমাত্র প্রমাণ। এই প্রমাণ সম্বন্ধে উক্ত অধ্যা-

---

(৪) No historian can tell us by what impulse those adventurous Nomads were driven on through Asia towards the isles and shores of Europe.

(৫) The first start of this world-wide migration belongs to a period far beyond the reach ducumentary history; to times when the soil of Europe had not been trudden by either Celts, Germans, Sclavonians, Romans, or Greeks.

পক বলেন ভাষাগত প্রমাণ অখণ্ডনীয়। যে সময়ে ইতিহাসের সৃষ্টি হয় নাই, সে সময়কার শ্রবণযোগ্য ইহাই একমাত্র প্রমাণ। ভাষারূপ প্রমাণ যদি না থাকিত, কৃষ্ণকায় ভারতবাসির সহিত তাহার জেতা আলেগ্জাণ্ডর হউন আর ক্লাইব হউন, তাঁহার যে কোন সম্পর্ক আছে, তাহার আবিষ্কার করা একান্ত অসাধ্য হইত। এ প্রমাণ পরিত্যাগ করিলে যে সময়ে গ্রীসদেশে গ্রীকের এবং ভারতে ভারতবাসির বসতি হয় নাই, সে সময়ের অন্য কি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে × × + অদ্যাপি ভারতে ও ইংলণ্ডে এরূপ কতকগুলি শব্দ আছে, যে ঐ গুলিই উত্তর ও দক্ষিণগামী আর্য্যগণের পৃথক হইবার প্রমাণ। জেরায় এ প্রমাণের খণ্ডন হয় না। দেবতা, গৃহ, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, কুকুর, গাভি, হৃদয়, অশ্রুজল, কুঠার, ও বৃক্ষবাচক শব্দগুলি সৈনিকদিগের সাঙ্কেতিক বাক্যের ন্যায় ইহারা—ভারতীয় সকল ভাষাতেই সমান (৬)।

উল্লিখিত ভাষাসকলে উল্লিখিত শব্দগুলির কি প্রকার সাম্য এখন বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার পিতৃ মাতৃ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ মিলাইয়া দেখিলে সাম্য না হউক ঘুণাক্ষরের ন্যায় সেই সেই শব্দের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই, ভাষা সৃষ্টির ক্রম দর্শন করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, সকল ভাষাতেই ওষ্ঠ্যবর্ণ প্রথম সৃষ্ট হইয়াছে।

---

(৬) The evidence of language is irrefragable, and it is the only evidence worth listening to with regard to ante-historical periods. It would have been next to impossible to discover any traces of relationship between the swarthy natives of India and their conqueror's, whether Alexander or Clive but for the testimony borne by language. What evidence could have reached back to times when Greece was not peopled by Greeks nor India by Hindus? × + + Many words still live in India and in England, that have witnessed the first separation of the northern and southern Aryans and these are witnesses not to be shaken by cross-examination. The terms for god, for house, for father, mother, son, daughter, for dog and cow, for heart and tears, for axe and tree, identical in all the Indo-European idioms, are like the wachwords of soldiers.

History of ancient Sanskrit literature. By Maxmuller.

বালকেরা যখন কথা কহিতে আরম্ভ করে, তখন প্রথমেই ওষ্ঠ্যবর্ণ তাহাদিগের বদন হইতে বিনির্গত হয়। ইংরাজ বালকের বাক্য পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বে তাহার মুখে পা পা এই শব্দ উচ্চারিত হয়; বাঙ্গালি বালকের মুখেও ঐ শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে, তবে বাঙ্গালিরা পিতাকে বাবা বলিয়া অভ্যস্ত, সুতরাং বাঙ্গালি বালক সত্বর সেই বাবা শব্দ শিখিয়া লয়। ইংরাজী পাপা শব্দের সহিত বাঙ্গালি বাবা শব্দের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইংরাজ বাঙ্গালির সহোদর এ সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত উপহাসকর। ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা আর্য্য সন্তানগণের যে সময়ে ইউরোপে ও ভারতে গমনের কথা বলেন সে সময়ে পাপা ও বাবা উভয় শব্দের কোন শব্দই সৃষ্ট হয় নাই। যদি বা সৃষ্ট হইয়া থাকে, সংস্কৃত লাটিন গ্রীক ইহার অন্যতর কোন ভাষাতেই পিতৃবাচক পাপা বা বাবাশব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। তবেই বুঝা যাইতেছে পাপা ও বাবা এ দুটী শব্দই আধুনিক। অতএব যাঁহারা এই আধুনিক শব্দ দ্বয়ের সাদৃশ্য দর্শনে সিদ্ধান্ত করেন, বাঙ্গালী ও ইংরাজ উভয়েই এক, তাঁহাদিগের বাক্য যে অমূলক, তাহা সহজেই প্রমাণ হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় শব্দ সাদৃশ্য থাকিলেও যে একজাতীয় হয় না, আমরা ব্যতিরেক উদাহরণ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিতেছি। যথা বাঙ্গালা নাম শব্দ। সংস্কৃতে ইহাকে নামন শব্দ বলে। ইংরাজী নেম; সাকসন নামে; জর্ম্মণি নেমি; লাটিন নমেন; ডেনিশ নামিশ; ফরাসী নমিশ, সুইডিশ নম; চীন নন; আরব্য নম্; পুরাতন ইটালী নম্। আমরা অব্যবহিত পূর্ব্বেই যে কহিয়াছি, শব্দসাদৃশ্য থাকিলেই যে এক জাতীয় হয়, তাহা হয় না, পাঠক তাহার প্রমাণ দেখুন। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নাম শব্দের সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতে গিয়া এমনি মুগ্ধ হইয়াছেন যে চীন ভাষার নন শব্দের সহিত নাম শব্দের সাদৃশ্য প্রদর্শনে বিমুখ হন নাই। কিন্তু ঐ ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতেই চীনেরা ইটালিক গ্রীক পারসীক জর্ম্মণ ও ভারতবাসির সহিত একজাতীয় নহে।

পাঠক! আরো একটু চমৎকার দেখুন, সংস্কৃতের সহিত মিলাইয়া অন্য অন্য ভাষার শব্দের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে সংস্কৃত কখন কোন জাতির চলিত ভাষা ছিল না। এ মতটী যদি সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের উল্লিখিত

মতের পত্তন ভূমি বালুকারাশির উপরে স্থাপিত ভিত্তির ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর হইল।

উপসংহারে ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের ভ্রম প্রদর্শনার্থ আর একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। উক্ত পণ্ডিতগণ স্ববাক্যসমর্থনার্থ যবন শব্দের উদাহরণ দিয়াছেন। সংস্কৃত যবন; লাটিন য়ুবেনিষ; জেন্দ জিবান; পারসীক যমান; আরবী যোনা; চীন যোনে ইত্যাদি। পাঠক কি বিবেচনা করেন আর্য্যজাতির সন্তান সন্ততিগণ যখন নানাস্থানগামী হন, তখন সংস্কৃত যবন শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে? ভারতীয় আর্য্যেরা যখন প্রকৃত আর্য্য (সৎকুলোদ্ভব) নাম প্রাপ্ত হন ও পবিত্র ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন, সেই সময়েই যবন শব্দ সৃষ্ট হয়। আর্য্যধর্ম্মবহির্ভূতদিগকেই তাঁহারা যবন শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে আরম্ভ করেন। যু ধাতু হইতে যবন শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। যু ধাতুর মিশ্রণ ও অমিশ্রণ এই দুটী অর্থ। যাহারা আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত ও আর্য্যদিগের সহিত মিশ্রিত না হয়, তাহারাই যবন শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।

আমাদিগের স্মরণ হইতেছে, কলিকাতার পুরাতন হিন্দু স্কুলে এক জন শিক্ষক ছিলেন (আমরা নামটী বিস্মৃত হইয়াছি) ভাষাতত্ত্বানুসন্ধানে তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি ইংরাজী ডেসপটিক (Despotic) শব্দটীকে বাঙ্গালা দেশপতিক শব্দের সহিত মিলাইয়া ইংরাজ ও বাঙ্গালি এক জাতি বলিয়া একবার প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন বলিয়া কি আমাদিগের পাঠকগণ সেই প্রমাণকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য করিতে উৎসুক হইবেন? ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যে সময়ে আর্য্যজাতির নানাস্থান গমনের কথা বলেন, তখন কি দেশপতিক শব্দ সৃষ্ট হইয়াছিল? তখন কেহ দেশের পতিই হয় নাই, তখন দেশপতিক শব্দ সৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা কি? প্রয়াসবান্ হইলে অনুসন্ধান করিয়া পরস্পর সাদৃশ্যবান্ অনেক শব্দের আবিষ্কার করিতে পারা যায়। তাহা করিতে পারিলেও সেই সেই শব্দভাষীদিগের একজাতিত্ব সপ্রমাণ করিতে পারা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির অনেক বিষয়ে ঘুণাক্ষরবৎ সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু সে সাদৃশ্য এক জাতিত্ব প্রমাণক নহে। পূর্ব্বে অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় জীবাত্মা আত্মা মন প্রভৃতি শব্দের একতা দর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ভারতবাসিয়া গ্রীকদিগের নিকট হইতে ঐ সকল বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন। শেষে এ সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের

সিদ্ধান্তও ঐরূপ কালে বিপর্য্যস্ত হইবে সন্দেহ নাই। বাইবলের সৃষ্টিপ্রকরণে ও মনুর সৃষ্টিপ্রকরণে এবং বাইবলের প্রলয়ে ও পৌরাণিক প্রলয়ে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে, তাই বলিয়া কি একজন অপরের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন অথবা উভয়ে একজাতীয় এই সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে?

:ণ।

ভারতে রাষ্ট্র ও সমাজবিপ্লব।

ইউরোপ খণ্ডে যেমন সচরাচর রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়া সাধারণতন্ত্র অভিজাততন্ত্র প্রাকৃততন্ত্র প্রভৃতি নূতনবিধ নানাপ্রকার শাসনপ্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে, ভারতবর্ষে সে প্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না। ভারতে ইউরোপের বিপরীত ঘটনার কারণ এই, রাজায় ও প্রজায় বিরোধ না হইলে আর সাধারণ তন্ত্রাদির সৃষ্টি সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু ভারতে সে বিরোধ ঘটনার সম্ভাবনা অল্প। অল্প কেন প্রায় নাই বলিলে হয়। ব্রাহ্মণেরা এদেশের সর্ব্বপ্রধান। তাঁহারাই এদেশের শাস্ত্রপ্রণেতা, শাস্ত্রব্যাখ্যাতা, বিধিনিষেধের উপদেষ্টা ও হিতাহিতের উপদেশদাতা। পূর্ব্বে ভারতবাসীরা তাঁহাদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া চলিতেন। তাঁহারা যে উপদেশ দিতেন, সকলে নির্ব্বিচারচিত্তে তাহার অনুসরণ করিতেন। কেহ যে তাঁহাদিগের আজ্ঞা ভঙ্গ অথবা উপদেশের বিপরীত আচরণ করেন, কাহারও একপ সাহস হইত না। যদি কেহ দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ দুরাগ্রহগ্রস্ত হইয়া তাঁহাদিগের আজ্ঞার ও উপদেশের অবমাননায় প্রবৃত্ত হইত, তাহার আর সমাজে স্থান হইত না। অন্য কথা কি, তাহার নিজ পরিবার তাহার পুত্র কলত্রাদিও তাহাকে মহাপাপী জ্ঞান করিয়া তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করিত। সে এইরূপে অশ্রদ্ধেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া সমাজবর্জ্জিত হইত। যে ব্রাহ্মণের এই প্রকার একাধিপত্য ও যাঁহার হস্তে এই প্রকার সর্ব্বাঙ্ক ক্ষমতা ছিল, তিনি রাজার প্রধান সহায় ছিলেন। রাজ্যে কোন প্রকার উপদ্রব না ঘটে, সদা শান্তি বিরাজমান থাকে প্রজারা বিদ্রোহী না হয়, সতত তাঁহার এই চেষ্টা ছিল। প্রজারা যাহাতে অবিচলিতচিত্তে রাজার আজ্ঞা প্রতিপালন করে ও তাঁহার অনুগত থাকে, তিনি সর্ব্বদা সেই উপদেশ দিতেন। রাজবিরুদ্ধ আচরণ করিলে ঐহিক পারত্রিক মহা অমঙ্গল হয়, তিনি তাহারও ভয় প্রদর্শন করিতেন। রাজার

বিপক্ষে অভ্যুত্থিত হইলে যে যে ভয়াবহ অনিষ্ট হয়, মনু তাহার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

এই জগৎ অরাজক অবস্থায় থাকিয়া দস্যু তস্করাদি কর্তৃক সর্ব্বতোভাবে উপদ্রুত হইলে পর ব্রহ্মা এই সমুদায় জগতের রক্ষার্থ ইন্দ্র বায়ু যম সূর্য্য অগ্নি বরুণ চন্দ্র ও কুবেরের সার গ্রহণ করিয়া রাজার সৃষ্টি করিলেন। যেহেতু রাজা এই সকল দেবগণের সার হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন, অতএব তিনি তেজ দ্বারা সর্ব্ব প্রাণিকে অভিভূত করিয়া থাকেন। তিনি সূর্য্যের ন্যায় মন ও চক্ষুকে তাপিত করেন। অতএব কেহই তাঁহার দর্শনে সমর্থ হয় না। তিনি অগ্নি বায়ু সূর্য্য চন্দ্র যম কুবের বরুণ ও ইন্দ্র তুল্য প্রভাবশালী। রাজা বালক হইলেও সামান্য মনুষ্য বলিয়া তাহাকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নয়। যেহেতু তিনি নররূপী মহতী দেবতা। যদি কোন ব্যক্তি অগ্নির নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হয়, অগ্নি তাহাকেই কেবল দগ্ধ করে, কিন্তু রাজাগ্নি অপরাধকারির দ্রব্য সামগ্রী ও পশ্বাদি সহিত কুল দগ্ধ করেন। সেই রাজা যথাযথরূপে দেশ কাল নিজ শক্তি ও প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ নানা রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। রাজা যাহার উপরে প্রসন্ন হন, তাহার লক্ষ্মী লাভ হয়, আর তিনি যাহার উপরে কোপ করেন, তাহার মৃত্যু হয়। যেহেতু তিনি সূর্য্যাগ্নি সোমাদির তেজ ধারণ করেন। যে ব্যক্তি মোহাবিষ্ট হইয়া সেই রাজার দ্বেষ করে, সে নিঃসংশয় বিনষ্ট হয়। রাজা তাঁহার বিনাশ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন (১)।

(১) অরাজকেহি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতোবিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ। ৩॥
ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রানির্হৃত্য শাশ্বতীঃ। ৪॥
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যোনির্ম্মিতোনৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা। ৫॥
তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষূংষি চ মনাংসি চ।
নচৈনং ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুং। ৬॥
সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ সধর্ম্মরাট।
সকুবেরঃ সবরুণঃ সমহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ। ৭॥
বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্যইতি ভূমিপঃ।

মনু প্রভৃতি মাননীয় বৃদ্ধপরম্পরার এই প্রকার মহার্থ উপদেশই যে কেবল ভারতীয় প্রজার রাজার প্রতি অনুরক্ত থাকিবার কারণ, তাহা নয়, আরো অনেকগুলি কারণ আছে। এখানকার প্রজাগণের প্রকৃতি দুরন্ত নয়, অতি শান্ত। বিশেষতঃ ইউরোপীয়েরা সর্ব্বদা যেমন পরিবর্ত্তন ভাল বাসেন, এদেশীয়েরা সেরূপ ভাল বাসেন না। পিতৃপারম্পর্য্যক্রমাগত আচার ব্যবহারের প্রতি ইহাদিগের অচলা ভক্তি। পিতৃপিতামহ বরাবর রাজার অনুগত হইয়া আসিয়াছেন; রাজা অত্যাচার করিলেও তাঁহারা অত্যাচার বলিয়া গণনা করেন নাই; রাজাকে দেবতা বলিয়া বোধ থাকাতে তাঁহারা অন্য অন্য দৈব উপদ্রবের ন্যায় রাজোপদ্রব সহ্য করিয়াছেন, আজ যে তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি সেই পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত পথ অতিক্রম করিয়া বিপরীতগামী হইবে, ইহা সম্ভাবিত নহে। পূর্ব্বকার ভারতীয় প্রজাগণ রাজার শাসন যে কেমন অবিচলিতচিত্তে প্রতিপালন করিত, মহাকবি কালিদাস দিলীপ রাজার গুণ বর্ণনাবসরে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলেন, মনু অবধি করিয়া যে আচারবর্ত্ম ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, শাসনকর্ত্তা দিলীপের প্রজাগণ তাহার রেখামাত্র অতিক্রম করে নাই। যেমন রথের অগ্রগামী চক্র যে পথ ক্ষুণ্ণ করিয়া যায়, পশ্চাৎগামী চক্রও সেই পথে যায়, তেমনি প্রজাগণের পূর্ব্বপুরুষেরা যে পথে চলিয়াছেন, দিলীপের প্রজারাও সেই পথে গমন করে (২)। ভারতীয় প্রজার রাজার অনুগত থাকিবার আর একটী কারণ এই, ইউরোপ খণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচলিত। খ্রীষ্টধর্ম্মে এক ঈশ্বর ভিন্ন অপরের পূজনীয়তা

মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি। ৮॥
একমেব দহত্যগ্নির্নরং দুরুপসর্পিণং।
কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ সপশুদ্রব্যসঞ্চয়ং। ৯॥
কার্য্যং সোঽবেক্ষ্য শক্তিঞ্চ দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
কুরুতে ধর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং বিশ্বরূপং পুনঃ পুনঃ। ১০॥
যস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রীর্ব্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়োহি সঃ। ১১॥
তং যস্তু দ্বেষ্টি সংমোহাৎ সবিনশ্যত্যসংশয়ং।
তস্য হ্যাশু বিনাশায় রাজা প্রকুরুতে মনঃ। ১২॥ মনু।
(২) রেখামাত্রমপিক্ষুণ্ণাদামনোর্ব্বর্ত্মনঃ পরং।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ॥ রঘুবংশঃ।

স্বীকার করে না। রাজা যে পূজ্য নন, তিনি রক্ষকমাত্র, খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা অবধি প্রজাগণের এই শিক্ষা ও সংস্কার জন্মিয়া আসিয়াছে। অতএব তত্রত্য রাজারা কোন প্রকার অত্যাচার করিলে প্রজারা তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হয় এবং রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইয়া শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্ত করিয়া বসে। ভারতে এ ঘটনা হইবার যো নাই। এখানে স্মৃতি ও পুরাণাদির সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হওয়াতে এখানে গাভী পর্য্যন্ত দেবতা, এখানকার তরুলতাদি সকলই পূজনীয় হইয়াছে। দর্শনকারদিগের বিশুদ্ধ-তত্ত্ব-দর্শন-প্রসূত এক ঈশ্বরের আরাধনা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় তিরোহিত হইয়া আছে। উল্লিখিত ধর্ম্মসংস্কার নিবন্ধন প্রজার হৃদয় এমনি সঙ্কুচিত হইয়া আছে, যে রাজকৃত সহস্র অত্যাচারের আঘাতেও তাহা বিস্ফারিত হয় না। রাজা যে অত্যাচার করিতেছেন তাহা দেবগণের ইচ্ছা এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাজার প্রতি বৈরাচরণে অথবা তাহার আধিপত্য হরণে উন্মুখ হয় না। তবে যে বেণ নহুষ প্রভৃতির প্রতি প্রজার বিদ্রোহ সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, সে কাদাচিৎক ঘটনা। তাহাও আবার সামান্য প্রজা দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। যাহাঁরা রাজ্যের জীবন স্বরূপ, অভিশাপ ভয়ে যাঁহাদিগের হুঙ্কারে রাজারাও কম্পিতকলেবর হন, সেই ঋষিগণ হইতে সে ঘটনা হয়। বেণ প্রভৃতি ঋষিগণের জপহোমাদির বাধা দেওয়াতেই তাঁহারা কুপিত হইয়া তাহাদিগের নিধন সাধন করেন। ঋষিরা উদ্যোগী না হইলে সামান্য প্রজারা কখন রাজশক্তির উন্মূলনে উৎসুক উৎসাহী ও সমর্থ হইত না।

ভারতীয় প্রজার রাজার অনুগত থাকিবার অপর কারণ এই, রামায়ণ মহাভারত বিষ্ণুপুরাণাদি পুরাণ উপপুরাণ ইতিহাসগর্ভ উপাখ্যান, রঘুবংশ দশকুমারচরিত কাদম্বরী প্রভৃতি কাব্য ও কথা পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ, ইহার মধ্যগত সমুদায় ভারতভূমি কখন এক রাজার হস্তগত ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজা ছিলেন। গ্রীসের অন্তঃপাতী স্পার্টা এথেন্স থীবস ম্যাসিডন প্রভৃতির ন্যায় সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশাধিকারী নরপতিগণের পরস্পর চিরবিরোধ ছিল। যিনি যখন প্রবল হইতেন, তিনি অপরকে আক্রমণ করিতেন এবং সম্রাট হইবার ইচ্ছায় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন। দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি সেই সেই রাজ্য স্বহস্তে গ্রহণ করিতেন না। তত্তৎ স্থানের রাজগণ পরাভব

স্বীকার করিয়া বিজিগীষু রাজার নিকটে আপনার বিনয়নম্রতা প্রকাশ করিলেই তাঁহার অভিমান চরিতার্থ হইত, তিনি বিজিত রাজাকে পুনরায় তাঁহার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বদেশে চলিয়া আসিতেন। রাজনীতি গ্রন্থে বিজিগীষু রাজার পুরঃসর ও পার্ষ্ণিগ্রাহাদি ভেদে দ্বাদশ রাজমণ্ডলের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা দেখিয়াও স্পষ্ট জানা যাইতেছে, ভারতের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজা ছিলেন। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজা না থাকিলে দ্বাদশ রাজমণ্ডল নির্দ্দেশ সঙ্গত হইত না। মাঘ কবি বলেন, যেমন দ্বাদশ সূর্য্যের মধ্যে যিনি উৎসাহ ও উদয়শীল, তিনি যেমন দিনের কর্ত্তা হন, তেমনি দ্বাদশ রাজমণ্ডলের মধ্যে জিগীষু রাজা উদ্যোগশীল বলিয়া অভ্যুন্নত হইয়া থাকেন (৩)।

এতদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রবল দুর্ব্বল ভেদে বহুসংখ্য রাজা ছিলেন। সমুদায় রাজার সহিত সমুদায় প্রদেশের প্রজার যুগপৎ বিরোধ উপস্থিত হইল, আর সমুদায় রাজার সমুদায় প্রজাই যুগপৎ রাজশক্তি হরণ করিয়া স্বাধীন শাসনপ্রণালী স্থাপন করিল, ইহা সম্ভাবিত নহে। সুতরাং অত্যাচারী রাজার প্রজাগণের অত্যাচার নিবারণের ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মিলেও তাহারা অপর প্রবল রাজার আক্রমণ শঙ্কায় স্বতঃসিদ্ধ হইয়া স্বতন্ত্র শাসন প্রণালী স্থাপনে সাহসী হইত না। তাহারা ভাবিত, যদি আমরা স্বাধীন শাসনপ্রণালী স্থাপন করি, আর অমুক জিগীষু রাজা আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে, আর আমরা আত্মরক্ষা করিতে না পারি, আমাদিগের সমুদায় শ্রম পণ্ড হইয়া যাইবে,

(৩) উদেতুমত্যজন্নীহাং রাজসু দ্বাদশস্বপি।
জিগীষুরেকোদিনকৃদাদিত্যেষ্বিব কল্পতে। শিশুপালবধঃ।

দ্বাদশ রাজমণ্ডল যথা—

অরির্ম্মিত্রমরের্ম্মিত্রং মিত্রমিত্রমতঃপরং।

তথারিমিত্রমিত্রঞ্চ বিজিগীষোঃ পুরঃসরাঃ।

পার্ষ্ণি শেষঃ। পার্ষ্ণিগ্রাহস্ততঃ পশ্চাদাক্রন্দস্তদনন্তরং। আসারাবনয়োশ্চৈব বিজিগীষোস্তু পৃষ্ঠতঃ। পার্ষ্ণিগ্রাহাসার আক্রন্দাসারশ্চেত্যর্থঃ। অত্র চত্বার ইতি শেষঃ। এবং নব ভবন্তি, বিজিগীষুস্তু দশমঃ। অরেশ্চ বিজিগীষোশ্চ মধ্যমোভূম্যনন্তরঃ। অনুগ্রহে সংহতয়োঃ সমর্থো ব্যস্তয়োর্ব্বধে। মণ্ডলাদ্বহিরেতেষামুদাসীনোবলাধিকইতি। মধ্যমোদাসীনাভ্যাং সহ দ্বাদশ বেদিতব্যাঃ।

আমাদিগকে যে পরাধীন, সেই পরাধীন হইতে হইবে, এই ভাবিয়া তাহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া নিরস্ত হইত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবাসির স্বভাব ইউরোপীয়ের ন্যায় উগ্র ও উদ্ধত নয়। ইহারা শান্তপ্রকৃতি। ইহারা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার ভাবী ফলাফল চিন্তা করিয়া থাকে, তাহাতেই সাহসকার্য্যে অগ্রসর হইতে পারে না।

যে কারণে হউক, ভারতে রাষ্ট্রবিপ্লবের সংবাদ আমরা অল্প শুনিতে পাই বটে কিন্তু সমাজবিপ্লবের গতি এরূপ নয়। শত শত বার ভারতে সমাজবিপ্লব ঘটিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ভারত দুর্ভাগ্যক্রমে সমাজবিপ্লবের অত্যুপাদেয় ফল লাভে অধিকারী হয় নাই। ভারতীয় আর্য্যেরা উন্নতিসো· পানে অধিরূঢ় হইলে প্রথমে বেদের একাধিপত্য হয়। বৈদিক সময়ের আর্য্য গণের সহিত তাঁহাদিগের বর্ত্তমান সন্তানগণের তুলনা করিলে ইহাদিগকে আর্য্যসন্তান বলিয়াই বোধ হয় না। তখনকার আর্য্যেরা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ও বেদ পাঠে নিয়ত নিরত ছিলেন। কিন্তু এক্ষণকার আর্য্য সন্তানেরা যাগ যজ্ঞের ধার ধারেন না। দর্শ পৌর্ণমাস যাগ, অষ্ট কপাল, যজ্ঞে সোমপান এ সকল পদার্থ কি, যদি এখন কোন আর্য্য সন্তানকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তিনি বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় অবাক হইয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই। যদি কোন অভিমানী ধূর্ত্ত আর্য্যসন্তান নিজ প্রতিপত্তি রক্ষার্থ ঐ সকল পদার্থ বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা পান, তাঁহার সে চেষ্টা পশ্চিমদেশীয় অধ্যাপকের নারিকেল গাছ বুঝাইয়া দিবার চেষ্টার ন্যায় উপহাসকর হইবে সন্দেহ নাই। গল্প আছে, অধ্যাপক কখন নারিকেল গাছ দেখেন নাই, অভিধান পড়াইতেছেন, নারিকেল গাছের পর্য্যায় আইল, ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয় নারিকেল বৃক্ষ কিরূপ? অধ্যাপক উত্তর করিলেন, দক্ষিণ দেশ প্রসিদ্ধ লতা বিশেষ!!

বৈদিক সময়ে আর্য্যজাতির যে সমাজ বন্ধন ছিল, তাহার যত প্রকার বিপ্লব ঘটনা হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারজনিত মহাবিপ্লবই তন্মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান। বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, সংস্কৃত শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু সংস্কৃত দর্শন পুরাণাদি গ্রন্থের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, অতি প্রাচীনকালে ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। সংস্কৃত দর্শনকারেরা বৌদ্ধমত খণ্ডনার্থ যে প্রকার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা দেখিয়া স্পষ্ট অনুমান

হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের উন্মূলনার্থই সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি। স্পষ্ট বোধ হইতেছে, বৌদ্ধধর্ম্মের সৃষ্টি না হইলে ভারতে ষড়দর্শনেরও সৃষ্টি হইত না। তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে, এদেশে ষড়দর্শনের প্রাদুর্ভাবের বহু পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তাহা যদি হইল, তাহা হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম যে বহুকালের প্রাচীন ধর্ম্ম তাহা স্থিরীকৃত হইল। অনেকে অনুমান করেন, মৃচ্ছকটিক অতি প্রাচীন নাটক। দুই হাজার বৎসরেরও অধিককাল হইবে, ইহা বিরচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণাদির কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহাদিগের ব্যবহার বৃত্তান্তও অনেক জানিতে পারা যায়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, খ্রীষ্টের জন্ম হইবার হাজার বৎসর পূর্ব্বে কেহ কেহ বলেন ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হয়। এই ধর্ম্মের প্রচার ও সমধিক উন্নতি হইলে বৈদিক সমাজের মহাবিপ্লব ঘটে। অনেকে বেদোদিত ক্রিয়াকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধপ্রদর্শিত পথের পথিক হইল। যাগযজ্ঞাদির উচ্ছেদ সাধনই বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। বুদ্ধ অতিশয় দয়ালু ছিলেন। যজ্ঞিয় পশু হিংসা দর্শনও তাঁহার হৃদয়ের ঐকান্তিক ক্লেশকর হয়। ঐ প্রকার হিংসা যাহাতে না হয় এবং মানুষ যাহাতে কষ্ট না পায়, তাহার উপায় চিন্তাই তাঁহার চিত্তকে নিতান্ত অভিভূত করিয়া তুলে। তিনি রাজপুত্র। শুদোদন (৪) তাঁহার পিতার নাম। শুদ্ধোদন মগধ দেশের রাজা ছিলেন। বুদ্ধ রাজপুত্র বলিয়া বোধ হয় তাঁহার অনেকের কষ্ট দর্শনের অবসর উপস্থিত হইয়াছিল। বোধ হয়, তিনি লোকের যত কষ্ট দর্শন করেন, ততই তাঁহার চিত্ত কাতর হয়। ততই তিনি সেই কষ্টের উন্মূলন চেষ্টায় অভিভূত হন। অনুমান হয়, ঐ চেষ্টাই তাঁহার নূতনবিধ ধর্ম্মপ্রচার-চেষ্টার মূলীভূত কারণ। যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মের অপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীনতা প্রতিপাদনে প্রয়াসবান, তাঁহারা এতদ্দ্বারা নিরস্ত হইতেছেন। বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদির উন্মূলনই যখন বুদ্ধের প্রতিজ্ঞাত হইল, তখন যে তিনি বৈদিক সময়ের পরের লোক, সে বিষয়ে সংশয় রহিতেছে না। বুদ্ধ যে সময়ের লোক হউন, আর তাঁহার নূতনবিধ ধর্ম্মপ্রচার প্রবৃত্তির যে কারণ হউক, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম হইতে বৈদিক সমাজের যে মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল, সে

(৪) শুদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ। অমরকোষঃ।

বিষয়ে সংশয় নাই। অধিকাংশ আর্য্য সন্তান বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এক সময়ে ঐ ধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্মকে যে একান্ত অভিভূত করিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। এ ধর্ম্মে লোকের সহজে প্রবৃত্তি জন্মিবার কারণ এই, এ ধর্ম্ম আর্য্য ধর্ম্মের অপেক্ষা অনেক সুখকর। আর্য্যধর্ম্মে অনেক কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। নিয়ম প্রতিপালন করিতে গেলেই কষ্ট আছে। বৌদ্ধধর্ম্মে সে সকল কঠোর নিয়মের প্রতিপালনের প্রয়োজন ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্মে জাতি বিচার নাই। সুখকর দেখিয়া অসংখ্য লোক আর্য্যধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল। কেবল যে অধিকসংখ্য আর্য্য সন্তানই এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এরূপ নয়, অন্য অন্য জাতীয়েরাও ব্যগ্রচিত্তে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করে। বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে চীন জাপান সিংহল নেপাল দাক্ষিণাত্য ও পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানকে অধিকার করিয়া লয়। হাসেন সাহেব অনুমান করেন, পৃথিবীতে ১১১০০০০০০ আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বী এবং ৩১৫০০০০০০ বৌদ্ধ আছে। যে ধর্ম্ম সুখসেব্য হয়, তাহাতেই সাধারণ লোকের সহজে প্রবৃত্তি জন্মে। এদেশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে অনেক হিন্দু ঐ ধর্ম্মে স্বচ্ছন্দচারিতা আছে দেখিয়া উহা গ্রহণ করে। বৌদ্ধধর্ম্ম যে এক সময়ে আর্য্যধর্ম্মের সহিত সাতিশয় প্রতিযোগিতা করিয়াছিল, বৌদ্ধদিগের প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও স্তূপ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া যখন আর্য্য সন্তানেরা নানা স্থানে দেব দেবী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে বৌদ্ধেরাও প্রতিযোগী হইয়া তাহার অনতিদূরে বৌদ্ধ মন্দির ও আর্য্যদিগের প্রতিষ্ঠিত যূপের ন্যায় স্তূপ প্রতিষ্ঠা করে। বারাণসীর উত্তরে আজিও ঐ স্তূপ অভগ্ন ও ভগ্নবিহার (বৌদ্ধদিগের মন্দির) চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। বুদ্ধ গয়া মান্দ্রাজ ইলোর নাসিক জুনর সালসেট গন্টুর প্রভৃতি অনেক স্থানে ঐ স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

পৌরাণিক বিপ্লবও আর্য্য সমাজের একটী সামান্য বিপ্লব নয়। বৈদিক সময়ের আর্য্যেরা অগ্নি বায়ু বরুণাদি কয়েকটী নৈসর্গিক পদার্থ লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহাদিগের উদ্দেশে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া হবির্দ্দান ও মনোমত বর প্রার্থনা করিতেন। বৈদিক সময়ের আর্য্যদিগের অন্ন বিষয়ে অভাবজ্ঞান ও অন্ন বিষয়ে স্পৃহা ছিল। সুতরাং গোগবয়াদি ও যব গোধূম ধান্যাদির স্বচ্ছন্দে লাভ হইলেই তাঁহাদিগের হৃদয় পরিতোষ জন্মিত। তাঁহারা উহা

বৃষ্টি বৃদ্ধি ও সচ্ছন্দে উহার উৎপত্তির প্রার্থনা করিতেন। তাঁহারা রাজ্য দেশ অতুল ঐশ্বর্য্য সৌধ প্রাসাদাদির বাসনা করিতেন না। সোমলতারস তাঁহাদিগের মাদক দ্রব্য ও মধু তাঁহাদিগের বিলাস দ্রব্য ছিল। পৌরাণিক সময়ে ইহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিল। বৈদিক সময়ের আর্য্যেরা অগ্নি বায়ু বরুণাদির উদ্দেশে হব্যত্যাগ ও প্রার্থনা করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ঐ সকল দেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন নাই। পৌরাণিক সময়ের আর্য্যদিগের অবয়বহীন অগ্নি বায়ু বরুণাদির আরাধনায় সন্তোষ জন্মিল না। তাঁহারা উহাদিগের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। কেবল উহাদিগের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন না, ছত্রিশকোটী দেবতার সৃষ্টি করিলেন। এই ছত্রিশকোটি দেবতা সৃষ্টি হওয়াতে ভারতের সর্ব্বনাশ হইল। বৈদিক সময়ে আর্য্যদিগের মনের যে স্বাধীনতা তেজস্বিতা ওজস্বিতা ও নির্ভীকতা ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইল। যে হৃদয় ছত্রিশকোটি দেবতার ভারে আক্রান্ত, ঐ ছত্রিশকোটি দেবতার ভয়ে বিহ্বল, সূর্য্যও দেবতা, চন্দ্রও দেবতা, মেঘও দেবতা, বট বৃক্ষও দেবতা, গাভিও দেবতা, ষাঁড়ও দেবতা, কখন্ কোন্ দেবতা রুষ্ট হন, কাহার কোপে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হয়, যে হৃদয়ের সর্ব্বদা এই শঙ্কা, সে হৃদয়ের স্বাধীনতা ওজস্বিতা তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা থাকিবার সম্ভাবনা কি ? যে চিত্ত নিত্য শঙ্কায় আকুল, সে চিত্ত ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া আইসে, তাহার বিস্ফারতা ও উন্নতভাব থাকে না। পাঠক ! বৈদিক সময়ের আর্য্য সমাজের সহিত পৌরাণিক আর্য্য সমাজের এইমাত্র বৈলক্ষণ্য নয়, আরো অনেক আছে। বৈদিক সময়ের আর্য্যদিগের যব গোধূমাদির স্বচ্ছন্দে উৎপত্তি ও প্রাচুর্য্যই একান্ত প্রার্থনীয় ছিল, পৌরাণিক সময়ের আর্য্যদিগের পুত্র দার ধন ধান্য রম্য হর্ম্ম্য ও রাজ্য জনপদাদি প্রার্থনীয় হইল। যদি ভারতে ইংরাজ অধিকার না হইত এবং পৌরাণিকেরা জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণে নন্দবংশের প্রবেশের ন্যায় পৌরাণিক আর্য্যদিগের প্রার্থনা মধ্যে জড়োয়া গহনা ও ঢাকাই শাড়ীও প্রবেশ করিত। বৈদিক সময়ের আর্য্যেরা সোমলতা রস ও মধুকে বিলাস দ্রব্য পাইয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিয়াছিলেন, কিন্তু পৌরাণিক আর্য্যেরা গৌড়ী পৈষ্টী মাধ্বী প্রভৃতি নানাপ্রকার মাদক দ্রব্যের এবং অপূর্ব্ব অট্টালিকা বৃক্ষবাটিকা সুবর্ণ পল্যঙ্ক দুগ্ধফেননিভ শয্যা সূক্ষ্মবস্ত্র বদ্ধোপল (পাথর বাসন) অলঙ্কার ও মণিমুক্তা প্রবালাদি নানা-

প্রকার বিলাস দ্রব্যের ব্যবহার আরম্ভ করেন। পৌরাণিক আর্য্যেরা বৈদিক আর্য্য সমাজের যে প্রকার বিপ্লব ঘটাইয়াছেন, বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণ তাহার কতক পরিচয় দিয়া দিয়াছেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন সমুদ্র যাত্রা কমণ্ডলুধারণ · অসবর্ণাবিবাহ ভ্রাতৃভার্য্যায় দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন পশু বধ করিয়া সেই মাংস সহিত অতিথিকে মধুপর্ক দান শ্রাদ্ধে মাংসভোজন বানপ্রস্থাশ্রম দত্তাকন্যার পুনর্ব্বার দান দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ হিমালয়াদি পর্ব্বতে গমন করিয়া দেহত্যাগ ও গোমেধ যজ্ঞ, পণ্ডিতগণ কলিযুগে এই সকল ধর্ম্মের বর্জ্জন করিয়াছেন। আদিত্যপুরাণেও এইরূপ ও আরো দুই একটী অধিক আছে। সেইগুলির উল্লেখ করিয়া শেষে বলা হইয়াছে মহাত্মা পণ্ডিতগণ কলির প্রথমে ব্যবস্থাপূর্ব্বক এই সকল কার্য্যের নিষেধ করিয়াছেন (৫)। ভারতের কেমন দুর্ভাগ্য পাঠক এস্থলে দেখুন পৌরাণিক আর্য্যেরা নরমেধ ও অশ্বমেধাদি মন্দগুলির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ ও চাতুর্ব্বর্ণ্য ভোজ্যান্নতাদি ভালগুলিরও লোপ করিয়াছেন। সমুদ্রে গমনাগমন থাকিলে কেবল যে সাহসের বৃদ্ধি নৌবিদ্যার উন্নতি বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি তদানুষঙ্গিক কৃষি প্রভৃতির অভ্যুদয় হয়, এরূপ নয়, ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত পরিচয় হইয়া তত্তৎ দেশের বিবিধ বিষয় জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া থাকে। কলির মনীষিরা সে পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ ও চাতুর্ব্বর্ণ্য ভোজ্যান্নতা থাকাতে চতুর্ব্বর্ণের পরস্পর সমসুখদুখতা ও পরস্পরের যে সৌহার্দ্দ বন্ধন ছিল, পৌরাণিক কালের মনীষিরা

(৫) সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ
মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা।
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ।
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখং।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ।
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ।
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবৎ ভবেৎ। বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

তাহা ছিন্ন করিয়া দিলেন, তদবধি ভারতে একতার মূলও ছিন্ন হইয়া গেল।

পৌরাণিক সময়ে বৈদিক আর্য্য সমাজের যে বিপ্লব ঘটে, তাহার অপর প্রমাণ এই— পুরাণের ভাষা ও রচনা বেদের ভাষা ও রচনার সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাঙ্গলায় ও সংস্কৃত ভাষায় যে প্রকার প্রভেদ, পুরাণ ও বেদের ভাষায় সেইরূপ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। যিনি কেবল বাঙ্গলা ভাষার আলোচনা করিয়াছেন, তিনি যেমন সংস্কৃত বুঝিতে পারেন না, যিনি কেবল পৌরাণিক সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি তেমনি বেদের সংস্কৃত বুঝিতে পারেন না।

পৌরাণিক প্রাদুর্ভাবমূলক শৈব বৈষ্ণব শাক্ত গাণপত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের যে প্রাদুর্ভাব হয়, সেগুলিও আর্য্য সমাজের এক একটী বিপ্লব। তন্মধ্যে চৈতন্যকৃত বিপ্লবই প্রধান। বুদ্ধের ন্যায় চৈতন্যও জাতিভেদ মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু মুসলমানাদি কোন জাতির প্রতি বিমুখ ছিলেন না। যিনি তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণের অভিলাষী হইয়াছেন, চৈতন্য তাঁহাকেই উদারভাবে সপ্রেম আলিঙ্গন দান করিয়াছেন। এ উদার ভাব আর্য্যধর্ম্মে লক্ষিত হয় না। বঙ্গদেশের অনেকে তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই, তিনি যে বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহা হইতে বঙ্গদেশের উপকার না হইয়া বরং অপকারই ঘটিয়াছে। তাঁহার ধর্ম্ম ভদ্রসমাজে আদৃত হয় নাই। ইতর সমাজই তাহার ক্রিয়া ক্ষেত্র। ইতর সমাজের চরিত্র মার্জ্জিত নয়। চৈতন্যের উদার ভাবের গুণে ভিন্ন ধাতুর ও ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের লোকের একত্র সম্মিলন হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বিশুদ্ধচরিত চৈতন্যের সাধু দৃষ্টান্ত অনুসারে তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন না হইয়া পরস্পরের হৃদয়ের অসাধুভাব সাংক্রামিক রোগের ন্যায় পরস্পর হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া ঐ সম্প্রদায়ে অসাধুতা স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়। সে স্রোত আজিও প্রবল হইয়া আছে।

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

রঘুরাজার দিগ্বিজয়।

(রঘুবংশ চতুর্থ সর্গ।)

রঘুবংশ সংস্কৃত ভাষায় একখানি অপূর্ব্ব কাব্য। এ খানি কবিকুলরত্ন কালিদাসের মধুময়ী লেখনীর একটী অমৃত ফল। কালিদাস কোন্ সময়ে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা নির্ণয় করা সহজ নয়। সর্ব্বত্র বিদিত আছে যে তিনি উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের প্রধান রত্ন ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন পুস্তক সমালোচনা করিলে অনেকগুলি বিক্রমাদিত্য আমাদের নয়নপথে পতিত হন এবং ভোজরাজের সভাতেও এক জন কবি কালিদাসের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। এই জন্য আমাদের অনুসরণীয় কালিদাস যে কোথায়, তাহা আমরা সহজে জানিতে পারি না।

অভিজ্ঞানশকুন্তলে কালিদাস স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন,—

আর্য্যে ইয়ং হি রসভাববিশেষদীক্ষাগুরোর্ব্বিক্রমাদিত্যস্য অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষৎ অস্যাঞ্চ কালিদাসগ্রথিত বস্তুনা——

ইহাতে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভা পণ্ডিতরত্নে মণ্ডিত ছিল এবং কালিদাস তাহার অন্যতম পণ্ডিতরত্ন। আমরা নিম্নে যে নবরত্নের কথায় উল্লেখ করিতেছি, তাহাতেও কালিদাসের নাম উপলব্ধ হয়—

ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।

খ্যাতোবরাহমিহিরোনৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

কালিদাস প্রাদুর্ভূত হইবার পূর্ব্বে যদি অন্য কোন বিক্রমাদিত্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতেন, তাহা হইলে শকুন্তলায় তিনি তাহার পরিচয় বিশেষরূপে দিতেন সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে কালিদাস যে বিক্রমাদিত্যের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন, তিনিই যে সংসারপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এরূপও অনুমান করা যায় না। কুমারিকা খণ্ডের যুগব্যবস্থা অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়—

ততস্ত্রিষু সহস্রেষু সহস্রাভ্যাধিকেষু চ।

ভবিষ্যোবিক্রমাদিত্যো রাজ্যং সোঽত্র প্রলপ্স্যতে।

কলিযুগের ৪০০০ বৎসর পরে বিক্রমাদিত্য রাজা হইবেন।

বর্ত্তমান ১৮০১ শকে কলির গতাব্দ ৪৯৮০। বিক্রমাদিত্য কলির ৪০০০ বৎসর গত হইলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যদি এরূপ হয় তাহা হইলে এই স্থির হয় ৯৮০ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য রাজা বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু সকলেই জ্ঞাত আছেন প্রচলিত সম্বৎ রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত। সংবৎ ধরিয়া

গণনা করিলে প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য বর্ত্তমান ছিলেন এই কথা বলিতে হয়।

ভোজ প্রবন্ধ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ভোজের সভায় বররুচি, সুবন্ধু, বাণভট্ট, অমরসিংহ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান ছিলেন, পরিশেষে কবি কালিদাস আসিয়া মিলিত হন। রাজা কালিদাসের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন কিন্তু সভাস্থ পণ্ডিতগণ তাঁহার লম্পটতার জন্য সাতিশয় বিরক্ত হইতেন। ভারতবর্ষে ভোজ রাজাও অনেকগুলি ছিলেন। সুতরাং এ স্থলে কোন্ ভোজকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা উল্লিখিত হইতেছে, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারিতেছি না। কালিদাসের লম্পটতাদোষের এবং পরিশেষে বিক্রমাদিত্যের সহিত তাঁহার অপ্রণয়ের কথা সর্ব্বত্র প্রথিত আছে। অতএব এই কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ কালিদাস হইলেও হইতে পারেন। রচনার প্রণালী দেখিয়া বিচার করিলেও কালিদাস, ভারবি, শ্রীহর্ষ, বাণভট্ট, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ এক শতাব্দের ভিতরেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এই রূপ অনুমান হয়। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত প্রণীত খণ্ডখাদ্যের আমরাজকৃত টীকায় দৃষ্ট হয়।—

নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যোদিবং গতঃ।

পাঁচ শত নয় শকাব্দে আচার্য্য বরাহ মিহির স্বর্গারোহণ করেন।

ওদিকে আমরা নবরত্নের মধ্যে বরাহ মিহিরের নাম দেখিয়াছি। এ সকল বিবাদ ভঞ্জন করা সহজ নয়।

কালিদাসের সময়ে ভারতের অতি উত্তম অবস্থা ছিল। সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার যথেষ্ট অনুশীলন হইত। পরিধেয় বস্ত্রাদি অলঙ্কারপত্র সকলি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। চীনদেশ হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেসমের কাপড় এদেশে আনীত হইত এবং নৃপতিগণ এতদূর সৌখীন হইয়াছিলেন যে এখনকার মত তখন অঙ্গুরীতে স্ব স্ব নাম ক্ষোদিত করাইতেন।

শকুন্তলা—(রাজা) তদহমেনামনৃণাং করোমি। (ইত্যঙ্গুরীয়কং দদাতি।)

(সখ্যৌ) প্রতিগৃহ্য নামাক্ষরাণি বাচয়িত্বা চ পরস্পরমবলো- কয়তঃ।

রাজা আমি ইহাকে অনৃণা করি, এই কথা কহিয়া অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিলেন। সখী দ্বয় গ্রহণ করিয়া তাহাতে ক্ষোদিত রাজ নামাক্ষর পাঠ করিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখে দৃষ্টিপাত করিল।

কিন্তু তৎকালে ভারতের সমস্ত প্রদেশ কেহই ভালরূপ জানিতেন না। মধ্য প্রদেশত নিতান্ত দুর্গম ছিল। রঘু রাজার দিগ্বিজয় বর্ণনায় তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রঘু প্রথমে উত্তরকোশল হইতে সসৈন্যে পূর্ব্ব সাগরাভিমুখে যাত্রা করিয়া গৌড়দেশের তালীবনশ্যামল উপখণ্ডে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং সুহ্মদেশীয় লোকের সহিত তাঁহার সংগ্রাম হইল। আধুনিক দিনাজপুর প্রভৃতি দেশ লইয়া সুহ্মরাজ্য পরিগণিত হয়। চন্দ্রবংশ-সম্ভূত বলিরাজের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামক পঞ্চ ক্ষেত্রজ পুত্র এদেশে আসিয়া স্ব স্ব নামে রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কালক্রমে এই সকল দেশ আর্য্যদিগের নিন্দনীয় হয়—

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গৌড্রান্ গত্বা সংস্কারমর্হতি।

জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত দেবল বচন।

আদিশূরের সময় ব্রাহ্মণেরা যেরূপ আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, বোধ হয় তৎকালেও সেইরূপ কোন দোষ ঘটিয়াছিল। সেই জন্য এই বচনের সৃষ্টি হইয়াছে। কালিদাসের সময় এ প্রদেশ অস্পৃশ্য ছিল কি না বলিতে পারা যায় না। কারণ তিনি ম্লেচ্ছজাতিসমাকীর্ণ পারস্যদেশেও রঘুর সমাগম বর্ণন করিয়াছেন এবং তথায় সৈনিকগণ দ্রাক্ষাসমুদ্ভূত মদিরা পান করিয়া সমরক্লান্তি দূর করিয়াছিলেন। ইহার বর্ণনা করিতে কবিবর সঙ্কুচিত হন নাই।

পক্ষান্তরে তন্ত্রশাস্ত্রে বঙ্গদেশের নিন্দা দৃষ্ট হয় না—

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগঃ প্রিয়ে।
বঙ্গদেশোময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ॥

শক্তিসঙ্গমতন্ত্র।

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন, প্রিয়ে আমি তোমাকে বঙ্গদেশের কথা কহিয়াছি। সাগর হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ। এ দেশটী সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক।

অপর—

গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।

ঐ

সর্ব্ব প্রকার বিদ্যায় পরিপূর্ণ গৌড় দেশের কথা বলা হইয়াছে।

কালিদাসের প্রদর্শিত একটী উদাহরণ পাঠে জানা যায় যে বঙ্গদেশে এখন

রোপণ-যোগ্য ধান্য যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে রোপণ করা হয়, তৎকালেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল—

আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমাইব তে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুঃ উৎখাতপ্রতিরোপিতাঃ। র। ৪। ৩৭।

বঙ্গবাসী নৃপতিগণ রঘুর নিকট সমরে পরাভূত হইয়া তাঁহার পদানত হইলেন। কলমধান্য যেমন একবার উত্তোলন করিয়া পুনর্ব্বার রোপণ করিলে ফল প্রদান করে, সেইরূপ নৃপতিগণও একবার পদচ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার সিংহাসন লাভ করিয়া অপর্য্যাপ্ত ধন প্রদান করিলেন।

বঙ্গদেশ পরাজয় করিয়া রঘু গঙ্গাস্রোতোগত দ্বীপপুঞ্জে জয়স্তম্ভ নিখাত করিয়াছিলেন—

নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ। ৪। ৩৬।

সাগর সঙ্গম ভিন্ন অন্যত্র গঙ্গার উপর এক্ষণে দ্বীপ নাই। বোধ করি পূর্ব্বে গঙ্গা বিলক্ষণ প্রশস্ত ছিল, সুতরাং তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ থাকিবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আধুনিক চাকদহ (চক্রদহ), অগ্রদ্বীপ, শুকসাগর (শুক-সাগর) প্রভৃতি নাম দ্বারা উহা প্রতিপন্ন হইতেছে। বোধ হয় নিম্নবঙ্গ পর্য্যন্ত সাগরমোহানা বিস্তীর্ণ ছিল। তাহার প্রমাণ এই স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করিবার সময় বৃহৎ বৃহৎ জীর্ণ নৌকা ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশ হইতে রঘু গজময় সেতু দ্বারা কপিলা নদী পার হইয়া উৎকল দেশে গমন করিলেন। কপিলার আর একটী নাম করতা। এই নদীর নামে বোধ হইতেছে তিনি মেদিনীপুরের পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। তমোলুক প্রাচীন তাম্রধ্বজ রাজার রাজধানী। বোধ হয় তৎকালে ঐ নগর নিষ্প্রভ হইয়াছিল। এ জন্য কালিদাস তাহার নামোল্লেখও করেন নাই। যদিও ব্রাহ্মযামলে দৃষ্ট হয় "কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী।" কিন্তু এ কথা প্রামাণিক নয়। কালীঘাটের কালী ন্যূনাধিক দুই শত বর্ষ অতীত হইল কোন সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বোধ হয় কলিকাতা নামটী কালীকুঠী শব্দের অপভ্রংশ হইবে।

পবিত্র উৎকল রাজ্যের ও তৎসন্নিহিত যমপুরী বৈতরণী নদী এবং প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর মন্দিরের বিষয় কালিদাস উল্লেখ করেন নাই। কপিল-সংহিতায় উক্ত আছে "সর্ব্বপাপং হরেদ্দেশঃ"। কালিদাসের সময় জগন্নাথ

বর্ত্তমান থাকিলে অবশ্যই তিনি তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতেন। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে খ্রীঃ ৩১৮ অব্দে জগন্নাথ দেব জনসমাজে প্রথম পরিচিত হন (১)। ৩১৮ খ্রীঃঅব্দে জগন্নাথ প্রতিষ্ঠিত হন, এই প্রবাদ যদি প্রামাণিক হয় এবং আমাদিগের বর্ণনীয় কালিদাস সংবৎ প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ এ কথা যদি সত্য হয়, তাঁহার জগন্নাথের বিষয় জানা সম্ভাবিত নহে।

উৎকল রাজ্য হইতে কোশলপতি কলিঙ্গদেশে প্রস্থান করিলেন। সামান্যতঃ কলিঙ্গদেশ তিনটী, তন্মধ্যে বঙ্গোপসাগরের কূলবর্ত্তী কলিঙ্গই প্রধান।

জগন্নাথাৎ পূর্ব্বভাগাৎ কৃষ্ণাতীরান্তগঃ শিবে।
কলিঙ্গদেশঃ সংপ্রোক্তো রামমার্গপরায়ণঃ॥ শক্তিসঙ্গমতন্ত্র।

জগন্নাথের পূর্ব্ব অবধি কৃষ্ণানদী তীর পর্য্যন্ত কলিঙ্গদেশ। রাম এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছিলেন।

অতি প্রাচীনকালে কলিঙ্গদেশ একটী প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। ব্যবসায়ের জন্য বণিকগণ নানা দেশবিদেশ হইতে জলপথে এখানে গমনাগমন করিতেন। বৌদ্ধবিপ্লবের সময় একজন বৌদ্ধ রাজা কিছুকাল এই স্থান অধিকার করেন। পরে অগ্নিবাহু আসিয়া তাঁহাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করেন। বলি ও যবদ্বীপাধিবাসিগণ ঐ স্থানকে ক্লিঙ্গ বলিত। টলমী ও প্লীনিও উহাকে কলিঙ্গ বলিয়া গিয়াছেন। দিলীপতনয় কলিঙ্গ দেশের সপ্ত (২) কুলপর্ব্বতান্তর্গত মহেন্দ্রগিরির শিখরদেশে স্বীয় প্রতাপ চিহ্ন সংস্থাপিত করিলেন। মহেন্দ্র পর্ব্বত ঘাটগিরি (নীলাচল) ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যগত।

অনন্তর রঘু অগস্ত্যমার্গ অনুসরণ (৩) করিয়া কাবেরীকূলে উপনীত হইলেন। কাবেরী জলে অবগাহন করিয়া চতুরঙ্গ দলে মলয় পর্ব্বতের

( ) Jagannatha makes his first historical appearance in the year A. D. 318. Dr. Hunter.

(২) মহেন্দ্রোমলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ॥
মৎস্য পুরাণ।

(৩) অগস্ত্যোদক্ষিণামাশাম্ আশ্রিত্য নভসি স্থিতঃ।
বরুণস্যাত্মজো যোগী বিন্ধ্যবাতাপিমর্দ্দনঃ।
ব্রহ্মপুরাণ।

উপত্যকায় প্রস্থান করিলেন। তথাকার অনির্ব্বচনীয় নৈসর্গিক শোভা অবলোকন করিয়া যার পর নাই প্রীতিলাভ করিলেন। পরিশেষে পাণ্ডু-দেশীয় নৃপতির সঙ্গে তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হইল। পাণ্ডুদেশ সেতুবন্ধ রামেশ্বরের উত্তরাংশে অবস্থিত। নরপতি সমরে পরাভূত হইয়া রঘুরাজের চরণে তাম্রপর্ণী ও মহাসাগর জাত মুক্তারাশি আনিয়া উপঢৌকন দিলেন। মল্লিনাথের টীকায় এবং কোন কোন সংস্কৃত কোষে, তাম্রপর্ণী একটী নদী বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সিংহলদ্বীপকে গ্রিকেরা ট্র্যাবো বেনীস্ কহিত। ঐ শব্দ তাম্রপর্ণীর অপভ্রংশ বলিয়াও বোধ হইতে পারে। সিংহলদ্বীপ বহুকালাবধি মুক্তার জন্যও প্রসিদ্ধ আছে।

তৎপরে সূর্য্যবংশধুরন্ধর মহারাজ রঘু সহ্যগিরি অতিক্রম করিয়া কেরল রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। পরশুরাম মাতৃহত্যার পর কিছুকাল এই খানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহে তথাকার কৈবর্ত্তগণ দ্বিজাতিধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়।

অব্রাহ্মণৈস্তদাদেশে কৈবর্ত্তান্ প্রেক্ষ্য ভার্গবঃ

——————যজ্ঞসূত্রমকল্পয়ৎ। কুমারিল।

অতঃপর নর্ম্মদা নদীর কূল দিয়া রঘুরাজ ত্রিকূট পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন এবং পারস্য দেশ জয় করিবার মানসে তথায় উপস্থিত হইলেন। পারস্যাধি-পতিকে সমরে পরাজয় করিয়া তিনি হূন রাজ্যে স্বীয় জয়ধ্বজা উড্ডীন করিলেন। হূন রাজ্য আধুনিক জাইহুন ও সাইহুন নদীর কূলবর্ত্তী প্রদেশ। তদন্তর কাম্বোজরাজও রঘুর প্রবল প্রতাপে পরাভূত হইলেন। যবনরাজ্য জয় করিয়া তিনি সসৈন্যে হিমালয় পর্ব্বত দিয়া কামরূপাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রঘু যখন বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, কামাখ্যা তখন তাহার বিলক্ষণ সন্নিকটস্থ হইয়াছিল কিন্তু তৎপ্রদেশে কি জন্য গমন করিলেন না? কালিদাস ভৌগোলিক বৃত্তান্তে যে এককালে অনভিজ্ঞ ছিলেন; তাহা বিবেচনা করা যায় না। ভারতবর্ষের উভয় প্রান্তই নিবিড় গিরিমালায় পরিবেষ্টিত, ইহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। কুমারসম্ভবের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—

পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যাইব মানদণ্ডঃ।

বোধ হয় বঙ্গদেশ হইতে আসাম প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনের সুবিধা

ছিল না। কামাখ্যার আর একটী নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ—

অত্রৈব হি স্থিতোব্রহ্মা প্রাঙ্‌নক্ষত্রং সসর্জ্জ হ।
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরী সমা॥

কালীপুরাণ।

এই স্থানে ব্রহ্মা পূর্ব্বদিগবর্ত্তী নক্ষত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত এ পুরীর নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ। এ পুরী ইন্দ্রপুরীর তুল্য।

এই নগর নরক রাজার প্রতিষ্ঠিত। মায়াদেবী নরক রাজার মহিষী। অনেকেই শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধারিণী প্রস্তরময়ী বিষ্ণুমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিমা দেখিয়া থাকিবেন, উহাই মায়া দেবীর প্রতিমূর্ত্তি। (কালীপুরাণ।)

প্রাগ্‌জ্যোতিষ হইতে রঘু স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। মধ্য প্রদেশের কথা কালিদাস কিছুই লিখিলেন না। বোধ হয় তৎকালে ঐ সকল অঞ্চল বনবাসী ঋষি এবং অস্ত্রধারী নৃপতি দিগেরও দুর্গম্য ছিল।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

ভারতে ইংরেজ বাণিজ্য।

কালের কি অনন্ত মহিমা, কি মহীয়সী শক্তি!! জগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা কালবলে রূপান্তরিত না হইয়া থাকে। কালবলে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গ ভূধরসকল হাঙ্গর কুম্ভীর মকরাদি মারাত্মক জলজন্তুপূর্ণ অতলস্পর্শসাগরে এবং রমণীয় হর্ম্ম্যশোভিত জনাকীর্ণ সুরম্য নয়নানন্দদায়ক নগরসকল শৃগালবানরাদির আবাসস্থলরূপে পরিণত হইতেছে। যে ভারত বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতাবলে একদা ভূমণ্ডলস্থ সুসভ্য দেশসমূহের শীর্ষস্থানে সমাসীন হইয়াছিল; দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত গ্রীস রোম যাহার দৃষ্টান্তানুসারে নীতি ও বিদ্যা বুদ্ধি শিক্ষা করিয়া জগদারাধ্য হইয়া সগৌরবে দিন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে; যেথানে উন্নতকায় দীর্ঘজীবী রণবিদ্যাদি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি ক্ষত্রবীর-পুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া বাহুবলে তৎকালপরিচিত ভূভাগসকল জয় করিয়া একছত্র রাজত্বদ্বারা জগতে অনুপম খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; এক দিন যাহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই হৃদয়োত্তেজক ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল; আজ সর্ব্বসংহারক কাল-

মাহাত্ম্যে অদৃষ্ট দোষে সেই ভারত পূর্ব্ব গৌরব সমুদয়চ্যুত হইয়া রোগপূর্ণ শীর্ণকায় সেবাবৃত্তিপরায়ণ অল্পায়ু বাঙ্গালী প্রভৃতি কতিপয় দুর্ব্বলজাতিপূর্ণ পরকরস্থিত সামান্য রাজ্যমধ্যে গণনীয় হইয়াছে। আজ তাহার সন্তান সন্ততি-গণ আহারাভাবে কাল-দীপশিখায় পতঙ্গকুলের ন্যায় দলে দলে জীবনাহুতি প্রদান করিতেছে। আর যে জাতি দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অনায়াসলব্ধ ফলমূল মৃগয়ালব্ধ মাংস এমন কি নরমাংস দ্বারা উদর পূরণ করিত (১); আবাসস্থলাভাবে যাহারা নির্জ্জন গিরিকন্দরে তৃণশয্যায় শয়িত হইয়া বৃথা দিনাতিপাত করিয়া গিয়াছে; গাত্রবস্ত্রাভাবে শীতাতপনিবারণের জন্য বৃক্ষবল্কল ও মৃগচর্ম্ম যে জাতির পরিধেয় ছিল; কালবশে সৌভাগ্য হেতু সেই জাতি আজ উত্তমোত্তম উষ্ণবস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়িত ও অসংখ্য দাসদাসী মণ্ডলে পরিবৃত হইয়া বাণিজ্য হেতু জগৎপূজ্য ও সর্ব্বজাতিপরিচিত হইয়া-ছেন। ভারত এখন তাঁহাদিগের নিকট চিত্র পুত্তলিকার সমান। তাঁহারা যে দিকে ফিরাইতেছেন, ভারত বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সেই দিকেই ফিরিয়া কালের অসীম ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখন এমন সাগর নাই যেখানে তাঁহাদিগের বাণিজ্যতরীর গতি বিধি নাই, দুর্লঙ্ঘ্য বারিধিও তাঁহাদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া স্বীয় চরণে দাসত্বশৃঙ্খল পরিধান করিয়া অম্লানবদনে স্ববক্ষে ইংলিশ বাণিজ্যতরীর সুন্দর ধ্বজা সমূহ বহন করিতেছে। সকল মহাদেশেই এখন তাঁহাদিগের আধিপত্য চলিতেছে। "The sun never sets on the dominions of the Queen of England" অর্থাৎ ইংলণ্ডাধীশ্বরীর রাজ্যে সূর্য্যদেব কখন অস্তমিত হন না। এ কথার সত্যতা এখন অস্বীকার করিতে কে সমর্থ? বাণিজ্যই কি তাঁহাদিগের এই সৌভাগ্যলক্ষ্মী প্রাপ্তির প্রধান কারণ নহে? বাণিজ্য করিতে আসিয়াই কি তাঁহারা আজ সদর্পে সেই সৌভাগ্যলাভের কথা জগতে রটনা করিতে সক্ষম হইতেছেন না? স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমির আধিপত্যও কি তাঁহাদিগের বাণি-

(১) ইংলণ্ডের পূর্ব্বতন আদিবাসীরা যে নরমাংস ভক্ষণ করিত, তাহা পণ্ডিতবর হি, লেথব্রিজ মহোদয় তাঁহার প্রণীত ইংলণ্ডের ইতিহাসের ৫ম পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, এ স্থলে অন্য উদাহরণ দিবার আবশ্যকতা নাই যথা: "It has been suspected that they (Britons) were canibals, and it is merely certain that there were canidals in Britain before the Romans came."

জ্যের একমাত্র ফল নহে? ইংরাজগণ বিশেষতঃ লর্ড মেকলে সগর্ব্বে বলিয়াছেন, জন কতক ইংরাজ বহুদূরস্থিত বীচিবিক্ষেপক বিপদসঙ্কুল সাগর বারি মধ্যস্থিত সামান্য একটী দ্বীপ হইতে বাণিজ্যের অভিপ্রায়ে আগমন করিয়া সুবিস্তৃত ভারতভূমিকে পদানত করিয়াছে (২)। বাস্তবিক মেকলের এ কথা বিন্দুমাত্রও অসত্য নহে। ইহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। যে ইংরেজ জাতির রাজত্বে আমরা বাস করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা শিক্ষা দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, সেই ইংরাজ জাতি কত দিনে কত বিপদ সহ্য করিয়া কিরূপ অধ্যবসায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাবলম্বনে ভারতের রাজা হইয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের পূর্ব্ব বাণিজ্যই বা কিরূপ ছিল, ইত্যাদি বিষয় ক্ষণকালের জন্য মনোমধ্যে আন্দোলন করিয়া দেখাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু বলিতে কি, তাঁহাদিগের আদিম বাণিজ্য ও বর্ত্তমান বাণিজ্য বিষয়ক সম্পূর্ণ কোন গ্রন্থ নাই। "Bruce's annals of the East Indian Company and Raynals History of the European settlements" নামক যদিও দুই একখানি ইংরাজি গ্রন্থে এই সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারা যায়, সত্য বটে, কিন্তু বঙ্গভাষায় শুদ্ধ এই সম্বন্ধে কোন গ্রন্থাদি নাই। ইতিহাসাদিতে স্থানে স্থানে এ বিষয়ের সামান্যমাত্র উল্লেখ আছে। একারণ অদ্য আমরা আমাদের জেতৃগণের প্রধানতঃ ভারতে বাণিজ্য বিস্তার বিষয়ের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠকগণ! মনঃসংযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখুন, কিরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় স্বদেশহিতৈষিতা সাহস ও উদ্‌যোগিতা বলে ইংরেজেরা সামান্য বাণিজ্য হইতে তাঁহাদিগের এই জগৎব্যাপী বাণিজ্যের সূত্রপাত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য উল্লিখিত গুণসকলের একত্র সমাবেশ হইলে জগতের শ্রমসাধ্য কোন কার্য্যই অসম্পূর্ণ অবস্থায় পতিত থাকে না।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংরেজেরা প্রয়োজনীয় সামান্য অন্তর্ব্বাণিজ্যে বা বিনিময় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কোনরূপে দিন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তখন বহির্ব্বাণিজ্য কাহাকে বলে, তাহা আদৌ অবগত ছিলেন না বা তাঁহাদের জানিবার ইচ্ছাও ছিল না। পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে

(২) "See the Maycaulay's Essays on Lord Clive"

ইংলণ্ডে গোলাপ যুদ্ধ (৩) নামক একটী প্রবল রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়া অনেক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি প্রাণ ত্যাগ করেন। সেই সুযোগে বহুতর দরিদ্র ব্যক্তি প্রভৃত ধনশালী হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে যাহাতে রাজ্যের বাণিজ্যকার্য্য শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই বিষয়ে অনেকে মনঃসংযোগ করেন। কিন্তু শুদ্ধ মনঃসংযোগ করিলে কি হয়? রাজার সহানুভূতি ও বিদেশগমনোপযোগী অর্ণবপোতাদি না থাকায় সমুদয় বৃথা হইয়া গেল। তাঁহারা অগত্যা বহুদিন পর্য্যন্ত বোর্‌দোঁ ও কেডিজ হইতে সুরাসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ণবপোতে অনুকূল বায়ুবশে সিল্‌ড ও টেম্‌স নদীতে আনয়ন করিতে এবং শীতকালের খাদ্য সংগ্রহের নিমিত্ত গ্রীষ্মকালে "Iceland fleet" সকল প্রেরণ করিয়া কড ও লিং মৎস্যে ইয়ারমাউথ, সাউদাম্‌টন, পুলী, ব্রিকসহাম, ডরমাউথ প্লাইমাউথ প্রভৃতি খাড়ী সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরীতে পরিপূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী হইলেও অনেক দিন ধরিয়া পূর্ব্বপুরুষ স্কাণ্ডিনেবিয়ানদিগের ন্যায় অল্পে সন্তুষ্ট থাকিয়া একরূপ উন্নতি-চেষ্টাশূন্য ছিলেন ও সামান্য মৎস্য বিক্রয় ব্যবসায় দ্বারা কোন রূপে কায়ক্লেশে বহু পরিবার প্রতিপালন করিতেন। এই ব্যবসায়ও আবার স্বাধীন ছিল না। অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পার্লিয়ামেণ্ট (৪) নির্দ্ধারিত নিয়মানু-

(৩) গোলাপ যুদ্ধ ইংলণ্ড ইতিহাসের একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহা ষষ্ঠ হেন্‌রীর সময় হইতে (১৪৫৫ খ্রীঃ) আরম্ভ হইয়া টিউডর বংশীয় সপ্তম হেনরির সময় (১৪৮৫) পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইহার শেষ সমর ক্ষেত্রের নাম বসওয়ার্থ। এই যুদ্ধে ল্যাঙ্কাষ্ট্রিয়ান দল রক্ত গোলাপ ও ইয়র্কিষ্ট দল শ্বেত গোলাপের আকৃতি বিশিষ্ট নিশান ধারণ করায় ইহা গোলাপ যুদ্ধ (Wars of the Roses) নামে খ্যাত হইয়াছে। এই গোলাপ যুদ্ধের ভারতের বিখ্যাত কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের সহিত অনেক অংশে সৌসাদৃশ্য হইতে পারে। কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত সমর যেমন রাজ্য প্রাপ্তির হেতু পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসজাত যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল; সেই যুদ্ধে রাজ্য যেমন যুধিষ্ঠিরেরই পাওয়া উচিত ছিল, এই গোলাপ যুদ্ধেও ইংলণ্ডরাজ্য তৃতীয় এডওয়ার্ডের তৃতীয় পুত্র ক্ল্যারেন্সের ঔরসজাত আরল্‌ অব্‌ মার্চ্চেরই হওয়া উচিত ছিল। ন্যায়তঃ ৩য় এডওয়ার্ডের চতুর্থ পুত্র ল্যাঙ্কাষ্টারের ডিউক, ঘণ্টের জনের কোন অংশে অর্শাইতে পারে না, এইরূপ আপত্তি উপস্থিত করিয়া ভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের কুরুপাণ্ডবের একতর পক্ষ অবলম্বনের ন্যায়, ইংলণ্ডের বহুতর ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও উক্ত দুই পক্ষের একতর পক্ষ অবলম্বন করতঃ সমরানলে জীবনাহুতি প্রদান করেন। শেষে বিজয়লক্ষ্মী অন্যায় পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সত্য পক্ষের (আরল্‌ অব মার্চ্চ বা তাঁহার ভাগিনেয় সপ্তম হেন্‌রীর) স্কন্ধেই ভর প্রদান করেন।

(৪) পার্লিয়ামেণ্ট সভা তৃতীয় হেন্‌রীর সময়ে ১২৬৫ খ্রীঃ অব্দে প্রথম স্থাপিত হয়।

সারে সম্পাদিত হইত। পার্লিয়ামেণ্টের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে 'লণ্ডন কোম্পানি' কোন খানেই যাতায়াত করিতে বা দ্রব্য সামগ্রীতে তরী সকল পরিপূর্ণ করিতে সক্ষম হইতেন না। বর্ত্তমান ইংরেজ জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় বাণিজ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বহু দিবস অতি-বাহিত করিয়া যান।

পরিশেষে কলম্বস ১৪৯২ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নূতন মহাদ্বীপের আবিষ্কার করিয়া (৫) ইউরোপবাসী দুই এক জাতির বাণিজ্যপথ উন্মুক্ত করিয়া দিলে তাঁহারা ইংরেজ জাতির সম্মুখে দিবানিশি অর্ণবপোত সকল আটলাণ্টিক মহাসাগরে প্রেরণ করিতেন। ইহা দেখিয়াও তদানীন্তন ইংরেজ জাতির মনে বিদেশীয় বাণিজ্যেচ্ছা তাদৃশ বলবতী হয় নাই, বা হইলেও কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। অধিক কি, ১৪৯৭ খ্রীঃঅব্দে জন কেবট নামা একজন ভিনিসিয়ান সিবাস্‌ষ্টেন কেবট নামক (৬) তাঁহার এক

(৫) কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্করণ অতি আশ্চর্য্য। তাঁহার সময়ে ইউরোপবাসী অনেক জাতি ভূগোল সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, পাঠক! তাহা নিম্নোক্ত উদাহরণ পাঠ করিয়া দেখুন—"কলম্বস ইটালির অন্তর্গত জেনোয়া নগরের নিকটে জন্মগ্রহণ করিয়া যৌবনে নৌবিদ্যায় বিলক্ষণ সুদক্ষ হইয়া উঠেন। একদিন তাঁহার মনোমধ্যে এই ভাবের উদয় হয়, যে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া অবশ্যই ভারতবর্ষ যাইবার কোন সহজ পথ প্রাপ্ত হইতে পারা যাইবে। এই ভাবিয়া তিনি সাহায্য প্রাপ্তির আশায় ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি অনেক দেশ ভ্রমণ করতঃ তত্তৎ দেশের ভূপতিবর্গের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। কিন্তু সকল ব্যক্তিই অজ্ঞতাবশতঃ, "অরে মূর্খ আটলাণ্টিক মহাসাগরের কি আবার পার আছে?" এই বলিয়া তাঁহাকে প্রথমতঃ তিরস্কার ও শেষে দূর করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এজন্য অগত্যাই তাঁহাকে অপর স্থানানুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। এবার তিনি স্পেনে যাত্রা করিলেন। তথায় তাঁহার সৌভাগ্যোদয় হওয়ায় কেষ্ট্রিলের অধীশ্বরী ইজাবেলা তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে পাথেয় সমেত তিনখানি ক্ষুদ্র জাহাজ প্রদান করেন। তিনি সেই জাহাজ ত্রয় লইয়া ১৪৯২ সালের ৩ রা আগষ্ট কেষ্ট্রিল পরিত্যাগ করতঃ ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া ৬ ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার অন্তর্গত কেনেরি উপদ্বীপে উপস্থিত হন ও একটী ক্ষুদ্র উপদ্বীপকে শংশল্‌ভে উপদ্বীপ (পবিত্র রক্ষাকর্ত্তা) নাম প্রদান করিয়া কেষ্ট্রিলে পুনরাগমন করেন। এইরূপে তাঁহা হইতে নূতন মহাদ্বীপের আবিষ্কার হয়। তৎপরে আমেরিকা গোরেচ্‌পুচি নামক অপর এক ব্যক্তি ঐ স্থানে যাইয়া আপন নামানুসারে ঐ স্থানকে আমেরিকা এই আখ্যা প্রদান করেন। See the discovery of America by Calumbus.

(৬) "Sebastian Cabot was born at Bristol in A. D. 1447. He was

পুত্রকে সমভিব্যাহারী করিয়া ব্রিষ্টল হইতে বাণিজ্যতরী লইয়া কেথে দ্বীপে যাত্রা করিলেন। তিনি পথিমধ্যে গ্রীনলণ্ডনস্থ বরফময় সাগরবারিতে তরী চালাইতে অসমর্থ হইয়া আমেরিকার অন্তর্গত নবস্কোসিয়া দর্শন করিয়াই প্রত্যাগমন করেন, এবং ফ্লোরিডা উপকূলে উত্তীর্ণ হন (৭)। তিনি দেশে আসিয়া সকলকে নূতন জনপদের বৃত্তান্ত শুনাইলেও স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্যে তুষ্ট ইংরেজজাতির মন বহির্বাণিজ্য করিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিচলিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ স্থল। শেষে কেবট প্রদর্শিত পথে স্পেনবাসী মুরেরা বাণিজ্যোপলক্ষে গমন করিয়া সেই সকল জনপদ অধিকার করেন এবং নূতন পৃথিবীকে পুরাতন পৃথ্বীর সহিত সংযোগ দ্বারা পৃথিবীর পূর্ণত্ব সম্পাদন করিয়া দেন। এই বাণিজ্য যাত্রাই স্পেনবাসিদিগের উন্নতির ও একসময়ে জগতে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিচিত হইবার প্রধান কারণ। কিন্তু তাঁহাদেরও সে সুখের দিন গত হইয়া গিয়াছে। এখন তুরস্ক ভিন্ন ইউরোপের আর সকল দেশই স্পেন অপেক্ষা শিল্প বাণিজ্যাদি সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে!!!!

উক্ত ঘটনাবলীর কিয়দ্দিবস পরে অষ্টম হেন্‌রীর রাজত্ব সময়ে উন্নতি সম্বন্ধে ইংরেজ জাতির অন্তঃকরণের ভাব পরিবর্ত্ত হয়। মার্টিন লুথার সম্পাদিত ধর্ম্মসংস্কার এই ভাব পরিবর্ত্তনের প্রকৃত কারণরূপে পরিগণিত না হউক, উহার চিহ্নরূপে পরিগণিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। পৃথিবীর আকৃতির ও গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে তাহার যথার্থ স্থান নিরূপণ জন্য তাঁহাদিগের মনে পূর্ব্ব হইতে যে কল্পনার উদয় হয়, তাহা এক্ষণে কার্য্যে পরিণত করা তাঁহাদিগের সুসাধ্য হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে যে পৃথিবী অপরিসীম গভীরতাময় শূন্য স্থান মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া বলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিত, এক্ষণে তাহার সমুদয় বিষয় জ্ঞানচর্চ্চা প্রভাবে তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইতে লাগিলেন এবং জ্ঞানচক্ষে তাঁহাদিগের পদতলে নূতন মহাদ্বীপের তালবৃন্তপরিপূর্ণ দ্বীপসমূহ এবং স্বর্ণবর্ণবিশিষ্ট বালুকাময় উষ্ণকটিবন্ধের সাগর সকল নখদর্পণের ন্যায় দেখিতে পাইলেন। জ্ঞানই

---

the first man who noticed the variation of the compass and wrote his instructions for the direction of a voyage to Cathey."

(৭) See the Hume's History of the England. Reign of Henry the VII.

মানুষের অমূল্যরত্ন। জ্ঞানযোগ ব্যতিরেকে মনুষ্য কখন উন্নতির মুখাবলোকন করিতে সমর্থ হন না। যে ইংরাজেরা বহু দিবস ধরিয়া অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, এক্ষণে তাঁহাদিগের চক্ষু পোপোৎপাদিত কুসংস্কার জাল মুক্ত হইয়া অধিকতররূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহারা পোপের ভ্রমরাশি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া তৎসমুদয় পরিত্যাগে দৃঢ়সংকল্প হইলেন, এবং যেমন তাঁহাদিগের মনে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, অমনি তৎসঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক্ হইতে উদ্যম অধ্যবসায় শত সহস্র নূতন ইচ্ছা অভাব ও চিন্তা বায়ুরূপে প্রবাহিত হইয়া কুসংস্কার অজ্ঞতাদি শুষ্ক কাষ্ঠগুলিকে এককালে ভস্মীভূত করিয়া দিল (৮)।

তৃতীয় এডওয়ার্ডের সময় অবধি লোলার্ড সম্প্রদায়ের অধিনায়ক, জন উইক্লিফ পোপের বিনানুমতিতে ইংরাজীতে বাইবেলের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া যান (৯)। পরে অষ্টম হেনরীর সময়ে অক্সফোর্ডের উইলিয়ম টিণ্ডেল নামক একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবিদ্য ছাত্র ১৫২৬ খ্রীঃ অব্দে নূতন

(৮) " Meanwhile a vast intellectual revolution, of which the religious reformation was rather a sign than a cause, was making its way in the English mind. The discovery of the form of the earth, and of its place in the planetary system, was producing an effect on the imagination, which long familiarity with the truth renders it hard for us (to the Englishmen) now to realise. The very heaven itself had been rolled up like a scroll, laying bare the illimitable abyss of space ; the solid frame of the earth had become a transparent ball ; and in a hemisphere below their feet men saw the sunny Palm Isles and the golden glories of the tropic seas. Long impassive, long unable from the very toughness of their natures to apprehend these novel wonders, indifferent to them, even hating them as at first they hated the doctrines of Luther, the English opened their eyes at last. In the convulsions, which rent England from the Papacy, a thousand superstitions were blown away, a thousand new thoughts rushed in, bringing with them their train of new desires and new Emotions ; and when the fire was once kindled, the dry wood burnt fiercely in the wind. History of England. J. A. Froude "

(৯) See the William Francis Collier, History of the British Empire.

বাইবেল ও ১৫৩০ খ্রীঃ অব্দে পুরাতন বাইবেলের অনুবাদ করেন। ঐ সময়ে ৮ম হেনরী স্বয়ংই পোপ প্রদত্ত "Defender of the Faith" উপাধি দূরে প্রক্ষেপ করিয়া পোপের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং নিয়ত বিবাদ ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বিবাদ করিবার ইচ্ছা থাকিলে ছিদ্রের অভাব কি? দৈববশে একটী ছিদ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। সেটী এই;—

তাঁহার পত্নী ক্যাথেরাইন এক্ষণে পরিণতবয়স্কা হওয়াতে তাঁহার মন আর তাঁহার প্রতি তাদৃশ অনুরক্ত ছিল না। এ জগতের নিয়মই এই, ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের কামক্ষুধা নিতান্ত বৃদ্ধ পলিতকেশ গলিতদন্ত না হইলে আর নিবৃত্ত হয় না। হেনরীর পক্ষেও সেইরূপ হইয়াছিল। তিনি কোন বিশেষ কারণ না দেখাইয়া তাঁহার প্রথমা পত্নী রাজ্ঞী ক্যাথেরাইনকে হৃদয়মন্দির হইতে দূরীভূত করিয়া পূর্ণযৌবনসম্পন্না মনোহর রূপলাবণ্যবতী অ্যান্ বোলেনকে হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা করিবার সংকল্প করেন। ইহাতে পোপ দশম লিও ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ডিনাল উল্জিকে ও কার্ডিনাল ক্যাম্পিগিও নামা দুইজন কার্য্যদক্ষ প্রধান ব্যক্তিকে কমিশনরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া এই বিষয়ের তদন্ত করিবার ভার প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। উলজি, ক্যাথেরাইনের বিপক্ষ হইয়া ইংলণ্ডাধীশ্বরকে অ্যান্ বোলিনের প্রণয়পাশে বদ্ধ হইতে উপরোধ করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

যাহা হউক, কার্ডিনাল উলজির এই বিশ্বাসঘাতকতা দর্শন করিয়া, কার্ডিনাল ক্যাম্পিগিও প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিতে কিছুমাত্র শিথিলযত্ন হন নাই। বরং সমধিক উৎসাহের সহিত প্রকৃত বিশ্বাসপাত্রের ন্যায়, রাজ্ঞীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া দুই মাস কাল লণ্ডন রাজসভায় থাকিয়া এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে লাগিলেন।

এক দিবস বিচারালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইলে যখন রাজা ও রাজ্ঞী উপস্থিত হইতে আহূত হন, তখন সেই হতভাগিনী স্বামিপরিত্যক্তা রমণী প্রশংসনীয় পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক, দৃঢ়তার সহিত রাজার চরণতলে পতিত হইয়া অতি দীনভাবে বলিতে লাগিলেন "রাজন্! আমি আপনার রাজ্যে অপরিচিতার ন্যায় আগমন করিয়া এই বিংশতি বৎসর

পর্য্যন্ত সাধ্বী পত্নীর ন্যায় আপনার মনোরঞ্জন করিলাম। আমার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ আপনার প্রণয়িনীরূপে গ্রহণ বা অনাথিনীরূপে পরিত্যাগ করিতে আপনারই সম্পূর্ণ ক্ষমতা। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, এ বিষয়ে কার্ডিনাল দ্বয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। কোন ফল নাই। এই বলিয়া রাজ্ঞী জন্মের মত সভা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। আর প্রত্যাগমন করেন নাই (১০)। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে তৎপরে অ্যান্ বোলিন মহাসমাদরে রাজার পত্নীরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। পাঠক! হিউম প্রণীত ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিলে এ বিষয়ে আরও অনেক জ্ঞাতব্য আশ্চর্য্য বিষয় অবগত হইতে পারেন। আমরা বাহুল্য ভয়ে ও অনাবশ্যক বোধে তৎসমুদয় সবিস্তারে বর্ণন করিয়া আপনাদিগের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইলাম না।

এইরূপে অষ্টম হেন্‌রী পোপকে অপমান করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ইংলণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন এবং ইংলণ্ডবাসিগণকে নৌবিদ্যায় ও বাণিজ্য কার্য্যে সুনিপুণ করিবার জন্য একাগ্রচিত্তে রত হইলেন। যাহাতে পিতার (৭ম হেন্‌রীর) প্রথমারব্ধ বাণিজ্য কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের উন্নতিসাধন হয়, এই উদ্দেশে তিনি স্বয়ং নৌবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পিতার নির্ম্মিত "গ্রেট হারি" (১১) নামা প্রকাণ্ড রণপোত

(১০) "On the opening of the Court when the king and the queen were called on to appear, that poor ill-used lady with a dignity and firmness, and yet with a womanly affection worthy to be always admired went and kneeled at the king's feet. and said that she had come a stranger to his dominion; that she had been a good and true wife to him for twenty years; and that she could acknowledge no power of these Cardinals to try whether she should be considered his wife after all that time, or should be put away. With that she got up and left the Court and would never afterwards come back to it." See the History of England. By Charles Dickens. Page from 187 to 188 Reign of Henry the VIII.

(১১) By Henry the Seventh's order the "Great Harry" a worship of two decks, was built. It costs 14000,£ and was of one thousand tons burden (See the Gollier's History.)

বাণিজ্যার্থ মহাসাগরে প্রেরণ ও নিজে "মেরি রোজ" নামক আর একখানি জাহাজ প্রস্তুত করাইলেন; ইহার তুল্য প্রকাণ্ড জাহাজ আর কখন সমুদ্রে ভাসমান হয় নাই (১২)।

অষ্টম হেনরী গর্ব্বিত যথেচ্ছাচারী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন বটে; কিন্তু তিনি বাণিজ্য সম্বন্ধে ইংরেজদিগের অত্যন্ত উপকার করিয়া গিয়াছেন। বাণিজ্যপ্রিয় ইংরাজগণ এজন্য তাঁহার নিকট ঋণী আছেন বলিতে হইবে। ১৫৩০ খ্রীঃ অব্দে যখন পত্নী পরিত্যাগ (ডাইভোর্স) প্রশ্ন প্রথম উত্থিত হয়, তখনও তিনি তাঁহার প্রিয়পাত্র সুদক্ষ অধ্যবসায়শীল প্লাইমাউথনিবাসী উইলিয়ম হকিন্সকে বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রী সহিত সুন্দর ও বৃহৎ অর্ণবপোত প্রদান করিয়া বাণিজ্যার্থ প্রেরণ করেন। তিনি প্রথমতঃ গিনিতে উপস্থিত হইয়া কাফ্রিদিগের নিকট স্বর্ণরেণু ও গজদন্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া ব্রেজিলে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি সদ্ব্যবহার প্রদর্শন দ্বারা অত্রত্য লোকদিগকে এমন বাধ্য করিয়াছিলেন, যে ব্রেজিলের অধিপতি ইংলণ্ডে আগমন করেন ও রাজা অষ্টম হেন্‌রী কর্ত্তৃক সাদরে "হোয়াইট হলে" অভ্যর্থিত হন (১৩)। পর বৎসর স্বার্থ সিদ্ধির আশয়ে সাউদামটনবাসী ইংরেজেরা তাঁহাকে পুনরায় দেশে লইয়া যান। পথিমধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে জলবায়ুর দোষে ও মন্দ খাদ্য সামগ্রী ভোজন জন্য অনেকে প্রাণত্যাগ করেন, তথাপি ইংরেজদিগের আশা উন্মূলিত হয় নাই। তাঁহারা আদিম আমেরিকাবাসীদিগের কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া বাণিজ্যকার্য্যের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এইরূপে সাউদা-মটনের বণিক দিগের দ্বারা আমেরিকার বাণিজ্য পথ প্রথম উন্মুক্ত ও অল্প দিবস মধ্যে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এক্ষণে বলা বাহুল্য ইংরেজেরা আমেরিকার গায়েনা প্রভৃতি বহুদেশে আধিপত্য করিতেছেন ও সেখানে তাঁহাদিগের সম্ভ্রমের ইয়ত্তা নাই।

ইংরেজেরা মহারাণী এলিজাবেথের রাজত্বে বাস করিয়া জ্ঞানচর্চ্চা

(১২) See the Hume's History of England. Reign of Henry the Eighth.

(১৩) See the Hume's History of England. Reign of Henry the Eighth.

প্রভাবে আপনাদিগের মনের ও বাণিজ্যকার্য্যের অনেক উন্নতি সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে ভারত একদা স্বপ্রসূত শিল্প বাণিজ্যাদিতে রোম সম্রাটের মন মুগ্ধ করিয়াছিল, এক্ষণে পর্ত্তুগীজদিগের দৃষ্টান্তানুসারে সেই স্বর্ণপ্রসূ ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য ইংরাজের মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। মহারাণী তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে অনেক উৎসাহ প্রদান করিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহারা ভারতের পথে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিলেন। কারণ, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতে বাণিজ্য করেন নাই। খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীতে যখন রোমক দিগের প্রভুশক্তি দিগ্‌দিগন্তরে প্রসারিত হয়, এবং যখন রাজ্যতন্ত্রের উন্নতির সহিত তাঁহারা ক্রমশঃ বিলাসপ্রিয় হইয়া পড়েন, তখন বণিকেরা ভারতবর্ষীয় মনোহর পণ্যজাত দ্রব্য গ্রহণাশয়ে মিসর হইতে লোহিত সাগর দিয়া মলবর উপকূলে উত্তীর্ণ হইয়া তথায় বাণিজ্যকার্য্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু তৎকালে নৌবিদ্যার হীনাবস্থা প্রযুক্ত বাণিজ্যের উৎকর্ষ লাভ না হওয়ায় কোন নাবিকই সাহস করিয়া সাগরের মধ্য দিয়া অর্ণবপোত চালাইয়া এখানে বাণিজ্য করিতে আসিতে পারেন নাই। তাঁহারা সকলেই আরব ও পারস্য উপকূলের সঙ্কীর্ণ বর্ত্ম দিয়া গমনাগমন করিতেন বলিয়া বৃথা বহু সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত এবং তাঁহাদিগকেও অকারণ বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইত। এইরূপ সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বণিকদিগের বহুদিন গত হয়।

শেষে খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে রোম যখন ধ্বংস হয়, এবং মুসলমানেরা যখন দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন, তখন ভারতভূমির সহিত ইউরোপীয়দিগের বাণিজ্যকার্য্য এককালে বন্ধ হইয়া যায়। সেই সময় হইতে ভারতবর্ষীয় বহুমূল্য বিচিত্র পণ্যজাত দ্রব্য সমুদয় আরবীয় নাবিক দিগের দ্বারা এবং স্থলপথগামী বণিকদিগের কর্ত্তৃক ভূমধ্যস্থসাগর ও কৃষ্ণসাগরের উপকূলে উপনীত হইত (১৪)। ভিনিস ও জেনোয়া বাসীরা তথা হইতে ঐ সমুদয় ক্রয় করিয়া ইউরোপের নানা স্থানে বিক্রয়

---

(১৪) আরবেরা শুদ্ধ ভারতের বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া ইউরোপবাসীদিগের নিকট বিক্রয় করিতেন না। তাঁহারা ভারতে গণিতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া উঁহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। See the History of India by J. C Marshman.

এবং তদ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিতেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ভিনিসিয় ও জোনায়াবাসীরা তৎকালে নৌবিদ্যায় মহতী প্রতিপত্তি লাভ করিয়াও এবং ভারতের পণ্যজাত দ্রব্যে বিপুল অর্থশালী হইয়াও ভারতবর্ষের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাণিজ্য করণাভিপ্রায়ে কোন সুগম পথের আবিষ্ক্রিয়ায় উৎদ্যোগী হন নাই। শেষে যে জাতির অবিচলিত অধ্যবসায় ও সাহসে এই দুষ্কর কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, ও যে পর্ত্তুগিজ জাতির ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর উদয় হইতে দেখিয়া তদানীন্তন বাণিজ্যপ্রিয় ইংরেজ জাতি নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, আমরা নিম্নে অগত্যা বাধ্য হইয়া সেই পর্ত্তুগীজ জাতির কিঞ্চিৎ বিবরণ এস্থলে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগালের তদানীন্তন রাজকুমার প্রথম জনের পুত্র ও ল্যাঙ্কাষ্টারের ইংলিস ডিউক ঘন্টের জনের দৌহিত্র হেনরী অসামান্য উৎসাহ প্রদান করিয়া পর্ত্তুগীজদিগকে উত্তেজিত করিয়া দিলে তাঁহারা নৌবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। পরে ১৪২০ খ্রীঃ অব্দে মেডিরা এবং ১৪৬০ খ্রীঃ অব্দে কেপ ডি ভার্ড দ্বীপ আবিষ্কৃত হইলে পর্ত্তুগীজদিগের অন্তঃকরণে আফ্রিকা পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ভারতবর্ষের নূতন বর্ত্ম আবিষ্করণের আশা বলবতী হইল। বলিতে কি এই আশা ফলবতী হইলে পর্ত্তুগীজদিগের অদৃষ্ট চক্রের গতির সহিত এককালে ইউরোপের সমস্ত দেশের বাণিজ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

বার্থলমিউ ডাএজ নামা এক জন সুদক্ষ বহুজ্ঞ নাবিক ১৪৮৬ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কার করিতে আসিয়া অফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলে প্রবল ঝটিকাক্রান্ত ও বিফলমনোরথ হইয়া ঐ অন্তরীপের নাম "Cape of Tempest" প্রদান পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার এই নূতন আবিষ্কৃত পথটিতে পর্ত্তুগীজদিগের বহুদিবস সঞ্চিত আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া পর্ত্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন ঐ অন্তরীপের নাম উত্তমাশা "Cape of Goodhope" রাখিয়া দিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষে আসিবার আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্তস্থ বর্ত্মটি আবিষ্কৃত হয়। এই বর্ত্ম দিয়া ইংরেজেরাও বহুদিবস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যাতায়াত করিয়াছেন। এক্ষণে আর এ পথ দিয়া কেহই ভারতবর্ষে গমনাগমন করেন না। সুয়েজ

যোজক প্রণালীরূপে পরিণত হওয়াতে ইউরোপবাসীরা ভূমধ্যস্থসাগর হইয়া এদেশে আগমন ও প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন।

আমরা উপরেই বলিলাম, উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইলে রাজা এমানুয়েল ১৪৯৭ খ্রীঃ অব্দে ভাস্ক ডি গামা নামা অপর একজন নাবিককে তিনখানি জাহাজের অধ্যক্ষ করিয়া এদেশে প্রেরণ করিলেন। তিনি বহু কষ্টের পর ১৪৯৮ খ্রীঃ অব্দের ১১ ই মে মলবার উপকূলস্থ কালিকট নগরে উত্তীর্ণ হন। এইরূপে ভাস্কডিগামা কর্ত্তৃক ভারতের পথ পরিজ্ঞাত হইয়াছিল। তিনি যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন দিল্লীর সিংহাসনে দ্বিতীয় লোডি বংশসম্ভূত সেকেন্দর লোডি, দাক্ষিণাত্যে বামনিবংশে হীনপ্রতাপ দ্বিতীয় মামুদ, বিজাপুরে আজস্ আদিল সা, এবং গোয়ার দক্ষিণে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজারা তন্মধ্যে কালিকটে জামোরিন বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন (১৫)। ভাস্ক ডি গামা উপরি উক্ত জামারিনবংশীয় তদানীন্তন হিন্দুরাজা কর্ত্তৃক মহাসমাদরে গৃহীত হইবেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বিশেষরূপে সাহায্য লাভ করিবেন এইরূপ আশা অচিরাৎ দুরাশায় পরিণত হইল। তৎকালে মুর নামে খ্যাত আরবীয় ও মিশরদেশীয় মুসলমানেরা মলবার উপকূলের যাবতীয় বাণিজ্য হস্তগত করিয়াছিলেন। রাজসভায় তাঁহাদিগের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা থাকায় তাঁহারা পর্ত্তুগীজদিগের উপর ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে জলদস্যু বা বোম্বেটিয়া বলিয়া রাজসভায় পরিচয় প্রদান করেন। ইহাতে এই ফল হইল, যে রাজ্যের যাবতীয় প্রজা জলদস্যু বোধে পর্ত্তুগীজ দিগের প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিল। ভাস্ক ডি গামা আপনাকে তাঁহাদিগের সমকক্ষবলসম্পন্ন বুঝিতে না পারিয়া অগত্যা ১৪৯৯ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে পর্ত্তুগালে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন।

ভাস্ক ডি গামা এইরূপে স্বদেশে যাত্রা করিলে পর অ্যালব্যারেজ ক্যাবরাল নামক এক জন পর্ত্তুগীজ আমেরিকায় যাইয়া ব্রেজিল অধিকার করেন এবং ১৫০০ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কালিকট নগরীতে উত্তীর্ণ হন। তাঁহার

(১৫) See the History of India by E. Lethbridge M. A. and the Rev G. U. Pope D. D. And also the History of India by John. C. Marshman. Part 1. The Portugeese in India.

সহিত মুরদিগের বহুতর বিবাদ উপস্থিত হয়। এ সকল বিষয় আমাদিগের আলোচ্য নয়, এ জন্য এস্থলে অসম্পূর্ণ অবস্থায় তাহা পরিত্যাগ করিলাম। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজেরা ভারতে অত্যন্ত প্রবল হইয়া অনেক স্থানে কারখানা ও অধিকার পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গানুক্রমে এস্থলে ওলন্দাজদিগেরও বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণন করা আবশ্যক। তাঁহারা বহুদিবস পর্য্যন্ত স্পানিয়ার্ডদিগের দাসত্বশৃঙ্খলভার বহন করিয়া স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের সময় আর দুঃসহ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহী হইয়া পড়েন এবং স্পেনদিগের হস্ত হইতে স্বাধীনতা রত্ন পুনর্গ্রহণ করেন। তাঁহারা পর্ত্তুগাল হইতে ভারতবর্ষীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করয়া ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিক্রয় ও তদ্দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিতেন। শেষে ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কৃত হইলে তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ দেশে বাণিজ্য করিবার জন্য ১৫৯৪ খ্রীঃ অব্দে কাপ্তেন হাউটন নামক এক ব্যক্তিকে এখানে প্রেরণ করেন। হাউটন বহুদিবসের পর যাবা দ্বীপস্থ বাণ্টাম নগরে উত্তীর্ণ হন। ১৫৯৯ ও ১৬০০ খ্রীঃ অব্দে ওলন্দাজদিগের আরও দুই এক খানি জাহাজ এদেশে আসিয়াছিল। এইরূপে তাঁহারা বল প্রাপ্ত হইয়া ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দে পর্ত্তুগীজদিগের পূর্ব্বসাগরস্থ মসলাদির বাণিজ্য হস্তগত করিয়া লইলেন এবং সিংহল ও মলক্কা ব্যতীত ভারত সাগরস্থ প্রধান প্রধান বাণিজ্য স্থান হইতে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে (পর্ত্তুগীজ) বিদূরিত করিতে সমর্থ হইলেন। (১৬)।

১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দে উক্ত দুই দ্বীপও তাঁহাদিগের হস্তগত হয়। এই সময়ে তাঁহারা ব্যাটেভিয়ায় উপনিবেশ সংস্থাপন এবং ক্রমশঃ পর্ত্তুগীজদিগকে হীনবল ও হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া আপনারা সমধিক উন্নতি লাভ করেন। কিন্তু সৌভাগ্যলক্ষ্মী কখন কাহারও প্রতি চির দিনের জন্য দয়া প্রকাশ করেন না, ওলন্দাজদিগকে অল্প দিবস পরে একটী প্রবল পরাক্রান্ত জাতির নিকট অপদস্থ ও হীনবল হইয়া শেষে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। পাঠক! বোধ হয় এ জাতি কে বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহাঁরা ভীম পরাক্রমশালী আমাদিগের রাজা ইংরাজ জাতি। বলা বাহুল্য, ইহাঁদেরই বাণিজ্য কার্য্যের বিবরণ প্রকটন করা এই "ভারতে

(১৬) See the J. C. Marshman's History of India.

ইংরাজ বাণিজ্য ” শীর্ষক প্রস্তাবের একমাত্র উদ্দেশ্য। এক্ষণে ইহাঁরাই ভারতবর্ষের সর্ব্বে সর্ব্বা ও হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। ভারত ইহাঁদের কথায় উঠিতেছে বসিতেছে হাসিতেছে ও কাঁদিতেছে। ইহাঁদের বাহুবলে, ও বজ্র সদৃশ কামানের শব্দে অদৃষ্টদেব পিতার নাম পর্য্যন্তও ভুলিয়া গিয়াছেন!!! সৌভাগ লক্ষ্মীও জালনিবদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় চিরনিবদ্ধ হইয়া আছেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ৭ ম ও অষ্টম হেনরীর সময় হইতে ইংরেজেরা বিদেশীয় বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় তাঁহারা সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিবার জন্য আরও অধিক যত্নবান হন। যাহাতে উত্তর মহাসাগর দিয়া ভারতবর্ষে আগমনের পথ উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন, তজ্জন্য দিবানিশি সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের ও ওলন্দাজ দিগের এ চেষ্টা কোন কার্য্যেরই হয় নাই। তবে রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে ষ্টিভেন্স নামা একজন ইংরাজ (ইনিই প্রথমে ভারতবর্ষে আইসেন) গোয়া নগরী পরিদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় জন্মভূমি ইংলণ্ডে যাইয়া স্বদেশবাসী ভ্রাতৃগণের নির্ব্বাণপ্রায় উৎসাহানলে ভারতবর্ষের অসামান্য বাণিজ্য প্রলোভনরূপ ঘৃতাহুতি নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। অগ্নি এক কালে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন সুখসম্পদ লাভের নানা পথ আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। রাজ্ঞী এলিজাবেথ এক এক খণ্ড অনুরোধ পত্র প্রদান করিয়া ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য নিউবেরি লিড্‌স ও ফিচ নামক কয়েক জন ইংরেজকে ভারতের তদানীন্তন অধিপতি প্রাতঃ স্মরণীয় আকবরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা ১৫৮৩ খ্রীঃ অব্দে আলিপো ও বোগ্‌দাদ নগরী দিয়া ভারতবর্ষের মুসলমান সম্রাটের রাজধানী দিল্লীতে উত্তীর্ণ হইলেন। এই সময়ে জলপথেও ড্রেক ক্যাভিণ্ডিস আদি অনেক নাবিক প্রেরিত হইয়াছিলেন। নিউবেরি প্রভৃতি দিল্লীর অতুল শোভাসমৃদ্ধি ও ভারতের বাণিজ্যকার্য্যের উপযোগিতা দর্শন করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া যেমন তাহার বর্ণন করিলেন, অমনি ভারতে বাণিজ্যার্থ আগমনের উদ্যোগ আরম্ভ হইল।

একদল বণিক আপাততঃ ১৫ বৎসরের জন্য বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা লইয়া রাজ্ঞী এলিজাবেথের নিকট হইতে ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দের শেষ দিনে

শুভ লগ্নে ভারতে আগমন করিলেন। এই বণিক দলই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং নামে বিখ্যাত। ইহাদিগের হইতে কেবলই ইংরেজ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি নয়, ভারত সাম্রাজ্যেরও বীজ অঙ্কুরিত হইল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য করিতে আসিয়া আজ ইংলণ্ডকে ভূমণ্ডলস্থ সমুদায় দেশের শীর্ষ স্থানে অধিরোহিত করিয়াছেন। অতুল বিভবশালিনী ভারতলক্ষ্মীকে নিরলঙ্কৃত করিয়া এই কোম্পানি সেই অলঙ্কারে আজ পর্ণ-কুটীরবাসিনী ইংলণ্ডলক্ষ্মীকে বিভূষিতা করিয়াছেন, ও তাঁহার পরিচর্য্যার্থ ইহাকে চিরপরাধীনা করিয়া দিয়াছেন। ১৮৫৭ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতের রাজদণ্ড এই কোম্পানির হস্তে ছিল। পরে কানপুরে সিপাই বিদ্রোহ হওয়া অবধি উহা ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিজ হস্তগত হইয়াছে।

শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।
ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বামদেব।

বীররসপ্রধান উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মুখোপাধ্যায় ইহাঁর উপাধি। ইনি স্বকৃত ভঙ্গের পুত্র। ১৩৭৫ শকাব্দের বৈশাখ মাস শুক্ল পক্ষ নবমী তিথি বৃহস্পতিবার পুনর্ব্বসু নক্ষত্র কর্কট লগ্ন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় অরুণনগরে মাতামহাশ্রয়ে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর মাতামহ কুমুদিনীকান্ত অতুল সম্পদের অধিকারী। তাঁহার তালুক মুলুক জায়গা জমী জমিদারী এত যে বঙ্গাধিপতি রাজরাজেশ্বরের অর্দ্ধেক রাজ্য তাঁহার হস্তগত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি বঙ্গাধিপতির এক জন প্রধান সহায় ছিলেন। রাজার অনুমতিক্রমে তাঁহাকে নিয়ত পাঁচ হাজার সৈন্য রাখিতে ও নিয়মিতরূপে তাহাদিগের বেতন দিতে হইত। তাহাদিগের বাসার্থ ও অস্ত্রগৃহ রক্ষার্থ বহু ব্যয়ে একটী দৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সৈন্য সামন্ত লইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে হইত। তিনি ইহার বেতন স্বরূপ ঐ বিশাল জমীদারীর সমুদায় উপস্বত্ব নিষ্কর ভোগ করিতেন। তিনি অরুণ নগরের বনিয়াদী লোক। তাঁহার পিতৃপিতামহাদি বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যশালী ও বঙ্গরাজের চির অনুগত ছিলেন। তিনি যে অট্টালি-

কায় বাস করিতেন, তাহা তাঁহার প্রপিতামহের নির্ম্মিত। সেকেলে লোকের রুচি পরিশুদ্ধ ছিল না। সেকালের লোকে জাঁক জমক ও আড়ম্বর ভাল বাসিতেন। ঐ অট্টালিকা দ্বারাই তাহার পরিচয় হইত। অট্টালিকার গৃহ-গুলি সুরুচিসম্পাদিত নয়, কিন্তু অতিবিশাল ও উচ্চ। দেখিলে হৃদয়ে উদাত্ত ভাবের আবির্ভাব হইত। এই অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করে, তাঁহার এরূপ পুত্রসন্তান ছিল না, নলিনী একমাত্র কন্যা, আর বামদেব একমাত্র দৌহিত্র। সুতরাং বামদেব তাঁহার বিষয়বিভবের ন্যায় সমুদায় অপত্যস্নেহের একমাত্র অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতারও স্নেহ বিভাগ করিয়া লয়, আর কেহ ছিল না। তিনি তাঁহাদিগের উভয়ের এবং তাঁহাদিগের মনোরঞ্জনাভিলাষী অনুচর সহচর ও পরিচারকদিগের অতিশয় আদরের ও যত্নের ধন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রার্থিত কিছু মাত্র অসম্পাদিত ছিল না। তাঁহার মাতামহ ও মাতা তাঁহার প্রার্থনাধিকদাতা হইয়া কল্পবৃক্ষকেও অধঃকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতামহ ও তাঁহার মাতা আপনাদিগের সাধ মিটাইয়া এত বিলাস ও ভোগ্য দ্রব্য দিয়াছিলেন যে ভোগ করিয়া ক্রমে তাহাতে অরুচি জন্মিল।

গাড়ি ঘোড়া জোড়া প্রভৃতি সামান্য বিলাসদ্রব্যের আমরা আর কি বর্ণন করিব, তবে তাঁহার মাতামহ তাঁহার বাসার্থ আপনার উচ্চ বিভব ও উচ্চ অভিলাষের অনুরূপ যে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, এস্থলে তাহারই কিঞ্চিৎ বর্ণন আবশ্যক হইতেছে। শরৎকালের শুক্লপক্ষের রাত্রিতে দূর হইতে সেই অট্টালিকাটী দর্শন করিলে বোধ হইত বিধাতা যেন বামদেবের প্রীত্যর্থ অরুণনগরে একটী তুষারপর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছেন। অট্টালিকাটী সুধাধবলিত অতি শুভ্র বলিয়া তুষারসৌধ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। উহা যে স্থানে সন্নিবেশিত হয়, সে স্থানটী অতি মনোহর। স্থানের গুণে উহা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়। উহার পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে বিরজা নদী, মধ্যে কেবল নানাজাতীয় তরুলতা মণ্ডিত একটী উদ্যান ও একটী ইষ্টকনির্ম্মিত সিন্দূরবর্ণ উজ্জ্বল রমণীয় রাস্তা। বাটীর দক্ষিণাংশে সম্মুখে অতি প্রশস্ত একটী পুষ্পোদ্যান। বহু ব্যয়ে ও বহু যত্নে পৃথিবীর নানাজতীয় পুষ্প সেখানে সংগৃহীত হইয়াছিল। অন্যদেশীয় পুষ্পবৃক্ষ রোপণার্থ তত্তৎ দেশীয় মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আনয়ন করা হয়। ইহাতে কুমুদিনীকান্তের যে কত

ব্যয় পড়িয়াছিল, পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। যাহার রচনার্থ এত যত্ন ও এত ব্যয়, সে বস্তু যে কেমন অপূর্ব্ব, তাহা পাঠকের অনুমান করিয়া লওয়া কঠিন হইতেছে না। তাহার শোভা ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে নয়ন ও মন যে কেমন প্রীত ও প্রসন্ন হইত, দর্শকের অন্তরাত্মাই তাহা জানিতেন। দেখিলে বোধ হইত বসন্ত যেন এখানে নিত্য বিরাজমান। যিনি সেই উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যাইতেন, সতত উড্ডীয়মান মধুকর ও মধুমক্ষিকাদির মধুর ধ্বনি তাঁহার কর্ণযুগলকে মোহিত করিয়া তুলিত। মলয় মারুত মন্দমন্দভাবে সেই পুষ্পোদ্যান হইয়া সতত অট্টালিকায় প্রবেশ করিত। নিত্য সুগন্ধি সমীরণ সেবন করিয়া অট্টালিকাবাসিদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল গন্ধ পৃথিবীর গুণ নয়, বায়ুরই গুণ। উদ্যানের মধ্যে মধ্যে ইষ্টকনির্ম্মিত এক একটী রাস্তা। সেই রাস্তাগুলির শ্রী সন্দর্শন করিয়া দর্শকের মনে সময়ে সময়ে এই ভাবের উদয় হইত, মনুষ্যকৃত সৃষ্টিও সৌন্দর্য্যগুণে কখন কখন বিধাতার সৃষ্টিকে পরাজয় করিয়া থাকে। ঐ রাস্তার ধারে ধারে স্থানে স্থানে গোলাপ বেল মল্লিকা গন্ধরাজ প্রভৃতির গোলাকৃতি ক্ষেত্র এবং কোথায় নীল, কোথায় লোহিত কোথায় বা পীত কোথায় বা শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত উপবেশন স্থান। বহ্নি নৈঋত মরুৎ ঈশান এই চারি কোণে চারি বটবৃক্ষ। একএক বৃক্ষ এক এক বিঘা ভূমি অধিকার করিয়া লইয়াছে। তাহার নিবিড়-পত্র নব পল্লব ভেদ করিয়া মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকিরণও তল স্পর্শ করিতে পারিত না। নিদাঘকালের নিদারুণ আতপ তাপে তাপিত হইয়াও যদি পথিক তাহার ছায়া আশ্রয় করে, তৎক্ষণাৎ তাহার তাপ শান্তি হইয়া সমুদায় ক্লান্তি দূর হয়। তাহার মনে এই চিন্তার উদয় হইতে থাকে, বিধাতা বটবৃক্ষকেই বুঝি হিমানীর আবসথ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহা যদি না করিবেন, এখানকার সমীরণ এমন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময়েও এত শীতল হইবে কেন?

বাটীর পশ্চিমাংশেও একটী আম্রপনসাদি নানাজাতীয় ফলপূর্ণ চারা বাগান। এ বাগানটীও এমনি বিচিত্র ভাবে বিরচিত হইয়াছিল যে নয়ন একবার তাহাতে নিহিত হইলে সে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনে উন্মুখ হইত না। কুমুদিনীকান্ত পরিজন স্ত্রীগণের প্রতি বড় সদয় ছিলেন। তিনি তাহাদিগের জল বিহার বন বিহার ও শৈল বিহারার্থ বাটীর উত্তরে

একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন এবং দীর্ঘায়ত উপবন ও একটী কৃত্রিম পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কুমুদিনীকান্ত বড় সহৃদয় সামাজিক লোক। তিনি ঐ পর্ব্বতটীর পাঁচটী শৃঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দক্ষিণে শ্বেত, পশ্চিমে পীত, উত্তরে নীল, পূর্ব্বে লোহিত; চারি দিকে এই চারি রঙ্গের শৃঙ্গ, আর মধ্যস্থলের উচ্চতর শিখরটী মরকতপ্রস্তরে রচিত। দীর্ঘিকা উপবন ও এই কৃত্রিম পর্ব্বতটী থাকাতে অট্টালিকার উত্তরাংশের শোভা সন্দর্শন করিলে চিত্ত অধিকতর চমৎকৃত হইত। পাঠক! বাটীর দক্ষিণাংশে যে পুষ্পোদ্যান দেখিয়াছেন, তাহার দক্ষিণে বিরজা নদীর সহিত যোগ করিয়া একটী ঝিল কাটিয়া দেওয়া হয়। ঐ ঝিল বাটীর পশ্চিমদিক বেষ্টন করিয়া বরাবর উত্তরের কৃত্রিম পর্ব্বতের উত্তর দিয়া ঐ নদীতে সংযোজিত হইয়াছিল। চতুঃপার্শ্বে নদী ও ঝিল থাকাতে বাটীটীকে পরিখা বেষ্টিত বলিয়া বোধ হইত। বাটীর চারি দিকে চারিটী বৃহৎ তোরণ ছিল। তাহার কবাট দুর্ভেদ্য। দ্বারগুলি রুদ্ধ হইলে বাটী মধ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না। চারি দিকের চারিটী তোরণের ঠিক সম্মুখে ঝিলের উপরে চারিটী সেতু ছিল। সেতুগুলি নানা বর্ণের প্রস্তরে এমনি কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে দূর হইতে দেখিলে বোধ হইত, রাবণের দ্বারে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ দেবগণের ন্যায় ইন্দ্রধনু বামদেবের তুষারসৌধের দ্বার সম্মুখে চিরনিবদ্ধ হইয়া আছে। প্রতি সেতুরই উভয় পার্শ্বে ঝিলে নামিবার দুটী করিয়া শ্বেত প্রস্তরের ঘাট। ঘাটগুলি এমনি শুভ্র যে শরৎকালের শুক্লপক্ষের রজনীতে সেখানে ঘাট আছে বলিয়া বোধ হইত না। প্রতি ঘাটেরই পার্শ্বে কয়েকখানি করিয়া সুগঠিত সুধাধবলিত সুসজ্জিত নৌকা বাঁধা থাকিত। তাহার গবাক্ষ কর্ণ ও ক্ষেপণী প্রভৃতি সকলই বিচিত্র। বামদেবই যে কেবল সহচর সঙ্গে পরম রঙ্গে সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া জলক্রীড়া করিতেন এরূপ নয়, অত্যুদারপ্রকৃতি কুমুদিনীকান্তের অনুমতি ছিল, অন্তঃপুররমণীগণও স্বেচ্ছামত জলবিহার করিবেন। তাঁহাদিগের জলবিহারকালে তথায় পুরুষের গমনানুমতি ছিল না। তাঁহারা স্বয়ংই নৌকা চালন করিতেন। তাঁহারা যখন কোমল করে নৌকার কর্ণ ও ক্ষেপণী ধারণ করিয়া জলবিহার করিতেন, ঝিলের অপূর্ব্ব শোভা হইত। নৌকা মধ্যে কয়েকখানি দর্পণ এরূপ ভাবে সন্নিবেশিত ছিল, তাহাতে ক্রীড়াকুতুকিনী কামিনীগণের মূর্ত্তি

প্রতিফলিত হইয়া জলে গিয়া প্রতিবিম্বিত হইত। তৎকালে জলের সেই চমৎকারিণী শোভা সন্দর্শন করিয়া চিত্তমধ্যে এই ভাবের উদয় হইত, বিধাতা যেন বামদেবের প্রীতার্থ জলহস্তী ও জল তুরঙ্গমাদির ন্যায় জলরমণীরও সৃষ্টি করিয়াছেন। অঙ্গনাগণ তরঙ্গের রঙ্গ দেখিবার নিমিত্ত কখন দুইখানি নৌকা পাশাপাশি করিয়া বেগে চালাইতেন, কখন বা পরস্পরস্পর্দ্ধী হইয়া পরাভবের ইচ্ছায় পিচকারি দিয়া পরস্পরের গায়ে বেগে কুঙ্কুম জল নিক্ষেপ করিতেন। এইরূপে রমণীগণের অনিচ্ছাকৃত বামদেবের অভিমত যুদ্ধশিক্ষা হইয়া উঠিত। বামদেব সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। যিনি জয়ী হইতেন, তিনি পুরস্কার পাইতেন। এ প্রকার উৎসাহ দিবার তাঁহার দুটী উদ্দেশ্য ছিল। এক, অবলাগণকে বলসম্পন্ন ও সাহসসম্পন্ন করা; দ্বিতীয়; অবিবেচক লোকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া, তাঁহারা বঙ্গের কুলাঙ্গনাগণকে যেরূপ জন্তু ভাবেন, তাঁহারা সে জন্তু নন, তাঁহাদিগকে যা শিখাও তাই তাঁহারা শিখিতে পারেন, দর্ব্বী ও কটাহের সহিত পরিচয় দীক্ষাই তাঁহাদিগের শেষ শিক্ষা নয়।

অট্টালিকাটী ত্রিতল। অতি সুকৌশলে মধ্যস্থলে গৃহসকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। গৃহগুলি অতি উচ্চ এবং উচ্চতর বিবিধ কারুক্রিয়া খচিত দারুময় গবাক্ষ দ্বারা উপশোভিত। প্রতি গৃহেরই বহির্ভাগে এক একটী প্রশস্ত বারাণ্ডা। ঐ বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান হইলে বহুদূরস্থ শস্যক্ষেত্রের শারদীয় শ্যামল শোভা দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া চিত্তকে একান্ত পুলকিত করিয়া তুলিত। ঐ অট্টালিকার স্থানে স্থানে শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুর ক্লেশ পরিহারের এবং স্নান ভোজন ও সভাদির উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন গৃহ নির্ম্মিত ছিল। নীচের তালার পশ্চিম পার্শ্বে স্নানগৃহ, তাহার পার্শ্বে মরুৎকোণে জলযন্ত্রগৃহ। সেখানে সর্ব্বদাই যন্ত্রযোগে জল উত্থিত ও পতিত হইত। দারুণ গ্রীষ্মের সময়েও সে গৃহে প্রবেশ করিলে বিধাতা নিজ সৃষ্টির মধ্যে গ্রীষ্ম নামে একটী কালের সৃষ্টি করিয়াছেন এরূপ বোধ হইত না। ঐ জলযন্ত্রগৃহের একটী ঘরের পর অগ্নিগৃহ। ঐ গৃহের মধ্যে যন্ত্রযোগে এরূপ কৌশলে অগ্নি রক্ষিত হইয়াছিল, বাহিরে তাহার কোন চিহ্ন লক্ষিত হইত না, কিন্তু দুরন্ত পৌষ মাসের শীতের সময়েও গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে বোধ হইত যেন তথায় সমকটিবন্ধের চৈত্র মাস সদা বিরাজমান। দোতালার সিঁড়ির উপরে উঠিয়াই নাচঘর। তাহার পশ্চিমে

সভাগৃহ, পূর্ব্বাংশে অভ্যর্থনাগৃহ এবং উত্তরাংশে মন্ত্রণাগৃহ। ঐ মন্ত্রণাগৃহে কতকগুলি বিচিত্র চিত্র ছিল, সেগুলি এমনি কৌশলে অঙ্কিত হইয়াছিল, যে দেখিবামাত্র গ্রাম্য ব্যক্তিদিগের হঠাৎ সজীব বলিয়া ভ্রম জন্মিত। ঐ মন্ত্রণা-গৃহের উত্তরেই অন্তঃপুর। অন্তঃপুরের রচনাপ্রণালীও কোন অংশে ইহার ন্যূন নহে। কুমুদিনীকান্ত অন্তঃপুর রমণীগণের সবিশেষ সম্মাননা করিতেন। পাছে তাহাদিগের মনে ক্ষোভ হয়, এই শঙ্কায় তিনি সর্ব্বদাই তাহাদিগের বিলাস সামগ্রীর সমাধান বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইতেন। কাহার কোন প্রকার দুঃখ প্রকাশ বা ক্ষোভ করিবার কারণ ছিল না।

তখনকার লোকে চিত্রকর্ম্ম বড় ভাল বাসিত। তুষারসৌধের সমুদায় গৃহই যথাযোগ্য স্থানে লতাপল্লবাদি সমুচিত চিত্রকর্ম্ম দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল। পাঠক! সকল কার্য্যেই দেখিবেন, কুমুদিনীকান্তের রুচি অতি পরিশুদ্ধ। তিনি যে গৃহে যে চিত্রকর্ম্ম করাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সেই পরিশুদ্ধ উন্নত রুচির ফল। লোকে চিত্রকর্ম্ম ভাল বাসিত বলিয়া তিনি গ্রাম্যদিগের প্রীত্যর্থ ভিত্তিতে বিকটাকার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া গৃহগুলিকে জগন্নাথের মন্দিরের ন্যায় জবড়জঙ্গী করিয়া তুলেন নাই।

তেতালার ঘরগুলি নিত্য ব্যবহারকার্য্যে বিনিযোজিত হইত না। কুমুদিনীকান্ত যেখানে যে অদ্ভুত ও সুন্দর পদার্থ পাইয়াছেন, সমুদায় আনিয়া সেগুলি সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া নানা দিগ্‌দেশের অনেক সম্ভ্রান্ত বড় লোক সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে গমনাগমন করিতেন। তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা ও আনন্দনার্থই ঐ গৃহগুলি ঐরূপে সজ্জিত হয়। অদ্ভুত পদার্থসকল গৃহমধ্যে এরূপ ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছিল, অতি-চতুর বুদ্ধিমান্ নাগরিক লোকও গৃহে প্রবেশ করিয়া গ্রাম্য লোকের ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া যাইতেন।

বামদেব পরিণামে যে একজন বড়লোক হইবেন, অতি শৈশবকালেই তাঁহার শরীর ও কার্য্য তাহার পরিচয় দিতে লাগিল। তাঁহার শরীর দেখিলে বোধ হইত, তিনি একজন বিলক্ষণ বলবীর্য্যবান পুরুষ হইবেন। হাত পাগুলি বেশ গোলাল হৃষ্ট পুষ্ট ও দ্রঢ়িষ্ঠ। তাঁহার দয়া সময়ে সময়ে যেন স্রোতোবেগে বহির্গত হইত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহার মাতামহের বিশাল জমীদারী ছিল। জমিদারী থাকিলেই প্রজাপীড়ন যেন তাহার সঙ্গে

ঘটিয়া উঠে। তাঁহার মাতামহের প্রজাপীড়নে- ইচ্ছা ছিল না বরং বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু তিনি তাহার পরিহারে সমর্থ হইতেন না। মনু রাজাকে কর্ম্মচারির হস্ত হইতে প্রজা রক্ষার বার বার উপদেশ দিয়াছেন। রাজভৃত্যেরা প্রায়ই পরস্বগ্রাহক শঠ ও বঞ্চক হইয়া থাকে। কুমুদিনীকান্তের কর্ম্মচারিদিগের এ গুণে ঘাটি ছিল না। তিনি বারণ করিয়া তাহাদিগকে রাখিতে পারিতেন না। বামদেবের কর্ণে ঐ অত্যাচারের কথা প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত, কলেবর কম্পিত হইত, এবং ললাট ফলকে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মের উদয় হইয়া মুক্তাজালের ন্যায় শোভা পাইত। গমন ভ্রমণ শয়ন উপবেশন কথোপকথন ইত্যাদি যে কোন কার্য্য হউক সকল কার্য্যে তাঁহাকে অকুতোভয় বলিয়া বোধ হইত। যুদ্ধ কার্য্যে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি দাঙ্গা হাঙ্গামা ভাল বাসিতেন। তাহার মাতামহের হিন্দু ধর্ম্মে ও হিন্দু শাস্ত্রে অতিশয় আস্থা ছিল। তিনি বামদেবকে চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে দেন। সেইখানে রামভদ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটী বালকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইল। রামভদ্র যে কিরূপ লোক পাঠক অবিলম্বে জানিতে পারিবেন। উভয়ের কার্য্য ও আকারপ্রকার দেখিলে কোনরূপে এরূপ বোধ হয় না কোন অংশে উভয়ের স্বভাবের সাম্য বা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বিধাতার কিরূপ বিধি বলা যায় না। উভয়ের গাঢ়তর দুশ্ছেদ্য প্রণয় জন্মিয়াছিল। উভয়ের মরণ পর্য্যন্ত তাহার বিচ্ছেদ বা বিরস ভাব হয় নাই। বোধ হয় উভয়ের প্রণয় হইবার এমন একটী নিগূঢ় কারণ ছিল, আমরা তাহার উদ্ভেদে শক্ত হইতেছি না। অথবা বিভিন্ন স্বভাবের পদার্থ দ্বয়ের প্রণয় বন্ধন বিধাতার অদ্ভুত বিধান। লৌহ চুম্বক, সাগর নিশাকর, পদ্মিনী ও দিবাকর তাহার প্রমাণ। যে কারণে উভয়ের প্রণয় হউক, বামদেব ও রামভদ্র উভয়ে পাঠের পর টোলের আর সকল ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া অন্য টোলের ছাত্রদিগের সহিত দাঙ্গা করিতে যাইতেন। তখন ছাপার বহি ছিল না। খেরো বাঁধা কাঠের মলাট দেওয়া তুলটে লেখা ব্যাকরণের পুঁথি তাঁহাদের যুদ্ধের অস্ত্রস্থানীয় হইত। প্রতিযুদ্ধেই উভয়ে জয়ী হইয়া আসিতেন। অষ্টমী ও প্রতিপদাদি পর্ব্বাহে চতুষ্পাঠীর পাঠ বন্ধ হইলে উভয় বন্ধুতে গ্রামের বালকদিগকে সৈনিক সাজাইয়া ব্যূহ রচনা করিয়া বামদেব এক দলের ও রামভদ্র আর এক দলের সেনাপতি হইয়া

তেন। উভয় বন্ধুতে অবসর পাইলেই প্রায় এইরূপ খেলা হইত। তাঁহারা অন্য খেলা ভাল বাসিতেন না। বামদেবের যখন ৯।১০ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তিনি সেনাগণের রণশিক্ষা দর্শনার্থ সময়ে সময়ে মাতামহের সেনানিবেশে যাইতেন। সৈনিকপুরুষদিগের সহিত যুদ্ধবিষয়ক নানা কথাবার্ত্তা কহিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রতিভাসমুত্থিত নূতনবিধ যুদ্ধ কৌশলের কথা শুনিয়া সেনাগণ বিস্ময়াপন্ন হইত। প্রায়ই দেখা যাইত, বামদেব সেনাগণের কৃত্রিম যুদ্ধকালে এক দলের সেনাপতি হইয়া দক্ষতা-সহকারে সেনাপতির কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। সৈনাগণ তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। সকলেই তাঁহার অধীনে যুদ্ধ করিবে বলিয়া আগ্রহ প্রকাশ করিত। সকলেই তাঁহাকে মহারাজ জী বলিয়া আদর করিত। তাঁহার যখন দ্বাদশ বৎসর বয়স, তখন তিনি যবনদিগের সহিত যুদ্ধে নিজ মাতামহকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কুমুদিনীকান্ত যুদ্ধ করিতেছেন, ঘোর যুদ্ধ হইতেছে, বামদেব পার্শ্বে আছেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন কালান্তক যমোপম এক কাল যবন করাল করবাল হস্তে কুমুদিনী-কান্তকে লক্ষ্য করিয়া অতি দ্রুতবেগে আসিতেছে। কুমুদিনীকান্ত অন্য বিপক্ষের সহিত যুদ্ধে মত্ত ছিলেন। তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। যবন প্রায় পাঁচ হাত দীর্ঘ। তাহার তরবারিও তদনুরূপ। যবন আর পাঁচ পা অগ্রসর হইলেই কুমুদিনীকান্তের মস্তকে সেই ভয়ঙ্কর অসি পতিত হয়। বামদেব এই অবস্থা দেখিয়া বিদ্যুৎবেগে ধাবমান হইয়া এক করাল অসির আঘাতে যবনের মুণ্ড তাহার দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হত যবনদেহ আঘাত ও শোণিতপাত বেগে কবন্ধের ন্যায় ক্ষণকাল নৃত্য করিয়া ছিন্নমূল বৃহৎ তালতরুর মত সশব্দে ভূতলে পতিত হইল। তখন কুমুদিনী কান্ত চকিত হইয়া উঠিলেন। সেনাগণ ধন্য বামদেব বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজা বালকের এই অদ্ভুত পরাক্রম বৃত্তান্ত শুনিয়া চমৎকৃত ও পরি-তুষ্ট হইলেন এবং বীরবর এই উপাধি দ্বারা তাঁহার মান ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন।

বামদেব বীরগণের চরিত শ্রবণে সর্ব্বদা উৎসুক হইতেন। রামায়ণে রাম রাবণের যুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ বধ ও কুম্ভকর্ণের বধ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, বলিয়া তিনি অতিনিবিষ্টচিত্তে রামায়ণের ঐ অংশ পাঠ করিতেন। মহাভারতের

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণের ও ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধ তাঁহাকে একান্ত পুলকিত করিত।

ক্রমে তিনি যৌবন দশায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার অবয়বের সহিত গুণ গুলিও পূর্ণ দশা প্রাপ্ত হইল। তাঁহার উন্নত ললাট, দীর্ঘ নাসিকা, কর্ণান্ত বিশ্রান্ত নয়ন দ্বয়, গজস্কন্ধ, বিশাল বক্ষঃস্থল, আজানুলম্বিত' বাহু, করিশুণ্ড সদৃশ উরুদ্বয়, মুষ্টিমেয় মধ্য। এই সকল দেখিয়া তাঁহাকে পৌরুষের অবতার ও সাহসের আধার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহাতে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইল তিনি যেন একটী মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই সময়ে তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত নানা বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বান্ধবগণ তাঁহার মুখে প্রধানতঃ চারিটী বিষয়ের বিতর্ক শুনিতেন। প্রথম, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি তিনি স্বকৃতভঙ্গের পুত্র। তাঁহার পিতার আশীটী বিবাহ। তাঁহার মাতা তাঁহার পিতার পঞ্চম পত্নী। তাঁহার মাতামহের বিলক্ষণ অর্থসঙ্গতি ছিল। তাঁহার পিতা তাঁহার মাতামহ গৃহে আইলে তাঁহার মাতামহ যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং যাইবার সময়ে প্রচুর অর্থ দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেন। তথাপি তাঁহার পদধূলি অকণনগরে প্রায় পড়িত না। এই নিমিত্ত বামদেবের মাতা সর্ব্বদাই খেদ প্রকাশ করিতেন। বামদেব মাতার কষ্ট দেখিয়া রাঢ়ীয় কৌলীন্য মর্য্যাদার উপরে সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে ইহার কথা উঠিলে ইহার নানাপ্রকার দোষের উল্লেখ করিয়া পরিশেষে ইহার উন্মূলন প্রতিজ্ঞা করিতেন। কিন্তু কি উপায়ে উন্মূলন করিবেন, তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিতেন না।

দ্বিতীয়; রাজনীতি ও শাসনপ্রণালীর আন্দোলন উপস্থিত হইলে তিনি বলিতেন, এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্ট হয় নাই। সকল শাসনপ্রণালীই প্রবল ও প্রধানের সপক্ষতা করিয়া থাকে। অনুন্নতকে উন্নত করা দরিদ্রকে ধনী করা দুর্ব্বলকে বলসম্পন্ন করা অথবা তাহার চেষ্টা করা প্রকৃতরূপে কোন শাসনপ্রণালীরই অভিপ্রেত নয়। রাজার সমদর্শিতা ও অপক্ষপাতিতাও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এ সকল দোষ না থাকে জগতের সর্ব্বত্র এরূপ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। এই বলিয়া এক এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বাক্য সমাপ্তি করিতেন। তাঁহার বাক্যের ভাবে বোধ হইত তিনি কেবল বাক্য কহিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন, তাঁহার ঐ বাক্য-

গুলি কার্য্যে পরিণত করিবার বিলক্ষণ চেষ্টা আছে। সর্ব্বদা দুই বন্ধুতে নির্জ্জনে বসিয়া যে পরামর্শ করিতেন, যাহারা কদাচিৎ সে পরামর্শ শুনিয়াছেন, তাঁহারাও তাহার আভাস পাইয়াছিলেন।

তৃতীয় ; বিতর্ক কালে তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, যাহার পৌরুষ নাই, সাহস নাই, বলবীর্য্য নাই, তিনি পুরুষ নন। আমি বাঙ্গালির মধ্যে অল্প পুরুষ দেখিতে পাই। বাঙ্গালির সাহস এমনি যে অনেকে অন্ধকার রাত্রিতে বাটীর বাহিরে যাইতে হইলে মনে করেন, যমালয়ে চলিলেন। পৌরুষ এমনি যে যদি কদাচিৎ গ্রামমধ্যে একটী তরক্ষু প্রবেশ করে, কেহই তাহার বধে অগ্রসর হইতে উৎসুক হন না। গ্রামবাসিরা সকলে মিলিত হইয়া যে তাহাকে সংহার করিবেন, সে ঐক্য ও সে ক্ষমতাও হয় না, তাহার বধার্থ রাজসহায়তা প্রার্থনা করিতে হয়। বাঙ্গালির বলবীর্য্যের কথা ত সর্ব্বদেশ-রাষ্ট্র হইয়া উঠিয়াছে। যদি কেহ শয্যা পরিত্যাগ করিলেন, আসন হইতে উত্থিত হইলেন অথবা ইতস্ততঃ হস্ত পদ বিক্ষেপ করিলেন, তিনি মনে করিলেন, অসাধ্য সাধন করিয়া আইলেন। বান্ধবগণ! আমার এ বর্ণন অত্যুক্ত মনে করিবেন না। অধিকাংশ লোকই এই প্রকার অলস ও অপদার্থ। তাহা যদি না হইবে, এমন সোণার বঙ্গদেশ, তাহার এ প্রকার দুর্দ্দশা হইবে কেন? বাঙ্গালি স্বয়ংই আপনার এই শোচনীয় দশার কারণ। বাঙ্গালি প্রথমে যে পরাধীনতা শৃঙ্খল পায়ে পরিয়াছেন, তাহাই তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। যত পরাধীনতা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই তিনি অধঃপাতে যাইতেছেন। বৃদ্ধ পিতামহীর মুখে আমরা যে শুনিয়াছিলাম, কলির লোকেরা বেগুন গাছে আঁকুশী দিবে, বাঙ্গালির অদৃষ্টে ক্রমে তাহাই ঘটিতেছে। একটা গাছের উপরে যদি আর এক গাছের পাতা আসিয়া পড়ে, তাহার বৃদ্ধি থাকে না, তাহার অবয়ব ক্রমে ম্লান ও শীর্ণ হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়। আর বাঙ্গালিকে চতুর্দ্দিকে চাপিয়া রাখিয়াছে। ইহার মাথা তুলিবার পথ নাই। অতএব ইহার শরীরের স্ফারতা ও মনের স্ফূর্ত্তি থাকিবার সম্ভাবনা কি? বান্ধবগণ! তোমরা অনেক সময়ে অনেক স্থানে শতাধিক বাঙ্গালি একত্র হইতে দেখিয়াছ সন্দেহ নাই। তোমরা বল দেখি, তাহাদিগের সেই ম্লান মুখশ্রী শুষ্ক কান্তি ও শীর্ণ দেহ দেখিয়া তোমাদিগের হৃদয়ে দারুণ ব্যথা জন্মিয়াছে কি না? একমাত্র পরাধীনতাই বাঙ্গালির এই শোচনীয় দশার কারণ

নয়, বাঙ্গালির আরো অনেক রোগ আছে। শরীর পুষ্টি ও অবয়বের উন্নতির প্রধান কারণ যে আহার সৌষ্ঠব ও বাসসৌষ্ঠব, তাহা ইহাদিগের নাই। তাহার উপরে আবার বাল্যবিবাহরূপ একটী বিষম উপসর্গ আছে। অল্প বয়সেই অধিকাংশ লোকের কতকগুলি সন্তান সন্ততি হয়। সুতরাং তাঁহারা বিষম বিব্রত হইয়া পড়েন। যাবৎ বাঙ্গালির এ সকল দোষের সংশোধন না হইতেছে, তাবৎ মঙ্গল নাই। বিধাতা এক জাতিকে ভীরু ও কাপুরুষ করিয়া সৃজন করিয়াছেন, বান্ধবগণ! কখন এরূপ মনে করিবেন না। যে দেশে জ্ঞানের চর্চ্চা বিলুপ্ত হয়, সে দেশের লোকে ক্রমে মূর্খ হইয়া যায়। চর্চ্চা ও অনুশীলনই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল। ইহাঁদিগের সাহসিক ক্রিয়ার অনুশীলন নাই। সুতরাং ক্রমে সাহসহীন হইয়া অধিকতর ভীরু হইয়া পড়িতেছেন এবং যাহাতে শারীরিক বলবীর্য্যের উন্নতি হয় সে চর্চ্চাও নাই, সুতরাং শরীর নির্ব্বীর্য্য হইয়া নানাপ্রকার রোগের আধার হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালির বিলক্ষণ বংশ বৃদ্ধি আছে বটে কিন্তু সে বংশবৃদ্ধিতে কি গুণ। ছাগীর ও কুক্কুটীর অনেক শাবক জন্মে, সে সকল শাবক কেবল অপরের ভোগের সাধন হয়, এই মাত্র।

চতুর্থ; পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমদর্শিনী স্বাধীন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। কোনক্রমে রাজপদ থাকা উচিত নয়। রাজারা কষাইর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, কষাইরা নিরপরাধ পশুর জীবন হরণ করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করে। আর সেই অর্থ নিজ পরিবারের ভরণপোষণাদি নিতান্ত আবশ্যক বিষয়ে ব্যয় করিয়া থাকে। মনুর মতে তাহারা তত দূষিত নহে।

বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যামনুরব্রবীৎ॥

বৃদ্ধ মাতা পিতা পতিব্রতা পত্নী, শিশু সন্তান ইহাদিগকে শত শত অকার্য্য করিয়াও প্রতিপালন করিতে হইবে, মনু এই কথা বলিয়াছেন।

আমি রাজাদিগকে কষাইর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট কহিলাম, তাহার কারণ এই; রাজারা বিশেষতঃ জিগীষু রাজারা কষাইর ন্যায় নিরপরাধ বালক বৃদ্ধ যুবার প্রাণসংহার করিয়া অন্য দেশ অধিকার করিয়া লন। সেই অধিকৃত দেশবাসিদিগের কেবল যে স্বাধীনতা বিনষ্ট হয় তাহা নয়, তাহাদিগের ধন প্রাণ মান সমুদায়ই সেই এক বিজিগীষু নায়কের ইচ্ছার একান্ত আয়ত্ত হইয়া

উঠে। তাঁহার ইচ্ছাই আইন, তাঁহার ইচ্ছাই ধর্ম্ম, তাঁহার ইচ্ছাই যুক্তি। তিনি যদি কোন অন্যায় কাজ করিলেন, কেহ তাহার প্রতিবাদ করিল, তাহার নিস্তার রহিল না। রাজার কোপ জন্মিল। তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। রাজা তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন এবং তাহার বিষয় বিভব বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। রাজার হস্তে আইনরূপ যে এক দারুণ অস্ত্র আছে, সেটী বড় ভয়ঙ্কর। তিনি সেই আইন করিয়া যা ইচ্ছা তাই করিয়া থাকেন। বিজিগীষু রাজার এই মাত্র অত্যাচার নয়, তিনি বিজিত দেশে আপনার দেশের সমুদায় লোক আনিয়া ফেলেন। তাহারাই সমুদায় গ্রাস করিয়া বসে। যাহাদিগের বিষয়, যাহাদিগের ন্যায্য প্রাপ্য, তাহারা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। এইরূপে বিজিগীষুর যে রাজ্য লাভ ও অর্থ উপার্জ্জিত হয়, তাহা তাঁহার ইন্দ্রিয়সেবায় বিনিযোজিত হইয়া থাকে। কাজ হইল কি? অনেক নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণসংহার হইল, তাহাদিগের স্বাধীনতা গেল, তাহাদিগের শোণিত শোষণ করিয়া অর্থ সংগৃহীত হইল, শেষে সেই অর্থ সুরায় পরদারে ও অন্যান্য কুক্রিয়ায় ব্যয়িত হইল। এক্ষণে বান্ধবগণ! বিবেচনা করিয়া দেখ, রাজারা কষাইর অপেক্ষা নিকৃষ্ট কি না? কষাইরা নিরপরাধের প্রাণ সংহার রূপ একবিধ পাপে পাপী কিন্তু রাজারা নিরপরাধের প্রাণবধ অপরের স্বাধীনতা হরণ প্রভৃতি কুকার্য্য করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করে, তদ্দ্বারা সুরাসেবনাদি অন্য অন্য কুকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত করা হয়। তোমরা এখন বিবেচনা করিয়া বল, রাজারা দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ পাতকে পাতকী হইল কি না? রাজপদের উন্মূলন উচিত হইতেছে কি না? পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্বাধীন শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া বিধেয় হইতেছে কি না? স্বাধীন শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন ব্যতিরেকে জগতের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। স্বাধীন শাসন প্রণালী হইলে লোকের চিন্তা কার্য্য ও বাক্য সকল বিষয়েরই স্বাধীনতা থাকে। সুতরাং মানুষের বুদ্ধি বিদ্যা বল বিক্রমাদি সকল বিষয়েরই উন্নতি সহজে সাধিত হইয়া উঠে। রাজপদের যে কত দোষ বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা যাঁহার অন্ত নাই বলি, বিশ্বের সৃজন পালন ও সংহার কর্ত্তা সেই অদ্বিতীয়ের বরং অন্ত পাওয়া যায়, এই অপরিচ্ছিন্ন ব্যোমদিগ্দেশকালের বরং পরিচ্ছেদ হয়; গ্রহনক্ষত্রাদিপূর্ণ এই অনন্ত সৌর জগতের বরং অন্ত হয়, কিন্তু জিগীষু রাজার লোভের অন্ত হয় না।

একটী রাজ্য হস্তগত হইল, আর একটী ধনজনপূর্ণ সুসমৃদ্ধ জনপদে তাঁহার লোভদৃষ্টি পড়িল। সেখানেও নরমেধ আরম্ভ হইল। অসংখ্য নিরপরাধ স্ত্রী বাল বৃদ্ধ তাঁহার লোভাগ্নিতে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিল। সেখানকার যে উন্নতি ও সমৃদ্ধি ছিল, তাহা রসাতলগত হইল। লোকের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল। রাজবিধিরূপ দুর্ভেদ্য কঞ্চুকে অবগুণ্ঠিত শত শত অত্যাচার প্রবাহিত হইতে লাগিল। বান্ধবগণ! প্রাচীন ও নব্য উভয়কালের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, জিগীষু রাজার দুর্ব্বার লোভ নিবন্ধন জগতের কত অমঙ্গল না হইয়াছে? আর একটী চমৎকার দেখ, যে দেশ নূতন আক্রান্ত হয়, সেই দেশেরই লোক কেবল নিহত হয় না। বিজিগীষুর পূর্ব্বাধিকৃত দেশের লোকেরাও সৈনিকরূপে দেহত্যাগ করিয়া থাকে। বান্ধবগণ! তোমারা কি বলিতে পার, কোন্ ধর্ম্ম কোন্ ন্যায় ও কোন্ যুক্তির অনুসারে এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে অপরের স্বাধীনতা হরণে ও সুসমৃদ্ধ জনপদের সমৃদ্ধিসংহারে জিগীষুর অধিকার হয়? আমি ত ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ ও যুক্তিতঃ তাহার এ অধিকারের কোন কারণ দেখিতে পাই না। কারণের মধ্যে তাহার গায়ের জোর সৈন্যের জোর ও অর্থের জোর দেখিতে পাই। "জোর যার মুলুক তার" এই অসৎ বাক্যেরই যদি চিরকাল আধিপত্য চলে, ন্যায়ের প্রভুত্ব কবে হইবে? তবে ন্যায় ধর্ম্ম ও যুক্তি সমুদায় উৎসন্ন যাউক, অধঃপাতে যাউক, এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি নিরস্ত হইতেন।

বামদেব যখন এই সকল কথা কহিতেন এবং রাজপদ উন্মূলিত হইতেছে না ও অত্যাচারের স্রোত প্রতিহত হইতেছে না বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন, তখন বোধ হইত তাঁহার চক্ষু হইতে যেন তীক্ষ্ণ তেজ নির্গত হইতেছে স্বর ক্রমে কর্কশ হইয়া উঠিতেছে, শরীর উষ্ণ হইতেছে এবং ললাটফলকে ঘর্ম্ম বিন্দু মুক্তাজালের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

ভয় বলিয়া যে একটী পদার্থ আছে বামদেব তাহা জানিতেন না। যাহাতে প্রাণসঙ্কট সম্ভাবনা ও বিপদের আশঙ্কা আছে, সেই কার্য্যে তাঁহার সোৎসাহ ও সানুরাগ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইত। তিনি মৃগয়া ভাল বাসিতেন। জীবহিংসা করিবেন, মৃগ বধ করিয়া তাহার মাংসে বন্ধুবান্ধবসহ প্রমোদ ভোজন করিবেন, এ উদ্দেশে তিনি মৃগয়া করিতে যাইতেন না। বনে গিয়া সিংহ শার্দ্দূলের সহিত সংগ্রাম করিবেন, তাহাদের অনুসরণ করিয়া অত্যুচ্চ

গিরি শিখরে আরোহণ করিবেন, দুস্তর নির্ঝরিণী পার হইবেন, অরণ্যের নিবিড়তম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া নানাজাতীয় পশুপক্ষী ও তরুলতাদির স্বরূপ এবং ভয় ও ক্রোধকালে পশুপক্ষ্যাদির ভাব ভঙ্গী দর্শন করিবেন, এই নিমিত্ত তাঁহার মৃগয়া গমন। অমাবস্যার রাত্রি; নিশীথ সময়; গগনমণ্ডল নিবিড় জলদজালে আচ্ছন্ন, পবন ও বরুণদেব নিজ নিজ আধিপত্য ও ক্ষমতা প্রদর্শনার্থ যেন বায়ু ও জলের রোধগৃহের দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছেন; মুসলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছে; প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছে; সকলে নিস্তব্ধ নিঃশব্দ ও নিসুপ্ত; অন্য পশুপক্ষির কথা দূরে থাকুক, রাত্রির নিত্য প্রহরী যে কুক্কুর ভয়ে তাহারও কণ্ঠরোধ হইয়াছে; ঘন ঘন অশনিধ্বনি ও বিদ্যুদ্বিলাস হইতেছে; ঘন সৌদামনীবিলাস দেখিয়া সংশয় জন্মিতেছে নীরদরাজি যেন বিদ্যুৎ গলাইয়া স্বগাত্রে মর্দ্দন করিয়া তড়িত্বান এই নামের সার্থকতা সপ্রমাণ করিতেছে। সেই ভীষণ সময়ে বামদেব একাকী বীরজানদী তীরে দণ্ডায়মান হইয়া সকৌতুক চিত্তে তরঙ্গসংগ্রাম দর্শন করিতেন। তালতরু প্রমাণ এক একটী তরঙ্গ উঠিতেছে, অপর তরঙ্গে আঘাত করিতেছে, উভয় তরঙ্গই বিলীন হইয়া যাইতেছে, এক একবার উত্তাল তরঙ্গ বেগে আসিয়া তটে আঘাত করিতেছে, তট যেন নিজ সহিষ্ণুতাগুণ প্রদর্শনার্থ স্থিরভাবে তাহা সহ্য করিতেছে। যে পর্য্যন্ত না ঝড় ও বৃষ্টির বিরাম হইত, বামদেব চিত্রার্পিতের ন্যায় তথায় দণ্ডয়মান থাকিতেন। অবিরল জলধারা পতিত হইয়া সর্ব্ব শরীর ভিজিয়া যাইতেছে; প্রবল জলার্দ্র বায়ু লাগিয়া অঙ্গসকল অবশ করিয়া তুলিতেছে; শিরা সঙ্কুচিত হইয়া শোণিত সঞ্চার মন্দ হইতেছে, কখন্ মস্তকে বজ্রপাত হয়, প্রতিক্ষণে এই আশঙ্কা জন্মিতেছে, কিন্তু বামদেব সে সকলে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।

এক দিবস বামদেব রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছেন, অতি দূরতর প্রদেশ হইতে কামিনীকণ্ঠের কোমল করুণ ক্রন্দন ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন। তখন বালুকা ঘড়ির ব্যবহার ছিল, দেখিলেন রাত্রি একটা বাজিয়াছে। তিনি রাত্রিকালে যখন বাহিরে যাইতেন, মল্লবেশ ধারণ করিতেন। মল্লের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন; কিরীচ কোমরে বাঁধিলেন এবং হীরকখচিত অত্যুজ্জ্বল কটিবন্ধ কটিদেশে বন্ধন করিয়া ঢাল ও করবাল করে গ্রহণ

করিলেন। নিমেষ মধ্যে বহির্দ্বারে উপনীত। দ্বারবানেরা উঠিয়া প্রণাম করিল। তিনি ঐ বেশে প্রায় প্রতিরাত্রিতেই বহির্গত হইতেন। নগর-বাসিদিগের উপর কেহ কোন উপদ্রব করে কি না দেখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে নগর প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন। দ্বারবানেরা তাঁহার ঐ প্রকার বেশ ও বহির্গমন দর্শনে অভ্যস্ত ছিল। তিনি "হুসিয়ার" বলিয়া চলিয়া গেলেন। তাহারা নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিয়া রাম সীতার গল্প আরম্ভ করিয়া দিল, আর এক একবার অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে অর্দ্ধপরিস্ফুট স্বরে "কোন্ হ্যায়" এই কথা উচ্চারণ করিয়া আপনাদিগের জীবনসত্ত্বা পবনদেবের চরণে নিবে-দন করিতে লাগিল।

ওদিকে বামদেবের প্রিয়তমা পত্নী কমলিনী স্বপ্নে দেখিলেন, বামদেম জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। স্বপ্ন দর্শন মাত্র নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। ভয়ে থর থর করিয়া শরীর কাঁপিতেছে, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে, ওষ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তিনি বিস্তর চেষ্টা পাইতেছেন কিন্তু হস্ত পদ ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না, শয্যা যেন বলপূর্ব্বক তাঁহার অঙ্গসকল ধরিয়া রাখিয়াছে, কোনক্রমে ছাড়িয়া দিতেছে না। তিনি বহু কষ্টে পার্শ্বে হস্তপ্রসারণ করিয়া দেখিলেন, স্বামী শয়নে নাই। প্রাণপক্ষী যেন উড়িয়া গেল। কণ্ঠ রোধ হইল, তিনি সেই শয্যাতলেই মূর্চ্ছিত হইলেন। মূর্চ্ছাদেবী তাঁহাকে দীর্ঘকাল অনুগ্রহ করিলেন না। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কি হইল কি হইল বলিয়া অন্তঃপুর নারীগণ ক্ষণমধ্যে সেই স্থানে উপনীত হইলেন, দেখিলেন কমলিনীর দুই চক্ষে জলধারা বহিতেছে, তিনি শয্যাতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন, সকলে তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি অতি কষ্টে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। বামদেব গৃহে নাই দেখিয়া সকলে তাঁহার অত্যাহিত শঙ্কায় যার পর নাই শঙ্কিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঐ সংবাদ বামদেবের মাতামহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

কুমুদিনীকান্ত বিজ্ঞ ও বহুদর্শী লোক। তিনি সহসা বিচলিত হইলেন না। একবার ভাবিলেন, স্বপ্ন মিথ্যা, বামদেব যেমন রাত্রিকালে নগর ভ্রমণার্থ বাহিরে যায়, তেমনি গিয়াছে, এখনই ফিরিয়া আসিবে। আবার ভাবিলেন, সকল স্বপ্ন মিথ্যা হয় না। আমরা অনেক সময়ে অনেক স্বপ্ন দেখিয়াছি,

শেষে ফলে তাহা ঘটিয়াছে। দিন বিশেষে ও ক্ষণ বিশেষে যে স্বপ্ন দেখা যায়, তাহা সত্য হয়। ভানুমতী রাজা দুর্য্যোধনের যে অমঙ্গল স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, কার্য্যে তাহা ঘটিয়াছিল। জুলিয়স সীজারের স্ত্রী দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া তাঁহার অনিষ্ট শঙ্কায় তাঁহাকে রাজবেশে সেনেট সভায় যাইতে অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি সে বারণ শুনিলেন না। সেনেট সভায় গেলেন হাতে হাতে তাহার ফল পাইলেন। কুমুদিনীকান্ত মনে মনে এইরূপ যত আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে নানাপ্রকার অনিষ্ট শঙ্কার উদয় হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বামদেবের অন্বেষণার্থ নানাস্থানে লোক প্রেরণ করিলেন একে কুমুদিনী কান্তের অমোঘ আজ্ঞা, তাহাতে বামদেব অরুণনগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের স্নেহপাত্র। অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও তাঁহার অন্বেষণ আরম্ভ করিল। নগরের সমুদায় স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল, ভগ্ন দেবালয় মালয়ঞ্চ (১) শ্মশানাদি কোন স্থান অনবেক্ষিত রহিল না। ওদিকে জেলেরা নদী ঝিল বিল সরোবর সমুদায় অন্বেষণ করিল, জল তোলপাড় হইল, তলার মৃত্তিকা উপরে তুলিয়া ফেলা হইল, মাছ লাফিয়া তীরে উঠিল। কিন্তু সঙ্কেতগামিনী কামিনীগণের অভিসম্পাত ও সুখসুপ্ত মীনগণের অভিশাপ বিনা আর কোন ফল হইল না।

মনুসংহিতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মনুর মতে ব্রহ্মজ্ঞানই প্রকৃত ধর্ম্ম। প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিপ্রকরণ ও সেই সৃষ্টির কারণ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গভূত সংস্কারাদি ধর্ম্মপ্রতিপাদনের নিমিত্ত ধর্ম্মের সামান্য লক্ষণ করা হইতেছে।

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতোযোধর্ম্মস্তং নিবোধত। ১।

(১) সাহিত্যদর্পণকার বলেন ভগ্ন দেবালয় মালয়ঞ্চ ও দূতিগৃহাদি সঙ্কেত স্থান

রাগদ্বেষশূন্য বেদবিৎ ধার্ম্মিক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হৃদয়ের অভিমত যে ধর্ম্ম, ঋষিগণ! আপনারা তাহা অবগত হউন।

ইহার নিষ্কৃষ্ট অর্থ এই, বেদপ্রমাণক শ্রেয়ঃসাধন পদার্থের নাম ধর্ম্ম। হারীতও এই কথা কহিয়াছেন "অথাতোধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যাম শ্রুতিপ্রমাণকো-ধর্ম্মঃ শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।"

অতঃপর আমরা ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিব। শ্রুতিপ্রমাণক ধর্ম্ম। শ্রুতি দুই প্রকার, বৈদিক ও তান্ত্রিক। ভবিষ্যপুরাণে আছে।

"ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদয়লক্ষণং। সতু পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো বেদমূলঃ সনাতনঃ। অস্য সম্যগনুষ্ঠানাৎ স্বর্গোমোক্ষশ্চ জায়তে। ইহ লোকে সুখৈশ্বর্য্যমতুলঞ্চ খগাধিপ।"

শ্রেয়ঃ সাধন ধর্ম্ম শ্রেয়ঃ অভ্যুদয় স্বরূপ। বেদমূলক সনাতন সেই ধর্ম্ম পাঁচ প্রকার। ঐ ধর্ম্মের সম্যক অনুষ্ঠান হেতুক স্বর্গ ও মোক্ষ হয় এবং ইহ লোকে অতুল সুখৈশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। জৈমিনিও একমাত্র বেদ প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম, ধর্ম্মের এই লক্ষণ করিয়াছেন।

কামাত্মতা ন প্রশস্তা নচৈবেহাস্ত্যকামতা।
কাম্যোহি বেদাধিগমঃ কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ॥ ২॥

যে কোন কর্ম্ম কর, তাহার ফলাভিলাষ প্রশস্ত নয়। স্বর্গাদি ফলাভিলাষ করিয়া কর্ম্ম করিলে তাহা বন্ধের কারণ হয়; আর নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিলে তাহাতে মোক্ষ হয়। মনু নিষ্কাম কর্ম্মের প্রশংসা করিতেছেন বটে কিন্তু তিনি সকাম কর্ম্মের নিষেধ করিতেছেন না। তিনি বলেন এই সংসারে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিবার লোক বিরল। যেহেতু লোক ফলাভিলাষ করি-য়াই বেদাধ্যয়ন করে এবং বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড করিয়া থাকে।

লোকে ফলাভিলাষ করিয়া যে কর্ম্ম করে, এক্ষণে স্পষ্ট ও বিস্তারিত করিয়া তাহা বলা হইতেছে।

সঙ্কল্পমূলঃ কামোবৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ।
ব্রতানিয়মধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ। ৩॥

এই কর্ম্ম করিলে ইষ্টলাভ হইবে, ইত্যাকার বুদ্ধির নাম সঙ্কল্প। প্রথমে সঙ্কল্প হয়, তাহার পর কর্ম্মে ইচ্ছা জন্মে। যজ্ঞ ব্রত ও নিয়মধর্ম্ম সমুদায়ই সঙ্কল্পজাত।

অকামস্য ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ ।
যদ্‌যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতং । ৪ ॥

অগ্রে ইচ্ছা না হইলে লোকে গমন ভোজনাদি কোন কর্ম্মই করে না। পুরুন লৌকিক'বৈদিক যে কোন কর্ম্ম করুক, সে সমুদায়ই ইচ্ছাজাত ।

তেষু সম্যগ্‌বর্ত্তমানোগচ্ছত্যমরলোকতাং ।
যথা সঙ্কল্পিতাংশ্চেহ সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে । ৫ ॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় কর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান করে, সে অমর-লোক প্রাপ্ত হয়, ইহ লোকেও তাহার সমুদায় অভিলষিত সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কি কি ধর্ম্মের প্রমাণ, এক্ষণে সেইগুলি বলা হইতেছে ।

বেদোঽখিলোধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং ।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ । ৬ ॥

ঋক্‌ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ, মন্বাদিপ্রণীত স্মৃতি, বেদজ্ঞ ব্যক্তিদিগের শীল ও সাধু ব্যক্তিদিগের আচার এবং মতদ্বৈধে আত্মতুষ্টি এইগুলি ধর্ম্মের প্রমাণ। হারীত বলেন শীল ত্রয়োদশ প্রকার। যথা ব্রহ্মণ্যতা দেব-পিতৃভক্ততা সৌম্যতা অপরোপতাপিতা অনসূয়তা মৃদুতা অপারুষ্য মৈত্রতা প্রিয়বাদিতা কৃতজ্ঞতা শরণ্যতা কারুণ্য ও শান্তি ।

এক্ষণে নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা মনু স্মৃতির প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইতেছে ।

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিৎ ধর্ম্মোমনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ ।
সসর্ব্বোঽভিহিতোবেদে সর্ব্বজ্ঞানময়োহি সঃ ॥

মনু ব্রাহ্মণাদি যাহার যে ধর্ম্ম বলিয়াছেন, সে সমুদায় বেদে আছে। যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ ।

সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা ।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতোবিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ । ৮ ॥

বিদ্বান ব্যক্তি বেদপ্রামাণ্যে জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা এই সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইবেন ।

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখং । ৯ ॥

মানুষ শ্রুত্যুক্ত ও স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ইহ লোকে কীর্ত্তি ও পর-লোকে উৎকৃষ্ট স্বর্গাদি সুখ লাভ করে ।

শ্রুতিস্তু বেদোবিজ্ঞেয়োধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ। ১০॥

শ্রুতির নাম বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম স্মৃতি। প্রতিকূল তর্ক দ্বারা এ উভয়ের বিচার করিবে না। যেহেতু ঐ উভয় হইতে ধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে।

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াৎ দ্বিজঃ।
সসাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যোনাস্তিকোবেদনিন্দকঃ। ১১॥

যে ব্রাহ্মণ প্রতিকূল তর্ক আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মের মূল সেই শ্রুতি ও স্মৃতিকে অবজ্ঞা করিবে, সাধুগণ বেদনিন্দক সেই নাস্তিককে ব্রাহ্মণানুষ্ঠের কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করিবেন।

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণং। ১২॥

বেদ স্মৃতি সাধু ব্যক্তিদিগের আচার আত্মতুষ্টি এই চারিটী ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ।

অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে।
ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ। ১৩॥

যাহারা অর্থকামে আসক্ত নয়, তাহাদিগেরই ধর্ম্মজ্ঞানের বিধি দেওয়া যাইতেছে, যাহারা অর্থকামে আসক্ত হইয়া লোক প্রতিপত্তির নিমিত্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের নিমিত্ত এ বিধি নয়, তাহাদিগের কর্ম্মফল হয় না। যাঁহারা ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা করেন, শ্রুতিই তাঁহাদিগের বিশিষ্ট প্রমাণ। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, শ্রুতি স্মৃতি বিরোধ হইলে স্মৃতি আদরণীয় হয় না।

শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাৎ তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ।
উভাবপি হি তৌ ধর্ম্মৌ সম্যগুক্তৌ মনীষিভিঃ। ১৪॥

যে স্থলে শ্রুতিদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইবে, সেখানে উভয়ই ধর্ম্ম। পূর্ব্বাচার্য্যেরা উভয়কেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐরূপ স্মৃতিদ্বয়ের বিরোধ হইলেও তুল্যবল বলিয়া উভয়ই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

তুল্যবলবিরোধে যে বিকল্প হয়, এক্ষণে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা।
সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ। ১৫ ।

শ্রুতিতে উদয় অনুদয় আর সময়াধ্যুষিত এই তিনটী যজ্ঞের অনুষ্ঠানকাল বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। যে সময়ে আকাশমণ্ডলে দুই একটী নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, তাহার নাম অনুদয়কাল, আর যে সময়ে সূর্য্য ও নক্ষত্র কিছুই না থাকে, তাহাকে সময়াধ্যুষিত বলে। তুল্যবল বিরোধ বলিয়া এই তিন সময়েই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রুতিতে এই তিন সময়েই যজ্ঞ করিবার উপদেশ আছে।

নিষেকাদিশ্মশানান্তোমন্ত্রৈর্যস্যোদিতোবিধিঃ।
তস্য শাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন জ্ঞেয়োনান্যস্য কস্যচিৎ॥ ১৫॥

যে বর্ণের গর্ভাধানাদি অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত সংস্কারবিধি মন্ত্রদ্বারা কথিত হইয়াছে, এই মানবশাস্ত্রে তাহারই অধিকার, অন্য কাহার নয়।

এক্ষণে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানযোগ্য দেশের কথা বলা হইতেছে।

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে। ১৭॥

স্বরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিয়া থাকে।

তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং সসদাচার উচ্যতে। ১৮।

ঐ দেশে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ও সংকীর্ণ জাতির পুরুষপরম্পরা ক্রমাগত যে আচার, তাহাকে সদাচার কহিয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষব্রহ্মর্ষিদেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ। ১৯॥

কুরুক্ষেত্র মৎস্য কান্যকুব্জ ও মথুরা এই কয়টী প্রদেশ যে দেশের অন্তর্গত, তাহাকে ব্রহ্মর্ষিদেশ বলে। এই ব্রহ্মর্ষি দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ হীন।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ। ২৫॥

পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্য ব্রহ্মর্ষিদেশজাত ব্রাহ্মণের নিকটে নিজ নিজ আচার শিক্ষা করিবে।

হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎপ্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ২১॥

উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত পূর্ব্বে প্রয়াগ ও পশ্চিমে বিনশন (যেখানে সরস্বতী নদী অন্তর্হিত হইয়াছে) এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী দেশ মধ্যদেশ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ। ২২॥

পূর্ব্বে পূর্ব্বসমুদ্র পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বিন্ধ্য-পর্ব্বত, ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আর্য্যেরা এই স্থানে পুনঃ পুনঃ উদ্ভব হন, এই নিমিত্ত ইহার নাম আর্য্যাবর্ত্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগোযত্র স্বভাবতঃ।
সজ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়োদেশোম্লেচ্ছদেশস্ততঃপরঃ। ২৩॥

কৃষ্ণসার মৃগ বলপূর্ব্বক আনীত না হইয়া স্বভাবতঃ আপন ইচ্ছায় যেখানে চরিয়া থাকে, সেই যজ্ঞার্হ দেশ, তদ্ভিন্ন যে দেশ সে ম্লেচ্ছদেশ, সে যজ্ঞার্হ নয়।

এতান্ দ্বিজাতয়োদেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেৎ বৃত্তিকর্ষিতঃ। ২৪॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহারা যত্নপূর্ব্বক এই সকল দেশে বাস করিবে। শূদ্রের জীবিকার কষ্ট উপস্থিত হইলে যে কোন স্থানে বাস করিতে পারে।

এষা ধর্ম্মস্য বোযোনিঃ সমাসেন প্রকীর্ত্তিতা।
সম্ভবশ্চাস্য সর্ব্বস্য বর্ণধর্ম্মান্ নিবোধত। ২৫॥

ধর্ম্মজ্ঞানের এই উপায় আপনাদিগকে সংক্ষেপে বলিলাম, জগতের উৎপত্তি বৃত্তান্তও বলা হইয়াছে, এক্ষণে আপনারা বর্ণ ও আশ্রমাদি ধর্ম্ম শ্রবণ করুন।

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

সাংখ্য দর্শন।

পাঠক! নবম খণ্ড কল্পদ্রুমে দেখিবেন, সাংখ্যসূত্রকার পদার্থমাত্রের ক্ষণিকতাবাদী নাস্তিক মত তুলিয়া তাহার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া স্বমত সমর্থন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে অবশিষ্ট যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। এক্ষণকার যুক্তি এই, যদি যাবতীয় পদার্থ ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে কার্য্যকারণ ভাব সঙ্গতি থাকে না। কারণ কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে এই নিয়ম। কিন্তু কার্য্য ও কারণ উভয়ই যদি ক্ষণিক হইল, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তিতা থাকে না। যে হেতু কার্য্যের উৎপত্তিকালে কারণ ধ্বংস হইয়া যায়। যদি বল কার্য্য ও কারণ উভয়ের যুগপৎ উৎপত্তি হয়; সূত্রকার কহিতেছেন, তাহা হইতে পারে না। কার্য্য ও কারণের যে যুগপৎ উৎপত্তি হয় না, তাহারই নির্দ্দেশার্থ সূত্রকার অষ্টাত্রিংশ সূত্র আরম্ভ করিতেছেন।

যুগপজ্জায়মানয়োর্ন কার্য্যকারণভাবঃ। ৩৮। সূ।

কিং যুগপজ্জায়মানয়োঃ কার্য্যকারণভাবঃ কিং বা ক্রমিকয়োঃ। তত্র নাদ্যোবিনিগমকাভাবাদিত্যাইতিভাবঃ। ভা।

যে দুই পদার্থ যুগপৎ উৎপন্ন হয়, তাহার কার্য্যকারণ ভাব হয় না। তাহার কার্য্যকারণ ভাব হইবার বিনিগমক নাই।

নাস্তিক যদি এ কথা বলে, প্রথমে কারণের তাহার পর কার্য্যের ক্রমান্বয়ে উৎপত্তি হয়, সূত্রকার এই আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন, পদার্থের ক্ষণিকতাবাদমতে তাহাও সম্ভবিতে পারে না। তদর্থ উনচত্বারিংশ সূত্রের আরম্ভ হইতেছে।

পূর্ব্বাপায়ে উত্তরাযোগাৎ। ৩৯। সূ।

পূর্ব্বস্য কারণস্যাপায়কালে উত্তরস্য কার্য্যস্যোৎপত্ত্যনৌচিত্যাদপি ন ক্ষণিকবাদে সম্ভবতি কার্য্যকারণভাবঃ। উপাদানকারণানুগততয়ৈব কার্য্যানুভবাদিত্যর্থঃ। ভা।

ক্ষণিকবাদমতে কার্য্যের উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বক্ষণে কারণ ধ্বংস হইয়া যায়, সুতরাং কার্য্যোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

উপাদান কারণ ধরিয়া অন্য আর একটী দোষ প্রদর্শিত হইতেছে।

তদ্ভাবে তদযোগাদুভয়ব্যভিচারাদপি ন। ৪০॥ সূ।

যতঃ পূর্ব্বস্য ভাবকালে উত্তরস্যাসম্বন্ধোঽতউভয়ব্যভিচারাদন্বয়ব্যতিরেকব্যভিচারাদপি ন কার্য্যকারণভাবইত্যর্থঃ। তথাহি যদোপাদেয়োৎপত্তিস্তদোপাদানং যদাচোপাদানাভাবস্তদোপাদেয়োৎপত্ত্যভাব ইত্যন্বয়ব্যতিরেকেণৈব উপাদানোপাদেয়য়োঃ কার্য্যকারণভাবগ্রহো ভবতি। তত্র ক্ষণিকত্বেন ক্রমিকয়োস্তয়োর্বিরুদ্ধকালতয়া অন্বয়ব্যতিরেকব্যভিচারাভ্যাং ন কার্য্যকারণভাবসিদ্ধিরিতি। ভা॥

উপাদান কারণের সম্ভাব হইলে উপাদেয় কার্য্যের উৎপত্তি হয়, আর উপাদান কারণের অভাব হইলে উপাদেয়ের উৎপত্তির অভাব হয়। এই অন্বয় ব্যতিরেকভাবেই কার্য্যকারণভাবগ্রহ হইয়া থাকে। ক্ষণিকবাদ মতে প্রথমে উপাদান কারণ, তাহার পর উপাদেয় কার্য্য, এ প্রকার ক্রমিকভাব থাকে না, সুতরাং অন্বয় ব্যতিরেকভাবে কার্য্যকারণভাবসিদ্ধি ঘটিয়া উঠে না।

যদি বল নিমিত্ত কারণের পূর্ব্বভাবমাত্রে যেমন কারণতা স্বীকার করা যায়, তেমনি উপাদান কারণেরও পূর্ব্বভাবমাত্রে কারণতা স্বীকার করা যাইবে, এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার কহিতেছেন।

পূর্ব্বভাবমাত্রে ন নিয়মঃ। ৪১। সূ

পূর্ব্বভাবমাত্রাভ্যুপগমে চেদমেবোপাদানমিতি নিয়মোন স্যাৎ নিমিত্তকারণানামপি পূর্ব্বভাবাবিশেষাৎ। উপাদাননিমিত্তয়োর্ব্বিভাগঃ সর্ব্বলোকসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। ভা॥

কার্য্যের উৎপত্তি কালের পূর্ব্বে সত্তামাত্র নিবন্ধন নিমিত্ত কারণের যেমন কারণতাসিদ্ধি হয়, উপাদান কারণের সেরূপ হয় না। উভয়ের যে বহু বৈলক্ষণ্য আছে তাহা লোকসিদ্ধ।

কল্পদ্রুম।

শকুন্তলা ও কালিদাস।

শকুন্তলা কেমন কাব্য, কালিদাস কেমন কবি, তিনি এই কাব্যে কেমন কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিবার নিমিত্ত এ প্রস্তাবের আরম্ভ নয়। কালিদাস যদি স্কটের নবেল আদর্শ ও পংক্তি পংক্তি অনুবাদ করিয়া দোআসলা সংস্কৃতে দুই একটী উপন্যাস লিখিতেন, আমরা বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে সহস্র সাধুবাদ দিয়া বলিতাম, ত্রিলোকে এমন কবি এমন লেখক এমন রসিক এমন দার্শনিক এমন বিজ্ঞানবিৎ এমন ভূতত্ত্ব-বেত্তা ও এমন তত্ত্বদর্শী আর হয় নাই! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বিধি কালি-দাসের কপালে এ সাধুবাদ লিখেন নাই! তিনি আদি কবি, তিনি দোআসলা সংস্কৃত লিখিতে জানিতেন না। তিনি কাহার উচ্ছিষ্টও ভোজন করেন নাই। এদেশের পণ্ডিতেরা তাঁহাকে কবিকুলগুরু বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। সেই কবিগুরু যে সমস্ত কৃতি ও কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, শকুন্তলা তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এদেশের পণ্ডিতের মুখে "কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলং" সচরাচর এই বাক্যটী শুনিতে পাওয়া যায়। শকু-ন্তলা যদি কালিদাসের সর্ব্বস্ব হইল, তিনি যে ইহার রচনার উৎকর্ষ সাধন ও অলৌকিক কবিত্ব শক্তি প্রদর্শন বিষয়ে যত্নের অণুমাত্র ত্রুটি করেন নাই, তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। কালিদাস ও শকুন্তলা কেবল যে এদেশীয় পণ্ডিতের নিকটেই প্রধান আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা নয়, বিদেশীয় পণ্ডিতেরাও তাঁহার ও তাঁহার শকুন্তলার পরম সমাদর করিয়া থাকেন। যিনি জগৎপূজ্য কবি, আজ আমরা পাঠকের নিকটে তাঁহার গুণের কি নূতন পরিচয় দিব। এক জন জর্ম্মণ পণ্ডিত শকুন্তলার অনুবাদ পাঠ করিয়া যেরূপ মোহিত

হইয়াছিলেন, নিম্নলিখিত অনুবাদটী পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

"যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফললাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে হে অভিজ্ঞানশকুন্তল, তোমার নাম নির্দ্দেশ করি।"

"শকুন্তলা পাঠ করিলে কালিদাসের বিষয়ে, প্রাচীন আর্য্য সমাজের বিষয়ে ও অন্য অন্য বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহার পর্য্যালোচনার্থই অদ্যকার এ প্রস্তাবের আরম্ভ। পাঠক! শকুন্তলার মঙ্গলাচরণ পাঠ কর, দেখিতে পাইবে, কালিদাস এক জন শৈব ছিলেন। তিনি নিজ পরমারাধ্য দেবের অপরিচ্ছিন্নতা সর্ব্বময়তা বিশ্বব্যাপিতা ও অলৌকিক মহিমার পরিচয় দিবার নিমিত্ত ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুৎব্যোমাদি যে কিছু পদার্থ আছে, তাহা শিবের মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণটী এইঃ—

"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বং।
যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রসন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥"

জল, অগ্নি, যজমান, সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী ও বায়ু, প্রত্যক্ষ এই অষ্ট মূর্ত্তিবিশিষ্ট মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

পৃথিবী জলাদি মহাদেবের মূর্ত্তি, কালিদাস এ মতটীর নূতন উদ্ভাবন করিয়াছেন, আমরা এ কথা কহিতেছি না, এ মতের উদ্ভাবয়িতা যিনি হউন, কালিদাস শৈব না হইলে কখন আপনার সর্ব্বস্বভূত অভিজ্ঞান শকুন্তলে তাহার উল্লেখ করিয়া মঙ্গলাচরণ করিতেন না।

শকুন্তলার উপসংহারেও তাঁহার শিবপরায়ণতার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। রাজা দুষ্মন্ত ইন্দ্রালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মারীচাশ্রমে (১) উপনীত হইলেন। সেই স্থানে ঋষির কৃপায় পুত্র ভরত ও বিরহকাতরা পত্নী শকুন্তলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রাজা যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন। মারীচ রাজাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

(১)। মরীচি ঋষির পুত্র মারীচ।

"বৎস! কিন্তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপহরামি।"

বৎস তোমার আর কি প্রিয়কার্য্য করিব?

রাজা উত্তর করিলেন

"অতঃপরমপি প্রিয়মস্তি। তথাপ্যেতদস্তু।"

ইহার পরও কি আর প্রিয়কার্য্য আছে? তথাপি এই প্রিয় কার্য্য হউক।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ।

রাজা প্রজার হিতকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন, বেদমহতী বিদ্যা হীন না হউক, গৌরীসহিত মহাদেব আমারও পুনর্জন্মের উচ্ছেদ করুন।

কালিদাস, উপসংহারে রাজা দুষ্মন্তের মুখে এইরূপে আপনার শিব ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

কালিদাস যে শৈব ছিলেন, তাঁহার কৃত অন্য অন্য গ্রন্থ দ্বারাও তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। রঘুবংশের মঙ্গলাচরণে আছেঃ—

"বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥

আমি বাক্য ও অর্থ জ্ঞানের নিমিত্ত বাক্য ও অর্থের ন্যায় মিলিত জগতের মাতা পিতা পর্ব্বতী পরমেশ্বরকে বন্দনা করিতেছি।

পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরের লীলা লইয়াই কুমারসম্ভব বিরচিত হইয়াছে। মেঘদূতে তিনি মেঘের গন্তব্য পথের নির্দ্দেশকালে স্থানে স্থানে শিবের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। বোধ হইতেছে কালিদাসের সময়ে শৈবসম্প্রদায়েরই সমধিক প্রাদুর্ভাব ছিল। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে যেথায় সেথায় শিবলিঙ্গ ও শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

শকুন্তলার মঙ্গলাচরণে জলসৃষ্টিকে বিধাতার প্রথম সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এটী মনুর মত (২)। শ্রুতিতে লিখিত আছে, আত্মা হইতে প্রথমে আকাশ জন্মিল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী (৩)। বোধ হইতেছে, পুরাণ ও স্মৃতির প্রাদুর্ভাব

(২)। সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥

(৩)। তস্মাদেতস্মাদাত্মনআকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরাগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী

কালে বৈদিক আচার্য্যদিগের মতের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। কালিদাস সেই পৌরাণিকদিগের প্রবর্ত্তিত পথের পথিক হইয়াছিলেন। শকুন্তলার ঐ এক মঙ্গলাচরণ দ্বারা কালিদাসের সময়ের রীতি পদ্ধতিরও অনেক আভাস পাওয়া যাইতেছে। কালিদাসের সময়ে লোকে কৃষ্ণলীলায় আদরবান্ বা বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন না, শকুন্তলা পাঠ করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ঐ উভয় বিষয় যদি প্রচরদ্রূপ থাকিত, কালিদাস নিজ গ্রন্থের স্থানে স্থানে বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করিতেন সন্দেহ নাই।

নান্দীর পর সূত্রধার নটীকে নেপথ্য হইতে আহ্বান করিলেন। নটী সূত্রধারের পত্নীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি রঙ্গভূমিতে উপনীত হইয়া বলিলেন, আর্য্যপুত্র! কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

সূত্রধারের নটীকে আহ্বান এবং নটীর নেপথ্য হইতে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ দ্বারা, এক্ষণকার ইংরাজীর অনুকরণে নির্ম্মিত নেপথ্য ও রঙ্গভূমির সহিত উহার যে বৈলক্ষণ্য ছিল, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে। শ্রীদাম সুবল পরমানন্দ প্রভৃতি বাঙ্গালা যাত্রার যে সৃষ্টি করেন, সংস্কৃত নেপথ্য ও রঙ্গভূমিই তাহার আদর্শ।

কালিদাসের সময়ে সমাজের অবস্থা যে উন্নত ছিল, শকুন্তলা পাঠ করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মৃগয়াবেশে রাজার রঙ্গভূমিতে প্রবেশ, তপস্বিদ্বয়ের মৃগবধনিষেধের প্রার্থনা, সখীসমভিব্যাহারে শকুন্তলার বৃক্ষে জলসেচন এবং উহার উপযোগী পরস্পর কথোপকথন, এ সকলের দ্বারা অনুন্নত অবস্থার লোকে কখন তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। তাহাদিগের প্রীতি সাধনার্থ সংগীত চাই ও বিদ্যা সুন্দরের পয়ার চাই।

" গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াৎ ভূয়সা পূর্ব্বকায়ং।
শষ্পৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রয়াতি।

রথারূঢ় রাজা ধনুর্ব্বাণ লইয়া মৃগের অনুসরণ করিতেছেন, মৃগ গ্রীবা ফিরাইয়া বারম্বার রথের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, এক একবার মনে করিতেছে রাজা যেন শরক্ষেপ করিয়াছেন, আর সেই শর যেন তাহার পশ্চাৎভাগে পতিত হইল, এই ভাবিয়া পশ্চাৎ ভাগ গুটাইয়া উদরের মধ্যে প্রবেশিত

করিতেছে। মৃগের পলায়ন শ্রমে ওষ্ঠদ্বয় বিবৃত হইয়াছে, সে যে নূতন ঘাস খাইয়াছিল, তাহা মুখ হইতে পথে পড়িতে পড়িতে যাইতেছে। আর মৃগ ভয়ে এক এক দীর্ঘ লম্ফ প্রদান করিতেছে, ভূতলে এক একবার পদ নিক্ষিপ্ত হইতেছে এই মাত্র। সুতরাং মৃগের আকাশে অধিকাংশ এবং ভূতলে অল্পমাত্র গমন করা হইতেছে।

এ প্রকার চমৎকার স্বভাববর্ণন, এ প্রকার শব্দবিন্যাস কৌশল, এ প্রকার রচনামাধুর্য্য ও এ প্রকার ভাবুকতার পরিচয় পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করা অনুন্নত অবস্থার লোকের কর্ম্ম নয়। সমাজের উন্নত অবস্থা না হইলে গুণ-ভূষিত সুরীতির অনুগত অলঙ্কারশোভিত রসভাবমধুর এ প্রকার উন্নত কাব্যাদির সৃষ্টি হয় না। সমাজ যখন পণ্ডিত মণ্ডলীতে মণ্ডিত হয়, সেই সময়েই অত্যুন্নত কাব্যাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে; এবং পণ্ডিতেরা সেই কাব্যের আমোদে সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। একটী প্রসিদ্ধ সংস্কৃত বাক্য আছে;—

"কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালোগচ্ছতি ধীমতাং।"

কাব্যশাস্ত্রের আমোদে পণ্ডিতগণের কালাতিপাত হইয়া থাকে।

রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য, সাহিত্যদর্পণকার কাব্যের এই লক্ষণ করিয়াছেন। কাব্য দুই প্রকার দৃশ্য ও শ্রব্য। দৃশ্য কাব্য অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকাদি আর শ্রব্যকাব্য রঘুবংশাদি। শকুন্তলা ও রঘুবংশাদি বিরচিত হওয়াতে কালিদাসের সময়ের লোকেরা শ্রবণ নয়ন ও মনের প্রীতি সাধনের অতি বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট উপায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সূত্রধার নটীর প্রশ্নের এই উত্তর দিলেন, রসভাব-বিশেষ-দীক্ষাগুরু রাজা বিক্রমাদিত্যের এই সভা, এখানে অনেক পণ্ডিত আছেন। কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তল নামে যে নাটক রচনা করিয়াছেন, এই সভায় তাহার অভিনয় করিয়া সামাজিকগণের চিত্তরঞ্জন করিতে হইবে। অতএব প্রত্যেক পাত্রের প্রতি যত্নবিধান কর।

কালিদাস কোন্ সময়ের ও কোথাকার লোক, সূত্রধারের এই কয়টী বাক্য তাহার পরিচয় দিয়া দিতেছে। রাজা বিক্রমাদিত্য কেবল বীরব্রতে দীক্ষিত ছিলেন না। তিনি কাব্যশাস্ত্রাদির বিশেষ রসজ্ঞ ভাবজ্ঞ ও উৎসাহ-দাতা ছিলেন। তাঁহারই উৎসাহদানগুণে শকুন্তলা বিরচিত ও তাঁহারই

সভায় প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয়কার্য্য বহুলব্যয়সাধ্য। গুণজ্ঞ বিত্তবান্ ব্যক্তির উৎসাহ দান ও সাহায্য দান ব্যতিরেকে কাব্যসৃষ্টি ও অভিনয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হওয়া সম্ভাবিত নয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহ দান না থাকিলে আমরা রায় গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের অনুপম কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইতাম কি না সন্দেহ স্থল। আমরা রত্নাবলী ও নবনাটকাদির অভিনয় দর্শন করিয়াছি; ইহাও দর্শন করিয়াছি, যেখানে যত অধিক ব্যয় করা হইয়াছে, সেখানকার অভিনয় কার্য্য তত সুন্দর হইয়াছে। রাজা বিক্রমাদিত্য একজন গুণজ্ঞ, গুণের উৎসাহদাতা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী লোক ছিলেন, তাঁহার উৎসাহে শকুন্তলার প্রণয়ন ও তাঁহার সভায় তাহার অভিনয় হওয়াই সম্ভাবিত। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে যত বিক্রমাদিত্য ও যত কালিদাস থাকুন এই বিক্রমাদিত্যই যে সর্ব্বদেশপ্রসিদ্ধ সর্ব্বগুণসম্পন্ন বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস তাঁহার সভাসদ ছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন লোক ব্যতিরেকে কেহ অব্দ প্রচলিত করিতে পারেন না। খ্রীষ্ট ও মহম্মদ প্রভৃতির ন্যায় রাজা বিক্রমাদিত্য অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন, অতএব তাঁহার নামে অব্দ প্রচলিত হওয়া বিচারসঙ্গত। আমরা যে সম্বৎ প্রচলিত দেখিতেছি, উহা যে ঐ বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় জন্মিতেছে না। সংবৎ যদি বিক্রমাদিত্যের হইল কালিদাস যদি তাঁহার সভাপণ্ডিত হইলেন, তাহা হইলে কালিদাস দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের লোক হইলেন। বিক্রমাদিত্যের অদ্ভুত সিংহাসন ও নবরত্নের কথা সর্ব্বদেশপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। কালিদাস সেই অন্যতম রত্ন ইহাও অপ্রসিদ্ধ নয়। বিক্রমাদিত্য যে পণ্ডিত মণ্ডলীতে মণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার সভার " অভিরূপভূয়িষ্ঠা " এই বিশেষণ দেওয়াতে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে পরিজ্ঞাত হইতেছে। অভিরূপ শব্দের অর্থ পণ্ডিত, ভূয়িষ্ঠ শব্দের অর্থ বহুল। ইহার নিষ্কৃষ্ট অর্থ এই, যে সভায় বহু পণ্ডিত ছিলেন।

কালিদাস জন্ম পরিগ্রহ দ্বারা কোন্ দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, শকুন্তলা পাঠ করিয়া তাহা জানিতে পারা যায় না। কালিদাস এই নাম দ্বারা বোধ হয়, তিনি বঙ্গদেশের লোক। বঙ্গদেশেই কালিদাস হরিদাস দেবিদাস রঘুনাথ রঘুনন্দন প্রভৃতি নামের সৃষ্টি। অন্য অন্য দেশের অপেক্ষা বঙ্গদেশেই পুরাণ স্মৃতি ও তন্ত্রাদির অধিকতর প্রাদুর্ভাব ও প্রতিপত্তি। বঙ্গদেশের

লোকেরা কালী দুর্গা প্রভৃতির প্রতি যেরূপ ভক্তিমান, অন্য দেশের লোকে সেরূপ নয়। যে কোন রূপে হউক, কালী দুর্গা প্রভৃতি নামের উচ্চারণ জন্য পুণ্যলাভ হইবে, এই মনে করিয়া বঙ্গদেশের লোকেরাই পুত্রের নাম কালিদাস দুর্গাদাস প্রভৃতি এবং কন্যার নাম জয়কালী ও জয়দুর্গা প্রভৃতি রাখিয়া থাকেন। অন্য দেশের লোকে এরূপ ফাঁকি দিয়া পুণ্য লাভ করিতে শিক্ষিত অভ্যস্ত নয়। বিক্রমাদিত্যের অন্য অন্য আটটী রত্নের নাম দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে যে, কালিদাস উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বা মধ্যদেশের লোক নহেন। সে আটটী নাম এই, ধন্বন্তরি ক্ষপণক অমরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পর বরাহমিহির আর বররুচি (৪)। ইহাঁদিগের কাহারও নাম বঙ্গদেশীয়ের নামের সদৃশ নহে। অতএব স্পষ্ট অনুমান হইতেছে কালিদাস বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অলোকসামান্য প্রতিভা ও অলৌকিক কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার গুণের সমুচিত সমাদর করে, বোধ হয় তৎকালে বঙ্গদেশে এরূপ গুণগ্রাহী ও উৎসাহদাতা লোক ছিলেন না। তিনি বিক্রমাদিত্যের অসাধারণ গুণজ্ঞতাখ্যাতি শুনিয়া উজ্জয়িনীতে যান, বিক্রমাদিত্যের নিকটে পরিচিত হন, রাজা তাঁহার গুণের সমুচিত পূজা করেন এবং তাঁহাকে অন্যতর রত্ন মধ্যে পরিগণিত করিয়া লন।

নীতিশাস্ত্রকারেরা যে কহিয়াছেন,

"নমন্তি ফলিনোবৃক্ষানমন্তি গুণিনোজনাঃ।"

ফলবান বৃক্ষ ও গুণবান জন নত হন।

কালিদাসে আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি অলৌকিক কবিত্বশক্তির অধিকারী হইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে তজ্জন্য অহঙ্কারের লেশও ছিল না। তিনি অতিশয় বিনয়ী ছিলেন। শকুন্তলার সূত্রধারের মুখে তাঁহার সেই বিনয়নম্রতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সূত্রধার নটীর প্রতি প্রতিপাত্রে যত্ন বিধানের কথা বলিলে নটী বলিল, আপনি নটী নট প্রভৃতিকে সুশিক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন, অতএব কোন বিষয়ের অঙ্গহানি বা ত্রুটি হইবে না। তদুত্তরে সূত্রধার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, আর্য্যে আমি তোমাকে যথার্থ কথা কহিতেছি।

আপরিতোষাৎ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥

---

(৪) ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতোবরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নববিক্রমস্য॥

যে পর্য্যন্ত না পণ্ডিতগণের পরিতোষ জন্মিতেছে, সে পর্য্যন্ত অভিনয়-কারিদিগের শিক্ষানৈপুণ্যে বিশ্বাস জন্মিতেছে না। ভালরূপে শিক্ষিত হইলেও মনের বিশ্বাস থাকে না। পাঠক! কালিদাসের কেমন আশ্চর্য্য বিনয়গুণ দেখুন। তাঁহার লেখনী অভিজ্ঞান শকুন্তলরূপ অপূর্ব্ব পদার্থ প্রসব করিলেও পণ্ডিতগণ তাহার আদর করেন কি না, মনে মনে তাঁহার এই শঙ্কা ছিল। রঘুবংশও তাঁহার এই বিনয়গুণের প্রধান সাক্ষিস্থল। কালিদাস রঘুবংশের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেনঃ—

ক সূর্য্যপ্রভবোবংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং॥"

সূর্য্যবংশ কোথায় আর আমার এই সামান্য বুদ্ধি কোথায়। আমি মূর্খতা-বশতঃ উড়ুপ দ্বারা সাগর পার হইবার ইচ্ছা করিয়াছি।

মাদৃশ সামান্যবুদ্ধি ব্যক্তি অতি বিশাল সূর্য্যবংশ বর্ণন চেষ্টা আর ভেলায় আরোহণ করিয়া সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা তুল্য। মহাপ্রতিভাশালী হইয়াও এ কথা যিনি বলিয়াছেন, তিনি যে কেমন সুজন, তাঁহার বিনয়গুণ যে কেমন অসাধারণ, পাঠক এখন তাহা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন। ইহার পরেই কালিদাস কহিয়াছেনঃ—

" মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।
প্রাংশুগম্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

দীর্ঘবাহু দীর্ঘাকার পুরুষ বাহু দ্বারা যে ফল পাড়িতে পারে, বামন সেই ফলপ্রার্থী হইয়া উদ্বাহু হইলে যে প্রকার উপহাসাস্পদ হয়, অল্পবুদ্ধি মূর্খ আমি কবিযশঃ প্রার্থী হইয়াছি, অতএব আমিও তেমনি উপহাসাস্পদ হইব।

বোধ হয়. ইহার তুল্য কালিদাসের বিনয়যোগিতার অপর উদাহরণ হইতে পারে না।

সূত্রধার নটীকে বলিলেন, গান ব্যতিরেকে সভার প্রমোদ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি একটী গান কর। নটী জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ঋতু আশ্রয় করিয়া গান করিব। সূত্রধার বলিলেন, উপভোগক্ষম গ্রীষ্ম ঋতু সম্প্রতি প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া গান কর। এই কথা কহিয়া গ্রীষ্মকালের উপভোগযোগ্যতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত নিম্ন লিখিত বর্ণন করিলেনঃ—

সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ।
প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রাদিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ।

গ্রীষ্মকালে স্নানাবগাহনে বড় স্বচ্ছন্দ, বনের বাতাস পাটল ফুলের গন্ধে আমোদিত, ছায়ায় গেলেই নিদ্রা সুলভ হয়, এবং দিনের শেষ ভাগ রমণীয়।

শকুন্তলা উজ্জয়িনীতে অভিনীত হইয়াছিল। গ্রীষ্ম ঋতুতে উজ্জয়িনীর যে ভাব হয়, কালিদাস তাহারই বর্ণন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ঐ বর্ণন দ্বারা আমরা এই জানিতে পারিতেছি, বঙ্গদেশ আর উজ্জয়িনী উভয় এককটি বন্ধে আছে, গ্রীষ্মকালে উভয়ের তুল্য ভাব হইয়া থাকে।

শকুন্তলায় রাজা দুষ্মন্তের যে প্রকার রথের গতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে কালিদাসের সময়ে বিক্রমাদিত্যের অধিকার মধ্যে রাস্তা সকল প্রশস্ত ও উন্নত অবস্থাসম্পন্ন ছিল। রাস্তা ভাল না হইলে কখন রথ গতির এরূপ বর্ণন সম্ভবিতে পারে না; যথাঃ—

সারথি রাজাকে বলিল, আয়ুষ্মন্ দেখুন দেখুন,—

মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্ব্বকায়াঃ স্বেষামপি প্রসরতাং রজসামলঙ্ঘ্যাঃ
নিষ্কম্পচামরশিখাশ্চ্যুত কর্ণভঙ্গাধাবন্তি বর্ত্মনি তরন্তি নু বাজিনস্তে॥

আমি রশ্মি (লাগাম) ছাড়িয়া দিয়াছি, আপনার অশ্বগণ পথে দৌড়িয়া বা উড়িয়া যাইতেছে, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। দেখুন, ঘোড়ার কাণ কেমন খাড়া, শরীরের পূর্ব্বভাগ কেমন সোজা এবং অশ্বের গ্রীবায় যে চামর দেওয়া হইয়াছে, তাহার অগ্রভাগ কেমন স্থির হইয়াছে। ঘোড়া এমনি বেগে যাইতেছে যে উহার খুরোত্থিত রেণু উহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না।

রাজা ঐ কথা শুনিয়া হৃষ্ট হইয়া কহিলেনঃ—

যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং
যদর্দ্ধে বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ॥
প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়ো
র্নাম দূরে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন পার্শ্বে রথজবাৎ।

রথ এমনি বেগে যাইতেছে যে কোন পদার্থই ক্ষণকাল আমার পার্শ্বে বা দূরে থাকিতেছে না। এই আমি দূর হইতে যে বস্তু সূক্ষ্ম দেখিলাম, ক্ষণমধ্যে তাহা অতি বৃহৎ দেখাইতেছে। আবার যে বস্তু এইমাত্র এক অংশে

বিচ্ছিন্ন দেখা গেল, দেখিতে দেখিতে এত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি যে তাহার সে বিচ্ছিন্নভাব আর লক্ষিত হইতেছে না। আর, যে পদার্থ স্বভাবতঃ বক্র, তাহাও চক্ষে সমান দেখাইতেছে।

রাজা বনের সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন, দুইজন তপস্বী বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া হস্ত তুলিয়া এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, মহারাজ আশ্রমমৃগ হনন করিবেন না, হনন করিবেন না।

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক বত হরিণকানাং জীবিতং চাতিলোলং
ক্ব চ নিশিতনিপাতাবজ্রসারাঃ শরাস্তে॥
তদাশু কৃতসন্ধানং প্রতিসংহর সায়কং।
আর্ত্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং ন প্রহর্ত্তুমনাগসি।

আপনার শর বজ্রতুল্য, মৃগের জীবন অতি সামান্য, তূলরাশিতে অগ্নি পতিত হইলে যেরূপ হয়, আপনার শর ইহার শরীরে পতিত হইলে সেইরূপ ক্ষণমাত্রে ইহার জীবনকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে।

অতএব আপনি শীঘ্র শরের প্রতিসংহার করুন। আপনার শস্ত্র বিপদাপন্ন ব্যক্তির রক্ষার নিমিত্ত, নিরপরাধ ব্যক্তিকে প্রহার করিবার নিমিত্ত নয়।

এই কথা শুনিবামাত্র রাজা শরের প্রতিসংহার করিলেন।

এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষত্রিয় জাতির বিনীত ব্যবহারের এবং আশ্রমের ও আশ্রমবাসিদিগের জীবনবৃত্তের আভাস পাওয়া যাইতেছে। মানুষ সংসার পরিত্যাগ করুন, বনে গিয়া বাস করুন, আর গিরিগুহায় অবস্থিতি করুন, এককালে নিস্নেহ ও নিঃসঙ্গ হইয়া থাকিতে পারেন না। সর্ব্বপ্রকার সম্পর্কশূন্য হইয়া নির্জ্জনে একাকী থাকা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ নয়। বিধাতার সৃষ্টিরই এ প্রকার অভিপ্রায় নহে। যিনি বিধিসৃষ্টির বিরুদ্ধাচারী হইয়া সংসারপরিত্যাগী হন, তিনি যেখানে থাকুন, তাঁহাকে পশু হউক, পক্ষী হউক, অন্ততঃ কোন বৃক্ষকেও দারাপত্যস্থানীয় করিয়া কালযাপন করিতে হইবে। আমাদিগের এ বাক্য অমূলক নহে। কণ্বমুনির আশ্রমবাসিরা মৃগ ও আশ্রমতরুগুলিকে অপত্যনির্ব্বিশেষে দর্শন করিতেন। রাজা তাঁহাদিগের অন্যতর আশ্রমমৃগের বধে উদ্যত হইলে

তাঁহারা তাহার রক্ষার্থ মহাব্যগ্র হন এবং মহাব্যাকুল হইয়া রাজাকে তাহার বধব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইতে বলেন। রাজা শরপ্রহারে বিরত হইলে তাঁহাদিগের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা হস্ত তুলিয়া পুরুবংশ সদৃশ পুত্র লাভের আশীর্ব্বাদ করিলেন। আশ্রমমৃগের প্রতি তাঁহাদিগের কেমন অপত্য তুল্য স্নেহ, এতদ্দ্বারা তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। এতদ্দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে, সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া অরণ্যে বাস করিবার মতটী ভ্রান্ত মত। এ আচরণ নৈসর্গিক নয়, বিধাতা আমাদিগকে ইন্দ্রিয়বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার উপযোগী ভোগ্য পদার্থ দিয়াছেন, আমরা যদি তাহার ন্যায়ানুগত ভোগের নিরোধ করিয়া বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হই, আমাদিগের তাহাতে পাপ জন্মে সন্দেহ নাই। এই সংসারে বিষয় ভোগ ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন উভয়ই অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারে। শাস্ত্রকারেরা গৃহস্থাশ্রমের অধিকতর প্রশংসা করিয়াছেন। সংসারে ধৈর্য্যগুণ ও সহিষ্ণুতাগুণ একান্ত আবশ্যক। কতকগুলি লোকের তাহা নাই। তাহারাই ঐ প্রস্থান প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন রাজার শাসনপ্রণালীর দোষে রাজ্য মধ্যে নানাপ্রকার অত্যাচার হয়। সেই অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকে সংসারে বিরক্ত হইয়া অরণ্য আশ্রয় করিয়া থাকে, এ সিদ্ধান্তটী ভ্রান্ত সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণেরাই প্রায়শঃ সংসারত্যাগী হইয়া থাকেন। কোন হিন্দু রাজারই অধিকারে ব্রাহ্মণের প্রতি কখন অত্যাচার হয় নাই। তবে ব্রাহ্মণেরা বনবাসী হন কেন? বনে বাস করিলে অধিকতর ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হইবে, এই ভ্রান্ত বুদ্ধিই তাঁহাদিগের অরণ্য আশ্রয়ের প্রকৃত কারণ। রাজারা বনেও ব্রাহ্মণদিগের রক্ষা করিতেন। ভ্রমর শকুন্তলাকে ব্যাকুল করিলে সখীরা তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিল, তপোবন রাজরক্ষিত, অতএব তুমি রাজার শরণ প্রার্থনা কর। অনন্তর রাজা শকুন্তলার ভ্রমরবাধাজনিত কাতর বাক্য ও রক্ষা-প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেনঃ—

"কঃ পৌরবে বসুমতীং শাসতি শাসিতরি দুর্ব্বিনীতানাং।
অয়মাচরত্যবিনয়ং মুগ্ধাসু তপস্বিকন্যাসু॥

দুর্ব্বিনীতের শাসনকর্ত্তা পুরুবংশীয় রাজা পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা থাকিতে কে মুগ্ধ তপস্বিকন্যাদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ করিতেছে?

রাজা তপস্বিবাক্যে মৃগবধে বিরত হইলে পর তপস্বিদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া

রাজাকে কুলপতি কর্ণ্বের আশ্রমদর্শনের অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেনঃ—

ধর্ম্ম্যাস্তপোধনানাং প্রতিহতবিঘ্নাঃ ক্রিয়াঃ সমবলোক্য।
জ্ঞাস্যসি কিয়দ্ভুজোমে রক্ষতি মৌর্ব্বীকিণাঙ্কইতি।

আপনি তপস্বিদিগের নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত ধর্ম্ম ক্রিয়া দর্শন করিয়া জানিতে পারিবেন, আপনার জ্যাবর্ষণ জাত কিণ (জামড়ো) দ্বারা অঙ্কিত হস্ত কিরূপ রক্ষা করিতেছে।

এতদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ হইতেছে, ব্রাহ্মণেরা যে আশ্রমে ও যে অবস্থায় থাকুন, ক্ষত্রিয় জাতীয় রাজারা তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন। অতএব যাঁহারা বলেন, পূর্ব্বকার লোকেরা রাজার শাসনপ্রণালীর দোষ ও রাজার অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া সংসারত্যাগী হইতেন, তাঁহারা ভ্রান্ত কি না? এখন পাঠক একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন।

ক্রমশঃ। শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

বামদেব।

বীররসপ্রধান উপন্যাস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাচীনেরা গুরুপরম্পরায় শুনিয়া আসিয়াছেন, ১৩৯৭ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের গ্রীষ্মের মত গ্রীষ্ম বঙ্গদেশে আর কখন হয় নাই। দিবাকর দিবা দুই প্রহরের সময়ে দাবানলসদৃশ দুঃসহ কিরণজাল অগ্নিময় লৌহ-শলাকার ন্যায় জগতীতলে এমনি তীক্ষ্ণ বেগে নিক্ষেপ করিতেন যে প্রতিদিন প্রতিক্ষণেই মনে হইত, সূর্য্যদেব বিশ্ব দগ্ধ করিবার নিমিত্ত দ্বাদশাত্মরূপে উদিত হইয়াছেন, এই বার জগৎ ভস্মরাশি হইল। সকল পদার্থই অগ্নিবৎ উষ্ণ। কোন পদার্থের স্পর্শ হইলে শৈত্যানুভব করিয়া কেহ যে শরীরকে শীতল করিবেন, সে সম্ভাবনা ছিল না। যে সকল বস্তু স্বভাব-শীতল, ছায়ায় নিহিত হইত, তাহাও প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণসংযোগে এমনি তপ্ত হইত যে, তাহা স্পর্শ করিয়াও সুখলাভ হইত না। বায়ু যেন অগ্নিমাখা। বাতাস গায়ে লাগিলে গা যেন ঝলসিয়া যাইত। গ্রীষ্মকালে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কানপুর প্রভৃতি স্থানে মধ্যাহ্ন কালে লু চলিয়া থাকে। বঙ্গদেশীয়েরা

লু কাহাকে বলে কখন জানিতেন না। যদি কখন কাহার নিকট লুর গল্প শুনিতেন, লু এক প্রকার অগ্নিময় বায়ু ইহাই বুঝিতেন, কিন্তু তাহার স্বরূপ জ্ঞান হইত না। বিধাতা সে বৎসর বঙ্গদেশের বাতাসকে এমনি উষ্ণ করিয়াছিলেন যে বঙ্গবাসিরা লুর স্বরূপজ্ঞানের কতক আভাস পাইয়াছিলেন।

দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ে জীবজন্তু সকলেই অস্থির। পশুপক্ষি প্রভৃতি স্ব স্ব স্থানচ্যুত, আহারে বিরত, সকলেই কেবল ছায়া ও শীতল স্থানের অন্বেষণে ব্যগ্র। কাহার কোন বিষয়ে রুচি প্রবৃত্তি ও চেষ্টা ছিল না। অন্য কথা কি, নবানুরাগী নবযুবকেরাও নবপ্রণয়িনী নবযুবতীর সহিত রসালাপে বিরত ও তাহার কোমল অঙ্গ সেবনে বিমুখ। যে বড় প্রসিদ্ধ ঔদরিক, মিষ্টান্ন দেখিলে যাহার জিহ্বা লালাক্লিন্ন হয় ও মস্তক ঘুরিয়া যায়, তাহারও মিষ্টান্নে অরুচি। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় সকলেই ব্যজন হস্ত, ভূতলে পড়িয়া আঃ উঃ করিত। যাহারা বিষধর খল, তাহাদিগের আর উপায় ছিল না। একে তাহাদিগের অন্তরের বিষের জ্বালা, তাহার উপর ঐ নিদারুণ তাপ; তাহারা একবার ছুটিয়া জলে গিয়া পড়িত। জল তখন অগ্নিময়। জলে তাপ শান্তি না হইয়া দ্বিগুণ তাপ বৃদ্ধি হইত। সেখানে স্থির হইতে পারিত না, ছায়া আশ্রয় করিত, সেখানেও স্বচ্ছন্দ হইত না। বিধাতার কি বিচিত্র সৃষ্টিকৌশল। এ কৌশল বুঝিয়া উঠে কাহার সাধ্য? তিনি বিষধর খল জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার তাহাদিগের নিত্য দণ্ড বিধানের উপায় করিয়াও দিয়াছেন। মানুষেরও নিস্তার ছিল না। অনেককে আফ্রিকাবাসিদিগের ন্যায় ভূমধ্যে গর্ত্ত করিয়া মধ্যাহ্ন কাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল।

কেবল জঙ্গম জগতের নয়, স্থাবর জগতেরও বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। দারুণ আতপতাপে তাপিত তরু লতাদিও শুষ্কপ্রায় হইয়া হতশ্রী হয়। তাহাদিগের নবপল্লবের আর সে মনোহারিণী স্নিগ্ধ কান্তি ছিল না। নয়নের তদ্দর্শনে প্রীতিলাভ দূরে থাকুক, বরং বিরক্তি জন্মিত। যাঁহারা সক করিয়া নূতন বাগান করিয়াছিলেন, তাঁহারা বড় মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছিলেন। কেবল যে বৃক্ষগুলি শ্রীভ্রষ্ট হয়, এরূপ নয়, অনেক চারাগাছ শুকাইয়া যায়।

পাঠক! মধ্যাহ্নকাল যেরূপ ভীষণ শুনিলেন, অপরাহ্ণ সেরূপ নয়, কবিগুরু কালিদাস কহিয়াছেন, গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ণ রমণীয়। সচরাচর গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ণ সময়ে যেরূপ রমণীয়তা হইয়া থাকে, উল্লিখিত বর্ষে রমণীয়তা তদপেক্ষা অধিকতর হইয়াছিল। কবি মৃচ্ছকটিককার কহিয়াছেন নিবিড় অন্ধকারে দীপদর্শনের ন্যায় দুঃখের পর সুখের অধিকতর শোভা হইয়া থাকে। যেমন মধ্যাহ্নকালের মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড প্রতাপ, তেমনি অপরাহ্ণে তাঁহার শান্তভাব। সকল কাল সমান যায় না। অতি বাড়াবাড়ি হইলেই পতন হয়। সূর্য্যের যখন অতি উন্নতদশা, গগনের মধ্যভাগে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। সেই অভ্যুদয়ের সময়ে কোথায় তিনি স্ববিভব বিতরণ করিয়া অপরকে সুখিত করিবেন, তাহা না করিয়া তিনি স্বকিরণ দ্বারা জগৎকে মহাতাপিত করিয়া গুরুতর পাপ অর্জ্জন করিলেন। পাপী হইয়া কেহ অপতিত থাকিতে পারে না। পাপপ্রভাবে তিনি গগনতল-মধ্যগত উচ্চ সিংহাসন হইতে পতিত হইলেন; ভাবিলেন, পাপের যদি প্রায়শ্চিত্ত না করি, দেহ অপবিত্র ও চিত্ত চিরযন্ত্রণাগ্রস্ত থাকিবে। এই ভাবিয়া তিনি স্বপাপ-ক্ষালনার্থ পশ্চিম পয়োধি জলে মগ্ন হইতে চলিলেন। জল আর তাঁহার দেহ উভয়ের মধ্যে একহস্তমাত্র ব্যবধান আছে। সমুদায় স্বভাবের ভাব পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। সমীরণের আর সে উষ্ণ ভাব নাই, সাগরজলে অবগাহন করিয়া স্নিগ্ধ মূর্ত্তি হইয়া মন্দ মন্দ বহিতেছে। বিহঙ্গমগণ নিজ নীড় নিকেতনে গমনোদ্যত হইয়া পক্ষপুট সঞ্চারণ করিতেছে। সিংহশার্দ্দূলশৃগালাদি শ্বাপদগণ এক একবার সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, আর তাঁহার জলে মগ্ন হইবার কত বিলম্ব আছে তাহার পরিমাণ করিতেছে। ভুজঙ্গমগণ গর্ত্তের মধ্য হইতে প্রায় অর্দ্ধ হস্ত মুখ বাহির করিয়া দেখিতেছে, তখনও সূর্য্য জলমগ্ন হন নাই, তাহারা পুনরায় গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। পেচকেরা আহারের অন্বেষণার্থ বহির্গমনের উদ্যোগ করিতেছে। কুলটাগণ নায়কের আগমনের আকাঙ্ক্ষায় বাসগৃহ সাজাইতেছে এবং আপনারাও সজ্জিত হইতেছে। গোপগণ রজ্জুহস্তে বৎস-রোধের উপক্রম করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা সায়ন্তন সন্ধ্যাবন্দনের আয়োজন করিতেছেন। ক্রমেই সূর্য্যের রূপান্তর হইতেছে। ক্রমেই তিনি লোহিতায়মান হইতেছেন। তাঁহার সেই লোহিত আভা লাগিয়া শাখিশাখার শিরোভাগসকল যেন সিন্দুররঞ্জিত হইতেছে। এমন

সময়ে দূর হইতে দৃষ্ট হইল, প্রায় পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী বলবান পুরুষ, বৃহৎ পোত হইতে এক যুবাপুরুষকে নীবীদ্বীপে-নামাইতেছে। যুবার হস্ত পদ নিগড় দ্বারা নিবদ্ধ। যুবা অন্যমনস্ক। দেখিয়া বোধ হইল যেন গভীর চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া আছেন। যুবার অলৌকিক আকৃতি, অলৌকিক মুখশ্রী, অলৌকিক রূপলাবণ্য, অলৌকিক বলবিক্রম, অলৌকিক ভাবভঙ্গী দেখিয়া অনুমান হইতে লাগিল, বিধাতা তাঁহাকে পৌরুষের অবতার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বোধ হইল, যুবা দীর্ঘ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তাঁহার মুখে বিষণ্ণ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে; কিন্তু সেই বিষণ্ণতার মধ্য হইতে তাঁহার স্বাভাবিক সুশ্রীকতাজ্ঞানের লেশমাত্র বিঘ্ন জন্মিতেছে না। মধুর আকৃতির কি অপূর্ব্ব গুণ! সেই বিষণ্ণ ভাব তাঁহার মুখের শোভাকে অধিকতর চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছে। রসভাবদীক্ষাগুরু কবি কালিদাস সত্য কথাই বলিয়াছেনঃ—

"কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাং।"

মনোহর আকৃতির কি না শোভার কারণ হয়।

যুবার ওষ্ঠ দুটী যেন বিদ্রুমে নির্ম্মিত, নয়নদ্বয় যেন পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে; ভ্রূযুগল কর্ণান্তগামী; নাসিকা দীর্ঘ, কিন্তু ঈষৎ স্থূল, মধ্যে কিঞ্চিন্নিম্ন, ললাট উন্নত ও প্রশস্ত; ভ্রমরকান্তি কেশগুচ্ছ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, বোধ হইতেছে যেন ছিন্ন ভিন্ন মেঘমালা অষ্টমীচন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া আছে; বাহুযুগল ও উরুদ্বয় করিশুণ্ডসদৃশ, পীন ও ক্রমশঃ বর্ত্তুল, যুবার বয়স সতর বৎসরের অধিক নয়। শ্মশ্রুরাজির ঈষন্মাত্র রেখার উদয় হইয়াছে। কিন্তু শরীর সতর বৎসরের মত দেখাইতেছে না। চৌত্রিশ বৎসর-বয়স্ক বলবান্ পুরুষেরও সে প্রকার আকার হয় না। যুবা প্রায় চারি হাত দীর্ঘ। বর্ণ গৌর। দেখিলে বোধ হয় গা দিয়া রক্ত যেন ফাটিয়া পড়িতেছে।

অস্ত্রধারী পুরুষেরা যুবাকে দ্বীপে অবতারিত করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া গেল এবং পরস্পর পরামর্শ আরম্ভ করিল। মহারাজ-জীর আজ্ঞা পায়ের বেড়ী ও হাতের হাতকড়ি কাটিয়া দিতে হইবে। কিন্তু কে কাটিয়া দেয়। কেহই সাহস বাঁধিতে পারিতেছে না। ব্যাঘ্রের শৃঙ্খল কাটিয়া দেওয়া সহজ, কিন্তু যুবার নিগড় ভগ্ন করিয়া দেওয়া কেহ সহজ ভাবিতেছে না। তুমি যাও,

তুমি যাও, বলিয়া পরস্পর বিরোধ আরম্ভ করিল। শেষে এক বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া যুবার সমীপতরবর্ত্তী হইল।

বৃদ্ধের বয়ঃক্রম ষাটি বৎসরের ন্যূন নহে। তাহার শরীর স্থূলও নয়, কৃশও নয়। তখনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বিলক্ষণ সবল বলিয়া বোধ হইল। বৃদ্ধ যৌবনকালে যে একজন ব্যায়ামশীল বলবান পুরুষ ছিলেন, তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সে পরিচয় দিয়া দিতে লাগিল। তাঁহার মুখ ঘোরাল; নাসিকা স্থূল, চক্ষু উৎফুল্ল; ললাট সঙ্কীর্ণ; একটীও দন্ত বিগলিত হয় নাই; কিন্তু সমুদয় চুল পাকিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধের বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া বোধ হইতেছিল, যেন পাণ্ডব পোড়া মাটির উপরে কেশে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, বৃদ্ধের কফো ধাতু, তাই কেশপাশ ও শ্মশ্রুরাজি তত শুভ্র হইয়াছিল, নতুবা সচরাচর তাহার বয়সের লোকের কেশপাশে তেমন সর্ব্বশুভ্রতা লক্ষিত হয় না।

বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, যুবক হতাশ হইও না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর; ধৈর্য্যই এ সংসারে সুখী হইবার প্রধান সাধন। অধীর পুরুষ কখন এ সংসারে সুখী হইতে পারে না। মহারাজজী আজ্ঞা দিয়াছেন, তোমাকে তিন মাস কাল এই নির্জ্জন দ্বীপে বাস করিতে হইবে। তাহার পর নিঃসংশয় তোমার দুঃখের অবসান হইবে। মহারাজজী তোমার আকার প্রকার ভাবভঙ্গী বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তুমি যে একটী অলোক সাধারণ বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তিনি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব হইলে তোমার বাঞ্ছনীয় ফল অনায়াস-লভ্য হইবে। তুমি আর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার কোপভাজন হইও না। আমরা মহারাজজীর হৃদয়ের ভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তোমার সহিত মৈত্রীবন্ধনে তাঁহার বিলক্ষণ ইচ্ছা জন্মিয়াছে। কিন্তু অগ্রে তোমার এই দ্বীপবাসরূপ দণ্ডবিধান ব্যতিরেকে সে মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার নিয়ম এই, অপরাধী ব্যক্তি যে প্রকার পদস্থ হউন, যে প্রকার গুণশালী হউন, তিনি তাহার অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান করিবেন। তাঁহার প্রায় পুরুষের নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃকাল পূর্ণ হইতে চলিল, কিন্তু কখন তিনি ঐ নিয়মের রেখামাত্র ব্যতিক্রম করেন নাই। ঐ চাহিয়া দেখ, পর্ব্বতের চূড়ার উপর একটী কুটীর দেখা যাইতেছে। উহাই এই তিন মাস কাল

তোমার আশ্রয় ও বাসগৃহ হইবে। জগদীশ্বর তোমাকে হস্তপদ ও বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন, তুমি আপনার আহার সামগ্রী আপনি সংগ্রহ করিয়া লইবে। এখানে ব্যাঘ্র ভল্লূকাদি অনেক হিংস্র জন্তু আছে, তাহাদিগের হস্ত হইতেও তোমাকে বুদ্ধি ও বাহুবলে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। এই দেখ সান্ধ্য জলদগণ গগন পশ্চিম ভাগের লোহিত আভায় রঞ্জিত হইয়া কেমন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে? সায়ন্তন শিশির পাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পক্ষিগণ সন্ধ্যাব্যঞ্জক কূজন ধ্বনি করিয়া নিজ নিজ নীড়ে নিলীন হইতেছে। প্রদোষকালের মন্দ সমীরণ ধীরে ধীরে আসিয়া কাণে কাণে যেন বলিয়া দিতেছে, তোমরা আর বিলম্ব করিও না, হিংস্র জন্তুগণ আহারান্বেষণার্থী হইয়া নিজ নিজ বাসস্থানের পরিত্যাগে উন্মুখ হইয়াছে। এই পূর্ব্বদিকে চাহিয়া দেখ, দ্বিজরাজ গগনপ্রাঙ্গণে আপনার আসন স্থাপন করিয়াছেন, আর আমরা বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। এই বলিয়া বৃদ্ধ নীরব হইলেন। তাঁহার চারি জন সহচর সত্বর অগ্রসর হইয়া যুবার হস্ত ও পদের নিগড় ভগ্ন করিয়া দিল। যুবা একবার মাত্র বৃদ্ধের নয়নে নিজ নয়ন নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু মৌনব্রত ভঙ্গ করিলেন না। তিনি পুনরায় অন্যমনস্ক হইলেন এবং গভীরতর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। বৃদ্ধ সহচরসমভিব্যাহারে পোতে আরোহণ করিলেন।

পোত বায়ুভরে উত্তরাভিমুখে চলিল। বৃদ্ধ যুবার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। যে পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলিল, তিনি দেখিলেন, যুবা সেই পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্ক ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন, সমুদ্রকূলে নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া আছেন।

যুবা অনেকক্ষণ সেই স্থানে সেই ভাবে থাকিয়া সাগরতরঙ্গের রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মনে অন্য চিন্তা ছিল না। তিনি কেবল এই ভাবিতে লাগিলেন, সমুদ্র অগাধ অপরিচ্ছিন্ন মহামহিমশালী, কিন্তু তাহার এমন কাপুরুষবৎ কাজ কেন? সমুদ্র মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে; তরঙ্গরূপ দীর্ঘ বাহু দ্বারা তটে ঘোরতর আঘাত করিতেছে, ক্রোধে ফেন বমন করিতেছে; কিন্তু তীরের কণামাত্র বালুকা উৎখাত করিতে না পারিয়া বিমুখ হইয়া যাইতেছে; পুনরায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে, পুনরায় সেই দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। ক্রোধ হইলে কাপুরুষেরা

যে প্রকার ব্যবহার করে, যুবা সমুদ্রে সম্পূর্ণ সেই কাপুরুষ ব্যবহার দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, জগৎ বিশেষতঃ বঙ্গদেশ এইরূপ কাপুরুষেই পূর্ণ। অধিকাংশেরই সার নাই। অধিকাংশ লোকই পশুবৎ আহার নিদ্রা মৈথুনে জীবন যাপন করিয়া কেবল পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করিতেছে। মানুষের ঈশ্বর সম্বন্ধে আত্মসম্বন্ধে পরিবার সম্বন্ধে প্রতিবেশি সম্বন্ধে স্বদেশ সম্বন্ধে অনেকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, যাহারা সে সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া জড়পদার্থের ন্যায় অলস ও অবশ ভাবে কেবল আহার নিদ্রায় কাল ক্ষেপ করে, তাহাদিগের মনুষ্যজন্ম বিড়ম্বনা মাত্র। কোন সুরসিক ব্যক্তি ঈদৃশ অপদার্থকে দেখিয়াই উপহাস করিয়া বলিয়াছেন "দ্বিপদোঽপি চতুষ্পদঃ।" বঙ্গদেশে এ বাক্যের সার্থকতা উপপত্তিসহ সম্পূর্ণ সাধিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে এই চতুষ্পদ দ্বিপদের অভাব নাই। কবে যে বঙ্গদেশীয়েরা মানুষের মত হইবেন, কবে যে তাঁহারা স্বকর্ম্মক্ষম হইবেন, কবে যে তাঁহারা স্বাধীনতারসজ্ঞ ও স্বাধীন শাসন প্রণালীর মর্ম্মজ্ঞ হইবেন, কবে যে বঙ্গদেশের দুর্দ্দশা ঘুচিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এই বলিয়া যুবা দীর্ঘতর নিশ্বাস ফেলিলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুজলে পূর্ণ হইল। তখন প্রায় ছয় দণ্ড রাত্রি। নিশাপতি নভোমণ্ডলের চতুর্থ ভাগ আক্রমণ করিয়া সুশীতল করজাল বিস্তার করিতেছেন, একে নীবাদ্বীপ বালুকাময় স্থান, স্বভাবতঃ শুক্ল, তাহার উপরে জ্যোৎস্না পতিত হইয়া তাহার শুভ্রতার দ্বিগুণতর বৃদ্ধি করিয়াছে। অতি দূরস্থ বস্তুরও সর্ব্ব অবয়ব সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। এমন সময়ে পূর্ব্বদিকে একখানি মেঘ উঠিল, মেঘ ক্রমে নিবিড় হইতে লাগিল; ক্রমে তাহার বর্ণ ঘোর নীল হইয়া উঠিল; চন্দ্রমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল; অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত হইল: আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, অন্য কথা কি? আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গও দৃষ্টিগোচর হয় না। হঠাৎ উত্তর দিক হইতে প্রবল বাত্যা উত্থিত হইল, দ্বীপের বালুকা রাশি বেগে উড়িয়া গগনতল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যুবার সমুদায় অবয়ব বালুকাতে পূর্ণ হইয়া গেল। মুখ নাসিকাদি এরূপ রুদ্ধ হইল। যে তাঁহার নিশ্বাস নিক্ষেপ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহার পরক্ষণেই মুষল ধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। ঘন ঘন অশনি ধ্বনি হইতে লাগিল। বজ্রের কড় কড় শব্দে শ্রবণ বিবর বধির হইয়া গেল। মেঘের উদয় দেখিয়া সৌদামনী সহর্ষে নৃত্য আরম্ভ করিল। সাগরও দেখাদেখি তরঙ্গরূপ দীর্ঘ বাহু উত্তোলন করিয়া

নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল এবং মেঘের গভীর গর্জ্জনকে পরাভব করিবার অভিপ্রায়েই যেন ঘোরতর গর্জ্জন আরম্ভ করিল।

বাহিরে নৈসর্গিক পদার্থসমূহের এইরূপ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম, সাগরতরঙ্গ বেগে আসিয়া যুবার চরণতলে আস্ফালন করিতেছ, বরুণদেব যুবার শরীরে তীক্ষ্ণতর সম্পাত প্রহার করিতেছেন এবং পবন ক্ষণে ক্ষণে দৃঢ়তর আঘাত করিয়া যুবার শরীরের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতেছেন ; ওদিকে যুবার অন্তরেও চিন্তা ও ভাব সমূহের মহাসংগ্রাম। সাগর তরঙ্গের ন্যায় একটী চিন্তাতরঙ্গের পর আর একটী চিন্তা তরঙ্গ উত্থিত হইয়া পরস্পরকে আঘাত করিয়া যুবার হৃদয় বিলোড়িত করিয়া তুলিতেছে। দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল ; দিক প্রসন্ন হইল, গগনতল সাধুহৃদয়ের ন্যায় নির্ম্মল হইল ; কুমুদিনীনায়ক পুনঃ প্রকাশ পাইলেন, তাঁহার অমৃতময় কিরণ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

অতঃপর যুবা খিদ্যমান মনে ধীরে ধীরে নির্দ্দিষ্ট কুটীরের অভিমুখে চলিলেন। তাঁহার হস্তে কেবল একখানি তীক্ষ্ণতর তরবারি শোভা পাইতেছিল। আর কোন সম্বল ছিল না। মহারাজজীর অনুচরেরা যখন কর-হইতে ঐ করবাল গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়, যুবা তখন অতিশয় অনিচ্ছা এমন কি বিরক্তভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মহারাজজী যুবার আকৃতি প্রকৃতি দর্শনে তাঁহার প্রতি পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। অতএব তিনি তাঁহার অনিচ্ছা দর্শনে তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া অনুচরগণকে তরবারি গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া দেন।

যুবার এক্ষণকার আবাসভূত দ্বীপটী উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ, প্রায় দুই ক্রোশ; পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রশস্ত, এক ক্রোশের অধিক হইবে না। প্রায় শত হাত উচ্চ একটী পর্ব্বত দ্বীপের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তে গমন করিয়াছে। যাঁহারা পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে অবতারিত হন, তাঁহারা ঐ পর্ব্বতকেই দ্বীপের উত্তর সীমা মনে করেন, আবার যাঁহারা উত্তর পার্শ্বে উপনীত হন তাঁহারা পর্ব্বতটীকে দ্বীপের দক্ষিণ সীমা মনে করিয়া থাকেন। পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বেরই সম্মুখভাগ শ্বেত বালুকাময়। বরাবর ধূধূ করিতেছে। একটীও ফলবান বা পুষ্পবান বৃক্ষ নয়নগোচর হয় না। কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী কণ্টকাকীর্ণ গুল্ম দৃষ্টিপথে পতিত হয়। পর্ব্বতটী ভূভেদ করিয়া নূতন উত্থিত

হইয়াছে। আজিও তাহার প্রস্তর সকল কঠিন নিবিড় দৃঢ় দুর্ভেদ্য হইয়া বিপক্ক হয় নাই। উহাতে মৃত্তিকার ভাগই অধিক। সমকটিবন্ধে যে সমস্ত তরুলতাদি সচরাচর জন্মিয়া থাকে, শৈলের উপরিভাগে ভূরি পরিমাণে তাহা বিরাজমান আছে। কোন স্থানে আম কোন স্থানে জাম কোন স্থানে নাগনা কোন স্থানে লটকা কোন স্থানে বেল কোন স্থানে নারিকেল কোন স্থানে পেয়ারা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া আছে। ভোগ করিবার লোক নাই।

কুটীরটী পর্ব্বতের এক ভৃগুর উপরে নির্ম্মিত। প্রথম উপত্যকার মধ্য দিয়া তথায় উঠিবার একটী মাত্র পথ আছে। সে পথ এমনি সঙ্কীর্ণ যে এক জন স্থূলকায় পুরুষ অতি কষ্টে উঠিতে পারে। যুবা কুটীরের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, একটী বৃক্ষের পত্রের ভিতর দিয়া চন্দ্রের কিরণ নিপতিত হইয়াছে, তাহার সহিত দীপালোক মিশ্রিত হইয়াছে। যুবা দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন এই নির্জ্জন দ্বীপে কিরূপে দীপালোকের সম্ভাবনা। পার্শ্বে চাহিয়া দেখেন, উপবীতধারী গৌরবর্ণ এক পুরুষ কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান আছে। সেই পুরুষ পথপ্রদর্শক হইয়া যুবাকে কুটীর মধ্যে লইয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ কিরূপে সেখানে আইলেন? কেনই বা আসিয়াছেন? কোন জাতীয় ব্রাহ্মণ? কত দিন তিনি সেখানে আছেন? তাঁহার নাম কি? যুবা এই সকল প্রশ্ন করিলেন। ব্রাহ্মণ কোন কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন না, কেবল এই মাত্র উত্তর দিলেন, তাঁহার নাম হারীতনাথ, উপাধি চট্টোপাধ্যায়।

যুবা কুটীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, কুটীরের দুই পার্শ্বে দুটী শয্যা পাতিত আছে এবং খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত রহিয়াছে। যুবা আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া শয্যাতল আশ্রয় করিলেন। অতিশয় পরিশ্রান্ত ছিলেন, ক্ষণমধ্যে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। রাত্রিবৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারিলেন না। প্রাতঃকালে বিহঙ্গমগণের কল কল রবে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। জাগরিত হইয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ সেখানে নাই, কুটীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে। যুবা মনে করিলেন, ব্রাহ্মণ বাহিরে গিয়াছেন, এখনই আসিবেন। ক্রমে এক দণ্ড দুই দণ্ড চারিদণ্ড অতীত হইল। কিন্তু ব্রাহ্মণ আসিলেন না। তাহার পর যুবা কুটীরের বাহিরে গেলেন, এবং পর্ব্বতের এক উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তিনি সাগরের তদানীন্তন শোভা সন্দর্শন করিয়া একান্ত মোহিত হইলেন। মরকতসদৃশ সাগরসলিলে পদ্মরাগসদৃশ অরুণকিরণ নিপতিত হইয়াছে। তরঙ্গসকল যেন উত্তাল হইয়া পরম রঙ্গে নৃত্য করিতেছে। মানুষের মন প্রতিক্ষণেই নূতন চায়। কিয়ৎক্ষণ সাগর শোভা সন্দর্শন করিয়া তাহাতে বিতৃষ্ণা জন্মিল। তাঁহার নয়ন যুগল প্রীতিকর অপর পদার্থের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। তিনি একে একে পর্ব্বতের সমুদায় পদার্থ দর্শন করিলেন। ক্রমে সকল পদার্থেই তাঁহার চিত্ত বীতস্পৃহ হইল।

তিনি কিরূপে তিন মাস কাল সেই নির্জ্জন দ্বীপে অতিবাহিত করিবেন, এখন এই চিন্তা তাঁহার চিত্তকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তিনি পূর্ব্ব অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার যত তারতম্য করিলেন, ততই তাঁহার কষ্ট বাড়িতে লাগিল। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমার কারাবরোধ ইহার অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট ছিল। আমি বন্দীদিগকে অনেক বিষয়ে সদুপদেশ দিয়াছি, পাপের প্রতি তাহাদিগের বিদ্বেষ জন্মাইয়াছি, অনেকে কারাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আর কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তাহাদিগের প্রতিজ্ঞা কেবল বাঙ্‌মাত্রে পর্য্যবসিত নয়, কার্য্যেও পরিণত হইবে, তাহা স্পষ্ট বোধ হইয়াছে. অনেকে স্বাধীন শাসনপ্রণালীর মর্ম্ম বুঝিয়াছে, যে রীতিতে এ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত, তাহাও আমি তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছি। এখানে কাহাকে সে সকল শিক্ষা দিব? দুর্ব্বার ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি এখানকার প্রতিবেশী।

যুবার কারাবাস অপেক্ষাও এই নির্জ্জন বাসকে যে অধিকতর ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইবে, তাহা বিচিত্র নয়। একে মানুষ স্বজাতিসহবাস বিনা থাকিতে পারে না, তাহাতে যুবার চিরপরিচিত পরম প্রেমাস্পদ বন্ধু বান্ধবের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাহার উপর আবার তাঁহার প্রিয়তম স্বাধীন শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন চেষ্টার ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। তবে মানুষের সকল অবস্থাতেই সুখ দুঃখে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। এই বলিয়া যুবা সময়ে সময়ে মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

যুবা এক দিবস পর্ব্বতের পাদদেশে পাদপতলে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, অতিদূরে দেখিতে পাইলেন, একটা বৃহৎ ব্যাঘ্র এক হরিণ শাবকের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে; হরিণশিশু প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে নক্ষত্র-

বেগে পলাইতেছে; নিমেষ মধ্যে আসিয়া যুবার চরণ তলে নিপতিত হইল, ব্যাঘ্রও তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবা অমনি ব্যাঘ্রের সম্মুখের দুটী পা ধরিয়া উচু করিয়া তুলিলেন। ব্যাঘ্র পশ্চাতের পায়ে ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইল। যুবা নিজ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাকে এমনি ভাবে ধরিলেন যে, তাহার আর গতিশক্তি রহিল না। সে যে দংশন করিবে, সে পথও ছিল না। ব্যাঘ্র কেবল ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে অনবরত বৃহৎ লাঙ্গূলের আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার নয়নদ্বয় হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল এবং তাহার ঘোর গর্জ্জন শব্দে পর্ব্বতের গুহাসকল যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। ব্যাঘ্র নিজ বিক্রম প্রকাশ করিয়া যুবাকে দংশন করিবার বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিন্তু অবগ্রহহত কৃষকের শস্যবপনচেষ্টার ন্যায় বিফল হইয়া গেল। সে বহুক্ষণ এইরূপে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। তাহার মুখে গাঁজা ভাঙ্গিতে লাগিল, যুবা তাহাকে উত্তান করিয়া ফেলিয়া দিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ অসি নিষ্কোষ করিয়া তাহার মস্তক চ্ছেদন করিলেন। তাহার পর হরিণশিশুকে কক্ষে করিয়া নির্ঝরপার্শ্বে লইয়া গেলেন, এবং তাহার মুখে বিমল বারি প্রদান করিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিলেন।

তিনি যখন হরিণ শিশুকে নির্ঝরপার্শ্বে লইয়া যান, তখন বিস্ময়াপন্ন মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমি এই জনশূন্য অরণ্যে বাস করিতেছি, এখানেও দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার! কিন্তু পশুর এ অত্যাচার মার্জ্জনীয়। বিধাতা ইহাদিগের পরস্পর খাদ্য খাদক সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। মাংস বিনা ব্যাঘ্রের অন্য খাদ্য নাই। বিধাতা তাহাকে প্রবল জিঘাংসা বৃত্তিও দিয়াছেন। যে পশু তাহার ভক্ষ্য, তদ্দর্শন মাত্র সেই বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে। তাহার মানুষের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেচনা শক্তি নাই। সুতরাং সে সেই জিঘাংসাবৃত্তির একান্ত পরবশ হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষের অত্যাচার মার্জ্জনীয় হয় না। বিধাতা মানুষকে বিবেচনা শক্তি দিয়াছেন এবং ন্যায়ান্যায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রবলেরা যদি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখে, স্পষ্ট বুঝিতে পারে, দুর্ব্বলেরা তাহাদিগের অত্যাচার নিমিত্ত সৃষ্ট হয় নাই। মানুষ মানুষের কার্য্যসহায়; পরস্পর পরস্পরের উন্নতির মূল। দুর্ব্বলেরা প্রবলের

অত্যাচারবলে যদি জগৎ হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়া যায়, প্রবলকেও উৎসন্ন হইতে হয় সন্দেহ নাই। দুর্ব্বলেরা উন্নত হইয়া উঠিলে প্রবলের অধিকতর উন্নতি হয়, বলগর্ব্বিত মূঢ়েরা তাহা বুঝিতে পারে না।

একদিন যুবা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উত্থিত হইয়া দেখিলেন, পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে যেমন, উত্তরাংশেও তেমনি বালুকাময় প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ক্রমে পর্ব্বতের উত্তর পৃষ্ঠে নামিতে লাগিলেন। আর দশ পনর হাত নামিলে নীচে নামিতে পারেন, এমন সময়ে দেখিলেন একটা বৃহৎ ব্যাঘ্র বেগে একটী স্ত্রীলোককে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি এক লম্ফ প্রদান করিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং ব্যাঘ্র ও স্ত্রীলোক উভয়ের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া করাল করবালের আঘাতে ব্যাঘ্রকে ভূতলশায়ী করিলেন। দেখিলেন, স্ত্রীলোকটী মূর্চ্ছিত, সংজ্ঞাশূন্য, তাহার অঙ্গসকল শীতল অবশ ও জড় হইয়া গিয়াছে। যুবা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন চেষ্টা আরম্ভ করিলেন; মুখ নাসিকাদি সর্ব্ব অঙ্গে সুশীতল নির্ঝর বারি নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বস্ত্র দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন। অনেক শুশ্রূষাদি করিলেন, কিছুতেই মোহনিদ্রাভঙ্গ হইল না, শরীরের শীতলতাও দূরীভূত হইল না। শেষে তিনি রমণীকে বক্ষে লইয়া আপনার মুখনাসিকাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা তাহার মুখ নাসিকাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চাপিতে লাগিলেন। প্রায় চারি দণ্ড পরে তাহার শরীর উষ্ণ ও চৈতন্য হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, হঠাৎ বোধ হইল, তিনি যেন অনঙ্গদেবের বক্ষে শয়ন করিয়া আছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কিছু বলেন, এরূপ ইচ্ছা হইল, কিন্তু লজ্জায় কণ্ঠরোধ হইল, নয়নদ্বয় পুনরায় মুদ্রিত হইয়া গেল। যুবা তাঁহার মুখনাসিকাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি একে একে যত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাকে দেবী বলিয়া ভ্রম জন্মিতে লাগিল।

ক্রমশঃ শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

মনুসংহিতা।

ভৃগু ধর্ম্মের মূল ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠানযোগ্য দেশাদির উল্লেখ করিয়া সম্প্রতি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাং।
কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ ॥ ২৬।

বেদোক্ত শুভমন্ত্রপূত কর্ম্ম দ্বারা দ্বিজাতির গর্ভাধানাদি শরীর সংস্কার করিবে। এই শরীর সংস্কারদ্বারা পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। পাপক্ষয় হইলে ইহ লোকে বেদাদির অধ্যয়নে এবং পারলৌকিক মঙ্গলার্থ যাগাদির অনুষ্ঠানে অধিকার জন্মে।

উপরে শরীর সংস্কারের যে কর্ত্তব্যতা বিধান করা হইল, তাহার কারণ কি? কোন্ পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত শরীরসংস্কার আবশ্যক, এক্ষণে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্মচৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনোদ্বিজানামপমৃজ্যতে। ২৭ ॥

পিতার রেতোদোষ ও অশুচি মাতৃগর্ভ বাস নিবন্ধন দ্বিজাতির যে অপবিত্রতা জন্মে, গর্ভাধানক্রিয়া জাতকর্ম্ম চূড়াকরণ ও উপনয়ন দ্বারা তাহার শান্তি হইয়া থাকে।

স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ। ২৮ ॥

বেদাধ্যয়ন, মধুমাংসাদিপরিত্যাগরূপ নিয়ম, সায়ংপ্রাতঃকালীন হোম, ত্রৈবিদ্য নামে ব্রত, ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় দেবর্ষিপিতৃতর্পণ, গৃহস্থাবস্থায় পুত্রোৎপাদন, ব্রহ্মযজ্ঞাদি পাঁচটী মহাযজ্ঞ ও জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ দ্বারা এই শরীর ব্রহ্মপ্রাপ্তিযোগ্য হয়।

মনুর মতে কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কেবল ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না।

প্রাঙ্ নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে।
মন্ত্রবৎ প্রাশনঞ্চাস্য হিরণ্যমধুসর্পিষাং। ২৯ ॥

পুরুষের জাতকর্ম্ম নামে সংস্কার নাভিচ্ছেদনের পূর্ব্বে হইয়া থাকে। ঐ সময়ে স্বগৃহ্যোক্ত মন্ত্র দ্বারা হিরণ্য মধু ও ঘৃত প্রাশন করাইতে হয়।

নামধেয়ং দশম্যান্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ।
পুণ্যে তিথৌ মুহূর্ত্তে বা নক্ষত্রে বা গুণান্বিতে ॥ ৩০ ॥

জন্মদিন হইতে গণনা করিয়া দশম অথবা দ্বাদশ দিবসে অথবা প্রশস্ত তিথি শুভ মুহূর্ত্ত ও গুণবৎ নক্ষত্রে শিশুর নামকরণ কবিবে।

শঙ্খ বচনে অশৌচান্তে নামকরণ ব্যবস্থা আছে, টীকাকার কুল্লূকভট্ট সেই বচনের সহিত একবাক্য করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মূলে যে দশম পদ আছে, তাহার অর্থ একাদশ দিবস। যদি ঐ একাদশ ও দ্বাদশ দিবসে নামকরণ না হয়, প্রশস্ত তিথি নক্ষত্রাদি দেখিয়া নাম করণ করিবে।

মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতং।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতং। ৩১ ॥

ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক ক্ষত্রিয়ের বলসূচক বৈশ্যের ধনজ্ঞাপক এবং শূদ্রের দীনতাব্যঞ্জক নাম রাখিবে।

শর্ম্মবৎ ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ রাজ্ঞোরক্ষাসমন্বিতং।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতং। ৩২ ॥

ব্রাহ্মণাদির নামের পর শর্ম্ম রক্ষা পুষ্টি প্রেষ্যতাবাচক উপাধি হইবে। ব্রাহ্মণের নাম ও উপাধি যথা—শুভশর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বলবর্ম্মা, বৈশ্যের বসুভূতি এবং শূদ্রের দীনদাস।

কুল্লূকভট্ট যমবচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন, শর্ম্মা ও দেব এই দুই উপাধি ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের উপাধি বর্ম্মা ও ত্রাতা, বৈশ্যের ভূতি ও দত্ত এবং শূদ্রের দাস এই উপাধি রাখিবে।

স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূরং বিস্পষ্টার্থং মনোহরং।
মঙ্গল্যং দীর্ঘবর্ণান্তমাশীর্ব্বাদাভিধানবৎ। ৩৩ ॥

স্ত্রীলোকের এমন নাম রাখিবে যে সুখে উচ্চারণ করা যায়, ক্রূরার্থবাচক না হয় এবং স্পষ্টার্থ শ্রবণমনোহর মঙ্গলবাচক দীর্ঘস্বরান্ত ও আশীর্ব্বাদবাচক শব্দ যুক্ত হইবে। যথা—যশোদা দেবী ইত্যাদি।

চতুর্থে মাসি কর্ত্তব্যং শিশোর্নিষ্ক্রমণং গৃহাৎ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে। ৩৪ ॥

জন্ম মাস হইতে গণনা করিয়া চতুর্থ মাসে বালককে সূতিকাগার হইতে বাহির করিয়া সূর্য্যদর্শন করাইবে। ষষ্ঠমাসে অথবা যাহার যে কুলাচার আছে তদনুসারে অন্নপ্রাশন দিবে।

চূড়াকর্ম্ম দ্বিজাতীনাং সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মতঃ।
প্রথমেঽব্দে তৃতীয়ে বা কর্ত্তব্যং শ্রুতিচোদনাৎ। ৩৫ ॥

শ্রুতিতে আছে দ্বিজাতিগণের চূড়াকর্ম্ম প্রথম বর্ষে অথবা তৃতীয় বর্ষে হইবে।

গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নং।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞোগর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥ ৩৬॥

গর্ভবর্ষ হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের, একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যের উপনয়ন দিবে।

ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞোবলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে॥ ৩৭॥

উপরে ব্রাহ্মণের গর্ভাষ্টমে উপনয়নের বিধি দেওয়া হইল কিন্তু ব্রাহ্মণের যদি অধিকতর ব্রহ্মতেজের কামনা করা হয়, গর্ভপঞ্চমে; ক্ষত্রিয়ের যদি অধিকতর হস্ত্যশ্বরথপাদাতাদি বলের প্রার্থনা করা হয় গর্ভষষ্ঠে এবং অধিকতর কৃষ্যাদির বাসনা করিলে বৈশ্যের গর্ভাষ্টমে উপনয়ন দিবে।

এক্ষণে উপনয়নের গৌণকালের কথা বলা হইতেছে।

আ ষোড়শাৎ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আ দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরা চতুর্ব্বিংশতের্ব্বিশঃ॥ ৩৮॥

ষোল বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের, বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের এবং চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বৈশ্যের উপনয়ন হইতে পারে।

যমের মতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়ন কাল।

অতউর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতাব্রাত্যাভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥ ৩৯॥

ইহার পর অর্থাৎ ষোড়শ দ্বাবিংশ ও চতুর্ব্বিংশ বৎসরের পর যদি উপনয়ন না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিনই পতিত ও শিষ্টজনবিনিন্দিত হয়। তখন ইহাদিগের ব্রাত্য নাম হইয়া থাকে।

নৈতৈরপূতৈর্ব্বিধিবদাপদ্যপিহি কর্হিচিৎ।
ব্রাহ্মান্ যৌনাংশ্চ সম্বন্ধান্নাচরেৎ ব্রাহ্মণঃ সহ॥ ৪০॥

এই ব্রাত্যেরা যদি বিধিবৎ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কৃতোপবীত না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ আপদ কালেও ইহাদিগের সহিত অধ্যাপন ও কন্যাদানাদি সম্বন্ধ করিবে না।

কার্ষ্ণরৌরববাস্তানি চর্ম্মাণি ব্রহ্মচারিণঃ।
বসীরন্নানুপূর্ব্ব্যেন শাণক্ষৌমাবিকানি চ॥ ৪১॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ব্রহ্মচারী ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণমৃগ রুরুমৃগ ও ছাগচর্ম্মের

উত্তরীয় করিবে এবং শণ ক্ষুমা ও মেষলোম নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিবে।

মৌঞ্জী ত্রিবৃৎ সমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বী জ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী। ৪২ ॥

ব্রাহ্মণের শরমুঞ্জের, ক্ষত্রিয়ের ধনুকের ছিলার এবং বৈশ্যের শণতন্তুর মেখলা করিবে। মেখলা সমান গুণত্রয়বিশিষ্ট হইবে।

মুঞ্জালাভেতু কর্ত্তব্যাঃ কুশাশ্মান্তকবল্বজৈঃ।
ত্রিবৃতা গ্রন্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা ॥ ৪৩ ॥

মুঞ্জাদির যদি অলাভ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদি ব্রহ্মচারিরা ক্রমান্বয়ে কুশের অশ্মান্তক তৃণের ও বল্বজ তৃণের মেখলা করিবে। মেখলা সমান গুণত্রয়বিশিষ্ট হইবে, কিন্তু গ্রন্থি কুলাচারানুসারে এক হউক তিন হউক আর পাঁচ হউক, হইবে।

কার্পাসমুপবীতং স্যাৎ বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞোবৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকং ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণের কার্পাস সূত্রের, ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রের এবং বৈশ্যের মেষলোমের উপবীত হইবে। উপবীত সমান গুণত্রয়বিশিষ্ট ও দক্ষিণাবর্ত্তিত হইবে।

ব্রাহ্মণোবৈল্বপালাশৌ ক্ষত্রিয়োবাটখাদিরৌ।
পৈলবোদুম্বরৌ বৈশ্যোদণ্ডানর্হন্তি ধর্ম্মতঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্রাহ্মণ বেলের হউক আর পলাশের হউক, ক্ষত্রিয় বটের হউক আর খদিরের হউক, বৈশ্য পিলুর হউক আর উদুম্বরের হউক দণ্ড ধারণ করিবে।

কেশান্তিকোব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ কার্য্যঃ প্রমাণতঃ।
ললাটসম্মিতোরাজ্ঞঃ স্যাত্তু নাসান্তিকোবিশঃ ॥ ৪৬ ॥

ব্রাহ্মণের কেশ ক্ষত্রিয়ের ললাট ও বৈশ্যের নাসাপর্য্যন্ত দণ্ডের পরিমাণ হইবে।

ঋজবস্তে তু সর্ব্বে স্যুরব্রণাঃ সৌম্যদর্শনাঃ।
অনুদ্বেগকরানৃণাং সত্বচোনাগ্নিদূষিতাঃ ॥ ৪৭ ॥

দণ্ডগুলি সরল অক্ষত সৌম্যদর্শন ও ত্বগাচ্ছাদিত হইবে। তাহার কোন স্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইবে না এবং দেখিলে লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হইবে না।

প্রতিগৃহ্যেপ্সিতং দণ্ডমুপস্থায় চ ভাস্করং।
প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্নিং চরেৎ ভৈক্ষং যথাবিধি ॥ ৪৮ ॥

অভিলষিত দণ্ড গ্রহণ, সূর্য্যের উপাসনা ও অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া যথা বিধি ভিক্ষা করিবে।

ভবৎপূর্ব্বং চরেৎ ভৈক্ষমুপনীতোদ্বিজোত্তমঃ।
ভবন্মধ্যন্তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু ভবদুত্তরং ॥ ৪৯ ॥

উপনীত ব্রাহ্মণ ভবৎশব্দ প্রথমে রাখিয়া, ক্ষত্রিয় ভবৎশব্দ মধ্যে রাখিয়া এবং বৈশ্য ভবৎশব্দ শেষে রাখিয়া ভিক্ষা করিবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বলিবে ভবতি ভিক্ষাং দেহি, ক্ষত্রিয় বলিবে ভিক্ষাং ভবতি দেহি, বৈশ্য বলিবে ভিক্ষাং দেহি ভবতী।

মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্ব্বা ভগিনীং নিজাং।
ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমং যা চৈনং নাবমানয়েৎ ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মচারী মাতা ভগিনী বা মাতার নিজ ভগিনী অথবা যে স্ত্রী অবমাননা না করে, তাহার নিকটে প্রথমে ভিক্ষা করিবে।

সমাহৃত্য তু তদ্ভৈক্ষং যাবদন্নমমায়য়া।
নিবেদ্য গুরবেঽশ্নীয়াদাচম্য প্রাঙ্‌মুখঃ শুচিঃ ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্মচারী এইরূপে ভিক্ষা আহরণ করিয়া কোন প্রকার কপট না করিয়া গুরুর তৃপ্তিসাধনোপযোগী অন্ন গুরুকে দিবে এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া শুচি ও পূর্ব্বমুখ হইয়া আচমন পূর্ব্বক ভোজন করিবে।

আয়ুষ্যং প্রাঙ্‌মুখোভুংক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।
শ্রিয়ং প্রত্যঙ্মুখোভুংক্তে ঋতং ভুংক্তেহ্যুদঙ্মুখঃ ॥ ৫২ ॥

পূর্ব্বমুখ হইয়া ভোজন করিলে আয়ু, দক্ষিণ মুখে যশ, পশ্চিম মুখে শ্রী এবং উত্তরমুখ হইয়া ভোজনে সত্যফল লাভ হইয়া থাকে।

উপস্পৃশ্য দ্বিজোনিত্যমন্নমদ্যাৎসমাহিতঃ।
ভুক্ত্বা চোপস্পৃশেৎ সম্যগদ্ভিঃ খানি চ সংস্পৃশেৎ ॥ ৫৩ ॥

নিত্য আচমন করিয়া অনন্যমনা হইয়া অন্ন ভক্ষণ করিবে, ভোজনের পর পুনরায় আচমন করিবে এবং যথাশাস্ত্র জল দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্পর্শ করিবে।

পূজয়েদশনং নিত্যমদ্যাচ্চৈতদকুৎসয়ন।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎপ্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৫৪ ।

নিত্য ভোজন কালে অন্নের পূজা করিবে, কুল্লূকভট্ট বলেন অন্ন প্রাণ-

প্রদ এই ধ্যান করিবে এবং অন্নের নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। অন্ন দর্শন করিয়া হৃষ্ট ও প্রসন্ন হইবে এবং নিত্য আমাদিগের এই প্রকার অন্ন লাভ হউক, এই বলিয়া তাহার বন্দনা করিবে।

পূজিতং হ্যশনং নিত্যং বলমূর্জ্জঞ্চ যচ্ছতি।
অপূজিতন্তু তদ্ভুক্তমুভয়ং নাশয়েদিদং ॥ ৫৬ ॥

অন্নের পূজা করিয়া ভক্ষণ করিলে অন্ন বল ও বীর্য্য প্রদান করে, আর পূজা না করিয়া ভক্ষণ করিলে ঐ উভয় বিনষ্ট করে।

এটী অতি যুক্তিসিদ্ধ কথা, যে অন্ন দেখিয়া মন প্রসন্ন না হয়, ঘৃণা জন্মে, তাহা ভোজন করিলে বল বীর্য্য বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, পীড়া জন্মে। এই নিমিত্ত মনু অন্নের পূজার অর্থাৎ প্রশংসার কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রশংসা যোগ্য অন্নই ভক্ষণ করিবে। কোনক্রমে কদর্য্য অন্ন ভক্ষণ করিবে না।

নোচ্ছিষ্টং কস্যচিৎ দদ্যাৎ নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
নচৈবাত্যশনং কুর্য্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ কচিৎ ব্রজেৎ ॥ ৫৫ ॥

ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন কাহাকে দিবে না, দিবা ও রাত্রি ভোজনের যে এই দুটী সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার মধ্যে আর ভোজন করিবে না এবং উচ্ছিষ্ট মুখে কোথায়ও যাইবে না।

অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনং।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৭ ॥

অতিভোজনে স্বাস্থ্যহানি সুতরাং আয়ুরও হানি হয়। স্বাস্থ্যহানি হইলে স্বর্গাদিসাধন যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ও অন্য অন্য পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় না, লোকেও অতিশয় নিন্দা করে, অতএব অতিভোজন পরিত্যাগ করিবে।

ব্রাহ্ম্যেণ বিপ্রস্তীর্থেন নিত্যকালমুপস্পৃশেৎ।
কায়ত্রৈদশিকাভ্যাং বা ন পিত্রেণ কদাচন। ৫৮ ॥

ব্রাহ্মণ নিত্যকাল ব্রাহ্ম্য তীর্থ দ্বারা আচমন করিবেন, কায় ও দৈব তীর্থ দ্বারাও আচমন করিতে পারেন কিন্তু পিত্র্য তীর্থ দ্বারা কদাচ আচমন করিবেন না।

অঙ্গুষ্ঠমূলস্য তলে ব্রাহ্ম্যং তীর্থং প্রচক্ষতে।
কায়মঙ্গুলিমূলেঽগ্রে দৈবং পিত্র্যং তয়োরধঃ ॥ ৫৯ ॥

অঙ্গুষ্ঠমূলের অধোভাগে ব্রাহ্মতীর্থ কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূলে কায়, সমুদায় অঙ্গুলির অগ্রভাগে দৈব এবং অঙ্গুষ্ঠ ও প্রদেশিনীর মধ্যে পিত্র্য তীর্থ, মন্বাদি ঋষিগণ এই কথা বলিয়া থাকেন।

ত্রিরাচামেদপঃ পূর্ব্বং দ্বিঃপ্রমৃজ্যাৎ ততোমুখং।
খানি চৈব স্পৃশেদদ্ভিরাত্মানং শিরএব চ ॥ ৬০ ॥

প্রথমে ব্রাহ্মাদি তীর্থ দ্বারা তিন গণ্ডুষ জল পান করিবে, তাহার পর দুটী ওষ্ঠ মুদ্রিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা মুখ মার্জ্জন করিবে। তাহার পর জল দ্বারা মুখস্থ চক্ষু ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় হৃদয় ও শিরঃপ্রদেশ মার্জ্জন করিবে।

অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদ্ভিস্তীর্থেন ধর্ম্মবিৎ।
শৌচেপ্সুঃ সর্ব্বদাচামেদেকান্তে প্রাগুদঙ্মুখঃ ॥ ৬১ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি শুচি হইবার ইচ্ছু হইলে ব্রাহ্ম্যাদি তীর্থে অনুষ্ণ ফেনবর্জ্জিত জল খাইয়া শুচিপ্রদেশে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া সর্ব্বদা আচমন করিবেন।

এক্ষণে আচমন জলের পরিমাণ বলা হইতেছে।

হৃদ্গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ।
বৈশ্যোঽদ্ভিঃ প্রশিতাভিস্তু শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ। ৬২ ॥

হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করে এরূপ পরিমাণ জল দ্বারা ব্রাহ্মণ, কণ্ঠগামী জল দ্বারা ক্ষত্রিয়, মুখমধ্যগত জল দ্বারা বৈশ্য এবং ওষ্ঠ ও জিহ্বার অন্তগামী জল দ্বারা শূদ্র শুদ্ধ হয়।

আচমনকালে উপবীতাদির অবস্থাপন বিশেষের আবশ্যকতা আছে, এই নিমিত্ত তাহার লক্ষণ করা হইতেছে।

উদ্ধৃতে দক্ষিণে পাণাবুপবীত্যুচ্যতে দ্বিজঃ।
মধ্যে প্রাচীনআবীতী নিবীতী কণ্ঠসজ্জনে ॥ ৬৩।

যে যজ্ঞসূত্র বাম স্কন্ধে অবস্থাপিত হইয়া দক্ষিণ কক্ষে অবলম্বিত হয়, তাহার নাম উপবীত; যে যজ্ঞসূত্র দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপিত হইয়া বাম কক্ষে অবলম্বিত হয়, তাহার নাম প্রাচীনাবীত; আর যে যজ্ঞসূত্র মালার ন্যায় কণ্ঠে লম্বিত হয়, তাহার নাম নিবীত।

মেখলামজিনং দণ্ডমুপবীতং কমণ্ডলুং।
অপ্সু প্রাস্য বিনষ্টানি গৃহ্নীতান্যানি মন্ত্রবৎ ॥ ৬৪ ॥

মেখলা চর্ম্ম দণ্ড উপবীত কমণ্ডলু, এগুলি ভিন্ন বা ছিন্ন হইলে জলে

নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব গৃহ্যোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক নূতন গ্রহণ করিবে।

কেশান্তঃ ষোড়শে বর্ষে ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
রাজন্যবন্ধোর্দ্বাবিংশে বৈশ্যস্য ব্যধিকে ততঃ॥ ৬৫॥

কেশান্ত নামে যে সংস্কার আছে, তাহা ব্রাহ্মণের গর্ভষোড়শবর্ষে ক্ষত্রিয়ের গর্ভদ্বাবিংশে বৈশ্যের গর্ভচতুর্ব্বিংশ বর্ষে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কেশান্ত শব্দের অর্থ কেশচ্ছেদন।

অমন্ত্রিকাতু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমং॥ ৬৬॥

স্ত্রীলোকের শরীর সংস্কারার্থ যথাকালে যথাক্রমে জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়াকলাপ করিবে, কিন্তু মন্ত্র পাঠ করিবে না।

বৈবাহিকোবিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারোবৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌবাসোগৃহার্থোহগ্নিপবিক্রিয়া॥ ৬৭॥

স্ত্রীলোকের উপনয়ন নাই, বিবাহই উপনয়নস্থানীয় বেদোক্ত সংস্কার। ব্রহ্মচারিকে গুরুকুলে বাস ও সায়ং প্রাতর্হোমাদি করিতে হয়, স্ত্রীলোকের পতিসেবাই গুরুকুলে বাস ও গৃহকর্ম্ম সায়ং প্রাতর্হোম স্বরূপ।

এষপ্রোক্তোদ্বিজাতীনামৌপনায়নিকোবিধিঃ।
উৎপত্তিব্যঞ্জকঃ পুণ্যঃ কর্ম্মযোগং নিবোধত॥ ৬৮॥

দ্বিজাতিগণের উপনয়নসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এই বলা হইল। এই উপনয়ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের দ্বিতীয় জন্মের ব্যঞ্জক। উপনয়নের পর ব্রহ্মচারিকে যে যে কাজ করিতে হইবে, ঋষিগণ অতঃপর তাহা শ্রবণ করুন।

মন্বাদি ঋষিগণ উপনয়নকে দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এই উপনয়ন হয় বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য দ্বিজ দ্বিজন্মা ও দ্বিজাতি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকেন।

মেরী সমের ভাইল।

প্রায় ৯। ১০ বৎসর অতীত হইল মেরী সমের ভাইলের মৃত্যু হয়। ইনি সর্ব্বতোভাবে অসামান্যা স্ত্রী। বিদ্যা, জ্ঞান লাভের ও সৌজন্যের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়া ইনি স্ত্রীজাতির আদর্শস্বরূপ হইয়া গিয়াছেন। জন ষ্টুয়াট মিল স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে যে সকল প্রসঙ্গ করিয়াছেন,

তাহার অনুমোদন করি কিন্তু অথবা না করি। ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীজাতির বুদ্ধি পরিচালনা হইলে স্ত্রীজাতিও অনেক বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারেন। এ বিষয়ে যাহাদের সন্দেহ থাকে, তাঁহারা মনোনিবেশপূর্ব্বক মেরী সমর ভাইলের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করুন। এতাদৃশ অসামান্য স্ত্রীর সংক্ষিপ্ত জীবনীর সারাংশ পাঠ করিলে অশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এ ডিসেম্বরে এডিনবরার সমীপস্থিত এক গ্রামে মেরী সমের ভাইলের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম আডমিরেল, উইলিয়ম ফেয়ারক্যাক্স। পিতা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কার্য্যসূত্রে গৃহ হইতে অনুপস্থিত থাকিতেন। মেরী আপনার ভ্রাতা সামুএল ও হেনরীর সহিত মাতৃগৃহে বাস করিতেন। মেরী একাকী বন্য ফুল অথবা অন্য কোন সামগ্রী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত সমুদ্রকূলে সর্ব্বদা বিচরণ করিতে যাইতেন। এই সময়ে তিনি যে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহা যৎ সামান্য মাত্র।

মেরী আপনি কহেন যে " আমার মাতা আমাকে ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিতে এবং প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু অন্য অন্য বিষয়ে আমার যাহা ইচ্ছা হইত, তাহাই করিতাম। যখন আমার বয়স সাত আট বৎসর, তখন আমি ফল ফুল সংগ্রহ ও অন্য অন্য গৃহকার্য্য করিতাম। খেলায় আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না এবং যাহার সহিত খেলিব এমন কোন সমবয়স্ক বন্ধুও ছিল না। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সমীপবর্ত্তি এক উদ্যানে নানাপ্রকার পক্ষির ক্রীড়া দেখিতে যাইতাম। আমার মাতা একদিন কিঞ্চিৎ ভাবিত হইয়া বলিলেন, তুমি ভাল করিয়া বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হও। এই কথা শুনিবামাত্র আমার মহা ভাবনা উপস্থিত হইল, সমস্ত শরীরে যেন জ্বর আসিল। কি করিব কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। কিছুদিন পরে পিতা দূরদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে আমার কিছুই মানসিক উন্নতি হয় নাই, কেবল ক্রীড়া ও বৃথা কর্ম্মে ব্যস্ত। "

কিছু দিন গত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে সমীপবর্ত্তি একটা বোরডিং স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন। তথায় ইংরাজী ও ফ্রেঞ্চ ভাষার ব্যাকরণ কিয়দংশ পাঠ করিয়া মেরী বুঝিতে পারিলেন যে এখানে থাকিলে প্রকৃত রূপে লেখা

পড়া হইবে না। কিছু দিন সেখানে থাকিয়া তিনি স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

তাঁহার পিতা নিজে বিদ্বান ছিলেন না এবং সন্তান সন্ততিদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবারও তাঁহার তাদৃশ ইচ্ছা ছিল না। অতএব কন্যা বিদ্যালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করাতে তিনি বড় দুঃখিত হইলেন না। একদিন তিনি মেরীর সাক্ষাতে বলিলেন, বিদ্যাভ্যাসে সময় নষ্ট করা অপেক্ষা সূচের কর্ম্ম শিখিলে উপকার হইতে পারিবে। অতএব যাহাতে সূচের কার্য্য শিক্ষা করিবার সুবিধা হয় তদ্বিষয়ে যত্ন কর। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি মেরীকে আবার একটী নূতন সিলাই শিখিবার বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন। তথায় থাকিয়া তিনি শিল্প কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মন তাহাতে পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি আপনি লিখিয়াছেন "বিদ্যা উপার্জ্জন করিবার শক্তি ও ইচ্ছা সত্ত্বেও আমার পিতা আমাকে বিদ্যা শিখাইতে ইচ্ছা করেন না। পিতার এই প্রকার সংস্কার ছিল, জ্ঞানলাভ করিবার শক্তি থাকিলেও স্ত্রী জাতির জ্ঞানোপার্জ্জনের যত্ন করা অবিহিত।"

যদিও বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ ও উত্তেজনা গৃহে পাওয়া যাইত না, তথাপি তিনি যে কোন প্রকারে হউক জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন। গৃহে পৃথিবীর একটী মানচিত্র ছিল। গ্রামস্থ একটী শিক্ষককে অনুরোধ করাতে তিনি উহা হইতে মেরীকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। উক্ত শিক্ষক গ্রামস্থ বালকদিগকে ল্যাটিন ভাষায় শিক্ষা দিতেন। যখন মেরীর বয়স ১৪ বৎসর, তখন তিনি মাতৃ সমভিব্যাহারে এডিনবরা নগরে আপনার ভ্রাতা সামুয়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সেই নগরে গিয়া তিনি সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। কোন কারণ বশতঃ এডিনবরা নগরে অনেক দিন থাকিবার সুবিধা না হওয়াতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন "বরণ্ট য়াইলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া আমি প্রত্যহ চার পাঁচ ঘণ্টা একাদিক্রমে পিয়ানো বাজাইতাম এবং কোন প্রকারে সময় ক্ষেপ করিবার নিমিত্ত আমি ল্যাটিন ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলাম।" সিজারের কমেণ্টরী সুচারু রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত বালকদিগকে অন্ততঃ দুই তিন বৎসর ধরিয়া ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, কিন্তু মেরী অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত পুস্তক পাঠ করিতে ও সম্পূর্ণ রূপে

বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আপনার বুদ্ধি শক্তির অপরিসীম পরিচয় দিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে তিনি পুনর্ব্বার এডিনবরা নগরে গমন করেন এবং এই সময়ে পাটীগণিত শিক্ষার সূত্রপাত করিলেন। এডিনবরা হইতে ফিরিয়া আসিলে দৈবযোগে একখানি মাসিক পত্রে কতকগুলি বীজগণিতের প্রশ্ন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। ইতিপূর্ব্বে বীজগণিত কাহাকে বলে তদ্বিষয়ে তাঁহার অণুমাত্র জ্ঞান ছিল না, কিন্তু ঐ সকল প্রশ্ন দেখিয়া তাঁহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল যে, যে কোন প্রকারে হউক আমি ঐ প্রশ্ন কি তাহা জানিবার চেষ্টা করিব। একখানি পুস্তকও তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি বলেন "আমি ভাবিয়াছিলাম, এই পুস্তকে আমার বিশেষ উপকারলাভ হইবে, কিন্তু এই ভ্রম শীঘ্রই তিরোহিত হইল। যাহাতে নক্ষত্র দর্শন হয়, তাহারই নাম জ্যোতিঃশাস্ত্র এই বলিয়া আমার যে কুসংস্কার ছিল, তাহারও অন্তর্দ্ধান হইল। পূর্ব্বোক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে নানা বিষয়ের অপরিস্ফুট ও অস্পষ্ট জ্ঞান জন্মিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের পরিবার অথবা কুটুম্বগণের মধ্যে কাহারও বিজ্ঞান কিম্বা প্রাণিতত্ব বিদ্যায় অধিকার ছিল না। থাকিলেও যে কাহাকে জিজ্ঞাসা করি এমন সাহস হইত না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন করিলে কেবল উপহাসাস্পদ হইতাম। আমাকে যে সাহায্য করে এমন কেহ ছিল না। এইরূপ অবস্থা, যে কিরূপ দারুণ পরীক্ষার অবস্থা, তাহা যাঁহারা স্বয়ং ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই কিঞ্চিৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারেন।

যখন মেরী ফেয়ারফ্যাক্সের বয়স কেবল ১৫ বৎসর, তখন বিনা সাহায্যে জনোফন ও হেরদোতসের গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। তৃতীয় বার তিনি আপন মাতার সহিত এডিনবরা নগরে যাত্রা করিলেন, এবার বিদ্যাশিক্ষার অপেক্ষাকৃত সুবিধা হইল। তিনি শুনিলেন যে তথায় একটী শিল্প বিদ্যালয় আছে। অবিলম্বে ছাত্রী হইয়া তথায় প্রবিষ্ট হইলেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের প্রগাঢ় বিদ্যা ছিল না বটে; কিন্তু নানা বিষয়ে কিছু না কিছু ব্যুৎপত্তি ছিল। শিক্ষা দিবার সময় তিনি একদিন আপন ছাত্রীদিগকে বলিলেন, ইউক্লিডের জ্যামিতি অর্থাৎ ক্ষেত্রতত্ব পাঠ না করিলে পরিপ্রেক্ষিত অথবা অন্য কোন বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা হয় না। এই কথা শুনিবামাত্র মেরীর হৃদয়ে নূতন আলোকের সঞ্চার হইল। কিছুদিন পরে

তিনি আপন ভ্রাতা হেনরীর শিক্ষকের নিকট একখানি ইউক্লিডের জ্যামিতি ও বনিকাশল রচিত বীজগণিত সংগ্রহ করিলেন এবং অমিত অধ্যবসায় সহকারে উক্ত পুস্তক দ্বয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। গণিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়া তিনি অন্য অন্য বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। যে প্রকারে তিনি সময়ক্ষেপ করিতেন নিজেই তাহা বলিয়াছেন "আমাকে গৃহের কার্য্য করিতে হইত। শয্যা হইতে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত গীত বাদ্য করিতাম। তাহার পর গৃহের বহির্ভাগে গিয়া আলেখ্য বিন্যাসে ব্যস্ত থাকিতাম। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ইউক্লিড অধ্যয়ন করিতাম। ভৃত্যগণ একদিন অকারণে ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, প্রদীপ যে শীঘ্র নিবিয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? এতক্ষণ পর্য্যন্ত পড়িলে প্রদীপ আর কতক্ষণ থাকে। এই কথা কর্ত্তৃপক্ষীয়দের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র এই আজ্ঞা প্রচারিত হইল যে এমন গর্হিত কর্ম্ম যেন আর কখন না করা হয়। রাত্রি পাঠ বন্ধ করিতে হইল। ইহাতে এই সুবিধা হইল যে এই ক্ষুদ্র অত্যাচারের পর মেরী আপন স্মরণ শক্তির উপর অধিক নির্ভর করিতে শিখিলেন। শয্যাতে শয়ান হইয়া তিনি অনেক গুরুতর বিষয়ের চিন্তা করিতেন।

কয়েক বৎসর এইরূপে এডিনবরায় গত হইল। মেরী এই সময়ে পূর্ণযৌবনা হইয়াছিলেন। তাঁহার রূপ ও গুণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছিল। তিনি অনেকের আদর ও প্রীতিভাজন হইতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া উপন্যাস নভেল ও পদ্য পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। গৃহ কার্য্য সমাপ্ত হইলে তিনি ওসিয়ান গ্রন্থ অতি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ঘটনা স্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হইবার উপক্রম হইল। দ্বিতীয় কাথারিন প্রার্থনা করাতে আডমিরাল গ্রেগ নামে এক জন ব্রিটিশ কর্ম্মচারী রুশিয়ায় যুদ্ধ জাহাজের অবেক্ষণাদি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইলেন। যেখানে ফেয়ারফ্যাক্সের পরিবার বাস করিতেছিলেন, তাঁহার পুত্র সামুএল গ্রেগ কর্ম্মসূত্রে তথায় আসিলেন। সেই পরিবার তাঁহার সাতিশয় সমাদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। ক্রমে ঐ পরিবারের সহিত সবিশেষ আনুগত্য ও ঘনিষ্ঠতা হইল। অবশেষে জানাগেল

যে গ্রেগ সাহেব রুশিয়া গবর্ণমেণ্টের কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী হইয়া ইংলণ্ডে বাস করিবেন। ফেয়ারফ্যাক্স পরিবারের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহাদের যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবার উপক্রম দেখা দিল। গ্রেগ সাহেব মেরির প্রণয়পাশে বদ্ধ হইলেন। এমন রূপবতী, গুণ-বতী বুদ্ধিমতী, ধীরপ্রকৃতি যুবতীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রণয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিল। গ্রেগ সাহেব মেরী ফেয়ার ফ্যাক্সের পাণিগ্রহণ করিলেন। কথিত আছে যে গ্রেগ সাহেবের পত্নী আপ-নার স্বামীর নিকট হইতে গণিত বিদ্যার আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা বাস্তবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বিবাহের অনেক পূর্ব্বে তিনি গণিতশাস্ত্রের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, গ্রেগ সাহেব তিন বৎসর মাত্র দাম্পত্য সুখ ভোগ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার ঔরসে দুইটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। একটীর বাল্যাবস্থায় মৃত্যু হয়। আর একটী প্রকৃতরূপে বিদ্যাভ্যাস করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত ওকালতী কর্ম্ম করেন। এরূপ শোচনীয় দশায় পতিত হইয়া গ্রেগ সাহেবের বিধবা পত্নী একেবারে হতাশ হইয়া যান নাই। এডিনবরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যা-পক ওয়ালেস সাহেবের পরামর্শানুসারে এই অদ্ভুত স্ত্রী নানাপ্রকার ইংরাজী ও ফরাসিস পুস্তক সংগ্রহ করিলেন। সে সকল পুস্তকের নাম শুনিলে ইদানী-ন্তন সভ্য ও বিদ্যাবিশারদ রমণীগণও বোধ হয় ভয় পাইবেন (১)।

(৮) হিন্দু অবলাগণ বোধ হয় শুনিয়া অবাক্ হইবেন যে মেরী গ্রেগ এই দুরূহ গ্রন্থ পাঠে অপরিসীম ও অনুপম আনন্দ ভোগ করিতেন। বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিগণ কেবল যে বিস্মিত হইলেন তাহা নহে, তাঁহারা বিদ্রূপ করিতেও ক্ষান্ত হয়েন নাই। কিন্তু মেরী গ্রেগ তাহাদের উপহাস বাক্যে ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত হয়েন নাই। তিনি আপনার গৃহকার্য্য করি-তেন ও লাপ্লাস পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন।

অনেক দিন তাঁহাকে বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই। ১৮১২ খ্রীঅব্দে যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩২ বৎসর, তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন। এবার

---

(১) Differential and Integral calculus, Lagrange's Theory of Analytical Functions, Callet's Logarithms, La Place's Mecanigue Celeste, and his Analytical Theory of probabilities.

জেডবর্গের ডাক্তার সমেরভাইলের জ্যেষ্ঠ পুত্র উইলিয়ম সমেরভাইলের সহিত বিবাহ হইল। উইলিয়ম সমেরভাইল চিকিৎসকের কার্য্য করিতেন এবং যদিও নিজে বড় বিদ্বান ছিলেন না, তথাপি আপনার স্ত্রীর জ্ঞানচর্চ্চা বিষয়ে যাহাতে কোন ব্যাঘাত না জন্মে, তদ্বিষয়ে সম্যকরূপে যত্নবান ছিলেন। স্ত্রী পুরুষে জেডবর্গে থাকিতে থাকিতে সার ওয়াণ্টর স্কট ও তদীয় বন্ধুবর্গের সহিত পরিচিত হইলেন। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে ডাক্তার সমেরভাইল আর্ম্মী মেডিকাল বোর্ডের মেম্বর হইয়া লণ্ডন নগরে গমন করেন। এরূপ বন্দো-বস্ত হওয়াতে তাঁহার স্ত্রীর আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এই সময় হরশেল, ওলষ্টন, ডাক্তার বকলণ্ড, বাবেজ, সার এডওয়ার্ড প্যারী এবং অন্য অন্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। মেরী সমের-ভাইলের সহিত পরিচিত হওয়া অনেকে সম্মানের বিষয় বিবেচনা করিতেন। সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ তাঁহারই গৃহে একত্রিত হইতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এবম্প্রকার উন্নতি হইলেও তাঁহার মনোবিকার জন্মে নাই। যেরূপ বিনীত ও নিরহঙ্কারী পূর্ব্বে ছিলেন, সেইরূপই রহিলেন। কোন প্রকার বিকার জন্মিল না। স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ কোমলতা, দয়া, স্নেহ, প্রেম, মৃদুতা সকলই তাহাতে দিন দিন দেদীপ্যমান হইতে লাগিল।

যাঁহারা বলেন স্ত্রীলোকের বুদ্ধি প্রগাঢ়রূপে পরিচালিত হইলে স্ত্রীজাতি "পুরুষত্বে" পরিণত হয়, তাঁহারা যেন মেরী সমেরভাইলের জীবন বৃত্তান্ত মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন। যাঁহাদের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে মেরী সমেরভাইলের জীবনে স্ত্রীসুলভ গুণ সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইত। তিনি নিজে বলেন যে "আমি সর্ব্বদাই সেই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বাবেজ সাহেবের নিকট যাইতাম। তাঁহার গণিতশাস্ত্রে অধিকার দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইতাম। আমি তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্র সমুদয় দেখিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের ধন্য-বাদ করিতাম। যখন আমি এই সকল আবিষ্কৃত জ্ঞানের পরম উৎস পরমে-শ্বরকে স্মরণ করি, তখন আমার মনে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। তখন আমার মনে হয়, গণিত ও অন্য অন্য বিজ্ঞান শাস্ত্র আলোচনা না করিলে আমরা ঈশ্বরের সুকৌশলপূর্ণ বিশ্বমণ্ডলের সুনিয়মগুলি প্রায় কিছুই বুঝিতে পারি না।"

এইরূপ কিছু দিন পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতে করিতে নিরা-নন্দ ও দুঃখের দিবস আসিল। এই সময়ে তাহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যু হইল এবং প্রবঞ্চকের প্রতারণায় তাঁহাদের অনেক সাংসারিক বিষয়ের ক্ষতি হইল। তৎপরে তাঁহারা চেলসিয়ায় গমন করিলেন। ডাক্তর সমের ভাইল তত্রত্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক নিযুক্ত হইলেন। এইখানে তাঁহারা অনেক বৎসর বাস করেন। লার্ড ব্রাউহ্যাম অনেক দিন হইতে মেরী সমেরভাইলের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই জন্য লার্ড ব্রাউহাম " ইউসফুল নলেজ " সোসাইটীর উপকারার্থ জগদ্বিখ্যাত লাপ্লাসের প্রসিদ্ধ পুস্তকের সংগ্রহ করিতে মেরিকে অনুরোধ করিলেন। মেরি স্বভা-বতঃ অতি বিনীত ছিলেন বলিয়া এই গুরুতর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে প্রথমে সাহস করেন নাই, কিন্তু বন্ধুবর্গের উপরোধে সম্মত হইলেন। অসা-ধারণ অধ্যবসায় ও অলৌকিক পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতার গুণে তিনি এই মহৎ কার্য্য সমাধা করিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় এতাদৃশ পারদর্শিতা প্রকাশ করাতে তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। মহাত্মা হারসেল এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হিউএল সাহেব সাদরে উক্ত পুস্তক গ্রহণ করিলেন। উহার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া হিউএল সাহেব একটী কবিতা রচনা করিলেন। অনতিকালের মধ্যে উহা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক নিরূপিত হইল। নানা প্রকার বাহিরের ও গৃহের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও যে তিনি এরূপ গভীর চিন্তা পূর্ণ পুস্তকের সংকলনে সমর্থ হইয়া-ছিলেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। তিনি আপনার মনকে এরূপ সংযত করিয়াছিলেন যে যখন ইচ্ছা তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন হইতে পারি-তেন। যাহা অন্যের পক্ষে ভয়ানক প্রতিবন্ধক বলিয়া প্রতীত হইত তাহা তাঁহার পক্ষে প্রতিবন্ধক বলিয়াই বোধ হইত না। বন্ধুদিগের সহিত সামান্য কথোপকথনে যোগ দিয়াও তিনি প্রগাঢ় চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতে পারি-তেন।

ক্রমে ক্রমে তিনি রয়্যাল য়্যাষ্ট্রনমিকলে সোসাইটীর মাননীয় মেম্বরের পদে নির্ব্বাচিত হইলেন। এইরূপ এক সভার নয়, নানাপ্রকার প্রসিদ্ধ সভার মেম্বর হইলেন, কেবল ইংলণ্ডে নয়; কিন্তু সমস্ত ইউরোপে তাঁহার নাম কীর্ত্তিত ও ঘোষিত হইতে লাগিল। এতদুপলক্ষে তাঁহার স্বামীরও

কার্য্যের সুবিধা হইতে লাগিল। ভুবন বিখ্যাত সহধর্ম্মিণীর গুণে আপনিও বিখ্যাত হইতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে বায়ু পরিবর্ত্তনার্থে মেরী সমের ভাইল ও তাঁহার স্বামী ফ্রান্স দেশে গমন করিলেন। তথায় প্রতিদিন অসংখ্য বিদ্বান জনগণের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইত। প্যারিসে থাকিতে মেরীর বৃদ্ধা জননীর মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতার ইতিপূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি কোন প্রকার শোক ও দুঃখে বিচলিত হইতেন না। তাহার প্রমাণ এই যে, সে সময়ে তিনি স্বয়ং রুগ্ন অবস্থায় নিপতিত ছিলেন, তথাপি বিজ্ঞান সংক্রান্ত একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এইখানি তাঁহার কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক এবং ইহার অনেক সংস্করণও হইয়া গিয়াছে। এই পুস্তক প্রচারের পর তিনি বিজ্ঞান সংক্রান্ত অনেক আবিষ্ক্রিয়া করিয়া গিয়াছেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে সার রবট পিল যখন ইংলণ্ডে প্রধান মন্ত্রী হন তখন মেরির বাৎসরিক দুই সহস্র টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে পেনসন নির্দ্ধারিত হয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে প্রাকৃত ভূগোল নামে তাঁহার এক প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রচারিত হইল। ইহার অনেকবার সংস্করণ হইয়াছে এবং ইউরোপীয় নানা ভাষাতে অনুবাদ হইয়াছে। ১৮৬০ অব্দে পতিসমভিব্যাহারে তিনি ফ্লোরেন্সে যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইবার কিঞ্চৎ কাল পরেই ডাক্তার সমের ভাইলের প্রাণ বিয়োগ হয়। দ্বিতীয় বার বিধবা হইয়া তিনি ইতালীতে জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিবার সংকল্প করিলেন। যদিও এই সময়ে তাঁহার অনেক বয়ঃক্রম হইয়াছিল, তথাপি পূর্ব্বে যেরূপ অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন ও গ্রন্থাদি রচনা করিতেন ও সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে মনোনিবেশ করিতেন, সেইরূপ এখনও করিতে লাগিলেন। পরিশ্রম ও উদ্যমের অণুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে বিজ্ঞান বিষয়ক আর একখানি পুস্তক রচনা করিলেন।

বৃদ্ধাবস্থায় যেরূপে সময় অতিবাহিত করিতেন, তিনি আপনিই তাহা লিখিয়াছেন "আমি পুনর্ব্বার নিয়মিত দৈনিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছি। চসমা ব্যতিরেকে আমি শিল্পকার্য্যাদি করিতে এখনও সক্ষম। কেহ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে আনন্দ সহকারে তাঁহার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত থাকি। সায়া কালে সচরাচর নভেল পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু সেদিন

আর নাই। পূর্ব্বে যে প্রকার নভেল পাঠে আনন্দ উদ্ভূত হইত, তদ্রূপ এখন আর হয় না। কিছুদিন গত হইল সর ওয়াল্‌টর স্কটের নভেল দ্বিতীয়বার পাঠ সমাপ্ত করিয়াছি। রাত্রিতে আমার এক কন্যার সহিত কিছু কালের জন্য তাস খেলিয়া শয়নাগারে গমন করি।"

একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ, মেরী সমের ভাইলের মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে নেপল্‌সে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। দর্শনান্তে তাঁহার যেরূপ ভাবের উদ্রেক হইয়াছিল তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছেঃ—

আমি ১৮৭০ অব্দে নেপল্‌সে মেরী সমের ভাইলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তিনি তখন রিভিইরা ডি চিয়াজার সন্নিকটস্থ একটী রমণীয় স্থানে বাস করিতেছিলেন। যখন আমি গৃহে উপনীত হইলাম একজন ভৃত্য আমাকে গৃহের উপর তলায় লইয়া গেল। গিয়া দেখিলাম এক পার্শ্বে দুই জন স্ত্রী কার্য্যে ব্যস্ত আর এক পার্শ্বে একটী জীর্ণ শীর্ণা বৃদ্ধা চিন্তাশীলা স্ত্রী উপবেশন করিয়া আছেন। অবিলম্বেই জ্ঞাত হইলাম, উনি মেরী সমের ভাইল। তাঁহার সমীপে অগ্রসর হইবামাত্র হস্ত হইতে একখানি ইংরাজী সমাচার পত্র নীচে রাখিয়া স্নেহভাবে করুণচিত্তে আমার সহিত সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যদিও তাঁহার বয়স ৯০ বৎসর, তথাপি কথোপকথনে ক্লান্ত হইতেন না। অসুবিধার মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয় কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ফ্রান্স বিষয়ক কথা বার্ত্তা হওয়াতে ফ্রান্সের শোচনীয় অবস্থার প্রতি যৎপরোনাস্তি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। ইতালী, অক্সফোর্ড এবং অন্যান্য স্থানের বিষয়ে অনেক কথা বার্ত্তা হইল। কথা বার্ত্তায় বোধ হইল না যে আমি নব্বই বৎসররে বৃদ্ধা স্ত্রীর সহিত কথা কহিতেছি। আমি দৃষ্টিশক্তি বিহীন হইলে বোধ করিতাম একজন নবীনা অষ্টাদশবর্ষীয়া বিদ্যাবতী স্ত্রীর সহিত কথা কহিতেছি। কিয়ৎক্ষণের পর বলিলেন "বৎস! আমি একটুকু নিজের বিষয় বলিতে চাই। অসন্তুষ্ট হইও না। যাহাদের বয়স অল্প, তাহারা যদি বৃদ্ধ লোকদের কথা শ্রবণ করে, তাহা হইলে অনেক উপকার হইতে পারে। বিস্মিত হইও না, আমার জীবন প্রগাঢ় শান্তিপূর্ণ। আমি অতি প্রাতে কাফি খাই; বেলা ৮ টা হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত শয্যায় থাকিয়া হয় লিখি, নতুবা কোন পুস্তক অধ্যয়ন করি। তাহার পর গাত্রোত্থান করিয়া চিত্রপটে ক্ষণকালের জন্য অঙ্কিত করি। ইহার অধিক কিছু

করিবার আর শক্তি নাই। সায়াহ্নে বিশ্রাম করিয়া থাকি। তাহার পর ভোজনের সময়। ভোজনান্তে এই খানে বসিয়া থাকি; যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন; তাহা হইলে আহ্লাদ সহকারে ক্ষণকাল কথা বার্ত্তায় সময় অতিবাহিত করি।

এইরূপ কথা সাঙ্গ হইলে সেই সময় তিনি যে বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, তাহা আমাকে বলিলেন। কন্যাগণের কথা উপস্থিত হওয়াতে বলিলেন, আমি নিজে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপে উহাদিগকে শিক্ষিত করিতে যত্ন পাইয়াছি। এখন যে কিছু পড়া শুনা করি না, এমন বলিতে পারি না। সে দিন সেলফ হইতে হেরোদোতস পড়িয়া লইলাম। ৫০ বৎসর কাল গ্রীক পুস্তক পাঠ করি নাই। মনে করিলাম অক্ষর পর্য্যস্ত বুঝি ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমি কেবল সহজে পড়িতে পারিলাম এমত নহে, অক্লেশে সমস্ত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম, হেরোদোতস কি সুলেখকই ছিলেন!"

যতবার আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, ততবার তাঁহার সহবাসে অতীব প্রীতি লাভ করিয়াছি। তিনি আপনাকে অপর অপেক্ষা কখনই শ্রেষ্ঠ ভাবিতেন না। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে অহঙ্কার কি অভিমানের গন্ধমাত্র ছিল না। আত্মাদর কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানিতেন না। অন্য লোককে সন্তুষ্ট ও সুখী করিব এই তাঁহার অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল। প্রত্যেক বাক্যে ও কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি প্রকটিত হইত। যাঁহার প্রকৃতি এরূপ তিনি যে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তি ভোগ করিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? নারীগণের মধ্যে তাঁহার জীবন ধন্য বলিতে হইবে।

মেরী সমের ভাইল পক্ষী বড় ভাল বাসিতেন, নেপল্‌সে যে গৃহে বাস করিতেন, তথা হইতে ভিসুভিয়স আগ্নেয়গিরি দেখা যাইত। এই স্থানেই এই অসামান্যা অলৌকিক রমণীর প্রাণবিয়োগ হয়। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন যে আমার বয়স এখন ৯২ বৎসর। শীঘ্রই আমাকে শরীররূপ শিবির পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। এই ভয়ানক যাত্রা স্মরণ করিয়া আমি কিছুই উৎকণ্ঠিত হই না। যখন আমি আপনার অযোগ্যতা ও পরমেশ্বরের অসীম কৃপা স্মরণ করিয়াছি, তখনই আমি তাঁহার দয়ালু হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে তিনি আমার

বুদ্ধিবৃত্তি এখনও কলুষিত হইতে দেন নাই। যদ্যপি আমি দুর্ব্বল, তথাপি আমার প্রিয়তমা কন্যাগণ আমার বল ও সহায়। তাহাদেরই সাহায্যে ও অনবরত শুশ্রূষায় আমি সদা সুখ স্বচ্ছন্দে রহিয়াছি।

১৮৭২ খ্রীঃঅব্দের ২৯ এ নবেম্বরে মেরী সমের ভাইলের মৃত্যু হয়। এমন শান্তিপূর্ণ, অদ্ভুত মৃত্যু কেহ কখন দেখে নাই। যেরূপ কান্তি ও যেরূপ অবিচলিত শান্তি তাঁহার মুখমণ্ডলে সর্ব্বদা বিরাজমান থাকিত, সেই শান্তি মৃত্যুর পরও দৃষ্টিগোচর হইল।

মেরী সমের ভাইল রমণীকুলের একটী রত্ন ছিলেন। তাঁহার জীবন পাঠ ও ধ্যান করিলে যদি আমাদের উপকার না হয়, তাহা হইলে আর কাহার জীবনে হইবে? বিদ্যা শিক্ষা করিবার কত প্রতিবন্ধক ছিল, কিন্তু অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সমস্ত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া জয় লাভ করিয়াছিল। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অজেয় ইচ্ছার কাছে প্রতিবন্ধকস্রোত কি করিতে পারে? বঙ্গমহিলাগণের অনেক প্রতিবন্ধক আছে, স্বীকার করিলাম, কিন্তু যদি তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া স্বকর্ত্তব্য সাধন ব্রতে ব্রতী হন, তাঁহারাও যে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? অলঙ্কারে বিভূষিত হইলে প্রকৃত সুখ হইল না। সুখের, নির্ম্মল সুখের, কারণ অন্যত্র অন্বেষণ করিতে হইবে।

শ্রীবরদাচরণ দাস ঘোষ।—মিসনরী।

ভারতীয় রমণীগণের প্রতি আর্য্যদিগের ব্যবহার।

যাঁহারা ভারতীয় অন্তঃপুরচারিণী সীমন্তিনীগণের অবস্থা বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত নন এবং প্রাচীন আর্য্যেরা যে কারণে বেদাদি শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে রমণীগণের অধিকার দানে বিমুখ হইয়াছিলেন সে কারণের উচ্ছেদে সমর্থ না হন, তাঁহারা মনে করেন, ভারতীয় আর্য্যেরা অতি অসভ্য নিষ্ঠুর ও পশুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহাদিগের যুক্তি এই, আর্য্যেরা যদি বাস্তবিক সভ্য হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখন স্ত্রীজাতির প্রতি এরূপ বিরূপ আচরণ করিতেন না। সভ্য

জাতির নিকটে স্ত্রীলোকের সম্মাননা অধিক। তাঁহারা আর্য্যজাতীয় যোষিৎ গণের শিক্ষা লাভ ও স্বাধীনতা লাভরূপ সম্মাননা চিহ্ন দেখিতে পান না, তাঁহাতেই মনে করেন আর্য্যজাতীয়েরা স্ত্রীগণের প্রতি অসভ্য ব্যবহার-পরায়ণ ছিলেন। যাঁহারা কারণের নিগূঢ় অনুসন্ধান না করিয়া দূর হইতে উপরিভাবে দর্শন করেন, আর্য্যজাতীয় স্ত্রীগণের প্রতি আর্য্যদিগের তাদৃশ ব্যবহার দর্শনে তাঁহাদিগের উল্লিখিত প্রকার দূষিত সংস্কার জন্মিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বাস্তবিক, ভিতরে প্রবেশ না করিয়া দর্শন করিলে স্ত্রী জাতির প্রতি আর্য্যজাতির ব্যবহার বিচিত্র বলিয়া বোধ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমরা ঐ ব্যবহারের প্রকৃত কারণের উদ্ভেদে সমর্থ হই, তখন আর আমাদিগের হৃদয়ে বিস্ময়রসের প্রাচুর্ভাব থাকে না। কারণটী এই—

মনু প্রভৃতি মাননীয় মহর্ষিগণ প্রণীত শাস্ত্রে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, আর্য্য সমাজের সৃষ্টি অবধি বর্ণভেদ ও জাতিভেদ হইয়া আসিয়াছে। সময়ে সময়ে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে; কিন্তু সামান্যতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন আর্য্যেরা অন্নশুদ্ধি দ্রব্যশুদ্ধি ও পিণ্ডশুদ্ধির অত্যন্ত বিচার করিতেন। অন্য বর্ণের বা অন্য জাতির পাক করা অন্ন ভোজনে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি ছিল না। স্বজাতীয় স্ত্রীর প্রতি সেই পাক কার্য্যের ভার সমর্পিত ছিল। তাঁহারা নিজে কার্য্যবিভাগ ও তন্মূলক বর্ণবিভাগ করিয়া যজন যাজন, রক্ষা, কৃষি ও পশুপালনাদির ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বহস্তে পাক ও গৃহ কার্য্যাদি সম্পন্ন করেন, তাঁহাদিগের এরূপ অবসর ছিল না। উপরেই বলা হইল, তাঁহারা অন্যের পাক করা অন্ন ভোজন করিতেন না। সুতরাং তাঁহাদিগের স্বজাতীয় স্ত্রীর দ্বারা পাকাদি ক্রিয়া সম্পাদন বিনা অন্য গতি ছিল না। স্ত্রীগণও যদি পুরুষদিগের ন্যায় যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি কার্য্যে নিয়ত নিরত থাকিতেন, তাহা হইলে সংসারনির্ব্বাহ হইত না। এই কারণে আর্য্যেরা যে কার্য্য-বিভাগ-যুক্তিতে বর্ণবিভাগ করিয়াছিলেন, সেই যুক্তিতেই স্বজাতীয় স্ত্রীগণকে বেদ পাঠে অনধিকৃত ও স্বাধীনতায় বঞ্চিত করিয়া তাঁহাদিগের উপরে পাকাদি গৃহ কার্য্য সম্পাদনের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। অঙ্গনাগণ যাহাতে ভিন্ন ভাব না ভাবেন, তাঁহাদিগের মনোমধ্যে বিকার না জন্মে এবং এই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, মন্বাদি মহর্ষিগণ তদর্থ বিপুল প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তাহার উপায় বিধানের চেষ্টারও ত্রুটি

করেন নাই। পুরুষের উপনয়ন হয়। ব্রহ্মচর্য্যকালে পুরুষ গুরুকুলে বাস করিয়া বেদ অধ্যয়ন করেন এবং সায়ং প্রাতর্হোমাদি করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের প্রতি সে সকল বিধান করা হইল না। অতএব স্ত্রীগণের মন পাছে বিকৃত হয়, এই শঙ্কা করিয়া মনু ব্যবস্থা করিলেনঃ—

বৈবাহিকোবিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারোবৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসোগৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥

স্ত্রীলোকের বিবাহই উপনয়ন স্বরূপ। পতিসেবা গুরুকুলে বাসের তুল্য এবং গৃহকর্ম্ম সায়ং প্রাতর্হোমাদি সদৃশ।

এখন পাঠক স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন প্রাচীন আর্য্যেরা যে কারণে স্ত্রীজাতির বেদাদি শিক্ষা দান বিষয়ে অসম্মত হইয়াছিলেন, সেই কারণেই তাঁহাদিগের স্বাধীনতা দানে বিমুখ হন। অবলাগণ স্বতন্ত্রভাবে যদি স্বচ্ছন্দচারিণী হন, তাহা হইলে গৃহকার্য্যে তাঁহাদিগের অভিনিবেশ থাকিবে না। সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া ভার হইয়া উঠিবে। এই শঙ্কাই আর্য্যগণের উল্লিখিত ব্যবহারের কারণ। বাস্তবিক, স্ত্রীগণকে মূর্খ ও দাসী করিয়া রাখা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি কার্য্যে পুরুষের যেরূপ স্বাধীনতা, স্ত্রীজাতির গৃহকার্য্যেও সেইরূপ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। এ অংশে উভয়েই সমকক্ষ। বিদ্যাশিক্ষা ও স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য সমুদায় বিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষের তুল্যকক্ষতা ছিল। পুরুষ যখন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, স্ত্রীসাহচর্য্য ব্যতিরেকে তাহা সম্পন্ন হইত না।

" সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ। "

সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্ম আচরণ করিবে। এই বচনও আছে।

রাজা দিলীপ অনেক দিন প্রতীক্ষা করিলেন, তাঁহার পুত্র হইল না। শেষে গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা পুত্র লাভ করিবেন, এই সংকল্প করিয়া সুদক্ষিণাকে সঙ্গে লইয়া তথায় যাত্রা করিলেন। কালিদাস বলেন—

কাপ্যভিখ্যা তয়োরাসীৎ ব্রজতোঃ শুদ্ধবেশয়োঃ।
হিমনির্ম্মুক্তয়োর্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব॥

বিশুদ্ধ বেশে পথিমধ্যে গমন করিতেছেন, সেই সুদক্ষিণা ও দিলীপের হিমনির্ম্মুক্ত চিত্রা চন্দ্রমার ন্যায় অতি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছিল।

প্রাচীন আর্য্যেরা স্ত্রীগণকে যে দাসী জ্ঞান করিতেন না। মনুর নিম্নলিখিত বচনগুলি দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। পুরুষের উপনয়ন হইল, তিনি নিয়মিতকাল গুরুকুলে বাস করিলেন, তাহার পর সমাবর্ত্তন স্নান ও দার পরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন। তিনি কিরূপ স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিবেন, মনু তাহার গুণ ও লক্ষণাদির যে প্রকার বর্ণন করিয়াছেন, তাহা দেখিলে যাহার কিছুমাত্র বুদ্ধিযোগ আছে, তাহারও কোনরূপে এরূপ বোধ হয় না যে তিনি পুরুষের পরিচর্য্যাকারিণী দাসী সংগ্রহের ব্যবস্থা দিতেছেন। যথাঃ—

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তোযথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজোভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং॥

ব্রহ্মচারী গুরুর অনুমত হইয়া যথাবিধি সমাবর্ত্তন স্নান করিয়া শুভ লক্ষণ সম্পন্ন স্বজাতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবেন।

মনু কন্যার যে সকল লক্ষণের কথা কহিয়াছেন, তাহা এই—

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাং॥
নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাং।
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাং॥
অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীং।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং॥

যাহার চুল কটা, ষড়ঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, গায়ে লোম নাই, অথবা লোমে পরিপূর্ণ, চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ তাহাকে এবং চিররোগিণী ও বহুপরুষভাষিণী কন্যাকে বিবাহ করিবে না।

নক্ষত্র বৃক্ষ নদী পর্ব্বত ম্লেচ্ছ দাস পক্ষি ও সর্পের নামে যাহার নাম এবং যাহার নাম শুনিলে ভয় হয়, তাদৃশ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে না।

যাহার সমুদায় অঙ্গ সম্পূর্ণ, নাম মনোহর, গমন হংস ও গজের ন্যায় রুচির, কেশ ও লোম সূক্ষ্ম, দন্তগুলি ক্ষুদ্র, অঙ্গ কোমল, তাদৃশ স্ত্রীকে বিবাহ করিবে।

প্রাচীন আর্য্যগণের যদি স্ত্রীজাতির প্রতি অনাস্থা থাকিবে এবং তাঁহারা অসভ্য হইবেন, তাহা হইলে পরিণয়কালে এ প্রকার সুলক্ষণা কন্যার অনুস-

দ্ধানের কি প্রয়োজন ছিল? তাঁহারা রমণীগণের যে প্রকার সম্মাননা করিয়া গিয়াছেন, যে জাতি সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হয় নাই, স্ত্রীলোকের সে সম্মাননা তাহাদিগের স্বপ্নের অগোচর। ভগবান মনু কহিয়াছেনঃ—

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যাভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি জাময়োযত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতাবর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥
জাময়োযানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যাভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥
সন্তুষ্টোভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥

বহু ধন সম্পদাদি লাভের যদি ইচ্ছা থাকে, পিতা, ভ্রাতা, পতি ও দেবর ইহাদিগের কর্ত্তব্য, উত্তম ভোজনাদি দ্বারা রমণীগণকে পূজিত ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করেন।

যে কুলে নারীগণ পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি কর্ত্তৃক পূজিত হন, দেবতাগণ সেখানে প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আর যে খানে ইহারা পূজিত না হন, সেখানে দেবগণ প্রসন্ন থাকেন না, সেখানে যাগ যজ্ঞাদি সমুদায় ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায়।

কুল স্ত্রীগণ যেখানে যথোচিত গ্রাসাচ্ছাদনাদি না পাইয়া দুঃখিত হইয়া শোক করেন, সে কুল শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া যায়। আর যেখানে ইহারা শোক না করেন, সে কুল বর্দ্ধিত হয়। কুল স্ত্রীগণ অপূজিত হইয়া যে গৃহে অভিশাপ দেন, সে গৃহ অভিচারহতের ন্যায় ধনপশ্বাদি সহিত বিনষ্ট হয়।

অতএব যাহাদিগের সমৃদ্ধি লাভের কামনা আছে, তাহারা গ্রাসাচ্ছাদন ও ভূষণ দ্বারা ইহাদিগের নিত্য পূজা করিবে। যে কুলে ভর্ত্তা ভার্য্যার প্রতি এবং ভার্য্যা ভর্ত্তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে কুলে নিত্য মঙ্গল হয়।

প্রাচীন আর্য্যেরা স্ত্রীজাতির প্রতি যে অসভ্যজনোচিত রূঢ় ব্যবহার করিতেন না, এখন পাঠক তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। পাঠক বলুন তাঁহারা রমণীগণের শিক্ষা দান ও স্বাধীনতা দানে যে বিমুখ ছিলেন, আমরা তাহার যে কারণ নির্দ্দেশ করিলাম তাহা সঙ্গত কি না?

এরূপ ব্যবহারের আর একটী বিশেষ কারণ ছিল। সেটী নৈসর্গিক। স্ত্রীলোকের শিক্ষাকার্য্যের অনেক স্বাভাবিক বিঘ্ন আছে। তাহাদিগের মনও পুরুষের ন্যায় দৃঢ় ও বলবান নয়। তাহাদিগের শ্রমশক্তিও অল্প। সুতরাং তাহাদিগের বেদ বেদাঙ্গাদিরূপ উচ্চ ও কঠিন বিষয়ের শিক্ষা লাভ সম্ভাবিত নয়। এ চিন্তাও দীর্ঘদর্শী প্রাচীন আর্য্যদিগের স্ত্রীলোকের শিক্ষা দান বিষয়ে বিমুখতা সম্পাদন করিয়াছিল। উদাত্তাদিভেদে বেদের উচ্চারণ ও তাহার দুর্ব্বোধ অর্থ বোধ করিয়া তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ স্ত্রীলোকের অসাধ্য বলিয়াই প্রাচীন আর্য্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়াও প্রতীয়মান হইতেছে না। ইউরোপ ও আমেরিকায় স্ত্রীশিক্ষার এত বহুল অনুশীলন হইয়াছে, কিন্তু কয় জন স্ত্রীলোক উচ্চতর বিষয়ের শিক্ষালাভে সমর্থ হইয়াছেন? বৈদিক আর্য্যগণের সময়ে লঘু শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। সুতরাং তাঁহারা হতাশ হইয়া স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন! তাঁহাদিগের মনে এ শঙ্কাও জন্মিয়াছিল, তাঁহারা যদি স্ত্রীজাতিকে বেদাদি শিক্ষার অধিকার দেন, তাহা হইলে রমণীগণ চতুর্ব্বর্গের সাধনভূত বেদকে বিকৃত স্বরে উচ্চারণ ও তাহার বিপরীত অর্থ করিয়া অপবিত্র করিয়া তুলিবে। বেদ যদি অপবিত্র হয়, ইহলোক পরলোক উভয় লোক নষ্ট হইবে। বেদের উপরে প্রাচীন আর্য্যগণের এমনি অবিচলিত ভক্তি ছিল, উচ্চারণে হউক আর অর্থে হউক, একটু ব্যতিক্রম ঘটিলে তাঁহারা মনে করিতেন সর্ব্বনাশ হইল। তাঁহারা যে কারণে ও যে যুক্তিতে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা বিষয়ে অনধিকৃত করিয়া রাখুন, স্ত্রীগণকে শিক্ষাদান করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সূর্য্য উদিত না হইলে অন্ধকার দূরীভূত হয় না, বিদ্যার বিমল তীব্র জ্যোতি বিনা মানসান্ধকার কে দূর করিতে পারে? একজন কবি কহিয়াছেন "বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ". এটী যথার্থ কথা। বিদ্যাবিহীনে আর পশুতে বড় ইতরবিশেষ নাই। এই বিশ্ব যে কি অদ্ভুত পদার্থ, সৃষ্টিকর্ত্তার যে কি অদ্ভুত সৃষ্টিকৌশল, ক্ষিত্যপ-

তেজস্মরুদ্ব্যোম যে কি অপরূপ পদার্থ, এই প্রাণিদেহ যে কি আশ্চর্য্য যন্ত্র, ইহার নির্ম্মাণকৌশল যে কি অপরূপ, তাহা পশুরা বুঝিতে পারে না, বিদ্যাবিহীনেরাও বুঝিতে পারে না। মনুষ্য জন্মপরিগ্রহ করিয়া মূর্খ হইয়া থাকার পর বিড়ম্বনা আর নাই। যাবৎ ভারতীয় রমণীগণ বিদ্যাবতী না হইবেন, তাবৎ ভারতীয় আর্য্যসন্তানেরা প্রকৃত সাংসারিক সুখে সুখী হইবেন না। ভারতসমাজে দ্বেষ হিংসা কলহাদি যে নিত্য বিজৃম্ভমাণ, ভারতীয় স্ত্রীজাতির মূর্খতা কি তাহার প্রধান কারণ নয়? সমাজের অর্দ্ধেক অঙ্গ স্ত্রী। সেই অর্দ্ধ অঙ্গ যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিল, তাহা হইলে সমাজের পূর্ণ উন্নতি লাভের সম্ভাবনা কি? স্ত্রীলোকেরা তরল ও কোমলমতি, তাহাদিগকে বেদ শিখাইবার চেষ্টা পাইলে বেদের দুর্গতি হইবে, প্রাচীন আর্য্যেরা এই যে শঙ্কা করিয়াছিলেন, এখন সে শঙ্কার অবসর নাই। এখন স্ত্রীলোকের শিখিবার যোগ্য অনেক বিষয় উপস্থিত হইয়াছে। এখন বেদভিন্ন স্ত্রীলোকের বেদ শিক্ষা দূরে থাকুক, পুরুষেরই বেদ শিক্ষা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ফলতঃ রূপবতীদিগকে বিদ্যাবতী করা যে একান্ত আবশ্যক, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু বঙ্গদেশে যে প্রকার শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে অভীষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। বঙ্গদেশে অতি যৎসামান্য স্ত্রীশিক্ষা হইতেছে, তাহাও আবার বিশুদ্ধ ও অত্যুদার নহে। সে শিক্ষা কেবল কতকগুলি অসার উপন্যাস ও কথা শিক্ষায় পর্য্যবসিত, তাহাতে হৃদয়ের উদারভাব জন্মিবার সম্ভাবনা নয়। একে স্ত্রীলোকের চিত্ত লঘু, তাহাতে লঘুশিক্ষা, সে শিক্ষায় উন্নতভাব না হইয়া হৃদয়ের অধিকতর লঘুতা জন্মিবারই সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকের মন স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রবণ। অতএব স্ত্রীলোকের মনকে লঘু বিষয়ের আলোচনা হইতে বিনিবর্ত্তিত করিয়া ধর্ম্মনীতির অনুশীলনে বিনিযোজিত করাই কর্ত্তব্য।

আমরা রমণীগণকে বিদ্যা শিখাইবার কথা বলিতেছি বটে, কিন্তু এখনও তাঁহাদিগের অত্যুদার শিক্ষালাভের বহু বিঘ্ন দেখা যাইতেছে। যে যে কারণ প্রাচীন আর্য্যগণের স্ত্রীশিক্ষার বিঘ্নভূত হইয়াছিল। এখনও সে সে কারণের সমুদায় অপনীত হয় নাই। এখনও গৃহকার্য্যের ভার কুলাঙ্গনাগণের উপরে নিহিত। এখনও সর্ব্বত্র অন্নবিচার ও জাতিবিচার রহিত হয় নাই। যে অবস্থা হইলে সচ্ছন্দে লেখাপড়া শিক্ষা হয়, ভারতীয় অন্তঃপুরচারিণী কুলকামিনীগণের সে অবস্থা হয় নাই। সে অবস্থা হয় নাই বলিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষাদা-

নবিষয়ে উদাসীন হওয়া বিধেয় নহে। যেমন সুযোগ, যেমন অবসর, যেমন অবস্থা, তেমনি শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের সমাজের এখন যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে রমণীগণের ধর্ম্মনীতি ও শিল্পশিক্ষাই সময়োচিত ও উপযোগী।

এক্ষণে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা লইয়া কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। মনু বলেন।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥

শৈশবকালে পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রে রক্ষা করিয়া থাকে; স্ত্রী স্বাধীনতালাভের যোগ্য নয়।

মনু স্পষ্টাক্ষরেই স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দানের নিষেধ করিয়াছেন। তিনি যে যুক্তি ও যে কারণ মনে করিয়া নিষেধ করুন "স্ত্রী স্বাধীনতার যোগ্য নয়" এই যে বাক্য তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত। ইউরোপে স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সমুদ্রে যেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থিত হয়, তেমনি স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়া যুক্তিপরম্পরারূপ তরঙ্গমালা তথায় উত্থিত হইতেছে। এ স্ত্রীস্বাধীনতার অর্থ কি? স্ত্রীগণের স্বচ্ছন্দচারিতা? অথবা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পতি প্রভৃতি গুরুজন ও অভিভাবকগণের পরতন্ত্র থাকিয়া স্বাধীনতা লাভ? পতিপ্রভৃতি গুরুজনের আজ্ঞাবহতা লঙ্ঘন করিয়া স্বচ্ছন্দ চারিতার নাম যদি স্বাধীনতা হয়, সে স্বাধীনতা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই রোচনীয় নয়। যেখানে এ প্রকার স্বাধীনতা, সেইখানেই মহা গোলযোগ, সেই খানেই মহা কলঙ্ক, সেই খানেই নানা বিবাদ বিসম্বাদ। অনেক বিজ্ঞ ইউরোপীয়, স্ত্রীগণের এ স্বাধীনতায় অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার অপর পর্য্যায়। এ স্বাধীনতা নৈসর্গিক নয়। বিশ্ববিধাতা স্ত্রীজাতিকে পুরুষের একান্ত পরাধীন করিয়া দিয়াছেন। যিনি সেই পরাধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বচ্ছন্দচারিণী হন, তিনি সুখিত হন না। যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে সে স্বাধীনতা দিবার চেষ্টা পান, তাঁহাদিগের সে চেষ্টা অনৈসর্গিক। সে চেষ্টা কল্যাণদায়িনী হয় না।

পতি প্রভৃতি গুরুজনের অধীন থাকিয়া যে স্বাধীনতা ভোগ হয়, তাহাই

বাঞ্ছনীয়। এ স্থলে পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, যদি সীমন্তিনীগণ পতিপ্রভৃতি গুরুজনের অধীন রহিলেন, তবে তাঁহাদিগের কি স্বাধীনতা হইল? এ স্বাধীনতার অর্থ কি? ইহার উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, আমরা যে গুরুজনের অধীন থাকিয়া স্ত্রীগণের স্বাধীনতা লাভের কথা কহিতেছি, তাহার তাৎপর্য্য এই, গুরুজন যখন দেখিবেন রমণীগণ অসৎপথে গমনোন্মুখ হইয়াছেন, অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠানে উৎসুক হইয়াছেন, ও অকর্ত্তব্যকর্ম্মের আচরণে যত্নবান হইয়াছেন, তখনি নিষেধ করিবেন। স্ত্রীগণকে সেই নিষেধাজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে। আর গুরুজন যখন দেখিবেন, অঙ্গনাগণ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছেন, তখন তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিবেন। আমাদিগের সমাজে এক্ষণে এই প্রকার স্বাধীনতাই প্রচলিত আছে। নারীগণের সৎকার্য্য বা ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানের পক্ষে কোন প্রকার পরাধীনতা বা বাধা নাই। স্ত্রীলোকেরা পতির অনুমতি লইয়া দূরতর প্রদেশে স্বচ্ছন্দে তীর্থযাত্রা করিতেছেন। মনু যে স্ত্রীর স্বাধীনতা দানের নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহারও উদ্দেশ্য ঐ প্রকার। তিনি স্ত্রীর সাধু কার্য্য আচরণ নিষেধ করেন নাই। মানুষের হৃদয় অতি দুর্ব্বল, ইন্দ্রিয় বেগবান, চিত্ত চঞ্চল। এই দেখিয়াই, লঘুচিত্ত কামিনীগণ স্বাধীন হইলে স্বল্লায়াসে পাছে বিপথে নীত হয়, এই শঙ্কায় তিনি পতি প্রভৃতি গুরুজনের আজ্ঞাবহ থাকিয়া রমণীদিগকে কার্য্য করিবার বিধি দিয়াছেন। যে সকল বিদেশী লোক মনুর এই বিধির তাৎপর্য্য ও ভারতবাসীর অন্তঃপুর বৃত্তান্ত অবগত নন, তাঁহারাই মনুর উক্ত বচন দেখিয়া মনে করেন, ভারতবাসিরা বন্দীর ন্যায় অন্তঃপুর নারীগণকে অবরোধরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অশন বসনাদি কোন বিষয়ে স্বাধীনতা নাই। তাঁহারা বন্দীদিগের ন্যায় হাতা মাপ ভাত খান এবং জাঙিয়া পরিয়া থাকেন!!

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

সাংখ্য দর্শন।

(গত প্রকাশিতের পর।)

অতঃপর সূত্রকার বিজ্ঞানবাদী নাস্তিকের মত তুলিয়া তাহার খণ্ডন

করিতেছেন। বিজ্ঞানবাদী নাস্তিকের মত এই, পরিদৃশ্যমান এই জগৎ ও সংসার কিছুই নয়, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় ইহার ভ্রমাত্মক জ্ঞান হয় মাত্র। দুঃখও ভ্রমাত্মক বিজ্ঞানময় পদার্থ, অতএব তদ্দ্বারা পুরুষের বদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কি? এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার দ্বাচত্বারিংশ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ। ৪২॥ সূ।

ন বিজ্ঞানমাত্রং তত্ত্বং বাহ্যার্থানামপি বিজ্ঞানবৎ প্রতীতিসিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ। ভা।

যখন বাহ্য পদার্থের প্রতীতি হইতেছে, তখন এ জগৎ প্রপঞ্চ ও সংসার কিছু নয়, কেবল বিজ্ঞান মাত্র, এ মতটী সত্য নহে।

সূত্রকার স্বমত সমর্থনার্থ বিজ্ঞানবাদী নাস্তিকের মতে আর একটী দোষারোপ করিতেছেন।

তদভাবে তদভাবাৎ শূন্যং তর্হি। ৪৩॥ সূ।

তর্হি বাহ্যাভাবে শূন্যমেব প্রসজ্যেত নতু বিজ্ঞানমপি। কুতঃ তদভাবে তদভাবাৎ বাহ্যাভাবে বিজ্ঞানস্যাপ্যভাবপ্রসঙ্গাৎ বিজ্ঞান প্রতীতেরপি বাহ্যপ্রতীতিবদবস্তুবিষয়ত্বানুমানসম্ভবাৎ। বিজ্ঞানপ্রামাণ্যস্য কাপ্যসিদ্ধত্বাচ্চ। তথা বিজ্ঞানে প্রমাণানামপি বাহ্যত্বয়াপলাপাচ্চেত্যর্থঃ। নন্বনুভবে কস্যাপি বিবাদাভাবেন নাস্তি তত্র প্রমাণাপেক্ষা ইতি চেন্ন শূন্যবাদিনামেব তত্র বিবাদাৎ। অপ্যাসত্যাপি প্রমাণেন বস্তু সিদ্ধ্যতি বিষয়াবাধ সৈ্যব প্রামাণ্যপ্রযোজকত্বান্নতু প্রমাণপারমার্থিকত্বস্যেতি চেন্ন। এবং সত্যাসৎপ্রমাণস্য সর্ব্বত্র সুলভত্বেন কাপ্যর্থে প্রমাণান্বেষণস্যাযোগাৎ। অথাসন্ময়োঽপি ব্যাবহারিক সত্ত্বরূপোবিশেষঃ প্রমাণাদিম্বেষ্টব্য ইতিচেৎ। আয়াতং মার্গেণ। কিং পুনরিদং ব্যাবহারিকত্বং। যদি পরিণামিত্বং তদা অস্মাভিরপি ঈদৃশমেব সত্ত্বং গ্রাহ্যগ্রাহকপ্রমাণানামিষ্টং শুক্তিরজতাদিতুল্যত্বস্যৈব প্রপঞ্চেঽস্মাভিঃ প্রতিষেধাৎ। যদি পুনঃ প্রতীয়মানতামাত্রং তদাপি তাদৃশৈরেব প্রমাণৈর্বাহ্যার্থস্যাপি সিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। লাঘবতর্কানুগৃহীতেন যথাকথঞ্চিদনুমানেনৈব বাধস্তু বিজ্ঞানেপি সমান ইতি। এতেনাধুনিকানাং বেদান্তিব্রুবাণানমপি মতং বিজ্ঞানবাদতুল্যযোগক্ষেমতয়া নিরস্তং। বিজ্ঞানমাত্রসত্যতাপ্রতিপাদকশ্রুতিস্মৃতয়স্তু কূটস্থত্বরূপাং পারমার্থিকসত্তামেব বাহ্যানাং প্রতিষেধন্তি। নতু পরিণামিত্ব রূপাং ব্যাবহারিকসত্তামপি।

যত্তু কালান্তরেণাপি নান্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ।
পরিণামাদিসম্ভূতাং তদ্বস্তু নৃপ তচ্চ কিং॥
বস্তু রাজেতি যল্লোকে যত্তু রাজভটাদিকং।
তথান্যচ্চ নৃপেত্থং তু ন সৎসঙ্কল্পনাময়ং॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণাদিভ্যঃ পরিণামিত্বস্যৈব অসত্ত্বাবগমাদিতি। সঙ্কল্পনা-ময়মীশ্বরাদিসংকল্পরচিতং। এতেন

বিজ্ঞানময়মেবৈতদশেষমবগচ্ছত।

ইত্যাদিনা বিষ্ণুপুরাণে মায়ামোহরূপিণা বিষ্ণুনাঽসুরেভ্যোঽপি তত্ত্বমে-বোপদিষ্টং। তে তু অনধিকারাদিদোষৈর্ব্বিপরীতার্থগ্রহণেন বিজ্ঞানবাদিনো-নাস্তিকাবভূবুরিত্যবগন্তব্যং। তদেতৎ সর্ব্বং ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে মায়াবাদনির-সনপ্রসঙ্গতোবিস্তারিত মস্মাভিঃ। ভা।

যদি বাহ্য বিষয়ের অভাব স্বীকার কর, বিজ্ঞানেরও অভাব হইয়া শূন্যমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ফলতঃ বাহ্য পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহার অপলাপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার যদি অপলাপ না হইল, তবেই জগৎপ্রপঞ্চ ও সংসার কিছুই নয়, কেবল বিজ্ঞানময় এ মত উন্মূলিত হইল।

যদি বল, বাহ্য পদার্থ অস্বীকার করিলে শূন্যবাদপ্রসঙ্গ হয়; হয় হউক; যদি সমুদায়ই শূন্য হইল, দুঃখও শূন্য, শূন্য পদার্থ দ্বারা পুরুষের দুঃখবন্ধের সম্ভাবনা কি? এই অভিপ্রায় করিয়া নাস্তিক শিরোমণি কহিতেছেন।

শূন্যং তত্ত্বং ভাবোবিনশ্যতি বস্তুধর্ম্মত্বাৎ বিনাশস্য। ৪৪॥ সূ।

শূন্যমেব তত্ত্বং যতঃ সর্ব্বোঽপি ভাবো বিনশ্যতি যশ্চ বিনাশী স মিথ্যা স্বপ্নবৎ। অতঃ সর্ব্ববস্তুনামাদ্যন্তয়োরভাবমাত্রত্বাৎ মধ্যে ক্ষণিকসত্ত্বং সাংবৃ-ত্তিকং ন পারমার্থিকং বন্ধাদি। ততঃ কিং কেন বধ্যেত ইত্যাশয়ঃ। ভাবানাং বিনাশিত্বে হেতুর্ব্বস্তুধর্ম্মত্বাৎ বিনাশস্যেতি। বিনাশস্য বস্তুস্বভাবত্বাৎ। স্বভাবং তু বিহায় ন পদার্থস্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। ভা॥

সমুদায়ই শূন্য, এই কথাই ঠিক, যেহেতু সমুদায় পদার্থই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে বিনাশী সে মিথ্যা, স্বপ্নের ন্যায়। পদার্থমাত্রেরই বিনাশ-স্বভাব। সকল পদার্থ যদি অলীক হইল, দুঃখও অলীক, দুঃখও যদি অলীক হইল তবে কে কাহার দ্বারা বদ্ধ হইবে? সূত্রকার পঞ্চচত্বারিংশ সূত্র দ্বারা ইহার সমাধান করিতেছেন।

অপবাদমাত্রমবুদ্ধানাং। ৪৫॥ সূ।

ভাবত্বাৎ বিনাশিত্বমিতি মূঢ়ানামপবাদমাত্রং মিথ্যাবাদএব। নাশকারণাভাবেন নিরবয়বদ্রব্যাণাং নাশাসম্ভবাৎ। কার্য্যাণামপি বিনাশাসিদ্ধেশ্চ। ঘটোজীর্ণ ইতি প্রত্যয়বদেব ঘটোঽতীত ইত্যাদি প্রতীত্যা .ঘটাদেরতীতাখ্যায়া অবস্থায়া এব সিদ্ধেঃ। অব্যক্ততায়াশ্চ কার্য্যাতীততাভ্যুপগমেঽস্মন্মত প্রবেশএব। কিঞ্চ বিনাশস্য প্রপঞ্চতত্ত্বতাভ্যুপগমেঽপি বিনাশএব বন্ধস্য পুরুষার্থঃ সম্ভবত্যেবেতি। কশ্চিৎ তু ব্যাচষ্টে। শূন্যং তত্ত্বমিত্যজ্ঞানাং কুৎসিতবাদমাত্রং ন পুনরত্র যুক্তিরস্তি। প্রমাণসত্ত্বসত্ত্ববিকল্পাসহত্বাৎ। শূন্যে প্রমাণাঙ্গীকারে তেনৈব শূন্যতাক্ষতিঃ। অনঙ্গীকারে প্রমাণাভাবাৎ ন শূন্যসিদ্ধিঃ। স্বতঃসিদ্ধৌচ চিদ্রূপতাদ্যাপত্তিরিত্যর্থ ইতি। ন চ

> ন বিরোধোনচোৎপত্তির্ন বদ্ধো নচ সাধকঃ।
> ন মুমুক্ষুন বৈমুক্তইত্যেষা পরমার্থতা॥
> সর্ব্বশূন্যং নিরালম্বং স্বরূপং যত্র চিন্ত্যতে।
> অভাবযোগঃ সপ্রোক্তোযেনাত্মানং প্রপশ্যতি॥

ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যামপি শূন্যং তত্ত্বতয়া প্রতিপাদ্যতে ইতি বাচ্যং। পুরুষাণাং নিরোধাদ্যভাবস্যৈব তাদৃশীষু শ্রুতিষু তত্ত্বতয়োক্তত্বাৎ। পূর্ব্বোত্তর বাক্যাভ্যাং পুরুষস্যৈব প্রকরণাৎ। বিলীনবিশ্বচিদাকাশস্যৈব এতাদৃশস্মৃতিষু তত্ত্বতয়া প্রতিপাদনাচ্চ।

> ত্রৈলোক্যং গগনাকারং নভস্তুল্যং বপুঃ স্বকং।
> বিয়দ্গামি মনোধ্যায়ন্ যোগী ব্রহ্মৈব গীয়তে॥

ইত্যাদি বাক্যান্তরৈরেকবাক্যত্বাৎ। আকাশশূন্যয়োরেকপর্য্যায়ত্বাদিতি। মনোমহত্তত্ত্বাদ্যাখিলান্তঃকরণং বিয়দ্গামিচিদাকাশে লীনং। ভা।

পদার্থ মাত্রেই বিনষ্ট হয়, এ কথা মূঢ় ব্যক্তিদিগের মিথ্যা বাক্য মাত্র। নাশ কারণ না থাকাতে নিরবয়ব দ্রব্যের নাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ বিনাশ, বস্তুর স্বভাব, বস্তুমাত্রেই বিনাশশীল, এ সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত সন্দেহ নাই। আর বস্তু বিনাশশীল হইলেই যে অলীক হয়, তাহা হয় না। দুঃখ যদি অলীক না হইল, তদ্দ্বারা পুরুষের বন্ধ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

পুনরায় দোষান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।

উভয়পক্ষসমানক্ষেমত্বাদয়মপি। ৪৬॥ সূ।

ক্ষণিকবাহ্যবিজ্ঞানোভয়পক্ষয়োঃ সমানক্ষেমত্বাৎ তুল্যনিরসনহেতুকত্বা-

দয়মপি পক্ষোবিনশ্যতীত্যনুষঙ্গঃ। ক্ষণিকপক্ষনিরাসহেতুর্হি প্রত্যভিজ্ঞানুপপত্ত্যাদিঃ শূন্যবাদেঽপি সমানঃ। তথা বিজ্ঞানপক্ষনিরাসহেতুর্বাহ্য প্রতীত্যাদিরপ্যত্র সমানঃ ইত্যর্থ। ভা।

পদার্থের ক্ষণিকতাবাদী নাস্তিকের মত খণ্ডনার্থ যে যুক্তি এবং জগৎপ্রপঞ্চের বিজ্ঞানময়তাবাদী নাস্তিকের মত খণ্ডনার্থ যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই উভয় যুক্তিই শূন্যবাদপক্ষে সমান। অতএব শূন্যবাদ পক্ষ ঐ উভয় পক্ষের ন্যায় নিরস্ত হইতেছে। ক্ষণিকতা পক্ষবাদীর মত নিরাসার্থ বলা হইয়াছে, আমি কল্য যে পদার্থ দেখিয়াছি, আজ তাহা স্পর্শ করিতেছি, পদার্থ ক্ষণিক হইলে আমি কল্য যে পদার্থ দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা নাই, সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞার বাধা জন্মে। বিজ্ঞানবাদীর মত নিরাসার্থও ঐরূপ বলা হইয়াছিল, বাহ্য পদার্থ যখন প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন সেই পদার্থজ্ঞান স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ জ্ঞানের ন্যায় ভ্রমাত্মক নয়। ঐ উভয় যুক্তি শূন্যবাদে তুল্যরূপে খাটিতেছে। পদার্থ যদি শূন্য হইল, তাহা হইলে বাহ্য পদার্থের জ্ঞান কিরূপে হয়, আর কল্য যে পদার্থ দর্শন করিয়াছিলাম, আজ তাহা স্পর্শ করিতেছি, এ জ্ঞানই বা কিরূপে হইতে পারে?

শূন্যতাবাদে আর একটী আপত্তি দেখান হইতেছে।

অপুরুষার্থত্বমুভয়থা। ৪৭॥ সূ।

উভয়থা স্বতঃ পরতশ্চ শূন্যতায়াঃ পুরুষার্থত্বং ন সম্ভবতি। স্বনিষ্ঠত্বেনৈব সুখাদীনাং পুরুষার্থত্বাৎ। স্থিরস্য চ পুরুষস্যানভ্যুপগমাদিত্যর্থঃ। ভা॥

সুখ যখন পুরুষনিষ্ঠ হয়, তখনই তাহা পুরুষার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। পুরুষ যদি স্থির না হইল, শূন্য হইল, তাহা হইলে তাহার সুখও শূন্য হইল। অতএব স্বতঃ পরতঃ উভয়থা শূন্যতার পুরুষার্থতা সম্ভাবিত নয়।

নাস্তিক মত দূষিত হইল, অধিকাংশ আস্তিক মতও পূর্ব্বে দূষিত হইয়াছে, এক্ষণে অবশিষ্ট আস্তিক মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার নিরাকরণ করা হইতেছে।

ন গতিবিশেষাৎ॥ ৪৮॥ সূ॥

প্রকরণাৎ বন্ধোপভাক্তে। ন গতিবিশেষাৎ শরীরপ্রবেশাদিরূপাদপি পুরুষস্য বন্ধইত্যর্থঃ। ভা॥

পুরুষের শরীর পরিগ্রহ হয়। সেই শরীর পরিগ্রহ নিবন্ধন পুরুষের দুঃখ-বন্ধ হইয়া থাকে, যদি এ কথা বল, তাহার নিরাসার্থ সূত্রকার কহিতেছেন, পুরুষের শরীর প্রবেশ হেতুক দুঃখবন্ধ হয় না। তাহার কারণ এই ;—

নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবাৎ ॥ ৪৯॥ সূ ॥

নিষ্ক্রিয়স্য বিভোঃ পুরুষস্য গত্যসম্ভবাদিত্যর্থঃ। ভা ॥

পুরুষের ক্রিয়া নাই। সুতরাং তাহার গতিরও সম্ভাবনা নাই। তিনি পরিচ্ছিন্নও নহেন। অতএব পুরুষের শরীরপ্রবেশরূপ বন্ধের যে আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহা বিফল হইতেছে।

যদি বল শ্রুতি স্মৃতিতে দেখা যাইতেছে, পুরুষ ইহলোক ও পরলোকে গমনাগমন করেন। "অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা" ইত্যাদি শ্রুতিতে পুরু-ষের পরিমাণও দৃষ্ট হইতেছে। তবে যে পুরুষের গতি নাই ও পরিমাণ নাই, এই কথা বলিতেছ, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার তাহার নিরাকরণ করিতেছেন।

মূর্ত্তত্বাৎ ঘটাদিবৎ সমানধর্ম্মাপত্তাবপসিদ্ধান্তঃ ॥ ৫০। সূ ॥

যদি চ ঘটাদিবৎ পুমান্ মূর্ত্তঃ পরিচ্ছিন্নঃ স্বীক্রিয়তে তদা সাবয়বত্ববিনাশি-ত্বাদিনা ঘটাদিসমানধর্ম্মাপত্তাবপসিদ্ধান্তঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ভা ॥

পুরুষের যদি ঘটাদির ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পুরুষ ঘটাদির ন্যায় অবয়ব বিশিষ্ট ও বিনশ্বর হইয়া পড়েন। সাংখ্য-মতে পুরুষের অবয়ব ও বিনাশ নাই। অতএব ঘটাদির ন্যায় অবয়ব ও বিনাশ স্বীকার করিলে অপসিদ্ধান্ত হয়।

ভাল ; পুরুষের যদি গতি নাই, তবে ইহলোক ও পরলোকে পুরুষের গমনাগমনের কথা যে শুনা যাইতেছে, তাহার প্রকৃত কারণ কি ? সূত্রকার তাহার উপপত্তি করিতেছেন।

গতিশ্রুতিরপ্যুপাধিযোগাদাকাশবৎ ॥ ৫১ ॥ সূ ॥

যা চ গতিশ্রুতিরপি পুরুষেঽস্তি সা বিভুত্বশ্রুতিস্মৃতিযুক্ত্যনুরোধেন আকাশ-স্যেব উপাধিযোগাদেব মন্তব্যা ইত্যর্থঃ। তত্র চ প্রমাণং।

ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা।

ঘটোনীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবোনভোপমঃ ॥ ইত্যাদি।

আকাশের পরিমাণ নাই, কিন্তু ঘটাকাশ মঠাকাশ ইত্যাদিরূপে তাহার

পরিমাণ করা হয়। সেই পরিমাণ যেমন ঔপাধিক, তেমনি পুরুষের ইহলোক ও পরলোক গমনাগমন ঔপাধিক, বাস্তবিক নয়। এক স্থানে একটী ঘট রাখিয়া দিলে তাহার মধ্যে আকাশ অর্থাৎ শূন্যভাগ দৃষ্ট হইল, ঘট তত্রত্য আকাশের ক্ষণিক ঔপাধিক আবরণ মাত্র হইল, তাহার পর ঘট সে স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া গেলে যেমন আকাশ স্থানান্তরে নীত হয় না, যেমন আকাশ তেমনি থাকে, সেইরূপ পুরুষ যেমন তেমনি আছেন, তাঁহার দেহরূপ আবরণ উপাধি মাত্র।

ন কর্ম্মণাপ্যন্যধর্ম্মত্বাৎ ॥ ৫২ ॥ সূ ॥

কর্ম্মণা দৃষ্টেনাপি সাক্ষান্ন পুরুষস্য বন্ধঃ। কুতঃ পুরুষধর্ম্মত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। পূর্ব্বং বিহিতনিষিদ্ধব্যাপাররূপেণ কর্ম্মণা বন্ধো নিরাকৃতঃ। অত্র তু তজ্জন্যা-দৃষ্টেনেত্যার্থিকবিভাগাদপৌনরুক্ত্যং। ভা।

কর্ম্মদ্বারাও পুরুষের বন্ধ হয় না। যেহেতু কর্ম্ম পুরুষের ধর্ম্ম নয়।

কর্ম্ম দ্বারা বন্ধ হয় না, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পুনরায় সেই কথা বলাতে পৌনরুক্ত্য দোষ ঘটিতেছে, ভাষ্যকার এই দোষের পরিহারার্থ এস্থলে কর্ম্মশব্দে কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট এই অর্থ করিয়াছেন।

যদি কেহ বলেন, একের কর্ম্মদ্বারা অপরের দুঃখ ঘটনা হয়, এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার তাহারও পরিহার করিতেছেন।

অতিপ্রসক্তিরন্যধর্ম্মত্বে ॥ ৫৩॥ সূ ॥

বন্ধ তৎকারণয়োর্ভিন্নধর্ম্মত্বে অতিপ্রশক্তির্মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তিরিত্যর্থঃ। ভা।

দুঃখবন্ধ ও দুঃখবন্ধের কারণ যদি একবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে দুঃখ মুক্ত ব্যক্তিরও দুঃখবন্ধরূপ অতিপ্রশক্তি দোষের আপত্তি উপস্থিত হয়। ফলতঃ যাহার দুঃখ বন্ধ হইবে, দুঃখবন্ধের কারণ তাহাতেই থাকা আবশ্যক।

পুরুষের দুঃখবন্ধের যতপ্রকার আপত্তি হইতে পারে, একৈকক্রমে সেগুলি উল্লিখিত হইল, এক্ষণে উপসংহারার্থ সাধারণতঃ বলা হইতেছে, পুরুষের দুঃখ-বন্ধের বাস্তবিক কারণ আছে, যদি এ কথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পুরুষ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ইত্যাদি যে শ্রুতি আছে, তাহার সহিত বিষম বিরোধ উপস্থিত হয়। সূত্রকার এক্ষণে তাহারই উল্লেখ করিতেছেন।

নির্গুণাদিশ্রুতিবিরোধশ্চেতি ॥ ৫৪ ॥ সূ।

পুরুষ নির্গুণ, ইত্যাদি যে শ্রুতি আছে, তাহার সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়।

সাংখ্য সূত্রকারের মতে প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগই পুরুষের দুঃখবন্ধের কারণ। কিন্তু প্রতিবাদী যদি এস্থলে একথা বলেন, অন্য অন্য দুঃখ কারণের উল্লেখ করিয়া দুঃখমুক্ত পুরুষের দুঃখবন্ধাপত্তি প্রভৃতি যে যে দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তোমার মতেও সে দোষ ঘটনা না হয় কেন? এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার কহিতেছেন।

তদ্‌যোগোঽপ্যবিবেকান্ন সমানত্বং। ৫৫॥

পূর্ব্বোক্তঃতদ্যোগোঽপি পুরুষস্য অবিবেকাৎ বক্ষ্যমাণাৎ অবিবেকাদেব হি নিমিত্তাৎ সংযোগোভবতি। অতোনোক্তদোষাণাং সমানত্বমস্তীত্যর্থঃ। স চ অবিবেকোমুক্তেষু নাস্তীতি ন তেষাং পুনঃ সংযোগোভবতীতি। ইত্যাদিঃ। ভা।

পুরুষের অবিবেকনিবন্ধনই প্রকৃতির সহিত সংযোগ হইয়া থাকে। মুক্ত পুরুষে সে অবিবেক সম্ভাবিত নয়। অতএব মুক্ত পুরুষের দুঃখবন্ধাপত্তি প্রভৃতি যে দোষের আশঙ্কা করা হইয়াছে, উপস্থিত স্থলে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

প্রকৃতি পুরুষ সংযোগই পুরুষের দুঃখবন্ধের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইল, সেই দুঃখনাশের উপায় কি, এক্ষণে তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইতেছে।

নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ॥ ৫৬॥ সূ॥

শুক্তিরজতাদিস্থলে লোকসিদ্ধং যন্নিয়তকারণং বিবেকসাক্ষাৎকারস্তস্মাৎ তস্য অবিবেকস্য উচ্ছিত্তির্ভবতি ধ্বান্তবৎ। যথা ধ্বান্তমালোকাদেব নিয়তকারণান্নশ্যতি নোপায়ান্তরেণ তথৈব অবিবেকোঽপি বিবেকাদেব নশ্যতি ন তু কর্ম্মাদিভ্যঃ সাক্ষাদিত্যর্থঃ। তদেতদুক্তং যোগসূত্রেণ বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায় ইতি কর্ম্মাদীনি তু জ্ঞানস্যৈব সাধনানি যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেরিতি যোগসূত্রেণ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান এব যোগাঙ্গান্তর্গতসর্ব্বকর্ম্মণাং সাধনত্বাবধারণাদিতি। ইত্যাদিঃ। ভা।

যেমন অন্ধকারনাশের নির্দ্দিষ্ট কারণ যে আলোক, তাহা হইতে অন্ধকারের বিনাশ হয়, তেমনি অবিবেক নাশের নির্দ্দিষ্ট কারণ যে বিবেক, তাহা হইতে অবিবেকের উচ্ছেদ হইয়া থাকে।

উপরে বলা হইল, অবিবেকমূলক প্রকৃতিপুরুষসংযোগ পুরুষের আধ্যাত্মি-

কাদিদুঃখ-ভোগের কারণ হয় এবং বিবেক হইলে তাহা হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। বিবেকই যদি মোক্ষের মূল হইল, তাহা হইলে দেহাদির জ্ঞান সত্ত্বেও মোক্ষ হউক, এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার কহিতেছেনঃ—

প্রধানাবিবেকাদন্যাবিবেকস্য তদ্ধানে হানং ॥ ৫৭ ॥ সূ ॥

পুরুষে প্রধানাবিবেকাৎ কারণাৎ যোঽন্যাবিবেকো বুদ্ধ্যাদ্যবিবেকো জায়তে কার্য্যাবিবেকস্য কার্য্যতয়া অনাদিকারণ বিবেকমূলকত্বাৎ তস্য প্রধানাবিবেকহানে সত্যবশ্যং হানমিত্যর্থঃ। যথা শরীরাদাত্মনি বিবিক্তে শরীরকার্য্যেষু রূপাদিষবিবেকো ন সম্ভবতি তথা কূটস্থত্বাদিধর্ম্মৈঃ প্রধানাৎ পুরুষে বিবিক্তে তৎকার্য্যেষু পরিণামাদিধর্ম্মকেষু বুদ্ধ্যাদিষভিমানোনোৎপত্তুমুৎসহতে তুল্যন্যায়াৎ কারণনাশাচ্চেতি ভাবঃ। ইত্যাদি। ভা ॥

পুরুষে প্রকৃতির অবিবেকনিবন্ধন বুদ্ধ্যাদির যে অবিবেক অর্থাৎ দেহাদিতে যে আত্মজ্ঞান জন্মে, বিবেক জন্মিলে তাহার উচ্ছেদ হইয়া যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পুরুষ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, তাহার বন্ধ মোক্ষ ও বিবেকাবিবেক নাই, কিন্তু এখানে আবার তাহার বন্ধ মোক্ষের কথা বলা হইতেছে। অতএব স্ববাক্যেরই পূর্ব্বাপর বিরোধ ঘটিতেছে। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

বাঙ্‌মাত্রং নতু তত্ত্বং চিত্তস্থিতেঃ। ৫৮ ॥ সূ।

বন্ধাদীনাং সর্ব্বেষাং চিত্তএব অবস্থানাৎ তৎ পুরুষে বাঙ্‌মাত্রং সর্ব্বং স্ফটিকলৌহিত্যবৎ প্রতিবিম্বমাত্রত্বান্ন তু তত্ত্বং তস্য ভাবঃ। অনারোপিতং জপালৌহিত্যবদিত্যর্থঃ। অতোনোক্তবিরোধ ইতি ভাবঃ। ইত্যাদি। ভা ॥

সাংখ্যমতে দুঃখ ও সুখ ভোগাদি বুদ্ধিরই হইয়া থাকে। চিত্ত শব্দ বুদ্ধির পর্য্যায়ান্তর। সূত্রকার বলেন, বন্ধাদি চিত্তের ধর্ম্ম। স্ফটিক লৌহিত্যের ন্যায় সেই বন্ধাদি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয় এই মাত্র। তবেই স্থির হইতেছে, পুরুষের দুঃখাদি নাই, সে দুঃখাদি বাঙ্‌মাত্রে পর্য্যবসিত, বাস্তবিক নয়।

যদি বাস্তবিক পুরুষের দুঃখ না হইল, চিত্তের দুঃখাদি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইল, তাহা হইলে সেই কল্পিত দুঃখাদির উন্মূলনার্থ তত্ত্বজ্ঞানমূলক বিবেকসাক্ষাৎকারের প্রয়োজন কি? শ্রবণ মননাদির দ্বারা সে দুঃখাদির সহজে বিনাশ হইতে পারে। এই আশঙ্কা করিয়া ঊনষষ্ট সূত্রের আরম্ভ করা হইতেছে।

যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্‌মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে। ৫৯॥ সূ॥

যুক্তির্মননং অপিশব্দঃ শ্রবণসমুচ্চয়ার্থঃ। বাঙ্‌মাত্রমপি পুরুষস্য বন্ধাদিকং শ্রবণমননমাত্রেণ ন বাধ্যতে সাক্ষাৎকারং বিনা যথা দিঙমূঢ়স্য জনস্য বাঙ্‌মাত্রমপি দিগ্বৈপরীত্যং শ্রবণযুক্তিভ্যাং ন বাধ্যতে সাক্ষাৎকারং বিনেত্যর্থঃ প্রকৃতে চেদমেব বাধ্যত্বং যৎ পুরুষে বন্ধাদিবুদ্ধিনিবৃত্তির্ন ত্বভাবসাক্ষাৎকারঃ শ্রবণাদিনা তদুৎপত্তিসম্ভাবনায়া অপ্যভাবাদিতি। অথবা ইত্থং ব্যাখ্যেয়ং। নন্ু নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তিরিত্যনেন বিবেকজ্ঞানমবিবেকোচ্ছেদকমুক্তং। তজ্জ্ঞানং কিং শ্রবণাদিসাধারণং উতাস্তি কশ্চিদ্বিশেষইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ যুক্তিতোঽপীত্যাদি সূত্রং। অবিবেকোযুক্তিতঃ শ্রবণতশ্চ ন বাধ্যতে নোচ্ছিদ্যতে বিবেকাপরোক্ষং বিনা দিঙ্‌মোহবদিত্যর্থঃ। সাক্ষাৎকারভ্রমে সাক্ষাৎকারবিশেষদর্শনস্যৈব বিরোধিত্বাদিতি।

যাহার দিক্‌ভ্রম জন্মে, তাহার গন্তব্য দিক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখাইয়া বুঝাইয়া না দিলে যেমন তাহার ভ্রম দূরীভূত হয় না, তেমনি পুরুষের দুঃখাদি ভ্রমমাত্র হইলেও বিবেক সাক্ষাৎকার বিনা কেবল শ্রবণ মননাদি দ্বারা তাহার অপনয়ন সম্ভাবিত নয়।

এক্ষণে প্রকৃতি পুরুষ জ্ঞানের উপায় ও প্রমাণ নির্দ্দেশিত হইতেছে।

অচাক্ষুষাণামনুমানেন বোধোধূমাদিভিরিব বহ্নেঃ। ৬০॥ সূ।

অচাক্ষুষাণাং অপ্রত্যক্ষাণাং। কেচিৎ তাবৎ পদার্থাঃ স্থূলভূত তৎকার্য্যা দেহাদয়ঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধা এব। প্রত্যক্ষেণ অসিদ্ধানাং প্রকৃতিপুরুষাদীনাং অনুমানেন প্রমাণেন বোধঃ পুরুষনিষ্ঠফলসিদ্ধির্ভবতি যথা ধূমাদিভির্জ্ঞাপিতেন অনুমানেন বহ্নেঃ সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। অনুমানাসিদ্ধমপি আগমাৎ সিদ্ধ্যতি ইত্যপি বোধ্যং। অস্য শাস্ত্রস্য অনুমানপ্রাধান্যাত্তু কেবলানুমানস্য মুখতস্তৈব উপন্যাসোনত্বাগমস্য অনপেক্ষেতি। ইত্যাদি। ভা।

দেহাদির ন্যায় যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয়, অনুমানরূপ প্রমাণ দ্বারা তাহার বোধ হয়, যেমন ধূমদ্বারা বহ্নির অনুমান হয়। প্রকৃতি পুরুষ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নন, অতএব অনুমান দ্বারা তাহার জ্ঞান হইয়া থাকে।

ভাষ্যকার বলেন, যে পদার্থ অনুমানসিদ্ধ না হয়, তাহা আগমবলে সিদ্ধ হইয়া থাকে। আগমকে প্রমাণরূপে গণনা করা সাংখ্যসূত্রকারের অনভিপ্রেত নহে।

সাংখ্যমতে পদার্থ পঞ্চবিংশতি, এক্ষণে সেই পদার্থসকল নির্ণীত হইতেছে।

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণি উভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ। ৬১ ॥

সত্ত্বাদীনি দ্রব্যাণি ন বৈশেষিকাগুণাঃ সংযোগবিভাগবত্ত্বাৎ লঘুত্বচলত্বগুরুত্বাদিধর্ম্মকত্বাদিধর্ম্মকত্বাচ্চ। তেষত্র শাস্ত্রে শ্রুত্যাদৌ চ গুণশব্দঃ পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষপশুবন্ধকত্রিগুণাত্মকমহদাদিরজ্জুনির্ম্মাতৃত্বাচ্চ প্রযুজ্যতে। তেষাং সত্ত্বাদিদ্রব্যাণাং যা সাম্যাবস্থা ন্যূনানতিরিক্তাবস্থা ন্যূনাধিকভাবেন অসংহতাবস্থেতি যাবৎ। অকার্য্যাবস্থেতি নিষ্কর্ষঃ। অকার্য্যাবস্থোপলক্ষিতং গুণসামান্যং প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। যথাশ্রুতে বৈষম্যাবস্থায়াং প্রকৃতিনাশ প্রসঙ্গাৎ।

সত্ত্বংরজস্তমইতি এষৈব প্রকৃতিঃ সদা।
এষৈব সংসৃতির্জন্তোরস্যাঃ পারে পরং পদং ॥

ইত্যাদিস্মৃতিভির্গুণমাত্রস্যৈব প্রকৃতিবচনাচ্চ সত্ত্বাদীনামনুগমায় সামান্যেতি। পুরুষব্যাবর্ত্তনায় গুণেতি। মহদাদিব্যাবর্ত্তনায় চোপলক্ষিতান্তমিতি মহদাদয়োঽপি হি কার্য্যসত্ত্বাদিরূপাঃ পুরুষোপকরণতয়া গুণাশ্চ ভবন্তীতি। তদত্র প্রকৃতেঃ স্বরূপমেবোক্তং। অস্যাবিশেষস্তু পশ্চাৎ বক্ষ্যতে। প্রকৃতেঃ কার্য্যোমহান্ মহত্তত্ত্বাং। মহদাদীনাং স্বরূপং বিশেষশ্চ বক্ষ্যতে। মহতশ্চ কার্য্যোঽহঙ্কারঃ। অহঙ্কারস্য কার্য্যদ্বয়ং তন্মাত্রাণি উভয়মিন্দ্রিয়ং চ। অত্রোভয়মিন্দ্রিয়ং বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন একাদশবিধং। তন্মাত্রাণাং কার্য্যাণি পঞ্চ স্থূলভূতানি। স্থূলশব্দাৎ তন্মাত্রাণাং সূক্ষ্মভূতত্বমভ্যুপগতং। পুরুষস্তু কার্য্যকারণবিলক্ষণইতি। ইত্যেবং পঞ্চবিংশতির্গণঃ পদার্থব্যূহএতদতিরিক্তঃ পদার্থোনাস্তীত্যর্থঃ। ইত্যাদি ॥ ভা।

সত্ত্ব রজ তম এই তিনটী গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতির প্রথম কার্য্য মহত্তত্ত্ব। সূত্রকার মহত্তত্ত্বের লক্ষণ পরে করিবেন। বুদ্ধি মন চিত্ত প্রভৃতি মহত্তত্ত্বের অপর পর্য্যায়। মহত্তত্ত্বের কার্য্য অহঙ্কার। অহঙ্কারের কার্য্য দুই প্রকার পাঁচটী সূক্ষ্ম ভূত এবং জ্ঞান ও কর্ম্মভেদে একাদশ ইন্দ্রিয়। পাঁচটী সূক্ষ্মভূত হইতে পাঁচটী স্থূলভূত উৎপন্ন হয়, আর পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি

পদার্থ। এতদতিরিক্ত পদার্থ নাই। পঞ্চবিংশতি পদার্থের পরিস্কৃত গণনা এই (১) প্রকৃতি। (২) মহত্তত্ত্ব। (৩) অহঙ্কার। (৪) পাঁচ সূক্ষ্ম ভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় সমুদায়ে ষোল। (৫) পাঁচটী স্থূলভূত। (৬) পুরুষ। সমুদায়ে পঁচিশ।

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

ভারতে ইংরেজ বাণিজ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বোধ হয় কল্পদ্রুম পাঠকগণের স্মরণ আছে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, একদল বণিক রাজ্ঞী এলিজাবেথের নিকট হইতে আপাততঃ ১৫ বৎসরের নিমিত্ত বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা লইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই কোম্পানিই ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে বিখ্যাত হন। ইহাঁদের মূলধন ৩০১৩৩০ টাকা মাত্র। এই সমান্য মূলধন (বর্ত্তমান সময়ের সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছি) লইয়া তাঁহারা কাপ্তেন ল্যাঙ্কাষ্টারের অধীনে ৫ খানি জাহাজে ৬৮০০০ হাজার টাকা মূল্যের লৌহ সীসা টিন গ্লাস বস্ত্র ছুরী কাঁচি পারদ ও মস্কাউ চর্ম্ম এবং ২৮৭৪২০ টাকার স্বর্ণ ও রজত চাক্তি বোঝাই করিয়া ১৬০১ খ্রীঃ অব্দের ২ রা মে সুমাত্রা দ্বীপস্থ আচীন নগরের অভিমুখে যাত্রা করেন। অনুকূল বায়ু বশে নিরাপদে তথায় উপস্থিত হইয়া মরিচাদি দ্রব্য সংগ্রহ ও ম্যালেয়ার সর্দ্দারের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন, এবং কাপ্তেন ল্যাঙ্কাষ্টার মেলেয়া উপসাগরের নিকট পর্ত্তুগীজদিগের মসলাদি দ্রব্য পরিপূর্ণ ৯০০ শত টন ওজনের একখানি জাহাজ লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। পাঠক! একবার মনঃসংযোগ পূর্ব্বক এই খানেই ইহাঁদের অসীম সাহস প্রদর্শনের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দর্শন করুন। সিংহশিশু যতই কেন অল্পবয়স্ক হউক না, ব্যাঘ্র দেখিলেই উৎফুল্ল হইয়া তাহার হননার্থ ব্যগ্র হইয়া থাকে। সামান্য ৫ খানি জাহাজ লইয়া যাঁহারা প্রথমবারেই প্রবল-পরাক্রম-শালী পর্ত্তুগীজদিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে কিছুমাত্র ভীত হন নাই, তাঁহারা পরিণামে উপযুক্ত বলসম্পন্ন হইয়া যে কিরূপ অমানুষ শৌর্য্য বীর্য্যাদি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ও করিতেছেন, তাহা সহজেই অনুমান হইতেছে। এই ন্যায়বিরুদ্ধ বল প্রয়োগই ইংরাজদিগের ভাবী সৌভাগ্য লাভের ভিত্তিস্বরূপ হইল।

কাপ্তেন ল্যাঙ্কেষ্টার পর্ত্তুগীজদিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া যাবাদ্বীপের অন্তর্গত সমৃদ্ধিশালী বাণ্টাম নগরীতে গমন করিলেন এবং তথায় আপনাদের বাণিজ্য কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া প্রচুর অর্থ লইয়া সেপ্টেম্বর মাসে স্বদেশে প্রতি-গমন করিলেন। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে এইবারের বাণিজ্যে প্রায় দ্বিগুণ লাভ হইয়াছিল। এরূপ আশাতীত লাভ দর্শনে অর্থগৃধ্নু কোন্ জাতি স্থির হইয়া থাকিতে পারে? তাঁহারা ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় ভারতীয় উপকূলে কালিকো (চিত্রিত বস্ত্র বিশেষ) ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য জাহাজ প্রেরণ করিয়া দিলেন। কিন্তু এবার পর্ত্তুগীজদিগের প্রতি-হিংসায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

পর্ত্তুগীজেরা এই সময়ে বাণিজ্য সম্বন্ধে পূর্ব্ব মহাদ্বীপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের সমকক্ষ আর কোন জাতিই ছিল না বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অরমজ ও এডেনে, সিংহলের উপকূলস্থ প্রধান প্রধান বন্দর সমূহে, ফিলিপাইন, মরক্কস বা স্পাইস দ্বীপে চীনের নিকটস্থিত মেকো এবং হুগলী ও গোয়া নগরীতে তাঁহাদিগের বিলক্ষণ প্রভুত্ব হয়।

যে বৎসর কাপ্তেন হকিন্স ইংলণ্ডাধিপতি প্রথম জেম্‌স (১৭) ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুরোধ পত্র লইয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, সেই বৎসর (১৬০৯ খ্রীঃ অব্দ) স্যর এইচ মিডলটন

(১৭) প্রথম জেম্‌স রাজ্ঞী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ১৬০৩ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ ও ১৩২৫ খ্রীঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি প্রথমে রোমান ক্যাথলিক পরে প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী হন। তিনি অতিশয় শিকারপ্রিয় এবং মদ্যপায়ী ছিলেন। রাজ্ঞী এলিজাবেথের মৃত্যুতে রোমানক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীরা এইরূপ আশা করিয়াছিলেন, যে তাঁহাদের মতের পোষকতা হইবে, কিন্তু অবশেষে বিপরীত ভাব অবলোকন করিয়া রবার্ট কেটেস্‌বি, এডার্ড ডিগবি নামা দুইজন প্রসিদ্ধ সঙ্গতিপন্ন রোমান ক্যাথলিক রাজা ও পার্লিয়ামেণ্টের সমুদয় সভ্যগণকে বিনাশ করিবার জন্য, গোপনে ৩৬ ব্যারেল বারুদ পার্লিয়ামেণ্টের নিম্নে প্রোথিত করিয়া অগ্নি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে লার্ড মণ্টিগেলের শিরোনামীয় একখানি বিনামস্বাক্ষরিত পত্রে এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ায়, গি ফক্স প্রভৃতি কতকগুলি লোক ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দের ৫ ই সেপ্টেম্বর ধৃত হন। এই ষড়যন্ত্র ইংলণ্ডীয় ইতিহাসে "গন্ পাউডার প্লট" নামে খ্যাত। যাহা হউক, ইহাঁর সময়ে ইংরেজ বাণিজ্যের কোন বিশেষ উন্নতি হয় নাই। হিউম সাহেব কৃত ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখুন।

দুই খানি জাহাজ লইয়া এদেশীয় বস্ত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য সুরাট নগরীতে উত্তীর্ণ হন। তদ্দর্শনে সুরাটবাসী পর্ত্তুগীজেরা আপনাদিগের প্রাধান্য লোপের আশঙ্কায় ইংরেজদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিলেন। তন্মূলক দুই বৎসর বিবাদের পর ১৬১১ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজেরা জয়লাভ করিয়া সুরাটে আপনাদিগের প্রধান কুঠী নির্ম্মাণ করিলেন। পশ্চিম উপকূলে পর্ত্তুগীজেরা যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, এই যুদ্ধে তাঁহাদের সেই প্রাধান্য গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গেল। ইংরেজদিগের যশঃ সৌরভ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে তাঁহারা ঐ স্থানের বিচার কার্য্যও কতক পরিমাণে আপনাদের ক্ষমতাধীন করিয়া লইলেন। জাহাঙ্গীর এই সংবাদ শ্রবণে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন সত্য বটে কিন্তু পর বৎসর ১৬১২ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট ইংরেজদিগকে পশ্চিম উপকূলে বাণিজ্য করিবার স্পষ্ট অনুমতি দিয়াছিলেন।

১৬১৫ খ্রীঃ অব্দে কোম্পানি, যাহাতে ভারতের বাণিজ্য দৃঢ়মূল হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হয়, তজ্জন্য ইংলণ্ডাধিপতি জেম্‌সকে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিবার অনুরোধ করেন। তদনুরোধপরতন্ত্র হইয়া তিনি স্যর টমাস রোকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। টমস ঐ অব্দের জানুয়ারি মাসে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া মহা আড়ম্বর সহকারে আঠার জন তরবারিধারী শরীররক্ষক ও বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধায়ী আত্মীয়গণ পরিবেষ্টিত হইয়া জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে উপস্থিত হন। সম্রাট তাঁহাদিগের যেপ্রকার আদর ও অভ্যর্থনা করেন, পারসীক কিম্বা তুরস্কীয় রাজদূতেরা কখন তাঁহার নিকট সে প্রকার সম্মান লাভে সমর্থ হন নাই। প্রথমে দিল্লীশ্বর তদীয় দৌত্যকার্য্যের উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে সবিশেষ আনুকূল্য করিবার আশা দেন কিন্তু প্রতিহিংসাপরতন্ত্র পর্ত্তুগীজেরা প্রধান মন্ত্রী ও যুবরাজ সাজিহানের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার অভীষ্ট সাধন বিষয়ে নানা বিঘ্ন উপস্থিত করেন। স্যর টমাস রো সহজে নিবৃত্ত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি স্বীয় অসামান্য বুদ্ধির গুণে অনতিকাল মধ্যে সমুদায় বিঘ্ন অতিক্রম করিলেন এবং কোম্পানির অনুকূলে বাণিজ্য বিষয়ক বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন (১৮)।

(১৮) See the History of India, By John Clark Marshman. Chapter VIII.

এইরূপে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬১৬ খ্রীঃ অব্দে সুরাট, কালিকট এবং পূর্ব্ব সাগরীয় দ্বীপ পুঞ্জের অন্তর্গত অনেক স্থান, জাভার বাণ্টাম প্রভৃতি নগর, সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিয়া লন।

ভারতবর্ষে যত প্রদেশ আছে, বঙ্গদেশ তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও উর্ব্বরতাদি গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইংরেজেরা ভারতবর্ষে আসিয়া যাহাতে বঙ্গদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিতে পারেন, সেই চেষ্টা পাইতেছিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৬১৩ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার সুবেদার ইসলেমখাঁর মৃত্যু হইলে কাসিমখাঁ বাঙ্গালার সুবেদারী পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার অধিকার সময়ে পূর্ব্বাঞ্চলে চট্টগ্রাম প্রদেশে আরাকানবাসিদিগের সহিত পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগের বিলক্ষণ বিবাদ উপস্থিত হয়। সেই বিবাদে উভয় পক্ষকেই বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে ও অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। পর্ত্তুগীজেরা পূর্ব্বাঞ্চলে অবিকল মহারাষ্ট্রীয় বর্গীদিগের ন্যায় উপদ্রব করাতে তথায় অত্যন্ত অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। কোন ব্যক্তিই নিরাপদে দিন অতিবাহিত করিতে পারেন নাই (১৯)।

কাসিম খাঁ এই উপদ্রব নিবারণের কোন প্রকার চেষ্টা করেন নাই বলিয়া ভারতবর্ষের তদানীন্তন বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে ১৬১৮ খ্রীঃ অব্দে এব্রাহিম খাঁকে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ইহাঁরই শাসন সময়ে (১৬২০ খ্রীঃ অব্দে) ইংরেজেরা পাটনা নগরীতে আসিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করেন এবং নৌকাযোগে তৎসমুদয় আগরা নগরীতে লইয়া যাইতেন এবং তথা হইতে ঐ সকল দ্রব্য সুরাট প্রভৃতি স্থানে লইয়া গিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতেন। এরূপ করাতে বিস্তর অর্থ ব্যয় হইত বলিয়া ১৬২১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহারা অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

---

(১৯) বঙ্গাধিপ পরাজয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখুন। গঞ্জালের বা (জঞ্জালের) অনেক অত্যাচারের বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। See also Translation of Faria De Souza's History Vol III. P 154 – 155.

শকুন্তলা ও কালিদাস !

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রাজা মৃগবধ হইতে বিরত হইলেন, তপস্বিদ্বয়ের আনন্দের সীমা রহিল না। প্রথম তপস্বী হৃষ্ট হইয়া এই আশীর্ব্বাদ করিলেন।

জন্ম যস্য পুরোর্ব্বংশে যুক্তরূপমিদং তব।
পুত্রমেবংগুণোপেতং চক্রবর্ত্তিনমাপ্নুহি॥

পুরুর বংশে তোমার জন্ম। এ কার্য্য তোমার উচিতই হইয়াছে। তুমি এই প্রকার গুণ সম্পন্ন চক্রবর্ত্তী (সমুদায় পৃথিবীর অধিপতি) পুত্র লাভ কর। অপর তপস্বীও হস্ত তুলিয়া চক্রবর্ত্তি পুত্র লাভের আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এ স্থলে আমরা দুটী বিষয় জানিতে পারিতেছি। এক, ব্রাহ্মণের অল্পে সন্তোষ লাভ; দ্বিতীয়, আশীর্ব্বাদকালে হস্ত উত্তোলন করা। শেষোক্ত ব্যবহারটী আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের যেমন অল্পে সন্তোষ হয়, এমন আর কোন জাতির হয় না। রাজা ব্রাহ্মণের অনুরোধে আশ্রমমৃগ বধ করিলেন না। এটী অতি সামান্য কার্য্য। তপস্বিদ্বয়ের ইহাতে সামান্য মাত্র উপকার লাভ। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের এত দূর হৃদয়পরিতোষ জন্মিল যে তাঁহারা রাজার বাঞ্ছাধিক চক্রবর্ত্তি-পুত্রলাভরূপ মহালাভের আশীর্ব্বাদ করিলেন। এটী কেবল আশীর্ব্বাদও নয়, রাজা দুষ্মন্তের পক্ষে এটী যথার্থ ঘটনাও হইয়াছিল। তিনি চক্রবর্ত্তী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। এ প্রকার অল্প লাভে তুষ্ট ও বহুফলের দাতা, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি আছে এমন বোধ হয় না।

রাজা ব্রাহ্মণবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। প্রথম তপস্বী কহিলেন:—

রাজন্ সমিদাহরণায় প্রস্থিতাবয়ং। এষচাস্মদ্ গুরোঃ কণ্বস্য কুলপতেঃ

সাধিদৈবতএব শকুন্তলয়া অনুমালিনীতীরমাশ্রমোদৃশ্যতে। ন চেদন্যঃ কার্য্যাতিপাতস্তদত্র প্রবিশ্য প্রতিগৃহ্যতামতিথিসৎকারঃ।

আমরা যজ্ঞকাষ্ঠের আহরণার্থ চলিয়াছি। আমাদিগের গুরু কুলপতি কণ্বের মালিনী নদীতীরে এই অশ্রম দেখা যাইতেছে। শকুন্তলা অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় সেই আশ্রমে আছেন। যদি আপনার অন্য কার্য্যের বিঘ্ন না হয়, তাহা হইলে এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অতিথিসৎকার গ্রহণ করুন।

এই কয় পংক্তি পাঠ করিয়া অনেকগুলি প্রাচীন আচার ব্যবহারের বিষয় জানিতে পারা যাইতেছে। ঋষিরা স্বয়ংই যজ্ঞ কাষ্ঠ আহরণ করিতেন। যজ্ঞ কাষ্ঠ ও পূজোপকরণ পুষ্পাদির স্বয়ং আহরণ শাস্ত্রে প্রশস্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

যিনি অন্নদানাদি দ্বারা ভরণ পোষণ করিয়া দশ সহস্র মুনির অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই বিপ্রর্ষি কুলপতি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকেন।

প্রাচীনকালে অধ্যাপনার যে রীতি ছিল, এতদ্দ্বারা তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে। অধ্যাপকেরাই ছাত্রের গ্রাসাচ্ছাদনাদি দান করিয়া অধ্যাপনা করিতেন। যেখানে আজও চতুষ্পাঠী আছে, সেখানে আজও ঐ ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

শকুন্তলার উপরে অতিথিসৎকারের ভার সমর্পিত হইয়াছিল, কণ্ব তখন আশ্রমে ছিলেন না। তিনি শকুন্তলার বিবাহপ্রতিবন্ধক দৈবপ্রশমনার্থ সোমতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, অতিথিসৎকার ভারতবাসিদিগের একটী গুরুতর ধর্ম্ম বলিয়া চির বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবাসিদিগের চিরন্তন সংস্কার এই, অতিথি ভগ্নাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, অতিথি আপনার সমুদায় পাপ সেই গৃহস্থকে দিয়া তাহার সমুদায় পুণ্য লইয়া চলিয়া যায়। এ সংস্কার আজও বিলুপ্ত হয় নাই। অতিথি পাছে ফিরিয়া যান, পাছে পাপসঞ্চয় হয়, এই ভয়ে কণ্ব মুনি পূর্ণযৌবনা পালিত কন্যা শকুন্তলার উপরে অতিথি সৎকারের ভার দিয়া তীর্থ স্থানে গমন করিয়াছিলেন। আর ইহাও জানা যাইতেছে যুবতী স্ত্রীলোকের উপরেও অতিথি সপর্য্যাদিরূপ সৎকার্য্যের ভার সমর্পণ বিষয়ে পূর্ব্বকার লোকের মনে কিছুমাত্র দ্বৈধ জন্মিত না।

তপস্বিরা চলিয়া গেলেন। রাজা সারথিকে বলিলেন, রথ লইয়া চল, পুণ্যাশ্রম দর্শন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করি। কিয়দ্দূর গমনের পর তপোবন নয়ন গোচর হইল। রাজা বলিলেন কেহ বলিয়া দিতেছে না; তথাপি তপোবন বলিয়া জানিতে পারা যাইতেছে। সারথি তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না? এই স্থানে

নীবারাঃ শুককোটরার্ভকমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্তএবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ॥

কোটরস্থ শুক শাবকের মুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নীবার ধান্য তরুতলে নিপতিত রহিয়াছে। ঐ দেখ কোন কোন স্থানে মুনিপত্নীগণ তৈলার্থ প্রস্তরের উপরে রাখিয়া ইঙ্গুদীফল ভাঙ্গিয়াছেন। প্রস্তরগুলি তৈলাক্ত হইয়া বিলক্ষণ চিক্কণ হইয়াছে। মৃগসকলের এমনি বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে শব্দ শুনিয়াও তাহারা পলাইতেছে না। জলাশয়ের পথসকল বল্কলের শিখাগ্র হইতে নিপতিত জলের দ্বারা রেখায় রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে।

উল্লিখিত চিহ্নগুলি কেবল যে তপোবনসীমার পরিচায়ক এরূপ নয়, উহা দ্বারা তপোবনসম্পত্তি ও তপোবনবাসিদিগের অশন বসনাদি ও জীবিকা নির্ব্বাহের রীতিও পরিস্ফুটরূপে পরিজ্ঞাত হইতেছে। তপোবনে কৃষিকার্য্য বা শিল্পকার্য্য ছিল না। নীবার ধান্যের চাউলই তাহাদিগের জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল। বোধ হয়, ঐ ধান্য শ্যামাকাদির ন্যায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বনে স্বয়ং জন্মে। সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র ছিল না। মুনিরা বল্কল পরিধান করিতেন। তাঁহারা এ প্রকার সামান্য অশন বসনে পরিতৃপ্ত ছিলেন বটে, কিন্তু যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, তাদৃশ উপায় বিধান চেষ্টার অণুমাত্র ত্রুটী ছিল না। তাঁহারা আশ্রম স্থানকে উপবন ও নানাবিধ পুষ্পোদ্যান দ্বারা সুশোভিত করিয়া রাখিতেন এবং তাঁহাদিগের আশ্রম প্রায় নির্ঝর ও নদ্যাদি জলাশয়ের নিকটে নির্ম্মিত হইত এবং আপনারা পরিশ্রম করিয়া ভোজ্য, পরিধেয়, ও কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিতেন এবং অতি পরিষ্কৃত স্থানে বাস করিতেন।

রাজা আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই স্ত্রীলোকের কথোপকথন শুনিতে পাইলেন। সেই দিকে কাণ দিয়া কহিলেন:—

অয়ে দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকামালাপইব শ্রূয়তে যাবদত্র গচ্ছামি। পরিক্রম্যাবলোক্য চ অয়ে এতাস্তপস্বিকন্যকাঃ স্বপ্রমাণানুরূপৈঃ সেচনঘটৈর্বালপাদপেভ্যঃ পয়োদাতুমিত এভাভিবর্ত্তন্তে।

বৃক্ষবাটিকার দক্ষিণে কথা বার্ত্তার ন্যায় শুনা যাইতেছে যাহা হউক, এই স্থানে যাই। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিয়া বলিলেন, এই তপস্বিকন্যারা স্বপ্রমাণানুরূপ সেচনঘট লইয়া চারাগাছে জল দিবার নিমিত্ত এই দিকে আসিতেছেন।

এই বাক্যগুলি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, আশ্রমগুলি পুষ্পোদ্যান ও উপবনাদি দ্বারা উপশোভিত হইত এবং তপোবনবাসী কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই যথাশক্তি পরিশ্রম করিতেন। কেহই আলস্যে কালক্ষেপ করিতেন না। আশ্রমবাসিরা যে শ্রমশীল ছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত কবিতাটি দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে। রাজা তপস্বিকন্যাদিগকে দেখিয়া বলিলেন কি আশ্চর্য্য! ইহাদিগের আকৃতি কি মনোহর।

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনোযদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতাবনলতাভিঃ॥

আশ্রমবাসীর শরীর যদি অন্তঃপুরদুর্লভ হইল, তাহা হইলে বনলতা নিজগুণ দ্বারা উদ্যানলতাকে দূরীভূত করিয়া দিল।

অন্তঃপুরবাসী রমণীগণকে পরিশ্রম করিতে হয় না। তাঁহারা অতি যত্নে থাকেন। দিবাকর নিজ কর দ্বারা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারেন না। তাঁহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান এবং সূক্ষ্ম তণ্ডুলের অন্ন ও ঘৃত দধি দুগ্ধ নবনীতাদি অতি উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করেন। সুতরাং তাঁহাদিগের শরীর অধিকতর কোমল ও সুন্দর হয়। আশ্রমবাসিনী কামিনীগণের এরূপ হইবার সম্ভাবনা নয়। মুনিকন্যাদিগকে স্বহস্তে অধিকাংশ গৃহকার্য্য সম্পাদন ও ধর্ম্ম কার্য্যের পরিচর্য্যা করিতে হইত। তাহাতে বিলক্ষণ পরিশ্রম হইত। তাঁহারা মোটা চাউলের ভাত খাইতেন এবং গাছের মোটা ছাল পরিধান করিতেন। সুতরাং তাঁহাদিগের শরীর কোমল ও সুন্দর হইবার কথা নয়। কিন্তু রাজা শকুন্তলাকে পরমাসুন্দরী ও কোমলাঙ্গী দেখিলেন। তাঁহার বিস্ময় জন্মিল। তাহাতেই উল্লিখিত কবিতাটী তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল।

মুনি ঋষিরা যে দীর্ঘজীবী হইতেন, এস্থলে তাহারও কারণ পরিস্ফুটরূপে

পরিজ্ঞাত হইতেছে। তাঁহাদিগের নিয়মিত পরিশ্রম ছিল। তাঁহাদিগের মন সদা ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত ও ঈশ্বরচিন্তায় নিহিত হইত। তাঁহারা কখন দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন না। দুশ্চিন্তাও কখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইত না। অন্তঃকরণ সদা প্রফুল্ল থাকিত। তাঁহারা অতি পরিষ্কৃত রমণীয় স্থানে বাস করিতেন। আশ্রমগুলি নানাজাতীয় পুষ্পোদ্যানাদি দ্বারা উপশোভিত হইত। তাঁহারা বিলাসী ছিলেন না। তাঁহাদিগের অসঙ্গত ইন্দ্রিয় সেবা ও অমিত পান ভোজনাদিও ছিল না। তাঁহারা ঘৃতদধিদুগ্ধাদিশোভিত শাল্যন্ন ভোজন করিতেন না, পল্যঙ্কেও শয়ন করিতেন না। নগরবাসিরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার করেন। সুতরাং তাঁহাদিগের দীর্ঘজীবন লাভ হয় না। জনতার নিশ্বাস ও মলাদি দূষিত স্থানে বাস, অসঙ্গত ইন্দ্রিয় সেবা ও অতিরিক্ত পান ভোজনাদিই নগরবাসিদিগের স্বাস্থ্য ও বলবীর্য্যহানির প্রধান কারণ।

অনসূয়া শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ—

হলা সউন্তলে তত্তোবি তাদকণ্ণস্য অস্সমরুক্‌খআ পিঅদরাত্তি তক্কেমি জেণ ণোমালিআকুসুমপরিপেলবাবি তুমং এদাণং আলবালপরিউরণে নিউত্তা।

প্রিয়সখি শকুন্তলা আমি অনুমান করি আশ্রমবৃক্ষগুলি তোমার অপেক্ষাও তাতকণ্বের প্রিয়তর। যেহেতু, তুমি নবমালিকাকুসুমের ন্যায় অতিকোমলাঙ্গী হইলেও পিতা জল দ্বারা বৃক্ষের আলবালপূরণরূপ কঠিন কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

শকুন্তলা উত্তর করিলেন—

হলা অণসূএ ণ কেবলং তাদস্‌স ণিওও মমাবি এদেসুং সহোঅরসিণেহো।

সখি অণসূয়া কেবল পিতার আজ্ঞা নয়, এই বৃক্ষগুলির প্রতি আমার সহোদর স্নেহ আছে।

অনেকের সংস্কার আছে, যাহারা বনে গিয়া বাস করে তাহাদিগের স্নেহ মমতাদি ঈশ্বরদত্ত গুণগুলি উপযুক্ত পাত্র ও অনুশীলনের অভাবে সঙ্কুচিত, মুদ্রিত ও বিলুপ্ত হইয়া যায়। এ সংস্কারটী ভ্রান্ত সন্দেহ নাই। স্নেহ অতি বিচিত্র পদার্থ। ইহা যদি স্বজাতীয় বিষয় না পায়, বিজাতীয়েও বিস্তৃত হইয়া থাকে। অনেকের আবার স্বজাতীয় ও বিজাতীয় উভয়েই সমভাবে

স্নেহ সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়। মুনি ঋষি মুনিপত্নী ও মুনি কন্যাদিগের স্নেহের স্বজাতীয় বিষয় দুর্লভ হইত; সুতরাং অন্ধের শ্রবণ শক্তির ন্যায় বধিরের দর্শনশক্তির ন্যায় বিজাতীয় স্নেহ সঞ্চার প্রবল হইয়া উঠিত। শকুন্তলা বনে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার মাতা পিতা ও ভ্রাতা ছিল না। কণ্ব তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অতএব কণ্বের প্রতি তাঁহার মাতাপিতৃগত স্নেহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার সহোদর ছিল না। তিনি বৃক্ষগুলিকে সহোদর জ্ঞান করিতেন। স্নেহ বিধাতার একটী বিচিত্র সৃষ্টি। ইহাতে তাঁহার বিচিত্র কৌশল ও মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। জীবের প্রতি দয়াবান যে এক ঈশ্বর আছেন, এই স্নেহই সহজে তাহা অনুমান করাইয়া দিতেছে। এই স্নেহ দুশ্ছেদ্য রজ্জু স্বরূপ হইয়া জগৎকে দৃঢ়তররূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। যদি এ স্নেহ না থাকিত, জগৎ কোথায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। স্নেহের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। ইহা নূতন বা পুরাতন হয় না। আমরা দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে কালিদাসের শকুন্তলায় যে স্নেহের সংবাদ পাঠ করিতেছি, বর্ত্তমান ক্ষণেও সেই স্নেহের পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণ ক্রিয়া দেখিতেছি।

শকুন্তলা অনসূয়াকে বলিলেনঃ—

হলা অনসূএ অদিপিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅম্বদাএ দঢ়ং পীড়িদম্হি তা সিঢ়িলেহি দাব ণং।

প্রিয়সখি অনসূয়ে! প্রিয়ম্বদা বল্কল অতিশয় আঁটিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে। আমার অতিশয় কষ্ট হইতেছে। অতএব তুমি একটু আলগা করিয়া দাও।

অনসূয়া আলগা করিয়া দিলেন। প্রিয়ম্বদা হাসিয়া কহিলেনঃ—

এত্থ দাব পওহরবিত্থারইত্তঅং অত্তণো জোব্বণারম্ভং উবালহস্স মং কিং উবালহসি।

তুমি আপনার স্তনদ্বয় বৃদ্ধির কারণ যে যৌবনারম্ভ, তাহাকে তিরস্কার কর, আমাকে তিরস্কার করিতেছ কেন?

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, প্রিয়ম্বদা যখন বল্কল বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তখন তাহা আলগা ছিল। তখন শকুন্তলার যৌবনের উদয় হয় নাই। তাহার পর যৌবনারম্ভ হইয়া স্তনদ্বয় প্রবৃদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং বল্কল আঁটিয়া গিয়াছে। যৌবনপ্রভাবে পয়োধরদ্বয় যে পীনোন্নত হইয়াছে, মুগ্ধস্বভাবা শকুন্তলা তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

ইহা পাঠ করিয়া আমরা ইতিহাসযোগ্য যে বিষয়টী জানিতে পারিতেছি, তাহা এই, তপোবনে বল্কল পরিধানের রীতি ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশীয় রমণীগণ যেমন তাঁতে বুনা একখণ্ড শাটী পরিধান করেন, ঋষিকন্যারা সেরূপে বল্কল পরিতেন না। শাটীর ন্যায় একখণ্ডে বল্কল পাওয়া সম্ভাবিত নয়। খণ্ড খণ্ড বল্কল গ্রন্থি দিয়া পরিধান করিতেন। প্রিয়ম্বদার বাক্য দ্বারা বোধ হইতেছে, একবার যে বল্কলের সংগ্রহ করা হইত, অনেকদিন তাহাতেই চলিত। সে বল্কলের প্রতিদিন পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তনের নিয়ম ছিল, এরূপও বোধ হইতেছে না। উত্তর পশ্চিমাদি অঞ্চলে এই রীতি অনুগত দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ ইতরজাতীয় স্ত্রীলোকেরা এক কাপড়েই অধিক দিন কাটাইয়া দেয়। এ রীতি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়, ভদ্রতারও একান্ত বিরোধিনী। প্রতিদিন বল্কল পরিত্যাগ ও নূতন বল্কল পরিধান সহজ নয় বলিয়া ঋষিকন্যারা এক বল্কলে অধিক দিন থাকিতেন। কিন্তু মুনিগণ এরূপ করিতেন না। তাঁহারা ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতেন এবং অতিশয় পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। শৌচ আচমনাদি তাঁহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম ছিল। তাঁহারা যে নিত্য বল্কল ধৌত করিতেন,

" তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ।

কালিদাসের লিখিত এই শ্লোক চতুর্থাংশ দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগেরও বল্কলের যে যে ভাগ পরিত্যাগ করা সহজ, তাঁহারা যে তাহা প্রত্যহ ধৌত করিতেন না, এরূপও বোধ হইতেছে না।

শকুন্তলা বৃক্ষে জল সেচন করিতে করিতে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মাধবীলতার নিকট উপস্থিত হইলেন। অনসূয়া শকুন্তলাকে বলিলেন তাত কণ্ব তোমার ন্যায় স্বহস্তে এই মাধবীলতাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। তুমি ইহাকে জল দিতে বিস্মৃত হইলে কেন? শকুন্তলা উত্তর করিলেন, আমি যদি মাধবী লতাকে বিস্মৃত হই, তাহা হইলে আমি আপনাকেও বিস্মৃত হইব। এই কথা বলিয়া লতার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন মাধবীলতা অকালে আমূলতঃ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শকুন্তলা প্রিয়ম্বদাকে কহিলেন আমি তোমাকে একটী প্রিয় কথা বলি। এই বলিয়া সেই মাধবীলতা দেখাইয়া দিলেন। প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে বলিলেন আমিও তোমাকে একটী প্রতিপ্রিয় নিবেদন করি। শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি আমার প্রতিপ্রিয়? প্রিয়ম্বদা বলিলেনঃ—

আসন্নপাণিগ্গহণাসি তুমং।

তোমার বিবাহ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

শকুন্তলা। সাসূয়মিব এস দে অত্তণো চিত্তগদো মনোরহো, তা ণ দে বঅণং শুনিস্সং।

শকুন্তলা যেন কুপিত হইয়াই কহিলেন এটী তোমার আপনার মনোগত কথা। অতএব আমি তোমার কথা শুনিব না।

প্রিয়ম্বদা বলিলেন,

সহি ণক্‌খু পরিহাসেণ ভণামি, সুদং মএ তাদকণ্ণস্স মুহাদো তুহ কল্যাণ সূঅং এদং নিমিত্তং ত্তি।

আমি পরিহাস করিয়া বলিতেছি না। আমি তাত কণ্বের মুখে শুনিয়াছি এটী তোমার কল্যাণসূচক নিমিত্ত।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, পিতা কণ্ব আমাকে কহিয়াছিলেন যখন অকালে মাধবীলতার ফুল ফুটিবে তখন তোমার বিবাহ হইবে। সেই মাধবীলতার ফুল ফুটিয়াছে। অতএব তোমার বিবাহ দূরবর্ত্তী নয়।

শুভাশুভ নিমিত্ত দর্শন করিয়া শুভাশুভ ঘটনার অনুমান করা আজও ভারতে প্রচলিত আছে। কোন স্থানে যাত্রাকালে পূর্ণ কুম্ভ যদি দৃষ্টিগোচর হয়, যে উদ্দেশে যাওয়া যাইতেছে তাহা সিদ্ধ হইবে এই মনে করা হয়। যদি শূন্য কুম্ভ দৃষ্টিপথে পতিত হয়, যাত্রা নিষ্ফল হইবে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে। বিবাহের ফুল না ফুটিলে বিবাহ হয় না বলিয়া এদেশে যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, তদ্দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে পূর্ব্বে যেমন বিধিনির্ব্বন্ধ ও প্রজাপতির ইচ্ছা না হইলে বিবাহ হয় না এই সংস্কার ছিল এখনও সেই সংস্কার আছে।

রাজা শকুন্তলা ও তাঁহার সখীগণ সমক্ষে উপস্থিত হইলে প্রিয়ম্বদা অভ্যর্থনা করিলেনঃ—

সাঅদং অজ্জস্স। হলা শউন্তলে গচ্ছ উড়আদো ফলমিস্সং অগ্ঘভাঅণং উবহর ইদম্পি পাদোদঅং ভবিস্সদি। ইতি ঘটং দর্শয়তি।

আস্‌তে আজ্ঞা হউক। সখি শকুন্তলা তুমি কুটীরে যাও, ফলযুক্ত অর্ঘ্য পাত্র আনয়ন কর, এই কলসস্থিত জল পাদোদক হইবে।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে, কালিদাসের সময়ে অতিথিকে পাদ্য

অর্ঘ্য দিবার রীতি ছিল। ভারতবর্ষের সকল স্থানের কথা বলিতে পারি না। বঙ্গদেশে সে রীতি সম্পূর্ণরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলে হয়। এখন পাদোদক দিবার পদ্ধতি আছে এই মাত্র। এখন বঙ্গদেশে অতিথি পর্য্যুপাসনের একটী নূতন দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাম্রকুট সেই নূতন দ্রব্য। তাম্রকুট দান করিলে অতিথির পরিতোষের পরিসীমা থাকে না। অতিথি আর কিছু পান না পান তাহাতে ক্ষুব্ধ হন না। হুকা হস্তগত হইলে স্বর্গ সুখের অপেক্ষাও অধিক সুখ লাভ হয়।

অনসূয়া রাজাকে বলিলেনঃ—

ইমস্সিং দাব পচ্ছায়সীদলাএ সত্তবণ্ণবেদিয়াএ উপবিসিঅ অজ্জো পরিস্সমং অবণেদু।

আপনি এই ছায়াশীতল সপ্তপর্ণবেদিকায় উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করুন।

রাজা শকুন্তলা ও তাঁহার সখীদ্বয়কে বলিলেন।

নূনং যুয়মপ্যনেন ধর্ম্মকর্ম্মণা পরিশ্রান্তাস্তন্মুহূর্ত্তমুপবিশত।

তোমরাও এই ধর্ম্মকার্য্য করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছ। অতএব মুহূর্ত্তকাল উপবেশন কর।

প্রিয়ম্বদা গোপনে শকুন্তলাকে বলিলেন অতিথিসেবা আমাদিগের কর্ত্তব্য, এস আমরা উপবেশন করি। অনন্তর সকলে সেই সপ্তপর্ণবেদিকায় উপবিষ্ট হইলেন।

রাজা শকুন্তলা ও তাঁহার সখীদ্বয়ের অপরিচিত। তিনি যে একজন সামান্য লোক নন উচ্চপদস্থ বড় লোক সখীরা তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহারা সেই অতিথির সহিত এক স্থানে উপবিষ্ট হইয়া অক্ষুব্ধ চিত্তে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এ ব্যবহার বঙ্গবাসী কুলকামিনীগণের চক্ষে বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। তাঁহারা এরূপ অপরিচিত বড় লোকের সহিত বিশ্বস্তভাবে কথোপকথন করিতে পারেন, আমাদিগের এমন বিশ্বাস হয় না। বঙ্গদেশীয় রমণীগণ এরূপ বিশ্বস্তভাবে কথোপকথন করিতে পারেন না তাহার কারণ এই, বোধ হয়, অনেকে অতিথি হইবার ছলে আসিয়া অনেক কুলকামিনীর উপরে অনেক প্রকার উপদ্রব করিয়াছেন সুতরাং অতিথিকে কেহ বিশ্বাস করেন না। কিন্তু কালিদাসের সময়ে

এ প্রকার অবিশ্বাস ছিল না। তখন অতিথিরা আতিথেয়ের পরিবারগণকে আত্মীয় পরিবার ভাবিতেন। আতিথেয়ের পরিবারেরাও অতিথিদিগকে পর ভাবিতেন না, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

হয় ত অনেকে মনে করেন, যাঁহারা বনে বাস করে তাঁহারা গ্রাম্য। তাঁহারা শিষ্টাচার ও ভদ্র ব্যবহার জানেন না এবং সভ্যজনোচিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন না। কিন্তু অনসূয়া যে প্রকার চতুরতা ও ভদ্রতা অসহকারে রাজার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এরূপ চতুরতা ও ভদ্রতা অসভ্য জনের স্বপ্নের অগোচর অনসূয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

অজ্জস্স মধুরালাবজণিদো বীসম্ভো মং আলাবেদি কদমো রাত্রসিবংসো অলঙ্করীঅদু অজ্জেণ কদমো বা দেশোবিরহপজ্জুস্সুও করীঅদি কিং নিমিত্তং বা অজ্জেণ সুউমারেণ তবোবনগমনপরিস্সমে অপ্পা উপণীদোত্তি।

আর্য্যের মধুর আলাপে আমাদিগের যে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, সেই বিশ্বাস আমাকে আপনার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত করিয়াছে। আপনি কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন? কোন্ দেশকেই বা বিরহকাতর করিয়াছেন? আপনার শরীর অতি কোমল, আপনি কি নিমিত্ত এই তপোবনে আগমন শ্রমে আত্মাকে নিয়োজিত করিয়াছেন?

এই কি গ্রাম্য জনোচিত পরিচয় জিজ্ঞাসা? এই কি অসভ্য রূঢ়বৎ প্রশ্ন? এই কি শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ব্যবহার? তবে যদি পাঠক বলেন, এ কালিদাসের কথা, তিনি শকুন্তলার সখী মুখদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা হইলেও কালিদাসের সময়ে সভ্যতা কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বিদিত হইতেছে।

রাজা যে ইহার উত্তর দান করেন, তাহাতে তাঁহার যে অতি চমৎকৃত চতুরতা ও বিনয় প্রকাশ পায়, তাহাও অসভ্যজনের অবিদিত। রাজা উত্তর দিলেনঃ—

ভবতি বেদবিদস্মি রাজ্ঞঃ পৌরবস্য নগরধর্ম্মাধিকারে নিযুক্তঃ পুণ্যাশ্রম দর্শনপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মারণ্যমিদমায়াতঃ।

আমি বেদজ্ঞ, পুরুবংশীয় রাজার নগরধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত, পুণ্যাশ্রম দর্শনার্থ এই ধর্ম্মারণ্যে আগমন করিয়াছি।

পাঠক দেখুন, রাজা কেমন চতুরতা করিয়া উত্তর দান করিলেন। আমি

রাজা এ কথা বলিলেন না ; আর আমি রাজা নহি এ কথাও বলিলেন না। ঐ কয় পংক্তি পাঠ করিলে আপাততঃ এই অর্থ বোধ হয়, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যেমন রাজকার্য্য দর্শনার্থ নগরে নগরে রাজার প্রতিনিধি প্রাড়্বিবাকরূপে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, আমিও তেমনি পুরুবংশীয় রাজার একজন প্রতিনিধি প্রাড়্বিবাক। আবার এ অর্থও হয়, এ পুরুবংশীয় রাজার রাজ্য, আমি ধর্ম্মতঃ তাহার অধিকারী হইয়াছি। এ অর্থে আপনাকে রাজা বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইল। পশ্চাৎ দ্ব্যর্থবাচী এইরূপ আর একটী বাক্যও বলা হইয়াছে। সেটী এই অর্থের সম্পূর্ণ প্রতিপোষক। শকুন্তলা প্রিয়ম্বদার বাক্যে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া উটজ গমনে উদ্যত হইলে প্রিয়ম্বদা এই বলিয়া ধরিয়া বসাইলেন, তুমি আমার দুই কলসী জল ধার না দিয়া যাইতে পারিবে না। এই কথা শুনিয়া রাজা, আমি ইহাঁর ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতেছি বলিয়া আপনার হস্ত হইতে উন্মোচন করিয়া অঙ্গুরীয়ক দান করিলেন। সখীদ্বয় তাহাতে রাজার নামাক্ষর দেখিয়া পরস্পর মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেনঃ—

অলমন্যথা সম্ভাবনয়া রাজ্ঞঃ প্রতিগ্রহোঽয়ং।

তোমরা অন্য কিছু ভাবিও না, এ রাজার প্রতিগ্রহ।

"রাজার প্রতিগ্রহ" এই বাক্যটীর দুই প্রকার অর্থ হয়। আমি রাজার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, এ অর্থ যেমন করা যায়, আবার এ অর্থও তেমনি করা যায়, আমি রাজা তোমাদিগকে প্রতিগ্রহ স্বরূপ দিতেছি। একজন কবি কহিয়াছেনঃ—

"যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী।"

যে চাতুরীতে ইহলোক পরলোক উভয় লোক রক্ষা হয়, সেই চাতুরীই চাতুরী।

রাজা মিথ্যা কথা কহিয়া পরকাল নষ্ট করিলেন না। ইহ লোকেও মিথ্যাবাদী বলিয়া তাঁহার দুর্নাম রটিল না। এ প্রকার চমৎকৃত চাতুরী অসভ্য কালের লোকের স্বপ্নের অগোচর। কালিদাসের সময়ে সভ্যতার যে বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল, এতদ্দ্বারা তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। অদ্ভুত চাতুরী প্রবঞ্চনাদি সভ্যতার একটী প্রধান প্রমাণ, প্রধান অঙ্গ বলিলেও দোষ হয় না।

রাজা শকুন্তলার ঋণমোচনার্থ যে অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিলেন, তাহাতে রাজনাম ক্ষোদিত ছিল, সখী দ্বয় তাহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলেন। এতদ্দ্বারা আমরা ইতিহাসযোগ্য দুটী বিষয় জানিতে পারিতেছি। এক, কালিদাসের পূর্ব্বের ও কালিদাসের সময়ের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া জানিতেন। দ্বিতীয়, শিল্প বিদ্যার তখন বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। শিল্পবিদ্যার বিশেষ উন্নতি ব্যতিরেকে অঙ্গুরীয়কে নামাক্ষর মুদ্রিত হওয়া সম্ভাবিত নয়। স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া জানিতেন যদি এরূপ হইল, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে, শাস্ত্রকারেরা আর্য্য স্ত্রীলোকদিগের বেদ মন্ত্রের উচ্চারণ ও বেদ শিক্ষায়ই নিষেধ করিয়াছেন, বেদাঙ্গ শিক্ষার নিষেধ করেন নাই।

শকুন্তলা দুই কলসী জল ধারেন বলিয়া প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে পর্ণশালায় যাইতে দিলেন না, ধরিয়া রাখিলেন। ইহাতে প্রাচীন কালের এই একটী ব্যবহারের বিষয় জানা যাইতেছে যে, প্রাচীন রোমকদিগের ন্যায় প্রাচীন আর্য্যজাতীয় উত্তমর্ণেরা অধমর্ণকে আটক করিয়া ঋণ আদায় করিয়া লইতেন।

রাজা প্রিয়ম্বদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—

বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমাপ্রদানাৎ
ব্যাপাররোধি মদনস্য নিষেবিতব্যং।
অত্যন্তমেব সদৃশেক্ষণবল্লভাভি
রাহো নিবৎস্যতি সমং হরিণাঙ্গনাভিঃ।

যে পর্য্যন্ত না বিবাহ হয়, ইনি (শকুন্তলা) সেই পর্য্যন্ত তপস্যা করিবেন, অথবা চিরকাল সদৃশনয়না প্রিয়তমা হরিণীগণের সহিত বনে বাস করিবেন?

প্রাচীন রোমকাদির ন্যায় প্রাচীন আর্য্যজাতিরও যে চিরকৌমার ব্রত ধারণের বিধি ছিল, উল্লিখিত কবিতাটী দ্বারা তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

বামদেব।

বীররস প্রধান উপন্যাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দুঃখের নিশা অবসান হয় না। পণ্ডিতেরা রাত্রিকে ত্রিযামা বলেন

কিন্তু রোগগ্রস্ত শোকগ্রস্ত ও দারিদ্র্যগ্রস্তের নিকটে রাত্রি পঞ্চযামারও অধিক বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। যেদিন বামদেব অদৃশ্য হন, সেদিন অরুণনগর-বাসিদিগের রাত্রি আর প্রভাত হইতে চায় না। সকলেই দীর্ঘজাগরণখিন্ন; রোদন করিয়া সকলেরই নয়নদ্বয় উচ্ছূন; সকলেই চিন্তিত; সকলেই হায় হায় করিতেছে; রাত্রিও যেন দ্বিগুণ কলেবর ধারণ করিয়াছে। বামদেবের তেমন সুরম্য শুভ্র সৌধ নিষ্প্রদীপ হইয়া যেন মলিন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অন্তঃপুর দ্বিতীয় শ্মশানপুরী হইয়া উঠিয়াছে। কমলিনী ও নলিনীকে দেখিয়া জীবিত বলিয়া বোধ হইতেছে না। তাঁহারা সংজ্ঞাশূন্য, স্পন্দনহীন, উত্তান-নয়ন, ভূতলে পতিত আছেন। অন্য অন্য পরিজনগণও ধূল্যবলুণ্ঠিত, সান্নিপাতিক-রোগ-গ্রস্তের ন্যায় মুহুর্ম্মুহুঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহাদিগের সেই দারুণ শোক সংক্রামিত হইয়া যেন পশুপক্ষিগ্রহনক্ষত্রাদি সকলকেই শোকাতুর ও কাতর করিয়া তুলিল। চন্দ্র তারকা প্রভৃতি শোকবশে মন্দকান্তি হইয়া ক্রমে ধূসরবর্ণ হইতে লাগিল। গ্রহ ও নক্ষত্রগণ বামদেবের পরিবারের কাতরতা দেখিতে না পারিয়া দুই একটী করিয়া ক্রমে গগনতল হইতে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বদিকও ক্রমে শোকবশে ধূষর হইল। পক্ষিগণ কূজনচ্ছলে বামদেবের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া অরুণ নগর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সকলেই নিঃশব্দ ও নিস্তব্ধ, অরুণ নগরে যেন লোক নাই। প্রতিদিন প্রত্যূষে তার স্বরে যে সামগান হইয়া থাকে, সে দিন তাহা আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। মন্থ দধিমন্থন-ধ্বনিও শ্রবণগোচর হইতেছে না। কৃষক রাখাল দোকানি প্রভৃতি সকলই স্ব স্ব কার্য্যে বিরত, সকলেই হাহাকার করিতেছে এবং কল্পনাবলে বামদেবের অন্তর্দ্ধানের কথা লইয়া নানাপ্রকার জল্পনা করিতেছে। যাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, প্রাতঃস্নায়ী, তাঁহারাও নিত্য-কর্ত্তব্যকর্ম্ম-সম্পাদনে ভগ্নোদ্যম হইয়াছেন। তর্কালঙ্কার প্রাচীন লোক, নিত্য কর্ত্তব্য প্রাতঃস্নানের বাধ হইলে পাছে প্রত্যবায় জন্মে, এই শঙ্কায় কোশা হস্তে ধীরে ধীরে বিরজা নদীতে স্নান করিতে চলিলেন। তিনি বামদেবের দুঃখে ম্রিয়মাণ ম্লানকান্তি বিষণ্ণবদন, অশ্রুজলে নয়নদ্বয় পূর্ণ, বামদেব কোথায় গেলেন তাঁহার কি হইল, এই ভাবিতে ভাবিতে মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলেন। বামদেবের শোকে তিনি যে প্রকার অভিভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র বিয়োগেও তিনি তেমন

কাতর হন নাই। বামদেব তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনাদি সর্ব্ব নিষ্পত্তি করিতেন। তর্কালঙ্কার যেমন সুরূপ, তেমনি সদ্গুণশালী। তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও হৃদয়ের ভাব অতি উন্নত। তাঁহার বহু শাস্ত্রে ও বহু বিষয়ে দৃষ্টি আছে। তিনি যে বিষয় কখন দেখেন নাই ও কখন শুনেন নাই, তাহার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেও তিনি বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাবলে তাহার যুক্তিসিদ্ধ সদুত্তর করিতে পারিতেন। এই কারণে তিনি বামদেবের অতি প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন। বামদেব তাঁহাকে লইয়া সর্ব্বদা নানা বিষয়ের তর্কবিতর্ক করিতেন।

উপরে বলা হইয়াছে, তর্কালঙ্কার যেমন বুদ্ধিমান বিদ্বান ও গুণবান ছিলেন, তেমনি রূপবানও ছিলেন। যৌবনসময়ে তিনি অরুণনগরে একজন সুশ্রী পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তখন যে তত বৃদ্ধ হইয়াছেন,তথাপি সুশ্রীকতা তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি গৌরবর্ণ পুরুষ। দক্ষিণ চক্ষুর পার্শ্বে একটী আঁচিল আছে। মস্তক মুণ্ডিত, দেখিলে ঋষিটী বলিয়া বোধ হয়। তর্কালঙ্কারকে দেখিয়া দেবে হাড়ির মার লাল পড়িত। তর্কালঙ্কার যখন পথ দিয়া যাইতেন, দেবে হাড়ির মা পাঁচ জন মেয়েকে ডাকিয়া বলিত, ঐ দেখ্ তপ্ত লঙ্কা ঠাকুর যাচ্ছেন; দেখ্ দেখ্ কেমন রূপ, ঠিক যেন পাকা আঁবটী। তর্কালঙ্কারের একে বয়স অধিক হইয়াছে, বয়োধর্ম্মে শরীর কিঞ্চিৎ স্থূল ও লোল হইয়াছে, তাহাতে আবার বামদেবের চিন্তায় নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়াছেন, সুতরাং দ্রুত গমন করিতে পারিতেছেন না। বিদ্যালঙ্কার তাঁহার অনেক পরে বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া তর্কালঙ্কারের সঙ্গ লইলেন। তর্কালঙ্কার বিদ্যালঙ্কারকে দেখিয়া কলের ধোঁয়ার ন্যায় এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনের বেগের অনেক শান্তি করিলেন।

বিদ্যালঙ্কার যজমেনে ব্রাহ্মণ, যজমানের বাটীতে প্রায় তাঁহার নিত্য ক্রিয়া আছে, প্রাতঃস্নান না করিলে স্নান আর ঘটিয়া উঠে না। আজ যজমানের বাটীতে সুতিকাষষ্ঠীপূজা, আজ লক্ষ্মী পূজা আজ শ্যামাপূজা, আজ দুর্গোৎসব ইত্যাদি রূপে অনেক দিন দিবাভাগ তাঁহার অনশনে যায়। যে দিন দিবাভাগে আহার হয়, সে দিনও আড়াই প্রহর বা তৃতীয় প্রহরের মধ্যে হয় না। সুতরাং শরীর শীর্ণ,

অসময়ে ভোজন নিবন্ধন উদরটী অলাবুর মত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। দন্ত-গুলি কিঞ্চিৎ উচ্চ ও বিরল। এই কারণে ইতরমহলে বিদ্যালঙ্কারের লেও-পেটা চেরনদেঁতো ঠাকুর বলিয়া খ্যাতি। তর্কালঙ্কার তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন কেমন হে বিদ্যালঙ্কার ভায়া কল্য রাত্রিতে বামদেব বাবু কোথায় গেলেন, তাহার কারণ টা নির্ব্বচিতে পার? তিনি যে জলে ঝাঁপ দেন, তাঁহার এরূপ বিবেকের কোন কারণ ত দেখিতে পাই না। তাঁহার মাতা ও প্রিয়তমা পত্নী সতী লক্ষ্মী, তাঁহারা তাঁহার একান্ত অনুগত। তাঁহার মাতামহ কুমুদিনীকান্ত অতি শান্তপ্রকৃতি। তিনি কখন তাঁহাকে উচ্চ কথা বা রূঢ় কথা বলেন নাই। বামদেব যখন যাহা বলিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতেন। বামদেবও তাঁহার একান্ত আজ্ঞাবহ ছিলেন। তবে জলে ঝাঁপ দিবার কারণ কি? বিদ্যালঙ্কার যজমেনে ব্রাহ্মণ,আভ্যুদয়িকে কত চাউল কত বস্ত্র কত কলা কয়-জোড়া ধুতি লাগে, তিনি তাহাই বুঝিতে পারেন। তাঁহার ন্যায় শাস্ত্র পড়া নয়, তর্ক করিবারও শক্তি নাই। তিনি যে, হেতু ও পক্ষকে আশ্রয় করিয়া বামদেবের অন্তর্দ্ধানের কারণরূপ সাধ্যের অনুমান করিবেন, তাঁহার সে ক্ষমতা কোথায়? তিনি কেবল তর্কালঙ্কারের কথায় হুঁ হুঁ করিয়া সায় দিয়া যাইতে লাগিলেন। তর্কালঙ্কার পুনরায় বলিলেন, বামদেব জলমগ্ন হইয়াছেন তাঁহার পরিবার যে এই স্বপ্ন দর্শন করিয়াছেন,এটী অলীক। স্বপ্ন ঘটনা প্রায়ই মিথ্যা হয়। দুষ্ট লোকেরা তাঁহার উপরে রুষ্ট ছিল। তিনি সর্ব্বদা দুষ্টের উন্মূলন চেষ্টা পাইতেন। দুষ্টেরা তাঁহার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। আমার বোধ হয়, সেই দুষ্টেরা মিলিত হইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। তেমন গুণবান্ ও তেমন রূপবানের শরীরে কিরূপে দারুণ শস্ত্র প্রহার করিব, দুষ্টের এ দয়া ও বিবেচনা থাকে না। মহাকবি ভারবি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন।

" কিমিব হ্যস্তি দুরাত্মনামলজ্জ্যং "

দুরাত্মার কি অসাধ্য আছে?

এইরূপে তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে নদীতীরে উপনীত হইলেন। ক্রমে স্পষ্ট প্রভাত হইল। সকলেই বামদেবের কথা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিল। যাহার যেমন অবস্থানুরূপ বুদ্ধি, বিদ্যা, বিবেচনা ও সংস্কার, সে তেমনি তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিল। একজন সুবর্ণ বণিক এক জন তন্তুবায়কে বলিল, আমার বোধ হয়, নিশাভোর রাত্রে ডাকিনীরা ডব চলাচল করে।

তাহারা বামদেবকে দিব্বি সুন্দর পুরুষ দেখিয়া চালিয়া কোন লঙ্কায় লিয়া ফেলিয়াছে। তন্তুবায় বলিল, তাহা নয় আমার মনে হয় বামদেব জলের ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন যকে আছিয়া টিপি টিপি তাঁহার পায়ে রূপার ছিকলি বাঁধিয়া দেয়, তিনি কিছু টের পান নাই। তাহার পর যকে ক্রমে ছিকলি টানিয়া তাঁহাকে জলের ভিতর লিয়া গিয়াছে। একজন গোপছাঁটা কায়স্থ সেই খানে বসিয়াছিল, সে চোখ টিপিয়া টিপিয়া মুখ মুচ্‌কিয়া হাসিতে হাসিতে অস্পষ্ট স্বরে বলিল, এ সকল কিছু নয়, বামদেব মরেন নাই। আমি যদি কিছু খরচ পাই, তাঁহাকে খুজিয়া আনিয়া দিতে পারি। শুভ ঘটনা হউক আর অশুভ ঘটনা হউক, কায়স্থের তাহাতে কিছু উপার্জ্জন চাই। দেশ শুদ্ধ লোক হাহাকার করিতেছে, রোদন করিতেছে, বিমনায়মান হইয়া গৃহ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, এই শোচনীয় কাণ্ডের মধ্যেও কিসে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিব, কায়স্থ এই ফন্দী দেখিতেছে। সেখানে যাহারা বসিয়াছিল, তাহারা গোঁপছাটার এই ঘৃণিত স্বার্থপরতা দেখিয়া ঝঙ্কার মারিয়া উঠিল। স্ত্রীগণও নানা প্রকার অদ্ভুত কল্পনা প্রসব করিতে লাগিলেন। ক্রমে চারি ছয় দণ্ড বেলা হইল। প্রতিবেশিদিগের মধ্যে যাহাদিগের ধৈর্য্যগুণ অধিক, সহিষ্ণুতা গুণ প্রবল, মন দৃঢ় অথবা কিঞ্চিৎ নিষ্ঠুর, পরের দুঃখে দুঃখ বোধ অল্প, অপরের চক্ষে জল দেখিলে চক্ষে জল আইসে না, পরের শোককাতরতা দেখিয়া হৃদয় ব্যথিত হয় না, তাঁহারা আসিয়া বামদেবের পরিজনগণের সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। যাঁহারা শয্যাতলে লুণ্ঠিত হইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে ধরিয়া তুলিলেন, মুখে জল দিলেন, নানা প্রকার শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন। শোকের ধর্ম্ম এই, বন্যার জলের ন্যায় ক্রমে উহার বেগ লঘু হইয়া আইসে। অন্য অন্য পরিজনের শোকবেগ ক্রমে কমিয়া আসিল। তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। কেবল বামদেবের মাতা, তাঁহার পত্নী ও তাঁহার মাতামহের মন প্রবোধ মানিল না। বামদেবের মাতা তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়া অবধি যে দিন যত কষ্ট পাইয়াছেন, তাঁহার লালন পালনে যে দিন যে আনন্দ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহা হইতে তাঁহার ভাবি সুখের যে আশা ছিল, সেইগুলি যত মনে হইতে লাগিল, তত তাঁহার হৃদয়ে যেন দাবানল জ্বালিয়া দিল। তাঁহার মন কিছুতেই ধৈর্য্য মানিল না। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন, পদ্মের ন্যায় তেমন

যে প্রফুল্ল বদন, তাহা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তেমন যে শ্রী, তেমন যে লাবণ্য, তেমন যে কান্তি, সমুদয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বামদেবের প্রিয়তমা পত্নী কমলিনীরও ঐ দশা। মুখ মলিন, শরীর বিবর্ণ, তাঁহাকে আর চিনা যাইতেছে না। বামদেব তাঁহাকে কোন্ অপরাধে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তিনি যোগীর ন্যায় একতান মনে কেবল তাহারই ধ্যান করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য বলিয়া বোধ হইল।

বামদেবের মাতামহ কুমদিনীকান্তের দশা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোচনীয়। তিনি একজন বীরপুরুষ, বঙ্গাধিপতির প্রধান সেনাপতি। তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য ও অসীম সাহসের গুণে জয়লক্ষ্মী অনেকবার বঙ্গাধিপের অনুগামিনী হইয়াছেন। তিনিও রাজার নিকটে সেই সেই জয়ের চিহ্নস্বরূপ অসংখ্য মহামূল্য পুরস্কার পাইয়াছেন। সেগুলি তাঁহার উপবেশনগৃহের ভিত্তির অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া আছে। দর্শকগণ সেগুলির প্রশংসা করিলে তাঁহার হৃদয়ে যেরূপ আনন্দের উদয় হইত, আর কিছুতে সেরূপ হইত না। তেমন বীরপুরুষের আজকার দশা দেখিলে মনে বিজাতীয় শোক, ক্ষোভ ও বিস্ময়ের উদয় হয়। তিনি নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। শয্যাতলে লুণ্ঠিত হইয়া ছটফট করিতেছেন; কতই প্রলাপ বাক্য মুখ হইতে বিনির্গত হইতেছে; কিছুতেই স্থির নন; কিছুতে সুখী নন; একবার শয়ন একবার উপবেশন একবার ভ্রমণ করিতেছেন; এক একবার এক এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নিশ্চল দৃষ্টিতে যেন কি দেখিতেছেন; যেন কি অসাধ্য সাধনের ভাবনা ভাবিতেছেন; এক এক বার দীর্ঘতর নিশ্বাস ফেলিয়া নিজ বক্ষস্থলকে উষ্ণ করিয়া তুলিতেছেন। তেমন যে তাঁহার উৎফুল্ল নয়নদ্বয়, তাহা যেন কোটরান্তর্গত হইয়াছে; তেমন যে বিক্রমসদৃশ ওষ্ঠদ্বয়, তাহা যেন অঙ্গারতুল্য হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিলে বিলক্ষণ মাংসল সুদীর্ঘ সুপুরুষ বলিয়া বোধ হইত, আজ কদর্য্য কুরূপ কাপুরুষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার শরীরের দ্রাঘিমা যেন সঙ্কুচিত হইয়াছে; তাঁহার বল যেন কে হরিয়া লইয়াছে; তাঁহার স্থৌল্য যেন উবিয়া গিয়াছে। বিধাতার কি বিচিত্র সৃষ্টি! বীরপুরুষে কি বিচিত্র স্বভাবের সমাবেশ! যিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রচণ্ড অসির আঘাতে শত শত যোধপুরুষের শিরশ্ছেদন করিয়া যার পর নাই নৃশংসতার পরিচয় দেন, যুদ্ধস্থলে অচলের ন্যায় স্থির ভাব

প্রকাশ করেন, আজ তিনি দৌহিত্রের শোকে একান্ত অভিভূত; আজ তিনি সহস্রবৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন। এই সংসারে প্রিয়-বিয়োগ হইলে কেহ শোকে অভিভূত হন; কাহার বা কিছু মাত্র বিকার লক্ষিত হয় না। অনুভবশালী সহৃদয় পাঠক ইহার কারণ নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা ত দেখিতে পাই, যাহার শরীরে দয়া ও মায়া অধিক, তাহারই শোক অধিক হয়। সেই ব্যক্তিই প্রিয়বিয়োগজনিত শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া থাকে। আর, যাহার দয়া মায়া নাই, হৃদয় পাষাণসদৃশ, প্রিয়বিয়োগজনিত শোকে তাহার হৃদয় কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুভিত হয় না। কিন্তু বীরপুরুষের অন্তঃকরণসৃষ্টি অন্য প্রকার। ইহাতে দয়া ও নিষ্ঠুরতা উভয়ই তুল্যরূপে সমাবেশিত হইয়াছে। মহিষাসুরবধ হইলে পর দেবগণ যখন ভগবতীর স্তব করেন, তখন তাঁহারা বলিয়াছিলেনঃ—

"চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা।"

আপনার হৃদয়ে দয়া ও সমর নিষ্ঠুরতা উভয়ই দৃষ্ট হইয়াছে।

বীরপুরুষে এই দুটী বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কুমুদিনীকান্তই তাহার প্রধান উদাহরণ।

রামোত্তম চট্টোপাধ্যায় কুমুদিনীকান্তের বাল্যকালের বন্ধু। তিনি বন্ধুর বিপদ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে কুমদিনীকান্তের তাদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া একান্ত দুঃখিত হইলেন, বোধ হইল কে যেন হৃদয়ে শল্যের আঘাত করিল। নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু অশ্রুমোচন ও সে ভাব গোপন করিয়া ক্রমে বন্ধুর নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং নানাপ্রকার ঐতিহাসিক উদাহরণ দিয়া বন্ধুকে বুঝাইতে লাগিলেন। কুমুদিনীকান্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভ্রাতঃ! তুমি বিজ্ঞ বিচক্ষণ ও বহু শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন। তুমি সমুদায়ই বুঝিতে পার। জগতের গতিই এইরূপ, জগতের সমুদায় পদার্থই ক্ষণবিনশ্বর। তুমি এক দৌহিত্রের জন্য এত কাতর হইয়াছ; কিন্তু রাজপদ ও অতুল বিভব সহিত শত পুত্র বিনষ্ট হইলেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন। তোমার সদৃশ উচ্চমনা বিজ্ঞ ব্যক্তির সামান্য লোকের মত শোক করা শোভা পায় না। তুমি এ কাল পর্য্যন্ত রণস্থলে যে অদ্ভুত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা গুণ প্রদর্শন করিয়া

শাইলে, এই কি তাহার পরিণাম হইল? আজ সে ধৈর্য্য ও সে সহিষ্ণুতা কোথায় গেল? তোমার মুখে যে সর্ব্বদা শুনিতাম,

যদুপতেঃ ক গতা মথুরা পুরী রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং জগদিদং ন সদিত্যবধারয়॥

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের মথুরা পুরী কোথায় গিয়াছে, রঘুপতি রামচন্দ্রের অযোধ্যাই বা কোথায়। এই চিন্তা করিয়া মন স্থির কর, এই জগৎ স্থায়ী নয় ইহা অবধারণ কর।

সেই মহার্থ উপদেশ বাক্যের কি শেষে এই ফল হইল? তুমি বামদেবের মৃত্যু অবধারণ করিয়া শোকে অভিভূত হইয়াছ, কিন্তু কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে যে বামদেবের মৃত্যু হইয়াছে? তিনি হয় ত দুই দিন পরে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন। তাঁহার অনুসন্ধানার্থ দেশ দেশান্তরে লোক প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। ভালরূপে অনুসন্ধান না করিয়া স্ত্রীলোকের মত কেবল রোদন করা ও ব্যাকুল হইয়া কার্য্য ধ্বংস করা তোমার মত বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়। অধৈর্য্য হইলে কার্য্য বিনষ্ট হয়, এ কথা কি আজ নূতন তোমাকে শিখাইতে হইবে?

কুমুদিনীকান্ত অবহিত হইয়া এই কথাগুলি শুনিলেন। অবশেষে এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি আমাকে যে সমস্ত হিতোপদেশ দিলে সে সমুদায় আমি জানি। কিন্তু বামদেবের প্রতি স্নেহ আজ আমাকে তাহা জানিতে দিতেছে না। তুমি যে সকল প্রবোধ বাক্য বলিলে আমি তাহা বুঝিতে পারি কিন্তু বামদেবের অনিষ্টশঙ্কা আজ আমাকে তাহা বুঝিতে দিতেছে না। আমার পুত্র নাই পৌত্র নাই বংশের নাম লোপ হইতে বসিয়াছে, আমি বামদেবকে পাইয়া অপুত্রতানিবন্ধন দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছিলাম, অপুত্রতানিবন্ধন পরলোকে দুর্গতি শঙ্কাও নিরস্ত হইয়াছিল। বামদেব হইতে পিতৃ মাতৃ উভয় কুলই অধিকতর উজ্জ্বল হইবে, দেশের মঙ্গল হইবে, নিজ পদমর্য্যাদারও অধিকতর বৃদ্ধি হইবে, বঙ্গাধিপতি বামদেবের অলোকসামান্য শৌর্য্য বীর্য্য ও সাহস গুণে একান্ত মোহিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, তাঁহার অসামান্য বীরত্ব দর্শন করিয়া বীরবর এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলাম ক্রমে বামদেব বঙ্গাধিপতির প্রধান সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রির পদে প্রতি-

ষ্ঠিত হইবে। কিন্তু আমার সেই সমুদায় আশা পদ্মকোষনিরুদ্ধ ভ্রমরের আশার ন্যায় এককালে উন্মূলিত হইয়া গেল।

রাত্রির্গমিষ্যতি ভবিষ্যতি সুপ্রভাতং
ভাস্বানুদেষ্যতি হসিষ্যতি পদ্মজালং।
ইত্থং বিচিন্তয়তি কোষগতে দ্বিরেফে
আমূলতঃ কমলিনীং গজ উজ্জহার।

রাত্রি যাইবে, প্রভাত হইবে, সূর্য্য উদিত হইবেন, পদ্মসকল প্রকাশ পাইবে; পদ্মকোষমধ্যে রুদ্ধ ভ্রমর এই প্রকার চিন্তা করিতেছে, এমন সময় এক হস্তী আসিয়া সেই পদ্মিনীকে সমূলে উৎপাটিত করিল।

আমারও অবিকল সেই ঘটনা হইয়াছে। আমি কত মঙ্গলের আশা করিতেছিলাম, এমন সময়ে দুর্ব্বার বারণ তুল্য কাল আমার সমুদায় আশা উন্মূলিত করিল। কবি ভ্রমরের চ্ছলে মানুষের অসার আশা ও তাহার দারুণ পরিণামের যে বর্ণন করিয়াছেন, আজ আমি তাহা সত্য বলিয়া অনুভব করিতেছি।

বামদেবের প্রিয় সুহৃদ রামভদ্র করে কপোল বিন্যাস করিয়া এক পার্শ্বে উপবিষ্ট ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া আছেন। নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা অবিরল বিগলিত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিতেছে। তিনি এই ভাবিতেছেন, বামদেব তাঁহাকে না বলিয়া কোন কাজই করেন না, কোথাও যান না, কিন্তু গত কল্য তাঁহাকে না বলিয়া কি কার্য্যে কোথায় গেলেন। তিনি যে বলিয়া যান নাই, ইহাই মর্ম্মভেদি শল্যের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছিল, এক একবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, হৃদয় যেন শোকে স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। কুমুদিনীকান্তের গৃহে এইরূপ শোচনীয় কাণ্ড চলিতেছে, এমন সময়ে পত্রহস্ত এক রাজদূত দ্বারদেশে উপস্থিত হইল! সে বামদেবের অমঙ্গল সংবাদ ও কুমুদিনীকান্তের শোচনীয় দশার কথা শুনিল। মুহূর্ত্তকাল তাহার হৃদয়ে বিরুদ্ধ ভাবসমূহের তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, এই বিপদের সময়ে কিরূপে কুমুদিনীকান্তের হস্তে পত্র প্রদান করি, কিরূপেই বা রাজাজ্ঞার অবহেলা করি। রাজার আজ্ঞা এই, যতক্ষণ পত্র প্রেরয়িতব্য স্থানে উপনীত না হইবে, সে পর্য্যন্ত সময়ের অপেক্ষা কিম্বা কোন কার্য্যের অনুরোধ রক্ষা করা হইবে না। রাজকার্য্যের

নিকটে শোক ও ক্ষোভাদি অন্য কোন উপরোধই অপেক্ষিত হয় না। সে অপেক্ষা বিচারসঙ্গতও নয়। রাজার মুহূর্ত্ত মধ্যে এমন দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা যে একের অনুরোধ রক্ষা করিতে গেলে লক্ষ লক্ষ লোকের অনিষ্ট ঘটিয়া উঠে। দূত এইরূপ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কাল প্রতীক্ষায় অসমর্থ হইয়া কুমুদিনীকান্তের হস্তে সত্বর পত্র প্রদান করিল। রামোত্তম চট্টোপাধ্যায় সেই পত্র লইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

স্বস্তি সকলমঙ্গলালয় শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—

প্রধান সেনাপতি মহোদয়েষু—

শ্রীশ্রীচন্দ্র শর্ম্মণঃ সবিনয়ং নিবেদনমিদং—

মহারাজ আপনাকে এই আদেশপত্র দ্বারা জানাইতেছেন, বিন্ধ্যগিরি নিবাসী দুরাচার দেবেশ্বর সিং বঙ্গদেশ আক্রমণার্থী হইয়া সসৈন্যে আগমন করিতেছে। অতএব আপনি পত্র পাঠ মাত্র সৈন্য সামন্ত লইয়া বিলাসপুরে উপনীত হইবেন। ক্ষিক্ষণ বিলম্ব করিবেন না। দুরাত্মার দর্প চূর্ণ করা একান্ত আবশ্যক। মহারাজের বিশেষ আদেশ এই, আপনি বীরবর বামদেবকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন। মহারাজ তাঁহার উপরে বড় প্রসন্ন। তাঁহা হইতে মহারাজের সবিশেষ সাহায্য হইবে, মহারাজ এরূপ বাসনা করেন। দুরাত্মা দেবেশ্বর সিং যে প্রকার ধৃষ্টতা গর্ব্বান্ধতা দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়াছে, তাহার প্রেরিত পত্র পাঠে তাহা জানিতে পারিবেন। সে পত্র এই পত্রমধ্যগত করিয়া পাঠান হইল। ইতি ১৩৯৭ শকাব্দাঃ ২ রা মাঘ।

স্বাক্ষর

শ্রীচন্দ্রচক্রবর্ত্তিনঃ

প্রধানকর্ম্মাধ্যক্ষস্য।

এই পত্র পাঠের পর রামোত্তম দেবেশ্বর সিংহের পত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন। যথা—

বঙ্গাধিপতিসদুদারচরিতেষু—

তোমাকে লেখা যাইতেছে, আমার পঞ্চাশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, যদি তুমি সপ্তাহের মধ্যে পাঠাইয়া দাও, মঙ্গল, নচেৎ সপ্তাহান্তে আমার এই রাজশোণিতপিপাসু তরবারি তোমার শোণিত পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবে। ইতি—

বিন্ধ্যগিরিনিবাসিনঃ

শ্রীদেবেশ্বর সিংহস্য—

এই পত্র পাঠ মাত্র তত্রত্য সমুদয় লোকই এক বাক্যে উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন কি অহঙ্কার! কি অশিষ্টাচার! কি অভদ্রতা! এখনি দুরাত্মার সমুচিত প্রতিফল দেওয়া কর্ত্তব্য। সকলেরই অন্তর হইতে করুণরস অন্তরিত হইল। বীররসের আবির্ভাব হইয়া উঠিল। কে রাজাজ্ঞা সম্পাদন করে এখন সেই চিন্তা উপস্থিত হইল। কুমুদিনীকান্ত বামদেবের শোকে কাতর হইয়া এরূপ খিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহার উত্থানশক্তি নাই। আর সে বামদেব নাই যে তিনি সংগ্রাম জয় করিয়া রাজপ্রসাদভাজন হইয়া আসিবেন। রামভদ্রের দিকে সকলের দৃষ্টি নিপতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া রাজাজ্ঞা সম্পাদনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে সকলে তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ সেনানিবেশে যুদ্ধসজ্জার আজ্ঞা প্রচারিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে চতুরঙ্গিনী সেনা সজ্জিত হইল। সৈনিক পুরুষেরা যুদ্ধ পরিচ্ছদ পরিধান করিল। সেনাপতিগণ অশ্বে গজে রথে আরোহণ করিলেন। হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হেষারব, রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি ও দুন্দুভির গুম গুম শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। বাদ্যকরদিগের উন্মাদ হর্ষ ও নৃত্য দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, অরুণনগর যেন রণক্ষেত্র হইয়াছে, আর তাহারা রণযজ্ঞে ব্রতী হইয়াছে। যুদ্ধে যে কিছু লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহারাই যেন তাহার প্রধান অংশী হইবে। তাহাদিগের নৃত্যের ধুম কি? যখন তাহারা ঘন ঘন মাথা ঘুরাইয়া বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে লাগিল এবং তাহাদিগের মাথায় বসান ময়ুর পিচ্ছ ফুর ফুর করিয়া উড়িতে লাগিল, যত ইতর লোক স্ত্রীলোক ও বালক গিয়া সেইখানে উপস্থিত হইল এবং চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল। সেই নৃত্য দর্শন ও রণবাদ্য শ্রবণ করিয়া যোধগণের মন আনন্দে মাতিয়া উঠিল। তাহারা হর্ষমত্ত হইয়া কৃত্রিম যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহাদিগের শাণিত তরবারি প্রদীপ্ত সূর্য্যকিরণে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। করবালপ্রতিফলিত সূর্য্যকিরণ দিগন্তে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন দিগ্‌দাহ আরম্ভ হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! দুই দণ্ড পূর্ব্বে যে অরুণ নগরকে করুণ রসের মূর্ত্তি, জড়তার স্বরূপ ও অন্ধকারের প্রতিকৃতি বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এখন সেই অরুণ নগরকে বীররসের অবতার উৎসাহের অধিষ্ঠান ও উল্লাসের আধার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দুই দণ্ড

পূর্ব্বে যে অরুণ-নগর-নিবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতার হৃদয় শোকরূপ অন্ধ-তমসে আচ্ছন্ন ছিল, এখন উৎসাহরূপ দিবাকর-দীপ্তি তাহাকে দীপিত ও পুলকিত করিয়া তুলিল। নগরবাসিদিগের বীরদর্পে বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া উঠিল। রমণীগণেরও উল্লাসের পরিসীমা রহিল না। মাতা ভাবিলেন তাঁহার পুত্র শত শত বিপক্ষ সৈনিকের প্রাণসংহার করিয়া বীরখ্যাতি দ্বারা ভূষিত হইয়া আসিবেন। স্ত্রী ভাবিলেন, এই সংগ্রাম জয়ের পর তিনি বীর-পত্নী বলিয়া পূজিত হইবেন।

সেনাগণ বিলাসপুরের অভিমুখে যাত্রা করিল। প্রাস্থানিক শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইল। রামভদ্র ব্যস্ত হইলেন। কুমুদিনীকান্ত স্বয়ং যাইতে পারিলেন না, রামভদ্রকে পাঠাইলেন, এ কারণ বঙ্গাধিপতি কুপিত না হন, অপরাধ গ্রহণ না করেন, এই অভিপ্রায়ে অতি বিনীত ভাবে একখানি পত্র লিখি-লেন। সেই পত্রখানি রামভদ্রের হস্তে প্রদান করিলেন এবং ধান্য দূর্ব্বা ও বিল্বপত্রাদি তাঁহার মস্তকে অর্পণ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া বিঘ্ননাশকের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে বিদায় করিয়া দিলেন। তিনিও কুমুদিনীকান্তকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া সেনাগণের সহিত মিলিত হইলেন। সে পত্রখানি এই—

যশোধবলিতদিঙ্‌মণ্ডল প্রবলপ্রতাপতাপিতারাতিকুল শ্রীল শ্রীযুক্ত মহা-রাজাধিরাজ বঙ্গাধিপতি মহোদারগুণ মহিমার্ণবেষু—

শ্রীকুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়স্য সবিনয়ং নিবেদনমিদং—

এ অধীন মহারাজের আজ্ঞাকে শিরোধার্য্য করিয়া লইল। কিন্তু অধীন অতি বিনীতভাবে ও দুঃখিতচিত্তে মহারাজের নিকটে নিবেদন করিতেছে যে, অধীন অতি অসুস্থ। স্বয়ং রণস্থলে গিয়া দুরাত্মা দেবর সিংহের মস্তক ছেদন করিয়া মহারাজকে যে উপহার প্রদান করে, অধীনের সে শক্তি নাই। অধীন উত্থানশক্তিরহিত। রামভদ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেনাপতি করিয়া পাঠান হইল। বামদেবের ন্যায় ইনিও একজন বীরপুরুষ। মহারাজের স্মরণ থাকিতে পারে, ইনি বামদেবের ন্যায় অসীম সাহস ও শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া অনেক যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছেন। মহারাজ অনেকবার ইঁহার গুণের সমু-চিত পুরস্কার করিয়া যথোচিত উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে, ইনি দুরাত্মার শিরশ্ছেদন করিয়া মহারাজের প্রীতি সম্পাদনে

সমর্থ হইবেন। আপনি বামদেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার আদেশ করিয়াছেন, তিনি আর ভূতলে নাই। আপনার সেই প্রিয়তম বীরবরের গুণ-রাশি এখন বাঙ্‌মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। গত কল্য রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে বামদেব অনুদ্দেশ হইয়াছেন। তাঁহার অনুদ্দেশই অধীনের অসুস্থতার একমাত্র কারণ। অধীন স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারিল না। ইহাতে যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, মহারাজ স্বীয় গুণে তাহা মার্জ্জনা করিবেন ইতি।

১৩৯৭ শকাব্দাঃ
২ রা মাঘ।

স্বাক্ষর
শ্রীকুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়স্য
অকুণগনর

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

মনুসংহিতা।

পূর্ব্বে উপনয়ন প্রকরণ ও তৎসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে উপনীতের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ ॥ ৬৯ ॥

গুরু শিষ্যের উপনয়ন দিয়া প্রথমে শৌচ, স্নানাচমনাদি আচার, সায়ং প্রাতর্হোম ও সন্ধ্যাবন্দনের শিক্ষা দিবেন।

অধ্যেষ্যমাণস্ত্বাচান্তো যথাশাস্ত্রমুদঙ্মুখঃ।
ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতোঽধ্যাপ্যোলঘুবাসাজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৭০ ॥

শিষ্য অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে যথাশাস্ত্র আচমন করিবে এবং কৃতাঞ্জলি পবিত্রবস্ত্র ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া উত্তর মুখে বসিবে।

ব্রহ্মারম্ভেঽবসানে চ পাদৌ গ্রাহ্যৌ গুরোঃ সদা।
সংহত্য হস্তাবধ্যেয়ং সহি ব্রহ্মাঞ্জলিঃ স্মৃতঃ ॥ ৭১ ॥

অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এবং অধ্যয়ন শেষ হইলে উভয় সময়েই শিষ্য গুরুর পাদ বন্দন করিবে। যাবৎ অধ্যয়নকাল কৃতাঞ্জলি হইয়া উপ-বিষ্ট থাকিবে। এই অঞ্জলি বন্ধনের নাম ব্রহ্মাঞ্জলি।

ব্যত্যস্তপাণিনা কার্য্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ।
সব্যেন সব্যঃ স্পৃষ্টব্যোদক্ষিণেন চ দক্ষিণঃ ॥ ৭২ ॥

শিষ্য ব্যত্যস্তপাণি হইয়া গুরুর পাদ বন্দন করিবে। সেই ব্যত্যাসপ্রকার

স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে। শিষ্য আপনার বামকর দ্বারা গুরুর বামপদ এবং দক্ষিণকর দ্বারা গুরুর দক্ষিণ পদ গ্রহণ করিবে। পৈঠীনসি বলেন, উত্তান ব্যত্যস্ত হস্ত দ্বারা পাদ স্পর্শ করিবে।

অধ্যেষ্যমাণস্তু গুরুর্নিত্যকালমতন্দ্রিতঃ।
অধীষ ভো ইতিব্রূয়াৎ বিরামোঽস্ত্বিতি চারমেৎ॥ ৭৩॥

অধ্যয়নের আরম্ভকালে গুরু অনলস হইয়া শিষ্যকে তুমি অধ্যয়ন কর এই কথা বলিবেন এবং অবসান কালে এই স্থানে বিশ্রাম হউক, এই বলিয়া বিরত হইবেন।

ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা।
স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি॥ ৭৪॥

পাঠারম্ভে ও পাঠান্তে ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে। প্রথমে যদি প্রণব উচ্চারণ না করে, অধ্যয়ন ফল ক্রমে বিনষ্ট হয়, আর শেষে যদি উচ্চারণ না করে, ফল স্থায়ী হয় না।

প্রাক্‌কূলান পর্য্যুপাসীনঃ পবিত্রৈশ্চৈব পাবিতঃ।
প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পূতস্ততওঙ্কারমর্হতি॥ ৭৫॥

পূর্ব্বদিকে অগ্রভাগ থাকিবে এমন কুশাসনে উপবিষ্ট, কুশহস্ত ত্রিঃকৃত প্রাণায়াম দ্বারা পবিত্রিত হইলে পর ব্রাহ্মণ ওঙ্কার উচ্চারণের যোগ্য হয়।

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদূহৎ ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ॥ ৭৬॥

প্রজাপতি ওঙ্কারের অঙ্গভূত অকার উকার মকার এই তিনটী অক্ষর ও ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিনটী ব্যাহৃতি ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন বেদ হইতে দোহন করিয়াছেন। অকার উকার মকার এই তিনটী অক্ষরের যোগে ওঙ্কার শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে।

ত্রিভ্যএব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ।
তদিত্যৃচোঽস্যাঃ [illegible]বিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ॥ ৭৭॥

পরম স্থানস্থ প্রজাপতি ব্রহ্মা তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যাদি [illegible]ত্রয়াত্মক গায়ত্রীর তিনটী চরণ ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন বেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এতদক্ষরমেতাং[illegible] ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাং।
সন্ধ্যয়োর্ব্বেদ[illegible]পুণ্যেন যুজ্যতে॥ ৭৮॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উভয় সন্ধ্যাকালে ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতি উচ্চারণ পূর্ব্বক ওঙ্কার ও ত্রিপদা গায়ত্রী জপ করিয়া বেদত্রয়ের অধ্যয়ন জন্য পুণ্যলাভ করিয়া থাকে।

সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতৎ ত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোঽপ্যেনসোমাসাৎ ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে ॥ ৭৯ ॥

ব্রাহ্মণ যদি গ্রামের বাহিরে নদীতীরাদিতে একমাস কাল ব্যাহৃতি ও ওঙ্কার সহিত গায়ত্রী সহস্রবার জপ করে, সর্প যেমন কঞ্চুকমুক্ত হয়, তেমনি ব্রাহ্মণ মহৎ পাপ হইতেও মুক্ত হয়।

এতয়ার্চ্চা বিসংযুক্তঃ কালেচ ক্রিয়য়া স্বয়া।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিড্‌যোনির্গর্হণাং যাতি সাধুষু ॥ ৮০ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, ইহারা যদি সন্ধ্যাকালে অথবা অন্য সময়ে গায়ত্রী-ও সায়ং প্রাতর্হোমাদিরূপ নিজ কর্ম্মে পরিবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে সাধুগণের নিকটে নিন্দিত হইয়া থাকে।

ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রোমহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখং ॥ ৮১ ॥

ওঙ্কার পূর্ব্বক ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন মহাব্যাহৃতি ও ত্রিপদা সাবিত্রী বেদের আদ্য। বেদ পাঠ করিবার পূর্ব্বে ইহার জপ করিতে হয়। টীকাকার কুল্লূকভট্ট—"ব্রহ্মণোমুখং" ইহার পক্ষান্তরে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ এই অর্থ করিয়াছেন।

যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান ॥ ৮২ ॥

যে ব্যক্তি অনলস হইয়া তিন বৎসর প্রতিদিন প্রণব ও ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী জপ করে, সে বায়ুর ন্যায় কামচারী ও ব্রহ্মমূর্ত্তি হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।

একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামাঃ পরং তপঃ।
সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে ॥ ৮৩ ॥

ওঙ্কার পরব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রধান কারণ। প্রণবব্যাহৃতিসহিত গায়ত্রী দ্বারা ত্রিরাবৃত্ত প্রাণায়াম চান্দ্রায়ণাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ। গায়ত্রীর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোন মন্ত্র নাই। মৌনব্রত অপেক্ষা সত্যবাক্য শ্রেষ্ঠ।

ক্ষরন্তি সর্ব্বাবৈদিক্যোজুহোতিযজতিক্রিয়াঃ।

অক্ষরন্ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ ॥ ৮৪ ॥

বেদবিহিত হোমযাগাদি ক্রিয়ার ক্ষয় হয়। প্রণবই কেবল অক্ষয়। ইহার অক্ষয়তার কারণ এই, এই প্রণব ব্রহ্ম স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির হেতু।

বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞোবিশিষ্টোদশভির্গুণৈঃ।

উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রোমানসঃ স্মৃতঃ। ৮৫ ॥

প্রণবাদির জপরূপযজ্ঞ বিধিযজ্ঞ অর্থাৎ বিধিবিষয়ক যজ্ঞ দর্শপৌর্ণমাসাদি অপেক্ষা দশগুণ উৎকৃষ্ট। পার্শ্বস্থ ব্যক্তি শুনিতে না পায়, যদি এরূপে জপ করা হয়, তাহা হইলে সে জপ শতগুণ অধিক হয়। আর সেই জপ যদি মানস অর্থাৎ জপকালে যদি জিহ্বা ও ওষ্ঠাদি বিচলিত না হয়, তাহা হইলে সহস্রগুণ অধিক হয়।

যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারোবিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ।

সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥ ৮৬ ॥

বৈশ্বদেব হোম বলিকর্ম্ম নিত্যশ্রাদ্ধ অতিথিভোজনরূপ যে চতুর্ব্বিধ পাক যজ্ঞ ও বিধিযজ্ঞ যে দর্শ পৌর্ণমাসাদি, তাহা জপযজ্ঞের ষোড়শাংশেরও যোগ্য নয়।

জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেৎ ব্রাহ্মণোনাত্র সংশয়ঃ।

কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রোব্রাহ্মণউচ্যতে ॥ ৮৭ ॥

ব্রাহ্মণ অন্য কিছু করুক না করুক, জপ দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করে, অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি যোগ্য হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই।

টীকাকার বলেন, এতদ্দ্বারা জপেরই প্রশংসা করা হইতেছে, যাগযজ্ঞাদির নিষেধ করা হইতেছে না।

ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতিরেকে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ কোন পুরুষার্থই সিদ্ধ হয় না। এক্ষণে সেই ইন্দ্রিয় সংযম বিষয়ে যত্নবিধানের উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষপহারিষু।

সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং ॥ ৮৮ ॥

সারথি অশ্বের ন্যায় বিদ্বান্ ব্যক্তি চিত্তের আকর্ষণকারী রূপরসগন্ধাদি বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়ের সংযমে যত্ন বিধান করিবেন।

একাদশেন্দ্রিয়াণ্যাহুর্যানি পূর্ব্বে মনীষিণঃ।

তানি সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৮৯ ॥

পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা যে একাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন, আমি ক্রমে তাহার নাম ও কর্ম্ম বলিব।

শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
পায়ূপস্থং হস্তপাদং বাক্ চৈব দশমী স্মৃতা॥ ৯০॥

কর্ণ ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা নাসিকা পায়ু উপস্থ হস্ত পদ আর বাক্য এই দশটী বাহ্য ইন্দ্রিয়।

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং শ্রোত্রাদীন্যনুপূর্ব্বশঃ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং পায্বাদীনি প্রচক্ষতে॥ ৯১॥

পণ্ডিতেরা শ্রোত্রাদি প্রথমোক্ত পাঁচটীকে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং শেষোক্ত পায্বাদি পাঁচটীকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া থাকেন। শ্রোত্রাদি পাঁচটী শ্রবণাদি জ্ঞানসাধন বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তাদি কর্ম্মের সাধন বলিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।

একাদশং মনোজ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকং।
যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ॥ ৯২॥

মন অন্তরিন্দ্রিয়, গণনায় একাদশ। ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের প্রবর্ত্তক। এই নিমিত্ত ইহাকে উভয়াত্মক বলে। মনকে বশে আনিতে পারিলে জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ এই দশটীকেই বশে আনয়ন করা যায়।

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ং।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিবচ্ছতি॥ ৯৩॥

ইন্দ্রিয়সকল যদি বিষয়ে আসক্ত হয়, নিঃসংশয় দোষ জন্মে, আর যদি ইন্দ্রিয় দমনে রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে সিদ্ধি লাভ হয়।

ইন্দ্রিয় দমনের আবশ্যকতা এবং ইন্দ্রিয় দমনে যে ফললাভ হয়, তাহা বর্ণিত হইল। প্রতিবাদী যদি এ কথা বলে, ইন্দ্রিয় দমনার্থ এত প্রয়াস পাই-বার প্রয়োজন কি? ইন্দ্রিয়গণ বিষয়োপভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া স্বয়ং নিবৃত্ত হইবে। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ মনু কহিতেছেন।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে॥ ৯৪॥

বিষয়ভোগ দ্বারা কখন অভিলাষের শান্তি হয় না। অগ্নিতে ঘৃত ক্ষেপ

করিলে অগ্নির যেমন বৃদ্ধি হয়, বিষয় ভোগ করিয়া ভোগ বাসনার তেমনি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যশ্চৈতান্ প্রাপ্নুয়াৎ সর্ব্বান্ যশ্চ তান্ কেবলাংস্ত্যজেৎ।
প্রাপণাৎ সর্ব্বকামানাং পরিত্যাগোবিশিষ্যতে॥ ৯৫॥

উপভোগযোগ্য যাবতীয় বিষয় প্রাপ্তি অর্থাৎ ভোগ, আর বিষয় পরিত্যাগ, এ উভয়ের মধ্যে পরিত্যাগই শ্রেষ্ঠ।

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ॥ ৯৬॥

বিষয় ক্ষণবিনশ্বর পরিণামবিরস, দেহ মূত্র পুরীষাদির আধার অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ ইত্যাদি জ্ঞান দ্বার বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়গণকে যেমন নিবর্ত্তিত করা যায়, সন্নিকর্ষ পরিত্যাগ করিয়া সেরূপ নিবর্ত্তিত করা যায় না।

বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্রদুষ্ট ভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ॥ ৯৭॥

যাহার চিত্ত দূষিত অর্থাৎ বিষয়াসক্ত, বেদাধ্যয়ন বল, দান বল, যজ্ঞ বল, নিয়ম বল আর তপস্যা বল, এ সকলের কিছুরই ফল লাভ তাহার হয় না।

জিতেন্দ্রিয় কাহাকে বলা যায়, এক্ষণে তাহার লক্ষণ করা হইতেছে।

শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বাচ দৃষ্ট্বাচ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যোনরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা সবিজ্ঞেয়োজিতেন্দ্রিয়ঃ। ৯৮॥

যে ব্যক্তি স্তুতিবাক্য বা নিন্দাবাক্য শ্রবণ করিয়া সুখস্পর্শ সূক্ষ্ম দুকূলাদি ও দুঃখস্পর্শ কর্কশ মেষকম্বলাদি স্পর্শ করিয়া, সুরূপ ও কুরূপ বস্তু দর্শন করিয়া, সুস্বাদু ও অস্বাদু দ্রব্য ভোজন করিয়া, সুগন্ধি ও দুর্গন্ধ দ্রব্যের ঘ্রাণ লইয়া যাহার মন হৃষ্ট বা বিরক্ত না হয়, সেই জিতেন্দ্রিয়।

ইন্দ্রিয়াণাস্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং॥ ৯৯॥

ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যদি একটী ইন্দ্রিয় অনায়ত্ত অর্থাৎ বিষয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে চর্ম্ম পাত্রের এক স্থানে ছিদ্র হইলে পাত্রস্থ সমুদায় জল যেমন নির্গত হইয়া যায়, তেমনি সেই এক ইন্দ্রিয় দ্বারা সমুদায় তত্ত্বজ্ঞান বিনষ্ট হয়।

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুং॥ ১০০॥

ইন্দ্রিয়গণ ও মনকে স্ববশে আনিয়া স্বদেহকে পীড়িত না করিয়া মানুষ যাবতীয় অর্থ সাধন করিতে পারে।

এক্ষণে সন্ধ্যাবন্দনের সময় নির্ণয় করা হইতেছে।

পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ সাবিত্রীমার্কদর্শনাৎ।

পশ্চিমান্তু সমাসীনঃ সম্যগৃক্ষবিভাবনাৎ॥ ১০১॥

প্রাতঃ সন্ধ্যা সময়ে যে পর্য্যন্ত না সূর্য্য দর্শন হয়, সেই পর্য্যন্ত এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে, আর সায়ংকালে উপবিষ্ট হইয়া নক্ষত্র দর্শনকাল পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে।

পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠন্নৈশমেনোব্যপোহতি।

পশ্চিমান্তু সমাসীনোমলং হন্তি দিবাকৃতং॥ ১০২॥

পূর্ব্বসন্ধ্যায় গায়ত্রী জপে রাত্রিকৃত পাপ এবং সায়ংকালে গায়ত্রীজপে দিবাকৃত পাপ ধ্বংস হয়।

ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাং।

সশূদ্রবৎ বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাৎ দ্বিজকর্ম্মণঃ॥ ১০৩॥

যে ব্যক্তি উল্লিখিত উভয় সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী জপ না করে, তাহাকে শূদ্রের ন্যায় দ্বিজাতি কর্ত্তব্য সমুদায় কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে।

যে ব্যক্তি বহুবেদের অধ্যয়নে অশক্ত হয়, তাহার প্রতি গায়ত্রী মাত্র জপের উপদেশ দিতেছেন।

অপাং সমীপে নিয়তোনৈত্যকং বিধিমাস্থিতঃ।

সাবিত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ॥ ১০৪॥

যে ব্যক্তির নিত্য বিধির অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছা আছে, সে অরণ্যাদি নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া জলের নিকটে নিয়তেন্দ্রিয় ও অনন্য-মনা হইয়া অন্ততঃ গায়ত্রী জপও করিবে।

বেদোপকরণে চৈব স্বাধ্যায়ে চৈব নৈত্যকে।

নানুরোধোঽস্ত্যনধ্যায়ে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি॥ ১০৫॥

বেদাঙ্গ শিক্ষাদি, নিত্যানুষ্ঠের বেদাধ্যয়ন এবং হোমমন্ত্রপাঠ, ইহাতে অনধ্যায় নাই।

নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যায়োব্রহ্মসত্রং হি তৎ স্মৃতং।

ব্রহ্মাহুতিহুতং পুণ্যমনধ্যায়বষটকৃতং॥ ১০৬॥

নিত্য কর্ত্তব্য গায়ত্রীজপে অনধ্যায় নাই। যেহেতুক গায়ত্রী জপ ব্রহ্মযজ্ঞ। ব্রহ্মই ইহার আহুতি এবং অনধ্যায় বষটকার স্বরূপ।

যঃ স্বাধ্যায়মধীতেঽব্দং বিধিনা নিয়তঃ শুচিঃ।
তস্য নিত্যং ক্ষরত্যেষ পয়োদধি ঘৃতং মধু॥ ১০৭॥

যে ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া এক বৎসর কাল জপযজ্ঞ করে, তাহার নিত্য দুগ্ধ দধি ঘৃত মধু লাভ হইয়া থাকে।

অগ্নীন্ধনং ভৈক্ষচর্য্যামধঃ শয্যাং গুরোর্হিতং।
আসমাবর্ত্তনাৎ কুর্য্যাৎ কৃতোপনয়নোদ্বিজঃ॥ ১০৮॥

যে পর্য্যন্ত না সমাবর্ত্তন স্নান হয়, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী সায়ং প্রাতর্হোম, ভিক্ষা, ভূতলে শয়ন, গুরুর জলকুম্ভাদির আনয়নরূপ হিত কার্য্য সম্পাদন করিবে।

ভারতে ইংরেজ বাণিজ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই এব্রাহিমের শাসন সময়ে বাঙ্গালাতে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। একারণ তৎকালে শিল্প, কৃষি ও তজ্জনিত বাণিজ্য কার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। ঐ সময়ে ঢাকায় মলমল ও মালদহে রেশমী বস্ত্র সকল অতি উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হইত। দেশীয় ব্যবসায়িগণ তৎকালে বিলক্ষণ সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা ঘটিয়াছে। মাঞ্চেষ্টরের কল্যাণে ব্যবসায়ীগণের অন্ন হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ প্রসাদে ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসিগণ সভ্যতা সোপানে আরোহণ করিতে শিখিয়া দেশীয় শিল্পকার ও ব্যবসায়ীগণের অন্নে ধূলি নিক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা দুঃখিত নহেন। স্বদেশজাত দ্রব্যাদি আর তাঁহাদিগের বিলাস প্রিয়তার তৃপ্তি সাধন করিতে পারিতেছে না। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র যে বলিয়াছেন “ সুয়া-ব্যক্তি যদি নিম্বও প্রদান করে, তাহা হইলে তাহা চিনি ও দুয়া চিনি প্রদান করিলেও তাহা কপাল গুণে নিম্ব হইয়া পড়ে। ” এ কথার যাথার্থ্য আজ আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। ভারত যখন স্বাধীন বা সুয়া ছিলেন, তখন তাঁহার সামান্য দ্রব্যও ভারতবাসীর বিশেষ আদরের ধন ছিল, কিন্তু

এখন ভারত দুঃস্থা হইয়াছেন বলিয়া আর তাঁহার সুন্দর ও উৎকৃষ্ট বস্তুগুলিও ভারতসন্তানগণের নয়নরঞ্জন করিতে পারিতেছে না। সেই ব্যবসায়ীগণ উপায়াভাবে এখন বিষম দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পরগলগ্রহ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশা আর দেখা যায় না। যাহা হউক, এব্রাহিমের এই শান্তিপূর্ণ শাসন সময়ে কোথায় বঙ্গবাসিগণ শান্তি সুখভোগ করিবেন, না দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালায় এমত একটী দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল, যে বঙ্গালার সমুদয় বিষয়কার্য্য সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। বাণিজ্য প্রিয় ইংরেজ ও পর্ত্তুগীজ জাতিরও বাণিজ্যের উন্নতি সম্বন্ধে বিষম বিঘ্ন ঘটিয়া উঠিল। আমরা নিম্নে সংক্ষেপতঃ সেই বিষয়ের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি।

দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়ে, দাক্ষিণাত্যের একটী রাজ্য বিপ্লব নিবারণের নিমিত্ত তাঁহার তৃতীয় পুত্র সাজেহান তৎপ্রদেশে প্রেরিত হন। তিনি প্রভূত পরাক্রমসহকারে সেই বিপ্লবের নিবারণ করিয়া বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। তৎকালে বাদশাহ বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। একারণ যাহাতে দিল্লী সাম্রাজ্য সম্রাটের চতুর্থ পুত্র সাহরিয়ার "ইনি সেরখাঁর ঔরষজাত নুরজাহানের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন" হস্তগত হয়, তজ্জন্য সম্রাটপত্নী নুরজাহান বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সাজেহান তাহা জানিতে পারিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেনএবং সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক দিল্লীর অনতিদূরে গিয়া পিতার নিকট পত্র দ্বারা কতিপয় অন্যায় বিষয়ের প্রার্থনাকরিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট তাহাতে অসম্মত হইলেন, পিতা পুত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধে বিজয় লক্ষ্মী জাহাঙ্গীরের অঙ্কগত হইলেন। সাজেহান নিরুপায় হইয়া, দক্ষিণাপথে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা নর্ম্মদানদীরতীর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগামী হওয়াতে তিনি দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক উড়িষ্যা দিয়া একবারে বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ঐ নগর হস্তগত করিয়া লইলেন। এই সময়ে পর্ত্তুগিজদিগের বাঙ্গালা দেশে বিলক্ষণ প্রাধান্য ছিল। সাজেহান তাঁহাদিগের তদানীন্তন গবর্ণর মাইকেল রড্রিকের নিকট স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে কতিপয় কামান ও তদুপযুক্ত ইউরোপীয় গোলন্দাজ সৈন্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু রড্রিক, পাছে সাজেহান পরিণামে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে না পারেন, এই শঙ্কায় তাঁহার প্রার্থনা

পরিপূরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে পরিণামে বিলক্ষণ ফলভোগও করিতে হইয়াছিল। ভাবী সম্রাট সাজেহানের মনে পর্ত্তুগীজদিগের উপরে বিলক্ষণ বিদ্বেষ জন্মিয়া রহিল। যখন দিল্লীর সিংহাসন তাঁহার করতলগত হয়, তিনি পর্ত্তুগীজদিগের অনিষ্টসাধনে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা হউক, অতঃপর সাজেহান বর্দ্ধমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজমহলে যাত্রা করিলেন এবং সুবেদার এব্রাহিম খাঁকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া স্বহস্তে বাঙ্গালার সুবেদারী ভার গ্রহণ করিলেন।

সাজেহানের পর খানাজাদ খাঁ নামে এক ব্যক্তি বাঙ্গালার সুবেদার হন। তিনি দিল্লীশ্বরকে এক কপর্দ্দকও দেন নাই। এই জন্য বাদশাহ ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে ফেদো খাঁ নামে এক ব্যক্তির নিকট হইতে বার্ষিক ৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব লই-বেন নিয়ম করিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালার সুবেদারী পদ প্রদান করেন। কিন্তু ফেদো খাঁর অদৃষ্ট দোষে ঐ বৎসরেই সম্রাটের মৃত্যু হইল এবং সাজেহান দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি অবিলম্বে ফেদো খাঁকে পদচ্যুত করিয়া আপনার প্রিয়পাত্র কাসিম খাঁকে বঙ্গদেশের সুবেদার করিয়া পাঠা-ইলেন। কাসিম বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়াই সম্রাটকে পত্র লিখিলেন "যে পর্ত্তুগীজেরা হুগলীতে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা নিজে হুগলীর নিকটস্থ বাণিজ্যতরী সমূহের শুল্ক আদায় করিতেছে এবং অনেকে আরাকানের নিকট জলদস্যুতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) (২০) হইতে আপনাদের বাণিজ্য দ্রব্যাদি সমুদায় উঠাইয়া হুগলীতে আনিয়াছে এবং অধিকাংশ সময় আমার কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পাদনের বিঘ্ন জন্মাইতেছে।" সাজেহান এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধের উপযুক্ত অবসর বুঝিতে পারিয়া কাসিমকে লিখিলেন, "তুমি অবিলম্বে তাহাদিগকে আমার রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেও।" এ স্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য, পর্ত্তুগীজেরা একেবারে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহাদের বাণিজ্য-কার্য্যের বিষম বিশৃঙ্খলা ও হীনদশা উপস্থিত হইল। কাসিম খাঁ ১৬৩১ খ্রীঃ

---

(২০) Satgong was known to the Romans by the name of Ganges region. It is a famous place of worship, and was formerly the residence of the Kings of the country; and said to have been of all immense size.

অব্দে তাহাদিগকে হুগলীতে আক্রমণ করিয়া প্রায় ৩০০ শত জাহাজ ভস্মীভূত ও ১০০০ সহস্রাধিক পর্ত্তুগীজকে ধৃত এবং স্ত্রীলোক সমেত ৪১০০ লোককে বন্দী করেন। তাহার মধ্য হইতে যাজকেরা সম্রাটের পৌরোহিত্য কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ও সুন্দরী রমণীগণ দিল্লীর অন্তঃপুর শোভার্থ প্রেরিত হন। এই সময়ে হুগলীতে একজন স্বতন্ত্র শান্তিরক্ষক ফৌজদার নামে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালার কোন স্থানেই বাণিজ্য করিতে আসিতে পারেন নাই। ১৬৩২ খ্রীঃ অব্দে কাসিম খাঁর মৃত্যু হইলে আজিম খাঁ তৎপদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। ইহাঁরই সময়ে সম্রাট সাজেহানের আদেশানুসারে (২১) ইংরেজেরা বঙ্গদেশে বালেশ্বরের অন্তর্গত পিপ্‌লীতে বাণিজ্য করিবার প্রথম অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং তথায় তাঁহারা বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ করেন (২২)। গঙ্গার মধ্যে আসিয়া বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলে ইংরেজেরাও পাছে পর্ত্তুগীজদিগের ন্যায় অসীম ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠেন, এই আশঙ্কা করিয়া সুবেদার তাঁহাদিগকে গঙ্গার মধ্যে আসিয়া বাণিজ্য করিতে নিষেধ করিয়া দেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হইলে কোন প্রতিবন্ধকই অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হয় না। এই সময়ে ইংরেজদিগের পক্ষে এমন একটী অনুকূল ঘটনা হইল, যে তাঁহারা সহজে সিদ্ধকাম হইয়া কেবল গঙ্গায় আসিয়া

(২১) সম্রাট সাজেহান ইংরেজদিগকে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে যে সনন্দ (ফারমান) দিয়াছিলেন, তদ্‌বৃত্তান্ত কোম্পানিকে অবগত করিবার জন্য উইলিয়ম মেথ্‌ওলড্‌ সুরাট হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন আমরা তাহার অবিকল অংশ ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাসের উপসংহার ভাগ হইতে গ্রহণ করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

Extract of a letter from William Methwold &c dated Surat 21 st February 1633 to the Company.

The second present, we received from Agra the King's Firmand, which gives liberty of trade unto us in his whole Country of Bengal, but restrains of our shipping only unto the port of Piply; which firmand was sent unto us by a servant of our own, which was dispeeded unto Agra.

(২২) See the Bruce's annals of the East Indian Company A. D 1633.—4

বাণিজ্য করা দূরে থাকুক, সমুদয় বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

১৬৩৪ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট সাজেহান যখন দাক্ষিণাত্যে শিবির সন্নিবেশন করিয়াছিলেন, তখন ঐ স্থানে তাঁহার এক কন্যার গাত্রবস্ত্রে অগ্নি লাগিয়া সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যায়। ইহাতে সম্রাট অত্যন্ত ভীত ও ব্যস্ত হইয়া একজন সুচিকিৎসকের জন্য মন্ত্রী আসফ খাঁকে দিয়া সুরাটে ইংরেজ শিবিরে বলিয়া পাঠান। বাউটন সাহেব তৎকালে "হোপওয়েল" নামক একখানি জাহাজের সার্জ্জন হইয়া আইসেন। তিনি ১৬৩৪ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট শিবিরে প্রেরিত হইলেন; এবং অনতিকাল মধ্যে বাদশাহকন্যাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। এই ঘটনায় সম্রাট তাঁহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া অভিলষিত পারিতোষিক গ্রহণ করিবার অনুরোধ করিলেন। তিনি নিজের জন্য কোন প্রার্থনা করিলেন না। যে স্বদেশহিতৈষিতাগুণে বৃটনবাসিরা প্রসিদ্ধ, তিনি তাহার বশবর্ত্তী হইয়া বিনা শুল্কে কোম্পানির বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার ও কুঠি নির্ম্মাণ করিবার প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার এই প্রার্থনায় বাদসাহ সম্মত হইলেন। তিনি তথা হইতে যে সময়ে বঙ্গদেশে আগমন করেন, ঘটনাক্রমে সেই সময়ে একখানি জাহাজ ইংলণ্ড হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি সেই জাহাজের সমুদায় দ্রব্য সম্রাটদত্ত ক্ষমতানুসারে বিনা শুল্কে বিক্রয় করিলেন (২৩)। এই অবধি কোম্পানির বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা লাভ হইল।

---

(২৩) "In the year of the Hejira 1046 A D 1636 a daughter of the emperor Shah Jehan having been dreadfully burnt, by her clothes catching fire, an express was sent to Surat, through the recommendation of the Vazier Assuf Khan, to desire the assistance of an European Surgeon. For this Service the council at Surat nominated Mr. Gabriel Boughton, Surgeon of the Ship Hopewell, who immidiately proceeded to the Emperor's Camp, then in the Dekkan, and had the good fortune to cure the young Princess of the effects of her accident. Mr Boughton, in consequence, became a great favourite at Court; and having been desired to name his reward, he, with that liberality which characterizes Britons, sought not for any private emolument; but solicited that his nation might have

আজিম খাঁর পর ১৬৩৯ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট সাজেহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা বাঙ্গালার সুবেদার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার শাসন সময়ে সম্রাট বিহার প্রদেশকে বাঙ্গলা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেন। সুজা বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়াই ঢাকা হইতে আপনার রাজধানী রাজমহলে উঠাইয়া আনেন এবং ঐ নগরকে বিবিধ সুরম্য অট্টালিকা দ্বারা সুশোভিত করেন। তাঁহার পরিজনগণ তথায় অবস্থিতি করিতেন (২৪)। তথায় সুজার অবরোধবাসিনী কোন এক রমণীর পীড়া উপস্থিত হইল। বাউটন সাহেব তথায় গমন ও তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় কোম্পানির বাণিজ্যোন্নতির জন্য রাজমহল ও হুগলীতে কুঠি নির্ম্মাণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইলেন।

অতঃপর ব্রিজমান নামে একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী বাণিজ্য ও কুঠি স্থাপনার্থ রাজমহলে প্রেরিত হইলেন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই বাউটন মানবলীলা সম্বরণ করেন, তথাপিও সুজা ইংরেজদিগের প্রতি পূর্ব্ববৎ অনুগ্রহ প্রকাশে বিরত হন নাই (২৫)।

সুজা অত্যন্ত শান্ত সুশীল নিরপেক্ষ ও সুন্দরীরমণীপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই শান্তিসুখ বিরাজমান থাকাতে বঙ্গবাসিগণ তৎকালে পরম সুখে দিনযাপন করিয়া যান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তিনি শেষে আরঞ্জেবের সেনানী মীরজুম্লার নিকটে পরাভূত হইয়া আরাকানে পলায়ন করেন। অবশেষে নদীতে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। এস্থলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্তের আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে। অতএব তাহা

---

liberty to trade, free of all duties, to Bengal, and to establish factories in that country. His request complied with, and he was furnished with the means of travelling across the country to Bengal. Upon his arrival in that province, he proceeded to Pipley, and in the year 1638 an English ship happening to arrive in that port, he, in virtue of the Emperor's firman, and the privileges granted to him, negociated the whole of the concerns of that Vessel without the payment of any duties. See the History of Bengal. Section 1. By Charles Stewart.

(২৪) See the translation of Faria De Souza's History Vol III.

(২৫) See the Bruce's annals of the History of India A D 1651—2.

পরিত্যক্ত হইল। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, তাঁহার সময়ে ইংরেজ বণিকগণ পাটনার নিকটস্থিত সিঙ্গির প্রভৃতি স্থান হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সোরা সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতেন। তখন ইংলণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লব নিবন্ধন সোরা অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত বলিয়া এদেশীয় ইংরেজগণ সোরার বাণিজ্যে এমত রত ছিলেন, যে তজ্জন্য পিকক সাহেবের সহিত সুবেদারের লোকদিগের দুই একটী বিবাদ উপস্থিত হয়। সেই বিবাদে পিকক সাহেবই জয় লাভ করেন।

ইতিপূর্ব্বেই কোম্পানি করমণ্ডল উপকূলে মছলিপত্তনে আপনাদিগের বাণিজ্যকুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৬২৫ খ্রীঃ অব্দে ঐ কুঠি আরমিগানে উঠাইয়া লইয়া যান। কিন্তু সেখানেও বাণিজ্যকার্য্যের বিশেষ সুবিধা না হওয়াতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফ্রান্সিস ডে, চন্দ্রগিরির অধীশ্বর সুপ্রসিদ্ধ বিজয় নগরীর শেষ হিন্দু রাজার আহ্বানানুসারে তাঁহার রাজ্যমধ্যে বাণিজ্যকার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। তথায় ১৬৩৯ খ্রীঃ অব্দে সমুদ্রের উপকূলে একখণ্ড ভূমি লইয়া বাণিজ্য কুঠী নির্ম্মাণ করা হয়। এই সামান্য ভূমিখণ্ডই শেষে প্রকাণ্ড মান্দ্রাজ নগরীতে পরিণত হইয়াছে। ডে সাহেব দেশীয় বণিকদিগের প্রত্যয়ের জন্য তাহা দুর্গবদ্ধ করিয়া লইলেন এবং তদুপরি ১২ টা কামান স্থাপন করিয়া ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ যোদ্ধার সম্মান বৃদ্ধির জন্য উহার নাম ফোর্টসেণ্টজর্জ্জ রাখিয়া দিলেন (২৬) এইরূপে মান্দ্রাজ মহানগরীর সূত্রপাত

(২৬) "The first factory of the Company on the Coromondel Coast, was opened at Musulipatan, whence it was removed in 1625 to Armegan. The trade was not however, found to be remunerative, and Mr. Day. the Superintendent, accepted the invitation of the Raja of Chundergiry the last representative of the great Hindoo dynasty of Bejoynagar, to remove the establishment to his territories. In a small village, on the coast of a plot of ground, was marked out, on which in 1639. he erected the factory; which afterwards expanded into the great City of Madras. To give confidence to the native merchants it was surrounded by a fortification, with twelve guns, and in honour of the great champion of England was called Fort St. George. History of India. By John Clark Marshman. Chapter VIII.

হইলে ঢাকা হইতে মসলিন ও দাক্ষিণাত্য হইতে তুলাদি লইয়া যাইবার বিশেষ সুবিধা হইল। ভারত এই সময় হইতে মাঞ্চেষ্টারের তুলা যোগাইবার ভার লইলেন।। কোম্পানি ক্রমে ক্রমে ইহার নিকটস্থিত অন্য অন্য স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া ১৬৫৩ খ্রীঃ অব্দে মাদ্রাজকে একটী স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি করিলেন।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পর ইংলণ্ডেশ্বর রাজা প্রথম চারল্‌সের (২৭) পার্লিয়ামেণ্টের সহিত তুমুল বিবাদ এবং ভারতবর্ষে শাজেহানের মৃত্যু হওয়াতে দারা আরঙ্গেব সুজা ও মোরাদের পরস্পর ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়। তন্নিবন্ধন বঙ্গদেশে কোম্পানির বাণিজ্য কার্য্যের ক্রমশঃ দুর্দ্দশা ঘটিয়া উঠে। ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞ পাঠকেরা অবগত আছেন, পার্লিয়ামেণ্টের সহিত বিবাদে প্রথম চার্লস ১৬৪৯ খ্রীঃ অব্দে হত এবং ক্রমওয়েল নামে (ইনি প্রথমতঃ কৃষকের কার্য্য করিতেন) একজন অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন, কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি 'প্রোটেক্টর' উপাধি গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডীয় রাজসিংহাসনে আরূঢ় হন। নানাপ্রকার ঘটনা উপস্থিত হইয়া রাজ্যতন্ত্র বিষম গোলযোগ পূর্ণ হয়। অবশেষে ১৬৬০ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের রাজবংশীয় (দ্বিতীয় চার্লস) পুনঃ সিংহা-

(২৭) প্রথম চারল্‌স ১৬২৫ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের রাজা হন। তিনি ইংরেজদিগকে বাণিজ্য কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করার পরিবর্ত্তে বরং "সিপ ট্যাক্স" নামক একটী ট্যাক্স পুনঃ স্থাপিত করিয়া বকিংহাম বাসী হাম্‌ডেন নামা জনৈক ব্যক্তিকে ও পিউরিটানদিগকে অপমান ও অত্যাচার করায়, কতকগুলি পিউরিটান ইংলণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া কৃষিকর্ম্মাদিতে নিযুক্ত হন। এইরূপে বিখ্যাত ইউনাইটেড ষ্টেটে ইংরেজ জাতির প্রথম সূত্রপাত হয়। ইহা ইতিহাসের একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা। যে দল প্রথমতঃ উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহারা "পিলগ্রিম ফাদার" নামে খ্যাত। ফল কথা চারল্‌স পার্লিয়ামেণ্টের সহিত বিদ্রোহ ঘটনা নিবন্ধন ইংলণ্ডের বা ভারতবাসী ইংরাজদিগের কোনরূপ উপকার করিতে পারেন নাই। "The King Charles first opposed them (to the Puritans) cruelly for ship moneytax, and some Puritans left England and went to America; which was then very little inhabited, and they settled and tilled the land, and their descendants live there to this day. This was the commencement of the great English nation in America called the United States; and this first band of colonist are known as the Pilgrim Father. History of England. Complied under the direction of E. Lethbridge M. A.

সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কোম্পানিকে একখানি নূতন সনন্দ (চার্টার) লিখিয়া দিলেন। ভারতবর্ষে আরঙ্গেব কৌশল জাল বিস্তার করিয়া আপন সহোদর দ্বারা সুজা ও মোরাদকে সবংশে বিনষ্ট করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ইহার পর অবধি ইংরেজদিগের বাণিজ্য কার্য্য ক্রমশঃ বিস্তৃত ও উন্নত হইতে লাগিল। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের গতিবিধি হইতে আরম্ভ হইল। মুসলমানদিগের সৌভাগ্য সূর্য্যও এই সময় হইতে অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

বোম্বাই নগর কিরূপে কোম্পানির হস্তগত হইল, এবং কিরূপে আজ সমৃদ্ধিতে ভারতের দ্বিতীয় রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইল, তদ্বর্ণনাও এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না। তদ্বর্ণনার সঙ্গে ইংরেজ বাণিজ্য বহুল পরিমাণে অনুস্যূত আছে। ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডাধীশ্বর দ্বিতীয় চারল্‌স পর্ত্তুগালের রাজকন্যা, ক্যাথেরাইন অব ব্রগেঞ্জাকে বিবাহ করিয়া যৌতুক স্বরূপ পর্ত্তুগালের রাজার নিকট হইতে বোম্বাই ও তৎসন্নিহিত কয়েকটী ক্ষুদ্র-জনপদ প্রাপ্ত হন। তিনি ঐ স্থান শাসনের জন্য আরল অব মারলবোর্গকে একখানি অর্ণবপোত ও কতকগুলি লোক দিয়া বোম্বাইয়ে প্রেরণ করেন। আরল ছয় বৎসর পর্য্যন্ত এই স্থান স্বহস্তে রাখিয়া আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতে লাগিল দেখিয়া সমুদায় বিষয় ইংলণ্ডেশ্বরের গোচর করিলেন। তিনি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আর উহা অধিক কাল স্বহস্তে রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কোম্পানিকে বিক্রয় করিলেন (২৮)। এক্ষণে বোম্বাই নগর কোম্পানির বন্দোবস্তের ও বাণিজ্যের গুণে ১০০০০ হইতে ৫০০০০০ অধিবাসীর আবসথ ও প্রায় ৩০০০০০০০ কোটী টাকা বাণিজ্যের আলয় হইয়াছে। দুই এক বিষয়ে কলিকাতা ভিন্ন ভারতে ইহার সমকক্ষ আর কোন নগরই নাই। বাণিজ্য প্রভাবে কি না হইতে পারে? টাকা হইলে জঙ্গলও সুসমৃদ্ধ নগর হইয়া উঠে।

ঐ সময়ে বোম্বাই নগরে চা-র বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। টমাস গ্যারাওয়ে ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে ভারতীয় চা বাণিজ্যের পথ প্রথম উন্মুক্ত করেন। তখন ইংলণ্ডে চা প্রতি সের ১০০ টাকারও অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। তখন রাজা রাজপুত্র ও প্রধান ধনশালী ব্যক্তিরাই চা

(২৮) See the Bruce's annals of the East Indian Company.

খাইতেন। পরে মধ্যবিত্ত লোকেরা চা খাইতে আরম্ভ করিলেও প্রতি সের প্রায় ৮ হইতে ১৬ টাকা ১৬ হইতে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়াছে। এখন ইহা সামান্য নাবিকেরাও খাইতেছে। লণ্ডন নগরে টমাস গ্যারাওয়ের কফি-হাউস অদ্যাপিও আছে। কোম্পানি প্রথমতঃ এদেশ হইতে ১০০ পাউণ্ড— উৎকৃষ্ট চা লইয়া যান। এখন এদেশ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৮৫০০০০ পাউণ্ড চা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

ভাগলপুর। শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

সাংখ্যদর্শন।

উপরে পঞ্চবিংশতি পদার্থের কথা বলা হইল, ইহার সমুদায় প্রত্যক্ষ হয় না। যে সকল পদার্থ চক্ষুগ্রাহ্য না হয়, সূত্রকার স্বয়ংই কহিয়াছেন, অনুমান-রূপ প্রমাণ দ্বারা সে গুলির জ্ঞান হইয়া থাকে। সেই অপ্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থের মধ্যে কোন্ পদার্থের কোন্ হেতু বলে অনুমান হয়, এক্ষণে তাহা বিস্তারিত রূপে উল্লিখিত হইতেছে।

স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য। ৬২। সূ।

বোধ ইত্যনুবর্ত্ততে স্থূলং তাবচ্চাক্ষুষমেব তচ্চ তন্মাত্রকার্য্যতয়া উক্তং। ততঃ স্থূলভূতাৎ কার্য্যাৎ তৎকারণতয়া তন্মাত্রানুমানেন স্থূলবিবেকতোবোধ ইত্যর্থঃ। আকাশসাধারণ্যায় স্থূলত্বমত্র বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণকত্বং শান্তাদি-বিশেষবত্ত্বং বা। তন্মাত্রাণিচ যজ্জাতীয়েষু শান্তাদিবিশেষত্রয়ং ন তিষ্ঠতি তজ্জাতীয়ানাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানামাধারভূতানি সূক্ষ্মদ্রব্যাণি স্থূলানা-মবিশেষাঃ। ইত্যাদি। ভা॥

স্থূল ভূত হইতে পঞ্চতন্মাত্রের অনুমান হয়। পঞ্চতন্মাত্রশব্দে ক্ষিত্যাদি পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত। এই সূক্ষ্ম ভূত হইতে স্থূল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে। সূক্ষ্ম ভূত যখন স্থূল ভূতের কারণ হইল, তখন কার্য্যভূত স্থূল ভূত হইতে সেই কারণরূপ সূক্ষ্ম ভূতের অনুমান দুরূহ হইতেছে না।

বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যাং তৈস্চাহঙ্কারস্য। ৬৩॥ সূ।

বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যামিন্দ্রিয়াভ্যাং তৈঃ পঞ্চতন্মাত্রৈশ্চ কার্য্যৈস্তৎকারণতয়া অহ-ঙ্কারস্য অনুমানেন বোধ ইত্যর্থঃ। ইত্যাদি। ভা॥

সূক্ষ্ম পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা অহঙ্কারের অনুমান হয়। সূক্ষ্ম

পঞ্চ ভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারের কার্য্য। কার্য্য দ্বারা কারণের অনুমান লোকসিদ্ধ।

তেনান্তঃকরণস্য। ৬৪ ॥ সূ।

তেন অহঙ্কারেণ কার্য্যেণ তৎকারণতয়া মুখ্যস্য অন্তঃকরণস্য মহদাখ্য-বুদ্ধেরনুমানেন বোধ ইত্যর্থঃ। ইত্যাদি। ভা।

অহঙ্কার দ্বারা অন্তঃকরণের অনুমান হয়।

অন্তঃকরণ শব্দের অর্থ মহত্তত্ত্ব। ইহার অপর পর্য্যায় বুদ্ধি। এই মহত্তত্ত্বের কার্য্য অহঙ্কার। কার্য্যভূত অহঙ্কার হইতে কারণভূত মহত্তত্ত্বের অনুমান হওয়া বিচারসঙ্গত।

ততঃ প্রকৃতেঃ। ৬৫ ॥ সূ।

ততোমহত্তত্ত্বাৎ কার্য্যাৎ কারণতয়া প্রকৃতেরনুমানেন বোধইত্যর্থঃ। ইত্যাদি। ভা।

কার্য্যভূত মহত্তত্ত্ব হইতে প্রকৃতির অনুমান হইয়া থাকে।

মহত্তত্ত্ব প্রকৃতির কার্য্য, প্রকৃতি যদি না থাকিত, মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হইত না, এইরূপ তর্ক দ্বারা প্রকৃতি অনুমানসিদ্ধ হইতেছে।

সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্য। ৬৬ ॥ সূ।

সংহননমারম্ভকসংযোগঃ সচাবয়বাবয়ব্যভেদাৎ প্রকৃতিকার্য্যসাধারণঃ। তথা চ সংহতানাং প্রকৃতিতৎকার্য্যাণাং পরার্থত্বানুমানেন পুরুষস্য বোধ ইত্যর্থঃ। তদ্যথা বিবাদাস্পদং প্রকৃতিমহদাদিকং পরার্থং স্বেতরস্য ভোগাপ-বর্গফলকং সংহতত্বাৎ শয্যাসনাদিবদিত্যনুমানেন প্রকৃতেঃ পরোঽসংহতএব পুরুষঃ সিদ্ধ্যতি তস্যাপি সংহতত্বেঽনবস্থাপত্তেঃ। ইত্যাদি। ভা।

প্রকৃতি ও তৎকার্য্য মহদাদির পরার্থতা হেতুক পুরুষের অনুমান হই-তেছে।

সংহত শব্দের অর্থ প্রকৃতি ও তৎকার্য্য মহদাদি। এ সকলের নিজের ভোগাপবর্গ নাই, ইহারা শয্যাসনাদির ন্যায় পরের ভোগার্থ হয়। পুরুষ অসংহত স্বতঃ প্রকাশ। সংহত শব্দের প্রকৃত অর্থ এই, মিলিয়া কার্য্যকারী। প্রকৃতি মহদাদি পরস্পর সাহায্য গ্রহণ ব্যতিরেকে কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু পুরুষের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অপরের সাহায্য গ্রহণের অপেক্ষা নাই। পুরুষ চিন্ময় স্বতঃপ্রকাশ।

উপরে যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রকৃতি মহদহঙ্কারাদি সমুদায়ের মূল। সকলের মূলীভূত সেই প্রকৃতি নিত্য কি অনিত্য তাহার মূল আছে কি না; এক্ষণে তাহার নির্ণয় করা হইতেছে।

মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলং। ৬৭। সূ।

ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং মূলমুপাদানং প্রধানং মূলশূন্যং। অনবস্থাপত্ত্যা তত্র মূলান্তরাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। ভা।

সকলের মূল যে প্রকৃতি, তাহার মূল নাই, অতএব যে মূলশূন্য হইল; তাহার মূল আছে, এ কথা বলিলে অনবস্থা প্রসঙ্গ হয়।

তুমি বলিলে প্রকৃতির মূল নাই, কিন্তু শাস্ত্রান্তরে দেখা যাইতেছে, প্রকৃতি পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব পুরুষ প্রকৃতির মূল হউক, প্রতিবাদির এই আশঙ্কিত বাক্যের নিরাসার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

পারম্পর্য্যেপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রং। ৬৮। সূ।

অবিদ্যাদিদ্বারেণ পরম্পরয়া পুরুষস্য জগন্মূলকারণত্বেপি একস্মিন্ বিদ্যাদৌ যত্র কুত্রচিন্নিত্যে দ্বারে পরম্পরায়াঃ পর্য্যবসানং ভবিষ্যতি পুরুষস্যাপরিণামিত্বাৎ। অতোযত্র পর্য্যবসানং সৈব নিত্যা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতিরিহ মূলকারণস্য সংজ্ঞামাত্রমিত্যর্থঃ। ভা।

প্রকৃতি পরিণামী। এই দৃশ্যমান পদার্থ সকল প্রকৃতিরই পরিণাম অর্থাৎ বিকার। পক্ষান্তরে পুরুষ অপরিণামী। অতএব পুরুষ পরম্পরাসম্বন্ধে সকলের মূল হইতে পারেন না। পুরুষ যদি মূল না হইলেন, পরম্পরাসম্বন্ধে অবিদ্যা হউক, আর প্রকৃতি হউক, এক জনকে মূল বলিতে হইবে। যেখানে গিয়া পরম্পরার শেষ হইবে, তাহাকে আমি নিত্য প্রকৃতি বলিব। প্রকৃতি মূল কারণের সংজ্ঞামাত্র। যে মূল কারণ, তাহারই নাম প্রকৃতি।

পুরুষের পরিণাম নাই, প্রকৃতি অথবা অবিদ্যা ইহার অন্যতর কে মূল কারণ? এই লইয়া যে বিচার উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার সমাধান করা হইতেছে।

সমানঃ প্রকৃতের্দ্বয়োঃ। ৬৯। সূ।

বস্তুতস্তু প্রকৃতেমূলকারণবিচারে দ্বয়োর্ব্বাদিপ্রতিবাদিনোরাবয়োঃ সমানঃ পক্ষঃ। এতদুক্তং ভবতি যথা প্রকৃতেরুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে এবমবিদ্যায়া-অপি ইত্যাদি। ভা।

প্রকৃতিকে মূল কারণ বল, আর অবিদ্যাকে মূল কারণ বল, সমান কথা। প্রকৃতির যেমন গৌণ উৎপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়, অবিদ্যারও তেমনি উৎপত্তি শুনা গিয়া থাকে।

যেরূপে প্রকৃতি ও পুরুষের অনুমান জন্য জ্ঞান হয়, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে। সে জ্ঞান সকলেরই হইতে পারে। তবে আর তত্ত্বজ্ঞানমূলক প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানরূপ বিবেক সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা কি ? সূত্রকার এই আশঙ্কায় নিম্ন লিখিত পরিহার করিতেছেন।

অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ। ৭০। সূ।

শ্রবণাদাবিব মননেঽপি অধিকারিণস্ত্রিবিধামন্দমধ্যমোত্তমাইত্যতোন সর্ব্বেষামেব মননিয়মঃ কুতর্কাদিভির্মন্দমধ্যময়োর্বাধসৎপ্রতিপক্ষতাসম্ভবাদিতর্থঃ। মন্দৈর্হি বৌদ্ধাদ্যুক্তকুতর্কজাতেনোক্তানুমানানি বাধ্যন্তে। মধ্যমৈশ্চ বুদ্ধাদ্যুক্তৈরেব বিরুদ্ধাসল্লিঙ্গৈঃ সৎপ্রতিপক্ষিতানি ক্রিয়ন্তে অত উত্তমাধিকারিণামেবৈতাদৃশমননং ভবতীতি ভাবঃ। প্রকৃতেঃ স্বরূপং গুণসাম্যং প্রাগেবোক্তং। সূক্ষ্মভূতাদিকং চ প্রসিদ্ধমেবাস্তীতি। ভা।

উত্তম মধ্যম অধম এই তিন প্রকার অধিকারী আছে। বৌদ্ধাদির কুতর্ক পূর্ণ বাক্যে মধ্যম ও অধমের বুদ্ধি বিকার জন্মিবার সম্ভাবনা। অতএব সকলেরই বিবেক জন্মিবে এ নিয়ম নয়।

এক্ষণে মহৎ ও অহঙ্কারের স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে।

মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ। ৭১। সূ।

মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনোমননবৃত্তিকং। মননমত্র নিশ্চয়স্তদ্বৃত্তিকা বুদ্ধিরিত্যর্থঃ। ইত্যাদি। ভা।

মহত্তত্ত্বই প্রকৃতির প্রথম কার্য্য। উহারই নাম মন, উহাকে বুদ্ধি বলিয়া থাকে।

চরমোঽহঙ্কারঃ। ৭২। সূ।

তস্যানন্তরোযঃ সোঽহঙ্করোতীতি অহঙ্কারোঽভিমানবৃত্তিকইত্যর্থঃ। ভা।

মহত্তত্ত্বের পর অহঙ্কার। আমি করিতেছি, অহঙ্কার শব্দের এই ব্যুৎপত্তি। উহার অর্থ অভিমান।

তৎকার্য্যত্বমুত্তরেষাং। ৭৩। সূ।

সুগমং। এবং ত্রিসূত্রীং ব্যাখ্যায় পৌনরুক্ত্যাশঙ্কা অপাস্তা। ভা।

সূক্ষ্ম ভূত স্থূল ভূত ও ইন্দ্রিয়, ইহারা অহঙ্কারের কার্য্য।

তুমি প্রকৃতিকে সকলের কারণ বলিতেছ, কিন্তু সৃষ্টির যে ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতি অহঙ্কারাদির কারণ বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই, তোমার মতেই মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারের কারণ, প্রকৃতি অহঙ্কারের কারণ নয়। অতএব তোমার স্ববাক্যের পূর্ব্বাপর বিরোধ ঘটিতেছে। এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার কহিতেছেন।

আদ্যহেতুতা তদ্দ্বারা পারম্পর্য্যেঽপ্যণুবৎ। ৭৪। সূ।

পারম্পর্য্যোপি সাক্ষাদহেতুত্বেঽপি আদ্যায়াঃ প্রকৃতের্হেতুতাঽহঙ্কারাদিষু মহদাদিদ্বারাস্তি। যথা বৈশেষিকমতে অণূনাং ঘটাদিহেতুতা দ্ব্যণুকাদিদ্বারৈবেত্যর্থঃ। ভা।

যেমন বৈশেষিকমতে পরমাণু দ্ব্যণুকাদিদ্বারা পরম্পরাসম্বন্ধে ঘটাদির কারণ হয়, অর্থাৎ পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুক হইতে ত্রসরেণু ইত্যাদিক্রমে ঘটাদির উৎপত্তি হয়, তেমনি প্রকৃতি মহদাদিদ্বারা অহঙ্কারাদির কারণ হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভূত ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টি হওয়াতে প্রকৃতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে না হউক, পরম্পরা সম্বন্ধে অহঙ্কারাদির কারণ।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য, পুরুষ কারণ না হইয়া প্রকৃতি জগতের কারণ হইল, ইহার কারণ কি? সূত্রকার এই আপত্তির নিম্নলিখিত খণ্ডন করিয়াছেন।

পূর্ব্বভাবিত্বে দ্বয়োরেকতরস্য হানেঽন্যতরযোগঃ। ৭৫॥ সূ॥

দ্বয়োরেব পুম্প্রকৃত্যোরখিলকার্য্যপূর্ব্বভাবিত্বেঽপ্যেকতরস্য পুরুষস্যাপরিণামিত্বেন কারণতাহান্যা অন্যতরস্যাঃ কারণত্বৌচিত্যমিত্যর্থঃ। ইত্যাদি। ভা।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় নিত্য হইলেও পুরুষের পরিণাম অর্থাৎ বিকার নাই। বিকারের নামই সৃষ্টি। অতএব পুরুষ কারণ হইতে পারেন না। পুরুষ যদি কারণ না হইলেন, তাহার যদি কারণতার হানি হইল, তাহা হইলে প্রকৃতির কারণতা সুতরাং ঘটিয়া উঠিল।

সম্প্রতি প্রকৃতির সর্ব্বব্যাপকতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

পরিচ্ছিন্নং ন সর্ব্বোপাদানং॥ ৭৬॥ সূ।

সর্ব্বোপাদানং প্রধানং ন পরিচ্ছিন্নং ব্যাপকমিত্যর্থঃ। সর্ব্বোপাদানত্ব-মত্র হেতুগর্ভবিশেষণং। পরিচ্ছিন্নে তদসম্ভবাদিতি। ইত্যাদি॥ ভা॥

সকলের কারণ যে প্রকৃতি, তিনি পরিচ্ছিন্ন নন। অর্থাৎ তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যিনি পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অব্যাপক হন; তিনি সকলের কারণ হইতে পারেন না। প্রকৃতি সকলের কারণ বলিয়া ব্যাপক। অন্য অন্য পদার্থ ব্যাপ্য।

প্রকৃতি যে ব্যাপক, তাহার আরো প্রমাণ আছে।

তদুৎপত্তিশ্রুতেশ্চ॥ ৭৭॥ সূ।

তেষাং পরিচ্ছিন্নানাং উৎপত্তিশ্রবণাচ্চ। অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যমিত্যাদিশ্রুতিষু মরণধর্ম্মকত্বেন পরিচ্ছিন্নস্যোৎপত্ত্যবগমাৎ। শ্রুত্যন্তরেভ্যশ্চেত্যর্থঃ॥ ভা॥

যে সকল পদার্থ পরিচ্ছিন্ন, তাহার উৎপত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, যে সকল পদার্থ জন্য তাহারা ব্যাপ্য আর যে সকল পদার্থ জন্য নয়, তাহারা ব্যাপক।

সাংখ্যমতে প্রকৃতিই জগতের কারণ। এই মতের সমর্থনার্থ সূত্রকার অন্য অন্য মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন।

নাবস্তুনোবস্তুসিদ্ধিঃ॥ ৭৮॥

অবস্তুনোঽভাবান্ন বস্তুসিদ্ধির্ভাবোৎপত্তিঃ। শশশৃঙ্গাজ্জগদুৎপত্তৌ মোক্ষাদ্যনু-পপত্তেঃ। তদদর্শনাচ্চেত্যর্থঃ॥ ভা॥

অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না।

অভাববাদিরা বলেন অভাব হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। সূত্রকার এই বলিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন, জগৎ ভাবপদার্থ, সে অভাব হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না।

যদি বল জগৎ স্বপ্নের ন্যায়, অভাব পদার্থ। এই আশঙ্কায় সূত্রকার সূত্রান্তরের অবতারণা করিতেছেন।

অবাধাদদুষ্টকারণজন্যত্বাচ্চ নাবস্তুত্বং। ৭৯॥ সূ॥

স্বপ্নপদার্থস্যেব প্রপঞ্চস্য বাধঃ শ্রুত্যাদিপ্রমাণৈর্নাস্তি। তথা শঙ্খপীতি-মাদেরিব দুষ্টেন্দ্রিয়াদিজন্যত্বমপি নাস্তি দোষকল্পনে প্রমাণাভাবাদিত্যতো ন কার্য্যস্য অবস্তুত্বমিত্যর্থঃ॥ ভা॥

জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্ন পদার্থের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর, শ্রুতিতে এ কথা বলে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দোষ ঘটিলে শঙ্খকে পীতবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। সে পীতত্বজ্ঞান দুষ্ট ইন্দ্রিয় জন্য। জগৎ তেমন কোন দুষ্ট কারণ জন্য নয়, অতএব শঙ্খে পীতত্বজ্ঞানের ন্যায় জগৎ অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যা বা ভ্রমাত্মক পদার্থ নহে।

এ স্থলে বৈদান্তিকের সহিত সাঙ্খ্যমতাবলম্বিদিগের মহান্ বিরোধ দেখা যাইতেছে। বেদান্তিকেরা বলেন, বস্তু পরব্রহ্ম, তাহাতে অবস্তু জগতের আরোপ করা হয়। জগৎ ভ্রমাত্মক পদার্থ, প্রকৃত পদার্থ নয়। কিন্তু সাঙ্খ্যেরা ইহার বিপরীত কথা বলিতেছেন। ইহাঁরা জগৎকে সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সূত্রকার অভাববাদির মত উদ্ধৃত করিয়া বেদান্ত-মতেরও খণ্ডন করিতেছেন।

অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি হয় না বলা হইয়াছে, কেন হয় না, এক্ষণে সেই কারণের নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

ভাবে তদ্যোগেন তৎসিদ্ধিরভাবে তদভাবাৎ কুতস্তরাং তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৮০ ॥ সূ।

ভাবে কারণস্য সদ্রূপত্বে তদ্যোগেন সত্তাযোগেন কার্য্যসিদ্ধির্ঘটেত কারণস্য অভাবে অসদ্রূপত্বে তু তদভাবাৎ কার্য্যস্যপ্যসত্ত্বাৎ কথং বস্তুভূত-কার্য্যসিদ্ধিঃ কারণস্বরূপস্যৈব কার্য্যস্যৌচিত্যাদিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

কারণ যেরূপ, কার্য্যের সেইরূপ হওয়াই উচিত, কারণ যদি ভাবস্বরূপ হয়, তাহা হইতে ভাবরূপ কার্য্যোৎপত্তি হওয়াই সঙ্গত হয়; আর কারণ যদি অভাবরূপ হয়, তাহা হইতে কিরূপে ভাবরূপ কার্য্যোৎপত্তি ঘটিতে পারে।

যদি বল কর্ম্মই জগৎ কারণ, প্রকৃতি কল্পনার প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় সূত্রান্তরের আরম্ভ করা হইতেছে।

ন কর্ম্মণউপাদানত্বাযোগাৎ ॥ ৮১ ॥ সূ।

কর্ম্মণোঽপি ন বস্তুসিদ্ধিঃ নিমিত্তকারণস্য কর্ম্মণো ন মূলকারণত্বং গুণানাং দ্রব্যোপাদানত্বাযোগাৎ। কল্পনাহি দৃষ্টান্তানুসারেণৈব ভবতি বৈশেষিকোক্তগু-ণানাং চোপাদানত্বং ন কাপি দৃষ্টমিত্যর্থঃ। অত্র কর্ম্মশব্দোঽবিদ্যাদীনামপ্যু-পলক্ষকোগুণত্বাবিশেষেণ তেষামপ্যুপাদানত্বাযোগাৎ। চক্ষুষঃ পটলাদিবদবি-দ্যায়াশ্চেতনগতদ্রব্যত্বে তু প্রধানস্য সংজ্ঞামাত্রভেদইতি ॥ ভা ॥

প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ, কিন্তু কর্ম্ম সে উপাদান কারণ হইতে পারে না। সাংখ্যমতে কর্ম্ম গুণমধ্যে পরিগণিত। গুণ কখন দ্রব্যের উপাদান কারণ হয় না।

আর্য্যধর্ম্মের অবনতির কারণ।

পরম পবিত্র আর্য্যধর্ম্মের ক্রমিক অবনতির যে যে কারণ পরিলক্ষিত হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কতিপয়ই প্রধান।

১। প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির প্রতি নব্য সম্প্রদায়ের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস।

২। সংস্কৃত ভাষার উত্তমরূপ আলোচনার অভাব।

৩। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজগণের শাসনাধীনতা।

৪। হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপালনের সমধিক কষ্টসাধ্যতা।

৫। রীতিমত ধর্ম্ম প্রচারাভাব।

৬। শাক্ত ও বৈষ্ণব মতাবলম্বীর অনুচিত ব্যবহার।

৭। ধর্ম্ম সংস্কারে উপেক্ষা।

৮। গুরুদিগের শিক্ষার অভাব এবং অসচ্চরিত্রতা।

উল্লিখিত কারণসমষ্টির প্রত্যেককে লক্ষ্য করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসার জন্য যথাসাধ্য যুক্তি ও প্রমাণাদি প্রদর্শিত হইতেছে।

১। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রাদির প্রতি নব্য সম্প্রদায়ের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস।

প্রকৃতির রঙ্গভূমিসদৃশ এই ভারতবর্ষ পূর্ব্বকালে অতীব রমণীয় পদার্থ সমূহে পরিশোভিত ছিল। এই সুবিস্তীর্ণ জগতীতলে যে সমস্ত উদ্ভিদ, প্রাণী, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, একমাত্র ভারতে তদনুরূপ সমুদায়ই বিশ্বপতির বিচিত্র নির্ম্মাণ কৌশলে অত্যাশ্চর্য্যরূপে সংস্থাপিত ছিল। কোথাও উত্তুঙ্গ অভ্রভেদী নগেন্দ্র রাজী, কোথাও নয়নাভিরাম শ্যামল শস্য-পরিশোভিত সমতল ক্ষেত্র; কোথাও সৌরকর-প্রতপ্ত ভীষণ-দর্শন বিস্তীর্ণ মরুভূমি; আবার কোথাও কলস্বনা মৃদুগামিনী অমৃতবর্ষিণী স্রোতস্বতী। এই সমস্ত অনির্ব্বচনীয় নৈসর্গিক পদার্থ নয়ন পথে পতিত হইলে কাহার না মন ও প্রাণ কাড়িয়া লয়? কাহার হৃদয় ভক্তিভাব ও প্রেমোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসিত হইয়া সেই বিশ্বশিল্পির অপ্রতিম কারুকার্য্যের অশেষ প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? যদিও কালের প্রচণ্ড আবর্ত্তনে তাদৃশ

শোভার অনেক রূপান্তর সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নয়, তথাপি ভারত এখনও নৈসর্গিক শোভায় পৃথিবীর নন্দন কানন। যে দেশের প্রাকৃতিক পদার্থ সকল যত মনোহর, সে দেশের অধিবাসীদিগের অন্তঃকরণ তত কল্পনাপ্রিয় হইবে; ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং তাদৃশ নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার চতুর্দ্দিকে সুসজ্জিত দেখিয়া প্রাচীন আর্য্যগণ ভক্তিভাবে পুলকিত হইয়া কল্পনানুরূপ স্বীয় অভীষ্ট দেবের মূর্ত্তি কল্পনা করিতে লাগিলেন। যখন দেবর্ষি নারদ মহর্ষি ব্যাসকে তাঁহার চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তখন ব্যাসদেব অন্তরে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিলেন এবং বাহিরে স্বীয় আরাধ্য দেবতা সেই নিরাকার পরব্রহ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন।

" রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতোধ্যানেন যদ্বর্ণিতং,
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা,
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতং। "

হে প্রভো! তুমি রূপবিবর্জ্জিত, কিন্তু আমি ধ্যানদ্বারা তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি; হে অখিলগুরো! তুমি বচনাতীত, কিন্তু আমি যে পদ্ধতিতে তোমার স্তুতি করিয়াছি, তদ্দ্বারা তোমার অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিয়াছি; তুমি সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু আমি তীর্থযাত্রাদির বিধান করিয়া তোমার সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব বিনাশ করিয়াছি। অতএব হে জগদীশ! আমি তোমার বিকলতারূপ যে এই তিনটী দোষ করিয়াছি, তাহা তুমি ক্ষমা কর।

আবার ধর্ম্মশাস্ত্র কহিতেছেনঃ—

" সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা।

সাধকদিগের হিতের (উপাসনার সুবিধার) নিমিত্তই ব্রহ্মের রূপকল্পনার আবশ্যকতা।

সুতরাং নিরাকার ব্রহ্মের যে রূপ কল্পিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কল্পনা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সুতরাং যাঁহার কল্পনা যে দিকে পরিচালিত হইল, তিনি স্বীয় আরাধ্য দেবতার মূর্ত্তি তদনুরূপ গঠিত করিলেন। কেহ বা ভিন ভিন নানাবিধ বৃক্ষ, লতা, পশু পক্ষ্যাদি আকৃতিমৎ পদার্থের উদ্ভব দর্শন করিয়া তাহাদের উদ্ভাবককেও

আকৃতিমান্ জ্ঞান করিলেন, এইরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। কেহ বা অনন্ত জীবরাজির প্রাত্যহিক আহারের আশ্চর্য্য সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া একজন অসীম ক্ষমতাশালী শরীরী পুরুষের অস্তিত্ব অনুভব করিলেন। এইরূপে পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর উদ্ভব হইল। আবার কেহ ব্যাধি প্রভৃতিতে জীবপ্রবাহের আংশিক সংহার দ্বারা জীবের আধিক্যনিবন্ধন পৃথিবীর ভাবী অকল্যাণ তিরোহিত হইতেছে উপলব্ধি করিয়া মৃত্যুতে ঈশ্বরের মঙ্গলহস্ত প্রসারিত দেখিলেন, তদনুসারে সংহর্ত্তা রুদ্র দেবের আবির্ভাব কল্পনা করিলেন। কেহ বা সদ্বক্তার মুখকন্দরনিঃসৃত অমৃতায়মান বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া বাগ্‌দেবীর সৃষ্টি করিলেন। আবার কেহ বা শস্য সম্পত্তির জীবন সংরক্ষণোপযোগিতা ধ্যান করিয়া তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কল্পনা করিলেন। এইরূপে সৌভাগ্যবিধায়িনী লক্ষ্মীর সৃষ্টি হইল। এইরূপে শত শত লোকে শত শত রূপে একমাত্র নিরাকার ও নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের রূপকল্পনা করিলেন। ক্রমে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া শাস্ত্রাকারে পরিণত হইল। এইরূপে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলদেশে সেই "সত্যং শিবং সুন্দরং" ব্রহ্ম নিহিত থাকিতেও উপাস্য দেবতাভেদে উপাসনাপদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত প্রকাশিত হইল। তাই ধার্ম্মিকপ্রবর মহাত্মা যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্ম্মের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেনঃ—

"বেদাবিভিন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্নানাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনোযেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

ভাবার্থ—ভিন্ন ভিন্ন বেদ এবং ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দৃষ্ট হয় এবং প্রত্যেক মুনি আবার ভিন্ন ভিন্নরূপ মত প্রকাশ করেন, অতএব ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব পর্ব্বত গুহায় নিহিত (মনুষ্যের অপরিজ্ঞাত) রহিয়াছে, সুতরাং মহাজনেরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই আমাদের পন্থা (তদ্রূপ আচরণই আমাদিগের কর্ত্তব্য।)

যে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অভ্যন্তর দেশ হইতে মূল সত্য নিষ্কাশিত করিতে যাইয়া জগন্মান্য ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ নরদেব যুধিষ্ঠিরও পরাভব মানিয়াছেন, জড়বুদ্ধি অধুনাতন জনগণ তাহাতে কিরূপে দন্তস্ফুট করিবে? আমরা যে বিষয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটনে সমর্থ, তাহারই দোষ গুণ বিচার আমাদিগের দ্বারা সম্ভবে। যাহা আমাদিগের দুরধিগম্য, তাহার আপাত-

প্রতীয়মান অংশ সদোষ অনুভূত হইলেই আমরা স্বভাবতঃ তৎপ্রতি অবিশ্বাস করি। অন্যান্য বিষয়ের দোষভাগ দোষের পরিমাণানুরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ধর্ম্মসংক্রান্ত তিল পরিমাণ দোষও তাল পরিমাণ পরিলক্ষিত হয়। শুভ্রবস্ত্রোপরিস্থ সামান্য কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু বিশেষরূপে সকলের নয়ন আকর্ষণ করে।

অতএব অধুনাতন ভ্রমরবৃত্তিপরায়ণ বঙ্গীয় যুবকগণ শাস্ত্রোক্ত কল্প-মায়াজি ভেদ করিয়া তাহার অন্তস্তলনিহিত জলন্ত সত্য গ্রহণ করিতে যে অনিচ্ছু ও অশক্ত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শাস্ত্রমধ্যে আবেশময়ী কল্পনার যথেচ্ছ ক্রীড়া দেখিয়াই ইঁহারা উহাকে সুদূরে নিক্ষেপ করেন। শাস্ত্রই যে ধর্ম্মের একমাত্র না হউক প্রধানতম অবলম্বন, সে ধর্ম্ম, সেই শাস্ত্রের অনাদরে উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, কিরূপে অক্ষুণ্ণ থাকিবে?

সাংখ্যসূত্রকার বলিয়াছেনঃ—

"অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ।"

অধিকারী তিন প্রকার, উত্তম মধ্যম অধম। মধ্যম ও অধম অধিকারিরা বৌদ্ধাদির কুতর্কপূর্ণ বাক্যে বিভ্রান্ত হয়। সুতরাং তাহাদিগের বিবেক জন্মে না। আমরাও তেমনি নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলিকে মধ্যম ও অধম অধিকারী দেখিতেছি। আর্য্যধর্ম্মদ্বেষী কুতর্কবাদিদিগের কুতর্কপূর্ণ বাক্যে তাঁহারা বিভ্রান্ত হইয়া আর্য্যধর্ম্মের মর্ম্মোদ্ভেদে অসমর্থ হন। সুতরাং আর্য্যধর্ম্মে তাঁহাদিগের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মে। যে কারণে যাঁহার অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস হউক, নব্য সম্প্রদায়ের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসই যে আর্য্য ধর্ম্মের অবনতির প্রধান কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২। সংস্কৃত ভাষার উত্তমরূপ আলোচনার অভাব।

ভূমণ্ডলের যাবতীয় ভাষামধ্যে সংস্কৃত যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। আর্য্যদিগের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রই এই দেবভাষায় লিখিত। সুতরাং এই ভাষার আলোচনার ন্যূনাধিক্যের উপর আর্য্যধর্ম্মের অবনতি ও উন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এই দেবভাষা অতিব্যাপক। ইহাতে কত কত মহাত্মা কত কত সাধূপদেশপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা আমার ন্যায় অল্পবুদ্ধি জনের বর্ণনার অতীত। ঈদৃশ বহুবিস্তৃত ভাষার সমধিক চর্চ্চা না থাকিলে কিরূপে শাস্ত্রোক্ত অশেষবিধ উপদেশরত্ন মানবনিচয়ের হৃদয়-

মন্দির আলোকিত করিবে? কিন্তু যে পাপ জগৎ অর্থের অনুরোধে ধর্ম্মের পবিত্র মস্তকে কুঠারাঘাত করিতেও কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হয় না, সে যে অর্থকরী বিদ্যার অনুরোধে উপদেশরত্ন-প্রদায়িনী সংস্কৃত ভাষার অনাদর করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? তাহাতে আবার সংস্কৃত ভাষা সহজ নয়।

চতুষ্পাঠীই সংস্কৃত চর্চ্চার প্রধান আবসথ স্থান। এক্ষণে তাহার বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে সেখানে চারি বেদ, ষড়্ দর্শন ও ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার প্রভৃতি অসংখ্য শাস্ত্রের আলোচনা হইত, এখন আর সে আলোচনা নাই, এখন অনেক চতুষ্পাঠীই নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে সামান্যমাত্র আলোচনা দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত শাস্ত্র যে কেমন অগাধ অনন্ত ও অপরিছিন্ন, নিম্নলিখিত বাক্য দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। কাজেই অধুনা সংস্কৃত চর্চ্চার স্রোতঃ রহিতপ্রায় হইয়াছে। কোন সংস্কৃত গ্রন্থকার বলিয়াছেনঃ—"মাহেশরূপ মহাসমুদ্রে যে যে রত্ন আছে, পাণিনিরূপ গোষ্পদে কি তাহা সম্ভবে?" যদিও এইরূপ নির্ব্বাচন অতিশয়োক্তিতে অলঙ্কৃত হউক, তথাপি পাণিনি হইতে মাহেশের উৎকর্ষ বুঝাইবার ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ বলিতে হইবে। অপর কোন গ্রন্থকার ব্যাকরণ শিক্ষার অত্যাবশ্যকতা বর্ণন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন "যে ব্যক্তি ব্যাকরণ না জানিয়া সংস্কৃত আলোচনা করিতে যায়, সে অমাবস্যা রাত্রিতে ঘোর ঘনঘটার সময় নদীসন্তরমাণ ভুজগের পদচিহ্নও গণনা করিতে পারে।" ঈদৃশ ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা ব্যাকরণানভিজ্ঞের সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনা যে কীদৃশ বিড়ম্বনাকর, তাহা পরিস্ফুটরূপে প্রতীত হইবে। বস্তুতঃ যে ভাষা কি পদ লালিত্য, কি বর্ণনানৈপুণ্য সমস্ত বিষয়েই পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার শীর্ষস্থানীয় তাহা নিয়মিত করা ব্যাকরণের বিশেষ জ্ঞান ব্যতিরেকে কি কদাপি সম্ভবে? কিন্তু বলিতে লজ্জা পায়, আমরা বহ্বায়াসসাধ্য বলিয়া যে দেবদুর্লভ ভাষাকে পদ তলে দলিত করিতেছি, ইদানীন্তন সভ্যতম ইউরোপীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতগণ তাহাকেই মস্তকে লইয়া প্রাচীন আর্য্যগণের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন এবং জ্ঞানপিপাসু আমেরিক জাতি শত শত নদ নদী ও বিশাল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাজির বক্ষ বিদারণ করিয়া ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রনিচয়ের গূঢ়ার্থ অবগত হইতে ভারতে আগমন করিতেছেন।

চতুষ্পাঠী বিভাগেই যে কেবল সংস্কৃতের সম্যক্ চর্চ্চার অভাব তাহা

নয়, স্কুল বিভাগেও বরং উহার অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। ভাষার সম্যক জ্ঞানের অভাবে কোন শাস্ত্রেরই গূঢ়ার্থ বোধগম্য হয় না এবং গূঢ়ার্থ পরিজ্ঞাত না হইলেও অশিক্ষিত বা শিক্ষিত জনগণ শাস্ত্রের স্বকপোলকল্পিত অর্থ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সুতরাং তাদৃশ অযথাযথ ব্যাখ্যা হইতে নানা প্রকার কুসংস্কারের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী এবং এইরূপ কুসংস্কার যে ধর্ম্মের মহান্ শত্রু, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এইরূপ কুসংস্কার হইতে ভারতে নানাবিধ উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে এবং নানাবিধ কুপ্রথা হিন্দু সমাজের অস্থিমাংস চর্ব্বণ করিতেছে। সুতরাং সংস্কৃতের আলোচনার ত্রুটিতে যে, আর্য্যধর্ম্মের যথোচিত মর্ম্মোদ্‌ঘাটন ব্যাঘাত নিবন্ধন নানা প্রকার কুসংস্কার উৎপন্ন হইয়া আর্য্য ধর্ম্মের বহুল অবনতি সাধন করিতেছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে।

৩। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজগণের শাসনাধীনতা।

যে দিন সোণার ভারতে দস্যুরূপী যবন প্রবেশ করিল, যে দিন হিন্দুরাজ চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরাজ বিশ্বাসঘাতক নৃশংস যবন হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন এবং যে দিন ভারতের সুখরবি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন, ভারতবাসীর পক্ষে সে দিন কি ভয়ানক? সে দিন পরম পবিত্র আর্য্যমস্তকে যে যবন-পদ-চিহ্ন পড়িয়াছে, সাহারা নামক বিস্তীর্ণ মরুভূমির সমস্ত বালুকারাশি তাহা আবৃত করিতে কিম্বা প্রশান্ত মহার্ণবের সমস্ত জলরাশি তাহা বিধৌত করিতে সমর্থ হইবে না। সেই দিন হইতে সিংহকে শৃগালের দাসত্ব করিতে হইল, নাগকুলান্তক গরুড়কে চুণ্টুভের বাহন হইতে হইল, জম্বুকচাতুর্য্যে পতিত হইয়া আর্য্যগণকে স্বীয় ধর্ম্মপথে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া যবনধর্ম্মে দীক্ষিতপ্রায় হইতে হইল। সেই দিন যবনদিগের কঠোর শাসন কুঠারাঘাতে আর্য্যদিগের পরম পবিত্র ধর্ম্মতরু ছিন্নশাখ হইল। "হীনং দূষয়তীতি হিন্দুঃ" এই গৌরবার্হ জাতি ব্যাখ্যা হিন্দুদিগের রসনা পরিত্যাগ করিল, এবং অস্পৃশ্য যবনকে অবনত মস্তকে অভিবাদন করিতে হইল!! যে হিন্দু নিয়মিত সন্ধ্যা বন্দনাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপন না করিয়া জলগ্রহণও দূষণীয় মনে করিতেন, সেই হিন্দু গায়ত্রী জপের সময়েও যবন প্রভুর আহ্বানবার্ত্তা শ্রবণে কৃতার্থন্মন্য হইয়া তৎক্ষণাৎ কুশাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পা জামা চাপকান প্রভৃতি যাবনিক পরিচ্ছদে দেহ সুশোভিত করিলেন এবং যাহারা হয় ত কোরাণ

শ্রবণ করিয়া কৃত্রিমাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। এইরূপে আর্য্যধর্ম্মের অবনতির একশেষ হইল। আর্য্যধর্ম্মবিলোপী দুরাত্মা যবনগণ আর্য্যগ্রন্থসমুদায়কে প্রজ্বলিত হুতাশনে ভস্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিল। তখন নিরুপায় আর্য্য কি করিবেন। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ভস্মাবশেষ গ্রন্থ নিচয় এবং আরাধ্যতম বিগ্রহ-গণকে বিশাল অরণ্যানীর অন্ধকারময় মধ্যদেশে লুকায়িত করিয়া রাখিলেন। সে দিন দাক্ষিণাত্যের কোন মহারণ্যে একটী ইষ্টকরচিত গৃহে স্তূপীকৃত আর্য্য গ্রন্থ এবং আর্য্য বিগ্রহ প্রাপ্তির সংবাদ শ্রবণ করিয়া কে সন্দেহ করিতে পারে যে ঐ সমস্ত পূর্ব্বোক্ত শোচনীয় সময়ের লুকায়িত রত্ন নয়? কিন্তু হায়, কালের কি বিচিত্র গতি! কাল কি দুরতিক্রমণীয়। ভগবান বেদব্যাসোক্ত

"কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।

কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালোহি দুরতিক্রমঃ॥

এই মহাবাক্য কেমন সার্থক!! যে নরশোণিত-লোলুপ প্রচণ্ড শার্দ্দূল-সদৃশ যবন পরম পবিত্র আর্য্যশিরে পদাঘাত পূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতকতার এক শেষ করিয়া স্বর্ণ সিংহাসন কাড়িয়া লইল, কাল ক্রমে প্রভূত বল বিক্রমাধার সুদূর দেশান্তর-সমাগত মৃগেন্দ্রের ভয়ঙ্কর নখরাঘাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অজস্র শোণিতধারায় পরিপ্লুত হইল। সিংহরূপী বিজেতা ইংলণ্ডাধিবাসীর মস্তোকোপরি আর্য্য রাজছত্র শোভমান হইল। কিন্তু মুসলমানদিগের অধঃ-পতনে আমাদের কি লাভ হইল? যদিও ক্রূরকর্ম্মা যবনহস্ত হইতে রাজদণ্ড অপেক্ষাকৃত ধীরপ্রকৃতি ইংরাজদিগের হস্তে শোভমান হইয়াছে, যদিও আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনেক গূঢ়তত্ত্ব জানিতে শক্ত হইয়াছি, তথাপি আমরা ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট কিছুমাত্র উপকার লাভ করি নাই। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া বাহিরে সাহেব সজ্জায় সজ্জিত হইতেছি, অথচ জঘন্য অনুকরণ নিবন্ধন অন্তঃকরণকে দিন দিন নীচ করিয়া তুলিতেছি। জাতীয় ব্যবহার পরিরক্ষণ ধর্ম্মরক্ষার একটী প্রধান উপায়, কিন্তু রাজা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইলে বাধ্য হইয়া প্রজা-দিগকে অনেকাংশে রাজমতে চলিতে হয়। অতএব ভিন্নধার্ম্মবলম্বী রাজ-গণের শাসনাধীনতা নিবন্ধন যে আর্য্যধর্ম্মের অনেক অবনতি হইতেছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

৪। হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপালনের সমধিক কষ্টসাধ্যতা।

পৃথ্বীতলে যত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় কষ্টসাধ্য ধর্ম্ম বোধ হয় আর নাই। একমাত্র বাইবেল পাঠ করিলে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের এবং একমাত্র কোরাণ পাঠ করিলে মহম্মদীয় ধর্ম্মের সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যায়। কিন্তু তুমি হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মানুসন্ধিৎসু হইলে তোমাকে সহস্র সহস্র পত্র-বিশিষ্ট বহ্বায়তন কতকগুলি বেদ, কতকগুলি স্মৃতি, কতকগুলি মহাপুরাণ, কতকগুলি উপপুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিতে হইবে। শুধু পাঠ করিলে চলিবে না, এক বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন মত তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়া সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক তাহাদের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে হইবে। মত-দ্বৈধ নিরাকৃত করিয়া সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হওয়া দূরে থাকুক, কেবল সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র এক এক বার করিয়া পাঠ করাও বিষয়ী লোকের জীবনে সচরাচর সম্ভবে না। যদি স্বীকারও করি যে তুমি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছ এবং তাহার মর্ম্মও সুপরিজ্ঞাত হইয়াছ, তথাপি তদনুসারে চলিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা তোমার পক্ষে এত ক্লেশ সাধ্য যে অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজ তুমি যবনসংস্পর্শে তাম্রকূট সেবন কিম্বা তাম্বুল ভক্ষণ করিলে, তোমাকে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে অন্যথা তুমি পতিত। আজ তুমি রাজপথে ভ্রমণকালে চাণ্ডালের ছায়া স্পর্শ করিয়াছ, অতএব তোমাকে পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইতে হইবে। ঐ শুন মহর্ষি অত্রি বলিতেছেন:—

"বর্ণবাহ্যেন সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টস্তু দ্বিজোত্তমঃ।
পঞ্চরাত্রোষিতোভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি॥"

উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণকে যদি শূদ্র স্পর্শ করে তাহা হইলে পাঁচ দিন উপবাস করিয়া (উক্ত ব্রাহ্মণ) পঞ্চগব্য দ্বারা ঐ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

"অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রজাতিষু।
অহোরাত্রোষিতঃ স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি॥

অজ্ঞানবশতঃ ব্রাহ্মণ শূদ্রের জল পান করিলে এক দিবস উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।

"তৈলাভ্যক্তোঘৃতাভ্যক্তোবিণ্মূত্রং কুরুতে দ্বিজঃ।
তৈলাভ্যক্তোঘৃতাভ্যক্তশ্চাণ্ডালং স্পৃশতে দ্বিজঃ।
অহোরাত্রোষিতোভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি।"

যে দ্বিজ তৈল ও ঘৃত শরীরে মর্দ্দন করিয়া বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ বা চণ্ডাল স্পর্শ করে, সে এক দিবস উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

"গবাং শৃঙ্গোদকে স্নাত্বা মহানদ্যুপসঙ্গমে।

সমুদ্রদর্শনেনৈব ব্যালদষ্টঃ শুচির্ভবেৎ॥" হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তি গোশৃঙ্গের জলে এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া সমুদ্র দর্শন করিলে শুচি হয়। ইত্যাদি—

কোন্ সংসারী ব্যক্তি ঈদৃশ শত শত দুষ্প্রতিপাল্য নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলিতে সক্ষম? হিংস্র জন্তুর ভয় হইতে মুক্তিলাভ করে কাহার সাধ্য? ইষ্টকরচিত সুবিশাল অট্টালিকার সুরম্য পর্য্যঙ্কোপরি শায়িত, প্রহরিগণ বেষ্টিত রাজাধিরাজেরও যখন সর্পাদি হিংস্র জন্তুর ভয় সম্যক নিরাকৃত হয় না, তখন তুমি আমি কতবার যে হিংস্রদষ্ট হইব তাহার ইয়ত্তা কি? অথচ একবার হিংস্রদষ্ট হইলেই শতযোজন দূরস্থিত গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান করিতে হইবে!! কি ভয়ানক শাসন!! অসাধ্যপক্ষে যদিও প্রায় প্রত্যেক পাপের প্রায়শ্চিত্তান্তর কথিত আছে, তথাপি তাহাও সহজসাধ্য নয়, বিশেষতঃ তাহা অসাধ্যপক্ষে, সুতরাং উৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত নয়। এইরূপে উনবিংশ সংহিতায় হয় ত উনবিংশতিশত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা বিহিত আছে। প্রতিপাদ-বিক্ষেপে যে ধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তের আশঙ্কা লক্ষিত হয়, তাহা কি সংসারী লোকের পালনযোগ্য? আমরা সংসারের দাস, সাংসারিক কার্য্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গে যে ধর্ম্ম আচরিত হইতে পারে, তাহাই আমরা ভাল বাসি। সংসারে চলিতে আমাদিগকে সর্ব্বদা নানাজাতীয় নানা ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। এমত স্থলে প্রতি পদক্ষেপে প্রায়শ্চিত্তের আশঙ্কা দেখিয়া আমরা কিরূপে প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুধর্ম্মাচরণ করিতে সমর্থ হইব? দেখ, ধার্ম্মিক কুলাগ্রগণ্য মহাত্মা ভরত বহুকাল ধরিয়া কত কষ্টে তপশ্চর্য্যা করিলেন, অথ চ মৃত্যুসময়ে তাঁহার হৃদয়ে ক্ষণকালের নিমিত্ত পরমাত্মার পরিবর্ত্তে পালিত মৃগপোতক স্থান লাভ করিল বলিয়া তাঁহার মুক্তির পথ রুদ্ধ হইল। তদনন্তর তাঁহার মৃগযোনি প্রাপ্তি হইল, পরিশেষে ব্রাহ্মণবংশে জন্মলাভ করিয়া বহুক্লেশসাধ্য সুদীর্ঘকালব্যাপী তপশ্চরণের পর তাঁহার মুক্তি হইল, ধার্ম্মিককুলাগ্রগণ্য মহানুভব যুধিষ্ঠির আজীবন সত্যপরায়ণ

থাকিয়া একমাত্র " হত ইতি গজঃ " বলিয়াই নরক দর্শন করিতে বাধ্য হই-লেন। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবক্তা সর্ব্বজন পূজনীয় ভগবান বেদব্যাসের মুক্তির সম্বন্ধে যে গভীর সন্দেহ রহিয়াছে "ব্যাসোমুক্তোন মুক্তোবা " এই শ্লোকাংশই তাহার প্রমাণ। ঈদৃশবিষয়াশক্তিরহিত ধর্ম্মপরায়ণ সাধুদিগের মুক্তিসম্বন্ধেও যদি এত যন্ত্রণা এত সন্দেহ হইল, তবে কোন্ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সম্পূর্ণ সাহসের সহিত মুক্তিকামনায় ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারেন? সুতরাং বহ্বায়াসসাধ্যতা বা অসাধ্যতা উপলব্ধি করিয়া অনেকে যে হিন্দু ধর্ম্মাচরণে শিথিলযত্ন হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তন্নিবন্ধন যে আর্য্যধর্ম্মের বহুল অবনতি হইবে, তাহারই বা সংশয় কি?

৫। রীতিমত ধর্ম্মপ্রচারাভাব।

পূর্ব্বেই উপপাদিত হইয়াছে যে অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য সুতরাং বহ্বায়াসসাধ্য। যাহা দুর্ব্বোধ্য, তাহার মর্ম্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত এবং বহুল পরিমাণে প্রচারিত না হইলে কোন মতেই সাধারণের বোধগম্য হয় না এবং সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য না হইলে কোন ধর্ম্মেরই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভবে না। এই জন্যই ব্রাহ্ম এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণ স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রচা-রের নিমিত্ত এত ব্যগ্র এবং এইরূপ প্রচার নিবন্ধনই ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বি-দিগের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। যদিও মুসলমান ধর্ম্মের তাদৃশ প্রচারক নাই, তথাপি ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য বলিয়া প্রচারকাভাবে তত অনিষ্ট ঘটিতেছে না। যখন সামান্য ব্যবহারাজীবগণ সত্যের ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা দ্বারা তাহাকেই পূর্ণসত্যরূপে প্রতি-ভাত করিতেছেন, তখন হিন্দুশাস্ত্রনিহিত অসংখ্য জলন্ত সত্য অবলম্বন করিয়া রীতিমত ধর্ম্ম প্রচার করিলে কেন তাহা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ের স্তরে স্তরে মুদ্রিত না হইবে? কেন তাহা অবশ্য গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচিত না হইবে? পাঠক! তোমার শাস্ত্রীয় ভাণ্ডারে অসংখ্য উজ্জ্বল রত্ন দীপ্তি পাই-তেছে, অকাতরে তাহা সাধারণ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের পাপান্ধকারময় হৃদয়মন্দিরকে সমুজ্জ্বল কর, দেখিবে আর্য্যধর্ম্মের বিমলকান্তি ভস্মবিনির্ম্মুক্ত বহ্নিবৎ পরিস্ফুটরূপে পরিদৃষ্ট হইবে। আর যদি নিভৃত পর্ব্বত-কন্দর-নিহিত পরম শোভমান রত্নরাজির ন্যায়, কিম্বা রত্নাকরের অতলস্পর্শ সলিলরা-শির নিম্নতম ভাগে লুকায়িত মুক্তাবলীর ন্যায় তোমার ধর্ম্মশাস্ত্রের অমূল্য

উপদেশরত্নসকল কেবল শাস্ত্রীয় পত্রাবলীর মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে, তবে কোন কালেই তোমার ধর্ম্মের উন্নতি হইবে না।

৬। শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বয়ের অনুচিত ব্যবহার।

যদিও শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, শৈব প্রভৃতি নানা ভাগে হিন্দু সম্প্রদায় বিভক্ত, তথাপি শাক্ত ও বৈষ্ণব এই সম্প্রাদায় দ্বয়ই বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুদিগের প্রধান অঙ্গ। সুতরাং এই সম্প্রদায়দ্বয়ের সদসৎ ব্যবহারের প্রতি হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। " শক্তিং ভজতে বা জানাতি ইতি শাক্তঃ " এবং " বিষ্ণুং ভজতে জানাতি বা ইতি বৈষ্ণবঃ " এই মূল দ্বয় হইতেই যথাক্রমে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। কিন্তু কালক্রমে ঐ পদদ্বয়ের অর্থের বহুল বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, এমন কি অধিকাংশ স্থলেই উহাদের অর্থ মাতাল ও ব্যভিচারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান শাক্তদিগের অধিকাংশই কালীপুরাণোক্তঃ—

" মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রাং মৈথুনমেব চ।
মকারপঞ্চকঞ্চৈতৎ সর্ব্বকার্য্যফলংপ্রদং ॥ "

এই বচনোদিত কার্য্যসাধনকেই জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্ত্তিত প্রেম পূর্ণ সরস ধর্ম্মের অপব্যবহার নিবন্ধন যখন সমস্ত দেশ বিলাপপরায়ণ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া উঠিল, তখন যে বীর, বীভৎস, রৌদ্র, ভয়ানক প্রভৃতি রসযুক্ত ধর্ম্ম বাক্য দ্বারা তাহার প্রতীকার আবশ্যক বিবেচনা করিয়া সদ্বোদ্ধা তন্ত্রশাস্ত্র প্রণেতৃগণ প্রাগুক্তরূপ নানা বচনের সৃষ্টি করিয়া নিদ্রিতপ্রায় ভারতকে জাগ্রত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, উহারা তাহা বুঝিল না। কেবল জঘন্য প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া মকার-পঞ্চক-সাধন জনিত ঘৃণিত পাপে সমাজকে নরকে নিমজ্জিত করিতেছে। এই ত গেল শাক্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা। বর্ত্তমান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অবস্থা আবার আরো শোচনীয়। মহানুভব মহাত্মা ঈশ্বরপরায়ণ চৈতন্যদেব জগতে যে অতুল স্বর্গীয় প্রেমসুধা অজস্র ধারায় বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন, অধুনাতন বৈষ্ণবগণ সেই পবিত্র স্বর্গীয় প্রেমের পরিবর্ত্তে জঘন্য পৈশাচ প্রেমের হস্তে হৃদয়কে বিক্রয় করিতেছে। পূর্ব্বে " প্রেম, প্রীতি " প্রভৃতি শব্দে যে উচ্চ এবং গভীর ভাব প্রকাশ পাইত, এখন এই দুরাত্মাদিগের দুর্ব্যবহার নিবন্ধন ঐ সমস্ত শব্দের আর সে পবিত্র ভাব নাই।

"বিগতোরাগঃ সংসারাশক্তির্যস্যাসৌ বৈরাগী সংসারবীতস্পৃহ ইত্যর্থঃ" এই পবিত্রার্থক বৈরাগী শব্দ উচ্চারণ করিলেও এখন কেমন এক জঘন্যভাব মনোমধ্যে উদিত হয়। যাহারা গৃহে থাকিয়া আপনাদের পাপ কামনা সম্যক চরিতার্থ করিতে অকৃতকার্য্য হয়, তাহারাই এখন প্রাতঃস্মরণীয় চৈতন্যদেবের বিশুদ্ধনামে কলঙ্ক লেপন করিয়া বৈরাগীনাম ধারণপূর্ব্বক অকথ্য ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। সত্য সত্যই পৃথিবীতে ধর্ম্মের নাম লইয়া যত অধর্ম্মসমাচরিত হইতেছে, অধর্ম্মের নাম লইয়া তত হইতেছে না। চৈতন্যদেবের অবমাননাকারী ঈদৃশ দুরাত্মাদিগকে ভিক্ষাদিদ্বারা প্রতিপালন করা আর অধর্ম্মের স্রোতঃ প্রবাহের সহায়তা করা যে এক কথা হিন্দুসমাজ তাহা বুঝিল না। যাহা হউক, শাক্ত কিংবা বৈষ্ণবমাত্রকেই যে আমরা উক্ত দোষে দোষী বলিতেছি তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই যে কথিতরূপ দোষ সমূহে লিপ্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপে যে দুই প্রধান সম্প্রদায় লইয়া হিন্দুসমাজ গঠিত, তাহার দুর্ব্যবহার নিবন্ধন আর্য্য ধর্ম্মের সমূহ অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে।

৭। ধর্ম্ম সংস্কারে উপেক্ষা।

প্রিয় পাঠক! তুমি হয় ত ধর্ম্মের সংস্কার "এই বাক্য শুনিবামাত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, যাহা ধর্ম্ম তাহা চিরকালই ধর্ম্ম—তাহার আবার সংস্কার কি? জঘন্যতা দূর করিয়া পবিত্রতা সাধনের নামই সংস্কার? ধর্ম্ম চিরকালই জঘন্যতাপরিশূন্য, সুতরাং কিরূপে তাহার সংস্কার সম্ভবে? হাঁ, অবশ্য স্বীকার করি, ধর্ম্মের মূলসত্য চিরকালই অপরিবর্ত্তনীয়;—তস্কর-বৃত্তিকে কোন কালে কোন ধর্ম্ম সাধুকার্য্য অথবা পরোপকারকে কোন কালে কোন ধর্ম্ম অসাধু কার্য্য বলেন নাই অথবা বলিবেন না। কিন্তু অশিক্ষা অসদ্দৃষ্টান্ত প্রভৃতি নিবন্ধন ধর্ম্মমতের অপব্যবহার হইয়া অনেক ধর্ম্মের প্রাণ যে ওষ্ঠাগত হয়, তুমি তাহা কখনও অস্বীকার করিতে পারিবে না। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। তজ্জন্যই উহার সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে। অশিক্ষা ও তজ্জনিত শাস্ত্রানভিজ্ঞতানিবন্ধন আর্য্যধর্ম্মের যে মহান্ অনর্থ সঞ্জাত হইতেছে, তাহা পূর্ব্বেই উপপাদিত হইয়াছে। অসদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা আবার ততোধিক অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে। দেখ, ঐ যে ধর্ম্মাভিমানী রক্ত-নয়ন রক্তত্রিপুণ্ড্রকধারী শাক্ত কালীনামাঙ্কিত নামাবলীতে অঙ্গ আবৃত করিয়া

ক্ষণে ক্ষণে ভীমনাদে "কালী, কালী" বলিয়া গগনকেও বিকম্পিত করিতেছে, পাপ সমাজ উহার জিঘাংসা, ব্যভিচার, পানদোষ, কপটতা প্রভৃতির অসংখ্য উদাহরণ সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াও উহার চরণে মস্তক অবনত করিতেছে এবং সহস্র জিহ্বায় উহার গুণানুকীর্ত্তন করিতেছে! আর ঐ যে তুলসীমালাধারী শ্বেতচন্দনানুলিপ্ত বৈষ্ণব সহস্র সহস্র পাপে পৃথিবীকে কলঙ্কিত করিয়াও কেবল হরিনামাঙ্কিত নামাবলী অঙ্গে ধারণ করিয়া ভাগবত পাঠ করিতেছে, দেখ এই পাপ সমাজ তাহার কত পরিচর্য্যা কত প্রশংসাবাদ করিতেছে!! পক্ষান্তরে দেখ, ঐ যে স্বদেশানুরাগী ধর্ম্মপরায়ণ নীতিমান্ যুবক সমাজের দুঃখে ব্যথিত হইয়া জঘন্য দেশাচারের বিরুদ্ধে মুক্ত কণ্ঠে অগ্নিময় বক্তৃতায় সাধারণকে উত্তেজিত করিতেছেন, এই ধর্ম্মাভিমানী সমাজ সরোষে উহাঁর রসনায় সুতীক্ষ্ণ কণ্টক বিদ্ধ করিতেছে! আবার দেখ, আমি মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য, ব্যভিচার প্রভৃতির হস্তে ক্রীড়াকন্দুক হইয়াও কেবল ব্রাহ্মণবংশজ বলিয়া সমাজে পূজনীয়, আর তুমি উদারতা, প্রীতি, ন্যায়পরতা প্রভৃতি সদ্গুণনিচয়ে বিভূষিত হইয়াও চণ্ডালবংশসম্ভূত বলিয়া সমাজে অস্পৃশ্য। আমি নরহত্যা, ব্যভিচার প্রভৃতি গুরুতর পাপে পাপী হইয়াও একমাত্র দেবমূর্ত্তি চরণে প্রণাম করিয়া বিশুদ্ধাত্মা হিন্দু, আর তুমি স্ফটিকস্বচ্ছ নিষ্কলঙ্কচেতা সদুদারচরিত হইয়াও একমাত্র বিগ্রহকে প্রণাম না করিয়া নরাধম বলিয়া কীর্ত্তিত। আমি সারাদিন সামান্য নায়ক নায়িকার জঘন্য প্রণয়ঘটিত অশ্লীল অশ্রাব্য গীতিতে রসনাকে কলুষিত করিয়াও মুখে দুর্গানাম উচ্চারণ করি বলিয়া সমাজের অশেষ সম্মান লাভ করিতেছি; আর তুমি বিমল সন্ধ্যাসমাগমে দশদিকে বিশ্বশিল্পির পরম রমণীয় শিল্পনৈপুণ্যের বিকাশ নিরীক্ষণ করিয়া ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে তাঁহার নাম গান করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছ বলিয়া সমাজের চক্ষে বিষময় কণ্টকবৎ পরিদৃষ্ট হইতেছ। যে সমাজে এত অনুদারতা, এত স্বেচ্ছাচারিতা, এত অবিচার, বিনা সংস্কারে কি দীর্ঘকাল তাহার অস্তিত্ব সম্ভবে? অতএব হে হিন্দুধর্ম্ম-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিন্! তুমি ঈদৃশ অনুদারতা, কপটতা প্রভৃতির সীমা হইতে তোমার ধর্ম্মকে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত কর, দেখিবে তোমার ধর্ম্মের মাহাত্ম্য জগতে বিকীর্ণ হইবে।

৮। গুরুদিগের শিক্ষার অভাব এবং অসচ্চরিত্রতা।

গুরু এই শব্দটি যেমন উচ্চ যেমন গভীরভাবব্যঞ্জক এমন শব্দ বঙ্গভাষায় অতি বিরল। কিন্তু বলিতে যুগপৎ লজ্জা ও দুঃখ উপস্থিত হয়, ঐ শব্দ শ্রবণে অধুনা ভক্তি প্রীতি সদ্গুণের উচ্ছ্বাস হওয়া দূরে থাকুক বরং বিদ্বেষ বিরক্তি প্রভৃতিরই উদ্রেক হয়। যে গুরু শিষ্যের আত্মার মঙ্গলের জন্য শরীরের শোণিত পর্য্যন্ত ক্ষয় করিবেন, যিনি শিষ্যের ধর্ম্মপথের একমাত্র না হউন প্রধানতম সহায়, যিনি শিষ্যের অজ্ঞানতমসাচ্ছন্নহৃদয়ে সেই পরাৎপর ব্রহ্মের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি প্রকাশিত করিবেন, যিনি পার্থিব কামনার বহু উর্দ্ধে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মকামনায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবেন, যাহাঁকে হিন্দুশাস্ত্র " অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ " এই প্রণাম বাক্য দ্বারা সর্ব্বজনপূজনীয় করিয়া তুলিয়াছেন, সেই পরম শ্রদ্ধাস্পদ, ধর্ম্মপথপ্রদর্শক, দেববৎ পূজনীয় গুরুর নাম শ্রবণে এখন বিদ্বেষ উপস্থিত হয় কেন? কে এই সুকঠিন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবে? পাঠক! তোমার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর, হৃদয় বলিবেঃ—" যে গুরু নিজের আত্মার কল্যাণের জন্য সংবৎসরেও একটী দিন ব্যয় করে না, যে গুরু স্বার্থসাধনোদ্দেশে শিষ্যের বিত্তাপহরণেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না, যে গুরু পাপপ্রণোদিত হইয়া শিষ্যের পবিত্র কুলে কলঙ্কের রেখা নিপাতিত করিতেও সঙ্কোচ করে না, সেই অজ্ঞানান্ধ, পাপান্ধ, দীনাত্মা কিরূপে শিষ্যের আধ্যাত্মিক মঙ্গল সাধনে সমর্থ হইবে? যে স্বয়ং চক্ষুষ্মান্ নয়, সে কিরূপে অন্যকে পথ প্রদর্শন করিবে? " প্রিয় পাঠক! তোমার হৃদয়ের বাক্য শুনিলে আবার ঐ শুন, হৃদয়ের অভ্যন্তরে সমাসীন হইয়া তোমার বিবেক তোমাকে কি বলিতেছেনঃ—" গুরু কুলকলঙ্কস্বরূপ যে গুরু ঈদৃশ পাপপঙ্কে নিমগ্ন অথচ আপনাকে ধার্ম্মিকপ্রবর বলিয়া প্রদর্শন করে, সেই আত্মাপহারী চৌরকে তুমি তোমার ধর্ম্ম পথের নেতৃপদে বরণ করিলে আমি সুদূরে পলায়ন করিব। " এই বলিয়া তোমার বিবেক গমনোন্মুখ হইলে তুমি কি কেবল শুষ্ক হৃদয় লইয়া অবস্থান করিবে? কখনই নয়। কেমন পাঠক! এখন বুঝিলে, কি জন্য এখন পরমারাধ্য গুরুর নাম শ্রবণেও বিদ্বেষ উপস্থিত হয়? আবার দেখ, গুরুদিগের অশিক্ষা আমাদের ধর্ম্মপথের কেমন অন্তরায়—তাঁহারা আমাদিগকে যে পূজা, সন্ধ্যাবন্দনাদির শিক্ষা দেন, তাহা বিশুদ্ধ এবং উচ্চ সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত বটে; কিন্তু যখন তাঁহারাই অশিক্ষা নিবন্ধন

...হার তাৎপর্য্যার্থ পরিগ্রহণে অসমর্থ, তখন শিষ্যকে আর কি বুঝাইবেন? ...র্থপরিগ্রহ ব্যতিরেকে মন্ত্রোচ্চারণ সর্পব্যবসায়ীর কুহক-মন্ত্রবৎ অসম্বদ্ধপ্রলাপতুল্য। সন্ধ্যাবন্দনাদি—উপাসনা; উপাসনা শব্দে নয়,—হৃদয়ে; সুতরাং যে মন্ত্রোচ্চারণে হৃদয় নাই, তাহা কখনও উপাসনা শব্দে বাচ্য হইতে পারে না। সুতরাং তাদৃশ সন্ধ্যাবন্দনাদি দ্বারা ধর্ম্মসাধনের বিশেষ সহায়তা অসম্ভব। পাঠক! তুমি মনে করিও না আমি সকল গুরুকেই নিন্দা করিতেছি। যে গুরুর অন্তরে নিয়ত ধর্ম্মভাব জাগরূক, যিনি উল্লিখিত পাপনিচয়ের উর্দ্ধে অবস্থান করিতেছেন, যিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে স্বীয় আরাধ্য দেবতাকে কহিতে পারেন:—

"আস্তামকণ্টকমিদং বসুধাধিপত্যং
ত্রৈলোক্যরাজ্যমপি দেব তৃণায় মন্যে।
নিঃশঙ্কচিত্তহরিণীকুলসঙ্কুলাসুচেতঃ পরং বসতি শৈলবনস্থলীষু॥

হে দেব! এই বসুধার অকণ্টক আধিপত্য (একাধিপত্য) দূরে থাকুক ত্রৈলোক্যরাজ্যকেও আমি তৃণবৎ জ্ঞান করি, কেবল যে স্থানে হরিণীকুল নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করিতেছে, এইরূপ (জনসমাগমশূন্য) বনস্থলে (শরীর রক্ষার জন্য) আমার চিত্ত যাইতেছে (একটুকু স্থান প্রার্থনা করিতেছে।)

ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে তাঁহার চরণে মস্তক অবনত কর; তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ কর। তুমি হয় ত বলিবে—ঈদৃশ পবিত্র হৃদয় গুরু যখন পৃথিবীতে অতিদুর্লভ, তখন কি কেবল প্রতীক্ষায় থাকিয়া অশিক্ষিত অবস্থায় জীবন কাটাইব? আমি বলি "না" যদি তুমি সেই স্বর্গীয় পিতা জগৎগুরু জগদীশ্বরের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মন্ত্র গ্রহণ করিতে না পার, তবে পার্থিব গুরুর শরণাপন্ন হও এবং মন্ত্রগ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার জীবনকে বিশেষরূপে পরীক্ষা কর। যদি তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রদীপ্ত দেখ, যদি ধর্ম্মসাধনে তাঁহার অগ্নিময় উৎসাহ আছে বলিয়া অনুভব কর এবং যদি তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্মের পবিত্র মস্তকে আঘাত না করেন, তবে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গুণরাজি বিভূষিত না হইলেও তাঁহাকে গুরুপদে বরণ কর।

এই সমস্ত কারণ ভিন্ন বিলাতিশিক্ষাও তজ্জনিত রুচিভেদ, উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব, প্রভৃতি কারণ বশতও আর্য্যধর্ম্মের অনেক অবনতি হইতেছে।

এ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে কিছু কিছু বলাও হইয়াছে, সুতরাং এ স্থলে আর অধিক কিছু বলা আবশ্যক বোধ করিলাম না।

শ্রীগঙ্গাদাস বসু
করটীয়া।

কুসুমে কীট।

এক দিন বনে
কল্পনা সঙ্গিনী সনে ভ্রমিতেছি অন্য মনে
বিষাদে মগন
কিছুতেই সুখ নাই শূন্যময় সর্ব্ব ঠাঁই,
সংসার যাহার পক্ষে হইয়াছে বন
কি সুখ তাহারে দিবে ভীষণ কানন ?

ধাই চারি দিকে—
দেখিলাম হেন কালে উচ্চ সহকার কোলে
উঠিছে কৌতুকে
মোহিনী মাধবীলতা মোহন কুসুম যুতা—
সহকার তলে আমি দাঁড়ানু যেমনি
গাত্রে মোর খসিয়া পড়িল পল্লবিনী

যতনে আদরে
সে লতা-প্রশাখা লয়ে, বিগত-বিষাদ হয়ে
ফিরিলাম ঘরে ;
যামিনীতে মহোল্লাসে রাখিলাম শয্যা পাশে—
হায় সেই লতা— গুপ্ত কীট দুরাচার
দয়াহীন দংশিলেক শরীরে আমার।

চন্দ্রের কিরণ
সংসার-বৃশ্চিক-দষ্ট, চিত্তের উৎকট কষ্ট
করে নিবারণ

এত ভাবি ভাগ্যহীন সেবে তাহা প্রতিদিন—
ভাগ্য দোষে সেই চন্দ্র অমৃত আধার
করে হায় পক্ষাঘাত রোগের সঞ্চার

হতভাগ্য আমি
জানিতাম আগে যদি বিধির এ ঘোর বিধি
কোন পথ গামী
তা হলে সুখের জন্য, সতত হৃদয় ক্ষুণ্ণ
নিরাশা কি লইতাম শান্তিবিনিময়ে
হইতাম উপনীত এ ঘোর নিরয়ে ?

তবু সেই দিন
প্রথম মিলন দিন, স্মৃতিপথে সমাসীন
হয় যেই ক্ষণ
সব শোক ভুলে যাই হস্তে যেন স্বর্গ পাই
সহসা দর্শন যবে দিলে প্রাণেশ্বরি
চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া মোহিনী মাধুরী !

সে দিবস হায়
প্রকৃতির চারু ছবি গগনে ফুটিল রবি
মধুরতাময়
নর নারী বৃক্ষ শাখা সব মধুরতা মাখা —
মধুর মধুর ভিন্ন নয়ন উপরে
কি আর দেখিব বল এমন মুকুরে ?

কর না বাখান
নিতি নিতি অভিনব কোমল ও মুখ তব
সরল নয়ান
হিয়া করি জর জর কেমনে বিষাক্ত শর
তোমার আশ্রিত জনে করিলে সন্ধান ?
প্রতিমে ! কেমনে তুমি হইলে পাষাণ ?

কেন দেখাইলে?

স্বর্গের সোপান দিয়া স্বর্গের মোহিনী ছায়া

পশিতে না দিলে?

ছিনু ভাল ধরা পরে জানিতাম ভাল করে

রোগ শোক জরা মৃত্যু মানব প্রকৃতি

অদৃষ্ট শৃঙ্খল হ'তে নাহি অব্যাহতি

চাহ কি দেখিতে

অন্তর্জ্জলা ফল্গু মত কেমনে অভাগা চিত

ভাসিছে শোণিতে?

কি ঘোর যাতনা সই জান না কাঁদাও তাই

হৃপভাঙ্গা কারে বলে যদি তা জানিতে

তুমি অয়ি কৃপাময়ি শোণিতে ভাসিতে।

শ্রী দেঃ——